সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৬৬

সর্ব্বসম্বাদিনী

(শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত তত্ত্ব, ভগবৎ,
পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা)

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কর্ত্তৃক বিরচিত

শ্রীপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখাবংশ্য চট্টরাজ চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও অনূদিত

Sri KESHAJI GAUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২৭

মূল্য	পরিষদের সদস্যপক্ষে	১৸৹
	শাখাসভার সদস্যপক্ষে	২৲
	সাধারণপক্ষে	২৷৹

Printed by
H. C. Mitra, at the VISVAKOSHA PRESS,
9, Visvakosha Lane, Bagbazar,
CALCUTTA.
1921.

ভূমিকা

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী

যে সকল মহাত্মা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সিদ্ধান্তাদি দার্শনিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ শ্রীজীব তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সর্ব্বপ্রধান। কাব্য-ব্যাকরণ, ন্যায়-বৈশেষিক,সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা উত্তর-মীমাংসাদি ষড়্দর্শনে শ্রীপাদ শ্রীজীবের যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা তৎপ্রণীত প্রচরদ্রূপ গ্রন্থনিবহ পাঠে সহজেই প্রতিপন্ন হয়। অধ্যয়ননৈপুণ্যে, অসাধারণ সূক্ষ্ম বুদ্ধিবলে এবং শাস্ত্রবিচার-কুশলতায় তিনি তৎসময়বর্ত্তী সুপণ্ডিতগণেরও বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার এই যে, শ্রীপাদ শ্রীজীবের কুশাগ্রসূক্ষ্ম দার্শনিক জ্ঞান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মায়ামৃগতৃষ্ণিকার প্রতপ্ত বালুকাতে আত্মবিসর্জ্জন না করিয়া, প্রেমভক্তির সুধাময় মহাসাগরে মিলিয়া, বঙ্গীয় বৈষ্ণব-দর্শন-সিদ্ধান্তসমূহকে জগতে প্রধানতম ভগবত্তত্ত্বজ্ঞাপক দর্শনশাস্ত্রে উন্নীত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষেই নিখিল সরস বেদান্তের সমুচ্ছ্রিত গৌরব-পতাকা। সুতরাং শ্রীপাদ শ্রীজীব কেবল বাঙ্গালার গৌরব নহেন—কেবল বাঙ্গালীর গৌরব নহেন—তিনি সমগ্র সুসভ্য জগতের অধিবাসিগণেরই গৌরবস্বরূপ। ভগবত্তত্ত্বের দুরধিগম্য সমুন্নত শ্রীমন্দিরে প্রবেশের জন্য তিনি যে বিপুলতর সুগম্য সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য মানবমাত্রেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মানবসমাজের তত্ত্বজ্ঞানস্পৃহা যতই উন্নততর প্রদেশে অধিরূঢ় হইবে, শ্রীপাদ শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইয়া, তাঁহারা সেই পরিমাণে তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক উত্তরোত্তর তদীয় সিদ্ধান্তে অধিকতর আকৃষ্ট হইবেন, ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

অতএব শ্রীপাদ শ্রীজীবের গ্রন্থনিবহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের সুপ্রচার মানব-সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। অধুনা এই বিষয়ে শিক্ষিত-সমাজের যৎকিঞ্চিৎ আগ্রহও পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা শ্রীপাদ শ্রীজীবের গ্রন্থাদি সম্বন্ধে ও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যময়, পুণ্যপবিত্রতাময় এবং ভক্তি-প্রেমপীযুষপ্রবাহময় জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বাঙ্গালী ছিলেন, সুতরাং বাঙ্গালীর গৌরব বাঙ্গালা দেশেই সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীপাদ শ্রীজীবের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম গ্রন্থ সর্ব্বসম্বাদিনীর বঙ্গানুবাদ সহ একটি পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া, জাতীয় গৌরব ও শাস্ত্রগৌরব প্রচারের অতীব সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে মূল গ্রন্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়। শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির সকলগুলিই এখন মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু তাঁহার অধ্যয়নময়, শাস্ত্র-গবেষণাময়, বিশেষতঃ ভগবদ্ভজনময় জীবন-চরিতাখ্যা এখনও গ্রন্থাকারে দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্যে এই অভাব তীব্ররূপেই পরিলক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালার সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত চরিতাখ্যায়ক সাহিত্যিকগণের শুভ দৃষ্টি এ ক্ষেত্রে এখনও নিপতিত হয় নাই। আমার শক্তিসামর্থ্যাদি অত্যল্প এবং নিরতিশয় নগণ্য। কিন্তু তথাপি সম্প্রতি শ্রীপাদ শ্রীজীবের ব্রহ্মবিদ্যা-প্রেমভক্তিপ্রভাবময় পবিত্রতম জীবনবৃত্তের উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কবি বলেন,—

"মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে।"

মনোবাসনার ত অগম্য স্থান নাই; তাই অযোগ্য, অসমর্থ হইয়াও সম্প্রতি এই দুঃসাধ্য ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখনও প্রয়োজনীয় উপাদান-সংগ্রহ হয় নাই। এই নিমিত্ত সর্ব্বসম্বাদিনী-গ্রন্থ গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তমাত্র দিয়াও সমলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইলাম না।

এ স্থলে অতি সংক্ষেপে কেবল ইহাই বলিয়া রাখিতেছি যে, শ্রীজীব স্বয়ং লঘুতোষণীনাম্নী শ্রীভাগবত-টীকার উপসংহারে যে আত্মবংশ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, ইঁহার ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষের নাম শ্রীসর্ব্বজ্ঞ। কর্ণাট দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রীসর্ব্বজ্ঞ পরম-পূজনীয় ছিলেন, এই জন্য তিনি জগদ্গুরু উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এতদ্ব্যতীত তিনি তৎসময়ে কর্ণাটের একজন খ্যাতনামা রাজা ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। যদিও ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু চতুর্ব্বেদেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল। তিনি রাজা হইয়াও অলসভাবে ভোগবিলাসে সময় অতিবাহিত করিতেন না। দূর-দেশান্তর হইতে বেদবিদ্যার্থিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিতেন, চতুর্ব্বেদ অধ্যাপনায় তিনি সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অপর পক্ষে তত্রত্য রাজা-মহারাজ প্রভৃতিও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিভাব প্রদর্শন করিতেন। রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধেও অসাধারণ গুণগ্রামে তিনি বিভূষিত ছিলেন। ফলতঃ লক্ষ্মী-সরস্বতীর এইরূপ একত্র বিচিত্র সমাবেশ এই শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুতে যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, অন্যত্র তাহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

কিন্তু এ স্থলে একটি কথা এই যে, ইঁহার প্রকৃত নামটি "সর্ব্বজ্ঞ" কি না? এমনও হইতে পারে যে, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই জনসমাজে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত হইতেন। অবশেষে এই বিশেষণটিই তাঁহার নামরূপে খ্যাত হয়। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয় যে প্রগাঢ় গম্ভীর পদ্যে ইঁহার পরিচয় দিয়াছেন, সে পদ্যটি এই,—

উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী বস্তামৃতস্রাবিণী
জিহ্বা কল্পলতাময়ী মধুকরী ভূয়ো নরীনৃত্যতে।
রেজে রাজসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীপতিঃ
শ্রীসর্ব্বজ্ঞজগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়ো গ্রামণীঃ॥

শ্রীপাদ শ্রীজীব চিরদিনই স্বীয় বংশগৌরবের সমুচ্ছ্রিত সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস

মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব। ইনি অতি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদিতে সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন—পাছে বা কদাচার ব্যক্তির স্পর্শ হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদাই নির্জ্জনে থাকিতেন। অহিন্দু ব্যক্তিদের দৈবাৎ স্পর্শ হইলে ইনি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না। এই সময়ে নৈহাটীতে সম্ভবতঃ কোন প্রকার ধর্ম্মদ্রোহ উপস্থিত হয়। ধর্ম্মভীরু কুমারদেব নৈহাটী হইতে বাকলাচন্দ্রদ্বীপে যাইয়া বাস করেন। নৈহাটীর বাড়ী সম্ভবতঃ তখনও ছিল। নৈহাটী ও বাকলার মধ্য-পথে যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও কুমারদেব এক বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, কুমারদেবেরও অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীপাদ সনাতন, রূপ ও শ্রীবল্লভ (অনুপম) এই তিন জনই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের উক্তি এই,—

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কশ্চিদ্দ্রোহভয়াৎ স্ববংশ্যনিলয়ং ত্যক্ত্বা সতাং সংগতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতম্॥

কেহ কেহ বলেন যে, কুমারদেবের এই প্রসিদ্ধ তিন পুত্রের নাম ছিল—অমর, সন্তোষ ও বল্লভ। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাঁদিগকে সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম নাম প্রদান করেন। শ্রীমদ্‌বল্লভের সুযোগ্যতম জগৎপূজ্য পুত্রই **শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী।**

কোন্ শকে, কোন্ স্থলে শ্রীজীব জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বিনির্ণয় করার উপায় নাই। ধূর্ত্ত-প্রকল্পিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অধুনা বহুল প্রচার দেখিতে পাইতেছি। বৈষ্ণব ইতিহাসেও সেই কলুষসলিল-তরঙ্গাভিঘাত স্পষ্টতঃই অনুভূত হইতেছে। বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী প্রভৃতি এই শ্রেণীর আবর্জ্জনা বলিয়াই আমাদের ধারণা। ভক্তিরত্নাকর বলেন, শ্রীপাদ সনাতনাদি ভ্রাতৃত্রয় অনেক সময়ে রামকেলীতে থাকিতেন, ফতেয়াবাদ ও বাকলাচন্দ্রদ্বীপে তাঁহাদের বাড়ী ছিল। কিন্তু হুসেন শাহের কার্য্যোপলক্ষে রামকেলীতেই তাঁহাদের প্রধান বাসস্থান হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন রামকেলীর পথে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়দ্বয়কে প্রথম বার দর্শন দিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীব রামকেলীতে ছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তিনি শিশু। ভক্তিরত্নাকরের উক্তি এই,—

গণ সহ সনাতন রূপে কৃপা করি।
রামকেলি হইতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি॥
সনাতন শ্রীরূপ বল্লভ তিন ভাই।
যে সুখে ভাসিল তাহা কহিতে সাধ্য নাই॥
কেশব ছত্রী আদি যত বিজ্ঞগণ।
হইল কৃতার্থ পেয়ে প্রভুর দর্শন॥
শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল॥

সুতরাং ইহাও শুনা কথা—ইহার সবিশেষ নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ নাই। ১৪৫৫ শাকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তর্ধান ঘটে। ইহার অনেক পূর্ব্বে শ্রীপাদ বল্লভ বালক শ্রীজীবকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া শ্রীধাম প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং ১৪৫৫ শকের অনেক পূর্ব্বে শ্রীপাদ শ্রীজীব সম্ভবতঃ রামকেলীতে কিংবা ফতেয়াবাদের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ১৪৩৫ হইতে ১৪৪৫ শকের মধ্যে কোনও সময়ে শ্রীজীবের আবির্ভাবকাল ধার্য্য করা অসঙ্গত হয় না।

অতঃপরে শ্রীশ্রীজীব-চরিত-গ্রন্থ-বিরচন-সময়ে আমার এই ধারণার পরিবর্ত্তন করার উপাদান পাইলে, তখন এ সম্বন্ধে এবং তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তিময় জীবন-ঘটনা সম্বন্ধে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করা যাইবে। ইনি নবদ্বীপ ও কাশীতে বিবিধ সুযোগ্য অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অবশেষে শ্রীব্রজমণ্ডলে পরমারাধ্য পিতৃব্যদ্বয়ের শ্রীচরণতলে অবস্থান করিয়া শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র এবং তাঁহাদের প্রণীত শ্রীগ্রন্থাদি অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ভক্তসঙ্গলাভ এবং শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের সেবাস্থাপন ও তীব্রভাবে ভজন করিয়া, সুদীর্ঘ জীবনান্তে শ্রীবৃন্দাবনেই অন্তর্হিত হন। অদ্যাপি শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদর বিগ্রহ বিরাজমান।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যে ভক্তিময় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যজ্ঞোপবীতের দিন হইতে তিনি যে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যৌবনে তাহা বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান-ভক্তি ও প্রেমে পরিমিশ্রিত হইয়া শ্রীজীবকে প্রকৃত পক্ষেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিচ্ছবি করিয়া তুলিয়াছিল। ভুবনপাবন, আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণনখচ্ছটার সমুজ্জ্বল প্রভাবে শ্রীজীবের হৃদয়ে যে অতুলনীয় জ্ঞান ও অপরিমেয় প্রেমভক্তির প্রস্রবণ উৎসারিত হইয়াছিল, তদীয় গ্রন্থাবলীর পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে তাহারই প্রবাহাভাস স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়। যে বিদ্যা শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞানলাভের অনুকূল, যে বিদ্যা প্রেমভক্তিরূপ রসময় শ্রীভগবানের সাধনোপায় অবগত করাইতে সমর্থা, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আমরা সুষ্ঠুরূপে এই সকল বিষয়ের বিদ্যালাভ করিতে পারি, তাহাই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র। যাঁহারা ভগবত্তত্ত্বপিপাসু,—শ্রীজীবকৃত ক্রমসন্দর্ভ, শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনী তাঁহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদস্বরূপ। এই পবিত্রতম মহা-নির্ম্মাল্য ভগবৎসাধক ভক্তমাত্রেরই ভক্তি সহকারে হৃদয়ে পরিধার্য্য এবং নিয়ত পঠনীয়। বহু বার বহু স্থলে বহু দিন হইতেই জনসমাজে আমি আমার এই প্রাণের কথা সরলভাবে নিবেদন করিয়া আসিতেছি। দার্শনিকাগ্রগণ্য সুপণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেই এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পূর্ণরূপে কৃতার্থ হইয়া আসিতেছেন। সুপণ্ডিত মাত্রেই এই জগৎপূজ্য মহাদার্শনিকের মহাগৌরবার্হ গবেষণাময় ভগবত্তত্ত্বপূর্ণ প্রেমভক্তির পীযূষপ্রবাহশীল শ্রীগ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই আমার একান্ত বিনীত নিবেদন।

সর্ব্বসম্বাদিনী

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয়কৃত গ্রন্থসমূহ সর্ব্বজন-সমাদৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা-বিনির্ণয় এখনও দৃষ্ট হয় না। তৎকৃত অতি অল্প গ্রন্থই আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের লঘুতোষণী টীকার উপসংহারে শ্রীপাদ সনাতন প্রভৃতির বংশ-পরিচয়ের অন্তে সুবিখ্যাত ভ্রাতৃযুগলের (শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ রূপের) গ্রন্থ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে ; তদ্‌যথা,—

তয়োরনুজস্পষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা॥
স্তবাশ্চোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥
বিদগ্ধললিতাখ্যেতিমাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা দানকেল্যাহ্বা রসামৃতযুগং পুনঃ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটক-চন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ॥

অর্থাৎ শ্রীহংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, অষ্টাদশ লীলাছন্দঃ, উৎকলিকাবল্লীস্তব, গোবিন্দ-বিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, বিদগ্ধ মাধব নাটক, ললিতমাধব নাটক, দানকেলী-কৌমুদী ভাণিকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, মথুরা-মহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, লঘুভাগবতামৃত, এই সকল গ্রন্থ শ্রীপাদ রূপগোস্বামিমহোদয়কৃত।

অতঃপরে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিমহোদয়কৃত গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে ; তদ্‌যথা,—

অথাগ্রজকৃতেষ্বগ্র্যং শ্রীলভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তৎটীকা দিক্‌প্রদর্শনী॥
লীলাস্তবটিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
সা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রা জীবেনাপি তদাজ্ঞয়া॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত ও উহার টীকা, হরিভক্তিবিলাস, উহার 'দিক্‌প্রদর্শনী' টীকা, লীলাস্তব এবং উহার টিপ্পনী, শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা বৈষ্ণবতোষণী, এই কয়েকখানি গ্রন্থ শ্রীপাদ সনাতনকৃত।

শ্রীজীবের কৃত এই গ্রন্থ-বিবরণ ১৫০০ শকে লিখিত হইয়াছিল। অতঃপরে এই পূজ্যপাদ ভ্রাতৃযুগল ধরাধামে কত দিন ছিলেন, কিংবা ইহার পূর্ব্বেই তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনাপেক্ষ।

বৃহৎতোষণী ১৫৭৬ শকে এবং লঘুতোষণী ১৫০০ শকে সম্পূর্ণ হয়। ইহার প্রমাণ লঘু-তোষণীর অন্তেই প্রদত্ত হইয়াছে ; তদ্‌যথা,—

শাকে ষট্‌সপ্ততিমণৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।
সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে তথা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও বৃহদ্ভাগবতামৃত ইহারও পূর্ব্বে রচিত। কেন না, তোষণী টীকার স্থানে স্থানে হরিভক্তিবিলাসাদির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীপাদ রূপের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট অবস্থাতে রচিত হয়। হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ, এই দুইখানি গ্রন্থ সম্ভবতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। যেহেতু এই দুই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি নমস্কার-দ্যোতক কোন বাক্যের উল্লেখ নাই।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ সালে পরিসমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থের শেষে স্বয়ং গ্রন্থকারই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ং।
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ ॥

ইহার পরেই উজ্জ্বল-নীলমণি বিরচিত হয়। ১৪৫৬ শকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অন্তর্হিত হয়েন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থ তাঁহার অন্তর্ধানের পরে বিরচিত হয়। তোষণী টীকা ১৪৮৬ সালে বিরচিত হয়, সম্ভবতঃ তৎপরে শ্রীপাদ সনাতন আর কোনও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন নাই। ১৪৭৬ শক হইতে ১৫০০ শকের মধ্যেই সম্ভবতঃ শ্রীপাদ সনাতনও অন্তর্হিত হয়েন। শোকসন্তপ্ত শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্য শ্রীপাদ রূপ দানকেলী-কৌমুদী গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা হইলে ১৪৭৬ শকের অনেক পরে শ্রীরূপ দানকেলীকৌমুদী রচনা করেন।

এইরূপে শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিমহোদয়ের গ্রন্থগুলি ক্রমশঃ ভক্তসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীজীবের কৃত গ্রন্থাবলীর পূর্ণ তালিকা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীচরিতামৃতেও অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই সকল শ্রীগ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; তদ্‌যথা,—

নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থসার। মূঢ় অধম জনের তিঁহো করিল নিস্তার ॥
প্রভু আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার। ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার ॥
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত। দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন। রূপ গোসাঞি কৈল যত কে করু বর্ণন ॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন। লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব। উজ্জ্বল-নীলমণি আর ললিতমাধব ॥
দানকেলীকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী। অষ্টাদশলীলাছন্দঃ আর পদ্যাবলী ॥
গোবিন্দ-বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ। মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন।
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন। সর্ব্বত্র করিলা ব্রজবিলাস বর্ণন ॥

শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীপাদ রূপের পুস্তকাদির উল্লেখ করিয়া যে "লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন" এই পয়ার লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ অবশ্যই বিবেচ্য। বহুত্ব অর্থেই শত, সহস্র ও লক্ষ প্রভৃতি শব্দ সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এ স্থলেও সেই অর্থই গ্রাহ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও শ্রীজীবের গ্রন্থসমূহের নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল এইমাত্র লিখিয়াছেন,—

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোসাঞি। যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই॥
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার। ভক্তিসিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার॥
গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর। নিত্যলীলা স্থাপন আছে ব্রজরসপূর॥
এই মত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ। গোষ্ঠী সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে জানা যায়, শ্রীপাদ শ্রীজীবও বহু গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু ইনি কেবল শ্রীভাগবতসন্দর্ভ (ষট্সন্দর্ভ) ও শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীজীবকৃত হরিনামামৃত ব্যাকরণখানিও অতি প্রসিদ্ধ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীপাদ শ্রীজীবের অন্যান্য গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নাই কেন, তাহার কেবল এই একমাত্র প্রধানতম হেতু হইতে পারে যে, সেই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই মূল গ্রন্থ নহে—কিন্তু প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির টীকামাত্র—যেমন শ্রীভাগবতের টীকা ক্রমসন্দর্ভ, উজ্জ্বল-নীলমণির টীকা লোচনরোচনী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা দুর্গম-সঙ্গমনী, গোপালতাপনীর টীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা এবং শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা, সর্ব্বসংবাদিনী।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীপাদ শ্রীজীবের প্রণীত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দৃষ্ট হয়; তাহা এই,—

শ্রীমদ্বল্লভপুত্রশ্রীজীবস্য কৃতিষ্বস্তুতে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা॥
তৎসূত্রেমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী॥
রসামৃতশেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ।
সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূ ভাবার্থসূচকঃ॥
টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।
রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসারস্তবস্য চ॥
তথা চাগ্নিপুরাণস্থগায়ত্রীবিবৃতিরপি।
শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ॥
লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী।
তস্যাঃ করপদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ॥
পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী।
সন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ॥

তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রীতিসংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ॥
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ং।
হস্তামলকবদ্যেষু সদ্ভির্বাগ্ভিঃ প্রকাশিতম্॥ ইত্যাদয়ঃ॥

ভক্তিরত্নাকরের এই তালিকাতে সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু উক্ত তালিকাটিও যে সম্যক্ নয়, তাহা তালিকা-শেষস্থ 'ইত্যাদয়ঃ' পদ দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ এতদ্ব্যতীত শ্রীজীবের অন্যান্য গ্রন্থও আছে। বস্তুতঃ সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থ এই খানির অধ্যয়ন অধ্যাপনা পরবর্ত্তী সময়ে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে যে বিরল হইয়া পড়িয়াছিল, পাণ্ডুলিপি-সমূহের দুর্দ্দশা দেখিয়াই তাহা প্রতিপন্ন হয়।

সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থখানি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই অনুব্যাখ্যা শ্রীভাগবতসন্দর্ভের প্রপূর্ত্তিবিশেষ। শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ছয় সন্দর্ভে পূর্ণ; যথা,—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ। সর্ব্বসংবাদিনী সমগ্র ষট্সন্দর্ভ গ্রন্থের অনুব্যাখ্যা বা প্রপূর্ত্তি নহে—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, এই চারিখানি সন্দর্ভের প্রপূর্ত্তিমাত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

এই গ্রন্থখানিকে প্রপূর্ত্তি বলিতেছি এই জন্য যে, শ্রীভাগবতসন্দর্ভ প্রণয়নের পরে শ্রীপাদ গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থনিহিত দার্শনিক শাস্ত্রপ্রমাণ ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে যে স্থল অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই সেই অংশের সম্পূরণার্থ বহুল অভিনব শাস্ত্রপ্রমাণ ও সিদ্ধান্তবিচার দ্বারা এই গ্রন্থখানি সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থের কোন্ অঙ্ক-বিধৃত বাক্যের পর এই সকল পশ্চাৎপ্রপূরণযোগ্য বিষয়সমূহের সংযোজন ও সমাবেশ হইবে, গ্রন্থকার তৎসমস্ত স্থানের স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন। দার্শনিক আলোচনায় মূল শ্রীভাগবতসন্দর্ভ হইতেও এই গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু সূত্রবৎ সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাসে অনেক স্থলেই অর্থোপলব্ধি সম্বন্ধে অধিকতর অস্পষ্টত্ব, জটিলত্ব ও দুরধিগম্যত্বাদি সংঘটিত হইয়াছে।

প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপি আমার নয়নগোচর হয়। অতীব কৌতূহলের সহিত উহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইলাম। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতিশাস্ত্র, তন্ত্র, পুরাণ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া সর্ব্বসংবাদপূর্ণ অতি সারগর্ভ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তনিচয় একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ আধুনিক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ইহার কোনও সন্ধান রাখেন না—এমন মহারত্ন লোকলোচনের অন্তরালে অযত্নে, অনমুসন্ধানে অনবলোকিত ও উপেক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে, ইহা মনে করিয়া ক্লেশানুভব হইল। কিন্তু যতই মনোযোগের সহিত গ্রন্থখানি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ততই আরও ক্লেশ হইতে লাগিল। দেখিতে পাইলাম, পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি পত্রেই অসংখ্য লিপিকর-প্রমাদ—একতঃ গ্রন্থ অতি কঠিন, তাহার উপরে স্পষ্টতঃ লিপিকরের অনভিজ্ঞতাজনিত বিবিধ প্রকা-

শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভিঃ নিধূতরাজ্যঃ ক্রমাৎ
অষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্‌গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্ ॥

পদ্মনাভ, রূপে গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, ধনমানে ও যশে পিতৃবংশের গৌরব রক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি সাঙ্গ ঋগ্বেদ, সর্ব্বোপনিষৎ ও রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাময়ী ভক্তি ছিল, সেই ভক্তি ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। সর্ব্বগুণশেখর পদ্মনাভ অনেককাল শেখররাজার দেশে থাকিয়া, জীবনের শেষভাগে গঙ্গাবাস করার সঙ্কল্প করিলেন এবং অচিরেই শেখররাজার রাজ্য হইতে পবিত্র-সলিলা, ভগবতী, ভাগীরথী-তটপ্রান্তস্থ নবহট্ট গ্রামে (নৈহাটী) নব বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময়ে রাজা দনুজমর্দ্দনের আদরে, আপ্যায়নে, সম্মানে ও সাহায্যে পদ্মনাভ নৈহাটীতে সুখে সময় যাপন করিতেছিলেন। এখানে আসিয়াও তাঁহার শ্রীজগন্নাথ-ভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হইল না, তিনি প্রতি বৎসর নানাপ্রকার উৎসবোদ্যমে জগন্নাথের সেবা করিতেন। পদ্মনাভের আঠারটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চ পুত্রের মধ্যে পুরুষোত্তম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তৎপরে জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মূল পদ্য এই—,

যজুর্ব্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্ব্বোপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ৎ তাণ্ডবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল রূপেশ্বরসুতঃ ॥
বিহায় গুণশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎসুর-তরঙ্গিণীতটনিবাসপর্য্যোৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দ্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমাৎ *
উবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥
মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতঃ তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীল মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী ॥

---

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডের ১ম খণ্ডে লিখিত আছে, দনুজমর্দ্দন রাজা মহেন্দ্রদেবের পুত্র। ইনি ১৩৩৬ শক হইতে পাণ্ডুনগরে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৩ বৎসর মাত্র পাণ্ডুনগরে আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং ঐ বর্ষেই চন্দ্রদ্বীপে গিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া তিনি এখানকার কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। দ্বিজ বাচস্পতির "বঙ্গজ কুলজীসারসংগ্রহে" লিখিত আছে, "দনুজমর্দ্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি। এই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি ॥ দেব পদ্ধতিতে হোম মহিমা অপার। সমাজ করিতে রাজা হৈলা চিন্তাপর ॥"

পাইয়াছেন। যখন তাঁহার পরমারাধ্য পিতৃব্যদ্বয় কান্থাকরঙ্গধারী, মুণ্ডিতমস্তক, বৈষ্ণব ভি' বেশে তরুতলবাসী হইয়াছিলেন, তখনও শ্রীজীব তাঁহাদিগকে রাজাধিরাজের গৌ সম্মানজনক বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের প্রত্যেক সন্দর্ভের উপসংহারে শ্রীপাদ শ্রীজীব লিখিয়া গিয়াছেন,—"ইতি কলিযুগপাবনস্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাসভাজনভাজনশ্রীরূপসনাতনানুশাসন-ভারতী-গর্ভে শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে—সন্দর্ভো নাম—সন্দর্ভঃ।"

যাঁহারা জগতের অতি নগণ্য বস্তুরও সম্মাননা করার জন্য উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে জগৎপূজ্য স্বীয় গুরুবর্গের প্রতি এইরূপ সম্মানময়ী ভাষা অতীব স্বাভাবিক। প্রকৃত কথা এই যে, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী যে কিরূপ আদর্শচরিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীপাদ সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর পুত্র—অনিরুদ্ধ। ইনিও লিখিল যজুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত, নির্ম্মলযশা ও নৃপগণের পূজ্য ছিলেন। ইন্দ্রের ন্যায় ইহাঁর প্রভাব ছিল। যথা,—

পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-
কান্তস্পর্দ্ধিযশোভরঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।
সর্ব্বক্ষ্মাপতিপূজিতোঽখিলযজুর্বৈদৈকবিশ্রামভূ-
র্লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্॥

ইহাঁর দুই মহিষী ছিলেন। পুত্রও দুইটি—একজনের নাম রূপেশ্বর, অপরের নাম হরিহর। রূপেশ্বর বহুবিধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন, হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়েন। পিতা উভয় পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণধাম প্রাপ্ত হয়েন। কিছু দিন পরে হরিহর, দুষ্ট লোক সংগ্রহপূর্ব্বক আর্য্যকুলতিলক, অগ্রজ রূপেশ্বরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়া সমস্ত রাজ্য স্বয়ং অধিকার করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটি ঘোটক সহ পত্নী-সমভিব্যাহারে পৌরস্ত্য দেশে আগমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সখ্য লাভ করিয়া, সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থলে তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম—পদ্মনাভ। শ্রীজীবের স্বরচিত পদ্য এই,—

মহিষ্যো ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বরহরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামান্যঃ শস্ত্রে নিজনিজগুণপ্রেরিততয়া॥
বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রস্থিতি-দিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিঃরাভ্যাং কিল দদৌ
নিজং জ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্য্যানাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ॥

রের ভ্রম ;—বহু স্থলেই পাঠলগ্ন করা দুষ্কর। এ অবস্থায় তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের ন্যায় আমি এক বিষম বিপত্তিতে নিপতিত হইলাম। এই উপাদেয় গ্রন্থ ছাড়িতেও পারি না, ভ্রম-প্রমাদের জন্য গ্রন্থ বোধগম্যও হয় না।

এই সময়ে আমি আরও দুই একখানি পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তখন শুনিলাম, শ্রীবৃন্দাবনে দেবকীনন্দন মুদ্রালয় হইতে একখানি সর্ব্বসম্বাদিনী প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দ হইল, তৎক্ষণাৎ উহার জন্য পত্র লিখিলাম। যথাসময়ে গ্রন্থ উপস্থাপিত হইল। কিন্তু পত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখি, "স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ।" আমার পাণ্ডুলিপিতে যে স্থলে একটি ভ্রম, ইহাতে সে স্থলে দশটি ভ্রম। উভয় গ্রন্থেই ছেদ-বিচ্ছেদের বিচার নাই—উভয়ত্রই একটানা পংক্তিবিন্যাস—বাক্যচ্ছেদ বা প্রকরণচ্ছেদের কোনও চিহ্ন নাই। এই মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া অধিকতর নিরাশ হইলাম।

এই সময়ে কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ সভার সুযোগ্য সম্পাদক, বিদ্বজ্জনবরেণ্য, দর্শনশাস্ত্রাধ্যয়ন-নিপুণ, টাকীর সুবিখ্যাত জমীদার, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহোদয় সাহিত্য-পরিষৎ সভার মন্ত্রণাক্রমে এই গ্রন্থখানির অভিনব সংস্করণ, সম্পাদন ও বঙ্গানুবাদ করার ভার আমার উপরে প্রদান করিলেন। তাহাতে আমার এক দিকে হর্ষ, অপর দিকে বিষাদভাব উপস্থিত হইল। যাহা হউক, সে ভার গ্রহণ করিয়া আমি শতগুণ মনোযোগ সহ গ্রন্থ সম্পাদন আরম্ভ করিলাম।

এই সময়ে প্রায় প্রতি বৎসরেই দুই একখানি পাণ্ডুলিপি পাইতেছিলাম। এইরূপে সাত আটখানি পাণ্ডুলিপি ক্রমে ক্রমে আমার হস্তগত হইয়াছিল। কেহ তিন মাস, কেহ বা ছয় মাসকাল উহা আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল পাণ্ডুলিপির যে কস্মিন্ কালেও পঠনপাঠন হইয়াছে, তাহা মনে হইল না। কতিপয় পাণ্ডুলিপির কাষ্ঠাবরণী চন্দন-চর্চ্চিত দেখিলাম—ইঁহারা অবশ্যই ভক্তিভরে সম্পূজিত হইতেন, কিন্তু কখনও উদ্ঘাটিত হইতেন না। ইহাও এক প্রকার যত্ন বটে, কিন্তু এ প্রকার যত্নে আর্য্যগ্রন্থের যত্ন হয় না, এরূপ যত্নে ঋষি-ঋণেরও পরিশোধ হয় না।

আমি বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি না পাইয়া শ্রীশ্রীগৌরভগবানের শ্রীচরণ চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যহই এই গ্রন্থ প্রগাঢ় প্রযত্ন, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও অনবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় সহ পাঠ করিতে লাগিলাম। পাঠ করিতে করিতে মনে হইত, এই গ্রন্থের বহুল কঠিন স্থল অন্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এমনও মনে হইত, কোথাও এই সকল ছত্র যেন পাঠ করিয়াছি। তখন কখনও শাঙ্কর ভাষ্য, কখনও শ্রীরামানুজ-ভাষ্য, কখনও বা অন্যান্য বেদান্ত গ্রন্থ বহু সময় পর্য্যন্ত পত্রে পত্রে অনুসন্ধান করিয়া নির্দ্দিষ্ট পংক্তিগুলির আকর গ্রন্থসমূহ পাইতে লাগিলাম এবং আমার পঠিত গ্রন্থে আকরস্থানের চিহ্ন বিন্যাসপূর্ব্বক ভ্রম-পাঠ সংশোধন করিতে লাগিলাম। যে স্থলে গ্রন্থকার স্বয়ং আকর-গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থলে আকরগ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট স্থলের নাম উল্লেখ না থাকিলেও গ্রন্থখানির আদ্যন্ত খুঁজিয়া উহা বাহির করিয়া লইতাম। কিন্তু অধিকতর কাঠিন্যের

বিষয় ইহাই হইয়াছিল যে, অধিকাংশ স্থলে আকর গ্রন্থের নাম বা উহা যে গ্রন্থবিশেষ হইতে উদ্ধৃত, তাহা বুঝিবার বিন্দুমাত্রও উপায় ছিল না। কেবল দয়াময়ের করুণায় এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্বতঃই একরূপ স্ফুরণ হইত। তদনুসারে অধ্যবসায় ও শ্রম সহকারে আকর-গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল ছত্র প্রাপ্ত হইতাম—তখন পাণ্ডুলিপির ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতাম এবং আকর-স্থানের চিহ্ন দিয়া রাখিতাম। আবার যে স্থলে গ্রন্থের নাম পাইতাম, সে স্থলেও উহার কোথায় সেই ছত্রগুলি বা প্রমাণ-বচন আছে, তাহার কোনও নিদর্শন না পাইয়া আবার খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইতাম।

মনে করুন, কোথাও লিখিত আছে,—'অদ্বৈতগুরুণাপ্যুক্তম্'। ইহা দেখিয়া সমগ্র শাঙ্কর ভাষ্য খুঁজিতে হইত। সে শ্রম অবশ্যই ফলপ্রসূ হইত। দিনযামিনীর প্রহরের পর প্রহর চলিয়া যাইত, আমি উহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিরস্ত হইতাম। কোথাও বা "স্মৃতৌ চ" বলিয়া লিখিয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সে শ্লোকটি কোথায় আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমি স্মৃতি গ্রন্থের আদ্যন্ত খুঁজিতাম। অবশেষে মনে হইত, মহাভারতও ত স্মৃতি; একবার খুঁজিয়া দেখা যাউক না কেন—এই মনে করিয়া মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে একটি একটি শ্লোক দেখিতে দেখিতে অবশেষে মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে শ্লোকটি পাইয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইলাম।

এইরূপে অনেক দিন ও অনেক রজনী অতিবাহিত হইত। কখন বা আকরগ্রন্থের অনুসন্ধানার্থ সংস্কৃত কলেজ পুস্তকালয় ও এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে যাইতাম। কোন্ গ্রন্থের কোন্ স্থানে উক্ত প্রমাণ-বচনটি আছে, তাহা দেখিবার জন্য আমার যে কত দিনযামিনী অতিবাহিত হইত এবং কত শ্রম হইত, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন না।

কিন্তু এই সকল ব্যাপারেও আমার আনন্দ ব্যতীত বিরক্তিবোধ হইত না। কেন না, শ্রীভগবানের দয়ায় আমি আকর আবিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হইতাম। গ্রন্থকার, সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে কোনও পরিচয় উল্লেখ না করিয়া, যে স্থলে কেবলমাত্র দুই একটি পংক্তিও শাঙ্কর ভাষ্য বা শ্রীভাষ্য হইতে সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহারও আকর এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছি।

এইরূপ দীর্ঘকাল শ্রম, চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে আকরগ্রন্থের উল্লেখ সংযোজন ও বিবিধ প্রকার টিপ্পনী প্রদান করার সুবিধা ঘটিয়াছে। বহু স্থলে উক্ত গ্রন্থসম্বন্ধীয় অন্যান্য দার্শনিক ও শাব্দিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়া, পাদটিপ্পনীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থে পার্শ্বসূচী, বাক্যচ্ছেদ ও বোধসৌকর্য্যের জন্য কোথাও বৃহৎ, কোথাও বা ক্ষুদ্র টিপ্পনী এবং আধুনিক সময়োপযোগী বাক্যাংশের ছেদসূচক চিহ্নাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

বিদ্বজ্জনবরেণ্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহোদয়ের প্রেরণায় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রযত্নে এইরূপে সর্ব্বসম্বাদিনী মূল গ্রন্থের অভিনব সংস্করণ সতাৎপর্য্য বঙ্গানুবাদ সহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৩২৭ সাল, বৈশাখ মাস। শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা

বেদান্তসূত্রসমূহের তালিকা

এই গ্রন্থে যে সকল ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা ও তৎসন্নিবিষ্ট পৃষ্ঠের সংখ্যা প্রদত্ত হইল। এই তালিকায় যে সূত্র-পরিচয় দেওয়া গেল, তৎসমুদায় মুম্বই নির্ণয়সাগর মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্য হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু সর্ব্বসম্বাদিনীতে আমরা শ্রীভাষ্য ও শ্রীমন্মাধ্বভাষ্য হইতেও স্থানে স্থানে সূত্রসংখ্যা প্রদান করিয়াছি। তাহাতে কচিৎ কচিৎ সংখ্যাবৈষম্য দৃষ্ট হইতে পারে। এমন স্থলে হয় ত পূর্ব্বসূত্র-সংখ্যার সহিত বা পরসূত্রসংখ্যার সহিত মিল হইবে। এরূপ স্থল অতি বিরল। অপিচ মূলে অঙ্কপাতের ভ্রম কচিৎ থাকিতেও পারে। কিন্তু তালিকায় সূত্র-পরিচয় যথাযথ প্রদত্ত হইল। তবে শ্রীভাষ্যাদির সহিত মিল না হইতে পারে।

অতএব চ নিত্যত্বং ১।৩।২৯, পৃ ১১
সমাননাম-রূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ১।৩।৩০, পৃ ১২
শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ১।৩।২৮, পৃ ১২-১৩,১৭
ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ২।৩।৩৩, পৃ ১৩ টিপ্পনী
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথাঽনুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ২।১।১১ } ১৪-১৫
শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ২।১।২৭ } ১৪-১৫
সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৮, পৃ ২২
স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ২।১।১, পৃ ২২
ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ১।২।১৯, পৃ ২২
তদধীনত্বাদর্থবৎ ১।৪।৩, পৃ ২২
প্রবৃত্তেশ্চ ২।২।২, পৃ ৩১
উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ৩।২।২৭, পৃ ৩৪
প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ৩।২।২৮, পৃ ৩ঐ
পূর্ব্ববদ্বা ৩।২।২৯, পৃ ৩৩
স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ২।৩।২০, পৃ ৩৩
প্রতিষেধাচ্চ ৩।২।৩০, পৃ ৩৩
ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ১।১।৫, পৃ ৩২,৩৫,৫২,১১৯
নাভাব উপলব্ধেঃ ২।২।২৮, পৃ ৩৫
আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ১।১।১২, পৃ ৪০
আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ১।১।২২, পৃ ৪৩
প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ৩।৩।১২, পৃ ৪৫
আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ৩।৩।১১, পৃ ৪৫
তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ১।১।১৪, পৃ ৪৯
মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ১।১।১৫, পৃ ৪৯
নেতরোঽনুপপত্তেঃ ১।১।১৬, পৃ ৫১
জন্মাদ্যস্য যতঃ ১।১।২, পৃ ৫২
শ্রুতত্বাচ্চ ১।১।১১,৩।২।৩৯, পৃ ৫২
গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ১।১।৬, পৃ ৫২
ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ৩।২।১১, পৃ ৫২
ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ৩।২।১২, পৃ ৫৫
অপি চৈবমেকে ৩।২।১৩, পৃ ৫৫
শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ২।১।২৭, পৃ ৬০
অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ১।২।২১, পৃ ৭৩
অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ২।২।৪১, পৃ ঐ

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ১।২।২২, পৃ ৭৪
জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ১।৩।৪০, পৃ ৭৪
তেজোঽমৃতস্তথাহ্যাহ ২।৩।১০, পৃ ৭৪
দহর উত্তরেভ্যঃ ১।৩।১৪, পৃ ৭৪
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ১।১।২৪, পৃ ৭৮
প্রকাশবচ্চ বৈয়র্থ্যাৎ ৩।২।১৫, পৃ ৭৯,৮৫
রূপোপন্যাসাচ্চ ১।২।২৩, পৃ ৭৯
শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ১।১।৩, পৃ ৮০
প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যাদি ৩।২।২৫, পৃ ৮১
প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ৩।২।২২, পৃ ৮৩
সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ১।২।৩১, পৃ ৮৪
অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ৩।২।১৪, পৃ ৮৫
আহ চ তন্মাত্রম্ ৩।২।১৬, পৃ ৮৫
দর্শয়তি চাথোঽপি স্মর্য্যতে ৩।২।১৭, পৃ ৮৫
ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ২।২।৪, পৃ ৮৬
অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ১।১।২০, পৃ ৮৬
বিকারশব্দাৎ নেতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ ১।১।১৩, পৃ ৯১
তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ৩।১।১, পৃ ১০৯
পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ২।৩।৩১, পৃ ঐ
প্রাণভৃচ্চ ১।৩।৪, পৃ ১১৩
দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ১।৩।১, পৃ ১১৩
নাত্মাশ্রুতেঃ নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ২।৩।১৭, পৃ ১১৪
অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ২।৩।৪৯, পৃ ১১৪
কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ২।৩।৩৩, পৃ ১১৫।১১৬
বিহারোপদেশাৎ ২।৩।৩৪, পৃ ১১৫
উপাদানাৎ ২।৩।৩৫, পৃ ১১৫
ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ ২।৩।৩৬, পৃ ১১৫
উপলব্ধিবদনিয়মঃ ২।৩।৩৭, পৃ ঐ
শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ২।৩।৩৮, পৃ ঐ
সমাধ্যভাবাৎ ২।৩।৩৯, পৃ ১১৫
যথা তক্ষোভয়থা ২।৩।৪০, পৃ ১১৬
ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ৪।৪।২১, পৃ ঐ
অম্বুবদগ্রহণাত্ত্ব ন তথাত্বম্ ৩।২।১৯, পৃ ১২২
বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ৩।২।২০, পৃ ঐ
নেতরোঽনুপপত্তেঃ ১।১।১৬, পৃ ১২২
ভেদব্যপদেশাচ্চ ১।২।১৭, পৃ ১২২
বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ১।২।২, পৃ ১২৩
অনুপপত্তিশ্চ ন শারীরঃ ১।২।৩, পৃ ঐ
সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ন বৈশেষ্যাৎ ১।২।৮, পৃ ১২৩
গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ১।২।১১, পৃ ১২৩
অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ২।১।৫, পৃ ঐ
স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ১।৩।৭, পৃ ১২৪
স্মরন্তি চ ২।৩।৪৬, পৃ ১২৫
প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ২।৩।৪৫, পৃ ঐ
শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ১।২।২০, পৃ ১২৫
বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ১।২।২২, পৃ ঐ
জগদ্বাচিত্বাৎ ১।৪।১৬, পৃ ঐ
উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ১।৩।১৯, পৃ ঐ
অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ১।৩।২০, পৃ ঐ
যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ২।৩।৭, পৃ ১২৭

নাম্নী শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ২।৩।১৭, পৃ ১২৭
ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ২।৩।১৪, পৃ ১২৮, ১৪৫
মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ১।৩।২, পৃ ১৩০
বিশেষণাচ্চ ১।২।১২, পৃ ১৩১
সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ৩।২।১, পৃ ১৩৮
নির্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ৩।২।২, পৃ ঐ
মায়ামাত্রেণ কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ৩।২।৩, পৃ ১৩৮, ১৩৯
সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ৩।২।৪, পৃ ঐ
পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ ৩।২।৫, পৃ ১৩৯
বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৯, পৃ ১৪০
নৈকস্মিন্ন সম্ভবাৎ ২।২।৩১, পৃ ঐ
ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ২।১।২১, পৃ ঐ
অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ২।১।২২, পৃ ঐ
সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ২।৪।১৭, পৃ ঐ
জগদ্বাচিত্বাৎ ১।৪।১১, পৃ ১৪০
উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ২।১।২৪, পৃ ১৪১
দেবাদিবদপি লোকে ২।১।২৫, পৃ ১৪২
কৃৎস্নপ্রসক্তিনিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ২।১।২৬, পৃ ঐ
শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ২।১।২৭, পৃ ঐ
আত্মনি চৈবম্ ২।১।২৮, পৃ ১৪২
বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ২।১।৩১, পৃ ১৪৩
সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৮, পৃ ১৪৭
আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ ২।১।২৮, পৃ ঐ
ভাবে চোপলব্ধেঃ ২।১।২৫, পৃ ১৪৬-৪৭
সত্ত্বাচ্চাবরস্য ২।১।১৬, পৃ ঐ
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিত্যাদি ২।১।১১, পৃ ঐ
উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ২।২।৪২, পৃ ঐ
দৃশ্যতে তু ২।১।৬, পৃ ঐ
ফলমত উপপত্তেঃ ৩।২।৩৯, পৃ ঐ
তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ২।১।১৪, পৃ ১৪৭

মূল আকর-গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীধরস্বামিকৃত ভাগবতটীকা
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকৃত পদ্য
মুক্তাফলব্যাখ্যা
ভামতী (বাচস্পতি মিশ্রকৃত শঙ্করভাষ্য-টীকা)
বেদনির্ঘণ্টু
পূর্ব্বমীমাংসা
শাবরভাষ্য
তন্ত্রবার্ত্তিক
শঙ্করভাষ্য
মাধ্বভাষ্য
শ্রীভাষ্য
মনুসংহিতা
মহাভারত
ঋগ্‌বেদসংহিতা

নারায়ণ উপনিষৎ
ব্রহ্মসূত্র
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
রামায়ণ
পুরুষোত্তম তন্ত্র
কঠোপনিষৎ
বরাহপুরাণ
বাক্যপদীয়
কূর্ম্মপুরাণ
সাহিত্যদর্পণ
বৃহৎসংহিতা
তৈত্তিরীয়সংহিতা
স্কন্দপুরাণ
হরিবংশ
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
মৈত্রেয় উপনিষৎ
মুণ্ডক উপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ
মৎস্যপুরাণ
বিষ্ণুপুরাণ
মহানারায়ণ উপনিষৎ
পাণিনীয় ব্যাকরণ
গরুড়পুরাণ
তৈত্তিরীয় আরণ্যক
প্রশ্নোপনিষৎ
বায়ুপুরাণ
পৈঙ্গী শ্রুতি
ব্যাসস্মৃতি
শ্রীনারদপঞ্চরাত্র
শ্রীভগবদ্গীতা
চতুর্ব্বেদশিখা
মনুসংহিতা
পদ্মপুরাণ
মহোপনিষৎ
কৌটরব্যশ্রুতি
ভাল্লবেয়শ্রুতি
আত্মোপনিষৎ
কৌণ্ডিন্যশ্রুতি
গোপবনশ্রুতি
মাণ্ডব্যশ্রুতি
সৌপর্ণশ্রুতি
ভাগবত তন্ত্র
ভারততাৎপর্য্য
সহস্রনামভাষ্য
রামোপনিষৎ
শ্রীবিষ্ণুসূক্ত
শাণ্ডিল্য-শ্রুতি
কৌষীতকী উপনিষৎ
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
পৈঙ্গীরহস্য ব্রাহ্মণ
মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ
ঈশাবাস্যোপনিষৎ
নৃসিংহপুরাণ
নারদীয় পুরাণ
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
ব্রহ্মসংহিতা
চূর্ণিকা
নামকৌমুদী
সহস্রনাম
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
গোপালতাপনী

টীকা আকরগ্রন্থ

বাৎস্যায়ন
চার্ব্বাক
কণাদ
বৈশেষিক
বৌদ্ধ
আর্হত
সাঙ্খ্যদর্শন
গৌতম
মধ্বাচার্য্য
প্রাভাকর
কুমারিলভট্ট
শঙ্করভাষ্য
ব্রহ্মসূত্র
শ্রীভাগবত
শ্রীধরস্বামিটীকা
সায়ণভাষ্য
দীপিকাদীপনটীকা
বৈয়াকরণভূষণসার
ন্যায়বোধিনী
তর্কদীপিকা
ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী
বেদান্তপরিভাষা
লঘুমঞ্জুষা
কাব্যপ্রকাশ
স্কন্দপুরাণ
ভগবৎসন্দর্ভ
লঘুভাগবতামৃত
দীপিকাদীপনম্
বৌধায়নপদ্ধতিগ্রন্থঃ
পরমাত্মসন্দর্ভ
তত্ত্বসন্দর্ভ
আত্মসিদ্ধি
তত্ত্বসন্দর্ভীয়-বলদেবব্যাখ্যা
শতপথব্রাহ্মণ
টীকাকার নীলকণ্ঠ
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
বৈষ্ণবতোষণী
পাতঞ্জলসূত্র
ত্রৈলোক্যসম্মোহন তন্ত্র

বিষয়-সূচী

মঙ্গলাচরণম্	১
দশ প্রমাণানি	৫
(ক) শব্দপ্রমাণশ্রেষ্ঠতা	৫
(খ) প্রত্যক্ষপ্রমাণবৈবিধ্যম্	৬
অনুমানপ্রমাণম্, শব্দানুমানয়োঃ শব্দশ্রেষ্ঠত্বম্	৭
(গ) আর্ষপ্রমাণম্, উপমান-প্রমাণম্, অর্থাপত্তি-প্রমাণম্, অভাবপ্রমাণম্, সম্ভাবনা-প্রমাণম্, ঐতিহ্যপ্রমাণম্, চেষ্টা-প্রমাণম্	৮
(ঘ) শব্দপ্রমাণম্	৮
শব্দশক্তিবিচারঃ	১৬
স্ফোটবাদঃ	১৭
শব্দবৃত্তিবিচারঃ	১৮
মহাবাক্যার্থাবগমোপায়ঃ	২১
শ্রীভগবৎস্বরূপনির্ণয়ঃ	২৩
সর্গাদিবিচারঃ	২৪
ভগবদ্বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদিনঃ পূর্ব্বপক্ষঃ	২৫
রামানুজীয়ঃ সিদ্ধান্তঃ	২৬
শক্তিবাদস্থাপনম্	৩০
শক্ত্যস্বীকারে কৈবল্যে দোষঃ	৩২
দ্বিধর্ম্মতা	৩৮
দ্বিধর্ম্মতাসিদ্ধান্তপক্ষঃ	৪০
"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রব্যাখ্যা	৪৩
নির্ব্বিশেষবাদখণ্ডনম্	৫১
ত্রিবিধভেদবিচারঃ	৫৫
ভগবত্তা	৬৫
ভগবদ্বিগ্রহত্বং তস্য নিত্যত্বঞ্চ	৭৬
শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বম্	৮৪
ব্রহ্মণো বিশেষাতিরিক্তত্বম্	৯০
শ্রীভগবতি সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়ঃ	৯৫
অনুভূতিঃ সম্বিচ্চ	৯৯
অহংপ্রত্যয়ঃ	১০০
জীবস্যাণুত্বম্	১০৬
জীবস্য জ্ঞাতৃত্বম্	১১৪
জীবস্য ভোক্তৃত্বম্	১১৭
জীবস্য পরমাত্মত্বম্	১১৮
পরিচ্ছেদাদিমতত্রয়বিবেচনম্	১১৯
জীবচৈতন্যানাং ব্রহ্মণো ভিন্নত্বং	১২২
বিবর্ত্তবাদখণ্ডনম্	১৩৭
পরিণামবাদঃ	১৪১
অচিন্ত্যভেদাভেদবাদঃ	১৪৯
চতুর্ব্যূহবিচারঃ	১৪৯
পঞ্চরাত্রমতসমর্থনম্	১৫০
অবতারতত্ত্বম্	১৫৪
শ্রীকৃষ্ণস্য কেশাবতারত্বখণ্ডনম্	১৫৯
শ্রীকৃষ্ণনামশ্রেষ্ঠত্বেন তস্য স্বয়ংভগবত্তা	১৬০
শ্রীকৃষ্ণভজনস্যৈব সর্ব্বগুহ্যতমত্বম্	১৬৩
শ্রীচরণ-চিহ্নানি	১৬৫
নিত্যবিগ্রহশ্রীকৃষ্ণস্য পরমোপাস্যত্বম্	১৬৭
শ্রীগোপীনাং ভজনমাহাত্ম্যম্	১৬৮

ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সর্ব্বসম্বাদিনী

শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্তর্গত-তত্ত্বসন্দর্ভনাম-প্রথমসন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণং নমতা নাম সর্ব্বসম্বাদিনী ময়া।
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যা বিরচ্যতে ॥

মঙ্গলাচরণম্

অথ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভনামানং গ্রন্থমারভমাণো মহাভাগবত-কোটি-বহিরন্তর্দ্দৃষ্টি-নিষ্টঙ্কিত-ভগবদ্ভাবং নিজাবতার-প্রচার-প্রচারিত-স্বস্বরূপ-ভগবৎপদকমলাবলম্বি-দুর্ল্লভ-প্রেম-পীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহ-সহস্রং স্বসংপ্রদায়সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দেবনামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারত্বয়ার্থ-বিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবত-পদ্যসংবাদেন স্তৌতি—[।১।] "কৃষ্ণেতি"[১]—একাদশস্কন্ধে কলিযুগোপাস্য-প্রসঙ্গে পদ্যমিদম্—অর্থশ্চ,—'ত্বিষা' কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং কলৌ সুমেধসো 'যজন্তি'। গৌরত্বঞ্চাস্য[২],—

১। মূলগ্রন্থ-তত্ত্বসন্দর্ভধৃতং শ্রীভাগবতীয়ং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" (ভাগ, ১১।৫।৩২) ইত্যাদি শ্লোকং সূচয়তি।

২। কলিযুগাবতারো গৌরঃ,—রূপত্রয়াভাবে পীত-রূপবত্ত্বাৎ। যদ্বা,—যথা "সমাগতানাং চতুর্ব্বর্ণানাং মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাঃ আগতাঃ"—ইত্যুক্তে শূদ্রস্যাবস্থিতিঃ প্রতীয়তে, তথাস্য পীতত্বং লব্ধং ভবতি। ভবিষ্যৎপীতস্যাতীতত্ব-কথনন্তু বিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বমিতি ন্যায়েন। যথা,—ছত্রিনো গচ্ছন্তীত্যুক্তে তৎসাহিত্যেনাগতানাং কিয়তামপ্যচ্ছত্রিনাং ছত্রিত্বেন নির্দ্দেশস্তথা পীতস্যাতীতত্বয়া নির্দ্দেশ ইতি বোধ্যম্।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

—ভাগ, ১০।৮।২৩।

ইত্যত্র পারিশেষ্য-প্রমাণ-লব্ধম্। 'ইদানীং'[১] এতদবতারাস্পদত্বে-নাভিখ্যাতে দ্বাপরে 'কৃষ্ণতাং গত' ইত্যুক্তেঃ॥ শুক্লরক্তয়োঃ সত্য-ত্রেতা-গতত্বেনৈকাদশ এব বর্ণিতত্বাচ্চ। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীন-তদবতারাপেক্ষয়া[২]। উক্তঞ্চৈকাদশে দ্বাপরোপাস্যত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য শ্যামত্ব-মহারাজত্ব-বাসুদেবাদি-চতুর্ম্মূর্ত্তিত্ব-লক্ষণ-তল্লিঙ্গকথনেন—

"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥"

—ভাগ, ১১।৫।২৭।

"তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥"—ইতি।

—ভাগ, ১১।৫।২৮-২৯।

ততো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ যচ্চ দ্বাপরে শুকপক্ষ-বর্ণত্বং, কলৌ নীলঘন-বর্ণত্বং শ্রূয়তে, তদপি যদ্দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারো ন স্যাৎ, তদ্দ্বাপরবিষয়মেব মন্তব্যম্। এবঞ্চ যদ্দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি, তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি,—তদব্যভিচারাৎ। অতএব যদ্বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে নির্ণীতম্ ;—

"প্রত্যক্ষ-রূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষ্বেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে॥

১। শ্বেতবরাহকল্পতাষ্টাবিংশ মন্বন্তরীয়দ্বাপর ইত্যর্থঃ।

২। কৃষ্ণাবতারেণ সহ নিয়ত-সম্বন্ধত্বাৎ।

কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্ ।
অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্ ॥" ইত্যাদি
—চতুর্যুগাবস্থা নাম ১০৪ অধ্যায়ে ।

তদপ্যমর্য্যাদৈশ্বর্য্যকৃষ্ণত্বেনৈবাতিক্রান্তম্[১],—তস্য কলি-প্রথম-ব্যাপ্তি[২]-দর্শনাৎ। তদেব তদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণ-দ্বারা ব্যনক্তি,—'কৃষ্ণবর্ণং' কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যত্র, যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি শ্রীকৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে (ভাগ, ৩।৩।৩)—'সমাহূতা' ইত্যাদি পদ্যে "—শ্রিয়ঃ সবর্ণেন" ইত্যত্র টীকায়াং,—"শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য স শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে।"—(শ্রীধরস্বামি-টীকায়াম্)

যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্বপরমানন্দবিলাস-স্মরণোল্লাস-বশতয়া স্বয়ং গায়তি; পরম-কারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্। অথবা,—স্বয়মকৃষ্ণং 'গৌরং' ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব 'কৃষ্ণবর্ণং' কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ, যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। কিম্বা,—সর্ব্বলোক-দৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ 'ত্বিষা' প্রকাশ-বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স ইতি ভাবঃ।

তস্য শ্রীভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি;—"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং"—বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথাদৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সুহ্মোৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। তথাঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাৎ উপাঙ্গানি ভূষণাদীনি মহাপ্রভাববত্ত্বাৎ তান্যেবাস্ত্রাণি সর্ব্বদৈকান্তবাসিত্বাৎ; তান্যেব

১। অমর্য্যাদৈশ্বর্য্যকৃষ্ণত্বেন—অমর্য্যাদং কৃতাদিষেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ইত্যত্রোক্তা যা মর্য্যাদা তদতীতং ঐশ্বর্য্যং যস্য স চাসৌ কৃষ্ণশ্চেতি তস্য ভাবস্তত্ত্বং তেন তন্নির্ণীতং অতিক্রান্তং স্বেচ্ছয়া স্বয়ংরূপাবতরণে তদ্বাক্যস্য দুর্ব্বলত্বাদিতি ভাবঃ।

২। "কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে" ইতি বচনপ্রাপ্তমাবেশাবতারত্বং বারয়তি, তস্য কলি-প্রথম-ব্যাপ্তিদর্শনাদিতি। যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি, তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি ব্যাপ্তিঃ। তস্য শ্রীগৌরস্য কলিপ্রথমে যা তদ্রূপা ব্যাপ্তিস্তস্য দর্শনাদিতি।

পার্ষদাঃ। যদ্বা,—অত্যন্ত-প্রেমাস্পদত্বাৎ তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-মহানুভাব-চরণ-প্রভৃতয়ঃ, তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। তমেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি? যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ "ন যত্র যজ্ঞেশ-মখা[1] মহোৎসবা" (ভাগ, ৫।১৯।২৩) ইত্যুক্তেঃ। তত্র চ বিশেষণেন তমেবাভিধেয়ং[2] ব্যনক্তি,—'সঙ্কীর্ত্তনং' বহুভির্ম্মিলিত্বা তদ্‌গান-সুখং,—শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা, সঙ্কীর্ত্তন-প্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ, স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্।

তদেতৎ সর্ব্বমবধার্য্যাপি পরমোৎকৃষ্টেনার্থেন তমেব স্তৌতি—[।২।] "অন্তঃকৃষ্ণম্" ইত্যাদিনা; দর্শিতশ্চৈতৎ পরম-বিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ;—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত-ভৃঙ্গঃ॥"—ইতি।

[।৩।] "জয়তাম্" ইতি;—'জ্ঞাপকৌ' জ্ঞাপয়িতুম্।

[।৪।] "কোঽপী"তি—"বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ" শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-শ্রীধরস্বাম্যাদিভির্যল্লিখিতং তদ্দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। অনেন স্ব-কপোলকল্পিতত্বঞ্চ নিরস্তম্।

[।৬।] "যঃ" ইতি;—একো মুখ্যঃ, এতল্লিখনম্।

[।৭।] "অথে"তি;—শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ-নামানং সন্দর্ভং গ্রন্থমিত্যর্থঃ। "বশ্মি" কাময়ে।

[।৮।] সর্ব্ব-গ্রন্থার্থং সংক্ষেপেণ দর্শয়ন্নপি মঙ্গলমাচরতি "যস্য" ইতি;—'কচিদপি' সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদৌ অপিশব্দেন তত্রৈব ব্রহ্মত্বং মুখ্যমিত্যানীতম্। 'অংশকৈঃ'-লীলাবতার-রূপৈর্গুণাবতার-

১। কলৌ ক্রতু-নিষেধাৎ "মখ"-শব্দঃ পূজাপর এবেত্যর্থঃ।

২। সঙ্কীর্ত্তনাত্মক-যজ্ঞমেব।

রূপৈশ্চ। 'পুমান্' পুরুষঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মাখ্যঃ। 'একং' শ্রীকৃষ্ণাখ্যাদন্যৎ। 'যস্যৈ'বেতি। তস্য ভগবত্ত্বসাম্যেঽপি শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বং দর্শিতম্। নারায়ণাখ্যং রূপং পাদ্মোত্তরখণ্ডাদি-প্রতিপাদ্যঃ পরমব্যোমাখ্য-মহাবৈকুণ্ঠাধিপঃ শ্রীপতিঃ; স্বয়ং ভগবানিতি—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" (ভা° ১।৩।২৮) ইতি শ্রীভাগবত-প্রামাণ্যমিহেতি সূচিতম্। 'শ্রী'ইতি তদব্যভিচারিণী স্বরূপশক্তিরপি দর্শিতা। 'ইহ' জগতি। 'তৎ-পাদভাজাং' তচ্চরণারবিন্দং ভজতাং, 'প্রেম' প্রীত্যতিশয়ং 'বিধত্তাং' কুরুতাং প্রাদুর্ভাবয়ত্বিত্যর্থঃ।

[।৯।] "তত্র পুরুষস্য"ইতি। অত্রৈতদুক্তং ভবতি;—যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্য-চেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি,[1] তথাপি ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সা[2]-

দশপ্রমাণানি

করণাপাটব-দোষ রহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। অন্যেষাং প্রায়পুরুষ-ভ্রমাদিদোষময়তয়ান্যথা-প্রতীতি-দর্শনেন প্রমাণং বা তদাভাসং বেতি পুরুষৈর্নির্ণেতুমশক্য-

শব্দ-প্রমাণ-শ্রেষ্ঠতা

ত্বাৎ। তস্য[3] তদভাবাৎ। অতো রাজ্ঞা ভৃত্যানামিব

১। "প্রমাতা যেনার্থং প্রমিণোতি তদেব প্রমাণম্"—ইতি বাৎস্যায়নঃ। মত-ভেদেন প্রমাণসংখ্যা কথ্যতে—প্রত্যক্ষমেকমেব প্রমাণমিতি—চার্ব্বাকা আহুঃ;—প্রত্যক্ষমনুমানং চেতি দ্বে প্রমাণে ইতি কণাদপ্রধানবৈশেষিকাঃ বৌদ্ধাঃ আর্হতাশ্চ।—লৌকিকম্ (প্রত্যক্ষানুমানাপ্তবচনানি) আর্ষঞ্চ (বিজ্ঞানম্) ইতি দ্বিবিধং প্রমাণমিতি সাংখ্যাঃ; প্রত্যক্ষং শব্দশ্চেতি দ্বে প্রমাণে—ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্যাঃ;—প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাশ্চত্বারি প্রমাণানি—ইতি গোতমপ্রধাননৈয়ায়িকাঃ; প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দা অর্থাপত্তিশ্চ—ইতি প্রাভাকরাঃ;—প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দা অর্থাপত্তিরনুপলব্ধিশ্চেতি—ইতি অপরে ভট্টাঃ,—সম্ভবৈতিহ্যে অপ্যাতিরিক্তে প্রমাণে—ইতি পৌরাণিকাঃ; চেষ্টাপ্যতিরিক্তমিতি তান্ত্রিকাঃ মন্যন্তে। ঐতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবা ভাবাঃ এতানি ন প্রমাণান্তরাণি—ইতি গোতমঃ; যথা ন্যায়সূত্রে—"ন চতুষ্ট্বমৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবাভাবপ্রামাণ্যাৎ।—ন্যায়সূত্রম্, ২।২।১।

২। বিসম্বাদিনীপ্রবৃত্তির্বিপ্রলিপ্সা; স্বপ্রতীত-বিপরীত-প্রত্যায়নং বা।

৩। ভ্রমাদি-দোষ-রহিতস্য শব্দস্য অন্যথা-প্রতীতি-দর্শনাভাবাৎ।

তেনৈবান্যেষাং বদ্ধমূলত্বাৎ। তস্য তু নৈরপেক্ষ্যাৎ। যথাশক্তি ক্বচিদেব তস্য তৈঃ সাচিব্যকরণাৎ, স্বাধীনস্য তস্য তু তান্যুপমর্দ্দ্যাপি[১] প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ। তেন[২] প্রতিপাদিতে বস্তুনি তৈ[৩]র্বিরোদ্ধুমশক্যত্বাৎ।

তেষাং[৪] শক্তিভিরস্পৃশ্যে বস্তুনি তস্যৈব তু সাধকতমত্বাৎ। তথাহি,—প্রত্যক্ষং তাবৎ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়-পঞ্চক-জন্যতয়া ষড়্বিধং ভবেৎ; প্রত্যেকং সবিকল্পক-নির্ব্বিকল্পক-ভেদেন দ্বাদশবিধং ভবতি। তদেব চ বৈদুষ-মবৈদুষঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তত্র বৈদুষে[৫] ন বিপ্রতিপত্তিঃ, ভ্রমাদি-নৃ-দোষ-রাহিত্যাৎ,—শব্দস্যাপি তন্মূলত্বাৎ[৬]। কিন্ত্ববৈদুষ[৭] এব সংশয়ঃ, তদীয়ং জ্ঞানং হি ব্যভিচরতি; যথা,—মায়া-মুণ্ডাবলোকনে দেবদত্তস্যৈব মুণ্ডমিদং বিলোক্যত ইত্যাদৌ। ন তু শব্দঃ;—যথা, হিমালয়ে হিমং, রত্নাকরে রত্নমিত্যাদৌ তচ্ছব্দেনৈব বদ্ধমূলম্। যথা, দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডকেন কেনচিৎ ভ্রমাৎ সত্যেঽপ্যশ্রদ্ধীয়মানে সত্যমেবেদমিতি নভোবাণ্যাদৌ জানন্নপি বৃদ্ধোপাসনং বিনা ন কিঞ্চিদপি তত্ত্বেন নির্ণেতুং শক্নোতীতি হি সর্ব্বেষা-মেব ন্যায়বিদাং স্থিতিঃ। শব্দস্য তু নৈরপেক্ষ্যম্। যথা,—"দশমস্ত্বমসী"-ত্যাদৌ;—স এষ শব্দো দশমোঽহমস্মীতি প্রমায়াস্তিরস্কারিণং মোহং শ্রবণপথ-প্রবেশমাত্রাদ্বিনিবর্ত্তয়ত্যেবেতি স্পষ্টমেব নৈরপেক্ষ্যম্। আত্ম-শক্ত্যনুরূপমেব প্রত্যক্ষেণ শব্দস্য সাচিব্যকৃতিঃ। যথা 'অগ্নির্হিমস্য ভেষজমি'ত্যাদাবেব। ন তু "ভবান্ বভূব গর্ভো মে মথুরানগরে সুতে"ত্যাদৌ, শব্দস্য তু তদুপমর্দ্দকত্বম্; যথা,—'সর্পদষ্টে ত্বয়ি বিষং নাস্তী'তি মন্ত্র ইত্যাদৌ। তেন[৮] প্রতিপাদিতে প্রত্যক্ষাবিরোধত্বম্; যথা,—"সৌবর্ণং ভসিতং স্নিগ্ধ"মিত্যাদৌ, তস্যৈব তু সাধকতমত্বং, যথা,—গ্রহ[৯]চেষ্টাদাবিতি। সর্ব্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধং যত্তৎ সত্যমিত্যেষ পক্ষঃ সর্ব্বস্যৈকত্রমিলনাসম্ভবাৎ পরাহতঃ। অথ বহূনাং প্রত্যক্ষসিদ্ধমিত্যে-

---

১। তিরস্কৃত্য। ২। স্বতন্ত্রেণ শব্দেন। ৩। শব্দানুগত-প্রত্যক্ষাদিভিঃ।
৪। প্রত্যক্ষাদীনাম্। ৫। ঈশ্বরস্ত বৈদুষ্যম্।
৬। বৈদুষ্য-প্রত্যক্ষ-মূলত্বাৎ। ৭। জীবস্যাবৈদুষ্যম্।
৮। শব্দেন। ৯। অস্য গ্রহস্যায়মুপচারঃ শমক ইতি।

যোঽপি ক্বচিদ্দেশে পৌরুষেয়শাস্ত্রে বা কস্যাপি বস্তুনোঽন্যথাজ্ঞানদর্শনাৎ[1] পরাহতঃ।

অথ প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণোপনয়-নিগমনাভিধ-পঞ্চাঙ্গ[2]মনুমানং যৎ তদপি ব্যভিচরতি। তত্র বিষমব্যাপ্তৌ[3] ;—যথা,—বৃষ্ট্যা তৎকাল-নির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরমধিকোদিত্বর-ধূমে পর্ব্বতে পর্ব্বতোঽয়ং বহ্নিমানিত্যাদৌ, বর্ষাসু ধূমায়মান-স্বভাবে পর্ব্বতে বা ;—ন তু শব্দঃ। যথা,—'সূর্য্যকান্তাৎ সৌরমরীচি-যোগেনাগ্নিরুত্তিষ্ঠত' ইত্যত্র তচ্ছব্দেনৈব বদ্ধমূলম্। যথা,—"অরে শীতাতুরাঃ পথিকা! মাঽস্মিন্ ধূমাদ্বহ্নিসম্ভাবনাং কৃঢ্বং, দৃষ্টমস্মাভিরত্রাসৌ বৃষ্ট্যাধুনৈব নির্ব্বাণঃ; কিন্ত্বমুত্রৈব ধূমোদ্গারিণি গিরৌ দৃশ্যতে বহ্নিঃ" ইত্যাদৌ ধূমাভাস এবায়ং ন তু বহ্নিঃ, কিন্ত্বমুত্রৈবেত্যাদিবাক্যাদৌ চ। যদি বক্তব্যমেবমাভাসত্বেন পূর্ব্বত্র স্বরূপাসিদ্ধো হেতুরিত্যতো ন সদনুমান-ব্যভিচারিতেতি,—সমানাকারত্বাৎ, বিষপর্ব্বতবাষ্পাদিষু নেত্রজ্বালাদীনা-মপি দর্শনাৎ ?—অলং, ধূমাদীনামসার্ব্বত্রিকত্বাত্তদ্বাষ্পাতীত-কালগত-ধূম-জাতত্বাদিসম্ভবাচ্চ। ধূম-ধূমাভাসয়োরগ্নিসদ্ভাবাসদ্ভাবমাত্রপ্রতিপত্তেরগ্নি-জ্ঞানাদেব ধূমজ্ঞানে সাধ্যসাধনসমভিব্যাহারাৎ পরস্পরাশ্রয়ঃ প্রসজ্যেত ;

অনুমানপ্রমাণম্—শব্দানুমানয়োঃ শব্দ-শ্রেষ্ঠত্বম্

তদেবং তাদৃশপ্রত্যক্ষস্যেব প্রমাং প্রতি ব্যভিচারে সমব্যাপ্তাবপি তদ্ব্যভিচারঃ ;—শব্দস্য নৈরপেক্ষ্যং যথা,—দশমস্ত্বমসীত্যাদাবেব। আত্ম-শক্ত্যনুরূপমেব চ তস্য তেন সাচিব্যকরণং যথা,—হীরকগুণবিশেষ-মদৃষ্টবদ্ভিঃ পার্থিবত্বেন সর্ব্বমেবাশ্মাদিকং[4] দ্রব্যং লৌহচ্ছেদ্যমিত্যনুমাতুং শক্যতে ; নতু শ্রুততাদৃশগুণকং হীরকং তচ্ছেদ্যমিতীত্যাদৌ।

১। নাম-ভেদস্য প্রতিদেশং সত্ত্বাৎ পরিভাষা-ভেদস্য চ প্রতিশাস্ত্রং সত্ত্বাৎ।

২। সাধ্যবত্তা-বচনং প্রতিজ্ঞা, সব্যাপ্তিকং বচনং হেতুঃ, দৃষ্টান্তবচনমুদাহরণং, সাধনোপসংহার উপনয়ঃ, সাধ্যোপসংহারঃ নিগমনম্।

৩। সমানাধিকরণাবচ্ছেদেন যত্র সাধ্যং সা সমব্যাপ্তিঃ। যথা,—পর্ব্বতো ধূমবানার্দ্রেন্ধন-বহ্নেরিত্যত্র ; তদ্ভিন্না বিষম-ব্যাপ্তিঃ, বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যত্র।

৪। অশ্মাদি-দ্রব্যং লৌহচ্ছেদ্যং পার্থিবত্বাদিতি লৌকিকং ব্যভিচরতি।

শব্দস্য তদুপমর্দ্দকত্বং যথা,—বহ্নিতপ্তমঙ্গং বহ্নিতাপেন শাম্যতি। শুণ্ঠ্যাদি-দ্রব্যং জঠরাগ্নিপাকাদৌ মাধুর্য্যাদিভাগ্‌ভবতীত্যাদৌ। তেন প্রতিপাদিতেঽনুমানেনাবিরোধ্যত্বং ; যথা,—একৈবেয়মৌষধিস্ত্রিদোষঘ্নী-ত্যাদৌ তচ্ছক্তিভিরস্পৃশ্যেঽর্থে শব্দস্যৈব সাধকতমত্বম্। যথা,—গ্রহ-চেষ্টদাবেবেতি তদেবং মুখ্যয়োরেব তয়োরাভাসীকৃতৌ পরাণি তু স্বয়মেবানপেক্ষ্যাণি ভবন্তি। তস্য তয়োশ্চানুগতত্বাৎ[১]।

আর্ষপ্রমাণম্—অথ তথাত্বজ্ঞানার্থং তানি চ দর্শ্যন্তে। তত্র দেবানা-মৃষীণাঞ্চ বচনমার্ষম্।

উপমানম্—গোসদৃশো গবয় ইতি জ্ঞানমুপমানম্। পীনত্বমহ্ন্য-ভোজিনি, নক্তং ভোজিত্বং গময়তি।

অর্থাপত্তিপ্রমাণম্—তদন্যথা[২] ন ভবতীত্যর্থগিরোঃ কল্পনয়াস্য ফল-মসাবর্থাপত্তিঃ।

অভাবপ্রমাণম্—সন্নিকর্ষং বিনা নেন্দ্রিয়াণি গৃহ্ণন্তি। তস্মাৎ ঘটাভাবে প্রমাণং তদনুপলব্ধিরূপোঽভাব[৩] এব।

সম্ভাবনপ্রমাণম্—সহস্রে শতং সম্ভবতীতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনং সম্ভবঃ।

ঐতিহ্যপ্রমাণম্—অজ্ঞাতবক্তৃকৃতাগতপারম্পর্য্যপ্রসিদ্ধমৈতিহ্যম্[৪]।

চেষ্টাপ্রমাণম্—অঙ্গুল্যুত্তোলনতো ঘট-দশকাদি-জ্ঞানঞ্চ চেষ্টেতি।

কিঞ্চ পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষান্ন প্রত্যক্ষাদিকং জ্ঞানং পরমার্থপ্রমাপকম্। দৃশ্যতে চামীষামিষ্টানিষ্টয়োর্দ্দশনজ্ঞানাদিনা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তী ন চ তেষাং কাচিৎ পরমার্থসিদ্ধিঃ ;—দৃশ্যতে চাতিবালানাং মাতরপিত্রাদ্যাপ্তশব্দাদেব সর্ব্বজ্ঞানপ্রবৃত্তিস্তং বিনা চৈকাকিতয়া রচিতানাং জড়মূকতেতি ন চ ব্যবহারসিদ্ধিরিতি। অথৈবং

শব্দপ্রমাণম্

১। প্রত্যক্ষানুমানয়োশ্চ তস্ত শব্দস্যানুগতত্বাৎ।

২। তৎ পীনত্বং রাত্রিভোজনমন্তরেণ।

৩। ঘটজ্ঞানাভাব এব ঘটাভাবে প্রমাণম্।

৪। অজ্ঞাত-বক্তৃকত্বেনাগতং যৎ পারম্পর্য্যং, তেন প্রসিদ্ধমৈতিহ্যম্। যথেহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীত্যত্র।

শব্দস্যৈব[1] প্রমাণত্বে পর্য্যবসিতে 'কোঽসৌ শব্দ' ইতি বিবেচনীয়ম্। তত্র "ভ্রমাদিরহিতং বচঃ শব্দঃ" ইত্যনেনৈব পর্য্যাপ্তির্ন স্যাৎ; যথা,—স্বমতিগৃহীতে পক্ষে ভ্রমাদিরহিতোঽয়ময়মেবেতি প্রতি স্বং মতভেদে নির্ণয়াভাবাপত্তেঃ; তথা তস্যাপি শব্দস্য প্রত্যক্ষাবগম্যত্বেন পরানুগতত্বাৎ অপ্রামাণ্যাপত্তেঃ।

তস্মাদ্ যো[2] নিজ-নিজ-বিদ্বত্তায়ৈ সর্ব্বৈরেবাভ্যস্যতে,—যস্যাধিগমেন সর্ব্বেষামপি সর্ব্বৈব বিদ্বত্তা ভবতি,—যৎকৃতয়ৈব পরমবিদ্বত্তয়া প্রত্যক্ষাদিকমপি শুদ্ধং স্যাৎ,—যশ্চানাদিত্বাৎ স্বয়মেব সিদ্ধঃ, স এব নিখিলৈতিহ্যমূলরূপো মহাবাক্যসমুদায়ঃ শব্দোঽত্র গৃহ্যতে,—স চ শাস্ত্রমেব, তচ্চ বেদ এব—স বেদসিদ্ধঃ, য এব—সর্ব্বকারণস্য ভগবতোঽনাদিসিদ্ধং, পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট্যাদৌ তস্মাদেবাবিভূর্তমপৌরুষেয়ং বাক্যম্,—তদেব ভ্রমাদিরহিতং সম্ভাবিতং; তচ্চ সর্ব্বজনকস্য তস্য চ সদোপদেশায়াবশ্যকং মন্তব্যং, তদেব চাব্যভিচারিপ্রমাণম্। তচ্চ তৎ-কৃপয়া কোঽপি কোঽপি গৃহ্ণাতি। কুতর্ককর্কশা মূঢ়া বা তন্ন গৃহ্ণন্তু নাম, তেষামপ্রমাপদং কথমুপযাতু? ন চেশ্বরবিহিতং বৈদ্যকাদিশাস্ত্রমমতং প্রমাণাভাবাদিতরবৎ যাতীতি চেন্ন,—তদনুগতত্বাদেব শাস্ত্রত্বব্যবহারঃ।

ন চ বুদ্ধস্যাপীশ্বরত্বে সতি তদ্বাক্যং চ প্রমাণং স্যাদিতি বাচ্যং; যেন শাস্ত্রেণ তস্যেশ্বরত্বং মন্যামহে, তেনৈব তস্য দৈত্যমোহনশাস্ত্রকারিত্বে-নোক্তত্বাৎ।

অত্র[3] বাচস্পতিশ্চৈবমাহ;—"ন চ জ্যেষ্ঠ[4]প্রমাণপ্রত্যক্ষবিরোধাদাম্নায়-স্যৈব তদপেক্ষস্যা[5]প্রামাণ্যমুপচরিতার্থত্বং চেতি যুক্তম্। অস্যাপৌরুষেয়-তয়া নিরস্তসমস্ত-দোষাশঙ্কস্য বোধকতয়া চ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বকার্য্যপ্রমিতৌ পরানপেক্ষত্বাৎ। প্রমিতাবনপেক্ষত্বেঽপ্যুৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাৎ।

১। শব্দস্যৈব নিরপেক্ষত্বেঽন্যেষাং তদপেক্ষত্বে তস্যান্যোপমর্দ্দকত্বে অন্যানুমর্দ্দত্বে চ সতি।

২। যঃ শব্দঃ। ৩। বেদস্য প্রামাণ্যে। ৪। প্রাথমিকঃ।

৫। লৌকিকপ্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষস্য।

[1]তদ্বিরোধাদনুৎপত্তি[2]লক্ষণম[3]প্রামাণ্যমিতি চেৎ ? ন ;—উৎপাদকা-[4]প্রতিদ্বন্দ্বিত্বাৎ। ন হ্যাগম-জ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমুপহন্তি যেন কারণাভাবান্ন ভবেৎ[5], অপি তু তাত্ত্বিকং,—ন চ তত্ত্বস্যোৎপাদকম্। অতাত্ত্বিক-প্রমাণ-ভাবেভ্যোঽপি সাংব্যবহারিকপ্রমাণেভ্যস্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। যথা বর্ণে হ্রস্ব-দীর্ঘাদয়োঽন্যধর্ম্মা অপি সমারোপিতাস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিহেতবঃ। নহি লৌকিকা 'নাগ' ইতি বা 'নগ' ইতি বা পদাৎ কুঞ্জরং তরুং বা প্রতিপদ্যমানা ভবন্তি ভ্রান্তাঃ।

ন চানন্যপরং বাক্যং স্বার্থে উপচরিতার্থং যুক্তম্। উক্তং হি,—'ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থ[6] ইতি। জ্যেষ্ঠত্বং[7] চানপেক্ষিতস্য[8] বাধ্যত্বে হেতুর্ন[9] তু বাধকত্বে,—রজত-জ্ঞানস্য জ্যায়সঃ শুক্তিকাজ্ঞানেন কণীয়সা বাধদর্শনাৎ। [10]তদনপবাধত্বে তদপবাধাত্মনস্তস্যোৎপত্তিরনুপপত্তিঃ। দর্শিতঞ্চ তাত্ত্বিক-প্রমাণ-ভাবস্যানপেক্ষিতত্বং ; তথা চ পারমর্ষং সূত্রং,—'পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্ব-দৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ ইতি। [পূ° মী° সূ°. ৬।৫।৫৪] তথা,—

"পৌর্ব্বাপর্য্য-বলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তে।
অন্যোন্যনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ"।

[তন্ত্রবার্ত্তিকম্—২।৩।২] ইতি।*

১। তৎ উৎপত্তৌ প্রত্যক্ষম্। ২। প্রমিতেরনুৎপত্তি-লক্ষণম্।

৩। আম্নায়স্য। ৪। উৎপাদকোঽপ্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরো যস্য বেদস্য।

৫। প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্য-কর্ম্মকোপহননেন প্রত্যক্ষাবিরুদ্ধত্ব-লক্ষণ-কারণাভাবাৎ প্রমিতির্ন ভবেৎ।

৬। দৃশ্যতে বাক্যমিদং শাবরভাষ্যে (মী° সূ° "অর্থস্তু বিধিশেষত্বাৎ যথা লোকে"—১।২।২৯) তদ্‌যথা— 'বিধৌ হি ন পরঃ শব্দার্থঃ প্রতীয়তে'—অস্যার্থঃ—বেদে আগমাতিরিক্তঃ প্রমাণাভাবো ন। বিধায়কে শব্দে পরো লক্ষ্যঃ শব্দার্থো ন ভবতীত্যর্থঃ।

৭। প্রাথমিকং রজত-জ্ঞানম্। ৮। শুক্তি-জ্ঞানস্য।

৯। ন শুক্তিকর্ত্তৃক-জ্যেষ্ঠ-জ্ঞান-কর্ম্মতাক-বাধকত্বে হেতুর্জ্যেষ্ঠজ্ঞানম্।

১০। রজতজ্ঞানাস্যানপবাধে সতি তদ্বাধরূপস্য শুক্তিজ্ঞানস্য।

* "ন চ জ্যেষ্ঠ প্রমাণ" ইত্যাদিকমারভ্য "যত্র জন্মধিয়াং ভবেৎ" ইতি পর্য্যন্তানি বাক্যানি শাঙ্করশারীরকভাষ্যোপদবাতীয়-ভামতীটীকোদ্ধৃতানীতি।

অত্র সাংব্যবহারিকমিতি সার্ব্বত্রিকমেব ব্যাবহারিকমিতি জ্ঞেয়ম্‌ ।

ক্বচিদুপমর্দ্দস্য[1] দর্শিতত্বাৎ । দৃশ্যতে চান্যত্র ;—সূর্য্যাদিমণ্ডলস্য সূক্ষ্মতায়াঃ প্রত্যক্ষীকৃতিরপ্যনুমান-শব্দাভ্যাং বাধিতা ভবতীতি দূরস্থ-বস্তু ন তাদৃশতয়া দৃষ্টত্বাৎ[2] শাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাচ্চ ।

বেদ-প্রামাণ্যম্‌ ।

তদেবং স্থিতে শ্রীবৈষ্ণবাস্ত্বেবং বদন্তি—বেদস্য ন প্রাকৃত-প্রত্যক্ষাদিবদবিদ্যাবদ্বিষয়মাত্রত্বেন যাবদেবাবিদ্যা, তাবদেব তদ্ব্যবহারঃ । সতি ব্যবহারে প্রামাণ্যং চেতি মন্তব্যং—অপৌরুষেয়ত্বাৎ । সর্ব্বমুক্তি-কালা[3]ভাবেন তদধিকারিণাং সন্ততাস্তিত্বাৎ । পরমেশ্বর-প্রসাদেন পরমেশ্বরবদেবাবিদ্যাতীতানাং চিন্মুক্তৈক-বিভবানামাত্মারামাণাং পার্ষদানামপি ব্রহ্মানন্দোপরিচর-ভক্তি-পরমানন্দেন সামাদি-পারায়ণাদের্দ্দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ । শ্রীমৎপরমেশ্বরস্য স্ববেদ-মর্য্যাদামবলম্ব্যৈব মুহুঃ সৃষ্ট্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বাচ্চ । যেষান্তু পুরুষ-জ্ঞান-কল্পিতমেব বেদাদিকং সর্ব্বং দ্বৈতং, তেষামপৌরুষেয়ত্বাভাবাত্তত এব ভ্রমাদি-সংভবাৎ স্বপ্ন-প্রলাপবৎ ব্যবহার-সিদ্ধাবপি প্রামাণ্যং নোপপাদ্যত ইতি, তন্মতমবৈদিকবিশেষ ইতি ।

নন্বর্ব্বাগ্‌জন-সংবাদাদিত্ব-দর্শনাৎ কথং তস্যা[4]নাদিত্বাদি উচ্যতে,—"অতএব চ নিত্যত্বম্‌"[5] ইত্যত্র সূত্রে [ব্রহ্মসূ° ১।৩।২৯] শাঙ্কর-শারীরক-ভাষ্যপ্রমাণিতায়াং শ্রুতৌ শ্রূয়তে,—'যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়-মায়ং[6] তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্‌' [ঋক্‌ স°, ১০।৭১।৩] ইতি ।

---

১ । কণীয়সো জ্ঞানস্য ।

২ । স্থূলস্যাপি সূক্ষ্মতয়া দৃষ্টত্বাৎ ।

৩ । একদা সর্ব্বেষাং মুক্তির্নাস্তীতি । ৪ । বেদস্য ।

৫ । "নিয়তাকৃতের্দেবাদের্জ্জগতো বেদ-শব্দ-প্রভবত্বাদ্‌বেদ-শব্দ-নিত্যত্বমপি প্রত্যেতব্যম্‌ ।"—শাঙ্করভাষ্যে ।

৬ । 'যজ্ঞেন' পূর্ব্বসুকৃতেন, 'বাচো' বেদস্য লাভযোগ্যতাং প্রাপ্তাঃ সন্তো যাজ্ঞিকাস্তামৃষিষু স্থিতাং লব্ধবন্তঃ ইতি মন্ত্রার্থঃ—রত্নপ্রভা ব্যাখ্যা ।

স্মৃতৌ চ,—

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ংভুবা ॥"
(মহাভা° শান্তি° ২১০।১৯) ইতি ।

তস্মান্নিত্যসিদ্ধস্যৈব বেদ-শব্দস্য তত্র তত্র প্রবেশ এব, নতু তৎ-কর্ত্তৃকতা। তথা চানাদিসিদ্ধ-বেদানুরূপেব প্রতিকল্পং তত্তন্নামাদি-প্রবৃত্তিঃ। তথাহি ;—"সমান-নাম-রূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ" [ব্রহ্মসূ° ১।৩।৩০] ইত্যত্র তত্ত্ববাদ-ভাষ্যকৃদ্ভিঃ শ্রীমাধ্বাচার্য্যৈ-রুদাহৃতা শ্রুতিঃ,—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। (ঋক্ ১০।১৯০।৩)
তথৈব নিয়মঃ কালে স্বরাদিনিয়মস্তথা ।
তস্মান্নানীদৃশং ক্বাপি বিশ্বমেতদ্ভবিষ্যতি ॥"
(তৈ° নারা° উপ° ৬।১।৩৮) ইতি।

স্মৃতিশ্চ,—

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ ।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ ॥"*
[মহাভা° শান্তি° ২৩১।৫৬-৫৭] ইতি।

অত্র শব্দপূর্ব্বকসৃষ্টিপ্রক্রমে শ্রুতিশ্চাদ্বৈতশারীরকভাষ্যে [ব্রহ্ম সূ° শাং ভা° ১।৩।২৮] দর্শিতা "—এত[২] ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতা-সৃগ্র[৩]মিতি মনুষ্যা[৪]নিন্দব ইতি পিতৄন্" [বৃঃ আঃ ১।২।৪]; ইত্যাদিকা

১। অবান্তরকল্পাদৌ।

* লক্ষ্যতেঽত্রপূর্ব্বশ্লোকস্থ চরণ-বিন্যাস-বিপর্য্যয়ো ভারত-টীকাকৃতা শ্রীমতা নীলকণ্ঠেন ; স্বীক্রিয়তে তৈনেব উপর্য্যুক্ত-শাঙ্করভাষ্যধৃতপাঠ ইতি। মহাভারতে পাঠান্তরোঽধিকপাঠশ্চ দৃশ্যতে।

২। দেবতাঽদেবতা ইত্যুক্ত্বা।

৩। অসৃক্প্রধানে দেহে রমতে ইতি "অসৃগ্রম্" মনুষ্যং ইত্যুক্ত্বা।

৪। ইন্দবঃ চন্দ্রস্থানাং পিতৄণাং ইন্দুশব্দঃ স্মারকঃ।

তথা "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত" [তৈ° ব্রা° ২ অঃ প্রঃ ৪ অঃ ২২ প্রঃ] ইত্যাদিকা চ ; তথা শ্রীরামানুজ-শারীরকে [ব্রহ্মসূ° ১।৩।২৭] দর্শিতা চ,—"বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ সতাসতী প্রজাপতিঃ" [তৈ° ব্রা° অষ্ট ২, প্রশ্ন ৬, অনু ২, প ৭] ইতি। অতএবোৎপত্তিকে শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধে সমাশ্রিতে নিরপেক্ষমেব বেদস্য[১] প্রামাণ্যং মতম্।

"শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্[২]" [ব্রহ্মসূ, ১।৩।২৮] ইত্যত্র সংবাদাদিরূপপ্রক্রিয়া তু শ্রোতৃবোধসৌকর্য্যকরীতি সামঞ্জস্যমেব ভজতে। তস্মাদ্বেদাখ্যং শাস্ত্রং প্রমাণং, তত্তল্লক্ষণহীনত্বাৎ তদ্বিরুদ্ধত্বাচ্চাবৈদিকন্তু শাস্ত্রং ন প্রমাণম্।

যেষাং বেশ্বরকল্পনা নাস্তি, তেষামপি শাস্ত্রস্যাত্যর্ব্বাগ্‌জনত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ অনাদ্যবিচ্ছিন্নবেদ-প্রলোপনভূয়িষ্ঠ-বৃত্তিত্বেনানাদি-সিদ্ধ-বর্ণাশ্রম-লোপিচরিত্রেণ বর্ণঞ্চ তং তং নিজাম্নাদিনা বিলুপ্যৈব স্বগোষ্ঠীসম্পাদনেন চার্ব্বাচীনত্বেনৈবাবগতত্বাৎ তৎ[৩] কেনাপ্যধুনৈবোত্থাপিতমিত্যেব স্ফুটমায়াতি।

স্ফোটবাদঃ

নন্বু বেদেঽপি 'গ্রাবাণঃ প্লবন্তে', 'মৃদব্রবীদাপোঽব্রুব'ন্নিত্যাদি-দর্শনাৎ অনাপ্তত্বমিব[৪] প্রতীয়তে। উচ্যতে,—কর্ম্মবিশেষাঙ্গভূতানাং গ্রাব্‌ণাং বীর্য্য-[৫]বর্দ্ধনায় স্তুতিরিয়ং ; সা চ শ্রীরামকল্পিত-সেতুবন্ধাদৌ প্রসিদ্ধত্বেন যথাবদেবেতি ন দোষঃ। যথা,—মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিত্যাদৌ তত্তদভিমানি-দেবতৈব ব্যপদিশ্যত[৬] ইতি জ্ঞেয়ং, তদেবং সর্ব্বত্রৈব, স এব

১। বেদস্য।

২। "শব্দইতি" ইতি বৈদিক-শব্দে বিরোধঃ সাবয়বত্বে নেত্রাদীনামনিত্যত্বে তদ্বাচকস্যাপ্যনিত্যত্বং স্যাদিতি চেন্ন অত ইন্দ্রাদি-শব্দাদেব পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রাদ্যর্থজন্মপ্রভবাৎ কথমিদমবগম্যতে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ।

৩। শাস্ত্রম্। ৪। অযথার্থবক্তৃত্বম্। ৫। কর্ম্মফল-দাতৃত্বলক্ষণম্।

৬। উক্তঞ্চ শাঙ্করভাষ্যে (ব্রহ্মসূ° ১।৩।৩৩) 'মৃদাদিষ্বপি চেতনাধিষ্ঠাতারো ব্যপদিশ্যন্তে মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিত্যাদি দর্শনাৎ'।

বেদঃ। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞেশ্বর-বচনত্বেনাসর্ব্বজ্ঞজীবৈর্দুরূহত্বাৎ তৎপ্রভাব-লব্ধ-প্রত্যক্ষ-বিশেষবদ্ভিরেব সর্ব্বত্র তদনুভবে শক্যতে; ন তু তার্কিকৈঃ।

তদুক্তং পুরুষোত্তমতন্ত্রে,—

"শাস্ত্রার্থযুক্তোঽনুভবঃ প্রমাণং তূত্তমং মতম্।
অনুমাদ্যা ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণ-পদবীং যযুঃ॥"

—ইতি। তথৈব মতং ব্রহ্মসূত্রকারৈঃ;—

—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ [ব্রহ্মসূ° ২।১।১১], শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।"

[ব্রহ্মসূ° ২।১২৭] ইত্যাদৌ; তথাচ শ্রুতিঃ,—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" [কঠ, ২।৯] 'নীহারেণ'প্রাবৃতা জল্প্যা চ"—[ঋগ্ ১০ম, ৮৩ সূ, ৯]

১। শ্রীভাগবতীয় ১ম স্কন্ধীয় ২১ অধ্যায়ে বিংশশ্লোকে শ্রীধরস্বামিটীকাধৃতা চ, তদ্যথা,—'ন তং বিদাথ য ইমা জজানাগুদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব, নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উকৃথশাসশ্চরন্তি' ইতি পূর্ণা ঋক্।

অস্য মন্ত্রস্য সায়ণভাষ্যম্—হে নরাঃ বিশ্বকর্ম্মাণং ন বিদাথ ন জানীথ, য ইমেমানি ভূতানি জজান উৎপাদিতবান্। 'দেবদত্তোঽহং যজ্ঞদত্তোঽহমিতি বয়মাত্মানং বিশ্বকর্ম্মাণং জানীম' ইতি যদুচ্যতে তদসৎ। ন হ্যহংপ্রত্যয়গম্যং জীবরূপং বিশ্বকর্ম্মণঃ পরমেশ্বরস্য তত্ত্বং; কিন্তু যুষ্মাকমহং প্রত্যয়গম্যানাং জীবানামন্তরমন্যদহংপ্রত্যয়গম্যাদতিরিক্তং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যমীশ্বরতত্ত্বং বভূব,—ভবতি,—বিদ্যতে। 'জীবরূপবত্তদপি কুতো ন বিদ্ম' ইতি চেৎ শ্রূয়তাম্,—নীহারেণ প্রাবৃতা যূয়ং নীহারসদৃশেনাজ্ঞানেনাচ্ছিন্নাঃ, অতো ন জানীথ। যথা নীহারো নাত্যন্তমসৎ-দৃষ্টেরাবরকত্বাৎ নাত্যন্তং সৎ কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ সংবোদ্ধুমযোগ্যত্বাৎ এবং অজ্ঞানমপি নাত্যন্ত-মসদীশ্বরতত্ত্বাবরকত্বাৎ নাপি সদ্বোধমাত্রনিবর্ত্ত্যত্বাৎ। ঈদৃশেনাজ্ঞানেন সর্ব্বে জীবাঃ প্রাবৃতাঃ। ন কেবলং প্রাবৃতত্বং কিন্তু জল্প্যা চ—দেবোঽহং মনুষ্যোঽহং ইত্যাদ্যনৃতজল্পনেন প্রাবৃতাঃ। কিঞ্চ অসুতৃপঃ—কেনাপ্যুপায়েন অসূন্ প্রাণান্ তৃপ্যন্তঃ। উদরম্ভরা ইত্যর্থঃ। ন তু পারমেশ্বরং তত্ত্বং বিচারিতবন্তঃ। ন কেবলমিহলোকভোগমাত্রতৃপ্তা উকৃথশাসো নানাবিধেষু যজ্ঞেষূক্থং প্রউগনিষ্কৈবল্যাদিকং শংসন্তশ্চরন্তি পৃথিব্যাং বর্ত্তন্তে। কেবলমৈহিকামুষ্মিকভোগপরা বর্ত্তধ্বেঽতো বিশ্বকর্ম্মাণং দেবং ন জানীথেত্যর্থঃ।

অস্য ব্যাখ্যা যথা দীপিকা-দীপনে—"তথাচ কর্ম্মজড়ানাং অজ্ঞত্বে প্রমাণং শ্রুতিঃ—তং ঈশ্বরং যূয়ং ন বিদাথ ন বেথ; যঃ ঈশ্বর ইমা প্রজাঃ জজান জনয়ামাস। অন্যৎ দেহাদি অন্তরং

ইত্যাদ্যাঃ জল্প-প্রবৃত্তাস্তার্কিকা ইতি শ্রুতিপদার্থঃ। অতএব বরাহ-পুরাণং,—

"সর্ব্বত্র শক্যতে কর্ত্তুমাগমং হি বিনানুমা।
তস্মান্ন সা শক্তিমতী বিনাগমমুদীক্ষিতুম্ ॥"—ইতি।

অদ্বৈতবাদিভিশ্চোক্তং,—

"যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে ॥" ইতি।

[বাক্যপদীয়ে ১ম কাণ্ড, ৩৪ শ্লোকঃ]

অদ্বৈতশারীরকেঽপি (ব্রহ্মসূ˚ ভাঃ ২।১।১১)—'ন চ শক্যন্তে অতীতানাগত-বর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে সমাহর্ত্তুং যেন তন্মতিরেকার্থবিষয়া সম্যঙ্মতিরিতি স্যাৎ। বেদস্য চ নিত্যত্বে জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিত-বিষয়ার্থত্বোপপত্তেঃ। তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য চ সম্যক্ত্বমতীতানাগত-বর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্য' ইতি।

যত্ত্বাগমে কচিত্তর্কেণ রোধনা দৃশ্যতে তত্তত্রৈব শোভনং আগম-রূপত্বাৎ বাধক-সৌকর্য্যার্থমাত্রোদ্দিষ্ট-তর্কত্বাৎ; যদি চ যত্তর্কেন সিদ্ধ্যতি তদেব বেদ-বচনং প্রমাণমিতি স্যাৎ, তদা তর্ক এবাস্তাং, কিং বেদেনেতি? বৈদিকম্মন্যা অপি তে বাহ্যা এবেত্যয়মভিপ্রায়ঃ সর্ব্বত্রৈব; অতএব তেষাং শৃগালত্বমেব গতি'রিত্যুক্তং ভারতে (মহাভা˚, শান্তি, ১৮০।৪৭—৪৯)

যত্তু 'শ্রোতব্য মন্তব্য' ইত্যাদিষু মননং নাম তর্কোঽঙ্গীকৃতঃ তত্রৈবমেবমুক্তং, যথা কূর্ম্মপুরাণে,—

"পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽন্বর্থোঽভিমতো ভবেৎ।
ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্ক-তর্কঞ্চ বর্জয়েৎ ॥"—ইতি

ব্যবধায়কং নীহারেণ তত্তুল্যেনাজ্ঞানেন জল্প্যা জল্পো বাদস্তৎপ্রবৃত্তাস্তার্কিকা ইত্যর্থঃ উকৃথশাসঃ কর্ম্মোপদেশকাঃ চরন্তি, সংসারে ভ্রমন্তি"।

১। প্রাভাকরাঃ

অথৈবং সর্ব্বেষাং বেদ-বাক্যানাং প্রামাণ্য এব স্থিতে কেচিদেবমাহুঃ,—কার্য্য এবার্থে বেদস্য প্রামাণ্যেন সিদ্ধিঃ, তত্রৈব[1] শক্তি-তাৎপর্য্যয়োরবধারিতত্বাৎ। তত্র শক্তির্যথা, "উত্তম-বৃদ্ধেন মধ্যমবৃদ্ধমুদ্দিশ্য গামানয়েত্যুক্তে তং গবানয়নপ্রবৃত্তমুপলভ্য বালস্য বচসঃ সাস্নাদিমৎপিণ্ডানয়নমর্থ ইতি প্রতিপদ্যতে।[2]

শব্দশক্তি-বিচারঃ

"অনন্তরং 'গাং চারয়' 'অশ্বমানয়' ইত্যাদাবাবা[3]পোদ্বাপাভ্যাং গোশব্দস্য সাস্নাদিমানর্থমানয়নশব্দস্য চাহরণমিতি সঙ্কেতমবধারয়তি" [সাহিত্য-দর্পণম্, ২।১১] ততঃ প্রথম এব কার্য্যান্বিত এব প্রবৃত্তেস্তত্রৈব শক্তি-গ্রহঃ। তথা চ তাৎপর্য্যমপি তত্রৈব ভবেৎ।

তত্রোচ্যতে,—সিদ্ধে শক্ত্যভাবঃ কুতঃ? কিং সঙ্গতিগ্রাহকব্যবহারস্য সিদ্ধেরভাবাৎ, তত্রাপি[4] কার্য্য-সংসর্গিত্বাদ্বা?

নাদ্যঃ—পুত্রস্তে জাত ইত্যাদি বাক্যজন্যস্য পিত্রাদিশ্রোতৃব্যবহার-মুখ-বিকাশাদের্দ্দর্শনাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ—কার্য্যসংসর্গিত্বস্য পুত্রজন্মাদাবভাবাৎ। ন চাত্রাপি তং পশ্যেত্যাদিকং কার্য্যং কল্প্যং, তৎকল্পকাভাবাৎ। প্রাথমিক-কার্য্যান্বিত-শক্তি-গ্রহানুপপত্তিরেব তৎকল্পিকেতি চেৎ?—ন; কার্য্যান্বিতে বাক্যে শক্তি-গ্রহাসিদ্ধেঃ কার্য্যপদ এব কার্য্যান্বিতত্বাভাবেন ব্যভিচারাৎ, যোগ্যেতরান্বিতত্ব-মাত্রেণ সংগতি-গ্রহোপপত্তৌ বিশেষণ-বৈয়র্থ্যাচ্চ। ন চ কার্য্যে কার্য্যান্তরান্বিতত্বমস্তীতি বাচ্যং

১। ক্রিয়ান্বিতবেদে।

২। যথা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে শৃগাল-কশ্যপ-সংবাদে,—

অহমাসং পণ্ডিতকো হেতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাং অনুরক্তো নিরর্থিকাম্॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চাভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্॥
নাস্তিকঃ সর্ব্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্যেয়ং ফল-নির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ॥

মহাভা° শান্তি°—১৮০ অধ্যায়, ৪৭—৪৯ শ্লোকাঃ।

৩। আবাপ-উদ্বাপাভ্যাং—চারণানয়নাভ্যাম্। ৪। অর্থসম্বন্ধাৎ।

ত'দন্বিতত্বাযোগাৎ, অনবস্থাপত্তেশ্চ। ন চ কার্য্যান্বিতত্ব এব প্রাথমিক-শক্তি-গ্রহ-নিয়মঃ। সিদ্ধনির্দ্দেশেঽপি[2] বালক-ব্যুৎপত্তির্দৃশ্যতে, ইদং বস্ত্রমিত্যাদৌ। তস্মাৎ সিদ্ধে সিদ্ধায়াং শক্তৌ দৃষ্টে চ শ্রোতৃ-প্রতীতি-বিরোধাভাবে বক্তুস্তাৎপর্য্যমপি তত্র সেৎস্যতীতি সিদ্ধবন্নির্দ্দিষ্টানামুপ-নিষদাদীনামপি স্বার্থে প্রামাণ্যমস্ত্যেব।

তদুক্তং—তস্মান্মন্ত্রার্থ-বাদয়োরন্য[3]পরত্বেঽপি স্বার্থে প্রামাণ্যং ভবত্যেব। তদ্‌যদি স্বরসত এব নিষ্প্রতিবন্ধমবধারিত-রূপমনধিগত-বিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে শব্দাৎ তদন্তরেণাপি তাৎপর্য্যং তস্য প্রামাণ্যং কিং ন স্যাৎ ? তৎ সংগান-বিগানয়োঃ[4] পুনরনুবাদ-গুণবাদত্বে উপনিষদাং পুনরনন্যশেষত্বাদপাস্ত-সমস্তানর্থমনন্তানন্দৈকরসমনধিগতমাত্মতত্ত্বং গময়ন্তীনাং প্রমাণান্তরবিরোধেঽপি তস্যৈ[5]বাভাসীকরণেন চ স্বার্থ এব প্রামাণ্যমিতি।

তদেবং সর্ব্বস্মিন্নপি বেদাত্মকে সর্ব্বস্বার্থং প্রতি[6]প্রামাণ্যমুপলব্ধে স কথমর্থং প্রসূত ইতি বিব্রিয়তে ;—তত্র বর্ণানামাশুবিনাশিত্বান্নার্থং জনয়িতুং শক্তিঃ সম্ভবতি। ততশ্চ পূর্ব্ব-পূর্ব্বাক্ষর-জন্য-সংস্কারবদন্ত্যাক্ষরস্যৈবার্থ-প্রত্যায়কত্বং মন্যন্তে।

স্ফোটবাদঃ

তে চ সংস্কারাঃ কার্য্য-মাত্রপ্রত্যায়িতাঃ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ, সংস্কার-কার্য্যস্য স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ সমুদায়প্রত্যয়াভাবান্নান্ত্যবর্ণস্যাপ্যর্থপ্রত্যায়কত্বমিত্য-ভিপ্রেত্যাপরে তু স্ফোটমেব তৎপ্রত্যায়কমাহুঃ—"স চ বর্ণানামনেকত্বেনৈকপ্রত্যয়ানুপপত্তেরেকৈক-বর্ণ প্রত্যয়াহিতসংস্কার-বীজেঽন্ত্য-বর্ণ-প্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িনি একপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে।" [ব্রহ্মসূ ১।৩।২৮ সূত্রীয় শঙ্করভাষ্যে]

অতএব স্ফোটরূপত্বাদ্বেদস্য নিত্যত্বাৎ তস্য প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়-

---

১। কার্য্যান্বিতত্বম্।
২। ক্রিয়ান্বিত-ব্যতিরিক্তসিদ্ধপদমাত্রেঽপি।
৩। কর্ম্মপরত্বেঽপি।
৪। সংগতি-বিরুদ্ধয়োঃ।
৫। বিরুদ্ধস্যৈব লৌকিক-প্রমাণস্য।
৬। বেদাত্মকঃ শব্দঃ।

মানত্বাৎ। বেদান্তিনস্তু "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষ" ইত্যেতং ন্যায়মনুস্মৃত্য 'দ্বির্গো' শব্দোঽয়মুচ্চারিতঃ,—ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিত্যেক-তৈব সর্ব্বৈঃ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ বর্ণাত্মকানামেব শব্দানাং নিত্যত্ব-মঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ পিপীলিকা-পংক্তিবৎ ক্রমাদ্যনুগৃহীতার্থবিশেষ-সংবদ্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেঽপ্যেকৈক-বর্ণগ্রহণান্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যয়-দর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশমেব[1] প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীত্যতো বর্ণবাদিনাং লঘীয়সী কল্পনা স্যাৎ; স্ফোটবাদিনাং তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ; তথা বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি, স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাদিতি[2] মন্যন্তে।

তদেবং বর্ণরূপাণামেব বেদ-শব্দানাং নিত্যত্বমর্থপ্রত্যায়কত্বং চাঙ্গী-কৃতম্।

তত্র মুখ্যা লক্ষণা-গুণভেদেন ত্রিধা শব্দ-বৃত্তিঃ। মুখ্যাপি রূঢ়যোগ-ভেদেন দ্বিধা, রূঢ়িস্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা নির্দ্দেশার্হে বস্তুনি সংজ্ঞা-সংজ্ঞিসঙ্কেতেন প্রবর্ত্ততে—যথা, ডিত্থঃ গৌঃ শুক্লঃ।

শব্দ-বৃত্তি-বিচারঃ

লক্ষণা—তেনৈব সংকেতেনাভিহিতার্থসম্বন্ধিনী, যথা—গঙ্গায়াং ঘোষঃ। ইয়ং পুনস্ত্রিধা—অজহৎস্বার্থা, জহৎস্বার্থা, জহদজহৎস্বার্থা[3] চ, যথা শ্বেতো ধাবতি, গঙ্গায়াং ঘোষঃ, সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি।

১। অর্থবিশেষসম্বদ্ধত্বেনৈব।

২। বিশেষো জ্ঞাতব্যশ্চেৎ ব্রহ্মসূত্রীয়-শাঙ্করভাষ্যং দ্রষ্টব্যম্ [১ পা, ৩ অ, ২৮ সূ]

৩। (ক) অজহৎস্বার্থা—ন জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাং সা অজহৎস্বার্থা।

(বৈয়াকরণভূষণসারে)

লক্ষ্যতাবচ্ছেদকরূপেণ লক্ষ্যশক্যোভয়বোধিকা, যথা—'কাকেভ্যো দধি রক্ষতাম্' ইত্যত্র কাক-পদস্য দধ্যুপঘাতকে লক্ষণা।—(ন্যায়বোধিনী)। তত্র দধ্যুপঘাতকেভ্যো দধিরক্ষণে তাৎপর্য্যম্।

(খ) জহৎস্বার্থা—'জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাং সা জহৎস্বার্থা' (বৈঃ ভূঃ সা।)

"যত্র বাচ্যার্থস্যান্বয়াভাবস্তত্র জহতী" (তর্কদীপিকা)

শ্রীরামানুজাদিভিস্তন্ত্যা ন মন্যতে, তত্তু তদ্গ্রন্থেষ্বেবান্বেষ্টব্যম্‌ ।*

'স' ইতি পদে তৎকালানুভূত উচ্যতে। 'অয়ম্‌' ইতি ইদানীমনুভূয়মান উচ্যতে। অত্র দ্বয়োরন্বয়ে বিরোধ এব নাস্তি কথং লক্ষণা স্যাদিতি সংক্ষেপঃ। গৌণী চাভিহিতার্থলক্ষিতগুণযুক্তে তৎসদৃশে যথা,—সিংহো দেবদত্তঃ। যথাহুঃ ;—

"অভিধেয়াবিনাভূতপ্রবৃত্তির্লক্ষণেষ্যতে।
লক্ষ্যমাণ-গুণৈর্যোগাদ্বৃত্তিরিষ্টা তু গৌণতা" ॥ ইতি।

[তন্ত্রবার্ত্তিকে ১।৪।২২]†

ইহ লক্ষণা চ রূঢ়িং প্রয়োজনঞ্চাপেক্ষ্যৈব ভবতি।

আদ্যে যথা, লক্ষ্যমাণঃ কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ ; অন্তে,—গঙ্গায়াং ঘোষঃ।—অত্র তটস্থশীতলত্বপাবনত্বাদেবোধনং প্রয়োজনম্‌। গৌণী তু

"জহৎস্বার্থা চ তত্রৈব যত্র রূঢ়ি-বিরোধিনী" (ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী)

'লক্ষ্যতাবচ্ছেদকরূপেণ লক্ষ্যমাত্রবোধপ্রযোজিকা' (ন্যায়বোধিনী)

দৃষ্টান্তো যথা—মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি বাচ্যার্থস্য ক্রোশন-কর্ত্তৃত্বস্য মঞ্চেষু অন্বয়াসম্ভবাৎ মঞ্চপদং মঞ্চস্থপুরুষে লাক্ষণিকমিতি (নীলকণ্ঠঃ)

মায়াবাদিনস্তু—শক্যার্থমন্তর্ভাব্য যত্রার্থান্তরস্য প্রতীতিস্তত্র জহল্লক্ষণা। দৃষ্টান্তো যথা—

"বিষং ভুঙ্ক্ষ" অত্র স্বার্থং বিহায় শত্রুগৃহে ভোজননিবৃত্তির্লক্ষ্যতে (বেদান্তপরিভাষা)

শাব্দিকাস্তু "শক্যার্থপরিত্যাগেনেতরার্থলক্ষণা" (লঘুমঞ্জুষা)

(গ) জহদজহৎস্বার্থা—যত্র বাচ্যৈকদেশত্যাগেনৈকদেশান্বয়স্তত্র জহদজহতী লক্ষণা—যথা। সোঽয়ং দেবদত্তঃ (তঃ দীঃ)। সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যাদৌ তত্তাংশস্য ইদানীমসম্ভবাৎ হানম্‌ ; ইদন্তাংশস্য সম্ভবাদহানমিতি জহদজহল্লক্ষণা নাচক্ষতে নৈয়ায়িকাঃ।

"অয়মাত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ উ) ইত্যাদৌ চ তৎপদবাচ্যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টে চৈতন্যে ত্বম্‌পদবাচ্যস্য কিঞ্চিদ্‌জ্ঞতান্তঃকরণাদিবিশিষ্টস্যাভেদান্বয়োপপত্ত্যা উভয়ত্র বিশেষণাংশ-পরিত্যাগঃ,—মায়াবাদিনাং সিদ্ধান্তাভিপ্রায়েণেদমুদাহরণম্‌। কেচিন্নৈয়ায়িকাস্তু জহৎস্বার্থায়ামিয়ং লক্ষণান্তর্ভবতীতি নাতিরিক্তেয়ং জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণাঙ্গীকর্ত্তব্যা ইতি মন্যন্তে।

* দৃশ্যতে চ কাব্যপ্রকাশে (দ্বিতীয়োল্লাসঃ)।

† শ্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে ৯৮ পৃ (মাদ্রাজ বেঙ্কট আনন্দযন্ত্রমুদ্রিতগ্রন্থে) সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্রাপি ন লক্ষণা ইত্যাদি দ্রষ্টব্যম্‌।

প্রয়োজনমেবাপেক্ষ্য যথা,—গৌর্বাহিকা, অজ্ঞত্বত্বাদ্যতিশয়-বোধনমত্র প্রয়োজনম্।

যোগস্তু এতত্রিবিধ-বৃত্তিপ্রতিপাদিতপদার্থয়োঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থয়োর্যোগেন, যথা,—পঙ্কজং, ঔপগবঃ, পাচকঃ।

ব্যঞ্জনাভিধা চ বৃত্তির্মন্যতে যথা, গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যুক্তে তন্নিবাসভূতস্য তটস্থশীতলত্বপাবনত্বাদিকং গম্যমিত্যাদি। তদুক্তং—

"শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং বিরম্যব্যাপারাভাব" ইতি নয়েনাভিধা-লক্ষণা-তাৎপর্য্যাখ্যাসু তিসৃষু বৃত্তিষু স্বং স্বমর্থং বোধয়িত্বোপক্ষীণাসু যয়াঽন্যোঽর্থো বোধ্যতে, সা শব্দস্যার্থস্য প্রকৃতি-প্রত্যয়াদেশ্চ শক্তির্ব্যঞ্জন-গমন-ধ্বনন-প্রত্যায়ন-ভাবাভিপ্রায়াদি-ব্যপদেশবিষয়া ব্যঞ্জনা নামেতি [সাহিত্যদর্পণে ২ পরিচ্ছেদে ষোড়শ শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ]

অথৈতাশ্চ বৃত্তয়ঃ পদ-বাক্যত্বমাপন্নেষ্বেব শব্দেষু তত্তদর্থং বোধয়িতুমুদয়ন্তে। তস্য পদত্বঞ্চ বিভক্ত্যর্থালিঙ্গনেন জায়তে; তানি চ পুনর্বাক্যতামাপদ্য বিশেষার্থং বোধয়ন্তি।

"বাক্যং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।"

[সাহিত্যদর্পণে ২ প]

"যোগ্যতা পদার্থানাং পরস্পরসম্বন্ধে বাধাভাবঃ; অন্যথা বহ্নিনা সিঞ্চতীত্যপি বাক্যং স্যাৎ।" [সাহিত্যদর্পণে ২ প]

"প্রজাপতিরাত্মনো বপা[১]মুপাখিদৎ"—[তৈঃ সং ২।৫।১] ইত্যাদৌ তু তদ্বিধানমচিন্ত্যত্বপ্রভাবত্বাদ্‌যোগ্যতাঽস্ত্যেব।

"আকাঙ্ক্ষা প্রতীতি-পর্য্যবসানবিরহঃ শ্রোতৃ-জিজ্ঞাসা-রূপঃ, অন্যথা, গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী[২]ত্যপি বাক্যং স্যাৎ।" [সাহিত্যদর্পণে ২ প]

আসত্তিঃ বুদ্ধ্যবিচ্ছেদঃ; অন্যথেদানীমুচ্চরিতস্য দেবদত্ত পদস্যাদিনান্তরোচ্চারিতেন গচ্ছতি পদেন সঙ্গতিঃ স্যাৎ।" [সাহিত্যদর্পণে ২ প]

১। বপয়া (মেদেন) আহুতিঃ সম্পাদিতা।

২। প্রত্যেকং বিশেষ্য-মাত্রনির্দ্দেশাৎ।

"অত্রাকাঙ্ক্ষাযোগ্যতয়োরর্থধর্ম্মত্বেঽপি পদোচ্চয়ধর্ম্মত্বমুপচারাৎ।"

[সাহিত্যদর্পণে]

তচ্চ বাক্যং মহাবাক্যানুগতং, মহাবাক্যঞ্চ—বাক্যসমুদায়ঃ—অস্যার্থস্তু পক্রমোপসংহারাদিভিরেবাবধার্য্যতে। তথাহি—

মহাবাক্যার্থাবগমোপায়ঃ।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলং।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে ॥* ইতি।

উপক্রমোপসংহারয়োরেকরূপত্বং, পৌনঃপুন্যং, অনধিগমত্বং, ফলং, প্রশংসা, যুক্তিমত্ত্বঞ্চেতি ষড়্‌বিধানি তাৎপর্য্যলিঙ্গানি। এবমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং গতিসামান্যেনাপি মহাবাক্যার্থোঽবগন্তব্যঃ। অত্র যুক্তিমত্ত্বং নাম ন শুষ্কতর্কানুগ্রহত্বং কিন্তু তচ্ছা'স্ত্রোদিতং কথঞ্চিৎ তৎসম্ভাবনামাত্রং লক্ষণং শাস্ত্রবৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গাদেব।

যত্র তু বাক্যান্তরেণৈব বিরোধঃ স্যাত্তত্র বলাবলত্বং বিবেচনীয়ম্, তচ্চ শাস্ত্রগতং বচন-গতঞ্চ ; পূর্ব্বং যথা,—

"শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী" ইত্যাদি।

বচন-গতঞ্চ যথা—"শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমখ্যানাং সমাবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" [মীমাংসাদর্শনম্ ৩।৩।১৪] ইত্যাদি, নিরুক্তানি চৈতানি—

"শ্রুতিশ্চ শব্দঃ ক্ষমতা চ লিঙ্গম্
বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি।
সা প্রক্রিয়া যৎ করণং সকাঙ্ক্ষম্
স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা ॥" ইতি।

তচ্চ বিরোধিত্বং পরোক্ষবাদাদিনিবন্ধনং চিন্তয়িত্বা ইতরবাক্যস্য বলবদ্বাক্যানুগতোঽর্থশ্চিন্তনীয়ঃ।

ইদং প্রতিপাদ্যস্যাচিন্ত্যত্বে এব যুক্তিদূরত্বং ব্যাখ্যাতং—"অচিন্ত্যাঃ খলু

---

* ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।৪৭) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যধৃতবৃহৎসংহিতা-বচনম্।

১। তৎ,—যুক্তিমত্ত্বম্।   ২। প্রত্যয়বৈশিষ্ট্যাৎ।

যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” ইত্যাদি-দর্শনেন; চিন্ত্যত্বে তু যুক্তিরপ্যবকাশং লভতে, চেল্লভতাং ন তত্রাস্মাকমাগ্রহ ইতি সর্ব্বথা বেদস্যৈব প্রামাণ্যং *। তদুক্তং শঙ্করশারীরকেঽপি—

“আগম-বলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদি-স্বরূপং নিরূপয়তি নাবশ্যং তস্য[১] যথাদৃষ্টং সর্ব্বমভ্যুপগতং মন্তব্যমিতি।”

[ব্রহ্মসূত্রীয়শাঙ্করভাষ্যম্—২।২।৩৮]

তদেবং বেদো নামালৌকিকঃ শব্দস্তস্য পরমং প্রতিপাদ্যং যত্তদলৌকিকত্বাদচিন্ত্যমেব ভবিষ্যতি, তস্মিংস্ত্বন্বেষ্টব্যে তদুপক্রমাদিভিঃ সর্ব্বেষামপ্যুপরি যদুপপদ্যতে তদেবোপাস্যমিতি।

অথৈবং প্রমাণ-নির্ণয়ে স্থিতেঽপি পুনরাশঙ্ক্যোত্তরপক্ষং দর্শয়তি—

তত্র চ বেদশব্দস্যেতি [॥ ১২ ॥]। ‘সংপ্রতি’ কলৌ, অপ্রচরদ্রূপত্বেন দুর্মেধস্ত্বেন ‘দুষ্পারত্বাৎ’।

উপসংহরতি—‘তদেবং বেদত্বং সিদ্ধ’মিতি [১৬] অতএব “স্মৃত্যনবকাশ-দোষ প্রসঙ্গঃ [ব্রহ্মসূ˚ ২।১।১] ইতি চেৎ? “—নান্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ” ইত্যনেন ন্যায়েনাপ্যন্যত্র স্মৃতিবৎ স্মৃত্যন্তরবিরোধ-দৃষ্টত্বঞ্চ নাত্রাপততি।

বেদপ্রামাণ্যোপসংহারঃ।

নন্বু, ‘ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ” [ব্রহ্মসূ˚ ১।২।২০] ইত্যত্র প্রধানং স্মৃত্যুক্তমেব ন চ শ্রৌতমিতি প্রতিপাদয়তা শ্রীবাদরায়ণেন পুরাণানামপি প্রাধানিক-প্রক্রিয়ত্বাৎ স্মৃতিত্বং বোধ্যতে? ন;—তত্র স্বতন্ত্রং যৎ প্রাধানং তদেব নিষেধয়তা তেন প্রধান-স্বাতন্ত্র্য-প্রতিপাদকং সাংখ্যদর্শনমেব স্মৃতিত্বেন মন্যতে। “তদধীনত্বাদর্থবৎ” [ব্রহ্মসূ˚ ১।৪।৩] ইতি সূত্রান্তরেণ হি পরমেশ্বরাধীনতয়া বিশ্রুতমব্যাকৃতাদ্যপরপর্য্যায়ং মন্যতয়েব প্রধানং, তথাচ পুরাণে দৃষ্টমিতি,—ন স্মৃতিসাধারণ্যং তস্যেতি বেদত্বমেব স্থিতম্।

---

* প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এবং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা ॥
(ইতি ঋগ্‌ভাষ্যে সায়নাচার্য্যঃ)

১। অনুমানস্য।

ননু ব্রহ্মসূত্রস্যাপি বেদান্তভূর্তত্বং শ্রূয়তে ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

[॥ ১৮ ॥] 'কিঞ্চাত্যন্তে'তি শ্রীভাগবত-স্বরূপ-জ্ঞানে প্রমাণান্তরমাহ—[॥ ২০ ॥] 'এবং স্কান্দে'তি। [॥ ১৯ ॥] 'যত্র' ইত্যাদিকঞ্চ পদ্যং [স্কন্ধ, প্রভাসখ° ২।৩৯] যথা মাৎস্যমেব জ্ঞেয়ম্। সারস্বতস্যেতি তৎকল্পমধ্যে যা ভগবল্লীলাঃ তৎসম্বন্ধিনো "যে নরাঽমরা" [স্কন্ধ-প্রভাসখ° ২।৪০] ইতি বা কল্পান্তর-ভগবৎ-কথা তু তত্র প্রায়িকেবেত্যর্থঃ ; সা চ "পাদ্মকল্পমথো শৃণু" [স্কন্ধ-প্রভাসখ° ২অঃ] [॥২০॥] ইত্যাদি যত্র বিশেষ-বাক্যং তত্রান্যত্র ক্বচিদেবেতি জ্ঞেয়ম্। অত্র প্রভাসখণ্ডে যদষ্টাদশ-পুরাণাবির্ভাবানন্তরমেব ভারতং প্রকাশিতমিতি শ্রূয়তে* তৎ শ্রীভাগবত-বিরোধাৎ—

শ্রীভাগবতস্বরূপ-নির্ণয়ঃ।

[॥ ২১ ॥] 'ভারতার্থ-বিনির্ণয়' ইতি শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য-বিরোধাচ্চ। পূর্ব্বং কৃতমপি ভারতং তৎপশ্চাজ্জনমেজয়াদিষু প্রচারিতমিত্যপেক্ষ্যৈব জ্ঞেয়ং—তদেবং প্রমাণ-প্রকরণং ব্যাখ্যাতম্।

অথ প্রমেয়-প্রকরণারম্ভে [॥ ২৯ ॥] 'অথ নমস্কুর্ব্বন্নেবেতি' সূত্র-স্থানীয়স্যাভাস-বাক্যস্য বিষয়-স্থানীয়-শ্রীভাগবত-বাক্য-সমাপ্তাবঙ্কবিন্যাস-স্তদ্বাক্য-সঙ্গতি-গণনা-পরঃ, স চ ক্রমসন্দর্ভানুকূলো ভবিষ্যতি, তত্র ব্যাখ্যাসমাপ্তাবঙ্ক-বিন্যাস-বিশেষস্যায়মর্থঃ। দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে শ্রীসূত ঃ—

[॥ ৩০] 'ভক্তিযোগেন' [শ্রীভাগ° ১।৭।৪] ইত্যাদি শৌনকং প্রতি নির্দ্ধারয়তীতি চূর্ণিকাবাক্যস্যান্বয়াৎ এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্। তদ্ব্যাখ্যান্তে—

[॥ ৩৫ ॥] 'যর্হ্যেব যদেকং' ইত্যাদিকং (তত্ত্ব-স°) পরমাত্মসন্দর্ভে বিবরণীয়ম্। অত্র শ্রীশুক-হৃদয়-বিরোধশ্চৈবং যদি ভগবতোঽপ্যবিদ্যাময়-

---

* অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতী-সুতঃ।
ভারতাখ্যানমকরোৎ বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্॥
স্কন্দ-প্রভাসখ° ২ অঃ। ৪৯ শ্লোকঃ।

মেব বৈভবং স্যাত্তদা শ্রীশুকস্য তল্লীলাকৃষ্টত্বং ন স্যাদিতি মূলে চৈবমগ্রতো ভগবৎসন্দর্ভে সুষ্ঠু বিচারয়িষ্যতি।

[॥ ৬০ ॥]—'সর্গোঽস্য' [মূ°] ইত্যাদি (শ্রীভাগবত ১২।৭।৮।) ॥ ১৫ ॥ [॥ ৬০ ॥] 'অতঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽর্থাঃ' [মূ°] ইতি তত্র মুখ্যত্বেন 'সর্গো, দ্বিতীয়-তৃতীয়য়োঃ 'বিসর্গঃ' দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থাদিষু।

সর্গাদিবিচারঃ।

[॥ ৬১ ॥] 'কামাদ্বৃত্তিঃ', [মূ°] (শ্রীভাগবত ১২।৭।১৩)

"জগৃহুঃ যক্ষ-রক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্‌সমুদ্ভবাম্"—

(শ্রীভাগবত ৩।২০।৪১)

ইত্যাদি বাক্যতস্তৃতীয়েঽপি, চোদনয়া 'বৃত্তিস্তু' সপ্তমৈকাদশয়োর্বর্ণাশ্রমাচার-কথনে 'রক্ষা' সর্ব্বত্রৈব, 'মন্বন্তরমষ্টমাদিষু' 'বংশো' 'বংশানুচরিতং' চতুর্থ-নবমাদিষু, 'সংস্থা' একাদশ-দ্বাদশয়োঃ, 'হেতুঃ' শ্রীকপিলদেবাদি-বাক্যতস্তৃতীয়ৈকাদশাদিষু, 'আশ্রয়ো' দশমাদিষু জ্ঞেয়ঃ। প্রলয়লক্ষণমাহ—

[॥ ৬২ ॥] 'নৈমিত্তিকঃ' ইতি (শ্রীভাগবত ১২।৭।১৬); এষাং লক্ষণং দ্বাদশে চতুর্থাধ্যায়েঽনুসন্ধেয়ম্। প্রলয়স্তু মন্বন্তরান্তেঽপি ভবতি, যথা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে,—

বজ্র উবাচ—

"মন্বন্তরে পরিক্ষীণে যাদৃশী দ্বিজ জায়তে।
সমবস্থা মহাভাগ! তাদৃশীং বক্তুমর্হসি ॥"

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

"মন্বন্তরে পরিক্ষীণে দেবা মন্বন্তরেশ্বরাঃ।
মহর্লোকমথাসাদ্য তিষ্ঠন্তি গতকল্মষাঃ ॥
মনুশ্চ সহ শক্রেণ দেবাশ্চ যদুনন্দন।
ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যন্তে পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥"

ঋষয়শ্চ তথা সপ্ত তত্র তিষ্ঠন্তি তে সদা।
অধিকারং বিনা সর্ব্বে সদৃশাঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥
ভূতলং সকলং বজ্র! তোয়-রূপী মহেশ্বরঃ।
ঊর্ম্মি-মালী মহাবেগঃ সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ব্বং তদা নশ্যতি যাদব!
ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র! বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ॥

—মহেন্দ্র-মলয় ইত্যাদয়ঃ।

"শেষং বিনশ্যতি জগৎ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ।
নৌর্ভূত্বা তু মহীদেবী তদা যদুকুলোদ্ভব॥
ধারয়ত্যথ বীজানি সর্ব্বাণ্যেবাবিশেষতঃ।
আকর্ষতি তু তাং নাবং স্থানাৎ স্থানন্তু লীলয়া॥
কর্ষমাণস্তু তাং নাবং দেবদেবং জগৎপতিম্।
স্তুবন্তি ঋষয়ঃ সর্ব্বে দিব্যৈঃ কর্ম্মভিরচ্যুতম্॥
ঘূর্ণমানস্তদা মৎস্যো জল-বেগোর্ম্মি-সংকুলে।
ঘূর্ণমানাস্তু তাং নাবং নয়ত্যমিত-বিক্রমঃ॥
হিমাদ্রি-শিখরে নাবং বদ্ধা দেবো জগৎপতিঃ।
মৎস্যস্ত্বদৃশ্যো ভবতি তে চ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ॥
কৃত-তুল্যং তদা কালং তাবৎ প্রক্ষালনং স্মৃতম্।
আপঃ শমমথো যান্তি যথাপূর্ব্বং নরাধিপ!
ঋষয়শ্চ মনুশ্চৈব সর্ব্বং কুর্ব্বন্তি তে সদা॥
মন্বন্তরান্তে জগতামবস্থা
ময়োদিতা তে যদুবৃন্দ-নাথ!
অতঃপরং কিং তব কীর্ত্তনীয়ং
সমাসতস্তদ্বদ ভূমিপাল॥"—ইতি।

এবং সর্ব্বমন্বন্তরেষু সংহার—ইত্যাদি প্রকরণং শ্রীহরিবংশে তদীয়-টীকাসু চ স্পষ্টমেব। অতএব পঞ্চম-ষষ্ঠ-মন্বন্তরান্তে শ্রীভাগবতেঽপি প্রলয়ো বর্ণ্যতে—

"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌সর্গে কাল-বিপ্লুতে।
যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈব-চোদিতঃ॥"

(শ্রীভাগ, ৪।৩০।৪৯)

ইত্যাদৌ।

"রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষান্তর-বিপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীমষ্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্॥"

(শ্রীভাগ, ১।৩।১৫)

ইত্যাদৌ চ।

তথা চ ভারত-তাৎপর্য্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যাঃ—

"—মন্বন্তর-প্রলয়ে মৎস্য-রূপেণ বিদ্যামদান্মনবে দেবদেবঃ…" [ভারত-তাৎপর্য্য, ৩ অ, ৪৩ শ্লোঃ] ইতি।

দ্বাদশে শৌনক-বাক্যে—

"স বা অস্মৎকুলোৎপন্নঃ কল্পেঽস্মিন্ ভার্গবোত্তমঃ।
নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংপ্লবঃ কোঽপি জায়তে॥"

(শ্রীভাগ, ১২।৮।৩)

—ইত্যত্র তদস্বীকারস্তু কল্পান্ত-প্রলয়-বিষয় এব "যেন গ্রস্তমিদং জগৎ" (শ্রীভাগবত, ১২।৮।২) ইত্যুক্তত্বাৎ মন্বন্তর-প্রলয়ে ভাবি-মন্বাদীনামপি স্থিতেশ্চ; ষষ্ঠে তু প্রলয়োঽন্যস্মান্মন্বন্তরাদ্বিলক্ষণঃ, ত্রৈলোক্যস্যৈব মজ্জনাৎ; তথা চাষ্টমে শ্রীমৎস্যদেবেনোক্তম্—

"ত্রিলোক্যাং লীয়মানায়াং সম্বর্ত্তাম্ভসি বৈ তদা।
উপস্থাস্যতি নৌঃ কাচিদ্বিশালা ত্বাং ময়েরিতা॥"

[শ্রীভাগ, ৮।২৪।৩৩]

ইতি, এতদপেক্ষয়ৈব; তত্র শ্রীশুকেনাপি "যোঽসাবস্মিন্ মহাকল্পে" [শ্রীভাগ, ৮।২৪।১১] ইত্যুক্তম্,—'কল্প'-শব্দস্য প্রলয়-মাত্র-বাচিত্বাৎ, মহচ্ছব্দস্য মন্বন্তরান্তরপ্রলয়াপেক্ষত্বাৎ—"সম্বর্ত্তঃ প্রলয়ঃ কল্পঃ ক্ষয়ঃ কল্পান্ত ইত্যপি" ইত্যমরঃ। অতস্ত্রৈলোক্য-মজ্জনহেতোরেব দৈনন্দিন-প্রলয়বৎ ব্রহ্মাপি তদা সত্য-যুগসমান-কালে প্রলয়ে শ্রীনারায়ণ-

নাভিকমলে বিশ্রাম্যতি, যত এব তত্র বিশ্রমণসাম্যাৎ যাবদ্ব্রাহ্মী নিশা ইতি নিশাশব্দঃ প্রযুক্তঃ, তত্র চ ত্রৈলোক্য-মজ্জনেঽপি কেষাঞ্চিদ্দেবাসুরাদীনামসমাপ্ত-ভোগানাং স্থিতিস্তাং নাবমালম্ব্যৈব যদুক্তং শ্রীমৎস্যদেবেনৈব সত্যব্রতং প্রতি—

"ত্বং তাবদোষধীঃ সর্ব্বা বীজান্যুচ্চাবচানি চ।
সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ॥"

[শ্রীভাগ, ৮।২৪।৩৪]

ইতি, তস্মাৎ সিদ্ধে মন্বন্তর-প্রলয়ে তস্যাপি নৈমিত্তিকত্বাচ্চতুষ্টয়ানতিরিক্তত্বং, অন্যোঽপ্যকস্মাৎ প্রলয়ঃ শ্রূয়তে—যথা স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তর সৃষ্ট্যারম্ভে যথা চ ষষ্ঠমন্বন্তরমধ্যে প্রাচেতস-দক্ষদৌহিত্র-হিরণ্যাক্ষ-বধে, উভয়োরৈক্যেন কথনন্তু লীলা-সাজাত্যেনৈব জ্ঞেয়ং, যথা পাদ্ম-ব্রাহ্মকল্পয়োঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ সাঙ্কর্য্যং তদ্বৎ। তস্মান্নিরোধঃ স্যাদনুশয়নমাত্মানমাত্মনঃ সহ শক্তিভিরিত্যেতল্লক্ষণমপ্যুপলক্ষণমেব, নিত্যপ্রলয়েঽপি তদব্যাপ্তেঃ।

সন্দর্ভমুপসংহরতি—[৬২] 'উদ্দিষ্টঃ সম্বন্ধঃ' ইতি সম্বন্ধিনঃ পরমতত্ত্বস্য দিঙ্মাত্রমেব দর্শিতমিত্যর্থঃ, অত্র তস্য সম্বন্ধিনঃ শাস্ত্র-বাচ্যত্বে ষড়্বিধং লিঙ্গমপ্যুদাহৃতমেবেতি, ন পুনর্বিবৃতং ; তথা হি—'তত্রোপক্রম-সংহারয়োরৈক্যং "বেদ্যং বাস্তবম্" অত্র বস্ত্বিতি [শ্রীভাগ, ১।১।২] সর্ব্ব-বেদান্ত-সারম্ [শ্রীভাগ, ১২।১৩।১২] ইতি অভ্যাসঃ ; 'অত্র সর্গ' [শ্রীভাগ, ২।১০।১] ইতি অপূর্ব্বতা ; 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ'—[শ্রীভাগ, ১।২।১১] ইতি, অন্যৈরনধিগতত্বাৎ। 'অর্থবাদ'ফলঞ্চ "শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" ইত্যনুদাহৃতমপ্যনুসন্ধেয়ম্। 'উপপত্তিঃ' দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থমিতি।

সন্দর্ভং সমাপয়তি 'ইতী'তি, 'বিভজনং' দানং, বিশ্বে যে বৈষ্ণব-রাজাঃ তচ্ছ্রেষ্ঠাঃ, তেষাং সভাসু যৎ সভাজনং সম্মাননং তস্য ভাজনং পাত্রং, 'অনুশাসন'মাজ্ঞা শিক্ষা বা তদ্রূপা যা ভারতী তস্যা গর্ভরূপে তৎসম্ভূত ইত্যর্থঃ॥

ইতি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াং সর্ব্বসম্বাদিন্যাং
তত্ত্বসন্দর্ভো নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ॥

শ্রীভগবৎসন্দর্ভস্য অনুব্যাখ্যা

অথ শ্রীভগবৎসন্দর্ভমারভতে।

[॥১॥] 'তৌ…'ইতি,—'তৌ' পূর্ব্বোক্তরীত্যা প্রসিদ্ধৌ।

[॥৩॥] "অথৈবম্ … …" ইতি, 'সত্তা' প্রকাশঃ।

[॥১০॥] "…তস্মৈ স্বলোকং…" শ্রীভাগ, ২।৯।৯ ইত্যাদি;—অত্র শুদ্ধসত্ত্ব-বিচারে "সত্ত্বং রজস্তম …" [শ্রীভাগ, ১২।৮।৪৫] ইত্যাদি মার্কণ্ডেয়-বাক্যে কেচিদন্যথা ব্যাচক্ষত ইত্যত্র প্রাহ*—

"নম্বু ব্রহ্ম-রুদ্রাবপি মম মূর্ত্তী, অতো মামেব কিমত্যন্তমাদ্রিয়সে? তত্রাহ "সত্ত্ব"মিতি,—'যদপি' যদ্যপি তবৈব মায়াকৃতা এতা 'লীলা'স্তয়ৈব 'ধৃতাঃ' তথাপি যা 'সত্ত্ব-ময়ী' সৈব 'প্রশান্ত্যৈ' মোক্ষায়; তদেব সদাচারেণ দ্রঢ়য়তি—"তস্মা"দিতি,—তব 'শুক্লাং' 'তনুং' শ্রীনারায়ণাখ্যাং 'অথ' 'তাবকানা'ঞ্চ শুক্লাং তনুং নরাখ্যাং, 'যৎ' যস্মাৎ 'সাত্বতাঃ' 'সত্ত্ব'মেব 'পুরুষ'স্য ঈশ্বরস্য 'রূপ'মুশন্তি' মন্যন্তে 'ন' 'চান্যৎ' রজস্তমশ্চ, তত্র হেতুঃ—'যতঃ' সত্ত্বাৎ 'লোকো' বৈকুণ্ঠাখ্যঃ লোকত্বে সত্যপ্যভয়ঞ্চ ভোগত্বে সত্যপ্যাত্ম-সুখঞ্চ† [স্বামিটীকায়াং] ইতি।

তদেতত্তেষামেব স্বারস্যান্তরাদিনা ত্যজতি ভগবদ্বিগ্রহমিতি।

অথ শ্রীভগবদাবির্ভাবে দ্বিতীয়স্কন্ধ-প্রকরণসমাপ্তাবস্য বাক্যস্য চূর্ণিকাতঃ প্রাগিদং বিচার্য্যং;—তত্রাদ্বয়-বাদিন এবং বদন্তি—

"সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিতং জ্ঞানমেব পরং তত্ত্বং ইতি —বদন্তি…" [শ্রীভাগ, ১।২।১১]

ইত্যাদৌ "অদ্বয়"-পদেন লভ্যতে; তচ্চ 'ভাব'-সাধনং, তর্হ্যেব তস্যাদ্বয়-পদ-বিশেষ-লব্ধেন সজাতীয়াদি-ভেদরাহিত্যেন অনন্তত্বং সত্যমপ্যুপপদ্যতে; অন্যথা 'কারক'-সাধনে জ্ঞেয়-জ্ঞান-তৎসাধনৈঃ প্রবিভাগে সান্তত্বমেব স্যাৎ, তথা 'কর্ত্তৃ'-

ভগবদ্বিগ্রহত্বে অদ্বৈত-বাদিনঃ পূর্ব্বপক্ষঃ

---

* অত্র "অর্থান্তর ইতি তদ্‌যথা" ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে, তন্ন সুসঙ্গতম্।

† "নন্বু" ইত্যারভ্য "সুখঞ্চ" পর্য্যন্তবাক্‌কদম্বং স্বামিটীকোদ্ধৃতমিতি।

সাধনে জ্ঞানস্য কর্ত্তৃতয়া বিক্রিয়মাণস্য করণাদিসাধনে চ বাস্যাদিবজ্জড়তয়া প্রতিপন্নস্যাসত্যত্বমেব চ স্যাৎ। তস্মাৎ জ্ঞপ্ত্যববোধ-পর্য্যায়ং তৎ জ্ঞানং নাম তত্ত্বং শক্তিমদিতি ন যুজ্যতে, "স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা যুজ্যতে" ইতি চেৎ—কাচিৎ স্বরূপশক্তিঃ? সা চ কিং তদতিরিক্তাঽনতিরিক্তা বা? আদ্যে কথং স্বরূপত্বং অন্ত্যে চ কথং শক্তিত্বম্?

অথ সাধিতায়াঞ্চ ভেদেন স্বরূপশক্ত্যাং তস্যাঃ কথং ষড়্‌গুণাত্মক-ভগময়ত্বং যেন তদ্ভগবানিতি শব্দ্যতে? তস্য তত্ত্বস্য জ্ঞানমাত্র-স্বরূপত্বাৎ সাপি জ্ঞানৈক-স্বরূপৈব ভবিতুমর্হতি, ততশ্চ তদ্বিলাসস্য নানাত্বং ন সম্ভবতি; কথমপি নানাত্বে চ ঈশিতাদি-লক্ষণ-ক্রিয়াগুণত্বং তস্যা ন যুজ্যত এব।

কিঞ্চ নীল-পীতাদ্যাকারত্বং পরিচ্ছিন্নত্বঞ্চ তস্য নিষিদ্ধম্। সংপ্রতি তু তত্তদ্বর্ণতাপরিচ্ছিন্ন-চতুর্ভুজাদ্যাকারতা চ কথমস্যাঙ্গীকৃতা? অপি চ তৎ-পরিচ্ছদানাং দ্রব্য-বিশেষত্বাৎ, বৈকুণ্ঠস্য লোক-বিশেষত্বাৎ, তত্রত্য-জনানাঞ্চ জীব-বিশেষত্বাৎ কথং তদাদীনাং তাদৃশত্বম্?—তদেবং তস্য তত্ত্বস্য পুনরপি তত্তদবস্থা-স্বীকারে হস্তিস্নানমিব সর্ব্বং জাতম্। তস্মাদ্‌যা শক্তিঃ কার্য্যান্যথানুপপত্ত্যা প্রতীয়তে, সা তত্ত্বাতত্ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ত্বেন মিথ্যৈব, ন তু স্বরূপভূতা; তন্ময়ঞ্চ ভগাদিকমত্রোপলক্ষণমেবেতি। জহদজহল্লক্ষণৈব তেনাদ্বয়-জ্ঞানেন ভগবতঃ সামানাধিকরণ্যং যুক্তমিতি।

শ্রীবৈষ্ণবাস্ত্বেবং বদন্তি—"ভাবস্বরূপস্যৈব তস্য তত্ত্বস্য 'গলে-গৃহীত'-ন্যায়েন স্বরূপ-শক্তিস্তাবদবশ্যমেব তৈরপ্যঙ্গীকার্য্যা, জগদাদি-কার্য্য-দর্শনেন তস্যা অবশ্যম্ভাবাৎ কৈবল্যে চ দোষাপত্তেরিতি। তথা হি—

রামানুজীয়সিদ্ধান্তঃ

শক্তির্নাম কার্য্যান্যথানুপপত্তিসিদ্ধো বস্তুনো ধর্ম্ম-বিশেষঃ; সা তু সর্ব্বস্মিন্নুপাদানে নিমিত্তে চ কারণে স্বরূপভূতৈব মন্তব্যা, কার্য্য-বিশেষোৎপত্তৌ তৎকারণত্বেন বস্তু-বিশেষ-স্বীকারানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ। বিবর্ত্তেঽপি রজতাদি-স্ফূর্ত্তাবধিষ্ঠানং শুক্ত্যাদিকমেবাঙ্গীক্রিয়তে, ন চাঙ্গারাদি; প্রস্তুতেঽপি ব্রহ্মণ এব জগদধিষ্ঠানত্বং, ন ত্বন্যস্যেতি, তথৈব স্বরূপ-শক্তিত্বং বিদিতম্।

কিঞ্চ জগদ্রূপে বিবর্ত্তে ব্রহ্মণঃ কিঞ্চিৎকরত্বমস্তি নাস্তি বা ? নাস্তি চেৎ, অজ্ঞানেনৈব বিবর্ত্ততাং ; কিন্তদতিরিক্ত-তদঙ্গীকারেণ ? অস্তি চেৎ, আয়াতা তস্য জ্ঞানাশ্রয়স্য শুদ্ধস্যৈব শক্তিঃ। এবং চাদ্বৈত-শারীরক-কৃতাপ্যুক্তং—"শক্তিশ্চ কারণ-কার্য্য-নিয়মাত্মকল্প্যমানা, অন্যাসতী কার্য্যং নিযচ্ছেৎ অসত্ত্বাবিশেষাৎ অন্যত্বাবিশেষাচ্চ, তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যমিতি *। কিঞ্চ যত্র চৈতন্যং তত্রৈবাজ্ঞানমিতি নিয়ম-দর্শনেন তৎ-সত্তাপি তৎ এবেতি পর্য্যবসানাত্তস্যাঃ স্ফোরকতালিঙ্গেন স্বরূপ-শক্তি-রূপলভ্যতে।

শক্তি-বাদ-স্থাপনম্

অতএব অথ কস্মাদুচ্যতে "ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি" ইতি শ্রুতিশ্চ, "বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" ইতি বিষ্ণুপুরাণং চ বৃহত্ত্বেন শক্তিমত্ত্বং দর্শয়তি। তৎসন্নিধান-বলেনৈব তথাতথাভাবেঽন্যেষামঙ্গী-কৃতেঽপি শক্তিরেব পর্য্যবস্যতীতি। তথৈব ব্যাখ্যাতম্—

---

* উত্তরমীমাংসায়াং ২অ, ১পা, ১৮ সূত্রভাষ্যে ('যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চে'তি সূত্রভাষ্যে) পাঠান্তরো দৃশ্যতে। তদ্‌যথা ;—

"শক্তিশ্চ 'কারণস্য' 'কার্য্যনিয়মার্থা' কল্প্যমানা নান্যাঽসতী বা কার্য্যং নিযচ্ছেৎ।"

ব্যাখ্যানমস্য—১। কার্য্যকারণাভ্যামন্যা কার্য্যবদসতী বা শক্তির্ন কার্য্যনিয়ামিকা ; যস্য কস্যচিদন্যস্য নরশৃঙ্গস্য বা নিয়ামকত্বপ্রসঙ্গাদাত্মাসত্ত্বয়োঃ শক্তাবন্যত্র চাবিশেষাৎ। তস্মাৎ কারণাত্মনা লীনং কার্য্যমেবাভিব্যক্তিনিয়ামকতয়া শক্তিরিত্যেষ্টব্যম্। ততঃ সৎকার্য্যসিদ্ধি-রিত্যর্থঃ।—ইতি রত্নপ্রভা।

২। "অতিশয়ো হি ধর্ম্মো নাসত্যতিশয়ঃ সতি কার্য্যে ভবিতুমর্হতীতি। নতু কার্য্য-স্যাতিশয়ো নিয়মহেতু রপিতু কারণস্য শক্তিভেদঃ স চাসত্যপি কার্য্যে কারণস্য সত্ত্বাৎ সম্ভ-বেত্যত আহ—শক্তিশ্চেতি,—নান্যা কার্য্যকারণাভ্যাং, নাপ্যসতী—কার্য্যাত্মনেতি যোজনা।—ভামতীব্যাখ্যা।

৩। কারণস্য হি ধর্ম্মঃ 'শক্তি'রতিশয়'শব্দিতা নিয়ামকত্বেনেষ্টা কার্য্যকারণাভ্যামন্যা কার্য্যাত্মনা চাসতী কার্য্যং ন নিযচ্ছেদিতি। অত্র হেতুমাহ—অসত্ত্বেতি কার্য্যাত্মনা শক্তেরসত্ত্বে তথৈবানিয়ামকত্বমসত্ত্বস্যোভয়তুল্যত্বাৎ। দ্বাভ্যামন্যত্বে চ তস্যা ন নিয়ামকত্বম্। তয়োরিবান্যোন্যং শক্তেস্তাভ্যামন্যত্বস্যেষ্টত্বাদিত্যর্থঃ। শক্তেরসত্ত্বেঽন্যত্বে চ নিয়ামকত্বসম্ভবে ফলিতমাহেত্যাদি। আনন্দগিরীয়ব্যাখ্যা।

"প্রবৃত্তেশ্চেত্যত্রাদ্বৈতশারীরক-কৃতাপি—"নন্বু দেহাদি-সংযুক্তস্যাপি আত্মনো বিজ্ঞান-রূপ-ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্ব-মিতি চেৎ ?—ন ; অয়স্কান্তাদিবদ্রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তি-রহিতস্যাপি প্রবর্ত্তক-ত্বোপপত্তেঃ" ইতি।*

নন্বু যেন জগদ্রূপেণ কার্য্যেণ যদজ্ঞানমঙ্গীক্রিয়তে বস্তুতস্তয়োর্দ্বয়ো-রপ্যসত্ত্বাত্তৎপ্রবর্ত্তকাদি-লক্ষিতা শক্তিরপি ব্রহ্মণো নাস্ত্যেবেতি চেৎ? ন,—তথা চ সতি জগজ্জন্মাদিলক্ষিতস্য তস্যাপ্যসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। সতি চ তস্মিন্নজ্ঞানতৎকার্য্যাতিরিক্তত্বেন স্বরূপ-ভূতায়াস্তথা স্থিতির্দুর্ণিবারৈব বিরোধিনোঽসত্ত্বাৎ। ন হি সবিতৃপ্রকাশঃ প্রকাশ্যনাশে নশ্যতি; সবিতৈব তিষ্ঠতীতি যুক্তং, তথাঽর্দ্ধ-কুক্কুটী১বদুপহাস্যং চেদং স্যাদিতি।

তদুক্তমদ্বৈতশারীরকে—"অসত্যপি কর্ম্মণি "সবিতা প্রকাশত" ইতি কর্ত্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাদেব। সত্যপি জ্ঞান-কর্ম্মণি ব্রহ্মণঃ "—তদৈক্ষত—" ইতি "কর্ত্তৃত্ব-ব্যপদেশোপপত্তের্ন দৃষ্টান্ত-বৈষম্যম্ ইতি।—[ব্রহ্ম-সূ° ১।১।৫ শাং ভাঃ] তথা তদীয়-সহস্রনামভাষ্যে—"স্বরূপ-সামর্থ্যেন ন চ্যুতো ন চ্যবতে ন চ্যবিষ্যত, ইত্যচ্যুতঃ"—'শাশ্বতং শিবমচ্যুত'মিতি শ্রুতেরিতি।

তস্মাদ্বস্তুনঃ শক্তিঃ কার্য্য-পূর্ব্বোত্তরকালেঽপি মন্ত্রাদেরিবাস্ত্যেব, কার্য্য-কালং প্রাপ্য তু ব্যক্তীভবতীত্যেব বিশেষঃ,—তদ্ব্রহ্মণোঽপি ভবিষ্যতি।

এবমদ্বৈতশারীরকেঽপ্যুক্তং—"বিষয়-ভাবাদিয়মচেতয়মানতা,—ন চৈতন্যাভাবাদিতি"।

কিঞ্চ শক্তেরপ্যুৎপত্তিনাশাভ্যুপগমে কার্য্যত্বমেব স্যাৎ, নতু কারণত্বম্। ততস্তস্যাঃ স্বরূপহানিশ্চ।

কিঞ্চ জ্ঞানবদাশ্রয়জ্ঞানং সম্ভবতি ন জ্ঞানমাত্রাশ্রয়মিতি। তেনৈবা-

---

* "নন্বু 'তব' দেহাদিসংযুক্তস্যাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানং স্বরূপ"মাত্র"ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপ-পত্তেরনুপপন্নমিত্যাদি।" [ব্রহ্মসূত্রে ২।২।২ শাঙ্করভাষ্যম্]

১। অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায়ঃ—কুক্কুট্যাঃ একভাগঃ পাকায়াপরভাগঃ প্রসবায় কল্প্যতামিতি চিন্তয়া তথা কর্ত্তুং কাময়তে শৌনকঃ। বস্তুতস্তু তথা ন সম্ভবতি এবম্বিধবিষয়েঽস্য প্রবৃত্তিরিতি।

জ্ঞানেন তদ্বিলক্ষণজ্ঞানমপি তত্রাবশ্যং ভবেৎ ইত্যতোঽপি তত্র ভবেচ্ছক্তিঃ।

অপি চ ;—চিন্মাত্রব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃৎস্ননিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোঽয়ং জ্ঞানী ? অধ্যাসস্বরূপ এবেতি চেৎ,—ন তস্য নিষেধতয়া নিবর্ত্তকজ্ঞান-কর্ম্মত্বাৎ কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি চেৎ,—ব্রহ্মণো নিবর্ত্তক-জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপমুতাধ্যস্তম্ ? অধ্যস্তং চেৎ,—অয়মধ্যাস-স্তন্মূলবিদ্যান্তরঞ্চ নিবর্ত্তকজ্ঞানাপেক্ষয়া তিষ্ঠত্যেব, নিবর্ত্তকজ্ঞানান্তরা-ভ্যুপগমে তস্যাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রপেক্ষয়ানবস্থা স্যাৎ। জ্ঞাতৃত্বস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ।

কিঞ্চ নিত্যং জ্ঞানমেব সর্ব্বস্ফূর্ত্তৌ কারণমিতি,—তথাভূতস্য জ্ঞানস্য কেনাপ্যপ্রমেয়ত্বাৎ প্রমাণৈরন্যাপোহেঽপি নিকৃষ্টবস্তুস্পর্শেন শূন্যপ্রতীতিমাত্রস্যানর্হত্বাৎ বিবেকাবস্থায়াং যৎ তস্যাস্তিত্বেন প্রত্যয়নং তৎ পারিশেষ্যপ্রমাণেন স্বয়মেব ভবেদিতি বাস্ত্যেব তাদৃশী শক্তিঃ। কৈবল্যে তু সা নিরাবরণা ভবিষ্যতীতি যুক্ত্যা লভ্যতে।

অতএব তাদৃশশক্তিতয়া বিলক্ষণবস্তুত্বেন বস্ত্বন্তরবৎ স্বাত্মনি ক্রিয়া-বিরোধশ্চ নাশঙ্কনীয়ঃ প্রকাশবস্তুনঃ স্বপ্রকাশনবৎ।

শক্ত্যস্বীকারে কৈবল্যে দোষঃ

অথ কৈবল্যেঽপি দোষো যথা ;—তত্রানন্দসত্ত্বেব কেবলানন্তানন্দ-স্ফূর্ত্তিঃ। ততশ্চ তদা তস্য স্বস্মিন্নস্ফূর্ত্তের্ব্বিষয়েন্দ্রিয়বজ্জড়ত্বমেব তত্র পর্য্যবসতি। তথা তদাঽহং-পরাভাবাৎ স্বস্মিন্ পরস্মিংশ্চাস্ফূর্ত্তেঃ শূন্যত্বং বা। অতঃ কস্যচিত্তথা পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্তিরপি ন স্যাৎ। তস্মাৎ যুষ্মাভিরপি স্বরূপাবস্থান-লক্ষণস্য পুরুষার্থত্বং শ্রূয়তে। ইতি শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যা চ স্বরূপশক্তি-র্মস্তব্যেব।

ননু স্বপ্রকাশত্বাদেব তদ্ভাসিষ্যতে কৃতং শক্ত্যেতি চেৎ, এবমপি নিগৃহীতোঽসি বাগ্গুরয়া। যস্মাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ স ভাসিষ্যতে তদেবা-স্মাকং স্বরূপশক্তিরিতি স্বয়মেব কণ্ঠে প্রতিবদ্ধত্বাৎ। ন চ স্বপ্রকাশত্বং বিনা স্বপ্রকাশং নাম বস্ত্বস্তি।

অথ স্বপ্রকাশত্বং নাম পরানপেক্ষাসিদ্ধিরেব ন তু বস্ত্বন্তরমিত্যাদি-পক্ষেঽপি সিদ্ধিপ্রভৃতয়োঽপি নৈবেতি।

কিঞ্চ নির্ব্বিশেষপ্রকাশমাত্রব্রহ্মবাদে তস্য প্রকাশত্বমপি দুরুপ-পাদম্। "প্রকাশো"ঽপি নাম, স্বস্য পরস্য চ ব্যবহার-যোগ্যতামাপাদয়ন্—"বস্তুবিশেষঃ"। নির্ব্বিশেষবস্তুনস্তদুভয়রূপত্বাভাবাৎ ঘটাদিবদচিত্ত্বমেব। তদুভয়রূপত্বাভাবেঽপি তৎক্ষমত্বমপি চেৎ? তন্ন,—তৎক্ষমত্বং হি তৎ-"সামর্থ্য"মেব। সামর্থ্যগুণযোগে হি নির্ব্বিশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ স্যাদিতি। তথা নির্ব্বিশেষবাদে স্বাভ্যুপগমানিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুরিতি চ।

অপি চ—"নির্ব্বিশেষবস্তুবাদিভির্নির্ব্বিশেষবস্তুনীদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্। সবিশেষবস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্" [শ্রীভাষ্য° বেং কোং প্রঃ খঃ ২৬ পৃ] তেষাং নির্ব্বিশেষবিষয়ত্বে চ প্রমেয়ত্বাপাতেন নশ্বরত্বমেব ভবন্মতং ব্রহ্মণ্যপি স্যাৎ।

"যস্তু স্বানুভবসিদ্ধমিতি স্বগোষ্ঠীনিষ্ঠসময়ঃ, সোঽপ্যাত্মসাক্ষিক-সবিশেষানুভবাদেব নিরস্তঃ।" [শ্রীভাষ্য° বেং কোং প্রঃ খঃ ২৬ পৃ]

কিঞ্চ বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম সবিশেষং বস্তুত্বাৎ ঘটাদিবৎ অবিশেষং যত্তদসৎ প্রমাণাসিদ্ধত্বাৎ শশবিষাণাদিবৎ।

"শব্দস্য তু বিশেষেণ সবিশেষ এব বস্তুন্যভিধানসামর্থ্যম্, পদবাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ। প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগেন হি পদত্বম্। প্রকৃতিপ্রত্যয়য়োরর্থভেদেন পদস্যৈব বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদনমবর্জ্জনীয়ম্। পদভেদশ্চার্থভেদনিবন্ধনঃ। পদসঙ্ঘাতরূপস্য বাক্যস্যানেকপদার্থসংসর্গবিশেষাভিধায়িত্বেন নির্ব্বিশেষ-বস্তুপ্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ ন নির্ব্বিশেষবস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্"। ইতি [শ্রীভাষ্য° বেং কোং প্রঃ খঃ ২৬ পৃ]।

তস্মাৎ সবিশেষত্বম্ এব সিদ্ধম্,— স চ 'বিশেষঃ'—শক্তিরেব। ততশ্চ শক্তিলেশং বিনা ন ক্বচিদবগম্যতে বস্তুতত্ত্বমিতি সর্ব্বানুভবসিদ্ধম্।

শ্রুতিশ্চ কেবলস্যৈব তস্য স্বানুভবমভিদধাতি,—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমবেদহং ব্রহ্মাস্মি"ইতি [বৃঃ আঃ উঃ, ৬।৪।১০]

"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ"। [বৃঃ আঃ উঃ, ৪।৩।২৩]

শ্রীমধ্বাচার্য্যানুসৃতং ব্যাখ্যানম্—"উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ" ইতি [ব্রহ্মসূ° ৩।২।২৭] "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈঃ উঃ ২।১।১] "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" [মুঃ উঃ ১।১।৯,] "এষ এবাত্মা পরমানন্দঃ [বৃঃ ছাঃ মৈত্রেয়ঃ] "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্",—[তৈঃ উঃ ২।৪।১,] ইত্যাদাবুভয়ব্যপদেশাৎ যুজ্যতে ব্রহ্মণো জ্ঞানাদিত্বং জ্ঞানাদিমত্ত্বঞ্চ। 'তু'শব্দঃ শ্রুতিরেবাত্র প্রমাণম্—ইতি নির্দ্ধারয়তি। অতঃ স্বস্মিন্নেবাভেদভেদনির্দ্দেশলক্ষণোভয়ব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। যথা,—অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদিভির্ভেদ এবমিহাপি"।

"প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ" ইতি—[ব্রহ্মসূ° ৩।২।২৮,] ইতি "অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্। যথা,—প্রকাশঃ সাবিত্রস্তদাশ্রয়ঃ সবিতা চ নাত্যন্তভিন্নৌ উভয়োরপি তেজস্ত্বাবিশেষাৎ। অথচ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি"। [শাঙ্করভাষ্যম্]।

"পূর্ব্ববদ্বা"—[ব্রহ্মসূ° ৩।২।২৯,] ইতি অথবা "স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ" [২।৩।২০, ব্রহ্মসূ°] ইত্যত্রোত্তরশব্দবদনন্তরমেবোক্তয়োঃ প্রকাশাশ্রয়য়োঃ[১] পূর্ব্বো যঃ প্রকাশঃ তদ্বদেব মন্তব্যম্। ততশ্চ তস্য[২] যথাপ্রকাশৈকরূপত্বেঽপি স্বপর-প্রকাশন-শক্তিত্বমুপলভ্যতে এবং জ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽপি স্বপরজ্ঞানানন্দহেতুরূপশক্তিত্বম্।

অত্র স্বয়ং স্বং জানাতীতি স্বার্থস্ফূর্ত্তিরিতি ন প্রকাশবৎ পারার্থ্যমাত্রমিতি বিবেক্তব্যম্। তদেবমুভয়ব্যপদেশাৎ সাধয়িত্বা শ্রুত্যন্তরতশ্চ সাধয়তি—"প্রতিষেধাচ্চ" ইতি [ব্রহ্মসূ, ৩।২।৩০,]

ন চ বক্তব্যং তত্র সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবস্ত্বন্তরম্; যতো "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"ইতি [বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।১৯,] তথা,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

১। বিষয়ত্বাশ্রয়ত্বভেদেন। ২। সূর্য্যস্য।

পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ॥ [শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৬।৪,] ইতি

"চ"কারেণ ত্বজ্ঞানাদিকং প্রতিষিধ্য স্বরূপজ্ঞানাদিশক্তিত্বমেব স্থাপ্যতে।

ইত্থং শ্রীস্বামিচরণৈরপি, "ত্বমর্কদৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণঃ" [শ্রীভাগ ৮। ২৩।৪] ইত্যত্র শ্রীমৎস্যদেবস্তুতৌ ব্যাখ্যাতম্—"অর্কপ্রকাশবৎ স্বত এব দৃক্ জ্ঞানং যস্য স অর্কদৃক্। অতঃ সর্ব্বদৃশাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং সমীক্ষণঃ প্রকাশক ইতি"।

এবঞ্চ শ্রীরামানুজচরণৈরুক্তম্—"জ্ঞানস্বরূপস্য চ তস্য জ্ঞাতৃস্বরূপত্বং দ্যুমণিদীপাদিবদ্‌যুক্তমেবেত্যুক্তম্।" [শ্রীভাষ্য বেং কোং প্রঃ খঃ ৫৩ পৃ]

অদ্বৈতগুরুণাপি "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" [ব্রহ্মসূ° ১।১।৫] ইত্যত্র সাংখ্যপূর্ব্বপক্ষমাক্ষিপতৈব ব্যাখ্যাতম ; যথা—"যদপ্যুক্তং প্রাগুৎপত্তের্ব্রহ্মণঃ শরীরসম্বন্ধমন্তরেণেক্ষিতৃত্বমনুপপন্নমিতি"।

ন তচ্চোদ্যমবতরতি সবিতৃপ্রকাশবদ্ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বে জ্ঞানসাধনাপেক্ষানুপপত্তেঃ। অপিচ ;—অবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শারীরাদ্যপেক্ষাজ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ, ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণশূন্যস্যেশ্বরস্য। মন্ত্রৌ চেমৌ ঈশ্বরস্য শরীরাদ্যনপেক্ষতামনাবরণজ্ঞানতাঞ্চ দর্শয়তঃ,—"ন তস্য কার্য্য"মিত্যাদি, "অপাণিপাদঃ" [৩।১৯ শ্বেতাশ্বঃ উঃ] ইত্যাদীনি।

জ্ঞাননিত্যত্বে জ্ঞান-বিষয়-স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশো নোপপদ্যত ইতি চেৎ? ন। প্রততোষ্ণ-প্রকাশোঽপি সবিতা বিদহতি, প্রকাশয়তীতি,—স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশ-দর্শনাদিতি চ।

ইত্থমেবাদ্বৈত-শারীরক এব বিজ্ঞানবাদনিরাকরণে "নাভাব' উপলব্ধেঃ" [ব্রহ্মসূ° ২।২।২৮] ইত্যসত্যব্যাখ্যানে সাক্ষিত্বং চৈতন্যস্য

১। নাভাব ইতি বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বমিতি। বিজ্ঞানব্যতিরিক্তাভাবে বক্তুং ন শক্যতে। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়য়োস্তৈব সর্ব্বত্রোপলব্ধেঃ। জ্ঞা-ধাতোঃ সকর্ম্মকত্বাৎ সকর্ত্তৃত্বাচ্চ

দৃশ্যতে। তস্মাদেকস্যৈব তত্ত্বস্য স্বরূপত্বম্, স্বরূপত্বাপরিত্যাগেনৈব শক্তিত্বঞ্চ সিদ্ধম্।

তথা চোক্তম্—

"চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যতে।
সা সত্যৈব পরা জড়া ভগবতঃ শক্তিস্ত্ববিদ্যোচ্যতে॥
সংসর্গাচ্চ মিথস্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্জ্জগজ্জায়তে
তচ্ছক্ত্যা সবিকারয়া ভগবতশ্চিচ্ছক্তিরুদ্রিচ্যতে॥" ইতি।

ইত্থমেব ব্যাখ্যাতং শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি স্বামিপাদৈঃ,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

—বিষ্ণুপু° ৬।৭।৬১।

ইত্যত্র 'বিষ্ণুশক্তিঃ' বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা পরা চিৎস্বরূপা শক্তিঃ পরম-পদ-পরব্রহ্মপরতত্ত্বাদ্যাখ্যা প্রোক্তা।"

"প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ তৎসত্তামাত্রম্" [বিষ্ণুপু°, ৬ অংশ, ৭ অঃ, ৫৩ শ্লোক] ইত্যত্রঃ[১],—প্রাগুক্তং স্বরূপমেব কার্য্যোন্মুখং শক্তি-শব্দেনোক্তমিতি।"

অতঃ স্বরূপস্য কার্য্যোন্মুখত্বেনৈব শক্তিত্বং ন স্বত ইত্যায়াতম্।

ততশ্চ বিশেষ্যরূপং তদেব স্বয়ং শক্তিমদ্‌বিশেষণরূপং কার্য্যোন্মুখত্বং তু শক্তিঃ,—জগচ্চ কার্য্যক্ষমত্বমুলমিতি। তৎক্ষমত্বাদিরূপা নিত্যৈব সা শক্তিরিত্যবগম্যতে।

তথাপি বস্তুতোঽত্যন্তব্যতিরেকেণ তস্য নিরূপ্যত্বাভাবান্ন ততঃ পৃথক্‌কৃত্বমস্তীত্যভিপ্রায়েণৈব তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। "বস্ত্বেবাস্তু,—কা তত্র শক্তির্নাম"ইতি মতন্তু ন বেদান্তিনাং মতম্;—সত্যপি বস্তুনি মন্ত্রাদিনা শক্তিস্তম্ভাদিদর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ।

তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ,—ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতু-

---

১। বিষ্ণুপুরাণে।

মশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।

কেবলা ভেদে,—

"জ্ঞাতশ্চতুর্ব্বিধারাশিঃ শক্তিশ্চ ত্রিবিধা গুরো।
বিজ্ঞাতা চৈব কাৎস্নেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা॥ ইতি*

[বিষ্ণুপু°, ৬।৮।৭]

শ্রীমৈত্রেয়স্যানুবাদেঽপি পৌনরুক্ত্যদোষহানায়াসন্নিহিতসন্নিধাপন-লক্ষণকষ্টকল্পনা প্রসজ্জ্যেত। চতুর্ব্বিধরাশিকথনেনৈব স্বরূপস্যোক্তত্বাৎ। নাগপত্নীস্তুতৌ চৈবং তৈর্ব্ব্যাখ্যাতম্। "জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে" [শ্রীভাগ°-১০।১৬।৩৬।] ইত্যাদৌ "জ্ঞানং জ্ঞপ্তিঃ; বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিঃ;—তয়োর্নিধয়ে তাভ্যাং পূর্ণায়। কথং তথাত্বম্? অত উক্তম্—ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে; ব্রহ্মণে কথম্ভূতায়? অগুণায় অবিকারায়; কথম্ভূতায়? অনন্তশক্তয়ে; 'প্রাকৃতায়'—প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকায়; অপ্রাকৃতায়েতি বা অপ্রাকৃতানন্তশক্তি-যুক্তায়,—অয়মর্থঃ।

অগুণত্বাদবিকারত্বম্, ব্রহ্মজ্ঞপ্তিমাত্রত্বাৎ কারণাতীতম্; প্রকৃতিঃ প্রবর্ত্তকত্বাদনন্তশক্তিঃ; বিজ্ঞান-নিধিত্বাদীশ্বরঃ কারণম্—তদুভয়াত্মনে নম" ইতি।

শ্রীরামানুজীয়াস্তু শক্তিশক্তিমতোর্ভেদমেব বর্ণয়ন্তি—তথাহি তথা-ভূতায়াস্তস্যাঃ স্বরূপান্তরঙ্গত্বাৎ স্বরূপভূতত্বমেব প্রতিপাদয়ন্তীতি সমানঃ পন্থাঃ।

বিশিষ্টস্যৈব চাব্যভিচাররূপত্বেন স্বরূপত্বম্—ন কেবলং বিশিষ্যমেবা-ব্যভিচারিতয়া সম্প্রতিপাদ্যন্তে ইতি তস্মাদস্ত্যেব স্বরূপশক্তিঃ।

ন চেত্থং স্বগতেন ভেদেনাদ্বয়তাপ্রতিজ্ঞা-বিরোধাদিদোষঃ। ষড়্-ভাববিকারনিষেধেঽপ্যস্তিত্ববৎ সর্ব্বথৈবাপরিহার্য্যত্বাৎ। দৃশ্যতে চান্য-

---

* চতুর্ব্বিধো রাশিঃ—"চতুর্বিভাগঃ সন্ সৃষ্টৌ চতুর্দ্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ। প্রলয়ঞ্চ করোত্যন্তে চতুর্ভেদো জনার্দ্দনঃ" ইতি স্বামিটীকাধৃতবিষ্ণুপুরাণীয়প্রমাণম্।

ত্রাপি ক্বচিত্তন্মাত্রত্বেঽপি স্বগত-ভেদ-যাথার্থ্যম্,—যথা, গন্ধাত্মনি পৃথিবী-গুণে—তত্র হি গন্ধলক্ষণগুণমাত্রাত্মন্যপি অঙ্গুলিনিক্ষেপাক্ষমস্তদনুভবিতুরনুভবৈকগম্যো যো যো বিশেষো, যো যো বা ভেদঃ—স স ন গন্ধাদ্ব্যতিরিক্তঃ, ঘ্রাণৈকানুভবনীয়ত্বাৎ।

কিঞ্চ ব্রহ্মণো লক্ষণবিচারেঽপ্যভেদবাদিভিরপি তাদৃশস্বগতভেদ-
দ্বিধর্ম্মতা বৃত্তিরপরিহার্য্যা দৃশ্যতে। তথাহি;—

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" [বৃঃ আঃ, ৩।৯।২৮] ইতি।

কিমিহ বিজ্ঞানানন্দশব্দাবেকার্থৌ ভিন্নার্থৌ বা? নাদ্যঃ,—পৌনরুক্ত্যাৎ। অন্ত্যশ্চেৎ বিজ্ঞানত্বমানন্দত্বঞ্চ তত্রৈকস্মিন্নেবেতি তাদৃশস্বগতভেদাপত্তিঃ। অথ তৌ জাড্যদুঃখপ্রতিযোগিপরৌ তৌ ব্যাবর্ত্ত্য তৎপ্রতিযোগি যদেকং বস্তু তদেব ব্রহ্মেতি প্রতিপাদয়তঃ তদপ্যযুক্তম্। তদ্দ্বয়ব্যাবৃত্তির্যথা, অত্র পক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রং স্বং[১] দ্বয়মেবোপস্থাপয়িতুং যুক্তা। অনুপস্থাপনে বা শূন্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি।

কিঞ্চ যদেকমুপস্থাপ্যতে তৎ কিন্তয়োরেকতরৎ তাভ্যামন্যদেব বা? একতরদিতি চেৎ[২] অন্যতরপরিত্যাগে কো হেতুঃ? একতরস্য বা কথং দ্বিঃপ্রতিযোগিতা? অথানন্দমাত্রে দ্বয়োরপি প্রতিযোগিতোপলভ্যতে ইতি তদেব লাঘবেনাবশিষ্টমিতি চেৎ?—আনন্দে বিজ্ঞানত্বমপ্যস্তীত্যায়াতম্। তৎপ্রতিযোগিত্বেন তৎপ্রতীতেঃ। ততো বিজ্ঞানং পুনরুক্তমেবেতি দোষান্তরঞ্চ তেনৈব[৩] তত্তদ্ব্যাবৃত্তিসিদ্ধেঃ। কিম্বা বিজ্ঞানস্য বিজ্ঞানেঽস্মিং[৪]শ্চানুগতত্বেনাব্যভিচারাত্তদেবাবশিষ্টমস্তু ততশ্চানন্দতাহান্যা পুরুষার্থত্বাভাবশ্চ।

যদ্যেবমুচ্যতে—"অনুকূলং বিজ্ঞানমেব হ্যানন্দঃ, ততশ্চানন্দাকারং যদ্বিজ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেতি।" তথাপ্যানুকূল্যলক্ষণো ধর্ম্মস্তত্র দুষ্পরিহরঃ। তাভ্যামন্যদিতি চেৎ? ন। প্রতিযোগিত্বাসিদ্ধেঃ।

১। অত্র পক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রম্। ২। ব্যাবৃতমেব যদি স্যাৎ।
৩। আনন্দপদেনৈব। ৪। আনন্দে চ।

অথৈ ক এবমাচক্ষীত যত্তয়োঃ প্রতিযোগি ব্রহ্মেতি। কিন্তু জড়প্রতিযোগি বিদ্যোপহিতঞ্চেদ্‌ব্রহ্ম জ্ঞানমিত্যাচক্ষ্মহে। দুঃখপ্রতিযোগি তদুপহিতং চেদানন্দ ইতি। তস্মাদ্বিদ্যাদ্বারোভয়ব্যাবৃত্তৌ সত্যাং যদবসীয়তে তদেকমেকরূপং ব্রহ্মেতি।

অত্রোচ্যতে—বিদ্যা নাম ভবতাং তদনুভবিবুদ্ধিবৃত্তিঃ। ততশ্চ তস্যৈব প্রতিযোগিত্বে সতি তদনুভবিবুদ্ধিবৃত্তেরপি প্রতিযোগিত্বং সিদ্ধ্যতি। নহি সূর্য্যস্য ঘটাদেরিব তমসঃ প্রতিযোগিত্বং বিনা তদনুভবিচক্ষুর্বৃত্তি-মাত্রস্য সূর্য্যচ্ছটোদ্দীপিতমুকুরচ্ছটায়া বা তমঃপ্রতিযোগিত্বং ঘটতে। তস্মান্নূনং তস্যৈব তৎপ্রতিযোগিত্বং যোগ্যোপাধিবিশেষে তূপলভ্যতে।

"নিত্যবোধ-পরিপীড়িতং জগদ্-
বিভ্রমং তুদতি বাক্যজা মতিঃ।
বাসুদেবনিহতং ধনঞ্জয়ো
হন্তি কৌরবকুলং যথা পুনঃ॥*

ইতি চ দৃষ্টান্তিতং ভবদ্ভিরেব।

ততঃ পূর্ব্ববদেব তস্মিন্নুভয়ধর্ম্মাপাতঃ। অতো যদেবমাচক্ষীত—"শব্দো হি ব্যবহার্য্য এব বস্তুনি প্রবর্ত্ততে নাব্যবহার্য্যে জাতিগুণাদিনির্দ্দেশেনৈব তস্য প্রবৃত্তেঃ। ততশ্চ নীলপীতাদ্যাকাররূপা প্রিয়দর্শনাদিজনিতোল্লাস-রূপা চ যে অন্তঃকরণবৃত্তী তয়োরেব তৌ[1] প্রবর্ত্তেতে, ন তু ব্রহ্ম-স্বরূপে[2]।

তথা চ তাভ্যাং[3] শব্দাভ্যাং স্বতন্ত্র প্রবেশাসামর্থ্যে সতি ব্রহ্মশব্দস্য বৃহত্ত্বনিরুক্তিবলাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদাবনন্তত্বেন চ শ্রুতত্বাজ্জহল্লক্ষণয়া তে অতিতুচ্ছে পরিত্যাজ্যে তয়োস্ত্রিগুণময়ত্বেন চ জড়দুঃখৈকরূপয়োরপি স্বসান্নিধ্যেন তত্তা[4]স্ফোরকমনির্দ্দেশ্যমেকরূপমেব বস্তু পর্য্যবস্যতে।

---

* পদ্যমিদং "ধনঞ্জয়-ন্যায়" নাম্নাভিহিতম্, যত্র ক্রিয়া নিষ্ফলা তত্রৈবাস্য প্রবৃত্তিরিতি।

১। বিজ্ঞানানন্দৌ। ২। ব্রহ্মণি। ৩। বিজ্ঞানানন্দশব্দাভ্যাং।

৪। জড়দুঃখপ্রতিযোগিরূপা বিজ্ঞানানন্দরূপতা দ্বিধর্ম্মতা।

"যেন চেতয়তে বিশ্বং" "এষ হ্যেবানন্দয়তি"ইতি [তৈঃ উঃ, ২।৭।১] শব্দশ্চ তথা তস্মাত্তত্তদুপাধিপরিত্যাগায়ৈব শব্দদ্বয়োপন্যাসো,—ন তু দ্বিধর্ম্মতা-বিবক্ষয়া। তথা তত্তদুপাধাবেব তত্তদ্ভেদব্যবহারো ন তূপহিতে তত্রেত্যেতদপি পরিহৃতং ভবতি।

যদি চ তত্র তত্রাসম্ভূতাপি তত্তা[১] তৎসান্নিধ্যে স্ফুরতীতি মতং তর্হি তস্মিন্নপি তত্তদ্ধর্ম্মাস্তিতা এব স্বীকৃতা। দর্পণপ্রাঙ্গণাদিষু সঞ্চারিত-স্বদীপ্ততাশুভ্রতাদিকচন্দ্রিকাসন্দোহবৎ তত্র[২] দীপ্তিঃ শুভ্রত্বমপ্যস্তীত্যেব সঞ্চারিতং তত্তদ্ধর্ম্মত্বমুপলভ্যতে অন্যত্র দীপপ্রভাবাদৌ ন তু শুভ্রত্বমিতি।

দার্ষ্টান্তিকেঽপি নীলাদ্যাকারায়ামুল্লাসরূপায়াঞ্চান্তর্বৃত্তৌ জড়প্রতি-যোগগম্যতয়া দুঃখপ্রতিযোগগম্যতয়া চ অন্যোঽন্যং ভেদবৃত্তিং জনয়ন্ যো যো ভাববিশেষ উপলভ্যতে স স উপাধিভূতয়োস্তয়োস্ত্রিগুণময়ত্বেনাতদ্ধর্ম্মত্বাদতদপোহে[৩] তস্য তস্যাব-শিষ্যমাণত্বেন স্বপ্রকাশত্বেন চ শুদ্ধত্বাদুপহিতরূপমেবেত্যবসীয়তে।

দ্বিধর্ম্মতা-সিদ্ধান্তপক্ষঃ

ততশ্চ তত্র তত্র পার্থক্যেনোদয়াদস্ত্যেব স্বরূপধর্ম্মভেদঃ। তত্রাপি নীলাদ্যাকারবৃত্তৌ পার্থক্যমতিস্ফুটমেব। যদি তত্র জড়প্রতিযোগিতা-দুঃখপ্রতিযোগিতয়োর্ভেদো ন স্যাৎ, তদা তস্যামপি[৪] বৃত্তৌ সুখমুপ-লভ্যেতৈব স্বগতৈকদেশানঙ্গীকৃতেরেকাদশোদয়বিরোধাৎ। অতএব "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য"—[ব্রহ্মসূ ৩।৩।১১] ইতি ভেদেনাপ্যুপক্রান্তবন্তঃ সূত্রকারাঃ।

যদি চৈবমুচ্যতে—ন তৎজ্ঞানানন্দরূপং ন চ জড়দুঃখপ্রতিযোগি যথা চ জড়দুঃখবিলক্ষণং তদিতি,—তদা ন কিঞ্চিদপি স্যাদিতি শূন্যবাদ-প্রসক্তিঃ।

কিং বহুনা পরমপ্রমাণভূতস্য বেদস্য স্বারস্যমেব কেবলৈক্যে নাস্তি,—সর্ব্বস্যৈব বাক্যস্য লক্ষণয়ান্যথীক্রিয়মাণত্বাৎ। ততশ্চ পরমাপ্ততা-বিরহাৎ—অত্র, তু তত্রাপি স্বরূপলক্ষণত্বমেব। ততো বিজ্ঞানমিতীদং

১। বিজ্ঞানানন্দতা। ২। চন্দ্রে। ৩। মায়াময়ত্রিগুণবৃত্ত্যুপহে।
৪। জড়প্রতিযোগিতায়াম্।

বাক্যং ন কিঞ্চিদপি ব্যবধানং সহত ইতি সাক্ষাদেব তত্তদভিধানে পর্য্যবসিতে কথমিবান্যা গতিক্রিয়োপপদ্যতাম্ ?

ন চ "জাতিগুণাদিহীনতয়া তত্র শব্দঃ সাক্ষান্ন প্রবর্ত্তেত" ইতি যদ্বাক্যং স্বরূপশব্দবত্তস্য স্বরূপালম্বনসঙ্কেতেন চ প্রবর্ত্তয়িতুং শক্যত্বাৎ। যত্তু "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"—[তৈঃ উঃ, ২।৪।১] ইত্যাদিকং শ্রূয়তে, তদিদমীদৃশমিয়ৎপরিমাণং বেতি নির্দ্দেশাসামর্থ্যপরমেব অলৌকিকত্বাদনন্তত্বাৎ।

অগ্রেঽপি সযুক্তিকবিচারণাৎ স্বয়মেব ভবতা তত্তাশব্দেন পরামৃষ্টায়াঃ সুখতায়াঃ স্ফোরকমনির্দ্দেশ্যমব্যবহার্য্যং বস্ত্বেকমিত্যুক্ত্বা তত্তচ্ছব্দপ্রবর্ত্তনাৎ।

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" [বৃঃ আঃ ৪।৩।৩২] ইত্যাদিষু শ্রুতিষ্বপি তত্রৈব মুখ্যবৃত্ত্যানন্দ-শব্দ-প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ। "অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমব্যপদেশ্যং সুখম্" ইত্যাদিষ্বপি তথাভূতত্বেঽপি সুখ-শব্দপ্রয়োগাৎ।

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" [ব্রহ্ম সূ ১।১।১২] ইত্যাদিন্যায়প্রসিদ্ধাচ্চ। কিঞ্চেদং পৃচ্ছামঃ,—তদানন্দরূপং ভবতি ন বা ? ভবতি চেৎ, আয়াতা তস্য তৎসংজ্ঞা দুঃখ-প্রতিযোগিত্বঞ্চ ; নেতি চেৎ,—অপুরুষার্থত্বম্। তস্মাদানন্দরূপং ভবতি। কিন্তু ন লোক-প্রসিদ্ধানন্দরূপং তদিত্যেব বাচ্যমিতি স্থিতে ত্বস্মাকমেব সমীচীনঃ পন্থাঃ। এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যত্রাপি সত্যত্বাদিধর্ম্মভেদস্তত্র বিবেচনীয়ঃ। অত্রাপ্যসত্য-জড়-পরিচ্ছিন্নব্যাবর্ত্তনমপি ধর্ম্মবিশেষ এব।

যত্ত্বেবমুচ্যতে যথা—শৌক্লাদিকস্য কার্ষ্ণ্যাদিব্যাবর্ত্তনমপি তৎপদার্থস্বরূপমেব ন ধর্ম্মান্তরং তথেতি ; তদা তদ্ব্যাবৃত্তিযোগ্যতাস্তীত্যবশ্যং মন্তব্যম্। যোগ্যতা চ,—শক্তিরেবেতি "ঘট্টকুট্যামেব প্রভাতম্[১]" !

১। ঘট্টকুটী-প্রভাতন্যায়ঃ ;—ঘট্টো নদীতীরাদিস্থানং, "ঘাট" ইতি ভাষায়াং প্রসিদ্ধস্তত্র কুটী বণিগাদিভ্যো রাজগ্রাহ্যভাগগ্রাহকরাজভৃত্যানিবাসার্থমল্পস্থানবিশেষঃ। যথা—ঘট্টকুটীস্থেভ্যঃ করগ্রাহিভ্যঃ ভীত্যা রাত্রৌ পলায়িতানাং পথিত্যজাং বণিজাং দূরে গত্বাপি যথা ভ্রান্তিবশাত্তত্র ঘট্টকুট্যামেব প্রভাতোদয়স্তথা প্রকৃতেঽপি।

এবমেবোক্তং শ্রীরামানুজশারীরকভাষ্যে—"সবিশেষোঽপ্যনুভূয়মানোঽনুভবঃ কেনচিদ্যুক্ত্যাভাসেন নির্ব্বিশেষ ইতি নিষ্কৃষ্যমানসত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্ক্রষ্টব্য ইতি নিষ্কর্ষহেতুভূতৈঃ সত্ত্বাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এব অবতিষ্ঠতে। অতঃ কশ্চিদ্বিশেষৈর্ব্বিশিষ্টস্যৈব বস্তুনোঽন্যে বিশেষা নিরস্যন্তে ইতি ন কচিন্নির্ব্বিশেষবস্তুসিদ্ধিরিতি।" [শ্রীভাষ্য, বে° ক°, ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃঃ]

তত্রৈবান্যত্রোক্তম্—"'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামানাধিকরণ্যস্যানেকবিশেষণবিশিষ্টৈকার্থাভিধানব্যুৎপত্ত্যা ন নির্ব্বিশেষবস্তু-সিদ্ধিঃ। "প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিত্বং হি সামানাধিকরণ্যম্",—তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদমুখ্যার্থৈর্গুণৈস্তত্তদ্গুণ-বিরোধ্যাকার-প্রত্যনীকাকারৈর্ব্বা একস্মিন্নেবার্থে পদানাং প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—একস্মিন্ পক্ষে পদানাং মুখ্যার্থতা; অপরস্মিংশ্চ তেষাং লক্ষণা। ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যনীকতা বস্তুস্বরূপমেব; একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তরপ্রয়োগবৈয়র্থ্যাৎ। তথা সতি সামানাধিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত্তমানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ। ন চৈকস্যৈবার্থস্য বিশেষণভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনেকার্থত্বং পদানাং সামানাধিকরণ্যবিরোধি; একস্যৈব বস্তুন অনেকবিশেষণবিশিষ্টতাপ্রতিপাদনপরত্বাৎ সমানাধিকরণস্য। 'ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্' ইতি হি শাব্দিকাঃ[১]।" [শ্রীভাষ্য বে°, ক° ১ম খণ্ড, ৫২ পৃঃ]

তস্মাদেবমেবাত্র বক্তব্যম্—ভিন্নত্বেনোপলভ্যমানাভ্যামপি বিজ্ঞানানন্দশব্দাভ্যাং ন তস্য দ্ব্যাত্মকতা, কিন্ত্বেকমেব বস্তু স্বরূপ-প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যেন ভিন্নতয়া নিরূপ্যতে। কেনাপি জ্ঞানমিতি কেনাপি ত্বানন্দমিতি—যথা চন্দ্রচন্দ্রিকাসন্দোহঃ শুক্লোঽয়মিতি জ্যোতিরিদমিতি চ।

ন চ সত্যত্বানন্দত্বাভ্যাং তদ্ভেদং ভজতে তয়োস্তদ্ধর্ম্মরূপত্বাৎ। যথা

১। ইতি মহাভাষ্যব্যাখ্যায়াং কৈয়টঃ।

প্রচুরোঽয়ং প্রকাশশ্চন্দ্র ইত্যত্র প্রচুরত্বেন চন্দ্রমা ইতি। তথা সবিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যানিবৃত্তয়ে উপদিশ্যতে। যথা,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"—[শ্বেঃ উঃ ৩।৮]
"তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥"—[শ্বেঃ উঃ ৩।৪]
"সর্ব্বে নিমিষা জজ্ঞিরে
বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি,
ন তস্যেশে কশ্চন যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"ইত্যাদি।
[মহানারায়ণ উ° ১।৮]

এবং সূত্রকারমত এব তস্যানন্দৈক-রূপতয়া প্রকাশেঽপ্যুদয়ভেদো দৃশ্যতে—যথা "হ্যানন্দময়োঽভ্যাসাৎ"ইত্যাদি [ব্রহ্ম সূ° ১।১।১২] প্রকরণম্।

আনন্দময়োঽভ্যাসাদিতি সূত্রব্যাখ্যা

তৈত্তিরীয়কে "অন্নময়ং প্রাণময়ং মনোময়ং বিজ্ঞানময়ঞ্চ শিরঃপক্ষাদি-রূপকেণানুক্রম্যাম্নায়তে। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্‌বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তরাত্মা আনন্দময়স্তস্য প্রিয়মেব শিরো মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি"। [তৈঃ উঃ ২।৫।১]

তত্র সংশয়ঃ—কিমিদমানন্দময়শব্দেন পরমেব ব্রহ্মোচ্যতে? কিম্বান্নময়াদিবদ্‌ব্রহ্মণোঽর্থান্তরমিতি? তত্র ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি, ব্রহ্ম-শব্দ[১]যোগবলেন পুচ্ছশব্দব্যপদিষ্টস্যৈব ব্রহ্মত্বে লব্ধ ইতি উচ্যতে। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ব্রহ্মশব্দোঽত্রাধিকারলব্ধঃ। স চানন্দময় ইতি প্রথমান্তপাঠাৎ প্রথমান্ত এব অনুস্মর্য্যতে। "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"[২] [ব্রহ্ম সূ° ১।১।২৩] ইত্যাদিবৎ।

১। অত্র ব্রহ্মশব্দসংযোগবলেন ইত্যপি পাঠঃ।

২। আ সমন্তাৎ কাশ ইত্যাকাশঃ পরমাত্মৈব, ন প্রসিদ্ধাকাশঃ, কুতঃ তস্য পরমাত্মনোঽখিলকারণত্বাদিতি লিঙ্গাৎ।

ততশ্চায়মর্থঃ—আনন্দময়সন্নিধানে “সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইতি [তৈঃ উঃ ২।৬।১]।

তদা তদপেক্ষত্বাদুত্তরগ্রন্থেঽপি—“রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা-নন্দীভবতি” ইতি। [তৈঃ উঃ ২।৬।১]

তৎপ্রভৃত্যন্তে চৈতমানন্দময়মুপসংক্রামতীতি। তথা চতুর্ব্বেদশিখায়া-মপি—“স শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ স্ উত্তরঃ পক্ষ স আত্মা স পুচ্ছং” ইতি চাভ্যাস[১]শ্রবণাদানন্দময় আত্মৈব পরব্রহ্ম; “অসন্নেব স ভবতি[২]” ইত্যাদিকং [তৈঃ উঃ ২।৬।১] ত্বর্থবাদঃ প্রশংসাবাক্যমেব, নাভ্যা-সবাক্যং শ্লোকশব্দেনোক্তত্বাৎ প্রশংসাগর্ভত্বাচ্চ।

পুচ্ছ এব ব্রহ্ম, শব্দসংযোগস্তু তত্রানন্দস্য সম্যগুদয়োৎকর্ষব্যঞ্জকঃ। অতঃ প্রতিষ্ঠাত্বঞ্চ অতঃ পুচ্ছত্বোপরি সর্ব্বোত্তরোদয়িত্বাদেব রূপ্যতে। ততশ্চ তদেব পুচ্ছং স এব প্রিয়াদীনাং নিজোদয়বিশেষাণামবয়বী সন্নানন্দময় ইত্যায়াতম্। কিন্তু পুচ্ছসংজ্ঞে তস্মিন্নির্বিশেষতয়া আবি-র্ভাবাদবয়বত্বনিরূপণম্।

আনন্দময়ে তু প্রিয়াদিভিঃ সবিশেষতয়ৈব প্রকটোপলম্ভাদবয়বিত্বনিরূ-পণমিত্যেব বিশেষঃ। তস্মাদনেনানন্দময়াধিকরণেন পরব্রহ্মণ এব শুদ্ধোদয়-বিশেষত্বং সাধ্যং প্রিয়াদিষু, তদ্ব্যতিরিক্তত্বং তু অন্নময়াদিষু।

ন চ প্রিয়াদীনামিষ্টপুত্ত্রদর্শনজাদিলক্ষণলৌকিকানন্দত্বমুচিতম্। পার-মার্থিকপথারোহানুক্রমপ্রক্রিয়ায়া এব পূর্ব্বপূর্ব্বাত্মসূপক্রান্তত্বাৎ। যথা “তস্য যজুরেব শির” ইত্যাদি।

অতএবালৌকিকবিশেষবত্ত্বে সতি তস্য “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” ইত্যাদিমহিমা চ সঙ্গতঃ স্যাৎ। অত্রানন্দস্যৈকস্যৈবোদয়াপচয়োপচয়মাত্র-বিবক্ষিতত্বেন প্রিয়াদিভেদান্ন বিজ্ঞানময়াদিবৎ পৃথগ্‌গুণত্বম্।

১। অবিশেষপুনঃশ্রুতিরভ্যাসঃ।

২। অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনন্ততো বিদুঃ॥—তৈঃ উঃ, ২।৬।২

অতএব তৃতীয়ে অধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সূত্রকারৈরপি "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" [ব্রহ্ম সূ ৩।৩।১১] ইত্যনেনানন্দাদীনামেকত্রোক্তানামপি সর্ব্বত্রোপাসনায়াং সমাহৃতি[১]শ্চিন্তিতা। প্রিয়াদীনান্তু সা পরিহৃতা। প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরূপচয়াপচয়ৌ ভেদে ইত্যনেন তত্রৈকস্যৈবান্নময়াদি-ক্রমোপাসকস্য উপাসনা ভূমিকারোহস্থানাভেদে হি প্রিয়াদিশব্দ-স্তস্যৈব। আনন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ উদয়োপচয়াপচয়ৌ বিবক্ষিতৌ। ততো নান্যত্রোপাসনায়াং তেষাং "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" [ব্রহ্ম সূ ৩।৩।১১] ইতি ন্যায়েন প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। নন্বেতমানন্দময়মুপসংক্রামতীত্যস্যাঃ শ্রুতেঃ পরব্রহ্মবিষয়ত্বং নাস্তি অন্নয়াদীনামুপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহপতিতত্বাৎ ;— নৈবং, তৎপ্রবাহপতিতত্বেঽপি সর্ব্বান্তরত্বাৎ অরুন্ধতীদর্শনবৎ প্রতিপাদ্য-রূপত্বমেব প্রসজ্জেত। ন চোপসংক্রমকার্থত্বেন তস্য পরত্বং প্রতি-হন্যতে—তদাবির্ভাবমাত্রার্থত্বাৎ—যথা "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"—[তৈঃ উঃ ২।১।১] ইতি।

কিঞ্চ "উপসংক্রমবচন এব বিদুষা ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি-ফলনির্দ্দেশাৎ তস্যান্যথাত্বং ন যুজ্যতে। আনন্দময়োপসংক্রমনির্দ্দেশেনৈব পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠাভূতব্রহ্মপ্রাপ্তির্নির্দ্দিষ্টেতি চেৎ—শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ।

পুচ্ছবাদিনামপি পুচ্ছপ্রবাহ-পতিত্বেন ব্রহ্মণোঽপি পূর্ব্ববৎ পুচ্ছত্ব-মেবাপতেত। তত্র যদি বচনান্তরস্বারস্যেনাবয়বতা স্যাৎ—ইহাপি পূর্ব্বদর্শিতত্বেন ভবিষ্যতি। তথা 'তস্যৈব এষ এব শরীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য তস্মাদ্বা এতস্মাৎ' [তৈ° আনন্দবল্লী, ৫ম] ইত্যনেনাত্মত্বেনোপ-ক্রান্তস্যানন্দময়স্যৈব সর্ব্বত্র শারীরত্বং প্রতিপদ্যতে। শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট-পৃথিব্যাদিলক্ষণশরীরান্তর্যামিত্বাপেক্ষয়েতি শরীরত্ব-শ্রবণমপি ন দোষায়।

১। গুণানাং স্বরূপভূতত্বেন তদভেদাৎ। আনন্দাদিগুণেষু উপাসনোপায়েষু সৎসু প্রিয়-শিরস্ত্বাদীনামপ্রাপ্তিঃ তেষামব্রহ্মগুণত্বাৎ। কিন্তু পুরুষবিধত্বরূপকান্তর্গতত্বং অন্যথাবয়বভেদে ব্রহ্মণোঽপ্যুপচয়াপচয়ৌ প্রসজ্জেতাম্ ইতি সূত্রার্থঃ। অভেদাদিতি অনুবর্ত্তনীয়ং প্রধানস্য গুণিনো ব্রহ্মণ আনন্দাদয়ো গুণাঃ সর্ব্বেষুপাসনেষুপাদেয়াঃ গুণানাং স্বরূপভূতত্বেন তদভেদাৎ।

২। প্রিয়াদ্যবয়বত্বেন সর্ব্বত্র সমাহৃতিঃ, সা পুনরভেদে পরিহৃতা, যতোঽভেদে প্রিয়া-শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ।

যদ্বানন্দময়ত্বেঽপি 'তস্যৈষ এব শরীর আত্মা'—ইত্যনেন তস্যাপ্যাত্মান্যঃ শ্রূয়তে, তত্তু তস্যাত্মান্তরং নাস্তীতি বিবক্ষয়া ;—শিলাপুত্রস্য তু শিলাপুত্র এব শরীরমিতিবৎ। যথান্যেষামন্নময়স্য প্রসিদ্ধশারীরত্বনিষেধস্তু—'নেতরোঽনুপপত্তেঃ'—[ব্রহ্ম সূ ১।১।১৭] ইত্যাদৌ স্বয়মেব সূত্রকারৈঃ করিষ্যতে।

তস্মাদানন্দময়শব্দেন পরব্রহ্মৈবোচ্যতে। তথা 'সোঽকাময়ত'—[তৈঃ আঃ, ৬] ইতি 'রসো বৈ সঃ' [তৈঃ উঃ ২।৬।১] ইতি পুংলিঙ্গেনৈব নির্দ্দেশাদপি স এব, ন তু পুচ্ছম্। তত এতমানন্দময়মিত্যত্রান্তিমবাক্যে চ তন্নির্দ্দেশঃ সংবদতে। "তস্মাদ্‌বা এতস্মাদাত্মনঃ" শব্দাকর্ষেণ তন্নির্দ্দেশগতিশ্চ বিপ্রকর্ষাতিশয় এব পরাহতঃ।

কিঞ্চ—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে'তি [তৈঃ আনন্দবল্লী, ১] যল্লক্ষিতং তদেব 'তস্মাদ্‌বা এতস্মাদ্‌বা এতস্মাদাত্মনঃ' ইত্যনেন নির্দ্দিশ্যতে। তস্য চ সর্ব্বান্তরত্বেনাত্মত্বং ব্যঞ্জয়দ্বাক্যং তং তমতিক্রম্য 'অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়' তৈঃ আঃ ৫।২] ইত্যানন্দময় এবাত্মত্বং সমাপয়তি। তত আত্মা শব্দ-কর্ষণেনাপি স এবাদ্যতঃ স্যাৎ। ন চাত্মত্বেনানির্দ্দিষ্টং পুচ্ছমিতি।*

এবং শ্রুতিভিরপি 'পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ সদসতঃ পরন্তমথ যদেষ্বশেষমৃতং' [তৈঃ উঃ, ২।২।১] ইত্যত্রান্নময়াদিসাহোদর্য্যাৎ চরমোঽয়ং ইতি পুংলিঙ্গনির্দ্দেশাচ্চানন্দময় এব পরং ব্রহ্মেত্যঙ্গীক্রিয়তে।

চতুর্ব্বেদশিখা তু স্পষ্টমেব ব্যাচষ্টে 'সশির' ইত্যাদিনা। তস্মাদানন্দময় আত্মা পরব্রহ্মৈবেতি স্থিতম্।

অথ তত্রাপ্যাশঙ্ক্য সূত্রয়তি—"বিকারশব্দান্নেতি' চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ"

বিকারশব্দেত্যাদি সূত্রব্যাখ্যা।

[ব্রহ্মসূ, ১।১।১৩] অত্র প্রাচুর্য্য এব ময়ড়্‌বিহিতঃ—ন বিকার ইত্যর্থঃ। তদেকবস্তুন্যপি প্রাচুর্য্যং যুজ্যতে।

* "ভূমিকা"তঃ "পুচ্ছমিতি" পর্য্যন্তং পাঠো শ্রীবৃন্দাবনমুদ্রিতগ্রন্থে অপরকতিপয়গ্রন্থেষু চ ন দৃশ্যতে।

১। বিকারবাচিময়ট্‌প্রত্যয়শ্রবণাৎ ন পরমাত্মেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যার্থময়ট্‌শ্রবণাৎ।

"প্রচুরপ্রকাশো রবিঃ" ইতিবৎ প্রাচুর্য্যং হ্যত্র প্রকাশস্য চন্দ্রাদ্যপেক্ষয়া। ততশ্চ প্রকাশঃ প্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতোঽত্রেতি বিবক্ষয়া "প্রকাশময়ো রবিঃ" ইত্যপি স্যাৎ।

"তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" [পা° সূ°, ৫।৪।২১] ইতি স্মৃতের্ব্বিষয়ত্বং দৃশ্যত ইতি। অত্রেতি ভেদবিবক্ষা চ প্রতিমায়াঃ শরীরমিতিবৎ প্রযুজ্যতে চ। "ব্রহ্ম-তেজোময়ং দিব্যম্"ইতি শ্রীহরিবংশে। "আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ" ইতি দশমেঽপি [শ্রীভাগবতে, ১০ম, ৪৭অঃ, ৩১] অতএব 'তৎপ্রকৃত' [পা° সূ° ৫।৪।২১] ইতি কর্ম্মধারয়ত্বেনাপি ব্যাখ্যায়তে।

তদেতৎ বিবৃতং শ্রীরামানুজশ্রীপাদৈঃ "তৎপ্রচুরত্বং হি তৎপ্রভূতত্বং তচ্চেতরস্য সত্তাং নাবগময়তি ; অপি তু তস্যাল্পত্বং নিবর্ত্তয়তি।

ইতরসদ্ভাবাসদ্ভাবৌ তু প্রমাণান্তরাবসেয়ৌ। ইহ চ প্রমাণান্তরেণ তদভাবোঽবগম্যতে। "অপহতপাপ্মা" [ছাঃ ৮।১।৫] ইত্যাদিনা তাবদেব বক্তব্যম্।

ব্রহ্মানন্দস্য প্রভূতত্বমন্যানন্দস্যাল্পত্বমপেক্ষত ইতি। উচ্যতে চ তৎ— "স একো মানুষ আনন্দঃ" [তৈ, আ, ৮ অনু] ইত্যাদিনা জীবানন্দাপেক্ষয়া ব্রহ্মানন্দো নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রস্তুত ইতীতি।

অতএবানন্দময়ং প্রস্তুত্য "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী-ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ" [তৈঃ আঃ ৭।১] "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি" [তৈঃ আঃ, ৭ অনু], "সৈষা-নন্দস্য মীমাংসা ভবতি" [তৈঃ আঃ, ২।১।৮] এতমানন্দময়মুপসংক্রামযতি "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ ন" [তৈঃ আঃ, ৯ অনু] ইত্যানন্দানন্দময়য়োরেকার্থতাবিন্যাসেনাভ্যাসো দৃশ্যতে।

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ" [তৈঃ ভৃগুবল্লী] ইতি, "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ" [তৈঃ ভৃগুঃ] ইত্যাদিবৎ তত্ত্বমেব স্ফুটমভ্যস্যতি। তদেক-স্বরূপেঽপ্যানন্দময়ে প্রিয়াদিভেদশ্চ প্রাতস্ত্যসাঙ্গবীয়মাধ্যাহ্নিকভেদ-বদ্ভাবানুপ্রকাশে।

অতএবৈতস্মিন্নানন্দময়ে বস্ত্বন্তরাভাববিবক্ষয়ৈবোক্তম্—"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" [তৈঃ ২।৭।১] ইতি। কিন্তু "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ন দৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তে অনিলয়ে অভয়-প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি" [তৈঃ, ২।৭।১] ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ সর্ব্বথা তন্নিষ্ঠৈব কর্ত্তব্যা। তত্র ব্যবধানকর্ত্তুর্ভয়ং ভবতীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীপরাশরেণ,—

"সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে॥"—ইতি॥

—গরুড়পুরাণে, পূর্ব্বখণ্ডে, ২।২।২২।

তস্মাৎ প্রভূতানন্দ এবানন্দময়ঃ। অথবা অত্রানন্দময়শব্দেন প্রিয়াদিষু য আত্মা প্রোচ্যতে স এব গৃহ্যতে। ততশ্চ তস্য প্রিয়াদিভ্যো ভেদবিবক্ষয়া চাত্মতয়া চ তৎপ্রাচুর্য্যমন্নময়যোগ্য ইতিবদেব সংগৃহ্যতে—অভেদবিবক্ষয়া।

ননু বিকারার্থময়ট্প্রবাহান্তঃপতিতত্বাদকস্মাদর্দ্ধজরতীবৎ* প্রাচুর্য্যার্থো ন যুজ্যতে—নৈবং—পূর্ব্বোদাহৃতাভ্যাস-বলাৎ যুজ্যত এব।

প্রবাহপ্রবেশে তু ব্রহ্মপুচ্ছমিত্যত্র পুচ্ছশব্দোঽপি দুষ্যেদিত্য-বোচামঃ—

কিন্ত্বান্নময়াদিষ্বপি ন সর্ব্বত্র বিকারার্থতাধিগম্যতে। তস্মতেঽপি প্রাণময় এব ত্যক্তত্বাৎ।

তত্র হি প্রাণাপানাদিষু প্রাণবৃত্তেঃ প্রাচুর্য্যাদেব ময়ট্। "পৃথিবী

---

* অর্দ্ধজরতী-ন্যায়ঃ;—যত্র সর্ব্বত্যাগে গ্রহণে বা প্রসক্তে নির্যুক্তিকমেকাংশোপাদান-মংশান্তরত্যাগশ্চ ক্রিয়তে, তত্রায়ং ন্যায়োঽবতরতীতি। যথা—জরতী বৃদ্ধা স্ত্রী, তস্যাঃ পতিঃ তদর্দ্ধং মুখমাত্রং গৃহ্লাতি হ্যবয়বান্তরং ত্যজতীতি যুক্তিশূন্যং, তথা যে ঈশবচনত্বেনাগমপ্রমাণ-মুপগচ্ছন্তি, তেষাং বুদ্ধবচসামপি প্রামাণ্যপ্রসঙ্গঃ বেদস্যাপি বা অপ্রামাণ্যাপত্তিঃ যদি বা ঈশবচনত্বশামোঽপি বেদস্য প্রামাণ্যং অপ্রামাণ্যং চ বুদ্ধবচসামঙ্গীক্রিয়তে, তদেতদপি যুক্তিশূন্য-মিতি ভাবঃ।

পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"[1] [তৈঃ উঃ ২।২।১] ইত্যত্র চ পৃথিব্যভিমানি-দেবতায়াং[2] প্রাণবিকারত্বাভাবঃ।

স্বমতে ত্বন্নরসময়স্যাপি প্রাচুর্য্যার্থতা। অন্নো রসো হ্যন্নবিকারস্তদুপলক্ষিতত্বেনান্যোঽপি তদ্বিকারো লভ্যতে। স চ জলাদিবিকারপ্রচুর ইতি,—ন; "দ্ব্যচশ্ছন্দসি" [পাং সূং, ৪।৩।১৫০] ইতি ছন্দসি বহ্বচো বিকারার্থে ময়ট্ নিষেধাৎ।

কিঞ্চ আনন্দশব্দেন তত্র শুদ্ধব্রহ্মৈব মতং তস্য চ বিকারো ন সম্ভবতি; তস্মান্ন বিকারার্থতাপ্রাপ্তিঃ। হেত্বন্তরেণ সূত্রয়তি—"তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ" [ব্রহ্ম সূ, ১।১।১৫] ইতি। ইতশ্চ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্, ন তু বিকারার্থে। যস্মাদানন্দহেতুত্বং তস্যৈবোপদিশতি শ্রুতিঃ—"এষ হ্যেবানন্দয়তি" [তৈঃ আনন্দবল্লী, ২] ইতি আনন্দয়তীত্যর্থঃ। যথা,—লোকে প্রচুরপ্রকাশলক্ষণঃ সূর্য্যাদিরেব সর্ব্বং প্রকাশয়তি; ন তুচ্ছপ্রকাশলক্ষণস্ক্ষুদ্রতারকাদিঃ।

নচ প্রকাশবিকারপ্রচুরোঽপি জলাদিঃ। তথা সর্ব্বতোঽপি প্রচুরানন্দলক্ষণং ব্রহ্মৈব সর্ব্বমানন্দয়েৎ।

অনেন হেতু-ব্যপদেশেন প্রাচুর্য্যস্য স্বরূপাতিশয়পরত্বমেব ব্যজ্যতে। প্রকাশযুক্তেন চ রত্নাদিনা যৎপ্রকাশনম্, তদপি তত্রস্থিতেন প্রকাশেনৈব ভবতি,—নতু পার্থিবাংশেন। তস্মাদানন্দ এবানন্দয়তি; তদেতৎ ব্যঞ্জিতং "এব" কারেণ,—শ্রুত্যা,—"এষহ্যেবেতি" [তৈঃ আঃ]।

ননু পুচ্ছে ব্রহ্মশব্দসংযোগাত্তস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞা যুক্তা। কথং নামানন্দময়স্য তৎসংজ্ঞা?

তত্রাপি সূত্রয়তি "মান্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে" [ব্রহ্ম সূঃ, ১।১।১৬] ইতি[3]—

১। পুচ্ছ প্রতিষ্ঠেতি পুচ্ছে আনন্দাতিশয়ত্বাৎ প্রাচুর্য্যার্থতা।

২। বায়োঃ পৃথিবীত্বেন নির্দ্দেশেঽপি ন বিকার ইত্যর্থঃ।

৩। মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈবানন্দময় ইতি গীয়তে।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি" [তৈঃ উঃ ২।১] মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈবান্নময়াদিত্বেন গীয়তে তদধিকারপতিতত্বাৎ।

তথাহি—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি জীবস্য প্রাপ্যতয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্। "তদেষাভ্যুক্তা" ইতি, তদ্‌ব্রহ্মাভিমুখীকৃত্য প্রতিপাদ্যতয়া পরিগৃহ্য ঋগেষা অধ্যেতৃভিরুক্তেত্যর্থঃ। "তস্য চ তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন" [তৈঃ আরণ্যক, ৫] ইত্যত্রাত্ম-শব্দেনাপি নির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণ আত্মতাৎপর্য্যাবসানমানন্দময় এব দর্শিতম্। তত্রৈবান্তরতমত্ব-সমাপ্তেঃ। তস্মাত্তত্রৈব তৎপর্য্যবসানাত্তদানন্দবিশেষোপলব্ধিযুতোদয়স্যানন্দময়স্য পরব্রহ্মত্বং তেন মন্ত্রেণ[1] সিধ্যতি।

আনন্দস্যাপি জ্ঞানাকারত্বাত্তস্য চানন্তত্বাদিভির্মিশ্রত্বেঽপি তদ্রূপত্বান্নার্থভেদশ্চ; শ্রুতিশ্চ—"প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়" [মণ্ডুঃ উঃ ৫] ইতি। তদেবচ ব্রহ্মত্বং তত্তদ্বিশেষোপলব্ধিরহিতোদয়ে পুচ্ছেঽপি প্রিয়াদিভ্যোঽধিকত্ব-বিবক্ষয়া ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যনেন পুনর্ব্ব্যপদিশ্যতে,—নতু তস্যৈব প্রধানত্বেন। অতএব ঃ—

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততোবিদুঃ ॥"
[তৈঃ উঃ ২।৬।১]

ইত্যেষ শ্লোকোঽপ্যানন্দময়পর এব সবিশেষস্যৈব মুখ্যত্বাৎ মুখ্য এব সংপ্রত্যয়াচ্চ।

নচাস্মিন্ বাক্যেঽপি নির্ব্বিশেষং প্রতিপাদ্যতে—অস্তি সত্তা সমবায়িতয়া নির্দ্দেশাৎ।

যদ্যেবং মন্যতে,—প্রকাশমাত্রত্বমেব হি চিদাত্মনঃ সত্তা,—নান্যেতি। তথাপি সবিশেষত্ব এব পর্য্যবসতি। "কিঞ্চ ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদিকমুক্ত্বা তত্র তত্রোদাহৃতাঃ—"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে"

১। সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি মন্ত্রেণ।

[তৈঃ উঃ ২।১] ইত্যাদয়ঃ শ্লোকাঃ[1] ন পুচ্ছমাত্রপরাঃ, অপিত্বন্নময়াদি-পরাঃ ; এবময়মপ্যানন্দময়পরত্বেনৈব শ্লিষ্যতে।

এবং "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" [ব্রহ্মঃ সূঃ ১।১।১৭] ইত্যাদিসূত্রাণ্যপি আনন্দময়স্য জীবত্ব-নিষেধ-পরাণীতি। তস্য পরব্রহ্মত্বমেব তৈঃ সাধ্যতে ইত্যলমতিবিস্তরেণ।

যদি চ সূত্রকারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগূঢ়মভিপ্রয়তা তৎপ্রমাদ-মার্জ্জন-স্বচাতুরী-ব্যঙ্গ-ভঙ্গ্যা তদানন্দময়সূত্রমেবং ব্যখ্যেয়ম্—

'আনন্দময়' ইত্যত্র "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপ-দিশ্যত ইতি,—তথা বিকার-সূত্রে চ "বিকার"-শব্দেনাবয়বঃ—"প্রাচুর্য্য"-শব্দেন "সাদৃশ্যং" ব্যখ্যেয়ম্,—তদা সূত্রকারস্যাশাব্দিকতৈব চ প্রসজেৎ—তত্তচ্ছব্দাদিভিস্তত্তদর্থানভিধানাৎ। "ময়ট্"-প্রত্যয়-বিকার-প্রাচুর্য্য-শব্দানামনন্তর-নির্দ্দিষ্টানামন্যার্থত্বং ন বা বালকস্যাপি হৃদয়মারোহতি। উক্তঞ্চ স্কান্দে বায়ব্যে চ :—

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" ইতি।

কিঞ্চ প্রথমসূত্রার্থে প্রিয়শিরস্ত্বাদ্য[2]প্রাপ্তিরিতি চ ব্যর্থমেব স্যাৎ; পুরৈবৈষাং লৌকিকত্বেনৈব নির্দ্ধারণাৎ; নতু বিজ্ঞানাদিবদ্ব্রহ্মত্বেন। তস্মাদানন্দময়স্যৈব পরব্রহ্মত্বে সতি প্রিয়াদয়স্তদ্বিশেষা ইত্যস্যৈব স্বরূপ-প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যম্।

ততশ্চ পূর্ব্ববৎ স্বগতৈকদেশানঙ্গীকৃতেরেকদেশোদয়বিরোধাদস্ত্যেব—স্বাংশবৈশিষ্ট্যম্।

নির্ব্বিশেষ-বাদ-খণ্ডনম্

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" [তৈঃ আঃ ৩।৩।৩২] ইতি শ্রুতিশ্চ তথৈবাহ। "নির-বয়ব"-শব্দব্যাকোপশ্চ,[3]—প্রাকৃতাবয়বরাহিত্যাদিনা

১। অন্নময়াদিকোষতাৎপর্য্যকাঃ।

২। আনন্দময়োঽভ্যাসাদিত্যস্যার্থে।

৩। অপাণিপাদ ইত্যাদিঃ।

পরিহৃতঃ। ইত্থমেব তস্য নিরুপাধেরেব স্বত আনন্দ-প্রকাশানন্ত্যং ব্যঞ্জয়ন্ "সন্দোহ"-শব্দমাহৈকাদশে শ্রীদত্তাত্রেয়ঃ—

"কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ" [শ্রীভাঃ ১১।৯।১৮] ইতি। অতএবাপ্রাকৃতাবয়বত্বেন তস্যানশ্বরত্বঞ্চ যুক্তম্।

তথা "জন্মাদ্যস্য" [ব্রহ্ম° সূ° ১।১।২] ইত্যাদেঃ "শ্রুতত্বাচ্চ" [ব্রহ্ম° সূ° ১।১।১২] ইত্যন্তস্য গ্রন্থস্য তাৎপর্য্যং তথৈবং ব্যাখ্যাতম্।

শ্রীরামানুজ-শারীরক-ভাষ্যে যথা "অতএব নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রব্রহ্ম-বাদোঽপি সূত্রকারেণাভিঃ শ্রুতিভির্নিরস্তো বেদিতব্যঃ। পারমার্থিকমুখ্যে-ক্ষণাদিগুণযোগি জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মেতি "গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ" [ব্রহ্ম°সূ° ১।১।৬] ইত্যাদৌ স্থাপনাৎ নির্ব্বিশেষ-বাদে হি সাক্ষিত্বমপ্যপারমার্থিকম্; বেদান্ত-বেদ্যং ব্রহ্ম চ জিজ্ঞাস্যতয়া প্রতিজ্ঞাতম্; তচ্চ চেতনমিতি "ঈক্ষতের্না-শব্দম্" [ব্রহ্ম° সূ° ১।১।৫] ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে। চেতনত্বং নাম—চৈতন্যগুণযোগঃ। অত ঈক্ষণ-গুণ-বিরহিণঃ—প্রধানতুল্যত্বমেবেতি" [শ্রীভাষ্যম্-১।১।১২]

তদ্বাদে দোষএব প্রত্যাবর্ত্তত ইতি কিং বহুনা, "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১১] ইত্যধিকরণে সর্ব্বেষামেব বাক্যানাং সবিশেষ-পরত্বমেব দর্শিতমস্তি।

তথাহি তদর্থঃ—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ"—[ছান্দোগ্য ১৪ খঃ ৩ প্রাঃ অঃ] ইত্যেবমাদিকং পরস্য ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্ব-চিহ্নম্। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্ [বৃঃ আঃ ৩।৮।৮] ইত্যেবমাদিকং নির্ব্বিশেষত্ব-চিহ্নম্—তদেতদুভয়ং চিহ্নং পরমস্য ন সম্ভবতি,—বিরোধাৎ।

নাপিস্থানমুপাধিমঙ্গীকৃত্য তৎসম্ভাবনীয়ম্,—উপাধিযোগেন সবি-শেষত্বং স্বতো নির্ব্বিশেষত্বমেবেতি, হি যস্মাৎ সর্ব্বত্রৈবোপাধিসম্বন্ধে তদসম্বন্ধে চ তস্য সবিশেষত্বমেবোপলভ্যতে। তত্রোপাধিসম্বন্ধে

১। পৃথিব্যাদিস্থানতোঽপি অন্তর্য্যামিণঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ অপুরুষার্থসম্বন্ধো ন ভবতি। কুতঃ? হি যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গং নিরস্ত-নিখিলদোষত্বকল্যাণগুণাকরত্বো-ভয়লক্ষণমভিধীয়তে ইত্যর্থঃ।

তাবদুভয়থাপি সবিশেষত্বম্ ; তেনোপাধিনা তত্ত্রৈব স্বরূপ-শক্তি-প্রকাশনেন চ যদি তত্র স্বরূপশক্তির্ন স্যাত্তদা জড়স্য তস্যোপাধেঃ প্রবৃত্ত্যাদিকমপি ন স্যাৎ। নচ স উপাধিরাগন্তুকঃ।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো ৬।৬।২ অঃ] ইত্যত্রেদং-শব্দেন তস্যাপি সত্তা তাদাত্ম্যেনাগ্রে স্থিতেরাম্নাতত্বাৎ১—নচ তদুপাধিদোষেণ তল্লিপ্তম্। তস্মিন্ সতাপি তেন তদস্পর্শাৎ। "অপহত পাপ্মা" [ছান্দ ৮।১।৫] ইত্যাদিশ্রুতেঃ তদনন্তরমেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ সবিশেষত্বমেব বোধয়তি।

এবং জগদুপাদানত্বাদিবাক্যং জগজ্জীব-তাদাত্ম্য-বাক্যঞ্চ অত্র নির্ব্বিশেষত্বে—"সদেব সোম্যেদং" [ছান্দো ৬।৬।২।১] ইত্যুপক্রম-বিরোধঃ। তদবিরোধস্তু সদিদমোরিব তয়োস্তাদাত্ম্যেনৈব সামানাধিকরণ্যাদ্ভবতি। তথাচ সবিশেষত্ব এব সামানাধিকরণ্যম্ ; তথাগ্রে পরমাত্মসন্দর্ভাখ্যে তৃতীয়সন্দর্ভে বক্ষ্যামঃ।

"সদেবেদং" ইত্যুপক্রমবিরোধাদেব চ নিরুপাধিবৎ প্রতীয়মানে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" [ছান্দো ৬।২।২] ইত্যত্রাপি নেদং-শব্দবাচ্য-স্যাভাবং বোধয়তি।

কিং তর্হি ইদং-শব্দবাচ্যস্যাপি তচ্ছক্তিত্বমেব বোধয়তি। তত্রৈকমিত্যনেন জগদুপাদানস্য ব্রহ্মণ একত্বমেব, নতু পরমাণুবদ্বাহুল্যম্।

"অদ্বিতীয়ং" ইত্যনেন তস্য স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বং—নতু কুলালাদিবন্মৃত্তিকাদিলক্ষণবস্ত্বন্তরসহাযমিতি গম্যতে। 'এব'-কারোঽত্রাসম্ভাবনা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। তস্যাব্যক্তস্য তচ্ছক্তিত্বেঽপ্যুপাধিত্ব-প্রত্যয়ো বহিরঙ্গত্বাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। তথোপাধিপ্রতিষেধবাক্যে—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যম্" [মুঃ উঃ ১।১।৬] ইত্যাদৌ প্রাকৃত-হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ববিভুত্বাদিকল্যাণগুণযোগো ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে।

১। তস্যাপি সত্তাতাদাত্ম্যেনাগ্রেঽপি স্থিতেরিতি পাঠান্তরম্।

"নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতম্" [মুঃ উঃ ১।১।৬] ইত্যাদিনা এবং "নির্গুণং নিরঞ্জনং" ইত্যাদীনামপি প্রাকৃতহেয়গুণবিষয়নিষেধত্বমেব। সর্ব্বতোনিষেধে স্বাভ্যুপগতাঃ[১] সিসাধয়িষিতা নিত্যতাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ।

জ্ঞান-মাত্র-স্বরূপ-বাদিন্যোঽপি ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদধতি। তথাপি তৎস্বরূপত্ব এব তস্য জ্ঞাতৃত্বমস্তীতি ন নির্ব্বিশেষত্বং তত্তৎপ্রতিপাদিতম্। এবমানন্দব্রহ্মেত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্।

কিঞ্চ তত্র তত্র "ব্রহ্ম"-শব্দেনৈব সবিশেষত্বং স্পষ্টীকৃতম,—বৃংহণার্থত্বাৎ। অতএব "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্", [তৈঃ উঃ ২।৩।১] ইত্যাদৌ ভেদনির্দ্দেশশ্চ।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিকবাক্যং চালৌকিকত্বাদানন্ত্যাচ্চ সঙ্গচ্ছতে। অতএব "ব্রহ্ম তে ব্রুবাণি" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি ন বিরুধ্যতে।

"'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ' ইত্যাদৌ 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যাদৌ চ জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিতয়া কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্যতয়া সর্ব্বেষাং তদন্তর্য্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ—তৎপ্রত্যানীকনানাত্বং প্রতিষিধ্যতে। ন তৎ সর্ব্বথা অস্য সর্ব্বমিতি স্বরূপভেদাঙ্গীকারাৎ। 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' [তৈঃ ২।৬।১] ইতি নির্ব্বিকারস্যৈব সতোঽচিন্ত্যশক্ত্যা কার্য্যভাবভেদাঙ্গীকারাচ্চ। প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানবগতং ব্রহ্মণো নানাত্বং প্রতিপাদ্য তদেব প্রতিষেধবাক্যেন বাধ্যত ইত্যুপহাস্যমিদং।" [শ্রীভাষ্য-জিজ্ঞাসাধিকরণে]

নেহেত্যাদৌ—ইহ ব্রহ্মণি যৎকিঞ্চনাস্তি তন্নানা নাস্তি কিন্তু স্বরূপাত্মকেবেত্যর্থঃ; নানাশব্দবৈয়র্থ্যাৎ।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।" অথ

১। অদ্বয়বাদিস্বীকৃতা।

যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতং" [ছান্দঃ ৭।২৪।১] "অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্" ইত্যাদৌ চায়মর্থঃ। নান্যৎ পশ্যতীতি তন্মাত্রদর্শনাদবগম্যতে রূপবত্ত্বং, তথা নান্যচ্ছৃণোতীতি শব্দবত্ত্বঞ্চ তস্য দর্শিতম্। এতদপ্যুপলক্ষণম্,—স্পর্শাদিমত্ত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্। "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ।" [ছান্দঃ ৩।১৪।৪] ইত্যাদি শ্রুতেঃ। এবং বহিরিন্দ্রিয়েষু স্ফূর্ত্তির্দর্শিতা। নান্যদ্বিজানাতীতি তথৈবান্তঃকরণেষু স্ফুরতীত্যাহ তত্রান্যদর্শনাদি-নিষেধস্তস্যানন্তবিবক্ষয়া কৃৎস্নস্য জগতোঽপি তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্ববিবক্ষয়া চ শুদ্ধে চিত্তে জগতোঽপি তদ্বিভূতিরূপত্বেন যথার্থায়াং স্ফূর্ত্তৌ ন দুঃখদত্বম্। তদুক্তম্ :—

"ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ" ইতি তথৈব বাক্যশেষঃ।

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স্বস্বরাড়্ভবতি সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। [ছান্দঃ উঃ ৭।২৫।২] ইতি তস্মাদত্রাপি সবিশেষব্রহ্মণো ভিন্নমিতি বক্তব্যং প্রতিশাখমেব ব্রহ্ম সর্ব্বত্র গীয়ত ইতি।

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" [কঠঃ উঃ ২।১৫] ইতি শ্রুতেঃ। তদেতদপ্যাহ "ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ"[১] [ব্রহ্মসূঃ ৩।২।১২]

ত্রিবিধভেদ-ভেদ-বিচারঃ

অতএব "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যেকে পঠন্তি। তদেতদপ্যাহ "অপি চৈবমেকে" [ব্রহ্মসূঃ, ৩।২।১২] ইতি।

ন চ "শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে॥"
[শ্রীভাগঃ ১১স্কন্ধ ১৯।১৭]

ইত্যত্র শ্রীভাগবত এব ভেদমাত্রং শ্রুত্যসম্মতমিত্যুচ্যত ইতি বাচ্যম্; বিকল্পশব্দস্য সংশয়ার্থত্বাৎ তত্র বিরাগশ্চ বস্তুনিষ্ঠাপেক্ষয়েতি মূল এব বক্ষ্যতে।

---

(১) যথা জীবস্য প্রজাপতিবাক্যেনোভয়লিঙ্গত্বেঽপি দেহযোগরূপাবস্থা-ভেদাদপুরুষার্থযোগস্তথান্তর্য্যামিণোঽপি সোঽবর্জ্জনীয় ইতি চেন্ন,—প্রত্যেকঃ প্রতি পর্য্যায়ং সং আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যন্তর্য্যামিণোঽমৃতত্ববচনাদিত্যর্থঃ।

তদেবং স্বগতভেদে ত্বপরিহার্য্যে স্বর্ণরত্নাদিঘটিতৈককুণ্ডলবদ্ বস্ত্বন্তর-প্রবেশেনৈব স প্রতিষেধ্যত ইতি স্থিতম্।

তৎস্বরূপবস্ত্বন্তরাণাং চ তচ্ছক্তিরূপত্বান্ন তৈঃ সজাতীয়োঽপি ভেদঃ।

ন চাব্যক্তগতজাড্যদুঃখাদিভির্ব্বিজাতীয়ো ভেদঃ,——অব্যক্তস্যাপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ। অথবা নৈয়ায়িকানাং "জ্যোতিরভাব এব যথা তমঃ" তথাঙ্গীকৃত্য তাদৃশচিন্তানুভাব-মায়াকৃত চিদানন্দ-শক্তি-তিরোভাব-লক্ষণা-ভাবমাত্র-শরীরত্বেন নির্ণেতব্যত্বাদিতি; নচাভাবেনৈব। তর্হি বিজাতীয়ো ঽসৌ ভেদ আপতিত ইতি বক্তব্যম্। কেবলাদ্বৈতবাদিনামপি তদপরি-হার্য্যত্বাৎ।

এবঞ্চ নিষেধ-শ্রুতিভির্যুক্তিভিশ্চ ব্রহ্মণি যোদ্বৈতাভাবঃ সাধ্যতে স চাবৃত্ত্যাপ্যপরিহার্য্য ইতি। পুনস্তদাপাতভিয়া ভাবেনেবাদ্বৈতং মন্যা-মহে ইতি বদতাং ভাবদ্বৈতমপ্যবসীয়তে। তেনা-ভাবেন ভাবরূপব্রহ্মণো যদ্দ্বৈতমস্তি, তস্য ভাব-রূপস্যৈব সাক্ষাদবশিষ্টত্বাৎ মিথ্যাপ্রপঞ্চস্যাভাবোঽপি মিথ্যেত্যত্রাপি তদ্বৎ তত্রাপি মিথ্যৈবাবশিষ্যতে। অভাবস্তু ন বস্ত্বতিরিক্ত ইতি পক্ষেঽপি ন সম্যগবগম্যতে।

অতর্ক্যাচিন্ত্যভাবত্বম্

যদি চ ভূতলে এব ঘটাভাবঃ স্যাৎ তদা তত্র পুনর্ঘটস্য সংসর্গো ন স্যাদেব। তদেবং পূর্ব্বযুক্তিভিরিত্থং চাপরিহার্য্যায়াং ভেদবৃত্তৌ স্বগতভেদবৃত্তিস্তস্মিন্নস্ত্যেব। নন্বু নির্ভেদেঽপি তস্মিন্নিত্যং স্বগতভেদ-প্রতীতিরপি মিথ্যৈবাস্তু শুক্তিরজতবদনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ। নৈবং। প্রাক্তন-যুক্তিভির্ব্বিজ্ঞানাদিভেদানাং স্বরূপপাদপরিহরণীয়ত্বাৎ। অবিদ্যা-তৎ-কার্য্যাপোহাবশিষ্ট-তাদৃশস্বরূপেঽপ্যনির্ব্বচনীয়ত্বে সর্ব্বত্র নাশাপত্তেঃ। নচ যত্র নির্ব্বক্তুমশক্যত্বং তত্র তত্র মিথ্যাত্বমিতি ব্যাপ্তিরস্তি, ব্রহ্মণ্যব্যাপ্তেঃ। "অনিরুক্তেঽনিলয়ে" [তৈঃ উঃ ২।৭।১] ইত্যাদি শ্রুতেঃ। লোকেঽপি মিথোবিরোধিগুণধারিত্বেনৈব যুক্ত্যসিদ্ধত্বাদনির্ব্বচনীয়-ত্রিদোষঘ্নে কব্যুক্তৌ-ষধিদ্রব্যাদিদর্শনেন—ব্যভিচারঃ।

অতএব অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা, ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" ইত্যুক্তম্।

তস্মাত্তদ্বদচিন্ত্যস্য ভাবতয়া মিথোবিরোধিধর্ম্মবদেব তত্তত্ত্বমিত্যুচ্যতাম্। তত্র তস্য তাদৃশত্বাজ্ঞানে বৈদ্যকবিধ্যেকানুগততন্নিষেধকানুভবঃ প্রমাণম্। প্রস্তুতস্যাপি বেদৈকানুগতবিদ্বদনুভব এব প্রমাণম্। তথাচ পৈঙ্গী-শ্রুতিঃ,—

"যোবিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধোমনুরমনুর্বাগবাগিন্দ্রোঽনিন্দ্রঃ প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ স পরমাত্মা" ইতি।

অতএব শ্রুত্যন্তরম্,—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"ইতি [কঠ ২।৯]। এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,—

"যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বশক্তি-নিলয়ে মানানি নো মানিনাং।
নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি" [বিঃ পুঃ ৬।৮।৫] ইতি। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ—

"বিষ্ণুতত্ত্বং পরিজ্ঞায় একঞ্চানৈকভেদগং।
দীক্ষয়েন্মোদিনীং সর্ব্বাং কিং পুনশ্চোপসন্নতান্" ইতি॥

তদেবমতর্ক্যত্বাত্তর্কমূলা খণ্ডনবিদ্যা নাস্মিন্ প্রযোক্তব্যেত্যভিহিতম্।

অতএবোক্তম্ হংসগুহ্যস্তবকে—

"যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে" ইতি। [শ্রীভাগ ৬।৪।২৬]

যুক্তঞ্চ পরস্পরবিরোধিশক্তিগণাশ্রয়ত্বম্,—জগতি দৃষ্টশ্রুতানাং পরস্পরবিরোধিনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং যুগপদেকাশ্রয়ত্বাৎ। বিদ্বদনুভব-শ্চাগ্রে বহুশোদর্শনীয়ঃ।

অতস্তস্মিন্ তাদৃশশক্তয়ঃ সন্ত্যেব। কিন্তু তস্মিংস্তাসামভিব্যক্ত্যুপ-লব্ধৌ প্রাচুর্য্যেণ "ভগবৎ"-সংজ্ঞা। তদনুপলব্ধৌ প্রাচুর্য্যেণ "ব্রহ্ম"-সংজ্ঞেতি বিশেষঃ। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

"প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরং।
ব সামাত্মসংবেদ্যং তজ্‌জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্" [বিঃ পুঃ ৬।৭৫

ইত্যত্রপ্রত্যস্তমিতেত্যেবোক্তম্—'অস্ত' শব্দস্যাদর্শনমাত্রার্থত্বাৎ। তস্মাদ্দ্বৈতাদ্বৈতাদিশ্রুতীনাং তস্মিংস্তত্তৎপ্রাধান্যেন প্রবৃত্তিরিতি।

তথা স চ শক্তিরূপো ধর্ম্মোধর্ম্মাতিরিক্তে তস্মিন্ বর্ত্তত ইত্যনেন কিং নির্দ্ধর্ম্মে ধর্ম্মোবর্ত্ততে? কিংবা সধর্ম্মে বর্ত্ততে?—ইতি বিকল্পকল্পনাপ্রকারা অপি নিরসনীয়াঃ।

তথা ভবন্মতেঽপি কিং সাবিদ্যেব্রহ্মণ্যবিদ্যানিরবিদ্যে বেত্যাদিকং প্রষ্টব্যং চেতি কৃতমতিবিস্তরেণ।

তদেবং ঘট্টপালেষ্বিব নিরস্তেষু নির্দ্ধর্ম্মবাদেষু ধর্ম্মবাদানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমপাদপীঠপরিসরং প্রতি রাজপথেনৈব গতিঃ। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয় উবাচ,—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদি-কর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে [বিঃ পুঃ ১।৩।১।]

ইত্যনন্তরম্ শ্রীপরাশর উবাচ—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতোব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা" ইতি।

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিভিঃ—

"লোকেহি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যং তর্কাসহং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং যজ্জ্ঞানং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা অচিন্ত্যাঃ—ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ—কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবম্, অতোব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ সর্গাদ্যাঃ সর্গাদিহেতুভূতাঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব,—পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতোগুণাদিহীনস্যাপ্যচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাদ্ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ।"

শ্রুতিশ্চ,—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" [শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইত্যাদিঃ। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনঞ্চ মহেশ্বরম্" [শ্বেতাশ্ব ৪।১০] ইত্যাদিশ্চ। যদ্বৈবং যোজনা,—সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতা-

শক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বরূপাদ-ভিন্নাঃ শক্তয়ঃ "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ" [শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতোমণিমন্ত্রাদিভিরগ্ন্যৌষ্ণ্যবন্ন কেনচিদ্বিহন্তুং শক্যন্তে। অতএব নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যম্—

"সবা অয়মস্য সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" [বৃঃ আঃ ৪।৪।২২।] ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "তপতাং শ্রেষ্ঠ"ইতি সম্বোধয়ন্ যা কাচিদপি তপঃ-শক্তিঃ সা তস্যৈবেতি সূচয়তি। যত এবম্, অতোব্রহ্মণোহেতোঃ সর্গাদ্যাঃ ভবন্তি নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিত্যর্থ ইতি।

শক্তেঃ স্বাভাবিকত্বম্

অত্র "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"ইত্যত্র মায়ায়া অপি স্বভাবত্বমুক্তম্, প্রকৃতেস্তৎপর্য্যায়ত্বাৎ। অতএব মায়িনমিতি নিত্যযোগ এব মত্বর্থীয়ঃ। মহেশ্বরে মায়াস্তীতি মহেশ্বরত্বন্তু তস্য মায়াতঃ পরমিতি বক্তব্যম্। উত্তরস্যাং যোজনায়াং মায়ায়াং স্বরূপাদভিন্নত্বং বহিরঙ্গত্বেঽপি তদেকাশ্রয়ত্বাৎ।

ততঃ সুতরামেব সা মহেশ্বরত্বব্যঞ্জিকান্যা শক্তিঃ স্বরূপভূতেতি। তথা প্রথমায়াং যোজনায়াং "সর্গাদ্যা" ইত্যত্রাদ্য-গ্রহণেন স্থিতিপ্রলয়মধ্যো জগৎকার্য্যাঃ শক্তয়োগৃহ্যন্তে। স্বরূপৈশ্বর্য্যাদিপ্রকাশবৃত্তিকশক্তয়োঽপি শক্তিত্বেনৈক্যেঽপি বহুত্বনির্দ্দেশস্তত্তদ্বৃত্তিভেদ-বিবক্ষয়া।

অত্র শ্রীরামানুজশারীরকেঽপীত্থং লিখিতম্—"যদি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান-রূপ-ব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রম-প্রতিপাদন-পরং শাস্ত্রম্; তর্হি—"নির্গুণস্য" ইত্যাদি চোদ্যং "শক্তয়"ইত্যাদি পরিহারশ্চ ন ঘটতে।

তথাহি সতি—নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্? ন ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকঃ সর্গঃ; অপিতু ভ্রমকল্পিতঃ ইতি চৌদ্যপরিহারৌ স্যাতাম্।

উৎপত্ত্যাদিকার্য্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণকর্ম্মবশ্যেষু দৃষ্টমিতি তত্তদ্ভাবরহিতস্য কথং সম্ভবতীতি চোদ্যম্। দৃষ্টসকলবিসজাতীয়স্য ব্রহ্মণোযথোদিতস্বভাবস্যৈব জলাদিবিসজাতীয়স্যাগ্ন্যাদেরৌষ্ণ্যাদিশক্তি-যোগবৎ সর্ব্বশক্তিযোগোন বিরুধ্যত ইতি পরিহারঃ" ইতি শ্রীভাষ্যম্

[বেং কোং মঃ প্রঃ খঃ ৬৫-৬৬]। শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ স্বভাবশক্তিমত্ত্বে-নৈবোপদিষ্টম্—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃ মশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকে চ তৎ ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্" ইতি ॥

[গীতা ১৩।১৩-১৮]

এবং ব্রহ্মসূত্রে চ। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতি [ব্রহ্ম সূ ২।১।২৭]।

অতঃ শক্তেঃ স্বাভাবিকাচিন্ত্যত্বে সতি তস্য শক্তিত্বমপ্যজ্ঞানকল্পিত-মিতি নাঙ্গীকুর্ব্বন্তি। যত্রাসম্ভবসম্ভাবয়িত্রী দুস্তর্কা স্বাভাবিকী শক্তি-র্নাস্তি তত্রৈব তদঙ্গীকারোপপত্তেঃ, গৌরবাপত্তেশ্চ। অত্র চেদং বিচার্য্যতে—দ্বৈতমাত্রান্যথানুপপত্ত্যা কেবলে ব্রহ্মণি মণিমন্ত্রমহৌষধাদিবৎ তর্কাগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্তীত্যেকে, তদন্যথানুপপত্ত্যা তথাভূতএব তস্মিন্নজ্ঞানেনৈব তদুপপদ্যত ইত্যন্যে।

তত্র ব্রহ্মণি জ্ঞানমাত্রে ত্বজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি। অজ্ঞানঞ্চ সাশ্রয়মেব, নতু স্বতন্ত্রমিতি। জীবত্বং চ অজ্ঞানকৃতমেবেতি—শুক্তি-রজতাদি-দৃষ্টান্ত-মূলং ;—তদুপেক্ষণীয়ম্। অত্র জীবঃ স্বাজ্ঞানেনৈব জীবত্বং কল্পয়তীতি স্বাশ্রয়ঃ পরস্পরাশ্রয়শ্চ প্রসজ্জ্যেত। যোজীবো যেনাজ্ঞানেন যজ্জীবত্বং কল্পয়তি স তয়োরজ্ঞান-তৎকার্য্যয়োরতিরিক্ত এব ভবেদিতি।

তস্য শুদ্ধত্বে তদেব জ্ঞানমাত্রত্বমাগতম্; ততশ্চ কথং নাম তস্যাজ্ঞানং স্যাৎ যেন স্বজীবত্বং কল্পয়েদিত্যসম্ভবশ্চ কল্পেত।

অত্র প্রয়োগশ্চ দর্শিতঃ;—বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্রব্রহ্মাশ্রয়ত্বম্ অজ্ঞানত্বাৎ। শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবজ্ জ্ঞাত্রাশ্রয়ং হি তৎ" ইতি শ্রীভাষ্যম্। ব্রহ্ম নাজ্ঞানাশ্রয়ং,—জ্ঞাতৃত্ব-বিরহাৎ ঘটবদিতি চ। ততশ্চ পারিশেষ্য-প্রমাণেন তর্কাগোচরাঃ শক্তয়ঃ এব ব্রহ্মণি পর্য্যবস্যন্তীত্যেব সাধুসম্মতম্।

সম্ভবতি চালৌকিকবস্তুত্বাত্তস্য তাদৃশশক্তিত্বম্।

প্রসিদ্ধঞ্চ শ্রুতিপুরাণাদৌ তৎ,—ততোঽতর্ক্যশক্তিবিলাসে দ্বৈতখণ্ডন-বিদ্যাপি নাত্রাবতার্য্যেত্যুক্তমিতি।

তদেবং সিদ্ধায়াং ভাবশক্তৌ সা চ ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চেতি মূল এব দর্শয়িষ্যতে। অত্রোত্তরয়োরনন্তরঙ্গত্বং তাভ্যাং পরমেশ্বরস্যালিপ্ততয়া শক্তিত্বঞ্চ; নিত্যতদাশ্রিততয়া তদ্ব্যতিরেকেণ স্বতোঽসিদ্ধতয়া তৎকার্য্যোপযোগিতয়া চ। তত্র তটস্থাখ্যা শক্তিঃ পরমাত্মসন্দর্ভাখ্যে তৃতীয়ে সন্দর্ভে এব দর্শয়িষ্যতে।

শক্তেস্ত্রৈবিধ্যম্

অন্যে তু বিব্রিয়েতে,—যে পরাপরাশব্দাভ্যাং ভণ্যেতে—যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এব—

"সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্! যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥
যাতীতাগোচরা বাচাং মনসাং চাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্" ইতি॥

[বিঃ পুঃ ১।১৯।৭৫-৭৬]

অনয়োরর্থঃ—হে সুরেশ্বর! সুরাদিপালন-শক্তি-প্রকাশক! হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বাদিকারণত্বেন তজ্জননাদি-শক্তিনিধান! তবাপরা পরস্বরূপায়াশ্চিচ্ছক্তেরিতরা বহিরঙ্গা জীবমায়া মায়েত্যাদ্যাখ্যা যা শক্তিঃ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বেষু জীবেষু অধিকৃত্য বর্ত্ততে তস্যৈ নমঃ।

তস্যাঃ সকাশাদাত্মানং বিদায়ং কর্ত্তমিতিভাবঃ। কথম্ভূতা? গুণাশ্রয়া গুণাঃ স্বয়ং গুণসাম্যরূপায়াঃ জড়ায়াঃ প্রকৃতের্বৃত্তিবিশেষাঃ সত্ত্বাদয়স্ত এবাশ্রয়োযস্যাঃ সা। মায়াশক্তিস্তর্ণনাভিরিব হি গুণসাম্যাবস্থাৎ স্বৈক-দেশস্থকোষ-বিশেষাৎ গুণজালং প্রকাশ্য তদাশ্রিত্য চ তচ্চাকৃচিক্যমুগ্ধ-বদ্ধান্ কীটানিব জীবানধিকরোতি। শাশ্বতায়া ইতি স্বাভাবিকত্বং বক্তব্যম্। অস্যাঃ প্রাক্ কথনমেতদ্দ্বারৈব প্রথমতঃ সানুমেয়েত্যভিপ্রায়েণ। অথ বাচাং মনসাং চাতীতোঽতিক্রান্তো গোচরোবিষয়ো যয়া সা যস্মাদবিশেষণা দৃষ্টজাতিগুণাদিভির্বিশেষয়িতুমশক্যা এবম্ভূতা যা শক্তিস্তামীশ্বরীং ঈশ্বরস্য তবান্তরঙ্গত্বাদর্দ্ধাঙ্গীভূতাং চিচ্ছক্তিরাত্মমায়েতি নাম্নীম্। পরামপরস্যা বহি-রঙ্গায়া আশ্রয়ভূতাং বন্দে স্তৌমি। তামনুসর্ত্তুমিতি ভাবঃ।

নন্বেবম্ভূতা কথমস্তীতি জ্ঞায়তে, তত্রাহ—জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যেতি। জ্ঞানিনামশুদ্ধজীবানাং জাতিশব্দাদিবিষয়াণি প্রাদেশিকানি জ্ঞানানি তৈঃ পরিচ্ছেদ্যা। সর্ব্বতঃ প্রসরদ্ভির্নির্ঝরোদকৈর্মহাসরোবৎ সর্ব্বগতত্বেনা-বগম্যা। বস্তুতস্তস্যা এব সর্ব্বপ্রবর্ত্তকত্বাদিদমুক্তম্—

"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মন-সোমনঃ"—[কেন উ।২] ইতি শ্রুতেঃ।

যদ্বা জ্ঞানী জীবঃ জ্ঞানঞ্চ তদুভয়মপি পরিচ্ছেদ্যং বাহ্যং ঘটাদিবৎ প্রকাশ্যং যস্যাঃ সা। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" [শ্বেতাশ্ব ৬।১৪। কঠ ১৫।২৫। মুণ্ড ২।২।১০] ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কিম্বা জ্ঞানিনঃ আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্তা যে জীবাস্তেষাং যৎজ্ঞানং জ্ঞানোপলক্ষিতা সর্ব্বাপি বাহ্যাভ্যান্তর-চেষ্টা সা পরিচ্ছেদ্যা প্রবর্ত্তনীয়া যয়া সা।

"কোহ্যেবান্যৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ" [তৈ উঃ ২।৭।১] ইতি শ্রুতেঃ।

অথবা জ্ঞানী শুদ্ধোজীবঃ, তস্য যৎ নিজং জ্ঞানং প্রমাত্রাদীনাং সাক্ষিভা-স্যতামাত্র-প্রতীত্যা চ মায়াবিমোহিতত্বলিঙ্গাবগতাচ্ছন্নস্বজ্ঞানত্বেন চ কৈবল্যে তদভাবে স্বরূপসুখাস্ফূর্ত্তিদোষপ্রসঙ্গেন চ "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্ব্বি পরিলোপোবিদ্যতে" [বৃঃ আঃ ৪।৩।২৩] ইত্যাদিশ্রুত্যা চ স্বরূপভূতং

লক্ষ্যতে। তেন জ্ঞানেন পরিচ্ছেদ্যা যস্মাত্তথাভূতজ্ঞানোপলক্ষিতা স্বরূপ-শক্তিঃ শুদ্ধজীবব্রহ্মণি দৃশ্যতে। তস্মাৎ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি তু সানন্তাত্মিকৈব বর্ত্তত ইতি সম্ভবনীয়েত্যর্থঃ।

যথা "গভস্তিলেশে দৃষ্টা শক্তির্গভস্তিমালিনী"। "য আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি শ্রুতেরিতি বা।

জ্ঞানী সৃষ্ট্যাদিবিদ্যানিধিঃ পরমেশ্বরঃ তস্য যন্নিজং জ্ঞানং তেন পরিচ্ছেদ্যা গম্যা। সৃষ্টিস্থিতিসংহারাদিদর্শনাত্তস্মিন্ যা শক্তির্লক্ষ্যতে, যৈব চ গায়েতি গীয়তে—সা তস্য মন্ত্রাদিবিদামিব[1] বিদ্যাবিশেষ এব তৎ-সাদৃশ্যাৎ স্বাভাবিকত্বং ত্বত্র বিশেষঃ। ততস্তস্যা বিদ্যাবিশেষত্বে বিদ্যায়াশ্চ পুরুষস্য নিজজ্ঞান-ধার্য্যত্বে, তন্নিজজ্ঞানস্য তাবন্মাত্রধারকতায়ামেবা সগাপুত্বে চ বশীকৃতমায়স্য পরমেশ্বরস্য যৎ নিজং জ্ঞানং তন্মায়ামায়িকং বা ন ভবতি। তস্মাত্তেনৈব স্বরূপভূতজ্ঞানেন তদাত্মিকা শক্তির্লক্ষ্যতে—

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতেঃ। ইদং বা একস্মিন্নেব স্বরূপে জ্ঞানীতি জ্ঞানমিতি চ পরিচ্ছেত্যং যয়া সা। "পূর্ব্ব-বদ্বা" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।২৯] ইতি ন্যায়াৎ[1]।

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত"? ইতি "স্বে মহিম্নি" [ছাঃ, উঃ, ৭।২৪।১] ইতি শ্রুতেঃ। ইত্থং বা, জ্ঞানী বিদ্বান্ তস্য জ্ঞানেন অনুভবেন পরি-চ্ছেদ্যাবগম্যা। বৈকুণ্ঠাদিষু শ্রীভগবত্তত্তন্নিজবৈভবানাং শুদ্ধানন্দবিলাস-মাত্রতাং প্রতি প্রমাণেন বিদ্বদনুভবেনৈব প্রমেয়েত্যর্থঃ।

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" [শ্বেতাশ্ব ১।৩] ইতি শ্রুতেঃ। তদেবমন্তরঙ্গাপরপর্য্যায়া স্বরূপশক্তি-র্দর্শিতা।

শ্রুত্যন্তরঞ্চাত্র—

"স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ।
অতোমায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্"

১। বাশব্দঃ পক্ষদ্বয়ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। তদেবং প্রকাশ-জাতিগুণ-শরীরাণাং মণিব্যক্তিগুণা-ত্মনঃ প্রত্যপৃথক্‌সিদ্ধিলক্ষণবিশেষণতয়া যথাংশত্বং তথেহ জীবস্য চিদ্বস্তুনশ্চ ব্রহ্ম প্রত্যংশত্বম্।

ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াং মায়াশব্দস্য দ্বিধাবৃত্তিরিত্যুক্তম্। তস্যা একস্যাএব স্বরূপশক্তের্বৃত্তিভেদেন ভেদা অপি স্বীকৃতাঃ। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে" [শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইতি শ্রুতেঃ। তথাচ শ্রীমধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ শ্রুতয়ঃ—

"সর্ব্বৈর্যুক্তা শক্তিভির্দেবতা সা
পরেতি যাং প্রাহুরজস্রশক্তিং[১]।
নিত্যানন্দা নিত্যরূপাজরা চ।
যা শাশ্বতাত্মেতি চ তাং বদন্তি" ॥

ইতি চতুর্ব্বেদ শিখায়াম্।

"অশ্রুতং শ্রোতৃ অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ" ইত্যাদিরন্যত্র। অতএব ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রতিপাদিকা মাধ্যন্দিনশ্রুতিরপি তস্য সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং স্বরূপসিদ্ধমেবেত্যঙ্গী-করোতি—"স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্ত্যমতিসৃত্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি, ব্রহ্মণা শৃণোতি, ব্রহ্মণৈবেদং সর্ব্বমনুভবতি"ইতি।

একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা চ তথৈব কল্প্যতে।

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" [ছাঃ উঃ ৬।১।৩] ইতি বাক্যান্তরঞ্চ।

সর্ব্বস্য তাদৃশতন্নিজশক্তিবৃন্দানুগতত্বাৎ নির্ব্বিশেষবস্তুজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞানা-সম্ভবাচ্চ।

অতএব "স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ" [মুণ্ড ১।১।১] ইত্যুক্তম্।

"যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্" ইতি চান্যত্র। যথা "সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞানম্" [ছাঃ উঃ ৬।১।৪] ইতি দৃষ্টান্তেঽপি একস্মিন্ মৃৎপিণ্ডে ঘটশরাবাদিবিকারানাবির্ভাব্যদর্শনয়া তত্তদ্বিজ্ঞানমিতি—সম্ভবাৎ সৎকার্য্যবাদাঙ্গীকারাচ্চ। মৃদ্বিকারস্য রজ্জু-সর্পাদিবদসত্যত্বং শুশ্রূষোরসিদ্ধমিতি বিবর্ত্তবাদশ্চ ন তচ্ছ্রুতিস্বারস্য-সিদ্ধঃ।

১। চিচ্ছক্তিম্।

তস্মাৎ সাধূক্তম্ শ্রীপরাশরেণ,—"সর্ব্বশক্তি-নিলয়" [বিঃ পুঃ ৬।৮।৭] ইতি। তদেবমেকস্যৈব বস্তুনোঽচিন্ত্যজ্ঞানগোচরতয়া শ্রুত্যেক-

ভগবত্তা

নির্দ্ধারিততয়া চ নানাশক্তিত্বে সতি তদাত্মিকা এব ভগ-সংজ্ঞিতা ঐশ্বর্য্যাদয়ঃ যদ্ভবেয়ুঃ যেনাদ্বয়মেব তত্তত্ত্বং ভগবানপি শব্দ্যতে—ইতি তেষাং পরব্রহ্মধর্ম্মাণাং পরব্রহ্মণঃ প্রত্যগ্রূপত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বমেব,—ন তু জড়ত্বম্। নহি জ্যোতির্ম্মস্য শৌক্ল্যাদিকস্য তমোরূপত্বং। তচ্চ স্বপ্রকাশত্বমিন্দ্রিয়করণকগ্রহণাভাবে সতি স্বরূপেণ তানি প্রকাশ্য তেষু প্রকাশমানত্বং নাম। ক্বচিদনিন্দ্রিয়েষ্বপ্যচেতনেষ্বপি তস্য প্রকাশঃ শ্রূয়তে—যথা বংশীবাদ্যস্য "বনলতাতরব আত্মনি বিষ্ণুম্" [শ্রীভাঃ ১০।৩৫।৯] ইত্যাদৌ "তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতোবা" [শ্রীভাঃ ১০।৩৫।৭] ইত্যাদৌ চ। তত্র ভগ্নানাং স্বপ্রকাশত্বং ভগবিশিষ্টস্যৈব ভগবতঃ পরবিদ্যামাত্রাভিব্যঙ্গ্যতয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টম্। প্রায়ঃ শ্রীধরস্বামিনাং ক্রমেণ তদ্ব্যাখ্যানে চ যথা—

"নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ-সুখভাবৈকলক্ষণা।
ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা॥

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৫৯]

"নিরস্তোঽতিশয়াহ্লাদো নির্বৃতির্যস্মিন্ সুখে তদ্ভাবঃ তদাত্মত্বমেবৈকলক্ষণং যস্যাঃ সা তথা। কিঞ্চ একান্তা ভগবন্নিষ্ঠামাত্রেণাবশ্যম্ভাবিনী ন তু ঋত্বিগাদিবৈগুণ্যেন কর্ম্মফলাদিবদনিত্যা।" আত্যন্তিকী চ নিত্যা।

"তস্মাৎ তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ।
তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে॥"

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬০]

"যত্নস্য সাধনবিষয়ত্বাৎ সাধনমাহ—তৎপ্রাপ্তীতি কর্ম্মসত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানং সাক্ষাৎ। তচ্চ জ্ঞানং দ্বিবিধমাহ—

"আগমোত্থং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে"।

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬১]

তদ্বিবৃণোতি—"শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্"

"আগমময়মাগমোত্থং জ্ঞানং, শব্দাৎ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি-বাক্যাৎ জায়মানং ব্রহ্ম শ্রবণজং জ্ঞানমাগমোত্থমিত্যর্থঃ। দেহাদি-বিবিক্তাত্মাকারচিত্তবৃত্তৌ নিদিধ্যাসনায়াং প্রকাশমানং ব্রহ্ম বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। বৃত্তিব্যঙ্গ্যস্য ব্রহ্মণএব জ্ঞানাভিধেয়ত্বাৎ ব্রহ্মৈব জ্ঞান-মিত্যুক্তম্।"

"নন্‌ শব্দশ্রবণাদপি ব্রহ্মজ্ঞানমেবোৎপদ্যতে। তেনৈবজ্ঞাননির্ব্বর্ত্ত্য-ভগবৎপ্রাপ্তিসিদ্ধেঃ কিং বিবেকজজ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ"—

"অন্ধং তমইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবং।
যথা সূর্য্যস্তথাজ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে! বিবেকজম্॥"

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬২]

"নিবিড়ং তমইবাজ্ঞানং ব্যাপকমাবরণম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিদ্বারা জ্ঞাতং জ্ঞানং দীপবৎ অসম্ভাবনাদ্যভিভূতং ন সর্ব্বাত্মনাজ্ঞাননিবর্ত্তকং, বিবেকজস্তু জ্ঞানং সূর্য্যবৎ সর্ব্বাজ্ঞাননিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ।"

উক্তলক্ষণজ্ঞানদ্বৈধে মনুসম্মতিমাহ—

"মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা চ মুনিসত্তম!
যদেতচ্ছ য়তামত্র সম্বন্ধে গদতোমম॥"

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৩]

"অত্র সম্বন্ধেঽস্মিন্ প্রসঙ্গে"—

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥"

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৪]

"শব্দব্রহ্মণি শ্রবণেন নিষ্ণাতোবিবেকজজ্ঞানেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তমিত্যত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ"—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ।
পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তিঋ গ্বেদাদিময়াপরা" [বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৫]

"বিদ্যাশব্দেন তদ্ধেতুকর্ম্মব্রহ্মবিষয়ৌ বেদভাগৌ গৃহ্যেতে, তদাহ পরয়েতি। ব্রহ্মভাগোঽক্ষরপ্রতিপাদকপরাখ্যবেদভাগাদিনা কর্ম্মভাগ-

ঋগ্বেদাদিশব্দেনোচ্যতে। "ব্রাহ্মণপরিব্রাজকাদিবৎ"[১] সা ত্বপরা সাধন-গোচরত্বাৎ। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে [মুঃ ১।১।৫] যত্তদদৃশ্য-মগ্রাহ্যম্" [মুঃ ১।১।৬] ইত্যাদ্যথর্ব্বশ্রুত্যুক্তম্ পরবিষয়মক্ষরাখ্যং পরং তত্ত্বমাহ ত্রিভিঃ"—

"যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ং।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্॥
[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৫]
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণং।
ব্যাপ্যাব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদ্ বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥
[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৭]
তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"
[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৮]

"বিভুং প্রভুং, সর্ব্বগতম্ অপরিচ্ছিন্নং, ব্যাপি সর্ব্বকার্য্যানুগতং, স্বয়ং ত্বন্যেনাব্যাপ্যং। যতঃ সর্ব্বং ভবতি তৎ পরং ব্রহ্মৈব স্বেচ্ছয়াবিষ্কৃত-ষাড়্গুণ্যং পরমেশ্বরাখ্যং ভগবচ্ছব্দবাচ্যং দ্বাদশাক্ষরাদিপরবিদ্যোপাসনয়া ভক্তৈঃ স্থূলভদর্শনমিত্যাহ"—

"তদেতদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকোভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥"
[বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৯]

"ঈদৃগ্বিষয়ঞ্চ জ্ঞানং পরবিদ্যেত্যাহ"—

"এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ।
জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমং যৎত্রয়ীময়ম্॥"
[বিঃ পুঃ ৬।৫।৭০]

---

১ ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়ঃ—অয়ং যত্র সামান্যবাচকং সহপ্রযুক্ত বিশেষবাচকপদবত্ত্বাৎ তদর্থোঽন্যপরতয়া নীয়তে তত্র প্রবর্ত্ততে। যথা—ব্রাহ্মণা ভোজ্যন্তামিত্যত্র পরিব্রাজকানামপি ব্রাহ্মণত্বাদ্ ব্রাহ্মণপদং পরিব্রাজকেতরব্রাহ্মণ পরমিতি।

"নিগদিতার্থস্য দ্বাদশাক্ষরাদিভিরুক্তার্থস্য ঈশ্বরস্য সতত্ত্বং স্বরূপং তত্ত্বতঃ অপ্রচ্যুতব্রহ্মস্বরূপেণ যেন দ্বাদশাক্ষরাদিনা জ্ঞায়তে তৎ পরং জ্ঞানং পরা বিদ্যা ত্রয়ীময়ং ত্বন্যৎ অপরা অবিদ্যা কর্ম্মাখ্যা।

ননু যদি ঈশ্বরোব্রহ্মৈব, কথং তর্হি তস্যানির্দ্দেশ্যস্য ভগবচ্ছব্দবাচ্যত্ব-মিত্যাশঙ্ক্যাহ"—

"অশব্দগোচরস্যাপি তস্যৈব ব্রহ্মণোদ্বিজ !
পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ ॥

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৭১]

শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণে ॥
এবমেষমহাশব্দো ভগবান্ ইতি সত্তম ॥" [বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২]

"অশব্দেতি—পূজায়াং নিমিত্তভূতায়াং আবিষ্কৃতষাড়্গুণ্যেন ভগবচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে। তত্রাপি গুণানাং স্বরূপাভিন্নত্বাদুপচারাৎ মত্বর্থীয়ঃ প্রযুজ্যতে। তদ্‌ভেদবিবক্ষায়াম্। ৭১। ইত্থম্ভূতে মুখ্যএব ভগবচ্ছব্দো বর্ত্তত ইত্যাহ শুদ্ধ ইতি—শুদ্ধে অসঙ্গে মহাবিভূত্যাখ্যে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যে।" ৭২।

পরস্যাপি ব্রহ্মণস্তস্যৈব ভগবচ্ছব্দো নান্যস্য। অন্যস্য তু পূজায়াং পূজ্যত্বং প্রতিপাদনে নিমিত্তে ঔপচারিকএব ক্রিয়তে, যতঃ শুদ্ধ ইত্যাদি। শুদ্ধএব সতি মহাবিভুতিরাখ্যাখ্যাতির্যস্য তস্মিন্। বক্ষ্যতে হি—"এবমেষ মহাশব্দঃ" ইত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়েনান্যত্র এষচাত্র তইত্যন্তেন। "অক্ষরার্থনিরুক্ত্যা ভগবচ্ছব্দস্য পরমেশ্বরবাচকত্বমাহ—সম্ভর্ত্তেত্যাদিনা"—

"সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারার্থ-দ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে !"

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৩]

সম্ভর্ত্তা পোষকঃ, ভর্ত্তা আধার ইত্যর্থদ্বয়েনান্বিতঃ। নেতা কর্ম্ম-জ্ঞান-ফল-প্রাপকঃ। নেতৃত্বং প্রযোজ্যগমনগর্ভমিতি গকারার্থঃ। গময়িতা প্রলয়ে কার্য্যাণাং কারণং প্রতি স্রষ্টা পুনরপি তেষামুদ্গময়িতা সর্গকর্ত্তেতি বা গকারার্থ ইতি।"

অত্র স্বামিভির্ব্বহিরঙ্গান্তরঙ্গয়োঃ শক্তিত্বেনাভেদবিবক্ষয়া ব্যাখ্যাতম্। শুদ্ধস্বরূপশক্তিবিবক্ষায়াস্তু তজ্জ্ঞানভক্তিফলপ্রাপকত্বাদ্যভিপ্রায়েণার্থান্তরং যোজ্যমিতি।

"ইদানীমক্ষরদ্বয়াত্মকস্য পদস্যার্থমাহ"—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৩]

ইঙ্গনা ঈরণং সংজ্ঞেত্যর্থঃ। অত্র তৈর্ব্যাখ্যাতমপ্যেবং জ্ঞেয়ম্। ঐশ্বর্য্যস্য বীর্য্যস্য মণিমন্ত্রাদীনামিব প্রভাবস্য, যশসঃ বিখ্যাতসদ্‌গুণত্বস্য, শ্রিয়ঃ সর্ব্বপ্রকারসম্পত্তেঃ, জ্ঞানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বস্য, বৈরাগ্যস্য যাবৎপ্রাপঞ্চিক-বস্তুনাসঙ্গস্য চ। সমগ্রস্যেতি সর্ব্বত্রান্বিতমিতি।

"বকারার্থমাহ—

"বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থ-স্ততোঽব্যয়ঃ॥

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৫]

তত্রাধিষ্ঠানভূতে ভূতানি বসন্তি স চ ভূতেষু বসতীতি বকারার্থঃ॥

"এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ॥" [বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৬]

এবমেষ মহাশব্দো বাসুদেবস্য বাচকঃ, নত্বন্যস্যেত্যর্থঃ। অক্ষরনিরুক্তি-পক্ষে ভশ্চ গশ্চ বশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ ততশ্চ ভগবা ইতি নামরূপাবিদ্যন্তে যস্য স ভগবান্ পৃষোদরাদিত্বাদ্বলোপঃ।

তত্র ত্বেকদেশেঽপ্যর্থশক্তিমপ্যক্ষরসাম্যান্নিব্রুয়াদিতি নিরুক্তাৎ।

"তদেবং পরমেশ্বরে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিযুক্তে মুখ্যোঽয়ং শব্দঃ। অন্যত্র তু গৌণ ইত্যাহ—

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষা-সমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥

[বিঃ পুঃ ৫।৬।৫।৭৭]

পূজ্যস্য শ্রেষ্ঠপদার্থস্যোক্তৌ যা পরিভাষা,—সংকেতরূপগ্রহঃ, যদা তৎসমন্বিতোঽয়ংশব্দঃ তদা ভগবতি নোপচারেণ প্রবর্ত্ততে—অন্যত্র দেবাদাবুপচারেণ প্রবর্ত্ততে। উপচারে বীজমাহ

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যোভগবানিতি ॥"

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৮]

"ভগবচ্ছব্দবাচ্যং ষাড়্গুণ্যং প্রকারান্তরেণাহ—

"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥"

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৯]

"হেয়ৈঃ প্রকৃতি-গুণৈঃ তৎকার্য্যৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ বিনা ইতি"। অত্র জ্ঞানমন্তঃকরণজং বলম্, শক্তিরিন্দ্রিয়জম্ বলম্, শরীরজং তেজঃ কান্তিঃ। অশেষতঃ সামগ্র্যেণেত্যর্থ ইতি জ্ঞেয়ম্।

"দ্বাদশাক্ষরান্তর্গতভগবচ্ছব্দস্যার্থমুক্ত্বা বাসুদেবশব্দস্যার্থমাহ—

"সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষু চ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥"

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৮০]

"বসনাদ্বাসনাচ্চ বাসুঃ সাধনাৎ সাধুরিতিবৎ। দ্যোতনাদ্দেবঃ।" বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ। তদুক্তম্ মোক্ষধর্ম্মে—

"বসনাদ্দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততোবিদুঃ" ইতি।

জনকাদয়োভগবন্নামালোচননিষ্ঠয়ৈব ব্রহ্মজ্ঞানং প্রাপ্তা ইতি দর্শয়ন্নাহ, খাণ্ডিক্যেতিষড়্ভিঃ"—

"খাণ্ডিক্যজনকায়াহ পৃষ্টঃ কেশিধ্বজঃ পুরা।
নামব্যাখ্যামনন্তস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বতঃ ॥"

[বিঃ পুঃ ৬।৫।৮১]

স্পষ্টম্।

"ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥"
[বিঃ পুঃ ৬।৫।৮২]

"ভূতেষু সোঽন্তরিতি বাসুশব্দো ব্যাখ্যাতঃ ধাতাবিধাতেত্যাদিনা—দেবশব্দো দিবের্দ্ধাতোরনেকার্থপ্রপঞ্চেন ব্যাখ্যাত ইতি জ্ঞেয়ম্।"

"স সর্ব্বভূতঃ প্রকৃতের্ব্বিকারান্
গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে! ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা
তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে ॥" [বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৩]

"ভুবনান্তরালে যদস্তি তৎ সর্ব্বন্তেনাস্তৃতং ছন্নং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ।"

"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি
স্বশক্তিলেশাবৃত-ভূতসর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ
সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥"
[বিঃ পুঃ ৬।৫।৮]

অত্র গ্রহিঃ প্রাদুর্ভাবনার্থ ইতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীবৃত্তিষু পরমায়াস্তদ্দেহ-শোভাসম্পত্তের্ভগান্তঃপাতেন স্বাভাবিকত্বাৎ। উত্তরত্র শারীরবলাদের-প্যুক্তত্বাৎ। "তথৈব কল্যাণগুণানাহ"—

"তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধঃ
স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥" [বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৫]

"স ঈশ্বরোব্যষ্টিসমষ্টিরূপোঽ
ব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ববেত্তা
সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥" [বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৫]

ব্যষ্টিঃ সঙ্কর্ষণাদিরূপঃ, সমষ্টির্ব্বাসুদেবাত্মা। অত্র প্রকটস্বরূপঃ শ্রীবিগ্রহপ্রাকট্যেনেতি জ্ঞেয়ম্। প্রকৃতমুপসংহরতি—

"সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে চাপ্যধিগম্যতে বা তজ্ জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম" ইতি॥
[বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৭]

যেন জ্ঞায়তে পরোক্ষবৃত্ত্যা সংদৃশ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তে, অধিগম্যতে নিঃশেষাবিদ্যানিবৃত্ত্যা প্রাপ্যতে তজ্ জ্ঞানং পরাবিদ্যা।

অজ্ঞানং অবিদ্যান্তর্ব্বর্ত্তিনী অপরাবিদ্যেত্যর্থ ইতি।

অত্রৈতদুক্তং ভবতি—স এবংভূতঐশ্বর্য্যাদিগুণযুক্তোযেন জ্ঞানেন তদেকরূপমেব তত্ত্বমিত্যেব জ্ঞায়তে তদেব বিজ্ঞানমিত্যস্য কিং বিবক্ষিতম্? কিমতদংশানাং তত্তদ্গুণানাং পরিত্যাগেন ভেদগন্ধরহিতং তজ্ জ্ঞায়েত? কিম্বাচিন্ত্যজ্ঞানগোচরতয়ৈকমেব তত্ত্বং গুণগুণিরূপমিতীত্থমেবাভেদং তজ্-জ্ঞায়েতেতি? উচ্যতে—

"জ্ঞানশক্তি বলৈশ্বর্য্য" ইত্যত্র হেয়গুণমিশ্রতা নিষেধাত্তথা—

"গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে! ব্যতীতঃ" "সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকোহি" ইতি গুণান্তরনিষেধপূর্ব্বকতদাত্মভূতগুণান্তর-স্থাপনেন তেষাং স্বরূপ-রূপতা-প্রতিপাদনাচ্চ তে পরিত্যক্তুং ন শক্যন্তে।

অতএবাস্তদোষমিত্যেবোক্তং নত্বস্ততদ্গুণদোষমিতি। তস্মাত্তেষামপি যেন যথাবস্থিতানামেব স্বরূপত্বং জ্ঞায়তে তজ্ জ্ঞানমিত্যেব তাৎপর্য্যম্।

অতএব ভগোপলক্ষণত্বেন কেবলাদ্বয়স্বরূপমেবোচ্যতে ইতি চ প্রত্যাখ্যাতম্—ভগবচ্ছব্দেন ভগবতশ্চ ভগস্য চ বাচ্যত্বস্বীকারাৎ, "তদে-তদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।" ইত্যনেন, "জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি" ইত্যনেন চ।

এবঞ্চ ভগস্যাপি স্বরূপভূতত্বমেব ব্যক্তম্। তদ্ব্যক্তয়ে এব চ শুদ্ধ-স্বরূপনিরূপণ এব "বিভুংসর্ব্বগতম্" ইত্যত্র প্রভুতাবাচকবিশেষণং দত্তম্। এবমদ্বৈতশারীরককৃতাপি—

"জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলতেজাংসি গুণা আত্মন এব তে ভগবন্তো বাসুদেবাঃ" [শাঙ্করভাষ্যে ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৪৫] ইতি পাঞ্চরাত্রিকং মতমুত্থাপিতম্। শ্রুতিপুরাণাদিভিঃ শ্লাঘিতে তস্মিন্নপি সাক্ষাচ্ছ্রীভগবন্মতে স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষাণাং তেষাং গুণানাং গুণিনৈক্যবৃত্তৌ দূষণং ত্বদ্বয়বাদস্থাপনাগ্রহেণৈব কৢপ্তম্। তদাগ্রহেণ চ 'কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ' [শাঃ ভাঃ] ইত্যাত্মবচনং নানুসহিতমিতি। শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ—

"পরং ভাবমজানন্তোমম ভূতং মহেশ্বরম্" [গীতা ৯।১১] ইত্যনেন ভূতং পরমার্থসত্যং মহেশ্বরলক্ষণমেব স্বস্য পরং তত্ত্বমিত্যুক্তম্।

অতএব স্বামিভিরপি তত্র তত্র তথা ব্যাখ্যাতম্। তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি।
বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাসুদেবেঽখিলাত্মনি॥" ইতি।

তস্মাদ্ভগবিশিষ্টস্যৈব ভগবতোব্রহ্মবৎপরবিদ্যামাত্রব্যঙ্গ্যত্বেন স্বপ্রকাশত্বং স্পষ্টমেব। অত্র শ্রুত্যন্তরঞ্চ শ্রীমধ্বভাষ্যে প্রমাণিতম্—"অথ দ্বে বাব বিদ্যে বেদিতব্যে—পরা অপরা চ। তত্র যে বেদাদ্যা যান্যঙ্গানি যান্যুপাঙ্গানি সা অপরা। অথ পরা যয়া স হরির্ব্বেদিতব্যো যোঽসাবদৃশ্যো নির্গুণঃ পরঃ পরমাত্মা" ইতি [মাঃ ভা, ১।২।২১ ব্রহ্মসূত্রম্]।

কোটরব্যশ্রুতাবপি তেষাং গুণানাং পরবিদ্যামাত্রব্যঙ্গ্যত্বং ব্যঞ্জিতম্—
"অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমব্যপদেশ্যং সুখং জ্ঞানমোজোবলম্" ইতি।
"ব্রহ্মণস্তস্মাদ্ব্রহ্মেত্যাচক্ষ্যত" ইতি।

অন্যত্র চ—

"অন্যজ্জ্ঞানন্তু জীবানামন্যজ্জ্ঞানং পরস্য চ।
নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরং জ্ঞানং বিধীয়তে॥" ইতি।

অতোমাধ্বভাষ্য এব প্রমাণিতং শ্রুত্যন্তরমপি তেন গুণিনা তেষাং গুণানাং তদ্ব্যঞ্জকশক্তেশ্চৈকাত্মকত্বমেব প্রতিপাদয়তি—

"যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ। কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চ" [মাঃ ভাঃ, ২।২।৪১ ব্রহ্ম সূত্রম্] ইতি

"যস্য জ্ঞানময়ন্তপঃ" [মাঃ ভাঃ, ১।২।২২ ব্রহ্মসূত্রম্ ; মুঃ উঃ ১।১।৯] ইতি।

শ্রুত্যন্তরেঽপি যস্য চিৎস্বরূপমেবৈশ্বর্য্যমিত্যভিধীয়তে।

চতুর্ব্বেদশিখায়াঞ্চ—

"বিষ্ণুরেব জ্যোতির্ব্বিষ্ণুরেব ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব আত্মা বিষ্ণুরেব বলং বিষ্ণুরেব আনন্দঃ" [মাঃ ভাঃ, ১।৩।৪০ ব্রহ্ম সূত্রম্] ইত্যাদি।

ভাগবততন্ত্রে—

"শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।
অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিভেদৈরপি বিভাব্যতে॥" ইতি।
[মাঃ ভাঃ, ২।৩।১০ ব্রহ্মসূত্রম্]

বিষ্ণুসংহিতায়াঞ্চ—

"ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরিতি ত্রিধা।
শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিষ্যতে॥" ইতি।

তস্মাদ্ভগবতৈকরূপত্বমেব গুণানাম্। অতএব ভারততাৎপর্য্য-প্রমাণিতা শ্রুতিঃ। "সত্যঃ[১] সোঽস্য মহিমহিমা গৃণেশবো[২] যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্য" ইতি। [ভারততাৎপর্য্য ১ম।৬৭ অঃ] অতোমায়িকসর্ব্ব-নিষেধাবধি স্বরূপমুক্ত্বা পশ্চাত্তস্যৈবৈশ্বর্য্যাদিকমুচ্যতে "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ" [বৃঃ আঃ ৪।৪।২২] ইত্যাদি। অতোগুণগুণিনোর্ভেদপক্ষেঽপি তদেক-রূপমিতি বচনং গুণানামন্তরঙ্গত্বেন গুণিনা সহ তুল্যত্বাত্তাদাত্ম্যাপত্তেশ্চ সঙ্গচ্ছত এব।

দহরবিদ্যায়ামপি তদীয়গুণানাং "দহরউত্তরেভ্যঃ" [ব্রহ্মসূ° ১।৩।১৩] ইতিন্যায়-প্রসিদ্ধদহরাখ্যব্রহ্মবদেব তত্রাপ্যন্তরঙ্গতয়ৈব চ জিজ্ঞাস্যত্ব-মন্বেষ্টব্যত্বং চোক্তম্।

তথাহি—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্ তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" [ছাঃ

১। বিচারাভঃ। ২। গ্রহণেস্পরঃ উচ্চারণে সমর্থাঃ।

উঃ ৮।১।১] ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীরামানুজচরণৈঃ—"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে পুণ্ডরীকে বেশ্মেত্যনূদ্য তস্মিন্ দহরে পুণ্ডরীকবেশ্মনি যোঽদহরাকাশো যচ্চ তদন্তর্ব্বর্ত্তি গুণজাতং তদুভয়মন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চেতি বিধীয়তে" ইত্যর্থঃ। "অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" [ছাঃ উঃ ৮।১।৫] ইতি হি কামত্বাৎ কামাঃ কল্যাণগুণাস্তদন্তঃস্থা উচ্যন্তে। "তে চ গুণা অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে" ইত্যাদিভির্ব্বিভুত্বাদয়ঃ, "অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যাদিভিরপহতপাপ্মত্বাদয়শ্চ তত্র বহব এব ব্যাখ্যাতাঃ সন্তীতি।

বাক্যকারৈশ্চ তত্রৈব তদন্তরস্থত্বেনোক্তাঃ—"তস্মিন্ যদন্তর্" ইতি "কামব্যপদেশঃ" ইত্যাদিনেতি।

অত্র যদি দহরজ্ঞানার্থং দ্যাবাপৃথিব্যাবেবান্বেষ্টব্যত্বাদিভ্যাং বিবক্ষিতে তদা জ্ঞাতত্বাত্তে পূর্ব্বমুপদিশ্যাজ্ঞাতত্বাৎ পশ্চাদেব দহর উপাদেক্ষ্যতইতি জ্ঞেয়ম্। তস্মাৎ স্বরূপভূতা এতে গুণাঃ সহস্রনামভাষ্যে চাদ্বৈতগুরুভিরপীদমুক্তম্—"সাক্ষাদব্যবধানেন স্বরূপবোধেন পশ্যতি সর্ব্বমিতি "সাক্ষী"; নিরুপাধিকমৈশ্বর্য্যমস্যেতি"ঈশ্বরঃ"—''এষ সর্ব্বেশ্বরঃ" [বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।২২] ইতি শ্রুতেরিতি। অত্র 'সর্ব্ব'শব্দেনোপাধেরপি পরিগ্রহাত্তদতিরিক্তমৈশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ।

অথ যৎ পৃষ্টম্—নিষিদ্ধনীলপীতাদ্যাকারস্য তস্য জ্ঞানমাত্রবস্তুনঃ কথং তত্তদ্বর্ণত্বং কথম্বা পরিচ্ছেদরহিতস্য চতুর্ভুজাদ্যাকারত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বং কথম্বা বৈকুণ্ঠাদীনামপি তদ্রূপত্বমিতি ?

তত্রৈশ্বর্য্যাদিবৎ স্বপ্রকাশত্বেন বিভুত্বেন চ তত্তদুপাধিরহিতস্বরূপমাত্রত্বং প্রমাণ-চক্র-চক্রবর্ত্তি-বিদ্বদনুভব-সেব্যমানৈঃ শব্দৈরেব প্রমিতং দর্শয়িষ্যতে।

তদেবং ভগপদমত্র—"ভাস্বানয়মুদয়তে" ইত্যাদৌ ভাশব্দাদিবৎ স্বরূপাংশভূতং বিশেষণমেব—ন তূপলক্ষণম্।

ততশ্চ ভেদবৃত্তিপ্রাধান্যেন বা কেবলয়া ভেদবৃত্ত্যা বা কৃতেঽপি মত্বর্থীয়ে স্বরূপশক্তিবৃত্তীনামন্বয়ে জ্ঞানেঽপ্যপরিহরণীয়ত্বাৎ, স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তি-

লক্ষণেন ভগেন সহৈব ভগবতস্তেনাদ্বয়জ্ঞানেনৈকবস্তুত্বমেব সিদ্ধ্যতীতি কৃতং জহদজহল্লক্ষণময়কষ্টকল্পনয়া। তত এবেত্থং প্রৌঢ়িযুক্তমুক্তম্—"ভগবানপি তদদ্বয়ং জ্ঞানং শব্দ্যতে" ইতি।

তত্র প্রমাণং তত্ত্ববিদ ইত্যনেন বিদ্বদনুভবঃ শব্দশ্চেতি।

তদেতৎ সর্ব্বসম্বাদেন[1] প্রকরণমারভ্যতে—

"অথ সা ভগবত্তা চ নারোপিতা" ইত্যাদিনা। অথ শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপভূতত্বস্থাপকপ্রকরণারম্ভে পঞ্চবিংশবাক্যস্যাবতারিকায়াং তদেবমৈশ্বর্য্যাদীত্যাদাবেবং বেদান্তাবিচরণীয়াঃ। নন্বু তস্যারূপত্বমেব বেদৈঃ প্রস্তূয়তে—"অস্থূলমনণু" [বৃঃ আঃ উঃ ৩।৮।৮] ইত্যাদিভিঃ—

শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহত্বং তস্য নিত্যত্বঞ্চ

"অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং ন চ তস্য বেত্তা
তমাহুরাদ্যং পুরুষং মহান্তম্" ॥

[শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৩।১৯] ইত্যাদিভিশ্চ উচ্যতে।

তস্য স্বরূপভূতসর্ব্বশক্তিত্ব-স্থাপনয়া রূপস্যাপি সিদ্ধিঃ,—শ্রুতিলব্ধেবেতি।

কিঞ্চ "অথ যদতঃ পরোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষনুত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ" [ছাঃ উঃ ৩।১৩।৭] ইতি। অত্র জ্যোতিঃশব্দেনৈব প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম ব্রহ্মত্বঞ্চাস্য প্রকরণবলাৎ সূত্রকৃদ্ভিঃ সাধিতম্[2] ততস্তস্য জ্যোতিষ্ট্বে সতি রূপিত্বমেব সিদ্ধ্যতি।

১। গতিসামান্যেন।

২। দ্রষ্টব্যান্যেতানি ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ—১।১।২৪
২। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ—১।৩।৩২
৩। জ্যোতির্দর্শনাৎ—১।৩।৪০

নন্বু "বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" [বৃঃ আঃ উঃ ৪।৩।৫] "মনোজ্যোতির্জুষতাম্" [তৈঃ ব্রাহ্মণ ১।৬।৩।৩] ইত্যাদিদর্শনাৎ নাত্র তচ্ছব্দশ্চক্ষুরনুগ্রাহকে তেজসি বর্ত্ততে। কিং তর্হি যদ্ যস্যাবভাসকং তদেব তত্র জ্যোতিরুচ্যত ইতি। ব্রহ্মণোঽপি চৈতন্যমাত্রস্য সর্ব্বাবভাসকত্বাৎ জ্যোতিষ্ট্বং সত্যম্। যদ্যপি তৎস্বরূপত্বাদপি জ্যোতিষ্ট্বং ভবেৎ তথাপি প্রসিদ্ধার্থং যৎ জ্যোতিষ্ট্বং তদপি তস্যাবগম্যতে শ্রুত্যন্তরাৎ। তথাহি—

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকে নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" [বৃঃ আঃ ৪।৪।১৬ কঠোপনিষৎ ২।২।১৫] ইতি সমামনন্তি। অত্র তেজঃস্বভাবানাং সূর্য্যাদীনাং তত্র ভানপ্রতিষেধাৎ পূর্ব্ববৎ জ্যোতীরূপত্বমেবোপপদ্যতে। সূর্য্যেঽবভাসমানে চন্দ্রতারকাদি ন ভাসত ইতিবৎ। এবং সমানস্বভাবএবানুকারদর্শনাচ্চ তদ্রূপত্বমেব—গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তীতিবৎ। যত্তু বহ্নিং দহন্তমনুদহতি' সুতপ্তং লোহমিত্যত্র বায়ুং বহন্তং তমনুবহতি রজ ইত্যত্র চান্যথাত্বং তত্রাপি দহনবহনক্রিয়য়োস্তত্রৈব মুখ্যত্বমিতি। ব্রহ্মণ্যপি তাদৃশজ্যোতিষ্ট্বস্য তথাত্বম্। এবং তদ্ভাসা সর্ব্বস্য ভাসমানত্বেঽপি তদ্রূপত্বং সিদ্ধ্যতি। অতএবানুমানমিতি সিদ্ধম্। সূর্য্যমনুভান্তি রশ্ময়ইতিবৎ। নতু দীপোদীপান্তরমনুভাতীতিবদ্বিরুদ্ধম্। অতস্তস্য প্রসিদ্ধার্থজ্যোতীরূপত্বে সর্ব্বপরত্বে চ শ্রুতিশব্দেষেব সতি কিংনামান্যথাগতিক্রিয়য়া। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতিবৎ। তথাহি "ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি।

"হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদোবিদুঃ"॥
[মুঃ ২।২।৯] ইতি।

৪। জ্যোতিরুপক্রমাৎ তু তথাহ্যধীয়ত একে—১।৪।৯

৫। জ্যোতিষৈকসামসত্যান্তে—১।৪।১৩

৬। জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ—২।৪।১৪

১। অগ্নিবায়্বোঃ।

ব্রহ্ম হ্যন্যদ্ব্যনক্তি ব্রহ্মান্যেন ন ব্যজ্যতে।

"আত্মনৈব জ্যোতিষাস্তে" [বৃ ৪।৩।৬]

"অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" ইতি [বৃঃ ৩।৯।২৯] "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" ইতি চ। তথাচোক্তম্।

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজোবিদ্ধি মামকম্"॥ ইতি
[গীঃ ১৫।১২]

তস্মাদ্রূপবদ্দেশে তদিতি স্থিতম্। "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ"-[১।৬।২৪] ইত্যধিকরণে শ্রীরামানুজচরণাশ্চৈবমাচক্ষ্যতে।

"এতাবানস্য মহিমা
অতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি
ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" ঋঃ সং ১০।৯ ইতি
[ছাঃ উঃ ৩।১২।৬]

প্রতিপাদিতস্য চতুষ্পদঃ পরমপুরুষস্য।—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে।" [শ্বেতাশ্বঃ ৩।৮]—

ইত্যভিহিতা প্রাকৃতরূপস্য তেজোঽপ্রাকৃতমিতি। তদ্বত্তয়া স এব জ্যোতিঃশব্দাভিধেয় ইতি।

কিঞ্চ "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যতে [ছাঃ ৮।১৩।১] সুবর্ণাজ্জ্যোতিঃ" ইতি। [তৈঃ ৩।১০।৬] তস্য হৈতস্য চত্বারি রূপাণি শুক্লং রক্তং রৌপ্যং কৃষ্ণমিতি।—

"যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।" ইতি।
[মৈঃ উঃ ৬।১৮]

"স ঐক্ষত" ইতি। [ঐঃ উঃ ১।১।১]

"সর্ব্বে নিমেষাজজ্ঞিরে
বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" ইতি [মহানারা ১।৮]।
"ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য" ইতি।
[মহানারা ১।১১]

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ॥ ইতি।
[কঠঃ ২।২৩ মুণ্ড ৩।২।৩]

"বুদ্ধিমত্তাঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে",—"বুদ্ধিমান্ মনোবান'ঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্" ইত্যাদ্যৈঃ [মাঃ ভাঃ, ২।২।৪১ ব্রহ্মসূঃ] "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ"[২] [ব্রহ্মসূঃ ৩।২।১৫] "রূপোপন্যাসাচ্চ"[৩] [ব্রহ্মসূঃ ১।২।২৩] ইত্যাদৌ মাধ্বভাষ্যাদিপ্রমাণিতৈর্ব্বেদৈঃ 'পশ্যতে' 'বিবৃণুতে' 'লক্ষয়ামহে'—ইত্যাদ্যভ্যস্তবিদ্বৎপ্রত্যক্ষপক্ষপাতবলবত্তরৈর্ব্বিরোধাৎ "অপাণিপাদাদি"—বেদানাং ন তথার্থঃ সঙ্গচ্ছত ইতি ন তাবত্তস্যারূপত্বং প্রতিপাদিতম্।

১। ননু নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যনিরঞ্জনমিতি নির্ব্বিশেষস্যৈব প্রতিপাদনাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদেরারোপিতত্বেন মিথ্যাত্বাৎ কথমুভয়লিঙ্গত্বমিতি চেৎ তত্রাহ—প্রকাশবদিতি। যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যাবৈয়র্থ্যাৎ প্রকাশস্বরূপত্বং সত্যসঙ্কল্পত্বাদি। নিরস্তনিখিলদোষত্বাদিবাচকবাক্যবৈয়র্থ্যাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্ম।

২। রূপেতি। অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে ইত্যারভ্য এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতীদৃশং রূপং পরমাত্মন এব সম্ভবতি।

৩। যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যতে সুবর্ণজ্যোতিরিত্যাদি শ্রুতিনির্দ্দেশেন বৈয়র্থ্যং বিলক্ষণরূপত্বাৎ। যথা,—চক্ষুরাদিপ্রকাশে বিদ্যমানেঽপি বৈলক্ষণ্যাৎ প্রকাশাদিব্যবহারঃ ॥ ১৫ ॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমিতি—

একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ স মণির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ। তত্র তে ব্যজায়ন্ত বিশ্বে হিরণ্যগর্ভো অগ্নির্যমবরুণরুদ্রেন্দ্রা ইতি তস্য হৈতস্য পরমস্য নারায়ণস্য চত্বারি রূপাণি শুক্লং রক্তং রৌপ্যং কৃষ্ণমিতি। স এতান্যেতেভ্যোঽভ্যচীক্লৃপদ্ বিশ্ব মিশ্রাণি ব্যমিশ্রয়দত এতাদৃশে তদ্রূপমিতি। তস্যৈব হি রূপাণ্যভিধীয়ন্তে ॥২৩॥

দর্শনাদিক্রিয়ায়াং ন মনোরথকল্পনামাত্রত্বং চিন্ত্যম্। উক্তঞ্চাদ্বৈত-শারীরকেঽপি,—"অভিধ্যায়তেরতথাভূতমপি কর্ম্ম ভবতি মনোরথকল্পিতস্যাপ্যভিধ্যায়তিকর্ম্মকত্বাৎ ঈক্ষতেস্তু যথাভূতমেব বস্তু লোকে কর্ম্মদৃষ্টমিতীতি।" অন্যত্রাপি দর্শনস্য যথার্থোপলব্ধার্থত্বং দৃষ্টম্।—

যথা, "দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরঃ" [মাণ্ডূক্য উঃ ২।২।৮] ইত্যাদৌ। তস্মাৎ১ অপাদপাণ্যাদিবেদৈঃ কথমেতে বিরুদ্ধ্যেরন্? তস্য রূপস্য ব্রহ্মণি স্বরূপভূতসর্ব্বশক্তিত্বস্থাপনয়া "সর্ব্বৈর্যুক্তা শক্তিভির্দ্দেবতাস্য" ইত্যাদৌ নিত্যরূপেতি বিশেষোপদেশেন চ নিত্যত্বং সিদ্ধমেব। স্বরূপনিত্যত্বং তু তত্র "শাশ্বতাত্মা" ইত্যনেনৈবোক্তম্। অতএব "বিবৃণুতে" ইত্যেবোক্তম্—ন তু কল্পয়তীতি।

অত্রোদাহরিষ্যন্তে চ শ্রুতিস্মৃতয়ঃ।—উদাহৃতা চ "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" [বৃঃ আঃ] ইত্যাদি তদিত্থমন্যপ্রাকৃতরূপসাদৃশ্যেন কুতর্কবিশেষশ্চ পরিহৃতঃ বৈলক্ষণ্যাৎ, কালাত্যয়াপদিষ্টত্বাৎ—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি [ব্রহ্মসূঃ ১।১।৩] ন্যায়েন শব্দৈকপ্রামাণ্যাচ্চ।

তত এব যথাগ্নেঃ সূক্ষ্মরূপেণাব্যক্তত্বাৎ ক্বচিৎ কদাচিদমূর্ত্ততাস্থূলরূপেণ ব্যক্তত্বাৎ কদাচিন্মূর্ত্ততা তথা, ব্রহ্মণোঽপীত্যপি নিরস্তম্। বিশেষতস্তত্রাব্যক্ততাব্যক্ততাভেদশ্চ নিষেদ্ধব্যঃ। তস্মাদ্রূপিত্বমরূপিত্বঞ্চেতি ন। অত্র সমুচ্চয়-ব্যবস্থা ত্বেকাধিকরণত্বান্ন সম্ভবত্যেব।

তথা বিকল্পোঽপ্যষ্টদোষ২দুষ্টত্বেন ক্রিয়ায়ামিব বস্তুনি তস্যাসম্ভবান্ন স্যাদিতি রূপিত্বশ্রুতিরেব সর্ব্বোপমর্দ্দিনী।

তর্হি কা স্বিদরূপশ্রুতের্গতিঃ? উচ্যতে, 'অরূপরূপপ্রতিপাদকতয়া দ্বিবিধস্য শ্রুতিজাতস্য পরস্পরসঙ্ঘট্টনে সতি দুর্ব্বলানামরূপশ্রুতীনাং তদনুগমনমেব গতিঃ। তদনুগমনং চাত্র, কস্যচিদ্রূপস্যৈব সতোভবেদ-

---

১। তস্মাদপাণ্যাদিবেদৈরিতি পাঠান্তরম্।

২। প্রমাণত্বাপ্রমাণত্ব-পরিত্যাগ-প্রকল্পনা।
প্রত্যুজ্জীবনহানিভ্যাং প্রত্যেকমষ্টদোষতা॥

রূপত্বলক্ষণপ্রসাধনম্। তথাবিধং রূপঞ্চাত্র প্রাকৃতাদন্যদেব যুজ্যতে। যথা ভগসংজ্ঞকমৈশ্বর্য্যাদিষট্কম্।

যদৈব হি স্বরূপশক্তিপ্রকাশমানত্বেন স্বপ্রকাশমাত্রং ভবেৎ তদা চক্ষুরপ্রকাশ্যত্বাৎ অরূপত্বমঙ্গীকরোতি। তত এব স্থূলসূক্ষ্মাখ্যব্যক্তাব্যক্ত-পদার্থেভ্যোবিলক্ষণং তদ্রূপমিতি—বেদান্তে বৈষ্ণবপ্রস্থানবিদামভিপ্রায়ঃ।

তথাচ "প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যম্" [ব্রহ্মসূঃ ৩।২।২৫] ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং মাধ্বভাষ্যে—"অগ্ন্যাদিবৎ স্থূল-সূক্ষ্মত্ব-বিশেষাত্তস্য তাদৃশত্বং ন সম্ভবতি।

"নাসৌ স্থূলো ন সূক্ষ্মঃ পর এব স ভবতি তস্মাদাহুঃ পরমম্" ইতি মাণ্ডব্যশ্রুতেঃ।

"স্থূলসূক্ষ্মবিশেষোঽত্র ন ক্বচিৎ পরমেশ্বরে।
সর্ব্বত্রৈকপ্রকারোঽসৌ সর্ব্বরূপেষু বর্ত্ততে॥" ইতি গারুড়াৎ।
"অব্যক্তব্যক্তভাবৌ চ ন ক্বচিৎ পরমেশ্বরে।
সর্ব্বত্রাব্যক্তরূপোঽসৌ যত এব জনার্দ্দনঃ॥"ইতি কৌর্ম্মাদিতি।

যস্মাদব্যক্তব্যক্তভাবৌ তস্মিন্ন স্তঃ তস্মাত্তাভ্যামতিরিক্তং রূপং—"যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যম্" [শ্রীভাঃ ১০।৩।২১] ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধং যদব্যক্তাখ্যং পরং তত্ত্বং তদেব রূপং বিগ্রহোযস্যেতি কৌর্ম্মবচনার্থঃ। অস্য পূর্ণপরম-তত্ত্বাকারত্বমগ্রে মূলগ্রন্থ এব বিবেচনীয়ম্।* অতএব বহুব্রীহিরয়মৌ-পচারিকেণৈব ভেদেন বোদ্ধব্যঃ।

অতএব তস্য রূপস্য পরবিদ্যৈকব্যঙ্গ্যস্বপ্রকাশপরব্রহ্মত্বং—"যদা পশ্যঃ পশ্যত" ইত্যস্যান্তে তদ্দর্শনমাত্রেণাশেষকর্ম্মাবধূনন-পূর্ব্বক-পরম-সিদ্ধিপ্রাপ্তি-লিঙ্গতো ব্যঞ্জিতম্—

"তদা পুমান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যনেন।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ"ইত্যাদিশ্রুতি-সামান্যাৎ—তথা পরাপি শ্রুতি-রাদিত্যপুরুষমধিকৃত্য সর্ব্বপাপ্মাত্যয়কথনোত্তরমেব রূপং বর্ণয়ন্তী তস্য

---

* শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সপ্তচত্বারিংশবাক্যম্ দ্রষ্টব্যম্।

রূপস্য পাপ্মাপরপর্য্যায়মায়িকদোষরাহিত্যমেবাঙ্গীকরোতি। "এষআত্মা-পহতপাপ্মা" [ছাঃ উঃ ৮।১।৫] ইতি শ্রুতিসামান্যাৎ। তজ্জ্ঞানিনা-মপি পাপ্মাত্যয়লিঙ্গাৎ কৈমুত্যেন চ তদেব দ্রঢ়য়তি—

"অথ যএষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্য-কেশ আপ্রণখাৎ সুবর্ণস্তস্য কপ্যাসং সর্ব্বএব পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ। উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো যএবং বেদ" ইতি। [ছাঃ উঃ ১।৬।৬]

কিঞ্চ "নাসদাসীয়াখ্যে" [ঋক্‌সং ১০ম ১২৯ সূঃ ১ মন্ত্রঃ] ব্রহ্মসূক্তে ব্রহ্মণি প্রাকৃতাতীতস্য প্রাণস্য সদ্ভাবশ্রবণেন তত্তন্নিষেধবাক্যম্। "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ" [মু ২।১।২] ইত্যাদিকং প্রাকৃতবিষয়মেবেতি গম্যতে। যথা—

"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেত।
আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥"

[ঋক্‌সং ১০ম ১২৯ সূঃ ২ মন্ত্রঃ]

অত্র স আনীদিতি প্রাণকর্ম্মোপাদানাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সন্তমেব প্রাণং সূচয়তি।

এবং বা "অরে মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ" [বৃঃ আঃ ২।৩।১০] ইতি শ্রুত্যন্তরে চ তৎ সদ্ভাবস্তস্মিল্লঁক্ষ্যতে। তত্র "অবাতম্" ইতি বিশেষণাত্তু প্রাকৃতবাতত্বং নিষেধতীতি স্পষ্টমেব। ততস্তথাবিধপ্রাণত্ব-শ্রবণেন তৎসহচারিণঃ শ্রীবিগ্রহস্য সদ্ভাবস্তাদৃশভাবশ্চ গম্যত এব।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা"॥ ইতি

[রামঃ উ ৭]

চৈবং ব্যাখ্যায়তে। "রামং বন্দে সচ্চিদানন্দরূপং গদারিশঙ্খাব্জধরম্"

ইতি [রামঃ উ ৩২] তত্রৈব বক্ষ্যমাণত্বাৎ। পৃথক্‌শরীরধারিতারহিতস্ত রূপকল্পনা অষ্টবিধপ্রতিমারচনং * বিধীয়ত ইত্যর্থঃ।

স চ শ্রীবিগ্রহোঽনন্তরূপাত্মক এব শ্রুত্যন্তরে তেষাং রূপাণামেতাবত্ত্ব-নিষেধাৎ। তথাহি—"মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" [বৃঃ আঃ ৪।৩।১] ইত্যুপক্রম্যা-মূর্ত্তরূপস্য চ পুরুষশব্দোদিতস্য মহারজনাদিরূপাণি দর্শয়িত্বা তদনন্তরম্—"অথাত আদেশোনেতিনেতি" [বৃঃ আঃ ৪।৩।৬] ইত্যত্র সমাপ্ত্যর্থত্বাৎ ইয়ত্তাবাচকেন 'ইতি'শব্দেন প্রকৃতরূপস্য এতাবত্ত্বং নিষেধতি।

পুনঃ স্বয়মেব সা শ্রুতিঃ—"নহ্যেতস্মাৎ"ইতি "নেত্যন্যৎ পরমস্তি" ইত্যত্রাদেশবাক্যমেব ব্যাচক্ষাণা ততঃপরমন্যদপি রূপবৃন্দমস্তীতি ব্রবীতি। "নহ্যেতস্মান্মূর্ত্তলক্ষণাদ্রূপাদমূর্ত্তলক্ষণং রূপম্" ইতি এতাবদেব বক্তব্যং কিন্তু নেতি নৈতাবৎ। যতোঽন্যদপি পরং রূপমস্তীত্যাদেশবাক্যার্থঃ ইত্যর্থঃ।

এবমাহ সূত্রকারঃ। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ"[১] [ব্রঃ সূঃ ৩।২।২০]।

অত্র রূপমাত্রনিষেধে শ্রুত্যভিপ্রেতে সতি মহারজনাদি-সদৃশরূপ-মলোকপ্রসিদ্ধং স্বয়মুপদিশ্য পুনর্নিষেধকারিণ্যাস্তস্যা উন্মত্তপ্রলপিতা স্যাৎ, সূত্রকারস্য চ এতাবত্ত্বমিতি সংখ্যাত্মকভাবপ্রয়োগোঽসমীক্ষ্য কারিতায়ৈ ভবেৎ। এতদ্রূপঞ্চ—নিষেধতীত্যেব সূচয়িতুং কথঞ্চিদুক্তং স্যাদিতি।

---

* শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ শ্রীভাঃ ১১।২৭।১২

১। নমু 'আদেশোনেতি নেতি' ইতি বচনেন শুদ্ধব্রহ্মণি সর্ব্ববিশেষনিষেধাৎ কথমুভয়-লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণস্তত্রাহ "প্রকৃতে"তি "নেতি" ইতি বাক্যম্। প্রকৃতানাং কল্যাণগুণানামেতাবত্ত্ব-মিয়ত্তাং প্রতিষেধতি যতশ্চ নিষেধানন্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি নমু অত্র কশ্চিৎ পূর্ব্বং পশ্চাচ্চ মাহাত্ম্যজাতং বর্ণয়ন্ মধ্যে প্রতিষেধতীতি।

অথ প্রপঞ্চচত্বারিংশস্থ বাক্যস্থ ব্যাখ্যান্তে* ইদং বিচার্য্যম্। যৎ যস্থ তস্থ শ্রীবিগ্রহস্থ পরিচ্ছিন্নত্বেঽপ্যপরিচ্ছিন্নত্বং শ্রূয়তে। তচ্চ যুক্তম্—অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ, সর্ব্বেষাং বিভুত্বাদি-পরমশক্তীনামেকাশ্রয়ত্বাচ্চ। যথৈব হি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমধিকৃত্যোজ্জগৌ মূলেঽপি—যথা চ দহরাকাশসংজ্ঞস্থ পরমেশ্বরস্থ তথাহি "দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্মদহরোঽস্মিন্নন্তরা আকাশ [ছাঃ উঃ ৮।১।১] ইত্যুক্ত্বোচ্যতে। "যাবান্ বা ত্বয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" [ছাঃ উঃ ৮।১।৩] ইতি।

শ্রীবিগ্রহস্থ পরিচ্ছিন্নত্বা-পরিচ্ছিন্নত্বম্

দৃষ্টান্তশ্চায়মিষুবদ্গচ্ছতি সবিতেতিবদত্যন্তং মহত্ত্বমেব নির্দ্দিশতি। বাক্যান্তরাণি চ।—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ" [ছাঃ ৩।১৪।৩] ইতি ; "উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ" [ছাঃ ৮।১।৩] ইতি ; "সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি" [ছাঃ ৭।১২।১] ইতি ; "যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বন্তদস্মিন্ সমাহিতম্" [ছাঃ ৮।১।৩] ইতি চ।

অত্র যাবতা হৃদয়পুণ্ডরীকান্তর্ব্বর্ত্তিত্বম্ তাবতা এব সর্ব্বব্যাপকত্ব-মচিন্ত্যাং শক্তিং বিনা ন সম্ভবতি। নহি ঘটবর্ত্ত্যাকাশো যাবান্ তাবত্যেব চন্দ্রসূর্য্যাদ্যাধারত্বং যুজ্যত ইতি। নচ হৃৎপুণ্ডরীকে ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বত্বাৎ সর্ব্বসমাবেশঃ সম্ভবতীতি। বিভোঃ পরিচ্ছিন্নোপাধৌ সামস্ত্যেন প্রতি-বিম্বত্বমদৃষ্টচরম্।

নহি ঘটাদাবাকাশঃ সামস্ত্যেন প্রতিবিম্বত্বমাপদ্যেতেতি। তস্মাদ-চিন্ত্যৈব শক্তির্যোগমায়াখ্যা তত্রাভ্যুপগমনীয়া। এবমেবৈকৈর্ব্রহ্ম-সূত্রেষু বৈশ্বানরাখ্যস্থ প্রাদেশমাত্রত্বেন শ্রুতস্থ পরমপুরুষস্থ বিচারে সিদ্ধান্তিতম্। "সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি।" [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।৩২] যথা সম্পত্তিরচিন্ত্যৈশ্বর্য্যং শ্রুতিশ্চ তথা† দর্শয়তি—

---

* যথা শ্রীভগবৎসন্দর্ভে পঞ্চচত্বারিংশবাক্যব্যাখ্যান্তে—"রূপং" ইত্যাদি "তদিত্যাদৌ"।

† সম্পত্তেরিতি—আরাধনারূপপ্রাণাহুতেঃ সম্পাদনায় উরঃপ্রভৃতীনাং বেদিত্বাদ্যুপদেশ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। পরমাত্মোপাসনোচিতফলং শ্রুতির্দর্শয়তি।

"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্ত" [ছাঃ উঃ ৫।১৮।১] ইতি। মিতত্বেন সর্ব্বতো বিগতমানত্বেন চ দর্শনাৎ। তত্রৈব "প্রাদেশমাত্রে তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজা-শ্চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ" [ছাঃ উঃ ৫।১৮।১] ইত্যাদিনা ত্রৈলোক্যসমাবে-শনাচ্চেতি।

অত্র শ্রীবিগ্রহপ্রসঙ্গে সূত্রচতুষ্টয়স্য মাধ্বভাষ্যে যথা—

১। "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১৪] ইতি।

অস্য সূত্রস্য ভাষ্যং যথা—"প্রকৃত্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন তদুত্তমত্বান্নৈব রূপবদ্ব্রহ্ম—হিশব্দাৎ, "অস্থূলমনণু" [বৃঃ আঃ ৩।৮।৮] ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ।

"ভৌতিকানীহ রূপাণি ভূতেভ্যোঽসৌ পরোযতঃ।
অরূপবানতঃ প্রোক্তঃ ক্ব তদব্যক্ততঃ পরঃ" ॥

ইতি চ মাৎস্যে।

২। "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১৫] ইতি।

ভাষ্যম্—"যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং" [মুঃ ১।৩] "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যতে" [ছাঃ ৮।১৩।১] সুবর্ণজ্যোতিঃ [তৈঃ উঃ ৩।১০।৬] ইত্যাদি শ্রুতীনাঞ্চ ন বৈয়র্থ্যং বিলক্ষণরূপত্বাৎ। যথা চক্ষুরাদি প্রকাশে বিদ্যমানেঽপি বৈলক্ষণ্যাদপ্রকাশত্বাদিব্যবহারঃ"।

৩। "আহ চ তন্মাত্রম্" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১৬] ইতি।

ভাষ্যম্—"বৈলক্ষণ্যং চোচ্যতে—

রূপস্য বিজ্ঞানানন্দমাত্রত্বমৈকাত্ম্যপ্রত্যয়সারমিতি।

"আনন্দমাত্রমজরং পুরাণম্ একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং।
তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্"
—[কঠ ২৫।১২ ; শ্বেতাশ্ব ৬।১২] ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্।

৪। "দর্শয়তি চাথোঽপি স্মর্য্যতে" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।১৭] ইতি।

ভাষ্যম্—"দর্শয়তি চানন্দস্বরূপত্বম্—

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ আনন্দরূপমজরং যদ্বিভাতি" [মুঃ উঃ ২।২।৭] ইতি শ্রুতিঃ।

"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং বাসুদেবনিরঞ্জনং।
চিন্তয়ীত যতির্নান্যং জ্ঞানরূপাদৃতে হরেঃ" ইতি ॥

মাৎস্য ইতি।

অত্র "আনন্দং ব্রহ্মণোরূপম্" ইতি বেদনির্দ্দেশশ্চ শ্রূয়তে। তথা মাধ্বভাষ্য [২।২।৪১] এবোদাহৃতম্ শ্রুত্যন্তরঞ্চ—

"সদেহঃ সুখগন্ধশ্চ জ্ঞানভাঃ সৎপরাক্রমঃ।
জ্ঞানাজ্ঞানঃ সুখী মুখ্যঃ স বিষ্ণুঃ পরমাক্ষরঃ" ॥ ইতি।

শ্রীরামানুজচরণাশ্চৈবং বদন্তি—"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।২০] ইতি। অত্র ভাষ্যম্—"পরস্যৈব ব্রহ্মণো নিখিলহেয়প্রত্যনীকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্য স্বাভাবিকানতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণাশ্চ সন্তি।

তদ্বদেব স্বাভিমতানুরূপৈকরূপাচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুতনিত্যনিরবদ্যনিরতিশয়ৌজ্জ্বল্যসৌন্দর্য্যসৌগন্ধ-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌবনাদ্যনন্ত-গুণনিধি দিব্যরূপমপি স্বাভাবিকমস্তি। তদেবোপাসকানুগ্রহেণ তত্তৎপ্রতিপত্ত্যনুরূপসংস্থানং করোত্যপারকারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যৌদার্য্যজলনিধি-নিরস্তাখিল-হেয়গন্ধোপহতপাপ্মা পরং ব্রহ্ম পুরুষোত্তমো নারায়ণ ইতি"।

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" [তৈঃ উঃ ভৃগু ১]; "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ" [ছাঃ উঃ ২।১]; "আত্মা বাইদমেক এবাগ্র আসীৎ"; [ঐত ১।১।১] "একোহি বৈ নারায়ণ আসীৎ—ন ব্রহ্মা নেশানঃ"; [মহোপ ১।১] ইত্যাদিষু নিখিলজগদেককারণতয়াবগতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈঃ আ ১] "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" [বৃঃ আঃ ৫।৯।২৮] ইত্যাদিষ্বেবম্ভূতং স্বরূপমিত্যবগম্যতে। "নির্গুণং" [আত্মোপনিষৎ] "নিরঞ্জনম্" [শ্বেতাশ্ব ৬।১৯] "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎ সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"—[ছাঃ উঃ ৮।৫।১]

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ॥ [শ্বেতাশ্ব ৬।৮]
"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তদ্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
স কারণং কারণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥" [শ্বেতাশ্ব ৬।৭]
"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো
নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে।" [যজু অঃ ৩।১২]
"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥" [যজু মাঃ ৩।১২]

"সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" [তৈঃ নারাঃ ১অং] ইত্যাদিষু পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রাকৃতহেয়দেহসম্বন্ধং তন্মূল-কর্ম্মবশ্যতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি। তদিদং স্বাভাবিকমেব রূপমুপাসকানুগ্রহেণ তৎপ্রতিপত্ত্যনুগুণাকারং দেবমনুষ্যাদিসংস্থানং করোতি স্বেচ্ছয়ৈব পরমকারুণিকোভগবান্। তদিদমাহ শ্রুতিঃ,—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" [পুরুষ সূঃ] ইতি। স্মৃতিশ্চ,—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানাম্" [গীতা ৪।৬] ইতি। ন "পরিত্রাণায় সাধূনাম্" ইত্যাদি "সাধবোহ্যুপাসকাঃ"। তৎপরিত্রাণমেবো-দ্দেশ্যম্ আনুষঙ্গিকস্তু দুষ্কৃতাং বিনাশঃ, সঙ্কল্পমাত্রেন তদুৎপত্তেঃ। "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়" ইত্যাদি। "প্রকৃতিং স্বাম্" ইতি প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ। স্বমেব স্বভাবমাস্থায় ন সংসারিণং স্বভাবমিত্যর্থঃ।

আত্মমায়য়েতি স্বসঙ্কল্পরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থঃ। "মায়াবয়ুনং জ্ঞানম্" [বেদনির্ঘণ্টৌ ধর্ম্মবর্গে ২২ শ্লোকঃ] ইতি জ্ঞানপর্য্যায়মপি মায়াশব্দং নৈর্ঘণ্টুকা অধীয়তে।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ।

"সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতানাপুর্যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ধরের্ম্মহৎ॥

সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর।
দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাখ্যাচেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া॥
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্মনিমিত্তজা” [বিষ্ণু ৬।৭।৭০] ইতি।

মহাভারতে চাবতাররূপস্যাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে,—

"ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানোদেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" ইতি
মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি।

অতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণ এবংরূপ-রূপবত্ত্বাদয়মপি তস্যৈব ধর্ম্মঃ [শ্রীভাষ্য ১।১।২০] ইতি।

তত্র তৈরপি বিশ্বরূপাদ্বৈলক্ষণ্যবত্ত্বেন স্বরূপান্তরঙ্গধর্ম্মত্বেন স্বরূপান্তরঙ্গ-ধর্ম্মাণাং তত্তদবয়বসন্নিবেশানাং স্বরূপমেব ধর্ম্মি ভবেদিত্যেবং তদেবাবয়বী-দেহ* ইত্যাগতত্বেন, যুগপদপি সমস্তশক্তিপ্রাদুর্ভাব-কর্ত্তৃত্বেন চ স্বরূপত্ব-মেবাঙ্গীকৃতং,—পূর্ণত্বঞ্চ।

তাশ্চ শক্তয়োনিজেচ্ছাত্মকস্বাভাবিকশক্তিময্য ইতি তাসামপি তদ্রূপত্বং ধ্বনিতম্।

অতঃ কর্ত্তৃত্বমপ্যত্র প্রাদুর্ভাবয়িতৃত্বমেব নতু কল্পয়িতৃত্বমিতি। তথা "মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্ব-কর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" [ছাঃ উঃ ৩।১৪।২]† ইত্যপি। ত ইদমাহুঃ,—'মনোময়ঃ'—পরিশুদ্ধেন মনসৈ-কেন গ্রাহ্যঃ; 'প্রাণশরীর'—ইতি জগতি সর্ব্বেষাং প্রাণানাং ধারকঃ। 'ভারূপঃ' ভাস্বরূপঃ,—অপ্রাকৃতস্বাসাধারণ-নিরতিশয়-কল্যাণ-দিব্যরূপ-ত্বেন নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ। 'আকাশাত্মা',—আকাশবৎ সূক্ষ্ম-স্বচ্ছরূপঃ,—সকলেতরকারণস্যাত্মভূত ইতি আকাশাত্মা,—স্বয়ঞ্চ প্রকাশ-তেঽন্যাংশ্চ প্রকাশয়তীতি বাকাশাত্মা। এবং 'সর্ব্বকর্ম্মা',—ক্রিয়তে ইতি কর্ম্ম,—সর্ব্বং জগদস্য কর্ম্ম সর্ব্বা বা ক্রিয়া যস্যাসৌ সর্ব্বকর্ম্মা।

* "মূর্ত্তি-স্বরূপয়োরেকত্বাৎ" ইতি ন্যায়োঽপি দৃশ্যতে—যথা শ্রীভগবৎসন্দর্ভে চতুঃসপ্ততি-তমবিষয়াঙ্কে "মূর্ত্তিস্বরূপয়োরেকত্বাৎ প্রাকৃতবন্ন বিদ্যতে পৃথক্‌ত্বেন মূর্ত্তির্যস্য"।

† ধৃতেয়ং শ্রুতিঃ শ্রীভাগবৎসন্দর্ভে বিষয়সূচকত্রিসপ্ততিসংখ্যকবিষয়ে।

'সর্ব্বকামঃ',—কাম্যন্ত ইতি কামা ভোগ্যভোগোপকরণাদয়স্তে পরিশুদ্ধাঃ সর্ব্ববিধাস্তস্য সন্তীত্যর্থঃ।

'সর্ব্বগন্ধঃ' 'সর্ব্বরসঃ',—"অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদিনা প্রাকৃতগন্ধাদি-নিষেধাদপ্রাকৃতস্যাসাধারণা নিরবদ্যা নিরতিশয়াঃ কল্যাণাঃ স্বভোগ্যভূতাঃ সর্ব্ববিধা গন্ধরসাস্তস্য সন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বমিদমভ্যাত্ত উক্তমিদং পর্য্যন্তং সর্ব্ব-মিদং কল্যাণগুণজাতং স্বীকৃতবান্। 'অভ্যাত্তঃ' ইতি "ভুক্তা ব্রাহ্মণাঃ" ইতিবৎ কর্ত্তরি ক্তঃ প্রতিপত্তব্যঃ। অবাকী—বাগুক্তিঃ সাস্য নাস্তীত্য-বাকী,—কুত ইত্যাহ—'অনাদরঃ' ইতি।

অবাপ্তসমস্তকামত্বেনাদর্ত্তব্যাভাবাদাদররহিতঃ। অতএবাবাকী অজল্পাক ইতি।

অত্র প্রাণশরীর ইতি প্রাণবদুপাসকানাং পরমশ্রেষ্ঠশরীর ইত্যর্থঃ ইত্যপি। তথা প্রাণয়তি সর্ব্বমিতি প্রাণং পরং ব্রহ্মৈব শরীরং যস্য স ইত্যর্থঃ। ইত্যপি চ ব্যাখ্যানং ঘটতে।

"ওঁ নমস্তে" ইত্যাদি "দেবাঃ শ্রীহরিং" [শ্রীভাঃ ৬।৯।৩০]* ইত্যত্র তস্য হরিত্বং "গ্রাহাৎ প্রপন্নম্" [শ্রীভাঃ ১১।৪।১৮] † ইত্যাদৌ মুক্তাফলব্যাখ্যানুসৃতৈকাদশস্কন্ধবাক্যস্বারস্যাল্লভ্যতে। অতএবাত্রাপি

---

* শ্রীভগবৎসন্দর্ভে পঞ্চসপ্ততিতমবাক্যে "দেবাঃ শ্রীহরিম্" ইতি মূলগ্রন্থীয়বিষয়োদ্ধার-সূচকঃ সঙ্কেতঃ অর্থাৎ সঙ্কেতোঽয়ং শ্রীভাগবতীয়ষষ্ঠস্কন্ধান্তর্ভূত বৃত্রবধোপাখ্যানে দেবগণৈ-র্হরিস্তুতিং সূচয়তি।

† 'গ্রাহাৎ প্রপন্নম্' ইত্যত্র 'দীপিকাদীপন'-ব্যাখ্যায়াং মন্বন্তরাবতারো 'হরি'রেব লক্ষ্যতে তদ্‌যথাঃ—'হরিসংজ্ঞকেঽবতারে গ্রাহাদ্ গজেন্দ্রং মোচয়ামাস। কুতোঽমোচয়ৎ ইত্যপেক্ষায়াম্ কণ্ঠপার্থমিত্যাস্যধ্যাহৃতম্' ইতি।

হরির্হি মন্বন্তরাবতারঃ যথা শ্রীলঘুভাগবতবচনম্ঃ—

চতুর্থে তামসীয়ে হরিঃ

"তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ।
'হরি' ইত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রাহাৎ॥" [শ্রীভাঃ ৮।১।৩০]

"স্মর্য্যতেঽসৌ সদা প্রাতঃ সদাচারপরায়ণৈঃ।
সর্ব্বানিষ্টবিনাশায় হরির্দন্তীন্দ্রমোচনঃ॥" [শ্রীলঘুভাগবতামৃতে।]

"অথৈবমীরিতোরাজন্ সাদরং ত্রিদশৈর্হরিঃ" [শ্রীভাঃ ৬।৯ ৪৩] ইত্যত্র হরিশব্দেনৈবোক্তোঽসাবিতি।

পৃথিবীত্যাদি।* অত্র 'যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরং চ"† ইত্যাদিপদ্য এবং বিবেচনীয়ম্।

যদ্যপি শ্রীরামানুজীয়ৈর্নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম ন মন্যতে, তথাপি সবিশেষং মন্যমানৈর্বিশেষাতিরিক্তং মন্তব্যমেব। তচ্চ ব্রহ্মশব্দেনোক্তং বিশিষ্টব্রহ্মণোগুণভূতমিতি "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যত্র সহশব্দবলেন তৈরেব ব্যাখ্যাতম্।

ব্রহ্মণোবিশেষাতিরিক্তত্বম্

তচ্চাগ্রে মূলএব বিবেচনীয়ম্।[১] অথাষ্টনবতিতমবাক্যব্যাখ্যান্তে "সবাএষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে) [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যাদিকা শ্রুতির্বিবৃত্য ব্যাখ্যায়তে। যথা "সবাএষ পুরুষোঽন্নরসময়স্তস্যেদমেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ, অয়মাত্মা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" "তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। সবাএষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য প্রাণমেব শিরঃ, ব্যানোদক্ষিণঃ পক্ষঃ, অপান উত্তরঃ পক্ষঃ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" "তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ সবাএষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋগ্‌দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তর পক্ষঃ, আদেশ আত্মা, অথ সর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা

---

* শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ষণ্ণবতিতমসংখ্যায়াং শ্রীভাগবতৈকাদশস্কন্ধীয়ষোড়শাধ্যায়স্থসপ্তত্রিংশত্তমঃ শ্লোকঃ, তদ্‌যথা,—

"পৃথিবী বায়ুরাকাশআপোজ্যোতিরহং মহান্।
বিকারপুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্॥ [শ্রীভাঃ ১১।১৬।৩৭]

† শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ষণ্ণবতিসংখ্যকশ্লোকান্তে শ্রীমদ্‌বালমন্দারাচার্য্যাকৃতং পদ্যমেতৎ।

১ বিবরণীয়মিত্যপি পাঠান্তরম্।

যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। সবাএষ পুরুষবিধএব তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ, ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সত্য-মুত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তস্যৈষএব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। সবাএষ পুরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"ইতি। [তৈঃ উঃ ২।১।১]

অয়মর্থঃ। 'সবা'শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা। এষ মৃজ্জলাগ্নিপিণ্ড-লক্ষণঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসপ্রাচুর্য্যবান্। যদ্বা, অন্নরসো নামান্ন-বিকারস্তেন ত্বগাদিরূপঃ সর্ব্বোঽপি তদ্বিকারো গৃহ্যতে।

ততশ্চ জলবিকারাদিভিরীষন্মিশ্রত্বাত্তৎপ্রচুরঃ কৈবল্যাভাবেনাংশ-স্যৈবান্নরসবিকারত্বে সতি অংশিনস্তদ্বিকারত্ববিবক্ষানর্হত্বাৎ প্রাণময়াদাবপি শুদ্ধবায়ুবিগ্রহাদীনাং রূপান্তরপ্রাপ্ত্যদর্শনাৎ পৃথিব্যভিমানিদেবতাদিলক্ষণঃ পুচ্ছাদীনাং তদ্বিকারত্বাভাবাৎ, "বিকারশব্দাৎ" [ব্রহ্মসূ ১।১।১৩] ইত্যাদৌ সূত্রকারাণামস্বারস্যাৎ, "নব্যচশ্ছন্দসি" ইতি নিষেধাচ্চ নতু তদ্বিকার ইতি। ইদং প্রসিদ্ধং শির এব শিরঃ নতূত্তরোত্তরত্রেবাত্রাপি কল্পনাময়ম্।

এবং পক্ষাদিষ্বপি ব্যাখ্যেয়ম্। "পক্ষোবাহুঃ। উত্তরোবামঃ। মধ্যম-দেহভাগ আত্মাঙ্গানাম্। "মধ্যং হ্যেষামাত্মা"ইতি শ্রুতেঃ। ইদমপি নাভে-রধস্তাৎ যদঙ্গং তৎ পুচ্ছমিব পুচ্ছম্ অধোলম্বনসাম্যাৎ। তদেব চ প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ। শাখাচন্দ্রদর্শনবদন্তরতমত্ব-জ্ঞানার্থং লোকপ্রসিদ্ধমাত্মানমনূদ্য তস্যান্তরমন্তরাত্মানং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধসাধনাদিক্রমেণ প্রবেশয়ন্ প্রাণময়াদীনপ্যাহ তত্র মনসোধারণার্থং তদাধারঃ প্রাণো ধার্য্য ইতি।

প্রথমং প্রাণময়মাহ—তস্মাদিতি। অন্তরস্তদপগমাদন্নরসময়স্য দৃতেঃ এষোঽন্নরসময়স্তেন পূর্ণোবায়ুনেব দৃতিঃ স চ পুরুষবিধঃ পুরুষাকারঃ। কথং তস্য পূর্ব্বস্যান্নরসময়স্য পুরুষবিধতামেব লক্ষীকৃত্য বিশেষং বোধ-য়িতুময়মপি রূপককল্পিতৈঃ শিরঃপক্ষ্যাদিভিঃ পুরুষাকার এব বর্ণ্যতে ইতি।

তদেব রূপকং দর্শয়তি—তস্য প্রাণময়স্য প্রাণং হৃদিস্থো বায়ুরেব প্রথমধার্য্যত্বেন শিরঃ কল্প্যতে এবং সাধনক্রমেণৈব দক্ষিণপক্ষত্বাদিক্রমো জ্ঞেয়ঃ। আকাশঃ আকাশস্থবৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যঃ, প্রাণবৃত্ত্যধিকারাৎ। মধ্যস্থত্বাদিতরা পর্য্যন্তবৃত্তীরপেক্ষ্যাত্মা পৃথিবী তদভিমানিনী দেবতা আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী স্থিতিহেতুত্বাৎ "সৈষাং পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য"ইতি [প্রশ্নউঃ ৩।৮] শ্রুত্যন্তরাৎ।

"তস্য প্রাণময়স্য এষ—"তস্মদ্বাএতস্মাদাত্মনআকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যত্রোপক্রান্ত এবাত্মা শারীর আত্মা তদ্রূপশরীরান্তর্য্যামী। কথম্ভূতঃ? যঃ পূর্ব্বস্য অন্নময়স্যাপি শারীর আত্মা। এবং "যঃ পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্য" ইত্যাদিকমুত্তরত্রাপি যোজ্যম্।"

"যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাপঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরম্"* [বৃঃ আঃ ৩।৭।৯] ইত্যাদ্যন্তর্য্যামিশ্রুতেঃ।

যত্ত্বানন্দময়ান্তেঽপি তস্যৈষ এব শারীর আত্মেতি শ্রূয়তে তত্তু তস্যৌপচারিকভেদনির্দ্দেশেনানন্যাত্মত্বমেব বোধয়তি। নাত্মান্তরং বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মেতিবদন্যা—প্রস্তাবাৎ। প্রাণময়ান্তোক্তে যঃ পূর্ব্বস্যেত্যত্রান্যৈরপি তথাভ্যুপগমাৎ। ততশ্চ এষ পূর্ব্বোক্ত আনন্দময়তাৎপর্য্যাবসানবিবেক আত্মৈব তস্য "শারীর আত্মা" ইতি যোজ্যম্। এবং প্রাণধারণয়া মনোবশং কৃত্য তচ্চ মনোবৈদিকনিষ্কামকর্ম্মাত্মকতয়া

---

* শ্রীরামানুজচরণৈস্ত্বেবং ব্যাখ্যাতম্ "পরিণামাৎ" [১।৪।২৭] ইতি সূত্রভাষ্যে। "তথাভূতত্বমঃশরীরং ব্রহ্ম পূর্ব্ববদ্বিভক্তানামস্বরূপচিদচিন্মিশ্রপ্রপঞ্চশরীরং স্যামিতি সংকল্প্যাপ্যয়ক্রমেণ জগচ্ছরীরতয়া আত্মানং পরিণময়তীতি সর্ব্বেষু বেদেষু পরিণামোপদেশঃ। তথৈব বৃহদারণ্যকে কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মশরীরত্বং ব্রহ্মণস্তদাত্মত্বং চাম্নায়তে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ স আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যারভ্য "যস্যাপঃশরীরম্" "যস্যাগ্নিঃ শরীরং" * * "যস্য চন্দ্রতারকং শরীরম্" ইত্যাদিবাক্যমারভ্য ২৩বাক্যপর্য্যন্তং বৃহদারণ্যকশ্রুতিবচনানি দৃশ্যন্তে। "সুবালোপনিষদি চ পৃথিব্যাদীনাং তত্ত্বানাং পরমাত্মশরীরত্বমভিধায় বাজসনেয়কেঽনুক্তানামপি তত্ত্বানাং শরীরত্বং ব্রহ্মণ আত্মত্বং চ শ্রূয়তে" ইতি। বিশেষোদ্রষ্টব্যশ্চেৎ শ্রীভাষ্যম্ দ্রষ্টব্যমিতি।

ধারণীয়মিত্যাশয়েন মনোময়মাহ—মনঃ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকমন্তঃকরণম্। যজুরিতি "অনিয়তাক্ষরপাদবিশেষো মন্ত্রবিশেষঃ"। তজ্জাতিবচনোঽপি যজুঃশব্দঃ। তস্য শিরস্ত্বং প্রাথম্যাৎ যজুষা হি হবির্দীয়তে এবং ঋক্‌সাময়োরপি*বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ম্। আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণঃ, আদেষ্টব্যবিশেষান্নির্দ্দিশতি অস্যাত্মত্বং প্রবর্ত্তকত্বাৎ।

অথর্ব্বণা অঙ্গিরসা দৃষ্টামন্ত্রা ব্রাহ্মণঞ্চ শান্ত্যাদিপ্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মনোময়ত্বং চৈষাং মনোবৃত্ত্যাবাবির্ভাবত্বেন তৎপ্রাচুর্য্যাৎ। তদ্বিকারত্বে তু পৌরুষেয়ত্বাপাতঃ স্যাৎ।

অত্র পারমার্থিকপথস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ ব্যাবহারিকসঙ্কল্পাদ্যাত্মকমনোময়ত্বং ন প্রযুজ্যতে। প্রাণধারণায়াঃ পূর্ব্বমেব হি ত্যক্তং তৎ। এবমুত্তরত্রাপি।

তথৈব বিজ্ঞানময়মাহ—শ্রদ্ধা, অধ্যাত্মশাস্ত্রে যাথার্থ্যপ্রতীতিঃ। ঋতং—শাস্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধিঃ। সত্যং—তদর্থানুভবপ্রযত্নঃ। যোগোযুক্তিঃ। সমাধানম্—আত্মা,—শ্রদ্ধাদীনামেতৎ সাক্ষাৎকারাঙ্গত্বাৎ। মহঃ—তত্তৎসর্ব্বপ্রকাশহেতুত্বেনোত্তমতরং শুদ্ধজীবরূপং যস্যৈব প্রসিদ্ধেন বিজ্ঞানাত্মত্বেনাস্য বিজ্ঞানময়ত্বমুচ্যতে।

"যোবিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরোঽয়ং যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্"ইতি [বৃঃ আঃ ৫।৭।৩] জীবান্তর্য্যামিপ্রতিপাদকশ্রুতেঃ। অত্র স্থানএব "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ—প্রতিষ্ঠা তেষাং সর্ব্বেষামাশ্রয়ঃ।

তদেবং শুদ্ধজীবপর্য্যন্তমুক্ত্বা তথা তথা লব্ধান্তরাণাং পুনঃ সর্ব্বান্তরতমত্বেন তত্রৈব পূর্ব্বোপক্রান্তমুখ্যাত্মত্বং পর্য্যবসায়য়ন্—আনন্দময়মুপদিশতি। এবং পূর্ব্বপূর্ব্বং শাস্ত্রীয়পরমার্থপ্রক্রিয়ৈব লব্ধা ; ন তু ব্যবহারিকী। ততোনেষ্টপুত্রদর্শনজানন্দাদিকং প্রিয়াদিশব্দৈর্ব্যাখ্যেয়ম্—কিন্ত্বেকস্যৈব পরমানন্দস্য ব্রহ্মণ উত্তরোত্তরো দয়োৎকর্ষতারতম্যাৎ তত্তন্নামভেদঃ। আনন্দস্য সামান্যত্বেন প্রিয়াদিষু প্রাপ্ত্যপেক্ষয়া আত্মত্বরূপকং ব্রহ্মণস্তু সর্ব্বোত্তরোদিতত্বেন পুচ্ছত্বরূপকমিতি।

---

* ঋক্‌সামসমাসান্তনিপাতনাদদন্তয়োরপি বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়মিতি পাঠোদৃশ্যতে।

তদেব চ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাৎ প্রিয়াদিলক্ষণস্বপ্রকাশবিশেষাণামন্নময়াদীনামপ্যাশ্রয়ঃ। এতদেব প্রিয়াদিস্বপ্রকাশবিশেষবচ্চেতি—এতদপ্যুপলক্ষণম্,—তত্তদশেষ—শক্তিবিশেষবচ্চেৎ তর্হ্যানন্দময় আত্মেত্যুচ্যতে। সোঽখণ্ডোঽপি পরব্রহ্মৈব তদুক্তমানন্দময়োঽভ্যাসাদিতি।

ততস্তস্য তু তত্তদ্বিশেষবত্ত্বে পরমাখণ্ডত্বমিতি "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্" [শ্রীগীতা ১৪।২৭] ইত্যেতদ্‌গীতার্থোঽপি শ্রুতিহৃদয়গত এব বোদ্ধব্যঃ।

অথ শ্রীভগবতঃ পূর্ণতত্ত্বাকারত্বনির্দ্ধারণপ্রকরণে শততমাদ্বাক্যাৎ পূর্ব্বত্র মোক্ষধর্ম্মবচনানন্তরং শ্রীমধ্বভাষ্যাদেব তদাহার্য্যাণি—যথা প্রথমসূত্রেঃ—

"যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়োবয়ন্তি
যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ।
যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতীতো
যেন জীবান্ ব্যসসর্জ্জ ভূম্যাম্"॥

ইত্যারভ্য "তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্" ইত্যন্তা শ্রুতিঃ। তথা—

"যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিন্তং সুমেধাম্"
[ঋক্‌সং ১০ম ১২৫ সূঃ]

ইত্যুক্ত্বা "মম যোনিরপ্স্বন্তঃ" ইতি শক্তিবচনাত্মকশ্রুতিঃ।

"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।২০] ইত্যত্র চ তদ্ভাষ্যম্—অন্তঃ শ্রূয়মাণো বিষ্ণুরেব।

"অন্তঃ সমুদ্রে মনসা চরন্তং
ব্রহ্মান্ববিন্দদ্দশহোতারমর্ণে।
সমুদ্রেঽন্তঃ কবয়োবিচক্ষতে
মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ"।

"যস্যাণ্ডকোশং সূক্ষ্মমাহুঃ" ইত্যাদি তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ।

সহি প্রলয়সমুদ্রশায়ী তস্য বিশ্বমণ্ডকোশঃ।

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥
আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ" ॥
[মনু ১।৮—১০] ইতি ব্যাসস্মৃতেরিতি।

অথ "সর্ব্বৈশ্চ বেদৈঃ পরমোহি দেবো জিজ্ঞাস্যঃ" * ইতি। প্রকরণান্তরমষ্টোত্তরশততমাদ্বাক্যাৎ পূর্ব্বত্র শ্রীভগবতি সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয় এবং বিবেচনীয়ঃ—যথা, বেদোদ্বিবিধঃ—মন্ত্রো ব্রাহ্মণঞ্চ। মন্ত্রোঽপি দ্বিবিধঃ—ভগবন্নিষ্ঠো দেবতান্তরনিষ্ঠশ্চ। তত্রাদ্যস্য সাক্ষাদেব তৎপরতা,—দ্বিতীয়স্তু কর্ম্মোপাসনয়োরঙ্গমিতি—তদ্গত্যৈব গতিং ভজতি।

শ্রীভগবতি সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়ঃ

অথ ব্রাহ্মণস্য,—কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডাত্মকাস্ত্রয়োভেদাঃ। তত্র কর্ম্মণোজড়ত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাৎ স এব ফলদাতেতি তৎকাণ্ডস্য তৎপরত্বমেব। উপাস্তিরত্র দেবতান্তরনিষ্ঠৈব গৃহ্যতে, ভগবন্নিষ্ঠায়াস্তু জ্ঞানান্তর্ভাবাৎ। ততশ্চোপাসনাকাণ্ডস্য অন্যাসাং দেবতানাং তদীয়ত্বেন তৎপরত্বম্। জ্ঞানকাণ্ডং,—ব্রহ্ম-ভগবৎ-প্রতিপাদকত্বেন দ্বিবিধম্—উভয়োরপি চিদেকরসত্বাৎ। জ্ঞানশব্দেনাত্র জ্ঞানং ভক্তিশ্চোচ্যতে। জ্ঞানে জ্ঞানশব্দস্য প্রাধান্যতোবৃত্তিঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু 'কৌরব'শব্দবৎ। তত্র দ্বিতীয়ং,—সাক্ষাদেব ভগবৎপরম্।

প্রথমং তদীয়সামান্যাকারেণ স্বরূপনিরূপকত্বাত্তৎপরম্।

অথ বেদনির্ব্বিশেষাণি তদঙ্গান্যপি শ্রীভগবদুপাসনসাধনত্বাত্তত্র সমন্বয়ন্তে। যথা শ্রীবিষ্ণুসূক্তাদীনাং করস্বরাদের্জ্জানায় শিক্ষা;

* উদ্ধৃতাংশোঽয়ং মূলগ্রন্থে ১০৭ অঙ্কমধ্যে দৃশ্যতে। মূলগ্রন্থস্ত অষ্টোত্তরশততমবাক্যস্থ প্রতিপাদ্যবিষয়ত্বেন বাক্যমিদমত্রোদ্ধৃতং স্থাপিতঞ্চ বহুলপ্রমাণযুক্তিভিরিতি।

আনুপূর্ব্ব্যাঃ * কল্পঃ; সাধুত্বস্য—ব্যাকরণম্; পদার্থস্য—নিরুক্তম্; শ্রীবিষ্ণোর্মহোৎসবাদিসময়স্য জ্যোতিঃ; মন্ত্রাণাং† ছন্দঃ।

অথ বেদানুগাণ্যপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি বক্ষ্যমাণহেতোঃ সমন্বয়ন্তে,—তত্র পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে কর্ম্ম-জ্ঞান-কাণ্ডয়োস্তাৎপর্য্যাবধৃতেঃ; গোতমকণাদ-কপিল-ন্যায়াঃ—ঈশ্বরাস্তিত্বচিদচিদ্বস্ত্বাদীনামূহনাৎ; পতঞ্জলিন্যায়স্ত্বীশ্বরোপাসনোদ্দেশাৎ; স্মৃত্যাদীন্যপরাণি তু কাণ্ডত্রয়মনুগচ্ছন্তীতি পূর্ব্বযুক্তেরেব; কাব্যালঙ্কারকামতন্ত্রগান্ধর্ব্বকলাস্তু তস্য তত্তচ্চরিতমাধুর্য্যানুভব-বৈদুষ্য-সিদ্ধেঃ; নীতিঃ শিল্পঞ্চ,—তৎসেবাচাতুরীসিদ্ধেঃ; আয়ুর্ব্বেদ-ধনুর্ব্বিদ্যে,—তদুপাসনপ্রতিবন্ধনিরাকরণতঃ। ইত্থমভিপ্রেত্যৈবোক্তম্ শ্রীমৎপ্রহ্লাদেন—

"ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥" ইতি॥

[শ্রীভাগ ৭।৬।২৬]

অথ নবোত্তরশততমাঙ্কমারভ্য "ব্রহ্মন্"ইত্যাদিপ্রকরণে বিশেষঃ কশ্চিদ্দর্শ্যতে—ব্রহ্মচেদবচনীয়ং ভবতি তর্হ্যবচনীয়পদেনোচ্যতে ইতি বাচ্যত্বমেবায়াতি। তেনাপি লক্ষ্যতে চেদ্বস্তুতস্তদ্বল্লক্ষ্যং, লক্ষ্যগঙ্গা-শব্দবত্তস্যাপ্যবচনীয়ত্বাভাবে বচনীয়ত্বমেব সিদ্ধ্যতি।

বচনীয়ত্বাবচনীয়ত্বাভাবে তু অনির্ব্বচনীয়ত্বাপাতঃ। স চ মিথ্যা ইতি ‡ "ঘট্টকুট্যাং প্রভাতম্"। এবং লক্ষ্যশব্দেনোচ্যতে চেদ্বচনীয়ত্ব-সিদ্ধিঃ।

লক্ষ্যতে চেল্লক্ষ্যত্ব-চ্যুতিঃ গঙ্গাশব্দলক্ষ্যস্যালক্ষ্যত্ববল্লক্ষ্যশব্দলক্ষ্যস্যালক্ষ্যত্বাৎ।

---

* বোধায়নপদ্ধতিগ্রন্থঃ।

† অত্র সর্ব্বত্রৈব ষষ্ঠ্যন্তপদান্তে "জ্ঞানায়" ইতি পদমূহ্যমিতি।

‡ দ্রষ্টব্যোঽত্র পূর্ব্বতো বিবৃতঃ ঘট্টকুটীন্যায়ঃ।

দ্বিতীয়লক্ষ্যশব্দেন তস্য লক্ষ্যত্বমিতি চেদনবস্থায়ামপি লক্ষ্যপদ-বাচ্যত্বানতিক্রমএব স্যাৎ। এবং নির্ব্বিশেষস্বপ্রকাশপরমার্থসদিত্যাদি শব্দৈর্ব্রহ্মোচ্যতে চেদ্বাচ্যত্বসিদ্ধিঃ। ন চ তৈরপি লক্ষ্যতে—তত্তচ্ছব্দ-মুখ্যার্থস্যান্যস্যাভাবাৎ। নির্ব্বিশেষাদিশব্দানাং বিশেষাভাববিশিষ্টং বা তদুপলক্ষিতং বা ব্রহ্ম চেৎ তত্তচ্ছব্দবাচ্যত্বং দুর্নিবারম্।

কিঞ্চ,—নির্গুণস্বপ্রকাশাদেরব্রহ্মত্বে যদ্‌যদ্ব্রহ্মতয়েষ্টং তত্তদর্থো ব্রহ্মেতি সাধুসমর্থিতো ব্রহ্মবাদঃ।

তথা তন্মতে স্ফুটমশব্দমিত্যাদিশব্দবাচ্যত্বস্য "যতোবাচঃ" [তৈঃ উঃ ২।৪।১] ইত্যত্রাপি যচ্ছব্দবাচ্যত্বস্য নিষেধেন স্বব্যাঘাতপাতঃ স্যাৎ। "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম" ইতি তস্মাদুচ্যতে "পরং ব্রহ্ম" [অথর্ব্ব শিরঃ ৪৪] ইতি শ্রুত্যা "পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তঃ" [গীতা ১৩।২২] ইতি "বচসাং বাচ্যমুত্তমম্" ইতি শ্রীগীতাদিনা চ 'বাচ্যত্বং' সাক্ষাদেবোচ্যতে। অত্রানুমানানি চঃ,—বেদান্ততাৎপর্য্যবিষয়ো ব্রহ্ম বাচ্যম্,—বস্তুত্বাল্লক্ষ্য-ত্বাচ্চ ঘটবৎ। পরমার্থসদাদিপদং কস্যচিদ্বাচকং পদত্বাৎ ঘটপদবৎ। সত্যজ্ঞানাদিবাক্যং বাচ্যার্থবৎ বাক্যত্বাদগ্নিহোত্রাদিবাক্যবদিতি।

বিপক্ষে লক্ষ্যত্বং ন স্যাৎ—তথাহি—লাক্ষণিকশব্দোন স্বত এবার্থ-গোচরধীহেতুঃ; তত্রাগৃহীতশক্তিত্বাৎ। কিন্তু পূর্ব্বধীস্থে বাচ্যার্থেঽ-নুপপত্তিদর্শনে সতি তত্ত্যাগেন স্বরূপতো বাচ্যার্থসম্বন্ধিত্বেন চাবগত-স্যার্থান্তরস্য বোধকঃ; গঙ্গাশব্দাদৌ তথাদর্শনাৎ অন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ।

তথাচ—ব্রহ্মণো লক্ষ্যতাবাচ্যার্থসম্বন্ধিত্বেন জ্ঞেয়ত্বাদৌ প্রতিষেধ-শ্রুত্যা বেদৈকগম্যস্য শব্দেনাজ্ঞেয়ত্বাৎ—স্বপ্রকাশতয়া নিত্যসিদ্ধৌ চ শব্দবৈয়র্থ্যাদবাচ্যত্বেন শব্দস্য লক্ষকস্যৈব বক্তব্যত্বাৎ। তথাপি বাচ্য-সম্বন্ধিত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চানবস্থেতি কথমবচনীয়ে লক্ষণা ইতি।

ইতি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যায়াং সর্ব্বসম্বাদিন্যাং
ভগবৎসন্দর্ভোনাম দ্বিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ ॥ ০ ॥

অথ পরমাত্মসন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যা

তত্র জীব-প্রকরণে একবিংশতিবাক্যস্থ* অনন্তরং "জ্ঞানমাত্রাত্মকোন চ" ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং যুক্তিশ্চ দৃশ্যতে। নির্ব্বিশেষবাদিন এবং মন্যন্তে— দেহাদাবাত্মশব্দপ্রত্যয়ৌ ন গৌণৌ। গৌণ্যা হি সবিশেষবস্তূপজীব্যত্বম্। যথা "সিংহোদেবদত্তঃ" ইত্যত্র শৌর্য্যাদিবিশেষবান্ সিংহঃ। তস্মাদ্বিশেষ-গন্ধরহিতস্যাত্মনোভ্রান্ত্যৈব তচ্ছব্দপ্রত্যয়াবিতি।

তদেবং সতি বয়ং ব্রূমঃ,—নির্ব্বিকল্পপ্রত্যয়ে ভ্রমাভাবাদ্ভ্রান্তিরপি সবিশেষে এব প্রবর্ত্ততে।

যথা শৌক্ল্যাদিসমানবিশেষাণি শুক্তিরজতাদৌ, নীলং নভ ইত্যাদৌ চ সূর্য্যাদ্যংশোনভসশ্চ দৃষ্ট্যাদ্যবকাশপ্রদ-সূক্ষ্ম-বিতত-সমানদেশস্থিতাকারত্ব-লক্ষণেনৈকেন বিশেষেণ জাতাদ্ভ্রমাংশাদেব নভ ইতি প্রতীতির্জায়তে ততস্তদীয়নীলাদিপ্রতিভাসোঽপি নভস্যেবারোপ্যত ইতি সবিশেষত্বোপ-জীবিত্বেব ভ্রান্তিরিতি[১] তস্মাৎ "ন জ্ঞানমাত্রমাত্মা" ইতি।

কিঞ্চ,—উপলব্ধির্হ্যনুভূতিঃ। "অনুভূতিত্বঞ্চ নাম বর্ত্তমানদশায়াং স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বম্বা ভবতু, স্বসত্তয়ৈব স্ববিষয়সাধনত্বং বা ভবতু" [শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং ৩১ পৃঃ ১-২ পং] তত্রোভয়থৈব তন্মাত্র-বাদিমতেঽপি শক্তিমত্ত্বাপাতঃ।

তথা "বিষয়-প্রকাশনতয়ৈবোপলব্ধেরেব হি সম্বিদঃ স্বয়ং প্রকাশতা

---

* শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্তর্ভূত "পরমাত্মসন্দর্ভ"নাম মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্যোঽয়ং বাক্যাঙ্কঃ।

† পরমাত্মসন্দর্ভে বিংশসংখ্যায়াং ধৃতং শ্রীজামাতৃমুনিবচনম্ তদ্ যথাঃ—

"ন জড়ো ন বিকারী চ জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ।
স্বার্থে স্বয়ং প্রকাশঃ স্যাদেকরূপস্বরূপভাক্॥"

১। ততঃ প্রকৃতে চ জীবদেহয়োঃ সদ্রূপত্ববিশেষসামান্যেন ভ্রান্তিরিতি।

সাধিতা।* সম্বিদো বিষয়-প্রকাশনতয়া স্বভাববিরহে সতি স্বয়ং প্রকাশত্বা-সিদ্ধেরনুভবান্তরানুভাব্যত্বাচ্চ তুচ্ছৈব স্যাৎ”

অনুভূতিঃ সম্বিচ্চ

[শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং পৃঃ ৩২ পং ২০-২২]

স্বাপমূর্চ্ছাদিষু “সুখমহমস্বাপ্সম্” ইত্যাদ্যনুভবেন সশক্তিত্বমেব সাধয়িষ্যামঃ—

“যদপি,—নাস্যা দৃশের্দৃশিরূপায়াদৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মোঽস্তি; দৃশ্যত্বাদেব তেষাং ন দৃশি-ধর্ম্মত্বমিতি তর্ক্যতে, তদপি স্বাভ্যুপগতৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈ র্নিত্যত্বস্বয়ম্প্রকাশত্বাদিধর্ম্মৈরনৈকান্তিকম্” [শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং ১ খং পৃঃ ৩৪ পং ৮-১৫]।

“তেষামনিত্যত্বজড়ত্বাভাবতাৎপর্য্যত্বেঽপি * তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্ম্মভূতৈস্তৈরনৈকান্ত্যমপরিহার্য্যম্। সম্বিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়ত্বাদি-প্রত্যনীকত্বমিত্যভাবরূপো ভাবরূপো বা ধর্ম্মো নাভ্যুপেতশ্চেৎ তত্তন্নিষে-ধোক্ত্যা কিমপি নোক্তং স্যাৎ।” [তত্রৈব শ্রীভাষ্যে]

কিঞ্চ সম্বিৎ সিদ্ধ্যতি বা ন বা সিদ্ধ্যতীতি চেৎ, আয়াতা সধর্ম্মতাস্যাঃ, নোচেত্তুচ্ছতাপত্তির্গগনকুসুমাদিবৎ। সিদ্ধিরেব সম্বিদিতি চেৎ কস্য কং প্রতীতি বক্তব্যম্। যদি ন কস্যচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ। সিদ্ধির্হি পুত্রত্বমিব কস্যচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি ভবতি।

আত্মন ইতি চেৎ কোঽয়মাত্মা [শ্রীভাঃ বেং কোং পৃঃ ৩ পং ১৪-১৪প†] নন্বু সম্বিদেবেত্যুক্তমিতি চেৎ সম্বিৎ-সিদ্ধ্যোর্ভেদাবগমাৎ সা সম্বিৎ তদায়া শক্তিরেবেত্যবসীয়তে, নতু স্বরূপমিতি। তদেবমায়াতা জ্ঞানমাত্রস্বরূপেঽপি স্বভাবসিদ্ধা জ্ঞাতৃত্ব-নিত্যত্বাদি-ধর্ম্মবত্তা। “পরাভি-ধানাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।৫] ইত্যেতৎ সূত্রং শঙ্করমতেঽপি তস্য শক্তিমত্ত্বং সাধয়তি।

তৎ পুনরীশ্বরসমানকধর্ম্মত্বাদিকমগ্রে লেখ্যম্।

---

* মূলে তু “জড়ত্বাদ্যভাবরূপতায়ামপি” ইতি পাঠঃ।

† কচিৎ কচিৎ পাঠভেদলেশোঽপি দৃশ্যতে।

অথ পঞ্চবিংশতিতমবাক্যব্যাখ্যান্তমারভ্য সপ্তত্রিংশবাক্যাবধিগ্রন্থানু-ব্যাখ্যা—স্বস্মৈ স্বয়ং * প্রকাশত্বে সিদ্ধে "জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ" [জামাতৃমুনিবচনম্] ইতি স্পষ্টম্। অত্র বিজ্ঞানময়প্রকরণে সুষুপ্তি-মধিকৃত্য শ্রুতির্ভবতি-"অসুপ্তসুপ্তানভিচাকশীতি" [বৃঃ আঃ ৪।৩।১১] "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি" [বৃঃ আঃ ৪।৩।৯] "নহি বিজ্ঞাতু-র্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" [বৃঃ আঃ ৪।৩।৩০] ইত্যাদ্যা।

"একরূপস্বরূপভাক্" [পাদ্মোত্তরখণ্ডে জামাতৃমুনিবচনম্] ইত্যত্র শ্রুতিশ্চ—

"স যথা সৈন্ধবঘনোঽন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নোরসঘন এব। এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব বিজ্ঞানঘন এব" [বৃঃ আঃ ৬।৫।১৩] ইতি।

অহংপ্রত্যয়ঃ

অয়মর্থঃ ইতি—কেবলস্য সুখস্যাত্মত্বং পরিহৃতম্। জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি জ্ঞাতৃত্বং চাত্মনঃ পূর্ব্বং সাধিতম্। তচ্চাহন্তাবং বিনা ন সিদ্ধ্যতীতি পূর্ব্বসিদ্ধ এবাসাবনূদ্যতে স্পষ্টতার্থম্। "অহম্প্রত্যয়সিদ্ধোঽস্মদর্থঃ। যুষ্মৎপ্রত্যয়বিষয়ো যুষ্মদর্থঃ। তত্রাহং জানামীতি সিদ্ধো জ্ঞাতা যুষ্মদর্থ ইতিবচনং জননী মে বন্ধ্যেতিবৎ ব্যাহতার্থম্।" [শ্রীভাঃ বেং কোং ১ম খং পৃঃ ৩৬ পং ২১।২২]

কিঞ্চ স্বস্মৈ স্বয়ম্প্রকাশএব জড়ত্বাদাত্মেতি প্রতিপাদিতম্। কেবলং জ্ঞানং সুখং চান্যস্যৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে। "অহং জানামি অহং সুখীতি। তস্মাৎ, স্বাত্মানং প্রতি স্বসত্তয়ৈব সিদ্ধ্যন্নজড়োঽহমর্থ এবাত্মা।"—[শ্রীভাষ্যম্ বেঃ কোঃ ১ খং পৃঃ ৩৮।পং ১৯।২০]

তদেবমহমর্থরূপে নিরুপাধিপ্রিয়ে তস্মিন্ জ্ঞানে যত্তু জানাম্যহ-মিতি পৃথগ্জ্ঞানং প্রতীয়তে তদহমর্থং প্রভেব দীপং বিশিনষ্টি। জ্ঞান-মাত্র আত্মন্যহমর্থোঽধ্যস্ত ইতি তু ন যুজ্যতে, অধ্যাসকাভাবাৎ।

---

* "স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ" ইতি পূর্ব্বোক্তজামাতৃমুনিবচনম্।

† ব্যাখ্যানার্থং তত্ত্বসন্দর্ভধৃতজামাতৃমুনিবাক্যং সূচয়তি।

অনহঙ্কারস্থ জ্ঞানমাত্রস্য জড়স্য চাহঙ্কারস্য তৎকর্তৃত্বং ন সম্ভবতীতি। ন চ তস্মিন্নহঙ্কারে জ্ঞানচ্ছায়াপত্তিঃ—উভয়োরপি অচাক্ষুষত্বাৎ। নচায়ঃ-পিণ্ডে বহ্নিসম্পর্ককৃতৌষ্ণ্যবৎ জ্ঞানমাত্রসম্পর্ককৃতজ্ঞাতৃত্বং তস্মিন্নহঙ্কারে মন্তব্যম্, ঔষ্ণ্যবত্তদ্ধর্ম্মাসম্প্রতিপত্তেঃ।

নন্বসাবহঙ্কারঃ স্বাত্মানুস্যূততজ্জ্ঞানমভিব্যঞ্জয়ন্ জ্ঞাতৃভাবমাপদ্যত ইতি চেৎ তদপ্যযুক্তম্। অহঙ্কারাদিধর্ম্মিণস্তস্য ধর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ, স্বয়ং জ্যোতিষ আত্মনো ব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ। ব্যঙ্গ্যত্বে চ ভবতামননুভূতিত্ব-প্রসঙ্গাৎ। তদায়ত্তপ্রকাশেনাহঙ্কারেণ তস্য প্রকাশ্যত্বাসম্ভবাৎ। ন চ রবিকরাভিব্যঙ্গ্যেন হস্তেন চ রবিকরা অভিব্যজ্যন্তে। হস্তপ্রতিহত-গতয়োহি তে বাহুল্যাৎ স্বয়মেব স্ফুটতরমুপলভ্যন্তে। তস্মাৎ স্বতএব জ্ঞাতৃতয়া সিদ্ধ্যন্নহমর্থ এব প্রত্যগাত্মা ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্।*

---

* "অনহঙ্কারস্য" ইত্যাদিকমারভ্য "প্রত্যগাত্মা ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্" ইতিপর্য্যন্তং শ্রীভাষ্যবাক্য-তাৎপর্য্যাবলম্বনেনৈব লিখিতমিতি প্রতিভাতি, তদ্ যথাঃ—"এবং রূপবিক্রিয়াত্মকং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপস্যাত্মনঃ এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্যাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বসম্ভবঃ। জড়স্বরূপস্যাপ্য-হঙ্কারস্য চিৎসন্নিধানেন তচ্ছায়াপত্ত্যা তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ম্ চিচ্ছায়াপত্তিঃ—কিমহঙ্কারচ্ছায়াপত্তিঃ সম্বিদঃ?—উত সম্বিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্য? ন তাবৎ সম্বিদঃ, সম্বিদো জ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ। নাপ্যহঙ্কারস্য, উক্তরীত্যা তস্য জড়স্য জ্ঞাতৃত্বাযোগাৎ দ্বয়োরপ্য-চাক্ষুষত্বাচ্চ; নহ্যচাক্ষুষাণাং ছায়া দৃষ্টা। অথ—অগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডৌষ্ণ্যবৎ চিৎসম্পর্কাজ্ জ্ঞাতৃত্বোপলব্ধিরিতি চেৎ;—নৈতৎ, সম্বিদি বস্তুতো জ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহ-ঙ্কারে জ্ঞাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা। অহঙ্কারস্য হ্যচেতনস্য জ্ঞাতৃত্বাসম্ভবাদেব সুতরাং ন তৎসম্পর্কাৎ সম্বিদি জ্ঞাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা। * * * আত্মনঃ স্বয়ং জ্যোতিষো জড়স্বরূপাহঙ্কারাভি-ব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ।

'শান্তাঙ্গার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ।
স্বয়ং জ্যোতিষমাত্মানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমৎ॥' আত্মসিদ্ধিঃ।

স্বয়ং প্রকাশানুভবাধীনসিদ্ধয়োহি সর্ব্বে পদার্থাঃ। তত্র তদায়ত্তপ্রকাশোঽচিদহঙ্কারোঽহ-মুদিতানস্তমিতস্বরূপপ্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভিব্যনক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি। * * * ন চ রবিকরনিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্যকরতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সম্বিদভিব্যঙ্গ্যাহঙ্কারাভিব্য-

এবং "সুখমহমস্বাপ্সম্" ইতি সুষুপ্ত্যনন্তরং পরামর্শাৎ—তত্রাপ্যহমর্থতা সুখিতা জ্ঞাতৃতা চ গম্যতে।*

তদানীং তমোগুণাভিভবাৎ ন স্ফুটোঽহববোধঃ। "এতাবন্তং কালং নাহমজ্ঞাসিষম্" ইতি তু পরাগ্বিষয়ঃ প্রতিষেধঃ, অজ্ঞান-সাক্ষিণোঽহমর্থস্যানুবৃত্তেঃ।

"মামহং ন জ্ঞাতবান্" ইতি পরামর্শে চ তদানীমেকোঽহমংশঃ স্বাজ্ঞানবিষয়ত্বেন প্রতীয়তে।† অন্যস্তু তৎসাক্ষিত্বেন। ততঃ পূর্ব্বং পরামর্শকোটিপ্রবিষ্টং মহত্তত্ত্বজদেহোঽহমিত্যুপাধ্যভিমানিনমহমংশং সুষুপ্তৌ নিলীনং তদানীমনুভবসিদ্ধস্ততঃ পরোঽহমংশঃ শুদ্ধাত্মা ন জ্ঞাতবানিত্যেবং তত্র বিবেকঃ।

জাগ্রদাদ্যবস্থয়োস্তদ্যুগলস্যাবিবেকশ্চ পরস্পরতাদাত্ম্যাপত্ত্যপেক্ষয়া।

ততঃ পরাগ্রূপস্যৈবাহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তঃপাতঃ। "অস্যৈবাহঙ্কারস্যাভূততদ্ভাবেঽর্থেষু চ্বিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তির্দ্রষ্টব্যা।"[১]

তস্মাদহমর্থস্তদন্যস্তদা সাক্ষিত্বেনাবতিষ্ঠত এব। তথৈব "সুষুপ্তাবাত্মা তত্রাঽজ্ঞানসাক্ষিত্বেনাস্তে ইতি ভবদীয়া প্রক্রিয়া। সাক্ষিত্বঞ্চ

জ্ঞাত্বম্ সংবিদঃ সাধীয়ঃ, তত্রাপি রবিকরনিকরাণাং করতলাভিব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ, করতলপ্রতিহতগতয়োহিরণ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুটতরমুপলভ্যন্ত ইতি তদ্বাহুল্যমাত্রহেতুত্বাৎ করতলস্যাভিব্যঞ্জকত্বমিতি। [শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং ১ম খঃ পৃঃ ৪০—৪২]

* সবিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ তত্রৈব ৪৪ পৃষ্ঠো দ্রষ্টব্য ইতি। অপিচ "এতাবন্তং কালম্" ইত্যাদি অত্রৈব দৃশ্যমিতি।

† দৃশ্যতে চ শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং ৪৪ পৃষ্ঠে ইতি।

১। তথৈবোক্তং শ্রীভাষ্যে—"যস্ত্বহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্;—কথং তর্হ্যহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে—"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ" ? [শ্রীগী ১৩।১৪] ইতি। উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্ব্বেষহমিত্যেবোপদেশাত্তথৈবাহত্মস্বরূপপ্রতিপত্তেশ্চাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্। অব্যক্তপরিণামভেদস্যাহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতৈবোপদিশ্যতে। স ত্বনাত্মনি দেহেঽহংভাবকরণহেতুত্বেন অহঙ্কার ইত্যুচ্যতে। অস্য ত্বহঙ্কারশব্দস্য অভূততদ্ভাবার্থে চ্বিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তির্দ্রষ্টব্যা" [শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং ৪৭ পৃঃ] অনহমহং ক্রিয়তে অনেন চ্বিপ্রত্যয়াৎ পরং করণে ঘঞ্—ইতি।

সাক্ষাজ্‌জ্ঞাতৃত্বমেব। তথাচ ভগবান্ পাণিনিঃ—"সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অষ্টা ৫।২।৯১ সূত্রম্] ইতি। স চায়ং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোঽস্মদর্থ এবেতি কুতস্তদানীমহমর্থো ন প্রতীয়েত।" [শ্রীভাষ্য বেং কোং ১ খং ৪৫ পৃঃ]

মোক্ষদশায়ামপ্যহমর্থোনানুবর্ত্ততে ইতি চেৎ অস্মচ্ছব্দাভিধেয়স্যাত্মনোনাশভয়াৎ।

তদা যা কাচিৎ সম্বিদনুবর্ত্ততি তত্রাপ্যাত্মত্বেনাভিমানাভাবাদপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষপ্রস্তাবাদিতি মোক্ষশাস্ত্রবৈয়র্থ্যং স্যাৎ।*

কিঞ্চ "স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপ্যহমিত্যেব প্রকাশতে স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ। যোযঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে স সর্ব্বোঽহমিত্যেব প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদিসম্মতঃ সংসার্য্যাত্মা। যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি; নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে যথা ঘটাদিঃ"। [শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং ৪৬ পৃঃ]

ততোদেহাদিব্যতিরিক্তোঽহমেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি তথাজ্ঞানং নাজ্ঞত্বমুৎপাদয়তি। অপি তু দেহাদ্যহম্ভাববিরোধিত্বান্মোচয়ত্যেব।

অতএব লব্ধবিজ্ঞানানামপ্যহম্ভাবঃ শ্রূয়তে। "তদ্বৈ তৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রাতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি" [বৃঃ আঃ উ, ৩।৪।১০] "অহমেব প্রথমমাসং বর্ত্তামি ভবিষ্যামীতি" [অথর্ব্ব শির ৯ খণ্ড]।

কিঞ্চ "সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছব্দপ্রত্যয়মাত্রভাজঃ পরব্রহ্মণো ব্যবহারোঽপ্যেবমেব। যথা "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" [ছাঃ ৬ প্র ৩খ ২] "বহুস্যাং প্রজায়েয়" [তৈঃ আরণ্যক ৬ অনু ২] "স ঐক্ষত লোকানসৃজা" [ঐতরেয় ২ অনু ১খ ১] ইতি। "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহম্" [গীতা ১৪।১৮] ইত্যাদি চ বহুতরম্। তস্মাদহমর্থ এবাত্মা প্রতিক্ষেত্রং ভিন্ন ইতি।

তত্রান্যে প্রতিক্ষেত্রমভেদং দ্বিধা বর্ণয়ন্তি—উপাধিপার্থক্যাৎ ব্যবহারে

* শ্রীভাষ্যে [বেং কোং ১খং ৪৫ পৃঃ] সবিস্তারং দ্রষ্টব্যমিতি।

পৃথগভিমানিনোঽপি তত্তদুপাধেঃ কল্পিতত্বাদ্বস্তুতস্ত্বভিন্না এবেতি কেচিৎ ব্যবহারেপ্যেক এব জীবাভিমানী স্বপ্নবৎ তৎ, কল্পিতাস্তদভিমানশূন্যাস্ত্বপর ইতি কেচিৎ।

তত্রোভয়মপি মূলাজ্ঞানাশ্রয়নিরূপণাসামর্থ্যাদেব নিরস্তমস্তি। তথা পরিচ্ছেদাভাসপ্রতিবিম্ববাদেষু সংশয়স্য দর্শয়িষ্যমাণত্বান্ন প্রাগুক্তমপি মতং বুদ্ধিগোচরম্।* "একোদেবঃ" [শ্বেতাশ্ব ৬।১১] ইত্যাদিকন্তু পরমাত্ম-পরম্।

অস্যৈকত্ববিশেষণেন জীবস্য তু বাহুল্যং সূচ্যতে। এবমন্যত্রাপি বিবেচনীয়ম্। অগ্রে তু জীবপরমাত্মনোরেকস্বরূপত্বে নিষিদ্ধে স্বয়মেবাভেদঃ পরাহন্যতে।

অথৈকজীববাদে তু † তন্মতগুরূণাং "ত্বমেব সএকোজীবঃ" পরে তু জীবেশ্বররূপাবিকল্পাস্ত্বৎকল্পিতাঃ স্থাণু-পুরুষকল্পাঃ" ইতি সর্ব্বং প্রত্যেব

---

* একজীববাদ-পোষণার্থং ব্রহ্মণস্ত্রিবিধাবস্থা কল্পিতৈবাদ্বৈতবাদিভিঃ; নিরাকৃতং তদ্বিকল্পং স্বয়মেব গ্রন্থকৃতা তদীয়তত্ত্বসন্দর্ভগ্রন্থে, ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণৈঃ। তদ্যথা—"ইদমত্র বোধ্যম্ঃ—নচ টঙ্কছিন্নপাষাণখণ্ডবদ্বাস্তবোপাধিচ্ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডবিশেষঃ ঈশ্বরো জীবশ্চ, ব্রহ্মণোঽচ্ছেদ্যত্বাদখণ্ডত্বাভ্যুপগমাচ্চ, আদিমত্ত্বাপত্তেশ্চেশ্বরজীবয়োঃ, যত একস্য দ্বিধা ত্রিধা বিধানং ছেদঃ। নাপ্যচ্ছিন্ন এবোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্ম প্রদেশবিশেষ এব স সঃ, উপাধৌ চরত্যুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশচলনাযোগাৎ, প্রতিক্ষণমুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাদনুক্ষণমুপাহিতত্বানুপহিতত্বাপত্তেঃ।"

(ক) "যদ্বিন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদিশ্রুতেস্তস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো মায়য়া পরিচ্ছেদাদীশ্বরজীববিভাগঃ স্যাৎ। তত্র বিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো মহান্ খণ্ড ঈশ্বরঃ, অবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নঃ কনীয়ান্ খণ্ডস্তু জীবঃ। বিদ্যায়াং প্রতিবিম্বঈশ্বরঃ, অবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বস্তু জীবঃ। ন চ কৃৎস্নং ব্রহ্মৈবোপহিতম্ স সঃ, অনুপহিতব্রহ্মব্যপদেশাসিদ্ধেঃ। নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানম্, উপাধিরেব স সঃ, মুক্তাবীশজীবাভাবাপত্তেরিতি তুচ্ছঃ পরিচ্ছেদবাদঃ। নির্ধর্ম্মকস্যোপাধিকসম্বন্ধাভাবাৎ, ব্যাপকস্য বিম্বপ্রতিবিম্বভেদাভাবান্নিরবয়বস্য দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ, ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বঈশ্বরো জীবশ্চ নেত্যর্থঃ। রূপাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্য পরিছিন্নস্য সাবয়বস্য চ সূর্য্যাদেস্তদ্বিদূরে জলাদ্যুপাধৌ প্রতিবিম্বোদৃষ্টঃ, তদ্বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন শক্যো বক্তুমিত্যর্থঃ।

† পরব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশাজ্জীবস্যৈকত্বমিত্যাহুরদ্বৈতবাদিনঃ। তচ্চ একজীববাদস্তেষাং মতে জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বশ্রুতিবশাদপি নানাত্বস্তৌপাধিকত্বম্। তদ্যথাঃ—"তত্ত্বমসি" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭)

বদতাং বঞ্চনাকারিত্বমেব লক্ষ্যতে—স্বস্য চেতনাভিমানসত্তোপলব্ধেরন্যো-ঽপি তথাবিধোভবেদিতি সম্ভবপ্রমাণসিদ্ধঞ্চ জীবান্তরম্। তথা অন্যত্রাপি প্রাণিনি স্ববত্তত্তদ্ধর্ম্মোপলব্ধেরনুমানসিদ্ধঞ্চ।

বাণকন্যাদাবনিরুদ্ধাদিবৎ স্বপ্নাদৃষ্টানামপি কাল্পনিকত্বব্যভিচারাৎ তদ্দৃষ্টানাম্ সর্ব্বেষামেবাকাল্পনিকত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।২৯] ইতি ন্যায়াচ্চ দৃষ্টান্তবৈকল্যাঞ্চ,—তথা সহস্রধা পৃথক্ পৃথক্ সুখদুঃখাভিমানিজীবানন্ত্যপ্রতিপাদকশ্রুতিপুরাণাগম-স্মৃতিপ্রভৃতিশাস্ত্র-সহস্রকদর্থনা চ।

তচ্চ শাস্ত্রম্—"যে বৈকে চাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" [কৌষ উঃ ১।২] ইত্যাদি। এবমনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য জীবস্য স্বতো জ্ঞানোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। স্বতর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ বেদগুরূপদেশয়োশ্চ তদজ্ঞানমাত্রকল্পিতত্বেন স্বতর্কবচনান্তরে চ পর্য্যবসানাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ জায়ত ইতি। তস্মাৎ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্ন এব জীবঃ। তথৈব সযুক্তিকং শ্রীভগবদ্বাক্যম্।

"অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনং।
স্বতো ন সম্ভবেদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদোভবেৎ॥"

ইতি [শ্রীভাগ ১১।২২।১০]

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" [কঠ উঃ ২।৯] ইতি শ্রুতেঃ।

অণুরিতি * অতঃস্বয়ং নিরবয়ব এব জীব ইতি। তচ্চাণুত্বম্

"অহং ব্রহ্মাস্মি" [বৃঃ আঃ ১।৪।১০] "এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" [বৃঃ আঃ ৩।৪।১] "এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" [বৃঃ আঃ ৩।৭।৩]

"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা" ইতি।
"এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥" (ব্রং বিং ১২)

* পূর্ব্বোক্তজামাতৃমুনিবাক্যাংশং সূচয়তীতি।

"উৎক্রান্তি গত্যাগতীনাং" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।১৯] শ্রবণাত্তাবৎ প্রতীয়তে। "স যদাস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি সহৈব তৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতীতি [কৌষীত ৩।৩] "যে বৈকে চাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি"ইতি [কৌষ উঃ ১।২] "তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যাস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" [বৃঃ আঃ ৪।৪।৬] ইতি চ শ্রুতেঃ। পরিচ্ছিন্নস্যৈব তত্তৎসম্ভবে সতি দেহপ্রমাণতায়াং বিকারিতাপত্তেরণুত্ব এব পর্য্যবসানাত্তদেব ব্যক্তম্।

জীবস্যাণুত্বম্।

অত্রোৎক্রান্তির্ব্বা বিভুত্বেঽপ্যচলতোঽপি গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিরূপা ব্যাখ্যায়েত* গত্যাগতী তু স্বাত্মনৈব সম্ভবতঃ;—গমেঃ কর্ত্তৃস্থক্রিয়াত্বাৎ। অতো গমের্যাথার্থ্যে সতি তৎসাহচর্য্যেণ সর্ব্বোৎক্রমসাহচর্য্যেণ চোৎক্রান্তেরপি নান্যথাত্বং কল্প্যম্। শ্রুতিবিরুদ্ধৈব চেয়ং কল্পনা। "চক্ষুষো বা মূর্দ্ধো বান্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" [বৃঃ আঃ ৪।৪।২] ইত্যাদৌ তত্তদঙ্গাবধিকবিশ্লেষনির্দ্দেশাৎ পক্ষিবদুৎপতনরূপৈবোৎক্রান্তিরিত্যাপত্তেঃ। অতএব শ্রুত্যাদিষু জলূকাদৃষ্টান্তোঽপি ঘটতে।

ননু "সবা এষ মহানজ আত্মা [বৃঃ আঃ ৬।৪ ২৫] যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" [বৃঃ আঃ ৪।৪।২২] "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" "সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যাদৌ ব্যাপ্তিঃ শ্রূয়তে। ন পূর্ব্বত্রারুন্ধতীদর্শনবৎ† জীবমনূদ্য ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যতে—পরমাত্মাধিকারাৎ। অতঃ সর্ব্বগতত্বমুক্ত্বৈব সত্যমিত্যাদি প্রসিদ্ধপরমাত্মলক্ষণমুক্তম্। মহচ্ছব্দস্ত্বগ্রে ব্যাখ্যাতব্যঃ। অত্র কুত্রচিদ্ব্যাপ্তাত্মন ইতি বহুত্বনির্দ্দেশাদপি জীবা ন মন্তব্যাঃ—অত্রাপি পরমাত্মাধিকারাৎ। "স আত্মেদং সৃজতি" ইত্যাদ্যুক্তেঃ,—বহুত্বান্তাবির্ভাবাস্মদভেদবিবক্ষয়া।

কিঞ্চ জীবস্য সাক্ষাদণুত্বমপি শ্রূয়তে—

---

* তথোক্তং শ্রীমচ্ছঙ্করেণ, দ্রষ্টব্যমত্র তদ্ভাষ্যম্ [২।৩।২০]

† "যথারুন্ধতীং দিদর্শয়িষুস্তৎসমীপস্থাং স্থূলাং তারামমুখ্যাং প্রথমমরুন্ধতীতি গ্রাহয়িত্বা তাং প্রত্যাখ্যায় পশ্চাদরুন্ধতীমেব গ্রাহয়তি তদ্বৎ।" [শাঙ্করভাষ্য ১।১।৮ সূঃ]

"এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণাঃ পঞ্চধা সন্বিবেশ" [মুণ্ড ৩।১।৯] ইতি প্রাণসম্বন্ধোক্তেঃ।

উন্মানমপি দৃশ্যতে—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" [শ্বেতাশ্ব ৫।৯] ইত্যত্র,

"আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোহপি দৃষ্টঃ" [শ্বেতাশ্ব ৫।৮] ইত্যত্র চ।

"নম্বণুত্বে সত্যেকদেশস্থস্য সকলদেহোপগতোপলব্ধির্বিরুধ্যতে" ? ন। হরিচন্দনবিন্দোঃ সকলদেহাহ্লাদনবদিহাপ্যবিরোধাৎ। নচ হরিচন্দনবিন্দোরেকদেশত্বং প্রত্যক্ষসিদ্ধং, নত্বাত্মন ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যম্। "হৃদ্যেষ আত্মা" [প্রশ্ন ৩।৬] "সবা এষ আত্মা হৃদি" [ছান্দোঃ ৮।৩।৩] "কতম আত্মা" ইতি। "যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ—প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" [বৃঃ আঃ ৪।৩।৭] ইত্যাদ্যুপদেশেভ্যস্তস্যাপি তথাত্বসিদ্ধেঃ। সিদ্ধায়াং চাণুতায়ামিত্থমপ্যবিরোধঃ। চিদ্রূপস্যাপি জীবস্য চেতয়িতৃত্ব-লক্ষণচিদ্‌গুণব্যাপ্তেরণোরপি সতো নিখিলদেহব্যাপিতা স্যাৎ। লোকে দীপাদয়ঃ প্রকাশাঃ হ্যেকদেশস্থা অপি সম্যগ্ গৃহাদিকং স্বকীয়েন প্রকাশাকারেণ গুণেন প্রকাশয়ন্তি তদ্বৎ।

নচ দীপপ্রভা দীপাদ্বিশীর্ণাঃ পরমাণব এব। পরম-রক্তাদিচ্ছবি-দুকূলাদীনাং মহাহীরকাদিমণীনাঞ্চ রক্তাদয়ো গুণা নিজপর্য্যন্তভূমিং রঞ্জয়ন্তীতি দৃশ্যতে। তত্র গুণগুণিনোঃ পৃথগুপলম্ভনাৎ দুকূলাদ্যনাশাৎ হীরকে তু পরাগক্ষরণাত্যন্তাসম্ভবাচ্চ। সতি চ পরাগরক্ষণে বায়ুপ্রাতি-কূল্যেন মণ্যাদিপ্রভায়া একস্যাং দিশি ন বিসরণং স্যাৎ যস্যাং তু দিশি তদানুকূল্যং তত্র তু বিসরণবাহুল্যং স্যাদিতি তদ্বদ্দীপাদীনাং গুণএব প্রভা ভবিষ্যতি। অতএবাদ্রব্যত্বাদ্দীপাদিবদসৌ বাদ্যাদিভির্ন বিক্ষিপ্যতে।

শ্রীগীতোপনিষৎস্বপি তথা দৃষ্টান্তিতম্—

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত" ইতি ॥

[গীতা ১৩।৩৩]

এবমেব অণবশ্চেতি ন্যায়সিদ্ধাণুত্বানাং মনআদীন্দ্রিয়াণাং প্রকাশো ব্যাততো দৃশ্যতে "মনসা মেরুং গচ্ছতি"ইত্যাদৌ দূরশ্রবণ-দর্শনাদি-সিদ্ধৌ চ। শ্রুতিশ্চ "দিবীব চক্ষুরাততম্" ইত্যাদিকা। তদেবমণব-শ্চেত্যত্রৈব মাধ্বভাষ্যোদাহৃতা শাণ্ডিল্যশ্রুতিঃ, তদ্যথা,—নহ্যণুচক্ষুষঃ প্রকাশো ব্যাততোঽণুর্হ্যেবৈষ পুরুষঃ" [মাধ্বভাষ্যে ২।৪।৮] ইতি।

অন্যত্র চ গুণো গুণিসমীপদেশং ব্যাপ্নোতীতি দৃশ্যতে। যথা পুষ্পাদৌ গন্ধঃ। গন্ধস্যাপি সহৈবাশ্রয়াংশেন বিশ্লেষ ইতি চেৎ? ন। মূলদ্রব্যোন্মান-হানিপ্রসঙ্গাৎ।

পরমাণূনামেব বিশ্লেষান্নাল্পকালেন মান-হানিরিতি চেৎ, তেষা-মতীন্দ্রিয়ত্বেন তদ্গুণাগ্রহণাযোগাৎ স্ফুটগন্ধস্তু কস্তূর্য্যাদিষ্বিতি। এবং কায়ব্যূহে গন্ধদৃষ্টান্তো জ্ঞেয়ঃ,—পৃথিবী-গন্ধস্য পৃথিবীব্যতিরিক্তে জলাদাবিব জীবগুণস্য দেহান্তরবৃন্দেঽপি ব্যাপ্তিঃ সম্ভবতি* দৃষ্টান্তে, তদ্গন্ধস্য নেতা বায়ুর্দার্ষ্টান্তিকে ত্বীশ্বর এবেতি,—তথৈব মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিতা শাণ্ডিল্যশ্রুতিঃ—

"অথৈক এব সন্ গন্ধবদ্ব্যতিরিচ্যতে তথৈকীভবতি তথা বহ্বীভবতি। তং যথেশ্বরঃ প্রকুরুতে তথা তথা ভবতি, সোঽচিন্ত্যঃ পরমো গরীয়ান্" ইতি। [মাধ্বভাষ্য ২।৩।২৭]

তস্মাজ্জীবঃ স্বগুণেনৈব ব্যাপ্নোতীতি। তথা "হৃদয়ায়তনত্বমণু-পরিমাণত্বং চাত্মনোঽভিধায় তস্যৈব "আলোমেভ্য আনখেভ্য" [ছাঃ উঃ ৮।৮।১] ইতি চেতনাগুণেন সর্ব্বশরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি। এবং "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" [কৌষী ৩।৬] ইতি চাত্মপ্রজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃকরণভাবেন পৃথগুপদেশাৎ গুণেনৈবাস্য সর্ব্বশরীরব্যাপিত্বং গম্যতে" [শাঙ্করভাষ্য ২।৩।২৭-২৮]।

অত্র যদি প্রজ্ঞাশব্দং বুদ্ধৌ বর্ত্তয়েৎ তথাপি তস্যা অণুত্বাভ্যুপগমাৎ তয়া শরীরব্যাপ্তিরশক্যা। প্রজ্ঞারূপেঽপি জীবে প্রজ্ঞয়েতি "ভেদ-

---

* মন্ত্রাদিনা দেহান্তরে জীবন্যাসঃ। টী।

ব্যপদেশঃ শিলাপুত্রশরীরবৎ” [শঙ্করভাষ্য ২।৩।২৯] ইত্যত্র তু শ্রুত্যর্থঃ ক্লিষ্টঃ স্যাৎ। তদেকমাত্রেঽপি—শক্তিস্থাপনা তু মুহুরেব দর্শিতা,—“তস্মাদণুরেব জীবঃ” ইতি প্রান্তে পুনরেব তে হেতবঃ প্রত্যবস্থাপ্যন্তে।

ননূৎক্রান্তাদয়ো হ্যত্রোপাধ্যুৎক্রান্তাদিভিরেব ব্যপদিশ্যন্তে ন ? । উৎক্রমবাক্যে “সহৈবৈতৈঃ” [কৌষীত ৩।৩] ইতি সহশব্দশ্রবণাৎ সহশব্দোহি প্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং বোধয়তি। ততশ্চ গত্যাগতী অপি তথৈব ভবতঃ। অচলনে প্রমাণান্তরাভাবাৎ তদুৎক্রান্তিশ্রবণাদেব চ ঘটাকাশবদবুধদৃষ্ট্যভিপ্রায়মিতি ন চ বক্তব্যম্। শ্রীগীতোপনিষদস্তু দৃষ্টান্তবিশেষাৎ, গ্রহ্যুপাদানাচ্চ তস্যৈব চলনাগ্রণীত্বং বোধয়ন্তি।

“শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥”
[গীতা ১৫।৮] ইতি।

এবমেব চ সূত্রমুপোদ্বলয়তি “তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্” [ব্রহ্ম সূঃ ৩।১।১] ইতি প্রাণস্তু তদ্রথস্থানীয়ঃ। যথোক্তং শ্রুত্যা ঃ—

“কস্মিন্নহমুৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বাহং প্রতিষ্ঠামি” ইতি। [প্রশ্ন উঃ ৬।৩]।

অতঃ স্বয়ং তত্র স্থিতঃ* এব চলতি ন তু পক্ষ্যাদিবদঙ্গং বিক্ষেপন্নেব। অতো “লেলায়তি” [বৃঃ আঃ ৪।৩।৭] ইবেতি শ্রুতাবিবশব্দপ্রয়োগঃ। তথাপি তস্যৈব তত্রাগ্রণীত্বং রথিবৎ। তচ্চোক্তং শ্রুত্যা—

“তমুৎক্রান্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” [বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।২] ইতি।

ননু “এষোঽণুরাত্মা” ইত্যাদৌ পরমাত্মন এব প্রকরণং ততোঽণুত্বঞ্চ দুর্জ্ঞেয়ত্বেনৈব বক্তব্যম্। ন। প্রাণলিঙ্গেন প্রকরণবাধাৎ। তদুক্তম্। “শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-স্থান-প্রকরণসমাখ্যানাং পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ”

* তৃণজলুকেব।

[মীমাং সূ ৩।৪।২] ইতি গোপবনশ্রুতাবপি স্পষ্টমেবাহৈতৎ। "অণুর্হ্যেষ আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ* পুণ্যং বা পুণ্যম্" [মাধ্বভাষ্যে ২।৩।১৯ সূঃ ভাষ্যধৃতম্] ইতি। ননু "বালাগ্রশতভাগস্য" [শ্বেতাশ্ব ৫।৯] ইত্যাদ্যন্তে "স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি শ্রবণাদৌপাধিকমেবাণুত্বং পারমার্থিকং বিভুত্বমিত্যবগম্যতে ? ন। আনন্ত্যশব্দস্য মোক্ষে রূঢ়ত্বাৎ,—"অন্তো" মরণং তদ্রাহিত্যমানন্ত্যমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মপ্রবিষ্টস্য তত্তাদাত্মাপত্ত্যা† বিশ্বদ্রীচীন-তচ্ছক্তিস্পর্শাদ্বানন্ত্য-ব্যপদেশঃ। সালোক্যে তু তদনুগ্রহাত্তৎস্পর্শ ইতি। তদুক্তং শ্রীভগবতোদ্ধবং প্রতি—

"জীবোজীবেন নির্ম্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরং চরেৎ"॥

[শ্রীভাগ ১১।২৫।৩৬] ইতি।

শ্রুত্যন্তরে তু সূক্ষ্মত্বরূপেণোপাধিগুণেন তদ্রূপেণৈব স্বগুণেন চাণুত্বমুক্তম্—

"বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ"

[শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইতি।

নন্বণোশ্চন্দনদৃষ্টান্তেন ব্যাপকতা ন ঘটতে—চন্দনস্য সূক্ষ্মাবয়ব-বিসর্পণেন সকলদেহ-হ্লাদয়িতৃত্ব-সম্ভবাৎ। তদযুক্তম্—অদৃষ্ট-কল্পনাপত্তেঃ। তর্হি কথমিতি চেৎ ? অচিন্ত্যোহি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি লোকপ্রসিদ্ধিরেব ভবিষ্যতি। ক্বচিজ্জতুজটিলা‡মহৌষধ্যাদিদ্রব্যেণ হস্তাদি-বদ্ধেনাপি তত্তৎপ্রভাবো দৃশ্যতে। স্পর্শমণিনৈকদেশস্পর্শেঽপি লোহ-লোষ্ট্রস্য সুবর্ণতা চ। স্বীকৃতঞ্চৈতৎ পঞ্চমবেদেন—

---

* বদ্ধীত। † বিশ্বব্যাপি।

‡ উক্তঞ্চ পদমেতৎ পরমাত্মসন্দর্ভে ৩৩ বাক্যে যথাঃ—অণোরস্তস্তদেহ-চেতয়িতৃত্বং প্রভাববিশেষাদ্গুণাদেব ভবতি,—যথা শিরআদৌ ধার্য্যমাণস্য জতুজটিলস্যাপি মহৌষধিতস্য দেহ-পুষ্টিকরণাদিহেতুঃ—প্রভাব ইতি।

"অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ।
যথাব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দ্রনবিপ্রুষঃ ॥" [ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্] ইতি ।

অত্র প্রভাতিশয়-বোধনায়ৈব হি হরিচন্দনশব্দঃ প্রযুক্তঃ ।

ননু চেতনাগুণব্যাপ্তিসিদ্ধান্তে গুণস্য গুণিদেশত্বাৎ গুণিনমনাশ্রিতস্য গুণত্বমেব হীয়তে" [শাঙ্কর ভাষ্য ২।৩।২৯] নাগুণস্য তদতিরিক্তব্যাপিতায়াং দুকূলাদৌ দর্শিতত্বাৎ। অতিরিক্তব্যবস্থিতস্যাপি গুণস্য তমাশ্রিত্যৈবাবস্থিতি-প্রতিপত্তেঃ।

অতএব গন্ধস্যাপি ন স্বাশ্রয়ত্বব্যভিচারঃ। ততএব তৎপ্রভাবাৎ। অতএবোক্তং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নেন—

"উপলভ্যাপ্সু চেদ্গন্ধং কেচিদ্ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ ।
পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপোবায়ুঞ্চ সংশ্রিতম্ ॥"

[শাং ভাং ধৃতম্ ২।৩।২৯] ইতি ।

তস্মাদণুরেব জীবঃ, চেতনাগুণেন তু স্বশরীরব্যাপীতি ।

অত্রাশঙ্কতে "সবাএষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" [বৃঃ আঃ ৪।৪।২২] ইত্যত্র মহচ্ছব্দান্ন সম্ভবত্যণুত্বমিতি ।

উচ্যতে—যুক্তি-সম্বন্ধেনাণুত্বশ্রবণেন মহচ্ছব্দস্য বিভুতায়ামপ্রসিদ্ধাবার্থান্তরোপস্থিতাবণুরপ্যুৎকর্ষগুণেন সারত্বাদেব মহানিতি ব্যপদিশ্যতে মহারত্নবৎ।

যথৈব প্রাজ্ঞঃ—পরমাত্মা বিভুরপিদুর্জ্ঞেয়তাগুণেনৈব অণোরণীয়ান্ কাঠকেত্যুচ্যতে। তদেবং "তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।২৯] ইত্যপি ব্যাখ্যাতম্। অপর ইদমেব ব্যাচষ্টে—সচেতনালক্ষণো যো গুণো মহৌষধ্যাদিবদচিন্ত্যপ্রভাবঃ স এব সারো ব্যভিচাররহিতো যত্র তথাভূতত্বাৎ সর্ব্বশরীরব্যাপিতানির্দ্দেশঃ সম্ভবতি।

যথৈব প্রাজ্ঞস্য শ্রুতৌ অচিন্ত্যশক্তিত্বং দৃশ্যতে তথৈবাস্যানুরূপং স্যাদিতি অস্মিন্ ব্যাখ্যানে মহচ্ছব্দস্যোৎকৃষ্টতা মাত্রং বাচ্যং স্বয়মুহ্যম্।

হরিচন্দনদৃষ্টান্তেন তাদৃগর্থো ন সূত্রে তস্মিন্নভিব্যক্ত ইতি পুনঃ সূত্রঞ্চেদমিত্যপি জ্ঞেয়ম্।

কিঞ্চ তেষাং জীবগুণানাং বহ্নেরৌষ্ণ্যাদিবৎ অনাদ্যনন্তকালাবস্থাপ্যাত্মসমানকালমেব বাপ্যভবনশীলত্বান্ন কদাচিদ্ব্যভিচারাশঙ্কা। তথাচ দর্শয়তি শ্রুতিঃ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" [বৃঃ আঃ ৪।৩।৩০] ইত্যাদ্যা। মোক্ষে তু তেষা১মভিব্যক্তির্জ্জায়তে। যৌবনে পুংস্ত্রীভাববিশেষবৎ। তদুক্তং শঙ্করশারীরকেঽপি।*

তৎপুনরীশ্বরসমানধর্ম্মত্বং তিরোহিতং সৎ পরমভিধ্যায়তস্তিমিরতিরস্কৃতেব দৃক্‌শক্তিরৌষধিবীর্য্যাদীশ্বরপ্রসাদাদাবির্ভবতীতি। শ্রুতিশ্চ—

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ।
তস্যাভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥"

[শ্বেতাশ্ব ১।১১] ইত্যেবমাদ্যা।

"বলমানন্দমোজশ্চ সহজ্ঞানমনাকুলং।
স্বরূপাণ্যেব জীবস্য ব্যজ্যন্তে পরমাদ্বিভোঃ॥"

[ব্রহ্ম সূ মাঃ ভাঃ ২।৩।৩১ ধৃত] ইতি।

মাধ্বভাষ্যে দৃষ্টা গোপবনশ্রুতিশ্চ।

যদি চ তেষাং জীবেঽনভিব্যক্ত্যভিব্য২ক্তিব্যবস্থা ন কার্য্যা তদা তেষাং নিত্যমেব তস্মিন্নুপলব্ধিঃ স্যাৎ নিত্যমেব বা ন স্যাদিতি দোষ আপতেৎ। অন্যেষাং প্রাকৃতানাং দেহাদিবস্তূনাং তত্র তত্র প্রবৃত্তৌ জড়ত্বাৎ প্রতিবন্ধ এব বা স্যাৎ।

জীবস্বরূপ-গুণামননে সতি প্রবৃত্তিহেত্বভাবাৎ। তস্মাৎ স্বেন জীবোঽণুঃ স্বগুণেন তু দেহব্যাপীতি স্থিতম্।

অত্র শ্রীরামানুজীয়াস্তু স্বয়মেবং ব্যাচক্ষতে—"যথৈকমেব তেজোদ্রব্যং প্রভাপ্রভাবাদ্রূপেণাবতিষ্ঠতে, (তথৈকমেব চৈতন্যং তদ্রূপেণা-

১। জীবগুণচৈতন্যাদীনাম্।

* "পুংস্ত্বাদিবৎত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ" [ব্রহ্ম সূ ২।৩।২৯] ইতি সূত্রে দ্রষ্টব্যমিতি।

২। চৈতন্যাদীনাং জীবে নিত্যত্বং কিন্তু উপাধিযোগাযোগেঽনভিব্যক্ত্যভিব্যক্তী ভবত ইতি।

তিষ্ঠতে।) যদ্যপি প্রভা প্রভাবদ্দ্রব্যগুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব ন শৌক্ল্যাদিবদগুণঃ। স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্ত্তমানত্বাদ্রূপবত্ত্বাচ্চ শৌক্ল্যাদি-বৈধর্ম্ম্যাৎ, প্রকাশবত্ত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যমেব, নার্থান্তরম্। প্রকাশত্বঞ্চ,—স্বস্বরূপস্যান্যেষাং প্রকাশকত্বাৎ। অস্যা[1]স্তু গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদা-শ্রয়ত্বতচ্ছে[2]ষত্বনিবন্ধনঃ। ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ প্রচরন্তঃ প্রভেত্যু-চ্যন্তে—মণিদ্যুমণিপ্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ।" [শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং ১খং পৃঃ ৩৭]

"তস্মাদ্ যথা দীপাদেরব্যভিচারিপ্রভাগুণবত্ত্বাদ্ গুণিত্বব্যপদেশঃ তথা জীবস্যাপি তাদৃশত্বং যুক্তম্।

অতঃ স্বয়মণোর্জ্জীবস্য তেন গুণেনৈব বিভুত্বম্। স চ চৈতন্যগুণঃ স্বয়মবিচ্ছিন্ন এব সঙ্কোচবিকাশাববিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞাখ্যয়া শক্ত্যা ভজতীতি।

অত্রাদ্বৈতবাদিনামপি,—পরিচ্ছেদো বা প্রতিবিম্বো বা আভাসো বা জীবঃ স্যাৎ,—ত্রিধাপ্যবিভুরিত্যেবায়াতি। তত্র চ বুদ্ধিলক্ষণতদুপাধেঃ সূক্ষ্মত্বাঙ্গী-কারাৎ সূক্ষ্মত্বমপি সূচীরন্ধ্রাকাশবৎ, বালুকাকণপ্রতিফলিতসূর্য্যতেজোবৎ, তদা[3]ভাসবচ্চ। যত্র যত্রৈবোপাধয়শ্চলন্তি তত্র তত্রৈব পরিচ্ছিন্নত্বে-নৈবোদয়ন্তে তানীতি,—ইত্থমেব স্বয়ং তদাচার্য্যেণেন্দ্রিয়াণাং বিভুত্ববাদো-দূষিতঃ।

সর্ব্বগতানামপি বৃত্তিলাভঃ শরীরদেশে স্যাদিতি চেন্ন—বৃত্তিমাত্রস্য করণত্বোপপত্তেঃ। যদেবোপলব্ধিসাধনং বৃত্তিরন্যদ্বা তস্যৈব নঃ করণত্বং ন সংজ্ঞামাত্রে বিবাদ ইতি করণানাং ব্যাপিত্বকল্পনা নিরর্থিকেত্যনেন।

কিঞ্চ স্বয়ং তেনৈব চ "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্" [মুণ্ড ২।২।৫] ইত্যাদৌ শ্রুতৌ "দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্ব"ন্যায়েন* ব্রহ্মৈবাঙ্গীকুর্ব্বতা তদায়-তনত্বাভাবান্ন জীবস্তৎপ্রতিপাদ্য ইতি "প্রাণভৃচ্চ" [ব্রহ্মসূঃ ১।৩।৪]

১। প্রভায়াঃ। ২। জীবাংশত্বম্।

৩। প্রতিবিম্বযোগে বস্তন্তরে চাকচিক্যবিশেষঃ।

* "দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ"—ব্রহ্মসূত্রম্ ১।৩।১।

ইত্যত্র স্বীকৃতম্। "ন চোপাধিপরিচ্ছিন্নস্যাবিভোঃ প্রাণভৃতো দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বমপি সম্যগ্ ভবতি" [শাং ভাং] ইতি স্বয়ং লিখিতঞ্চ,— অন্যথা তৎসিদ্ধান্তো হীয়েত। "অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ" [ব্রহ্মসূঃ ২।৩।৪৯] ইত্যত্রাপি লিখিতম্—

"উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসন্তানঃ" [শাং ভাং] ইতি। তস্মাদুভয়বাদিমতেঽপ্যবিভুর্জীব ইতি একমেব "পৃথগুপদেশাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।২৮] ইত্যত্র মাধ্বভাষ্যোদাহৃতা সোপপত্তিককৌষিকশ্রুতিঃ—

"ভিন্নোঽচিন্ত্যঃ পরমো জীবসঙ্ঘাৎ
পূর্ণঃ পরো, জীবসঙ্ঘো হ্যপূর্ণঃ।
যতস্ত্বসৌ নিত্যমুক্তো হ্যয়ং চ
বন্ধান্মোক্ষং তত এবাভিবাঞ্ছেৎ" ইতি॥

তস্মাদণুরেব জীবঃ।

তথা "জ্ঞাতৃত্বেতি"।* অতঃ পূর্ব্বযুক্ত্যা জ্ঞাতৃত্বাদয়স্তস্যৈব ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ।

জীবস্য জ্ঞাতৃত্বম্।

তত্র নিত্যত্বং চাত্মনো "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।১৭] ইত্যত্র প্রসিদ্ধমেব। জ্ঞান এবেত্যত্র জ্ঞ ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞানাশ্রয়ত্বং চ স্বাভাবিকমেবেতি।

শ্রুতয়শ্চ "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" [বৃঃ আঃ ২।৪।১৪] "নহি বিজ্ঞাতু র্ব্বিজ্ঞাতে র্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" [বৃঃ আঃ ৪।৩।৩০] "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ। ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং স উত্তমঃ পুরুষঃ নোপজনং স্মরতীনং শরীরম্"। "এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি"[প্রঃ উঃ ৬।৫] ইত্যাদ্যাঃ। তদেবং তস্য স্বাভাবিকে জ্ঞাতৃত্বে সিদ্ধে যদবিদ্যায়া দেহোঽহমিত্যাদিকং জ্ঞাতৃত্বং তদপি তস্যৈব, কিন্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধাত্তস্য তৎ স্বাভাবিকং ন ভবতি, অপি তু বিক্রিয়াত্মকমেব, এতদপেক্ষয়ৈব শ্রুতৌ "ধ্যায়তী

* ব্যাখ্যানার্থং মূলগ্রন্থপদং সূচয়তি। দ্রষ্টব্যমেতৎ পরমাত্মসন্দর্ভে পঞ্চত্রিংশবাক্যে।

লেলায়তি ইব" [বৃঃ আঃ ৪।৩।৭] ইত্যত্র 'ইব'শব্দপ্রয়োগঃ কৃতঃ। অতস্তত্তদ্দেহাদ্যুপাধিস্বাস্থ্যতারতম্যাত্তস্য জ্ঞাতৃত্বস্য প্রকাশতারতম্যং ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। শুদ্ধস্য জ্ঞাতৃত্বং তূদাহৃতমেব।

তদেব জ্ঞাতৃত্বে সিদ্ধে কর্ত্তৃত্বমপি তদ্বদেবেতি।

"কর্ত্তৃত্বমাহ"*—তচ্চ কর্ত্তৃত্বম্,—অচেতনস্য স্বতঃ কর্ত্তৃত্বাসম্ভবাৎ তথা চৈতন্যসামানাধিকরণ্যেনৈব তৎপ্রতীতেস্তস্যৈব তদ্ধর্ম্মঃ। ক্বচিত্ত্বচেতনস্য যদ্দৃশ্যতে তদপি জীবভাবশ্রবণাৎ অন্তর্য্যামিসম্বন্ধাচ্চ,—যথা স্তন্য-ক্ষরণাদি।

জীবস্য কর্ত্তৃত্বম্।

যথা চ, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যো নদ্যঃ স্যন্দন্তে চৈতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ যাং যাঞ্চ দেশমনু" [বৃঃ আঃ ৩।৮।৯] ইত্যাদৌ। "ন ঋতে ত্বৎ ক্রিয়তে কিঞ্চনারে" ইত্যাদৌ চ। তস্মাচ্চৈতন্যরূপস্য জীবস্যৈব কর্ত্তৃত্বং ধর্ম্মঃ। এতদেব "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" [ব্রহ্মঃ সূঃ ২।৩।৩৩] ইত্যারভ্য "সমাধ্যভাবাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৩৯] ইত্যেতৎপর্য্যন্তং† সূত্রকারেণৈব যোজিতম্।

শ্রুতিশ্চ—

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" [তৈঃ উঃ ২।৫।১] ইতি। ন চেদং বুদ্ধ্যর্থম্।

"এষ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" [প্রশ্ন উঃ৫০।৯] ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।

"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যন্তর্য্যামিশ্রুতৌ তস্য বিজ্ঞানতয়াতিপ্রসিদ্ধেশ্চ।

অতএব "প্রাণান্ গৃহীত্বা" [বৃঃ আঃ ২।১।১৮] ইত্যত্র "তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়" [বৃঃ আঃ ২।১।১৭] ইত্যত্র প্রাণগ্রহণবিজ্ঞানাদানয়োঃ কর্ত্তৃত্বং তস্য লোহাকর্ষকমণিবৎ কেবলস্যৈব গম্যতে। অন্যগ্রহণাদৌ প্রাণাদি করণং প্রাণাদিগ্রহণাদৌ তু নান্যদস্তীতি।

---

* ব্যাখ্যানার্থং মূলগ্রন্থপদং সূচয়তি। দ্রষ্টব্যমেতৎ পরমাত্মসন্দর্ভে পঞ্চবিংশবাক্যে।

† বিশেষো দ্রষ্টব্যশ্চেৎ, উল্লিখিতসূত্রভাষ্যাণ্যনুসন্ধেয়ানীতি।

তদেতচ্ছুদ্ধস্যৈব কর্ত্তৃত্বধর্ম্মত্বং যোজয়িতুং পুনঃ "যথা চ তক্ষোভয়থা" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৪০] ইতি সূত্রয়িত্বা স চ জীবঃ করণযোগেন স্বশক্ত্যা চ কর্ত্তা ভবতীত্যঙ্গীকৃতম্। তক্ষা যথা তক্ষণে বাস্যাদিকরণেন বাস্যাদিধারণে তু স্বশক্ত্যৈব কর্ত্তা স্যাদিত্যুভয়থৈব কর্ত্তা ভবতি তদ্বদিতি সূত্রার্থঃ। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৩৩] ইত্যতঃ কর্ত্তেত্যনুবর্ত্তমানত্বাৎ। তত্র জড়াত্মকশরীরেন্দ্রিয়াদ্যাবেশেন তৈরেব করণৈর্যৎ কর্ত্তৃত্বং তচ্ছুদ্ধাদেব পুরুষাৎ প্রবর্ত্তমানমপি প্রকৃতি-বৃত্তি-প্রাচুর্য্যাৎ তত্তৎ-প্রধানত্বেন তৎকারণকত্বমেবেত্যুচ্যতে ইত্যাহ—"যত্তু"* ইতি। "যত্তু"—প্রাণগ্রহণাদিপূর্ব্বোৎক্রান্ত্যাদি তত্র স্বকারণতৈব স্ফুটা,—যথোদাহৃতম্—

"প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র" [শ্রীভাগ ১১।৩।৪০] ইতি।

"এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে" [৪।৪।২১ ব্রহ্মসূত্রমাধ্বভাষ্যে দৃষ্টা শ্রুতিঃ] "জক্ষৎ ক্রীড়ন্" [ছাঃ উঃ ৮।১২।৩]† ইত্যাদৌ মুক্তানামপি বিহারলক্ষণ-কর্ত্তৃত্বশ্রবণান্ন চ কর্ত্তৃত্বমাত্রস্য দুঃখাবহত্বমেবেতি বাচ্যম্। কিন্তু প্রকৃতি-সম্বন্ধিন এব কর্ত্তৃত্বস্য, তদেবং শুদ্ধাৎ প্রবর্ত্তমানমপি তৎসম্বন্ধি কর্ত্তৃত্বং তং শুদ্ধং ন মলিনয়তি চিচ্ছক্তিপ্রাধান্যাৎ।

অত এবাস্মিন্নেবৌদাসীন্যাদকর্ত্তৃত্বাদিব্যপদেশশ্চ ক্বচিদস্তি। অতএব—

"শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ" ইত্যুক্তম্।

"গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্"॥

[শ্রীভাগ ১১।১০।৩১]

ইত্যাদিকঞ্চ। শুদ্ধস্যৈব কর্ত্তৃত্বশক্তৌ চ যস্যাপি ব্রহ্মণি লয়স্তস্য ব্রহ্মানন্দেনাবরণাৎ কর্ম্মসংযোগাসংযোগাচ্চ কর্ত্তৃত্বশক্তেরন্তর্ভাব এবেত্যভ্যুপগন্তব্যম্।

---

* ব্যাখ্যানার্থং মূলগ্রন্থপদং সূচয়তি দ্রষ্টব্যমেতৎ তত্ত্বসন্দর্ভে পঞ্চত্রিংশবাক্যে।

† "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা" [ছাঃ উঃ ৮।১২।৩] ধৃতেয়ং শ্রুতিঃ শাঙ্করভাষ্যে [৪।৪।৫] শ্রীভাষ্যে [৪।৪।৮] শ্রীগোবিন্দভাষ্যে চ।

যস্য চ ভগবদ্ভক্তিরূপচিচ্ছক্ত্যা বিশিষ্টতা চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষপার্ষদ-দেহপ্রাপ্তির্ব্বা, তস্য তৎসেবাকর্ত্তৃতেতি ন প্রকৃতিপ্রাধান্যাৎ অপরত্র কৈবল্যাচ্চ।

অতো গুণাতীতমপি কর্ত্তৃত্বমুক্তমিত্যাহ—"পরমাত্মা" * ইতি। কিমপরং বক্তব্যম্। যতো ব্রহ্মানন্দমতিক্রম্যাপি তাদৃশকর্ত্তৃত্বসুখং দৃশ্যতে। যথা "যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাম্" [শ্রীভাগ ৪।৯।১০] ইত্যাদৌ।

জীবস্য ভোক্তৃত্বম্।

তদেতৎ প্রকৃতিমতীতস্যাপি কর্ত্তৃত্বম্ তত্রৈব ক্লেশ-হানিপূর্ব্বকং সুখঞ্চ তক্ষদৃষ্টান্তেনৈব সূচিতম্। তক্ষা হি বাস্যাদিযোগং বিনাপি স্বয়ং গৃহে ভোজনপানাদিকর্ত্তৃত্বং ভজতে, ক্লেশহানিপূর্ব্বিকাং নির্বৃতিঞ্চ ভজত ইতি তদেবং ভোক্তৃত্বমপি সিদ্ধম্।

তচ্চ প্রকৃতিসন্নিধানেনাপি ভবৎসম্বেদনরূপত্বেন জড়াত্মকপ্রকৃতি-বিরোধিরূপত্বান্ন তৎ প্রাধান্যং ভজতে। কিন্তু চিদাত্মকপুরুষপ্রাধান্য-মেব। তদেতদাহ "অথ"† ইতি। স্বরূপসম্বেদনসুখাদৌ তু প্রাধান্যং সুতরাং সিদ্ধমেব। স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশমানত্বাৎ। তদুক্তম্ "স্বদৃগিতি" তদেতদ্ব্যাখ্যাতং জ্ঞাতৃত্বাদি ত্রয়ম্। শ্রুতিশ্চ—

"অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা" [ছাঃ উঃ ৮।১২।৪] "স আত্মা কতম আত্মা যোয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" [বৃঃ আঃ ৪।৩।৭] "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" [প্র উঃ ৪।৯] ইতি।

"অথ পরমাত্মৈকশেষস্বভাব ইতি"[১]। এতদুক্তং ভবতি,—"ন তা-

---

* ব্যাখ্যানার্থং মূলগ্রন্থোক্তপদং সূচয়তি, দ্রষ্টব্যমেতৎ পরমাত্মসন্দর্ভে পঞ্চত্রিংশবাক্যে।

† ব্যাখ্যানার্থং মূলগ্রন্থোক্তপদং সূচয়তি, দ্রষ্টব্যমেতৎ পরমাত্মসন্দর্ভে ষট্ত্রিংশবাক্যে।

১। ব্যাখ্যানার্থং মূলগ্রন্থোক্তপদং সূচয়তি, দ্রষ্টব্যমেতৎ পরমাত্মসন্দর্ভে সপ্তত্রিংশবাক্য। উদ্ধারচিহ্নমধ্যগতবাক্যানি শ্রীভাষ্যবাক্যোপজীব্যানি তদ্ যথা—"যদি মন্বীত—উপাধ্যু-পহিতং ব্রহ্ম জীবঃ। স চাণুপরিমাণঃ। অণুত্বং চাবচ্ছেদকস্য মনসোঽণুত্বাৎ। স চাবচ্ছেদো ঽনাদিঃ। এবমুপাধ্যুপহিতেঽংশে বা সংবধ্যমানা দোষাঃ অনুপহিতে পরে ব্রহ্মণি ন সংবধ্যন্তে ইতি। অয়ং প্রষ্টব্য :—কিমুপাধিনা ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডোঽণুরূপো জীবঃ? উতাচ্ছিন্ন এবাণুরূপো-

বদ্বাস্তবোপাধিপরিচ্ছেদপক্ষে তৎপরিচ্ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডো হণুরূপো জীবঃ। অচ্ছেদ্যত্বাদখণ্ডত্বাভ্যুপগমাচ্চ ব্রহ্মণঃ ;—আদিমত্তাপাতাচ্চ জীবস্য। যত একস্যৈব বস্তুনোদ্বৈধীকরণং ছেদনম্।

জীবস্য পরমাত্মত্বম্।

অথাচ্ছিন্ন এবাণুরূপোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষ ইতি চেৎ? (পূঃ) উপাধৌ গচ্ছত্যুপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগাদনুক্ষণমুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধমোক্ষৌ স্যাতাম্।

অথোপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপমেব জীবঃ? (পূঃ) তর্হ্যনুপহিতব্রহ্মব্যপদেশাসিদ্ধিঃ স্যাৎ—জীবস্যৈকত্বং চ—"য আত্মনি তিষ্ঠন্" [সুবাল উঃ ৭; বৃঃ আঃ ৫।৩।২২] ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ, "শব্দবিশেষাৎ" [ব্রহ্ম সূ ১।২।৫] ইত্যাদিন্যায়বিরোধশ্চ সর্ব্বত্র।

অথ ব্রহ্মাধিষ্ঠানমুপাধিরেব জীবঃ? (পূঃ) তদেব, মোক্ষে জীবনাশঃ স্যাৎ।

পাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ? উতোপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্? অথোপাধিসংযুক্তং চেতনান্তরম্? অথোপাধিরেব? ইতি।—

ক। অচ্ছেদ্যত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ কল্পো ন কল্প্যতে। আদিমত্ত্বং ন জীবস্য স্যাৎ। একস্য সতো দ্বৈধীকরণং হি চ্ছেদনম্।

খ। দ্বিতীয়ে তু কল্পে ব্রহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধাদৌপাধিকাঃ সর্ব্বে দোষাস্তস্যৈব স্যুঃ। উপাধৌ গচ্ছত্যুপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগাদনুক্ষণমুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধমোক্ষৌ চ স্যাতাম্। আকর্ষণে চাচ্ছিন্নত্বাৎ কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ আকর্ষণং স্যাৎ। নিরংশস্য ব্যাপিনঃ আকর্ষণং ন সম্ভবতীতি চেৎ—তর্হি উপাধিরেব গচ্ছতীতি পূর্ব্বোক্ত এব দোষঃ স্যাৎ। অচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশেষু সর্ব্বোপাধিসংসর্গে সর্ব্বেষাং চ জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশত্বেনৈকেন প্রতিসন্ধানং স্যাৎ। প্রদেশভেদাৎ অপ্রতিসন্ধানে চৈকস্যাপি স্বোপাধৌ গচ্ছতি প্রতিসন্ধানং ন স্যাৎ।

গ। তৃতীয়ে তু কল্পে ব্রহ্মস্বরূপস্যোবোপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ তদতিরিক্তানুপহিতব্রহ্মাসিদ্ধিঃ স্যাৎ। সর্ব্বেষু চ দেহেষ্বেক এব জীবঃ স্যাৎ।

ঘ। তুরীয়ে তু কল্পে ব্রহ্মণোঽন্য এব জীব ইতি জীবভেদস্যৌপাধিকত্বং পরিত্যক্তং স্যাৎ। চরমে চার্ব্বাকপক্ষ এব পরিগৃহীতঃ স্যাৎ। তস্মাদভেদশাস্ত্রবলেন কৃৎস্নস্য ভেদস্যাবিদ্যামূলত্বমেবাভ্যুপগন্তব্যমিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

তস্মান্নাসৌ পক্ষঃ। তদেবমবিদ্যাকল্পিতোপাধিপরিচ্ছেদে তু ন দোষাঃ কল্প্যন্তে।"

কিন্তু জীবভাবকল্পনাহেতোস্তস্যা মূলাবিদ্যায়া ন তু জীব এবাশ্রয়ঃ স্বাশ্রয়াদিদোষাৎ। ঐশ্বর্য্যঞ্চ তয়ৈব কল্পিতমিতি ন চেশ্বরঃ। ততঃ শুদ্ধ-শ্চৈতন্যমেবাবশিষ্টমিতি।

তত্রৈব কল্পনীয়ম্, তচ্চাঘটমানং চিদেকরসস্য কথং দেবদত্তস্যেবাজ্ঞানং সম্ভবেৎ যস্যাজ্ঞানং স এব জ্ঞানাশ্রয়স্তদুপরক্তশ্চ ভবতীতি শুদ্ধস্যাপ্য-জ্ঞানে চানির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।

কিঞ্চেশ্বরাবস্থায়ামেতদজ্ঞানং ন বিদ্যতে। তৈরেব "ঈক্ষতের্না-শব্দম্" [ব্রহ্মসূত্র ১।১।৫] ইত্যত্র জ্ঞানপ্রতিবন্ধবান্ জীবঃ। ঈশ্বরস্ত্ব-প্রতিবন্ধস্বরূপভূতজ্ঞান ইতি সিদ্ধান্তিতম্—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" [মুণ্ড ১।১।৯] ইত্যাদি শ্রুতিশ্চ।

মতত্রয়-বিবেচনম্।

অতএবাজ্ঞানকল্পিতোপাধৌ প্রতিবিম্বো জীবঃ আভাসো বেত্যপি পূর্ব্ববৎ।

কিঞ্চ,—তেষাং মতত্রয়-বিবেচনমিদম্—প্রথমমতে তাবদবিদ্যা নাম জীবাশ্রয়া জীবস্য নানাত্বান্নানা। ততশ্চাবিদ্যাতদাত্মসম্বন্ধজীব-তদ্বিভাগা-নামনাদিত্বাত্তদজ্ঞানবিষয়ীভূতং ব্রহ্ম শুক্তিরজতবজ্জগদ্রূপেণ বিবর্ত্ততে।

তত্রাপরাবাহতুঃ—তথা চাজ্ঞানবিষয়ীভূতং ব্রহ্মৈবেশ্বর ইত্যন্তর্য্যামি-শ্রুতিবিরোধাৎ। যদজ্ঞানকৃতং যত্তত্তেনৈব গৃহ্যত ইতি প্রতিজীবং জগৎকল্পনাভয়াচ্চ ন সম্যগবগম্যতে।

ন চ মায়াবচ্ছিন্নচৈতন্যমীশ্বরঃ, তদাশ্রয়ো মায়েতি বাচ্যম্। তস্যান্ত-র্য্যামিত্বে দ্বিগুণীকৃত্য বৃত্তিবিরোধাদিতি।

অত্র জীবত্বং চাবিদ্যাকৃতমেবেত্যবিদ্যাদীনামনাদিত্বেঽপ্যবিদ্যায়া জীবাশ্রয়ত্বাযোগ এব। রজতসর্পাদেরজ্ঞানাশ্রয়ত্বাযোগাৎ। অন্যস্যৈব তদ্‌যোগাচ্চ। জীববৃক্ষাদিবদজ্ঞানপরম্পরয়া জীবত্বপরম্পরা জন্মনি চ জীব-স্যাদ্যন্তবত্ত্বং চ প্রতিজন্মৈব তৎপার্থক্যং চ প্রসজ্জ্যেত।

অথ দ্বিতীয়মতে—চৈতন্যসাবিদ্যাপ্রতিবিম্ব ঈশ্বরশ্চৈতন্যাভাসো

জীবঃ। স চ মিথ্যেতি রজ্জুঃ সর্প ইতিবদ্বাধায়াং সামানাধিকরণ্যং; নিষেধপ্রধানা এব শ্রুতয়ঃ শুদ্ধসমর্পিকা ইতি তাসামেব মহাবাক্যত্বম্।

সুষুপ্তৌ সর্ব্বমেব বিলীয়তে। উত্থিতো জীবঃ পুনঃ সম্প্রতিপদ্যত ইত্যজ্ঞাতসত্ত্বানঙ্গীকারেণ দৃষ্টিরপ্যেষা চেশ্বরপ্রতিপাদনেঽপ্যবিরুদ্ধা ঈশ্বরেণ জ্ঞাতসংস্কারানুবর্ত্তমানাৎ।

অত্র চাপরাবাহতুঃ—জীবনাশস্য মোক্ষত্বভিয়া ন সম্যগপেক্ষ্যতে তদিতি। অত্র চ নিত্যত্বমেব বেত্তৃসম্বন্ধিন্যা অবিদ্যায়া আশ্রয়নিরূপণাশক্যত্বং তদবস্থমেব। ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বসার্ব্বজ্ঞাদিসংঘবাদস্ত বেদান্তেষু প্রলাপ এব স্যাৎ। তদগ্রে বিবেচনীয়ম্।

তথা তৃতীয়মতে সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া চ। সৈব লাঘবাদাবরণবিক্ষেপশক্তিভ্যামবিদ্যা মায়েতি গীয়তে। আবরণশক্ত্যাশ্চৈতন্যস্য প্রতিবিম্বো জীবঃ। বিক্ষেপশক্ত্যাং প্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ। উপাধিনিষ্ঠত্বেন বিম্বাভিন্নত্বেন চ প্রতীয়মানো বিম্ব এব প্রতিবিম্বঃ,—প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বাদুপাধেরিতীশ্বরোঽহং জগৎ করোমীতি জীবোঽয়মহং ন জানামীত্যধ্যবস্যতি।

ন চ শুদ্ধে স্বপ্রকাশে ব্রহ্মণ্যবিদ্যাসম্বন্ধ-বিরোধঃ। অবিরোধে বা সানন্যাশ্রয়ৈব,—নাশকান্তরাভাবাদিতি বাচ্যম্। মধ্যন্দিনবর্ত্তিনি সবিতরি উলুককল্পিতান্ধকারবৎ স্বপরনির্ব্বাহকত্বেনাবিরোধাৎ।

তথা সাক্ষিণো ঘাতকত্বাভাবাৎ প্রত্যুত ভাসকত্বাৎ প্রমাণবৃত্তেরেব দ্যোতকত্বাৎ ঈশ্বরস্য বশে বর্ত্তমানায়া অবিদ্যায়া অনাদিজীবাদৃষ্টবশাৎ সত্ত্বরজস্তমসাং প্রত্যেকাধিক্যে স্থিতিসর্গলয়কর্ত্তৃত্বমিতি।

অত্রাপর আহুঃ—ইদমপ্যযুক্তমিতি। অনাদিত এবানন্যাশ্রয়ত্বেন তয়ৈব জীবাদিদ্বৈতং কল্পিতমিতি কল্পকান্তরাভাবেন চ তস্যাস্তৎস্বাভাবিকত্বেন লব্ধায়াঃ কদাচিদপ্যগ্নেরৌষ্ণ্যবদত্যাজ্যতয়া সম্প্রতিপত্তিভঙ্গাৎ ব্রহ্মণঃ স্বতঃ শক্তিমত্ত্বাভাবেন তদিতরবস্ত্বন্তরস্যাভাবেন শক্তেঃ শক্তিমদবিনাভাবেন চ স্বাভাবিকত্বারোপিতত্বতটস্থত্বানামেকতরস্যাপ্যসম্ভবিতয়া তস্যাঃ ষষ্ঠবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিবদত্যন্তাভাবপ্রসঙ্গাৎ।

অদ্বয়স্য শুদ্ধস্যৈব সতঃ প্রতিবিম্বত্বাপত্তিস্বীকারে তস্য চ কল্পনা কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবে কল্পনয়াপি তস্যাপি ব্যবহিতচ্ছটাসম্বন্ধস্যাভাবেন প্রতিবিম্বত্বাযোগাৎ। অতএব সিদ্ধ এব ব্রহ্মণ্যবিদ্যাসম্বন্ধে তৎপ্রতিবিম্বো জীবঃ সিদ্ধ্যতি, সিদ্ধ এব জীবে চ তৎকল্পিতো ব্রহ্মণ্যবিদ্যাসম্বন্ধঃ সিদ্ধ্যতীতি পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ। তথা ব্রহ্মণস্তৎসম্বন্ধং কল্পয়তি ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব জীবস্যান্ধকারকল্পকোলূকদৃষ্টিবদবিদ্যান্তরে লব্ধে তেনৈব জীবত্বেশ্বরত্বাদিবিবর্ত্তে সিদ্ধে পুনরপি জীবাদিলক্ষণপ্রতিবিম্বত্বাপাদকোপাধ্যন্তরকল্পনায়া বৈয়র্থ্যাৎ জ্ঞানবর্ত্ত্যেবাজ্ঞানং দৃষ্টং সম্ভাবিতঞ্চ জ্ঞানমাত্রে তু নেতি তদত্যন্তবিরোধাৎ।

নতু মরীচিকায়াং কল্পিতজলবৎ, কল্পনাময়োপাধিসম্বন্ধে প্রতিবিম্বাদর্শনাৎ। অত্র হস্তপরিমিতমাত্রকিষ্কুপরিমিতং নভসোঽপ্যেকদেশলক্ষণাবয়বস্বীকারেণ সূর্য্যাদিরশ্মিতাদাত্ম্যাপন্নতয়া তদব্যবহিতচ্ছটা-সম্বন্ধেন চ তস্য প্রতিবিম্বতাভানং নাত্যসম্বদ্ধমিতি নিরবয়বস্য নীরূপস্য চ ব্রহ্মণস্ত প্রতিবিম্বাসম্ভবাৎ, উপাধেশ্চ নৈরূপ্যেণ তদত্যন্তাসম্ভবাৎ, দেহতাদাত্ম্যাপন্নস্য চৈতন্যস্য দেহপ্রতিবিম্বত্বানুপলম্ভাৎ।

অন্যত্র মুখাদেঃ প্রতিবিম্বস্য চ দৃশ্যস্য দ্রষ্টান্যো ভবতি। অত্র তু প্রতিবিম্বস্য জীবস্যেশ্বরস্য চ প্রতিবিম্বতাং প্রাপ্তস্য ব্রহ্মণো বা দ্রষ্টা কঃ স্যাৎ, দৃশ্যত্বে চ জড়ত্বং কথং ন স্যাৎ ইত্যাদ্যনুপপত্তেঃ।

প্রতিবিম্বে বস্তুনি নিজোপাধেঃ কল্পনায় নাশনায় চালম্ভাবাদর্শনেন জীবকর্ত্তৃকপ্রামাণ্যজ্ঞানেনাপি তদুপাধিলক্ষণাবিদ্যায়া নাশনানুপপন্নত্বাৎ। তিষ্ঠতু তাবত্তৎপদার্থোপাধের্নাশনবার্ত্তা। পৃথগধিষ্ঠানতয়া প্রত্যক্ষত এব ভেদোপলম্ভনেন প্রতিবিম্বক্ষোভে বিম্বাক্ষোভদর্শনেন বিপরীততয়োদয়েন তস্মাদাভাসজ্যোতিরুদয়স্তমপশ্যদ্ভিরপি দৃশ্যত ইতি কেবলস্বচ্ছবস্তুসংযুক্তদৃষ্টিপ্রতিগমনোপলব্ধতদ্বস্তুমাত্রত্বাযোগেন চ প্রতিবিম্বস্য বিম্বত্বাভাবে তন্নাশস্যৈবাত্রাপ্যাভাসবন্মোক্ষতাপ্রসঙ্গাৎ,—তথেশ্বরস্য নিত্যবিদ্যাময়ত্বেন জীবস্যানাদিত এব ন জানামীত্যভিমানত্বেন ব্রহ্মণি বিক্ষেপরূপাবিদ্যাংশসম্বন্ধকল্পনায়ামপ্যযুক্তেরীশ্বরাকারপ্রতিবিম্বানুপপন্নত্বাৎ,

—জীবেশ্বরয়োঃ পৃথক্ পৃথক্ নিজোপাধাবীশ্বরস্য সর্ব্বান্তরত্বশ্রুতি-বিরোধাৎ,—ক্ষীরনীরবৎ পরস্পরমিশ্রীভূতে চ তদুপাধিদ্বয়ে প্রতিবিম্বৈক-ত্বস্যৈব সম্ভবাৎ,—ঈশ্বরস্য মায়াপ্রতিবিম্বাকারত্বে শক্ত্যন্তরাভাবে চ বশী-কৃতমায়ত্বাভাবেনৈশ্বর্য্যাসিদ্ধিত্বাৎ প্রত্যুত জলচন্দ্রাদিবদুপাধিচেষ্টানুগতত্বেন তদ্বশ্যত্বাপাতাৎ। কিং বহুনা, শ্রুতিপুরাণাদিপ্রসিদ্ধস্য পরমেশ্বরস্বরূপৈ-শ্বর্য্যস্যাস্যাপি মায়িকমাত্রস্বীকারে তন্নিন্দাজনিতদুর্ব্বারানির্ব্বচনীয়মহা-পাতককোটিপ্রসঙ্গাচ্চেতি।

অতএব শঙ্করশারীরকেঽপি "অম্বুবদগ্রহণান্ন তথাত্বম্" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।২৯] ইত্যনেন ন্যায়েন প্রতিবিম্বত্বং "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।২০] ইতি ন্যায়েন প্রতিবিম্বসাদৃশ্যমেব স্থাপ্যতে, তচ্চ প্রতিবিম্বত্বমেবাভাসীকরোতি।

অত আভাস এব চেত্যত্রাপি তদ্বদেব মন্তব্যম্। প্রতিবিম্বাভাসস্তু তত্তুল্যঃ, ন তু বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব এবেত্যর্থঃ।

তস্মাত্তত্তদসম্ভাবাৎ ব্রহ্মণো ভিন্নান্যেব জীবচৈতন্যানীত্যায়াতম্। অতো "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।১৬] ইতি "ভেদব্যপ-দেশাচ্চ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।১৭] ইতীমে সূত্রে কল্পনাময়ভেদব্যাখ্যয়া ন সঙ্গচ্ছেতে বাস্তবভেদে তু "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" [তৈঃ আঃ ৮।৬] ইতি "স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ" [তৈঃ আঃ উঃ ৬।২] ইত্যাদেঃ "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" [তৈঃ উঃ ২।৬।১] ইত্যাদেশ্চ বিষয়বাক্যস্য পীড়নং ন স্যাৎ। "তপোঽতপ্যত" ইতি "একো বহু স্যাম্" ইত্যাদি জ্ঞানং প্রকাশয়দিত্যর্থঃ।

জীবচৈতন্যানাং ব্রহ্মণো ভিন্নত্বম্।

"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" [বৃঃ আঃ উঃ ৩।৭।২৩] ইত্যাদি শ্রুতিস্তু পূর্ব্ববৎ সম্ভাবিতং তদূর্দ্ধমন্যং দ্রষ্টারং নিষেধতি।

"স কারণং কারণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ"

[শ্বেতাশ্ব ৬।৯]

ইতিবৎ ঈশ্বরাদন্যং প্রকৃতিস্বৃষ্ট্যর্থেক্ষণকর্ত্তারং বা নিষেধতি। তদুক্তং শঙ্করশারীরকেঽপি—

যত্ত্বীক্ষণশ্রবণমপ্তেজসোস্তৎ পরমেশ্বরাবেশবশাদেব * দ্রষ্টব্যং, "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" [বৃ আঃ ৩।৭।২৩] ইতীক্ষিত্রন্তরপ্রতিষেধাৎ। প্রাকৃতত্বাচ্চ সত ঈক্ষিতুঃ "তদৈক্ষত" [ছাঃ উঃ ৬।২।৩] ইত্যত্রেতি। এবং "বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।২] ইতি "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।৩] ইত্যনয়োঃ পারমার্থিক এব জীবাদধিকঃ পরমেশ্বরে বিবক্ষিতো গুণসমুদায় উপপদ্যতে।

কিঞ্চ জীব এব স্বাজ্ঞানেন স্বাত্মনি জগৎ কল্পয়তীতি তেষাং সিদ্ধান্তঃ। জগৎকল্পনান্যথানুপপত্ত্যা চ সত্যসঙ্কল্পত্বাদয়ো গুণাঃ স্বীকৃতাঃ।

ততো জীব এব তে গুণা উপপদ্যন্তে নান্যস্মিন্ তৎকল্পিতে ন বা নির্গুণে ব্রহ্মণীতি সূত্রদ্বয়মিদমসঙ্গতং স্যাৎ—"সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।৮] ইত্যত্রাপি পূর্ব্ববৎ।

কিঞ্চ সম্ভোগশব্দস্য "সহভোগ" এবার্থঃ সম্বাদাদিবৎ নান্যঃ।

ততশ্চ সহার্থত্বেন জীবেশ্বরয়োর্ভেদমঙ্গীকৃত্যৈব সূত্রিতং ন ত্বৈক্যম্।

অতএব "বৈশেষ্যাৎ" ইতি প্রস্তুতয়োর্জীবপরয়োরেব বৈশেষ্যমঙ্গীকৃতম্—নত্বেকস্যৈবাত্মনোঽবস্থাভেদেন। এবং "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।১১] ইত্যনেন "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" [তৈঃ উ ২।৬।১] ইত্যত্র—

অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্যেত্যত্র পরমাত্মন এবোপাধিপ্রবিষ্টস্য সতঃ

---

* দ্রষ্টব্যমেতৎ "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" (ব্রহ্ম সূঃ ২।১।৫) ইতি সূত্রস্য শাঙ্করভাষ্যে তৎপূর্ব্বসূত্রভাষ্যে চেতি—

যথাঃ—"চেতনত্বমপি কচিদচেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে যথা "মৃদব্রবীৎ" "আপো অব্রুবন্" [শতপথব্রাহ্মণ ৬।১।৩।২।৪] ইতি, "তত্তেজ ঐক্ষত" "তা আপ ঐক্ষন্ত" [ছাঃ উঃ ৬।২।৩-৪] ইতি চৈবমাদ্যা ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্রুতিঃ"। পরসূত্রভাষ্যে "তত্তেজ ঐক্ষত" ইত্যাপি পরস্যা এব দেবতায়াঃ অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষু অনুগতায়াঃ ইয়মীক্ষা ব্যপদিশ্যতে ইতি দ্রষ্টব্যমিতি।

শরীরত্বমিতি ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাতা। উভয়রূপত্বেনৈব প্রবেশাঙ্গীকারাৎ। শ্রুতিশ্চ—

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥"

[কঠ উঃ ৩।১] ইতি॥

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

[শ্বেতাশ্ব ৪।৩। মুণ্ডক ৩।১।১] ইতি চ।

নন্থ পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণে—"এতয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি। "সত্ত্বম্ অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি চানশ্নন্ যোঽভিপশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ" ইতি তাভ্যাং শব্দাভ্যামন্তঃকরণজীবাবেব ব্যাখ্যাতৌ। অতএব তত্রৈব "তদেতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যত্যথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ" ইত্যুক্তম্। নৈবম্। তত্রাপি সত্ত্বশব্দেন জীব এব, ক্ষেত্রজ্ঞশব্দেন পরমাত্মৈব চেতি ব্যাখ্যা সঙ্গতা। স্বাদ্বত্তীতি চেতনত্বোক্তিপীড়াপত্তেঃ,—কর্ম্মফলানশনস্য ক্ষেত্রজ্ঞেষ্বসম্ভবাৎ। সত্ত্বাদিশব্দাভ্যাং জীবাদ্যোঃ প্রসিদ্ধেশ্চ; জীবস্য চ সত্ত্বশব্দাভিধেয়ত্বে কারণং তদেতৎ সত্ত্বমিত্যাদিসত্ত্বাধিষ্ঠানত্বাৎ সোঽপি সত্ত্বমুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

তথা পৃথিব্যাদিলক্ষণশরীরান্তর্য্যামিত্বাৎ পরমাত্মাপি শারীর উচ্যেত ইতি। "যোঽয়ং শারীরঃ" [বৃঃ আঃ ৩।৭।১০] ইত্যুক্তং, পরমাত্মনি হ্যেবোপদ্রষ্টৃশব্দপ্রসিদ্ধেঃ—

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ" [গীতা ১৩।২২] ইত্যাদৌ। ব্যাখ্যান্তরে। "স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।৩।৬] ইতি

সূত্রে চ জীবপরমাত্মগত "দ্বা সুপর্ণা" [শ্বেতাশ্ব ১।২] ইত্যাদ্যুক্তস্থিত্যাদিদ্বয়বিবেচনং বিরুধ্যতে। বক্ষ্যতি চোত্তরগ্রন্থে "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৪৫] ইত্যনন্তরং "স্মরন্তি চ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৪৬] ইত্যত্র "তয়োরন্যঃ পিপ্পলম্" ইত্যনয়ৈব শ্রুত্যা জীবস্য কর্ম্মফল-প্রতিপাদনং শঙ্করশারীরকেঽপীতি।* তস্মাদনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্যেতি সহার্থে এব তৃতীয়া।

আত্মশব্দপ্রয়োগশ্চ শারীরস্যাপ্যাত্মত্বপ্রসিদ্ধেঃ। "ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব এব" [শ্বেতাশ্ব ১।১০] ইত্যাদৌ। অত্রাপি ভেদবিবক্ষয়ৈবানেনেত্যুক্তম্। অথবা অত্রাত্মশব্দেনাত্মাংশ এব বাচ্যঃ।

এবঞ্চ "শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে" [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।২০] ইত্যত্র চ পূর্ব্ববদ্ভেদ এব। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" [বৃঃ আঃ ৩।৭।২২] ইতি কাণ্বাঃ, "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" [বৃঃ আঃ ১।২।২০] "মাধ্যন্দিনাশ্চান্তর্য্যামিণো ভেদেনৈনং শারীরং পৃথিব্যাদিবদধিষ্ঠানত্বেন নিয়ম্যত্বেন চাধীয়তে" [শাঙ্করভাষ্যে] ইত্যধিকম্। এবং "বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।২২] ইত্যাদিষু 'জগদ্বাচিত্বাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।৪।১৬] ইত্যাদি ত্রিষু "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্ ততোহ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।৫] ইত্যাদিষু চ জ্ঞেয়ম্।

"শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।৩০] ইত্যত্র তু ব্যাখ্যেয়ম্। "প্রাণো বা হ্যহমস্মি পুরুষঃ" ইত্যাদিকং যৎ স্বস্য পরমেশ্বরত্বমিবোপদিষ্টমিন্দ্রেণ তত্তু "তত্ত্বমসি" [ছাঃ উঃ ৬।৮।৭] ইত্যাদ্যভেদপ্রতিপাদকশাস্ত্রদৃষ্ট্যা সম্ভবতি,—চিদাকারসাম্যেনৈক্যাৎ—ক্বচিদধি-

---

* তদ্যথা শঙ্করশারীরকে—জীবস্যাপি তু দুঃখ-প্রাপ্তিরবিদ্যানিমিত্তৈবেত্যুক্তম্। স্মৃতৌ চ যথাঃ—

তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ।
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে।
সসপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ

ষ্ঠানাধিষ্ঠাত্রোরেকশব্দপ্রত্যয়াভ্যাং বা শরীরশরীরিণোর্ব্বা,—যথৈব বামদেব উবাচ—"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" [বৃঃ আঃ ১।৪।১০] ইত্যাদি ।

"উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু" [ব্রহ্ম সূঃ ১।৩।১৯] ইতি হ্যত্রাপীয়ং ব্যাখ্যা,—পূর্ব্বং দহরবাক্যে 'দহর'শব্দেন পরমেশ্বর এব নির্ণীতঃ,—জীবস্তু প্রত্যাখ্যাতঃ। অপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মৈঃ তত্রোত্তরগ্রন্থে জীবেঽপি তে ধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে ।

তত ইদমুচ্যতে—"আবির্ভূতস্বরূপস্তু জীবঃ তত্রোচ্যতে। মুক্তৌ পরমেশ্বরপ্রসাদেন তৎসাধারণ্যপ্রায়াভিভাবাৎ তস্য। "পরমং সাম্য-মুপৈতি" [মুণ্ড ৩।১।৩] ইতি শ্রুতেঃ।

ননু তথাপি দহরবাক্যে পরমেশ্বরো বা মুক্তজীবো বাভিধীয়ত ইতি সন্দেহঃ। উভয়াভিধেয়ত্বে চ বাক্যভেদ ইত্যাশঙ্ক্য সূত্রান্তরম্—"অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।৩।২০] ইতি। পরমেশ্বরস্বরূপদর্শনার্থমেব তটস্থলক্ষণেন জীবস্বরূপং পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্যতে। তত্র ক্বচিদৈক্যেনাভি-ধানং সাধর্ম্ম্যাংশজ্ঞানার্থমেবেতি ভাবঃ।

অতএব "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" [ছাঃ উঃ ৮।১২।৩] ইত্যপি মুক্তাবস্থায়ামুক্তম্। জীবপরয়োর্ভেদস্তূক্ত এব তত্র। "এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ" [ছাঃ উঃ ৮।১২।৩] ইতি।

অতএবাবির্ভূতস্বরূপ ইতি বহুব্রীহিণা জীব এবাভিহিতঃ।* অত্র মুলপূর্ব্বগত্যাশ্রয়ণমপি কষ্টমেব।

তথা মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেঽপি—"যদিদং নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" [বৃঃ আঃ ২।৪।৫] ইত্যাদিনা জীবস্যৈব দ্রষ্টব্যত্বাদিকং নির্দ্দিশন্ তস্যৈব পরমাত্মত্বং দর্শয়তীতি প্রতীয়তে। তন্ন। যতঃ পরমপুরুষাবির্ভূতিভূতস্য প্রাপ্তুরাত্মনঃ স্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানময়বর্গ-সাধনভূতপরমপুরুষবেদনোপ-

* "আবির্ভূতং স্বরূপমস্যেত্যাবির্ভূতস্বরূপঃ"—(শাঙ্করভাষ্যে)।

যোগিতয়ানূদ্য পুনঃ "আত্মা বৈ" ইত্যাদিনা পরমাত্মৈবামৃতত্বোপায়াদ্দষ্টব্যতয়োপদিশ্যতে।

"তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" [মৈত্র উঃ ৬।৩২; বৃঃ আঃ ২।৪।১০] ইত্যাদিকং হি তস্যৈব লিঙ্গমিতি।

এতদভিপ্রেত্যৈব শ্রীশুকেন স্বয়ং ব্যাখ্যাতম্—

"তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা" [শ্রীভাগ ১০।১৪।৫২] ইত্যুক্ত্বা "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" [শ্রীভাগ ১০।১৪।৫৩] ইত্যাদিনা। ততোঽপি তস্য প্রিয়তমত্বমিতি।

তস্মাৎ পরমেশ্বরস্বরূপাভিন্নস্বরূপ এবাত্মা।

নন্বু ভিন্নত্বে সতি "যাবদ্বিকারান্তু বিভাগো লোকবৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৭] ইতি ন্যায়েন বিকারত্বপ্রাপ্তিঃ স্যাদাত্মনঃ? ন—বৈধর্ম্ম্যান্তরাৎ। তচ্চ বৈধর্ম্ম্যং প্রমাণানপেক্ষসিদ্ধত্বম্।

আত্মা হি প্রমাণাদিবিকারব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ প্রাগেব তদ্ব্যবহারাৎ সিদ্ধ্যতি। অতো বিভাগযুক্তিলব্ধন্যায়স্য নাত্রাবতারঃ। নিত্যত্ব-শ্রুতিশ্চাস্মাকমত্রাস্তি—যথা বৈকুণ্ঠাদিবস্তূনামপি সৈব নিত্যত্বং শাস্তীতি। "নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।১৭] ইতি ন্যায়ান্তরঞ্চ তং ন্যায়মপসারয়তি। তদেবমাদিশ্রুতিন্যায়াভ্যুপগমাদ্ভিন্ন এব জীবঃ। তত্র "কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ" [ঈশ উঃ ৭] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়স্তু পরমাত্মৈক্যাপেক্ষা এব। যথা মহাভারতে।

"*বহবঃ পুরুষা লোকে! সাঙ্খ্যযোগবিচারণে" [মহাভাঃ, শান্তি, ৩৫০ অঃ ২ শ্লোক] ইতি পরমতম্।

স্বমতে পারম্পরিকজীবভেদে সাক্ষিতয়োপন্যস্য পুনস্তদ্বিলক্ষণং পরমাত্মবিষয়ং স্বমতাতিশয়মাহ।

---

* বহবঃ পুরুষা লোকে সাংখ্যযোগবিচারণে।
নৈতদিচ্ছন্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ॥

"বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যামি গুণতোঽধিকম্ ॥"
[মহাভাঃ শান্তিপঃ ৩৫০ অঃ ৩ শ্লোক]

ইত্যুপক্রম্য—

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥
"বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্" ইতি ॥
[মহাভাঃ, শান্তিপঃ ৩৫১ অঃ, ৪-৫ শ্লোকঃ]

ন চ ভেদে সর্ব্বজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা হীয়েত—সর্ব্বশক্তিময়ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ।

তস্মাদস্তি জীবপরয়োর্ভেদঃ।

তদেবং ভেদজ্ঞানেনৈব মুক্তিঃ শ্রূয়তে।

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা" [শ্বেতাশ্ব ১।১২] ইতি।
"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা।
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥" [শ্বেতাশ্ব ১।৬] ইতি।

"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ" ইত্যাদিষু মুক্তাবপি ভেদ এবোপলভ্যতে। যথা ব্যাখ্যাতং মাধ্বভাষ্যে—

"ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১৩] ইত্যত্র "কর্ম্মাণি, বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্বে একীভবন্তি"ইতি।

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" [মুণ্ডক ৩।২।৯] ইতি চ মুক্তজীবস্য পরাপত্তিরুচ্যতে। অতস্তয়োরবিভাগঃ।

অতঃ পূর্ব্বমপি স এব, নহ্যন্যস্যান্যত্বং যুজ্যত ইতি চেন্ন স্যাল্লোকবৎ। যথা লোকে উদকমুদকান্তরেণৈকীভূতমিতি ব্যবহ্রিয়মাণমপি ভিন্নবস্তুত্বাৎ তদন্তর্ভূতমেব ভবতি, নতু তদেব ভবতীত্যেবং স্যাদত্রাপি। তথাচ শ্রুতিঃ—

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম" ॥
[কঠ ৪।১৫] ইতি।

স্কান্দে চ—

"উদকন্তূদকে সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ।
তদ্বৈ তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥
এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা।
প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ॥
ব্রহ্মেশানাদিভিদে'বৈ র্যৎ প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
তদ্ যৎস্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো হরে" ইতীতি*।

শ্রীরামানুজভাষ্যেঽপি—"নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নির্ম্মুক্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ। অবিদ্যাশ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদর্হত্বাসম্ভবাৎ" [শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খঃ ৬৯ পৃঃ] ইতি ১যুক্তিশ্চ দর্শিতা। মুক্তস্য তু তদ্ধর্ম্মাপত্তি-রিতি ভগবদ্গীতাসূক্তম্—

"ইদং জ্ঞানং সমাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি ন প্রজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" [গীতা ১৪।২]

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—

"তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদো ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥" [বিষ্ণু ৬।৭।৯৫]

ইতি। মুক্তস্য স্বরূপমাহ। তদ্ভাবো ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, ন তু স্বরূপৈক্যম্, তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দানন্বয়াৎ।"† [শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং ৭১ পৃঃ]

ততস্তস্যৈব ভাবোঽপহতপাপ্মাদিরূপঃ স্বভাবো যস্যেতি বহুব্রীহৌ তদ্ভাবভাবং ব্রহ্মস্বভাবকত্বমিত্যর্থঃ।" [শ্রীভাষ্যে]

ততস্তেন স্বভাবেনৈব পরমাত্মনা সহ অভেদী তুল্যো ভবতীতি বিবক্ষি-তম্। যতস্তৎস্বভাববিরোধী দেবমনুষ্যত্বাদিলক্ষণো ভেদস্তস্যাজ্ঞানকৃত

---

* দ্রষ্টব্যমত্র মাধ্বভাষ্যমিতি।

১। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা ইতি পাঠান্তরম্।

† পাঠোঽয়ং শ্রীভাষ্যদৃষ্ট্যা সংশোধিতঃ।

এবেতি। অতএবাবিভূ‍র্তস্বরূপস্থিত্যত্রাপি—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পাদ্যতে" [ছাঃ উঃ ৮।১২।২] ইতি দর্শিতম্।

"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" [মুণ্ডক উঃ ৩।১।৩] ইত্যাদি

চ শ্রুত্যন্তরম্।

পুনশ্চ বিষ্ণুপুরাণে—

"আত্মভাবং নয়ত্যেনং তদ্‌ব্রহ্মধ্যায়িনং মুনে!
বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা॥"

[বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।৩০]

ইতি ভেদ এবাভিপ্রেতঃ।

যত আত্মভাবমাত্মন্যস্তিত্বং সংযোগং নয়তি—ব্রহ্মধ্যায়িনং প্রতীতিশক্ত্যেতি চাভিধীয়তে।" [শ্রীভাষ্যে]

ইত্থমেবাকর্ষকদৃষ্টান্তো ঘটতে ন ত্বৈক্যেন। তদেবং ভেদবাক্যেষু সৎস্থ যুক্তিবাক্যাবিরুদ্ধেষু ভেদবাদেষু ব্রহ্মবাদঃ "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" [মুণ্ডক উঃ ৩।২।৯] ইত্যত্রাপি ব্রহ্মতাদাত্ম্যমেব বোধয়তি। স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেরিতিবৎ।

তত্রাপি হি জীবানামাকাশত্বাদিপ্রাপ্তিশব্দা অনুপপত্তেরাকাশাদিধর্ম্মতদত্যন্তাশ্লেষয়োরাপত্তিমেব বোধয়ন্তি।

"মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।৩।২] ইত্যপি মুক্তানামেব সতামুপসৃপ্যং ব্রহ্ম যদি স্যাত্তদেবাক্লেশেন সঙ্গচ্ছতে।

"মুক্তানাং পরমা গতিঃ" [১।৩।২ ব্রহ্মসূত্র-মাধ্বভাষ্যে ধৃতম্] ইত্যাদিবাক্যঞ্চ তথৈব। অতএব তৈত্তিরীয়োপনিষদি চ ভেদে এব মুক্তাবাম্নায়তে "রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" [তৈঃ আঃ ৭।২] ইতি।

১। সৎস্থ সযুক্তিবাক্যাবিরুদ্ধেষু ভেদবাদেষু ইতি পাঠান্তরম্।

তস্মাৎ সর্ব্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ। তথাচ শ্রুতি ঃ—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেত-
ত্তস্মিংশ্চান্যো ময়া সন্নিরুদ্ধঃ।" [শ্বেতাশ্ব ৪।৯] ইতি।

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশাবনীশৌ" [শ্বেতাশ্ব ১।৯] ইতি।

"নিত্যো নিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" [শ্বেতাশ্ব ৬।১৩] ইতি।

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" [মুণ্ডক উঃ ৩।১।১] ইতি।

"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" [শ্বেতাশ্ব ৪।৫] ইত্যাদ্যাঃ।

গীতোপনিষচ্চ।

"অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্॥
জীবভূতাম্"—[গীতা ৭।৪-৫] ইতি।

"মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" [গীতা ১৪।৩] ইতি।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" [গীতা ১৮।৩১]

মাধ্বভাষ্যে,—"বিশেষণাচ্চ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।২।১২] ইত্যত্র শ্রুতি-স্মৃতী—

"সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মৈবারুবণ্যো মৈবারুবণ্যো মৈবারুণ্যঃ" [পৈঙ্গী শ্রুতিঃ]।

"আত্মা হি পরমস্বতন্ত্রোঽধিগুণো জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ" [ভাল্লবেয়-শ্রুতিঃ] ইতি।

* "যথেশ্বরস্য জীবস্য ভেদঃ সত্যো বিনিশ্চয়াৎ।
এবমেব হি মে বাচং সত্যাং কর্ত্তুমিহার্হসি॥" ইতি

---

* ধৃতোঽয়ং শ্লোকো মাধ্বভাষ্যে (১।২।১২) দৃশ্যতে অপরশ্চ তদ্‌যথা :—

যথেশ্বরশ্চ জীবশ্চ সত্যভেদৌ পরস্পরম্।
তেন সত্যেন মাং দেবাস্ত্রায়ন্তু সহকেশবাঃ॥

তদেবমভেদং বাক্যং দ্বয়োশ্চিদ্রূপত্বাদিনৈবৈকাকারত্বং বোধয়ত্যুপাসনা-বিশেষার্থং ন তু বস্ত্বৈক্যম্।

তদিত্থমভেদনির্দ্দেশেঽপি হেতুং বদন্ প্রকরণমারভ্যতে। তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধ ইতি সপ্তত্রিংশদ্বাক্যাভাসাদিনা।

অন্য আহুঃ—যথা যমুনা-নির্ঝরমুদ্দিশ্য "ত্বং কৃষ্ণপত্ন্যসি" তৎপত্নী সৈষা, সূর্য্যমণ্ডলমুদ্দিশ্য চ "সংজ্ঞাপতিরসি" তৎপতিরয়মিত্যধিষ্ঠাত্র-ধিষ্ঠেয়য়োরভিমানিনোর্লোকবেদেষ্বেকশব্দপ্রত্যয়নাভ্যাং প্রয়োগসহস্রাণি দৃশ্যন্তে তদধিষ্ঠাতারমুদ্দেষ্টুম্; তথা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদ্যপি পৃথিবী-জীবপ্রভৃতীনাং তদধিষ্ঠানতয়া প্রসিদ্ধিস্তু বৃহতী—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" [বৃঃ আঃ ৫।৭।৩] "য আত্মনি তিষ্ঠন্" [বৃঃ আঃ ৫।৭।৩] ইত্যাদিষু। ততোঽপি ন বস্ত্বৈক্যমিতি স্থিতম্।

শ্রীরামানুজীয়াস্ত্বেবমাচক্ষতে*—

† "তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু সামানাধিকরণ্যং ন নির্ব্বিশেষবস্ত্বৈক্যপরম্। তত্ত্বংপদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ।[১] সামানাধিকরণ্যস্য প্রকার-দ্বয়পরিত্যাগে প্রবৃত্তি-নিমিত্তভেদাসম্ভবেন সামানাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং স্যাৎ; দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ। "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যত্রাপি ন লক্ষণা—ভূতবর্ত্তমানকালসম্বন্ধতয়ৈক্যপ্রতীত্যবিরোধাৎ। দেশভেদ-বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" [ছাঃ উঃ ৬।২।৩] ইত্যুপক্রমবিরোধশ্চ। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানঞ্চ ন ঘটতে।

"জ্ঞানস্বরূপস্য নিরস্তনিখিলদোষস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্যা-

---

* মূলগ্রন্থাঙ্কং সূচয়তি।

† "তত্ত্বমসি" ইত্যুপক্রম্য "মর্দ্দিতত্বাচ্চ" পর্য্যন্তবাক্যানি শ্রীভাষ্যাদুদ্ধৃতানি।

[শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং ৯৪।৯৫ পৃঃ]।

১। মূলে তু (শ্রীভাষ্যে) অধিকোঽয়ং পাঠো দৃশ্যতে :—'তৎ'পদং হি সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামৃশতি, "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। তৎসমানাধিকরণং "ত্বম্" পদং চ অচিদ্বিশিষ্টজীবশরীরকং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি। প্রকারদ্বয়াবস্থিতৈকবস্তু-পরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য।

জ্ঞানং তৎকার্য্যানন্তাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বঞ্চ ভবতি। বাধার্থত্বে চ সামানাধিকরণ্যস্য ত্বংতৎপদয়োরধিষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি লক্ষণাদয়স্ত এব দোষাঃ।

ইয়াংস্তু বিশেষঃ—নেদং রজতমিতিবদপ্রতিপন্নস্যৈব বাধস্যাগত্যা পরিকল্পনম্—তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধর্ম্মানুপস্থাপনেন বাধানুপপত্তিশ্চ। অধিষ্ঠানস্তু প্রাকৃতিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং তৎপদেনোপস্থাপ্যত ইতি চেৎ, ন, প্রাগধিষ্ঠানাপ্রকাশে তদাশ্রয়ভ্রমবাধয়োরসম্ভবাৎ। ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে সুতরাং ন তদাশ্রয়ভ্রমবাধৌ।

"অতোঽধিষ্ঠানাতিরেকিপারমার্থিকধর্ম্মতত্তিরোধানানভ্যুপগমে ভ্রান্তিবাধৌ দুরুপপাদৌ। অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকিণি পারমার্থিকে রাজত্বে তিরোহিতে সত্যেব বাধত্বভ্রমঃ; রাজত্বোপদেশেন চ তন্নিবৃত্তির্ভবতি; নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন; তস্য প্রকাশমানত্বেনানুপদেশ্যত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দ্দিত্বাচ্চ।" [শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং ৯৪-৯৫ পৃঃ] তস্মান্নাভেদবাদঃ সঙ্গচ্ছতে।

"ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধি-সংসর্গাত্তৎপ্রযুক্তা জীবগতদোষা ব্রহ্মণ্যেব প্রাদুঃষ্যুরিতি নিরস্তনিখিলদোষকল্যাণগুণাত্মকব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা হি বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ। স্বাভাবিকভেদাভেদবাদেঽপি ব্রহ্মণঃ স্বত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ গুণবদ্দোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দ্দোষব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ এব। কেবলভেদবাদিনাং চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা ন সম্ভবন্তীতি সর্ব্ববেদান্তপরিত্যাগঃ স্যাৎ। নিখিলোপনিষৎপ্রসিদ্ধং কৃৎস্নস্য ব্রহ্মশরীরভাবমাতিষ্ঠমানৈঃ কৃৎস্নস্য ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ সর্ব্বে সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি। জাতিগুণয়োরিব দ্রব্যাণামপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন "গৌরশ্বো মনুষ্যো দেবো জাতঃ পুরুষঃ কর্ম্মভিঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যং লোকবেদয়োর্ম্মুখ্যমেব দৃষ্টচরম্। জাতিগুণয়োরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব "খণ্ডো গৌঃ শুক্লঃ পটঃ" ইতি সামানাধিকরণ্য-

নিবন্ধনম্। মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাত্মনঃ প্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ "মনুষ্যঃ পুরুষঃ ষণ্ডো যোষিদাত্মা জাতঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যং সর্ব্বত্রানুগতমিতি প্রকারত্বমেব সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধনম্। ন পরস্পরব্যাবৃত্তা জাত্যাদয়ঃ। স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যাণাং কদাচিৎ ক্বচিৎ দ্রব্যবিশেষণত্বে মত্বর্থীয়প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ—"দণ্ডী কুণ্ডলী" ইতি। ন পৃথক্প্রতিপত্তিস্থিত্যর্হাণাং দ্রব্যাণাম্; তেষাং বিশেষণত্বং সামানাধিকরণ্যাবসেয়মেব। ন হি নিয়মেন গোত্বাদিবৎ আত্মাশ্রয়তয়ৈবাত্মনা সহ মনুষ্যাদিশরীরং পশ্যন্তি। অতো মনুষ্য আত্মেতি সামানাধিকরণ্যং লাক্ষণিকমেব। নৈতদেবম্। মনুষ্যাদিশরীরাণামপ্যাত্মৈকাশ্রয়ত্বম্, তদেকপ্রয়োজনত্বং, তৎপ্রকারত্বং চ জাত্যাদিতুল্যম্। আত্মৈকাশ্রয়ত্বমাত্মবিশ্লেষে শরীরবিনাশাদবগম্যতে। আত্মৈকপ্রয়োজনত্বঞ্চ তৎকর্ম্মফলভোগার্থতয়ৈব সদ্ভাবাৎ। তৎপ্রকারত্বমপি 'দেবো মনুষ্যঃ' ইত্যাত্মবিশেষণতয়ৈব প্রতীতেঃ। এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্য্যন্তত্বে হেতুঃ। এতৎস্বভাববিরহাদেব দণ্ডকুণ্ডলাদীনাং বিশেষণত্বে দণ্ডী কুণ্ডলী ইতি মত্বর্থীয়প্রত্যয়ঃ।" * [শ্রীভাঃ বেং কোং ১ খং ৯৭-৯৮ পৃঃ]

ন চ শরীরং চাক্ষুষ ইত্যাত্মপ্রকারত্বং জাতিব্যক্ত্যাদিবত্তস্য ন সম্ভবতীতি বাচ্যম্; তদেকাশ্রয়ত্বাদিভাবাদেব।

যথা চক্ষুষা পৃথিব্যাদেঃ স্বাভাবিকমপি গন্ধাদিকং সামর্থ্যাভাবাদেব ন গৃহ্যতে তথাত্মাপি। নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ।†

"ননু চ শাব্দেঽপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে" ইতি নাত্মপর্য্যন্ততা শরীরশব্দস্য। নৈবম্। আত্মপ্রকারভূতস্যৈব শরীরস্য

---

* "ভেদাভেদবাদে তু" ইত্যুপক্রম্য "মত্বর্থীয়প্রত্যয়ঃ" ইত্যন্তা বাক্যাবলী শ্রীভাষ্যদৃষ্ট্যা সংশোধিতেতি।

† উদ্ধৃতবাক্যং শ্রীভাষ্যোপজীব্যম্। তদ্যথা :—"যথা চক্ষুষা পৃথিব্যাদের্গন্ধরসাদিসম্বন্ধিত্বং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে; এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণং শরীরমাত্মপ্রকারতৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে; আত্মগ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাৎ। নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ।" (শ্রীভাষ্যং বেং কোং ১ খং পৃঃ ৯৮)

পদার্থ-বিবেক-প্রদর্শনায় নিরূপণানিষ্কর্ষকশব্দোঽয়ম্। যথা 'গোত্বং শুক্লত্বমাকৃতি গু ণঃ' ইত্যাদিশব্দাঃ। অতো গবাদিশব্দবদ্দেবমনুষ্যাদিশব্দা আত্মপর্য্যন্তাঃ। এবং দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্য্যন্তাঃ।"—[শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং পৃঃ ৯৮-৯৯]

চিদচিদ্বস্তুশরীরত্বং চ ব্রহ্মণো "যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাপঃ শরীরম্" [বৃঃ আঃ ৩।৭।৩] ইত্যাদিষু শ্রুতিশতেষু প্রসিদ্ধম্। সত্যপি তচ্ছরীরত্বেঽ-বিদ্যাশক্তিময়ত্বাৎ পরমাত্মনস্তদ্ধর্ম্মস্পৃষ্টত্বং তু ন স্যাৎ। তদেবং "তত্ত্বমসি" ইত্যত্র "জীবশরীরক-জগৎ-কারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ং। প্রকার-দ্বয়বিশিষ্টৈকবস্তু-প্রতিপাদনেন সামানাধিকরণ্যং চ সিদ্ধম্ [শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং পৃঃ ৯৫]। "তত্তদ্বিশেষণবিশিষ্টতয়ৈব সামানাধিকরণ্যঞ্চ আরুণয়ৈকহায়ন্যাপিঙ্গাখ্যেত্যাদাবকৃতম্। লোকে চ "নীলমুৎপলমানয়" ইত্যাদৌ দৃশ্যতে। তদেবঞ্চ নিরস্তনিখিলদোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্য্যামিত্বমপ্যৈশ্বর্য্যপরং প্রতিপাদিতং ভবতি। উপক্রমানু-কূলতা চ; একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপত্তিশ্চ—সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু-শরীরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরত্বেন কার্য্যত্বাৎ। [শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং পৃঃ ৯৫]

কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বাৎ স্থূলচিদপ্যত্র আধ্যাত্মিকাবস্থো জীবঃ।

তথা "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" [শ্বেতাশ্ব ৬।৭]; "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে" [শ্বেতাশ্ব ৬।৮]; "অপহতপাপ্মা সত্যকামঃ" [ছাঃ উঃ ৮।১।৬] ইত্যাদ্যবিরোধশ্চ।

"তত্ত্বমসি" ইত্যত্রোদ্দেশ্যোপাদেয়-বিভাগঃ কথমিতি চেৎ; নাত্র কিঞ্চিদুদ্দিশ্য কিমপি বিধীয়তে; "ঐতাদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছাঃ উঃ ৬।৮।৭] ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ। অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ। "ইদং সর্ব্বম্" ইতি সজীবং জগন্নির্দ্দিশ্য—"ঐতাদাত্ম্যম্" ইতি তস্যৈব আত্মেতি তত্র প্রতিপাদিতম্। তত্র হেতুরুক্তঃ—"সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" [ছাঃ উঃ ৬।৮।৪] ইতি।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্তঃ" [ছাঃ উঃ ৩।১৪।১] ইতিবৎ। তথা শ্রুত্যন্তরাণি চ ব্রহ্মণস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তুনশ্চ শরীরাত্মভাবমেব তাদাত্ম্যং বদন্তি,—"অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" [বৃঃ আঃ ৩।১১।২০] ইত্যাদিকং "য আত্মনি তিষ্ঠন্" [বৃঃ আঃ ৫।৭।২২] ইত্যাদিকঞ্চারভ্য "যস্য মৃত্যুঃ শরীরং। যং মৃত্যুর্ন বেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবালোপনিষদি ৭] "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈঃ আর ৬।২] ইত্যাদীনি" [শ্রীভাষ্য বেং কোঃ ১খং ৯৬ পৃঃ]

অতএব "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" [ব্রহ্ম সূঃ ৪।১।৩] ইতি সূত্রকারঃ। "আত্মেত্যেব তু গৃহ্ণীয়াৎ" ইতি চ বাক্যকারঃ।

অত্রাপি "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" [ছাঃ উঃ ৬।৩।২] ইতি ব্রহ্মাত্মকজীবানুপ্রবেশেনৈব সর্ব্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্। "তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈঃ আর ৬।২] ইত্যনেনৈকার্থ্যাজ্জীবস্যাপি ব্রহ্মাত্মকত্বং ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে।

তস্মাদ্ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তৎশরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোঽপি শব্দস্তৎপর্য্যন্তমেব স্বার্থমভিদধাতি। অতঃ সর্ব্বশব্দানাং লোকব্যুৎপত্ত্যবগততৎপদার্থবিশিষ্টব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি প্রতিজ্ঞার্থস্য "তত্ত্বমসি" ইতি সামানাধিকরণ্যেন বিশেষ উপসংহারঃ [শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং পৃঃ ৯৬]।

মধ্যমপুরুষস্তু যুষ্মচ্ছব্দযোগেন স্যাদেবেতি।

অথ সপ্ত[১] পঞ্চাশত্তমবাক্যব্যাখ্যান্তে—"পূর্ব্বং মায়াস্থষ্টে ইত্যুক্তম্"* ইত্যত্র সৃষ্টিপ্রকরণে এবং বিবেচনীয়ম্।

১। পরমাত্মসন্দর্ভগতাঙ্কং সূচয়তি।

* সপ্তপঞ্চাশত্তমবাক্যব্যাখ্যান্তে "পূর্ব্বং মায়া সৃষ্টে ইত্যুক্তম্" ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

তত্র বিবর্ত্তবাদিনো বদন্তি—স্থূলসূক্ষ্মাখ্যমিদং জগদবিদ্যাকল্পিতমেব। যতোঽনাদিসিদ্ধেনাবিদ্যাদিপর্য্যায়েণাজ্ঞানেন জীবস্য বিষয়ীভূতং ব্রহ্ম জগদ্রূপেণ বিবর্ত্ততে। শুক্তিরজতরূপেণ বিবর্ত্তশ্চাবিকৃতস্যৈব সতোঽবিদ্যায়া রূপান্তরাপত্তিঃ। অবিদ্যাপর্য্যায়মজ্ঞানঞ্চ মিথ্যাজ্ঞানমিতি।

বিবর্ত্তবাদখণ্ডনম্।

অত্রান্যে মন্যন্তে—ন তাবদ্রূপান্তরাপত্তিঃ, স্বতস্তদভাবাৎ; কিন্তু তদেবমিতি স্মরণমেব। তদুক্তম্—"কোঽয়মধ্যাসো নাম? উচ্যতে—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" [শাঙ্করভাষ্য উপক্রমণিকায়াম্] ইতি।

ততঃ স্মর্য্যমাণস্য দৃশ্যমানাভিন্নত্বেন জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বং তদনন্যত্বং বা ঘটমানং স্যাৎ। কিমন্যদ্বা? ব্রহ্মণ্যজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। তথাচ সতি ততঃ পৃথক্ দ্বৈতং কেন কল্প্যেত? যদি চ জীবত্বাদিকল্পনানিমিত্তমজ্ঞানং ব্রহ্মাশ্রয়ং স্যাত্তদা দেবদত্তবদজ্ঞানতৎকার্য্যদুঃখাদিভির্ব্রহ্মৈব পীড্যেতৈবেতি নাপহতপাপ্মত্বং তস্য স্যাৎ।

কিঞ্চাজ্ঞানং নামান্যথাজ্ঞানম্; তচ্চ সবিশেষাদেব জ্ঞানান্তরাদনন্তরং স্বয়মপি সবিশেষং জায়তে। শুক্লত্বাদিবিশেষে হি বুদ্ধাবধ্যারূঢ়ে রজতভানাৎ।

সবিশেষঞ্চ জ্ঞানং ন কদাপি শুদ্ধং ব্রহ্ম বিষয়ীকরোতীতি সম্প্রতিপন্নম্। তর্হি কথমজ্ঞানেন তদ্বিবর্ত্ততাম্? সর্পগন্ধ ইব কেতকীগন্ধ ইত্যাদাবপি কেনচিদৌগ্র্যশৈত্যাদিবৈশিষ্ট্যেনৈব সাম্যং মন্তব্যম্।

কিঞ্চ তদন্যথাজ্ঞানমন্যস্য সদ্ভাবেঽসদ্ভাবে বা? সদ্ভাবে স্বতঃ সিদ্ধমেব দ্বৈতং; কিং কল্পনান্তরেণ? অসদ্ভাবে দধ্নি খপুষ্পভ্রমাপত্তিঃ স্যাৎ।

অথাজ্ঞানং জগচ্চ পরম্পরয়ানাদিসিদ্ধম্। তেন পূর্ব্বপূর্ব্বজগদুত্তরোত্তরাজ্ঞানস্য কারণং ভবিষ্যতি। সংস্কারজন্যো ভ্রমঃ পূর্ব্বপ্রতীতিমাত্রমপেক্ষতে; প্রতীতৌ সত্যাং ভ্রমব্যতিরেকাদর্শনাৎ।

তদসৎ,—অজ্ঞানেন জগৎ জগতাজ্ঞানমিতি পরস্পরাশ্রয়াদিপ্রসঙ্গাৎ। নৈবম্ অনাদিত্বাদ্ যুজ্যতে দোষ ইতি চেৎ ন, বক্ষ্যমাণান্ধ-

পরম্পরাদোষাৎ। যথাদ্বৈতশারীরককৃতৈব কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরমতং * দূষয়তোক্তম্—

বর্ত্তমানকার্য্যবদতীতেষ্বপি কার্য্যেষ্বিতরেতরাশ্রয়দোষা বিশেষাদন্ধ-পরম্পরান্যায়াপত্তেরিতি†।

ন তু ক্বচিত্তথা দৃশ্যতে। স্বতঃ সিদ্ধস্যৈব রজতস্যান্যত্র ভানপ্রসিদ্ধেঃ তথাচান্যথানুমীয়তে। বিমতা জগৎপরম্পরা ন ভ্রমসিদ্ধা। অনাদিত এব পূর্ব্বপূর্ব্বভ্রমাবভাসিততন্মাত্রারোপেণৈব তথাঙ্গীকর্ত্তুং শক্যত্বেন প্রসিদ্ধ-ভ্রমসিদ্ধশুক্তিরজতবৈলক্ষণ্যাৎ।

যন্নৈবং তন্নৈবং যথা রজ্জুসর্পাদয়ঃ। ততো বিপক্ষানুমিতাবুপাধি-রেব পর্য্যবসিতঃ। কিঞ্চ জগদিদং কুত্রাপি স্বতঃ সিদ্ধস্যৈব জগদন্তরস্যা-রোপেণ ব্রহ্মণি স্ফুরিতং ভ্রমজন্যত্বাৎ। যদেবং তদেবং যথা শুক্তৌ রজত-মিতি তুষ্যতুন্যায়েণ তথাঙ্গীকারেঽপি জগদন্তরে সত্যত্বেন সাধিতে তৎ-সম্প্রতিপত্তিভঙ্গাদিদমেব সত্যত্বেন সাধিতম্ভবতি।

কিঞ্চ স্বপ্নানুভববদ্রজতানুভবস্যাপ্যুত্তরকালেঽপ্যনুবর্ত্তমানত্বেনাব্যভি-চারিত্বাদদ্বৈতপ্রতিপত্তিস্তু কদাচিদপি ন স্যাদেব। পীতশঙ্খাদৌ তু কাচ-কামলাদিদোষা ন ভ্রমকল্পিতা ইতি তেষামপি সম্মতম্।[১] তদেবং জাগ্রৎসৃষ্টির্যথেশ্বরকৃতত্বেন ন জীবাজ্ঞানমাত্রকল্পিতা তদ্বৎ স্বপ্নদৃষ্টিরপি ভবেদিতীশ্বরবাদিনামনুমানম্।

"সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" [ব্রহ্ম সূঃ ৩৷২৷১] ইতি "নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ" [ব্রহ্ম সূঃ ৩৷২৷২] ইতিন্যায়াভ্যাং জাগরবৎ পারমেশ্বর-সৃষ্টিত্বাৎ। তত্র দেশকালনিমিত্তাদীনাং ক্বচিদসম্ভবেঽপি "মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" [ব্রহ্ম সূ ৩৷২৷৩] ইতিন্যায়েন দুর্ঘটন-

---

* "লোকসৃষ্টিশ্চ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতেনাপরেণ কেনচিদীশ্বরেণ ক্রিয়তে ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোরুপ-লভ্যতে।—৩৷৩৷১৬ ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যে।

† শরীরসম্বন্ধস্য ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তৎকৃতস্য চেতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাদন্ধপরম্পরৈবৈষা অনাদিত্ব-কল্পনা।—১৷১৷৪ ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্।—"যথা অন্ধেন নীয়মানা অন্ধাঃ পতন্তি তদ্বৎ"।

১। দৃশ্যতে দৃষ্টান্তোঽয়ং শ্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে।

ঘটনাকর-মায়া নাম পরমাত্মশক্তিবিলাসত্বাৎ। "সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।৪] ইতিন্যায়েন ভাবিসত্যার্থসূচকত্বে ক্বচিদোষধিমন্ত্রাদিপ্রাপ্তিদর্শনেন সূচকসত্যত্বে চ সিদ্ধে সত্যতাপ্রত্যয়নাৎ। "পুরুষং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স চৈনং হন্তি" ইতি সাক্ষাৎ স্বপ্নদৃষ্টকর্ত্তৃকহননশ্রবণাচ্চ।

"পরাভিধানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।৫] ইতিন্যায়েন তত্র জীবস্যাসামর্থ্যাদত এব কর্ত্তৃশ্রুতের্ভোক্তৃত্বাৎ স্বপ্নস্থষ্টিরপি জাগরবৎ পারমেশ্বরী সত্যা চেতি চ তেষাং শ্রৌতমতম্। শ্রীরামানুজচরণাশ্চৈবমাহুঃ—"স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্যপাপানুগুণং ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ তত্তৎকালাবসানাঃ তথাভূতাশ্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে। তথাচ স্বপ্নবিষয়া শ্রুতি :—

"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি। অথ রথান্রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" [বৃঃ আঃ ৬।৩।১০] ইত্যারভ্য "স হি কর্ত্তা" [বৃঃ আঃ ৬।৩।১০] ইত্যন্তা। যদ্যপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি। তথাপি তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থান্ ঈশ্বরঃ সৃজতি। স হি কর্ত্তা। তস্য সত্যসঙ্কল্পস্যাশ্চর্য্যশক্তেস্তাদৃশং কর্ত্তৃত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ।

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥"

[কঠ উঃ ২।৫৮]

ইতি চ। সূত্রকারোঽপি "মায়ামাত্রন্তু কাৎস্ন্যেন" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।৩] ইত্যাদিনা জীবস্য কাৎস্ন্যেনাভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরস্যৈব সত্যসঙ্কল্পশক্তিবিলাসমাত্রমিদং স্বাপ্নিকবস্ত জ্ঞাতমিতি ব্যাচষ্টে। "তস্মিন্ লোকাঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অপরকালাদিষু শয়ানস্য স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমনরাজ্যাভিষেকশিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্যপাপফলভূতাঃ শয়ানদেহসরূপসংস্থানং দেহান্তরসৃষ্ট্যোপপদ্যন্তে" [শ্রীভাঃ বেং কোং ১ খং

৮৪-৮৫ পৃঃ] ইতি। যুক্তা চ পরমাত্মন এব স্বপ্নসৃষ্টিঃ। জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিভেদাখিলস্যৈব প্রপঞ্চস্য জন্মাদিকর্ত্তৃত্বেনৌৎসর্গিকসিদ্ধেঃ। যেষাং বা মতে স্বসঙ্কল্পমাত্রমূর্ত্তয়ঃ স্বপ্নপদার্থাস্তন্মতাভ্যুপগমবাদেনাপি সূত্রকৃতা "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিব" [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।২৮] ইত্যনেন জাগ্রৎ-পদার্থা ন দৃষ্টান্তসাধ্যান্যথাভাবা ইতি ব্যাখ্যাতম্। এবং "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৩১] ইত্যনেন জগতোঽপি যুগপৎ সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ত্বঞ্চ নিষিদ্ধম্। কিঞ্চ যদি সর্ব্বমেব দ্বৈতজাতং জীবাজ্ঞানকল্পিতং স্যাৎ জীবস্বরূপঞ্চ ন ব্রহ্মণোঽন্যৎ, ততো বস্তুতঃ সর্ব্বজ্ঞাদ্যভিমানী কশ্চিদীশ্বরো নামান্যো নাস্তি। কিন্তু স্থাণৌ পুরুষবৎ স্বস্বরূপ এবেশ্বরঃ কল্প্যতে; স্বাপ্নিকরাজবদ্বা। তর্হি স্থাণুপুরুষাদিবদীশ্বরাভিমানিনস্তদানীমপ্যভাবাৎ। তদা তস্য জীবাগোচরত্বেন পুরুষাজ্ঞানকল্প্যমানত্বস্যাপ্যদর্শনাদনুমানসিদ্ধত্বাৎ সম্প্রতিপত্তেঃ, শাস্ত্রৈকগম্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ, যানি "জন্মাদ্যস্য যতঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।১।২] ইত্যাদীনি সূত্রাণি, যানি চ তদ্বিষয়বাক্যানি তানি প্রলাপরূপাণ্যেব স্যুঃ।

তত্র তত্র সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বে বিনা জীবপ্রধানয়োর্ব্বিচিত্রস্রষ্টৃত্বাদিকং ন সম্ভবতীতি দর্শিতা যুক্তয়শ্চোপহস্যেরন্।

তথা যদি জীবাজ্ঞানেনৈব ভেদোৎপত্তিঃ স্যাত্তদা "ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২১] ইতি জীবকর্ত্তৃকসৃষ্টৌ দোষারোপোঽপি ন ঘটতে।

তত্র "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২২] ইতি সিদ্ধান্তসূত্রমপ্যপার্থমেব স্যাৎ—"সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।৪।১৭] ইত্যেষ ন্যায়স্তু জীবাকর্ত্তৃকত্বং স্থাপয়তি। তথা তন্মত এব "জগদ্বাচিত্বাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ১।৪।১১] ইত্যাদয়শ্চ।

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সেতুর্ব্বিধারণ এষাং লোকানাং সম্ভেদায়" [বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।২২] ইতি।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" [গীতা ১৮।৬০]

ইত্যাদিষু তু জীবাজ্ঞানপ্রবর্ত্তকত্বেন প্রসিদ্ধো যজ্ঞেশ্বরস্তস্য জীবাজ্ঞানকল্পিতত্বমযুক্তমেব। কিঞ্চ ভেদমাত্রস্য স্বাজ্ঞানকল্পিতত্বেন শাস্ত্রস্যাপি তথাত্বে সতি স্বপ্নজস্বপ্নতাদিবৎ তস্মাৎ যথার্থজ্ঞানোৎপত্তেরসম্ভাবনয়া ন তত্র কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত ততঃ স্বপ্নপ্রলাপবিশ্বাসাৎ স্বোৎপ্রেক্ষিত-তর্কবিশ্বাস এব বরমিতি বেদোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ ইত্যলমিতিবিস্তরেণ।

তদেবং ন বিবর্ত্তাবকাশ ইতি পরিণাম এব শিষ্যতে। তস্য চ লক্ষণং

পরিণামবাদঃ।

"তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ" ইতি "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৪] ইতি "দেবাদিবদপি লোকে" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৫] ইত্যাদিষু সূত্রেষু তন্মতব্যাখানেঽপি স এব হি দৃশ্যতে। পুনশ্চ তদনন্তরমেব "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৬] ইত্যনেন স্থূলাবর্ত্তমেব পরিণামং চালয়িত্বা "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৭] ইত্যনেন স্থাপয়তি। "ভগবানিতি" চ দৃশ্যতে।

তত্র পূর্ব্বস্যার্থঃ—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" [শ্বেতাশ্ব ৬।১২] ইত্যাদিষু "ব্রহ্মণো নিরবয়বত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদেকদেশাসম্ভবে সতি কৃৎস্নস্যৈব পরিণামে প্রসক্তে মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত"। দ্রষ্টব্যতোপদেশানর্থক্যঞ্চ। অজত্বাদিশব্দকোপশ্চ। সাবয়বত্বে চ মন্যমানে নিরবয়বত্বশব্দা ব্যাকুপ্যেয়ুঃ। অনিত্যত্বপ্রসঙ্গশ্চেতি॥ অথোত্তরস্যার্থঃ। তুশব্দেন পূর্ব্বপক্ষং পরিহরতি। ন খল্বস্মৎপক্ষে কশ্চিদ্দোষঃ। শ্রুতিসিদ্ধান্তিনো হি বয়ং। শ্রুতিশ্চ স্বশব্দৈরেব যদুচ্যতে তদেব মূলত্বেন বহতি নতু তর্কেণ যৎ সেৎস্যতি।* অপৌরুষেয়ত্বেন স্বতঃ প্রামাণ্যাৎ পরমালৌকিকবস্তুপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চ। তথাচ পৌরাণিকাঃ পঠন্তি—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্" ইতি॥

---

* "নিষ্কলম্" ইত্যারভ্য "নাস্ত্যস্মৎপক্ষে কশ্চিদ্দোষঃ" ইতি পর্য্যন্তানি বাক্যানি ২।১।২৬-২৭ অঙ্কস্থে শাঙ্করভাষ্যে দ্রষ্টব্যানি।

শ্রুতিশ্চ—“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি” [কঠ উঃ ৪।১] ইতি।

“ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো ন স্মৃতির্ন বেদো হ্যেবৈনং বেদয়তি” ইতি “ঔপনিষদং পুরুষং” [বৃ আঃ উঃ ৩।৯।২৬] ইতি চ। ইদন্তত্ত্বসন্দর্ভে চ বিস্তারিতমস্তি। তস্মান্নিরবয়বত্বেঽপি ন কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ। যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে তথা বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়তে।

“অজায়মানো বহুধা বিজায়তে” ইত্যাদৌ দৃশ্যতে চ।

মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণেষু দেবাদিভ্যোঽপ্যবিকৃতেভ্য এবৈশ্বর্য্য-যোগবিশেষাৎ বহূনি নানাসংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি চ জায়ন্ত ইতি চ। ন চান্যদুপাদানানি তানি মন্তব্যানি। দৃষ্টং সন্নিহিতং পরিত্যজ্যাদৃষ্টাসন্নিহিতকল্পনাগৌরবাপত্তেঃ।

অতএবোক্তম্। “দেবাদিবদপি লোকে” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৫] ইতি। শরীরমেব হ্যচেতনং দেবাদীনাং শরীরাদিবিভূত্যাদেরুপাদানমিতি শঙ্কর-শারীরকভাষ্যে লিখিতম্, অতএব তানি মায়িকানীতি চ ন মন্তব্যানি। তৈঃ স্বস্যৈব বিহারায় ক্রিয়মাণত্বাচ্চ। মায়িনাং হি স্বমায়ারচিতানি মিথ্যৈব স্ফুরন্তীতি তস্মৈ তৎসৃষ্টিরযুক্তা স্যাৎ।

শঙ্করশারীরকেঽপি “আত্মনি চৈবম্” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৮] ইত্যত্র সূত্রে দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু ইতি মায়াব্যাদিভ্যো দেবাদয়ঃ পৃথক্ পঠিতাস্ত-স্মাদ্দেবাদিবদচিন্ত্যশক্ত্যা বিকাররহিতস্যৈব পরিণামঃ।

প্রসিদ্ধিশ্চ লোকশাস্ত্রয়োঃ চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃত এব নানাদ্রব্যাণি প্রসূতে ইতি।

নন্বিত্থং কেনচিদ্রূপেণ পরিণমেৎ কেনচিদবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদ-কল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যতে [পূঃ পঃ]। তত্রাপ্যাহ—ভবত্বিদমপি যতঃ “শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।২৭] ইতি নিরবয়বত্ব-সাবয়বত্বয়োর্ব্বিরুদ্ধয়োরপি ধর্ম্ময়োঃ শ্রূয়মাণত্বাৎ। তথৈবমপ্যচিন্ত্যঃ স্বভাবস্তস্মিন্ বর্ত্তত এবেতি। যথা “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” ইত্যাদি

"তদেতদ্ ব্রহ্ম চতুষ্পাদষ্টাদশকলং ষোড়শকলম্" [ছাঃ উঃ ১৩।১৮।২] ইত্যাদি চ। ইত্থমেব চাগ্রে 'বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।৩১] ইত্যত্র সূত্রকারস্তদুক্তমিত্যনেন "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" [শ্বেতাশ্ব ৬।৮] ইত্যাদিপ্রমাণকং করণরাহিত্যং স্বাভাবিকজ্ঞানাদিকঞ্চ ব্যক্তবান্। এবমেব পৈঙ্গীশ্রুতিরপ্যুদাহৃতা—"যোঽসৌ বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধঃ" ইত্যাদিকা। পুরাণঞ্চ—"যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বশক্তিনিলয়ে মানানি নো মানিনাম্" ইতি।

ন চেত্থং সাবয়বত্বে নানিত্যত্বং মন্তব্যম্—তাদৃশবৈলক্ষণ্যাৎ সর্ব্বকারণত্বাৎ শ্রুতিশব্দমূলাদেব নিত্যত্বাচ্চ। তদুক্তং মাধ্বভাষ্যে। "সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৩৮] ইত্যত্র।* বিষ্ণোস্তু শ্রুত্যৈব সর্ব্বে বিরোধাঃ পরিহৃতাঃ। "যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ" ইত্যাদি "বুদ্ধিমত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে" ইত্যাদি, "সন্দেহঃ সুগন্ধশ্চ" ইত্যাদিকয়া।

তস্মাদচিন্ত্যয়া শক্ত্যা নিরবয়বং সাবয়বঞ্চ ব্রহ্ম তয়ৈব পরিণামমানমপি নির্ব্বিকারমেব তিষ্ঠতীতি শ্রৌতসিদ্ধান্তঃ।

তস্মাৎ "তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ" ইত্যেব লক্ষণং, ন তু তত্ত্বস্যেতি। দৃশ্যতে চাপি মণিমন্ত্রমহৌষধিপ্রভৃতীনাং তর্কালভ্যং শাস্ত্রৈকগম্যমচিন্ত্যশক্তিত্বম্। তস্মান্নাসম্ভাবনীয়মপি। তথাচ সর্ব্বেষামেবাচিন্ত্যশক্তিকজগদ্বস্তূনাং মূলকারণস্য তস্যাবিচিন্ত্যশক্তিত্বে সুতরামেব লব্ধে শ্রুতিদৃষ্টযুগপদ্বিকারাবিকারাদীনাং সাধনায় তাদৃশশক্তিহীনানাং শুক্ত্যাদীনামিব বিবর্ত্তঃ সমাশ্রয়িতুমযুক্ত এব। তথোক্তং শঙ্করশারীরকেঽপি "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইত্যধিকরণে "আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তি। "নাবশ্যন্তস্য যথাদৃষ্টং সর্ব্বমভ্যুপগন্তব্যম্" [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৩৮] ইতি। সর্ব্বতোঽপ্যাশ্চর্য্যশক্তিত্বং তস্য তদনন্তরসূত্রে "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ" [ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৮] ইত্যত্র শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরুদাহৃতম্—

---

* উদ্ধৃতোঽয়মংশঃ "অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা" [ব্রহ্মসূত্র ২।২।৪১] ইত্যস্য মাধ্বভাষ্যে উপলভ্যতে ন তু "সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ [ব্রহ্মসূত্র ২।২।৩৮] ইতি সূত্রভাষ্যে।

"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো
ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ।
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
সর্ব্বান্ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ॥" ইতি

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদীতি। ততশ্চ সূত্রকারেণাপি শাস্ত্রৈকগম্যত্বমেবাঙ্গীকুর্ব্বতা শুক্তিরজতবৎ পুরুষদৃষ্ট্যবগম্যত্বং নিরাকৃত্য প্রকরণসিদ্ধঃ পরিণাম এব দৃঢ়ীকৃতঃ।

দৃশ্যতে চ "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে" [মুণ্ডক উঃ ১।১।৭] ইত্যাদিষু বহুষ্বেব পরিণামপ্রক্রিয়ৈব।

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" [বৃঃ আঃ উঃ ২।৫।১৯] ইত্যত্রাপি মায়াশব্দস্য শক্তিমাত্রবাচ্যত্বান্ন দোষঃ।

ন চ পরিণামপ্রতিপাদনে ফলং নাস্তীতি বাচ্যম্। পরমাত্মনস্তাদৃশমহিমজ্ঞানোত্থভক্ত্যা এব পরমপুরুষার্থতাসম্প্রতিপত্তেঃ।

"যং বৈ দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ" [নৃসিংহ পূঃ তাঃ ২।৪] ইত্যাদৌ।

তস্মাৎ পরমাত্মপরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ইতি। তদেতৎ সংক্ষেপেণ দর্শিতং তত্রেত্যাদিনা। অত্র পরিণামবাদে সোপপত্তিকা চ শ্রুতিরবলোক্যতে—

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।"
[ছাঃ উঃ ৬।১।৪] ইতি।

অয়মর্থঃ—বাচয়া বাচা আরম্ভণমারম্ভো যস্য তৎ। বাচয়া আরভ্যতে যত্তদিতি বা। যৎকিঞ্চিদ্বাচারম্ভণস্বাচ্যম্ তৎ সর্ব্বমেব দণ্ডাদীনামপ্যন্যত্র সিদ্ধত্বাৎ।

'বিকারো নামধেয়ং' বিকার এব নামৈব নামধেয়ং স্বার্থে ধেয়ট্। স চ ঘটাদির্ব্বিকারো মৃত্তিকৈব। মৃত্তিকাদিকমেব দণ্ডাদিনা নিমিত্তেনাবির্ভূতাকারবিশেষং ঘটাদিব্যবহারমাপদ্যত ইতি। ততো ন পৃথগিত্যর্থঃ। ইত্যেব সত্যমিতি। ন তু শুক্তিরজতাদিবদ্বিবর্ত্তঃ। নতুবা

শুক্তেঃ সকাশাৎ স্বতোঽন্যত্র সিদ্ধং রজতমিব ভিন্নমিত্যর্থঃ। বাক্যান্তোপদিষ্টস্যেতিশব্দস্য সমুদায়ান্বয়িত্বাৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাদিবৎ। অত্রাপি শ্রুত্যৈবেতরমতাক্ষেপঃ। তদেবম্ 'ইতি' শব্দস্যাপি সার্থকতা; ন তু মৃত্তিকৈব তু সত্যমিতি ব্যাখ্যানং, ন হ্যত্র বিকারত্বে কারণাভিন্নত্বে চ বিধেয়ে বাক্যভেদঃ।

প্রথমস্যানুবাদেন দ্বিতীয়স্য বিধানাৎ ততশ্চানুবাদেনাপি সিদ্ধবিধেয়ত্বাবধারণাদুভয়ত্র মুখ্যৈব প্রতিপত্তিরিতি। অত্র মৃত্তিকাশব্দেনেদং লভ্যতে—যথা সর্ব্বতোঽপি কার্য্যকারণপরম্পরাতোঽর্বাক্ চেতনসর্ব্বোপলভ্যমানত্বস্য মৃণ্ময়স্য তদ্বিকারত্বমেব প্রত্যক্ষীক্রিয়তে—ন তু তদ্বিবর্ত্তত্বম্; তথা তৎপ্রাক্সৃষ্টানাং মৃদাদিবস্তূনামনুমেয়ম্।

ইত্থমেবোক্তমেতৎপ্রকারকারকমেব সত্যমিতি।

অত্র বিকারাদিশব্দস্য সাক্ষাদেবাবস্থিতত্বাদ্বিবর্ত্তে তাৎপর্য্যব্যাখ্যানং কষ্টমেবেত্যপ্যনুসন্ধেয়ম্। তদেব সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুরূপশুদ্ধজীবাব্যক্তশক্তেরেব তস্য কারণত্বাদিত্যেতদযুক্তম্।

যতঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছাঃ উঃ ৬।২।১] ইত্যত্রাপি ইদমা তত্তচ্ছক্তিমত্ত্বং স্পষ্টম্, প্রাগপ্যস্তিত্বেন নির্দ্দিষ্টং কারণত্বং সাধয়িতুম্।

অতো ভগবদুপাদানত্বেঽপি সঙ্ঘাতস্যোপাদানত্বেন চিদচিতোর্ভগবতশ্চ স্বভাবাসঙ্করঃ। যথা লোকে শুক্লত্বং তু সঙ্ঘাতোপাদানত্বেঽপি চিত্রপটস্য তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌক্ল্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্য্যাবস্থায়ামপি ন বর্ণ-সঙ্করঃ। তথা চিদচিদ্ভগবৎসঙ্ঘাতোপাদানত্বেন কার্য্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্বভোগ্যত্বনিয়ন্তৃত্বনিয়ম্যত্বাদ্যসঙ্করঃ।

অতঃ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" [ছাঃ উঃ ৩।১৪।১] ইত্যাদিকমবিরুদ্ধম্।

তদেতদেবোক্তম্ সূত্রকারেণ "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১৩] ইতি।

অতঃ কার্য্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূলসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশক্তিঃ পরমপুরুষ এব,—কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বাৎ।

অনন্যত্বঞ্চ বাচারম্ভণমিত্যাদিভিঃ সিদ্ধম্। তথাহি—একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে। যথা—"সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণমিত্যাদি" [ছাঃ উঃ ৬।১।৪]।

একস্যৈব সঙ্কোচাবস্থায়াং কারণত্বং,—বিকাশাবস্থায়াং কার্য্যত্বমিতি। বিকারোঽপি মৃত্তিকৈব। ততঃ কারণবিজ্ঞানেন কার্য্য-বিজ্ঞানমন্তর্ভাব্যত ইত্যেবং পরমকারণে পরমাত্মন্যপি জ্ঞেয়ম্। তদেতদারম্ভণশব্দলব্ধ-মনন্যত্বমেব।

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছাঃ উঃ ৬।৮।৭] ইত্যাদিশব্দা অপি বদন্তি। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্" [বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।১৯] ইত্যাদিকঞ্চ সঙ্গতমেব। তদেবং কারণস্যৈব ধর্ম্মবিশেষঃ কার্য্যত্বং ন তু পৃথক্ তদস্তি।

তস্য কারণনৈরপেক্ষ্যেণানবস্থানাদিতি পুনর্দ্দর্শয়তি—"অপাগাদগ্নে-রগ্নিত্বম্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্" [ছাঃ উঃ ৬।৪।১] ইতি। অত্র রূপত্রয়ং সূক্ষ্মরূপতেজোবন্ন লক্ষণব্যক্তাৎ স্বতন্ত্র-মগ্নেরগ্নিত্বং ন নিরূপণীয়মস্তীত্যর্থঃ। ন ত্বসত্যমেবেতি বক্তব্যম্। সৎকার্য্যতা-সম্প্রতিপত্তেঃ সর্ব্বকারণস্য পরমাত্মনঃ সর্ব্বদৈব ব্যতিরেকাসম্ভবাৎ। তস্মাত্তস্মিন্ বিশ্বস্য স্থূলতয়া সূক্ষ্মতয়া বা নিত্যং ভবদ্রূপত্বমস্ত্যেব*। তথা চ শ্রুতিঃ—"যদ্ভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইতি। তথা "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১৬] ইত্যনন্যত্বন্যায়স্যোপসূত্রঞ্চ। অতো যদা কারণমস্তি তদা কার্য্যমপ্যস্তি। ইত্থমেব "ভাবে চোপলব্ধেঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১৫] ইতি সূত্রান্তরঞ্চ ব্যাখ্যেয়ম্।

অস্য সূত্রস্য কারণভাব এব কার্য্যভাবোপলব্ধিরিতি বিবর্ত্তবাদিনাং ব্যাখ্যানে তু মৃত্তিকাভাব এব ঘটোপলব্ধিবৎ শুক্তিভাব এব রজতোপলব্ধে-রাবশ্যকত্বং চিন্ত্যম্। বণিগ্বীথ্যাদৌ তদভাবেঽপি রজতদর্শনাৎ।

নন্বু, কারণং বিনা কার্য্যং নিরূপয়িতুং ন শক্যম্,—তন্তূন্ বিনা পটো নাম বস্ত্বিব।

---

* ভগবদ্রূপত্বমিতি পাঠান্তরম্।

সত্যম্ ; তথাপি আতান-বিতান-বৈশিষ্ট্যস্যোপলভ্যমানত্বাৎ, উপলব্ধে চ বৈশিষ্ট্যে স্বাবির্ভূতেন তেনৈব কেবলেভ্যঃ স্বেভ্যো[১] বিলক্ষণাঃ[২] পটতয়াবির্ভবন্তীতি কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং ন চ কারণবস্তুমাত্রমিতি প্রত্যক্ষীক্রিয়ত এব।

ইত্থং প্রত্যক্ষমেবানন্যত্বস্যোপলভ্যমানত্বাৎ "ভাবে চোপলব্ধেঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১৫] ইত্যত্র ভাবাচ্চোপলব্ধেরিতি কেচিৎ পঠন্তি। উপলম্ভনস্য বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ।

তস্মাৎ কার্য্যস্যাপি সত্যত্বং ন তু মিথ্যাত্বম্। যত্তু মিথ্যাত্বং তদপি আত্মপরমাত্মনোরধ্যস্তত্বমেব। লোকেঽপি শুক্তাবধ্যস্তত্বমেব রজতস্য মিথ্যাত্বমুচ্যতে। স্বতঃ সত্যত্বাৎ খপুষ্পাদেরনধ্যাস্যত্বাচ্চ।

নন্‌, তৎ সত্যং স আত্মেতিকারণস্য সত্যত্বাবধারণাৎ বিকারজাতস্যাসত্যত্বমুক্তম্।

ন, অবধারকপদাভাবাৎ। প্রত্যুত তস্যৈকস্য সত্যত্বমুক্ত্বা তদুত্থস্য সর্ব্বস্যৈব সত্যত্বমুপদিশ্যতে। রজতং ন শুক্ত্যুত্থং কিন্তু তস্মিন্নধ্যস্তমেব। বিবর্ত্তবাদশ্চ পূর্ব্বমেব পরিহৃতঃ।

তস্মাদ্বস্তুনঃ কারণত্বাবস্থা কার্য্যাবস্থা চ সত্যৈব। তত্র চাবস্থাযুগলাত্মকমপি বস্ত্বেবেতি কারণানন্যত্বং কার্য্যস্য। তদেতদপ্যুক্তং সূত্রকারেণ "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১৪] ইতি।

অত্র চ তদনন্যত্বমিত্যেবোক্তং ন তু তন্মাত্রসত্যত্বমিতি।

কার্য্যস্যাসত্যত্বং ন তন্মতং তদেতৎ সর্ব্বসম্বাদেন তদন্যত্বপ্রকরণমারভ্যতে।

"তত্র শক্তেঃ, শক্তিমদব্যতিরেকাৎ" [মূঃ ৬০] ইত্যাদিনা ষষ্টিতমবাক্যাভাসেন।

অথ টীকাদর্শিতং খণ্ডনানুগতবিবর্ত্তবাদত্বমনন্যত্ববাদব্যাখ্যয়ান্যথয়িতুং দ্বিষষ্টিতমবাক্যাদিকমাভাসয়ন্নাহ—

১। পটৈভাঃ। ২। তন্তবঃ।

তত্রানন্যত্বে যুক্তিং বিবৃণোতীতি।*

অথ চতুরশীতিতমবাক্যব্যাখ্যান্তরমেবং বিবেচনীয়ম্—

তদেবং পরিণামাঙ্গীকারেণ বিশ্বস্য সত্যত্বং সাধিতম্। তত্র কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বং দর্শিতম্। বিবর্ত্তবাদনিষেধেনাভেদশ্চ পরিহৃতঃ।

অত্র কেচিদ্বদন্তি—

অত একস্যৈব বস্তুনোঽবস্থাভেদেন কারণত্বং কার্য্যত্বঞ্চেত্যবস্থাভ্যাং ভেদাদ্বস্তুনা ত্বভেদাত্তয়োর্ভেদাভেদৌ। এবং সর্ব্বেষামেব বস্তূনাং ভেদাভেদাবেব। সর্ব্বত্র হি কারণাত্মনা জাত্যাত্মনা চাভেদঃ। কার্য্যাত্মনা ব্যক্ত্যাত্মনা চ ভেদঃ প্রতীয়তে। যথা মৃদয়ং ঘটঃ। খণ্ডো গৌরিতি।

অত্র যুক্তিবিশেষাশ্চ ভাস্করমতাদৌ দ্রষ্টব্যাঃ।

অন্যে বদন্তি—ন তাবৎ কার্য্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ,—যত আকার-বিশেষরূপায়া এবাবস্থায়াঃ কার্য্যত্বং ন মৃদঃ। তস্যাঃ পূর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ।

অতএব নাকারবিশেষবিশিষ্টায়া অপি তস্যাঃ কার্য্যত্বম্। ঘটত্বন্তু বিশিষ্টায়া এব। তৎকার্য্যকরত্বতৎপ্রতীতিতচ্ছব্দপ্রয়োগাণাং তস্যামেব দর্শনাৎ।

অতো ঘটস্য কার্য্যত্বং[১], কার্য্যস্য ঘটত্বং প্রাচুর্য্যাদেব ব্যপদিশ্যতে। তদেবং তদবস্থায়া এব কার্য্যত্বে সিদ্ধে কারণত্বমপি পরস্যাস্তদবস্থায়া এব ভবিষ্যতি। ততশ্চ কার্য্যকারণয়োস্তদ্রূপাবস্থাদ্বয়াশ্রয়স্য[২] বস্তুনশ্চ ভিন্নত্বমেব। তয়োরনন্যত্বং তু ঘটাদিলক্ষণবিশিষ্টবস্ত্বপেক্ষয়ৈব—ন তু, প্রত্যেকবস্ত্বপেক্ষয়া। তথা পরস্পরং কার্য্যাণামপি ন ভিন্নাভিন্নত্বং প্রতীয়তে প্রত্যেকং বৈলক্ষণ্যাৎ। তথা ব্যক্তিগতভেদো জাতিগত-শ্চাভেদ ইতি নৈকস্য দ্ব্যাত্মকতা। তদাকারদ্বয়াশ্রয়ং বস্ত্বন্তরমস্তীতি ত্রিতয়াভ্যুপগমেঽপি স এব দোষঃ,—অনবস্থাপাতশ্চ,—তস্মাদ্ভেদ এব।

---

* বিশেষো জ্ঞাতব্যশ্চেৎ পরমাত্মসন্দর্ভো দ্রষ্টব্যঃ।

১। কম্বুগ্রীবাদ্যবয়বযোগাৎ।

২। অবিকৃতমৃদ্বিশেষস্য।

তত্ত্বমস্যাদাবভেদনির্দ্দেশস্তু ব্যাখ্যাত এব। অত্র ভেদসিদ্ধান্তে যুক্তিবাহুল্যঞ্চ ন্যায়দর্শনাদৌ দ্রষ্টব্যম্।

অতো ভেদাভেদবাদো বিশিষ্টবস্ত্বপেক্ষয়ৈব প্রবর্ত্ততাম্। অভেদবাদশ্চ বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি।

অপরে তু "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১১] ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। তত্র বাদরপৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্করমতে চ। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যাবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদঃ।

অথ চতুরুত্তরশততমবাক্যানন্তরং চতুর্ব্ব্যূহবিচারে চৈবং বিবেচনীয়ম্,—ভগবদ্বাসুদেবয়োরেকত্বম্। পুরুষস্যৈব বা নিরুপাধেরবস্থা বাসুদেবঃ। স এব হি পরমাত্মেতি পাঞ্চরাত্রিকাদয়ঃ। অয়ং রক্তঃ শ্যামো গৌরশ্চ কচিৎ চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বেনোপাসনাবিশেষে নির্দ্দিষ্টশ্চ। পুরুষস্য সঙ্কর্ষণাদয়ো ভেদাঃ।

চতুর্ব্ব্যূহবিচারঃ।

তত্র সঙ্কর্ষণো মহাসমষ্টিজীবস্য প্রকৃতেশ্চ নিয়মনং সৃষ্ট্যাদ্যর্থং করোতি। রুদ্রাধর্ম্মযমসর্পদৈত্যাদীনাং চাংশেন সংহারমাত্রার্থম্। অয়ং শুক্লোঽহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃত্বেনোপসনাবিশেষে নির্দ্দিষ্টঃ। অস্যৈবাংশঃ শেষাবিষ্টঃ। অথ প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ডনিয়মনং স্থূলকার্য্যোৎপত্ত্যর্থং করোতি।

ব্রহ্মপ্রজাপতিস্মররাগিণাং চাংশেন বিসর্গমাত্রার্থম্। অয়ং গৌরঃ শ্যামো বা পূর্ব্ববদ্ বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃত্বেনোপাস্যঃ। অস্যৈবাংশঃ কামাবিষ্টঃ।

অথানিরুদ্ধঃ স্থূলব্রহ্মাণ্ডনিয়মনং ব্রহ্মাদ্যাবির্ভাবনসুখসৃষ্ট্যাদ্যর্থং করোতি। ধর্ম্মমনুদেবভূভুজাং বিষ্ণুরূপেণ স্থিতিমাত্রার্থম্। অয়ং শ্যামঃ পূর্ব্ববন্মনস্যুপাস্যঃ। মোক্ষধর্ম্মে তু মনসি প্রদ্যুম্নঃ, অহঙ্কারেঽনিরুদ্ধ ইতি।

পাঞ্চরাত্রিকমতঞ্চৈতৎ। এতে পরমবৈকুণ্ঠাবরণস্থা অপি পাদ্মাদৌ মতাঃ। [দ্রষ্টব্যশ্চাত্র পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডে ৯১ অধ্যায়ঃ।]

প্রপঞ্চে এবৈতে জলাবৃতিস্থবেদবতীপুরে সত্যোর্দ্ধদ্বারকাদিষু বিরাজন্তে। যত্তু পঞ্চরাত্রাদৌ সঙ্কর্ষণাদয়ো জীবমনোঽহঙ্কারতয়া শ্রূয়ন্তে, তত্তু ন তে জীবাদয় ইত্যেবাভিপ্রায়ম্। কিন্তু তত্তদধিষ্ঠাতৃত্বেনোপাস্যত্বাভিপ্রায়মেব সর্ব্বত্র তেষাং বাসুদেবতুল্যত্বাম্নানাৎ, তুল্যত্বে চোৎপত্তির্দীপপরম্পরাবৎ।*

অথ চোৎপত্তিস্তত্রাবির্ভাবার্থৈব। তথাপ্যাধিক্যং বাসুদেবে স্যাদিতি চেৎ, অস্তু সাম্যোক্তিস্ত্বংশাংশিনোরেকতাপত্তিত এব স্যাৎ। যথোক্তম্,—

"সোঽচ্যুতোঽচ্যুততেজাশ্চ স্বরূপং বিতনোতি বৈ।
আশ্রিত্য বাসুদেবঞ্চ খস্থো মেঘো জলং যথা॥" ইতি।

অনন্তব্যূহে চতুষ্টয়তামাত্রসংখ্যামুখ্যত্বাপেক্ষয়েত্যপি মন্তব্যম্।

তস্মাৎ শুদ্ধৈবৈষা পাঞ্চরাত্রিকী প্রক্রিয়া।

পঞ্চরাত্রমতসমর্থনম্।

ননু পঞ্চরাত্রে বহুবিধো বিপ্রতিষেধ উপলভ্যতে-ঽনুগুণ্যাদীনামেকবস্তুত্বাদিলক্ষণঃ।

"জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলতেজাংসি গুণা আত্মন এব তে ভগবন্তো বাসুদেবাঃ" ইত্যাদিদর্শনাৎ। বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়ো ন লব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধীতবানিত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাদিতি চেন্ন—

তত্রাদ্যঃ পক্ষঃ শক্তিশক্তিমতোরভিন্নবস্তুতাস্বীকারেণ পূর্ব্বমেব নিরস্তঃ। ভেদমতেঽপি বিশিষ্টস্যৈব ভগবৎস্বরূপত্বান্ন দোষঃ। অন্তেঽপীদং ক্রমঃ ন তত্র বেদনিন্দনমায়াতি। কিং তর্হি বেদস্য "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে" [শ্রীভাগ ১১।২১।৪২] ইত্যাদিন্যায়েন দুর্ব্বোধত্বং পঞ্চরাত্রস্য সমাসসংগৃহীতস্ফুটতদর্থসারত্বাৎ সুবোধত্বমিত্যেবায়াতি, স্মৃতিপুরাণানাম-প্যেবংগুণতা পঠ্যতে। যথা স্কান্দপ্রভাসখণ্ডে—

"যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টন্তু তৎ পুরাণে প্রগীয়তে॥

---

* মৎসকূর্ম্মাদি যদ্রূপমবতারাত্মকং হরেঃ
দীপাদুৎপন্নতে দীপো যথা, তদ্বদ্ভবত্যতি। পদ্মপুঃ ৯২ অধ্যায়ে।

যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥" ইতি।

নারদীয়ে চ—
"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে!" ইতি।

ননু ব্রহ্মসূত্রেষ্বেব তে পাঞ্চরাত্রিকা দোষাঃ সূচ্যন্তে, "উৎপত্ত্য-সম্ভবাৎ" [ব্রহ্ম সূঃ ২।২।৪২] ইত্যাদিষু; নৈবম্—তানি হি সূত্রাণি শ্রীমধ্বাচার্য্যাদিভিঃ শাক্তমতদূষণায়ৈব বিবৃতানীতি।

কিঞ্চ তাঃ পাঞ্চরাত্রিকপ্রক্রিয়াঃ স্বয়ং ভগবতা বাদরায়ণেনৈব পুরাণাদিষু দর্শিতাঃ। বাসুদেবাদিব্যূহানাং শতশস্তথৈবাভ্যুপপত্তেঃ। শ্রুতিষ্বপি তাঃ প্রক্রিয়াঃ শতশো দৃশ্যন্তে। তথৈকস্য গুণগুণিরূপত্বমপি বিষ্ণুপুরাণাদৌ তদ্বদেবাঙ্গীক্রিয়তে।

"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি" [বিষ্ণু পুঃ] ইত্যাদিনা।

তস্মাদপি ন নিন্দ্যা পাঞ্চরাত্রিকী প্রক্রিয়া। উক্তঞ্চ ভারতে,—
"সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতন্তথা।
এতান্যতিপ্রমাণানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥" [মহাভাঃ] ইতি।

যত্তু কৌর্ম্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—
"তস্মাদ্ধি বেদবাহ্যানাং রক্ষণার্থায় পাপিনাং।
বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যসি বৃষধ্বজ॥
এবং সঞ্চোদিতো রুদ্রো মাধবেনাসুরারিণা।
চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবে স্থিতঃ॥"
"কাপালং নাকুলঞ্চাভং পন্তৈথং পূর্ব্বপশ্চিমং।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥"
[কূর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বভাগে ১৬।১১৫—১১৭]* ইতি।

---

* দৃশ্যন্তে চ পাঠান্তরাণি তদ্‌যথা—
"এবং সম্বোধিতো রুদ্রোমাধবেন মুরারিণা।
চকার মোহ-শাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবেরিতঃ॥
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্ব পশ্চিমং॥"

তত্রোচ্যতে—সাঙ্খ্যাদিশাস্ত্রাণি যদি শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবসায্যন্তে তদৈব প্রমাণং ন তু স্বতঃ; পঞ্চরাত্রস্য স্বতএব তদভিধায়কতা তদেব স্বতঃ প্রমাণং ন ত্বন্যৎ পশুপত্যাদ্যভিধায়কত্বমিতি। যতো মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে সাঙ্খ্যাদীন্যন্যার্থান্যপি তত্রৈব পর্য্যবসায়িতানি।

পাঞ্চরাত্রবিদান্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রাপ্তিমুক্ত্বা তস্য শাস্ত্রস্য সাক্ষাদেব ভগবদভিধায়কত্বমাহ। অতো যেন দেবতান্তরমভিধীয়তে তৎ পাঞ্চরাত্রং ন গৃহীতব্যমিতি নিন্দাশ্রবণমপি তস্যৈব ভবেৎ। তথাহি—

"সাঙ্খ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতন্তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে! বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥"*
[মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৫০।৬৮]

"সাঙ্খ্যস্য বক্তা কপিলঃ" [মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৫০।৬৪-৬৫] ইত্যুপক্রম্য—

"পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ং" [তত্রৈব ৩৫০।৬৮] ইতি।

স্বয়ংপদেন তস্যাধিক্যং প্রতিপাদ্য—

"সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।
যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥" [তত্রৈব ৩৫০।৬৮]

ইত্যাদিনা পঞ্চরাত্রাভিধেয়ে নারায়ণ এব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ং দর্শয়িত্বা

"পঞ্চরাত্রবিদো যে তু ক্রমযোগপরা নৃপ!
একান্তভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ॥" [তত্রৈব ৩৫০।৭২]

ইতি তৎ প্রতিপাদ্য পরমফলত্বমাহ। ভাল্লবেয়শ্রুতিশ্চাত্র ভবতি :—

---

* দৃশ্যতে চ মহাভারতে :—

এবমেকং সাঙ্খ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পাঞ্চরাত্রঞ্চ কথ্যতে॥
[মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৪৮।৮১]

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ।
জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রভবন্তি হি॥
[মহাভাঃ শান্তিঃ, মোক্ষ ৩৪৯।১]

"উপাস্য একঃ পরতঃ পরো বৈ,
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সহ চেতিহাসৈঃ।
সপঞ্চরাত্রৈঃ সপুরাণৈশ্চ দেবঃ
সর্ব্বৈগু´ণৈস্তত্র তত্র প্রতীতেঃ ॥" ইতি।

ভবিষ্যপুরাণে ঃ—

"ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব বেদ ইত্যেব শব্দিতাঃ ॥
পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবানি বিদো বিদুঃ।
স্বতঃ প্রামাণ্যমেতেষাং নাত্র কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতে ॥" ইতি।*

স্বয়ং শ্রীভাগবতেনাপি বৈষ্ণবপঞ্চরাত্রং স্তূয়তে—

"তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ" ॥ [শ্রীভাগ ১।৩।৮]

ইত্যাদৌ।

তদেবং পাঞ্চরাত্রিকং মতমনুত্তমমেবেতি সিদ্ধম্ ॥

ইতি শ্রীভাগবতসন্দর্ভে পরমাত্মসন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াং সর্ব্বসম্বাদিন্যাং পরমাত্মসন্দর্ভো নাম তৃতীয়ঃ সন্দর্ভঃ।

---

* ধৃতমেতৎ শ্লোকদ্বয়ং শ্রীমন্মাধ্বভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদে "দৃশ্যতে তু" ইতি পঞ্চমসূত্রব্যাখ্যানে। দৃশ্যতে চ তত্র পাঠান্তরম্ তদ্ যথা ঃ—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ মূলরামায়ণস্তথা।
ভারতং পঞ্চরাত্রঞ্চ বেদ ইত্যেব শব্দিতাঃ ॥
পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবাণি বিদো বিদুঃ।
স্বতঃ প্রামাণ্যমেতেষাং নাত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে ॥" ইতি।

অথ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যা।

"অথ"* ইতি নির্দ্ধারণং, বহুষ্বেকস্য নির্ণয়ঃ।

"এতৎ" [মূলস্য ৫ চিহ্নিতবাক্যে] ইতি ঃ—যস্য শক্তিত্বেনাংশৌ প্রকৃতিশুদ্ধসমষ্টিজীবৌ। তয়োরংশেন পরস্পর-সংযুক্তেন বৃত্তিসমূহদ্বয়েন—

অবতার-তত্ত্বম্।

"ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়ো-
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্বুদবৎ॥" [শ্রীভাগ ১০।৮৭।৩১]

ইত্যুক্তত্বাৎ।

"দ্বিতীয়ম্"† [মূলম্ ৭] ইতি,—অনেন পৃথিব্যুদ্ধরণং দ্বিরপি কৃতম্; লীলাসাজাত্যেন ত্বেকবদ্বর্ণ্যতে। পূর্ব্বং হি স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরাদৌ পৃথিবী-মজ্জনে তামুদ্ধরিষ্যন্ পশ্চাচ্চ ষষ্ঠমন্বন্তরজাতপ্রাচেতসদক্ষকন্যাদিতি-গর্ভোদ্ভবেন হিরণ্যাক্ষেণ সহ যুদ্ধে ষষ্ঠমন্বন্তরজাতপৃথিবীমজ্জনে তামুদ্ধ-রিষ্যন্নিত্যর্থঃ।

তত্রাদৌ "বিধের্ঘ্রাণাদন্তে নীরাৎ" ইতি পুরাণান্তরম্।[১]

"অয়ং কচিচ্চতুষ্পাৎ স্যাৎ কচিৎ স্যান্নৃবরাহকঃ।
কদাচিজ্জলদশ্যামঃ কদাচিচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ"॥

[লঘুভাগবতামৃতে][২]

---

* মূলস্য শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভস্য পদং সূচ্যতে।

† মূলে উদ্ধৃতং শ্রীভাগবতবচনম্—

"দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥"

১। দৃশ্যতে চ শিবপুরাণে—

"সমুৎপন্নস্তদা বিষ্ণুর্নাসারন্ধ্রাচ্চ ব্রহ্মণঃ।
বারাহং রূপমাস্থায় ক্রমেণ বৃদ্ধিতাং গতঃ॥" ৩৯।২৩

২। তত্রাস্ত্যেব পাঠান্তরম্ তদ্ যথা—

"চতুষ্পাৎ শ্রীবরাহোঽসৌ নৃবরাহঃ কচিন্মতঃ" ইতি।

উক্তশ্চ প্রলয়শ্চাক্ষুষাদৌ দেবাদিসৃষ্টিশ্চ চতুর্থে—

"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্ সর্গে কালবিপ্লুতে ।
যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥"
[শ্রীভাগ ৪।৩০।৪৯] ইতি ।

"তৃতীয়ম্" [মূলম্ ৮] ইতি,—"সাত্বতং—বৈষ্ণবং ; তন্ত্রং—পঞ্চরাত্রাগমম্ । কর্ম্মণাং কর্ম্মাকারেণাপি সতাং শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাণাং যতস্তন্ত্রান্নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মবন্ধমোচকত্বেন কর্ম্মভ্যো নির্গতত্বং তেভ্যো ভিন্নত্বং প্রতীয়ত ইতি শেষঃ।" [শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে]

"তুর্য্যে" [মূলম্ ৯] ইতি,—ধর্ম্মস্য ভাগবতমুখ্যস্য কলায়াঃ শ্রদ্ধাপুষ্ট্যাদিসাহিত্যেন পঠিতায়াঃ শ্রীভগবচ্ছক্তিলক্ষণায়া মূর্ত্তেশ্চ সর্গে প্রাদুর্ভাবে। অনয়োরেকাবতারত্বং হরিকৃষ্ণাভ্যাং সোদরাভ্যামপি সহ।

"পঞ্চম" [মূলম্ ১০] ইতি—পাদ্মে—

*"কপিলো বাসুদেবাখ্যস্তত্ত্বং সাঙ্খ্যং জগাদ হ ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ববেদার্থৈ রুপবৃংহিতম্ ।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ ।
সাঙ্খ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্ ॥" ইতি

---

* উদ্ধৃতমিদং প্রমাণবচনং শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীজীবকৃতভাগবতীয়ক্রমসন্দর্ভনামটীকায়াং চ। [শ্রীভাগ ৩।৩৪।১৯—২০]। তত্র শ্রীশ্রীজীবচরণৈঃ—

"অতস্তু বিশেষঃ কপিলো দর্শনকর্ত্তা ন সুসম্মতঃ। বেদবিরুদ্ধানীশ্বরবাদাৎ। তথৈব হি পাদ্মবচনং ভাষ্যকৃত্তিরুদ্ধৃতম্" ইতি যদুক্তং বেদান্তসূত্রভাষ্যেষু তন্মৃগ্যম্। শাঙ্করভাষ্যে শ্রীভাষ্যে মাধ্বভাষ্যে চ নোপলব্ধমেতৎ। নিম্বার্কীয়ভাষ্যে তু শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যৈরুদ্ধৃতমেতৎ প্রমাণবচনম্। বিবৃতঞ্চ তট্টীকাকারৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ কেশবাচার্য্যৈরিতি।

শাঙ্করভাষ্যে তু [২।১।১ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে]—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে" (শ্বে ৫।২) ইত্যাদিকায়াঃ শ্রুতেঃ প্রামাণ্যং বিচারয়দ্ভিঃ শ্রীমদ্ভিঃ শঙ্করাচার্য্যৈরুক্তম্—"যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যম্, কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ" ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চানন্দগিরিণা—"বৈদিকো হি কপিলো বাসুদেবনামা শিরশ্ছেদা-

"ততঃ" [মূলম্ ১১] ইতি। অয়মেব "মাতামহেন মনুনা হরিরিত্যনুক্তঃ"।

"অষ্টমে" [মূলম্ ১৩]। অয়মেবাবেশ ইত্যেকে।

"রূপম্" [মূলম্ ১৫]। অয়মপি বরাহবৎ। প্রথমষষ্ঠমন্বন্তরয়োরবান্তরাৎ। তদ্বদেব চ দ্বিতীয় একতয়ৈব বর্ণিতঃ।

"মৎস্যো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ
ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্॥"

[শ্রীভাগ ২।৭।১২] ইতি।

স্বায়ম্ভুবীয়স্যাদৌ হয়ং দৈত্যং হত্বা বেদানাহরৎ। চাক্ষুষান্তে তু সত্যব্রতে কৃপামকরোদিতি।

"সুরা" [মূলম্ ১৬]। অয়মেব সুরপ্রার্থনাৎ ক্ষৌণীং দধে ইতি পাদ্মে।

অন্যত্র তু তদর্থং কল্পাদৌ চ প্রাদুরভবদিতি।

দশ্বমেধপশুমন্বিষ্য পরিসরে পশুতামিন্দ্রচেষ্টিতমদৃষ্টবতাম্ ষষ্টিসহস্রসংখ্যাজুষাম্ আত্মোপরোধিনাং সগরসুতানাং সহসৈব ভস্মীভাবহেতুঃ সাংখ্যপ্রণেতুরবৈদিকাদন্যঃ স্মর্য্যতে" ইতি।

মহাভারতটীকাকৃতা শ্রীমতা নীলকণ্ঠেন—

"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যমাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ॥"

ইতি বনপর্ব্বণি (৩২০ অঃ, ২২ শ্লোঃ) অগ্নিবংশবর্ণনে মার্কণ্ডেয়বাক্যব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে— "অতএব কপিলঃ সাংখ্যং নিরীশ্বরশাস্ত্রং তদ্রূপো যোগস্তস্য প্রবর্ত্তকঃ" ইত্যুক্তম্।

নিম্বার্কীয়ব্রহ্মসূত্রভাষ্যব্যাখ্যাকৃৎ শ্রীমৎ কেশবাচার্য্যোঽপি তদেব মন্যতে। শ্রীলঘুভাগবতামৃতটীকায়ামপি তথৈব প্রতিপাদিতম্। তদ্ যথা—

"শ্রুতিবিরুদ্ধস্মৃতিপ্রবর্ত্তকস্তু অগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব ন কর্দ্দমাত্মজঃ" ইতি।

এতেন অগ্নিবংশজকপিলস্য বেদবিরুদ্ধদর্শনশাস্ত্রনির্ম্মাতৃতয়া গৃহীতত্বাৎ বাসুদেবাখ্যকপিলস্য বেদপ্রণিহিতজ্ঞানাদিকোপদেশপ্রচারাচ্চ অত্র কপিলদ্বয়স্বীকৃতিরবশ্যমেব কার্য্যা।

"ধান্বন্তরম্" [মূলম্ ১৭]। অয়ং সমুদ্রমথনাৎ ষষ্ঠে কাশিরাজাৎ সপ্তমে ইতি জ্ঞেয়ম্ ।

"পঞ্চ" [মূলম্ ১৯]। অয়ং কল্পেঽস্মিন্নাদৌ বাষ্কলেরধ্বরমগাৎ, ততো ধুন্ধোস্ততো বলেরিতি জ্ঞেয়ম্। তথৈব ত্রিষু ত্রিবিক্রমত্বঞ্চ।

"অবতারে" [২০]। অয়ং সপ্তদশে চতুর্যুগে দ্বাবিংশে ত্বিতি কেচিৎ; আবেশ এবায়ম্।

"ততঃ" [২১]। অস্য পূর্ব্বজন্মন্যপান্তরতমত্বশ্রবণাদাবেশ ইতি কেচিৎ। তৎসাযুজ্যাদয়ং সাক্ষাদংশ এবেত্যন্যে।

"নরদেব" [২২]। অয়ং চতুর্ব্বিংশে চতুর্যুগে ত্রেতায়াম্।

"ততঃ" [২৪]। অয়ং কলেরব্দসহস্রদ্বিতীয়ে গতে ব্যক্তঃ। মুণ্ডিতমুণ্ডঃ পাটলবর্ণো দ্বিভুজঃ।

"অথ" [২৫]। অয়ং কল্কির্বুদ্ধশ্চ প্রতিকলিযুগ এবেত্যেকে। এতৌ চাবেশাবিতি বিষ্ণুধর্ম্মমতম্।

তথাহি :—

"প্রত্যক্ষরূপধৃগ্দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষ্বেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥
কলেরন্তে চ সম্প্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্।
অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্ ॥
পূর্ব্বোৎপন্নেষু ভূতেষু তেষু তেষু কলৌ প্রভুঃ।
কৃত্বা প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্মনঃ ॥"

[বিষ্ণুধঃ ১০৪ অধ্যায়ে] ইতি।

"অবতারাঃ" [২৬]। তত্র চৈষ বিশেষ ইত্যত্রৈতদুক্তং ভবতি।

ভগবান্ খলু ত্রিধা প্রকাশতে—স্বয়ংরূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশরূপশ্চেতি। তত্রানন্যাপেক্ষরূপঃ,—স্বয়ং রূপঃ। স্বরূপাভেদেঽপি তৎসাপেক্ষরূপাদিস্তদেকাত্মরূপঃ। জীববিশেষাবিষ্ট,—আবেশরূপঃ।

তদেকাত্মরূপোঽপি দ্বিবিধঃ—তৎসমস্তদংশশ্চ।

আবেশোঽপি দ্বিবিধঃ—জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিপ্রাধান্যেন।

তত্র স্বয়ংরূপো যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

[ব্রং সং ৫।১] ইতি।

তৎসমো যথা, তস্যৈব পরমব্যোমনাথ ইতি প্রতিপৎস্যতে। যথা পরমব্যোমাবরণস্থস্তস্য বাসুদেবঃ।

অংশো যথা—তদাবরণস্থঃ সঙ্কর্ষণাদির্ম্মৎস্যাদিশ্চ।

আবেশশ্চ তৎস্থঃ, শেষচতুঃসননারদাদিঃ।

তত্র তে স্বয়ংরূপাদয়ো যদি বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব প্রকটীভবন্তি তদাবতারা উচ্যন্তে। তে চ কদাচিৎ স্বয়মেব প্রকটীভবন্তি, দ্বারান্তরেণ চ। দ্বারঞ্চ কদাচিৎ স্বরূপং, ভক্তাদিরূপঞ্চ ভবতি।

তত্র চ স্বয়ংরূপতৎসমৌ পরাবস্থৌ, অংশাস্তারতম্যক্রমেণ প্রাভবা বৈভবা রূপাশ্চ। আবেশস্ত্বাবেশ এবেতি পাদ্মাদৌ প্রসিদ্ধিঃ।

তত্র স্বয়ংরূপঃ,—শ্রীকৃষ্ণঃ, তৎসমপ্রায়ৌ শ্রীনৃসিংহরামৌ। বৈভব-রূপৌ ক্রোড়-হয়গ্রীবৌ। অন্যে প্রাভবপ্রায়াঃ।

তে চাবতারাঃ কার্য্যভেদেন ত্রিবিধাঃ—পুরুষাবতারা গুণাবতারা লীলাবতারাশ্চেতি। তত্রাদ্যা উভয়ে পরমাত্মসন্দর্ভে দর্শিতাঃ। অন্ত্যাশ্চ "স এব প্রথমং দেবঃ" [শ্রীভাগ ১।৩।৬] ইত্যাদিনাত্রৈব প্রক্রান্তাঃ।

এতে পুনঃ পঞ্চবিধাঃ—দ্বিপরার্দ্ধাবতারাঃ, কল্পাবতারা, মন্বন্তরাবতারা, যুগাবতারাঃ, স্বেচ্ছাময়সময়াবতারাশ্চেতি। তত্তদধিকারলীলত্বাৎ তে চ ক্রমেণ পুরুষাদয়ঃ ক্ষীরোদশায্যাদয়ো যজ্ঞাদয়ঃ শুক্লাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণরামাদয়শ্চ। এষু মন্বন্তরাবতারাশ্চ যজ্ঞ-বিভু-সত্যসেন-হরি-বৈকুণ্ঠাজিত-বামন-সার্ব্বভৌমর্ষভ-বিষ্বক্সেন-ধর্ম্মসেতু-সুধাম-যোগেশ্বর-বৃহস্তানবঃ ক্রমেণ চতুর্দ্দশ।

ঋষভোঽয়মায়ুষ্মৎপুত্রঃ। নাভিপুত্রস্ত্বন্যঃ।

এষু যজ্ঞঃ প্রায় আবেশঃ। তস্য পৃথুপাদগ্রহশ্রবণাৎ।

হরি-বৈকুণ্ঠাজিত-বামনাঃ পরাবস্থোপমা বৈভবাবস্থাস্তাদৃশত্বেন বর্ণনাৎ। অন্যে প্রায়ঃ প্রাভবাবস্থাঃ নাতিবর্ণনাৎ।

অথ যুগাবতারাঃ—শুক্লরক্তশ্যামকৃষ্ণাঃ।

অত্র পুরুষভেদানাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চাবির্ভাবসময়ো ব্রাহ্মকল্পপ্রবৃত্তেঃ পূর্ব্বমেব। চতুঃসন-নারদ-বরাহ-মৎস্য-যজ্ঞ-নরনারায়ণ-কপিলদত্ত-হয়শীর্ষ-হংস-পৃশ্নিগর্ভর্ষভদেবপৃথূনাং স্বায়ম্ভুবে। বরাহমৎস্যয়োঃ পুনশ্চাক্ষুষীয়ে চ। নৃসিংহ-কূর্ম্ম-ধন্বন্তরি-মোহিনীনাং চাক্ষুষে। কূর্ম্মঃ কল্পাদাবপি, ধন্বন্তরির্বৈবস্বতেঽপি। বামন-ভার্গব-রাঘবেন্দ্র-দ্বৈপায়ন-রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-কল্কীনাং বৈবস্বতে। মন্বন্তরযুগাবতারাণাং তদা তদৈব জ্ঞেয়ম্*।

"কিং বিধত্তে" [শ্রীভাগ ১১।২১।৪২ ; মূলম্ ২৯] ইতি† অস্য চূর্ণিকাপ্রঘট্টকে কেশশব্দব্যাখ্যানে হরিবংশ-বাক্যানি—

শ্রীকৃষ্ণস্য কেশাবতারত্ব-বাদ-খণ্ডনম্।

"স দেবানভ্যনুজ্ঞায় তদৈব ত্রিদশালয়ে।
জগাম বিষ্ণুঃ স্বং দেশং ক্ষীরোদস্যোত্তরাং দিশম্ ॥¶
তত্র সা পার্ব্বতী নাম গুহা দেবৈঃ সুদুর্গমা।
ত্রিভিস্তস্যৈব বিক্রান্তৈর্নিত্যং পর্ব্বসু পূজিতা ॥
পুরাণং তত্র বিন্যস্য দেহং হরিরুদারধীঃ।
আত্মানং যোজয়ামাস বসুদেবগৃহে প্রভুঃ" ॥

[হরিবংশ ৫৬।৪৯—৫১] ইতি

"ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ
শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং পবিত্রম্।
পপ্রচ্ছ ভূয়োঽপি তদেব পুণ্যং
বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ ॥" [মূলম্ ৫০]

[শ্রীভাগ ১০।১২।৪০] ইতি।

---

* অবতারবিচারবিষয়ে বিস্তরো জ্ঞাতব্যশ্চেৎ, শ্রীপাদশ্রীরূপগোস্বামিকৃতং শ্রীলঘুভাগবতামৃতং দ্রষ্টব্যম্ ; শ্রীপাদশ্রীজীবকৃতে ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেঽপি বিচারবাহুল্যং দৃশ্যতে।

† উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ২৯ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে।

¶ সূচ্যতেঽয়ং শ্লোকঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ২৯ বাক্যে।

"যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো ॥
[শ্রীভাগ ১০।৭।১]

যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা
সত্ত্বঞ্চ শুদ্ধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।
ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং
তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ ॥" [মূলম্ ৫১]
[শ্রীভাগ ১০।৭।২] ইতি।

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়ান্তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥" [মূলম্ ৫৩]
[শ্রীভাগ ১০।১।১৫] ইতি।

"নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং সঃ সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্ ॥" [মূলম্ ৬১]
[শ্রীভাগ ১।৫।৩৭—৩৮] ইতি।*

"সাত্বতাম্"† [মূলম্ ৬২] ইতি। এতদনন্তরং গতিসামান্যপ্রকরণে শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্যে "সহস্রনাম্নাম্" ইত্যাদিব্রহ্মাণ্ডবাক্যানন্তরমেবং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা—

শ্রীকৃষ্ণনাম-শ্রেষ্ঠত্বেন তস্য স্বয়ং ভগবত্তা।

"সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥"

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মদৃষ্ট্যা সর্ব্বেষামেব ভগবন্নাম্নাং নিরঙ্কুশমহিমত্বে সতি "সমাহৃতানামুচ্চারণমপি নানার্থকং সংস্কার-প্রচয়-হেতুত্বাদেকস্মৈ-

---

* কেশাবতারত্বখণ্ডনবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ২৯ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে সবিস্তরমালোচনমস্তি।

† মূলগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮১ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে ধৃতং পদমেতৎ।

বোচ্চারণপ্রচয়বৎ” ইতি নামকৌমুদীকারৈরঙ্গীকৃতম্। তথা সমাহৃত-সহস্রনামত্রিরাবৃত্তিশক্তেঃ কৃষ্ণনামোচ্চারণমবশ্যং মন্তব্যম্।*

অত্র দেবদেবস্য যদভিরুচিতং প্রিয়ং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েদিত্যপি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে—যথা “হরেঃ প্রিয়েণ গোবিন্দনাম্না নিহতানি সপ্তঃ” ইতি।

ননু বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রং নিত্যমেব পঠন্তীং দেবীং প্রতি “সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে” [পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৯৬ অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে] ইত্যাদ্যুপপত্ত্যা রামনাম্নৈব সহস্রনামফলং ভবতীতি বোধয়ন্ শ্রীমহাদেবস্তৎসহস্রনামান্তর্গতকৃষ্ণনাম্নামপি গৌরবত্বং বোধয়তি। তর্হি কথং ব্রহ্মাণ্ডবচনমবিরুদ্ধং ভবতি? উচ্যতে,—প্রস্তুতস্য তস্য বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রস্যৈকয়াবৃত্ত্যা যৎ ফলং তদ্ভবতীতি রামনাম্নি প্রৌঢ়িঃ।

কৃষ্ণনাম্নি তু দ্বিগাবসম্ভবাৎ সহস্রনাম্নামিতি বহুবচনাৎ তাদৃশানাং বহূনাং সহস্রনামস্তোত্রাণাং ত্রিরাবৃত্ত্যা যৎ ফলং তদ্ভবতীতি ততোঽপি মহতী প্রৌঢ়িঃ। অতএব তত্র,—

“সমস্তজপযজ্ঞানাং ফলদং পাপনাশনম্।

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্॥” [পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৯৬ অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে] ইত্যুক্ত্বান্যেষামপি জপানাং বেদাদ্যুক্তানাং ফলমন্তর্ভাবিতম্।

ততশ্চ প্রৌঢ্যাধিক্যাদুত্তরস্য পূর্ব্বস্মাদ্বলবত্ত্বে সতি পূর্ব্বস্য মহিমাপি তদবিরুদ্ধ এব ব্যাখ্যেয়ঃ। তথাহি যদ্যপ্যেবমেব শ্রীকৃষ্ণবত্তন্নাম্নোঽপি

---

* শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮২ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যস্য প্রারম্ভে এব দ্রষ্টব্যমেতৎ তদ্ যথাঃ—যস্মাদেবং সর্ব্বতোঽপি তস্যোৎকর্ষস্তস্মাদেবান্যতত্তদীয়নামাদীনামপি মহিমাধিক্যমিতি গতিসামান্যাস্তরঞ্চ লভ্যতে তত্র নাম্নো যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।

একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ ইত্যাদি।

সর্ব্বতঃ পূর্ণশক্তিতয়া* সর্ব্বেষামপি নাম্নামবয়বিত্বমেব তথাপ্যবয়বসাধারণ্যেন প্রয়োগলক্ষণমসমঞ্জসমেব ততস্তাদৃশফললাভে ভবতি প্রতিবন্ধকম্।

ততো নামান্তরসাধারণমেব ফলং ভবেৎ। যথা সাক্ষান্মুক্তেরপি দাতুঃ শ্রীবিষ্ণ্বারাধনস্য† যজ্ঞাঙ্গত্বেন ক্রিয়মাণস্য স্বর্গমাত্রপ্রদতা। যথা বা বেদজপতস্তদন্তর্গতভগবন্মন্ত্রেণাপি ন ব্রহ্মলোকাধিকফলপ্রাপ্তিঃ। যথাত্রৈব তাবৎ কেবলং রামনাম্নৈব সকৃদ্বদতোঽপি‡ বৃহৎসহস্রনামফলমন্তর্ভূতরামনাম্নৈকোনসহস্রনামকং সম্পূর্ণং বৃহৎসহস্রনামাপি পঠতো বৃহৎসহস্রনামফলং ন ত্বধিকমেকোনসহস্রনামফলমিতি।

অতএব সাধারণানাং কেশবাদিনাম্নামপি তদীয়তাবৈলক্ষণ্যেনাগৃহ্যমাণানামবতারান্তরনামসাধারণফলমেব জ্ঞেয়ম্।

নামকৌমুদ্যান্তু সর্ব্বানর্থক্ষয় এব জ্ঞানাজ্ঞানবিশেষো নিষিদ্ধঃ; ন তু প্রেমাদিফলতারতম্যে। তদেবং তত্র কৃষ্ণনাম্নঃ সাধারণফলদত্বে সতি "সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে" ইত্যপি যুক্তমেবোক্তম্। বস্তুতস্ত্বেব সর্ব্বাবতারাবতারিনামভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণনাম্নোঽভ্যধিকং ফলং স্বয়ং ভগবত্ত্বাত্তস্য।

ননু যথা দর্শপৌর্ণমাস্যাদ্যঙ্গভূতয়া পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতীত্যাদাবর্থবাদত্বং তথৈবাত্রোভয়ত্রাপি ভবিষ্যতীতি চেন্ন, বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রং পঠিত্বৈব ভোজনকারিণীং দেবীং প্রতি রামনাম্নৈব সকৃৎ কীর্ত্তয়িত্বা কৃতকৃত্যা সতী ময়া সহ ভুংক্ষ্বেতি সাক্ষাদ্ভোজনে শ্রীমহাদেবেন প্রবর্ত্তনাৎ।¶ অতস্ততোঽপি প্রৌঢ্যাধিক্যাৎ কৃষ্ণনাম্নি তু তথার্থবাদত্বং দূরোৎসারিতমেবেতি।

---

* "শক্তিপূর্ণতয়া" ইতি পাঠান্তরম্।

† "বিষ্ণোরারাধনস্য" ইতি পাঠান্তরম্।

‡ "উচ্চরিতোঽপি" ইতি পাঠান্তরম্।

¶ যথা শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৯৬ অধ্যায়ে—

"রামেত্যুক্ত্বা মহাদেবি ভুঙ্‌ক্ষ্ব সার্দ্ধং ময়াধুনা।
ততো রামেতি নামোক্ত্বা সহাভুঙ্‌ক্তাথ পার্ব্বতী।
ততো ভুক্ত্বা মহাদেবী শম্ভুনা সহ সংস্থিতা॥" ইত্যাদি।

অথ "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্" [গীতা ১৮।৬১] ইত্যাদি শ্রীগীতা-পদ্যষট্ক[১]ব্যাখ্যানান্তরমেবং ব্যাখ্যেয়ম্—তথা হি—অত্র কশ্চিদ্বদতি।

শ্রীকৃষ্ণভজনস্যৈব সর্ব্বগুহ্যতমত্বম্।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদৌ "সর্ব্বমেবেদমীশ্বরঃ" ইতি ভাবেন যদ্ভজনং তত্র জ্ঞানাংশস্পর্শঃ। ইহ তু "মন্মনা ভব" [গীতা ১৮।৬৫] ইত্যাদি শুদ্ধৈব ভক্তিরুপদিষ্টেত্যত এব সর্ব্বগুহ্যতমত্বম্।[২] কিম্বা পূর্ব্বেণ বাক্যেন পরোক্ষতয়ৈবেশ্বরমুদ্দিশ্যাপরেণ তমেবাপরোক্ষতয়া নির্দ্দিষ্টবানিত্যত এব ন চ বক্তব্যং পূর্ব্বমপি।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"[৩]
[গীতা ৯।৩৪]

ইত্যাদিভিঃ শুদ্ধভজনস্যোক্তত্বাৎ।

তথাপি "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বরঃ" [গীতা ৮।৪] ইত্যাদৌ চ স্বস্যান্তর্য্যামিত্বেন চোক্তত্বাৎ। সর্ব্বগুহ্যতমত্বগুহ্যতরত্বয়োরনুপপত্তিরিতি। যদ্ যদেব পূর্ব্বং সামান্যতয়োক্তং তস্যৈবান্তে বিবিচ্য নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। উচ্যতে—ন তাবৎ ভজনতারতম্যম্। অত্র ভজনীয়তারতম্যস্যাপি সম্ভবে গৌণমুখ্যন্যায়েন[৪] ভজনীয় এবার্থসম্প্রতীতেঃ। মুখ্যত্বঞ্চ—"তস্য ফলমত উপপত্তেঃ" [ব্রহ্ম সূঃ ৩।২।৩৯] ইতি ন্যায়েন বিশেষতস্তু তচ্ছব্দেন ন স্বয়মেব তদ্রূপ ইতি মচ্ছব্দেন স্বয়মেবৈতদ্রূপ ইতি চ ভেদস্য বিদ্যমানত্বাৎ উপদেশদ্বয়ে নিজেনৌদাসীন্যেনাবেশেন চ লিঙ্গেনাপূর্ণত্বোপলম্ভাৎ।

১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮২ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদিশ্লোকমারভ্য "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইতি শ্লোকপর্য্যন্তান্ ষট্ শ্লোকানুদ্ধৃত্য শ্রীমদ্‌গ্রন্থকারঃ তান্ ব্যাখ্যাতবান্। তদ্‌ব্যাখ্যান্তে "তথাহি" ইত্যাদি ব্যাখ্যা যোজ্যা ইতি ফলিতার্থঃ।

২। শ্রীভগবদ্গীতোক্তম্—সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। [১৮।৬৪]

৩। "সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে" ইতি গীতা ১৮।৬৫ শ্লোকাংশ পাঠঃ।

৪। গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে (এব) কার্য্যসম্প্রত্যয়ঃ।

ফল-ভেদ-ব্যপদেশেনৈবকারেণ চ তত্তদর্থস্যৈব পুষ্টত্বাৎ সাক্ষাদেব ভজনীয়তারতম্যমুপলভ্যতে। বস্তুতস্তু সর্ব্বভাবেনেত্যস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রবণতয়েত্যর্থঃ। গৌণমুখ্যন্যায়েনৈব জ্ঞানমিশ্রস্য সর্ব্বাত্মতাভাবনা-লক্ষণভজনরূপার্থস্য বাধিতত্বাৎ। "স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্" [গীতা ১৮।৬২] ইতি লোকবিশেষপ্রাপ্তেরেব নির্দ্দিষ্টত্বাৎ।

তস্মান্ন চ ভজনাবৃত্তিতারতম্যাবকাশঃ। ন চ ভজনীয়স্যৈব পরোক্ষা-পরোক্ষতয়া নির্দ্দেশয়োস্তারতম্যম্। তদেব তয়া প্রাচীনয়া চ অনয়া গতিক্রিয়য়া সঙ্কোচবৃত্তিরিয়ং কল্পনীয়া।

যদ্যন্তর্য্যামিণঃ সকাশাদন্যাপরাবস্থা ন শ্রূয়তে শাস্ত্রে শ্রূয়তে তু তদবস্থাতঃ পরা ততোঽপি পরা চ সর্ব্বত্র।

অত্রৈব তাবৎ—

"সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ" [গীতা ৭।৩০] ইত্যাদৌ ভেদব্যপদেশাৎ। তত্র "সহযুক্তেঽপ্রধানে" [পাণি সূঃ ২।৩।১৯][১] ইতি স্মরণেনাধিযজ্ঞস্যান্তর্য্যামিণঃ সহার্থতৃতীয়ান্ততয়া লব্ধসমাসপদস্য স্বস্মাদপ্রধানত্বোক্তেস্ততঃ পরত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যক্তমেব।

"অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" [গীতা ৮।৪] ইত্যাদৌ চ তদেব ব্যজ্যতে। "স এব[২] ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে" [শ্রীভাগ ১।৭।৪৫] ইতিবৎ। তস্মাদ্ভজনীয়-তারতম্যবিবক্ষয়ৈবোপদেশতারতম্যং সিদ্ধম্—"এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি" [ছাঃ উঃ ৭ প্রপা ১৬খং ১] ইতিবৎ। যঃ সত্যেন ব্রহ্মণৈব প্রতিপাদ্যভূতেন সর্ব্বং বাদিনমতিক্রম্য বদতি এষ এব সর্ব্বমতিক্রম্য বদতীত্যর্থঃ। তদেবমর্থে স্থিতি যথা তত্র বাদস্যাতিশায়িতালিঙ্গেন নামাদিপ্রাণপর্য্যন্তানি তৎপ্রকরণ উত্তরোত্তরভূতময়োপদিষ্টান্যপি সর্ব্বাণি বস্তূন্যতিক্রম্য ব্রহ্মণ এব ভূমত্বং সাধ্যতে। তদ্বদত্রাপ্যুপদেশাধিক্যেন প্রতিপাদ্যাধিক্যমিতি। অতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাধিক্যমিত্যন্তেঽপ্যুক্তমিতি দিক্।

১। সহার্থেন যুক্তে অপ্রধানে তৃতীয়া স্যাৎ—"পুত্রেণ সহাগতঃ পিতা"।

২। "এষ বৈ" ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীচরণ-চিহ্নানি।

অথ "শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি" ইত্যাদি চরণচিহ্ন-প্রতিপাদকপাদ্মবচনান্তঃ আদি*শব্দাদেতান্যপি† পদ্যানি জ্ঞেয়ানি—

"মধ্যে ধ্বজা তু বিজ্ঞেয়া পদ্মং ত্বঙ্গুলমানতঃ।
বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রতঃ॥
যবোঽপ্যঙ্গুষ্ঠমূলে স্যাৎ স্বস্তিকং যত্র কুত্রচিৎ।
আদিং চরণমারভ্য যাবদ্বৈ মধ্যমা স্থিতা॥
তাবদ্বৈ চোর্দ্ধরেখা চ কথিতা পাদ্মসংজ্ঞকে।
অষ্টকোণস্তু ভো বৎস! মানং চাষ্টাঙ্গুলৈশ্চ তৎ॥
নির্দ্দিষ্টং দক্ষিণে পাদে ইত্যাহুর্ম্মুনয়ঃ কিল।
এবং পাদস্য চিহ্নানি তান্যেব হি তু বৈষ্ণব॥
দক্ষিণেতরস্থানানি সম্বদামীহ সাম্প্রতম্।
চতুরঙ্গুলমানেন ত্বঙ্গুলীনাং সমীপতঃ॥
ইন্দ্রচাপং ততো বিদ্যাদন্যত্র ন ভবেৎ ক্বচিৎ।
ত্রিকোণং মধ্যনির্দ্দিষ্টং কলসো যত্র কুত্রচিৎ॥
অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন তস্তবেদর্দ্ধচন্দ্রকম্।
অর্দ্ধচন্দ্রসমাকারং নির্দ্দিষ্টং তস্য সুব্রত॥
বিন্দুর্ব্বৈ মৎস্যচিহ্নঞ্চ আদ্যন্তে বৈ নিরূপিতম্।
গোষ্পদং তেষু বিজ্ঞেয়মাদ্যাঙ্গুলপ্রমাণতঃ॥" ইত্যাদি।

তদগ্রে চ।

"ষোড়শস্তু তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষিসত্তম!
জম্বূফলসমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ।
তচ্চিহ্নং ষোড়শং প্রোক্তমিত্যাহুর্ম্মুনয়োঽনঘাঃ॥"¶ ইতি।

* উক্তশ্চৈষঃ "আদি" শব্দঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮২ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে "অবতারে কথঞ্চন" পদ্যাংশস্যান্তে। অতঃপরং "মধ্যে ধ্বজা তু বিজ্ঞেয়া" ইত্যাদিপদ্যানি যোজিতব্যানীতি সর্ব্ব-সংবাদিনীকারাভিপ্রায়ঃ।

† "আদিশব্দাদতোঽন্যান্যপি" ইতি পাঠান্তরম্।

¶ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকস্তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে।

অত্র বৈষ্ণবোত্তমেত্যাদিকং শ্রীনারদসম্বোধনম্। যদা কদেতি যদা কদাচিদেবেত্যর্থঃ। মধ্বমাপার্ষ্ণিপর্য্যন্তয়োঃ সমদেশো মধ্যস্তত্র ধ্বজাধ্বজঃ। অঙ্গুলমানতঃ পাদাগ্রে ত্র্যঙ্গুলপ্রমাণদেশং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। "পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজম্" ইতি স্কান্দসম্বাদাৎ। যত্র কুত্রচিৎ পরিত ইত্যর্থঃ। আদিমঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীসন্ধিমারভ্য মধ্যমামধ্যং যাবৎ তাবদূর্দ্ধরেখা ব্যবস্থিতা পাদ্মসংজ্ঞকে পুরাণে কথিতেত্যর্থঃ। অষ্টাঙ্গুলের্মানং তদিতি মধ্যমাঙ্গুল্যগ্রাদষ্টাঙ্গুলমানং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ।

তাবদ্বিস্তারত্বেন ব্যাখ্যায়াং স্থানাসমাবেশঃ। অতএব পূর্ব্বমপি তথা ব্যাখ্যাতম্। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্। ইন্দ্রচাপত্রিকোণার্দ্ধচন্দ্রকাণি ক্রমাদধোঽধোভাগস্থানি। অন্যত্রেতি শ্রীকৃষ্ণাদন্যত্রেত্যর্থঃ।

বিন্দুরং বরম্। আদৌ চরণস্যাদিদেশে তদঙ্গুলিসমীপে বিন্দুঃ। অন্তে পার্ষ্ণিদেশে মৎস্যচিহ্নম্। ষোড়শং চিহ্নমুভয়োরপি জ্ঞেয়ম্—দক্ষিণাদ্যনিয়মেনোক্তত্বাৎ। অত্র দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাধশ্চক্রং বামাঙ্গুষ্ঠাধস্তন্মুখং দরঞ্চ স্কান্দোক্তানুসারেণ। তে হি শ্রীকৃষ্ণেঽপ্যন্যত্র শ্রূয়েতে। যথাদিবরাহে মথুরামণ্ডলমাহাত্ম্যে—

"যত্র কৃষ্ণেন সঙ্কীর্ণং ক্রীড়িতঞ্চ যথাসুখম্।
চক্রাঙ্কিতং পদা তেন স্থানে ব্রহ্মময়ে শুভে॥" ইতি।

শ্রীগোপালতাপন্যাম্—

"শঙ্খধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চ পদদ্বয়ম্" [গোপালতাপনী উঃ ভাঃ ৬০] ইতি।*

আতপত্রমিদঞ্চক্রাধস্তাজ্জ্ঞেয়ম্। দক্ষিণস্য প্রাধান্যাত্তত্রৈব স্থানসমাবেশাচ্চ। আঙ্গুলপরিমাণমাত্রদৈর্ঘ্যাচ্চতুর্দ্দশাংশেন তদ্বিস্তারাৎ ষষ্ঠাংশেন জ্ঞেয়ম্। অন্যত্র দৈর্ঘ্যে চতুর্দ্দশাঙ্গুলিপরিমাণত্বেন প্রসিদ্ধেরিতি।†

---

* মুদ্রিতগোপালতাপন্যাং তু—
"দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ম্" ইত্যেব পাঠঃ সমুপলভ্যতে।

† শ্রীচরণ-চিহ্ন-বিষয়ে এতদধিকং জ্ঞাতব্যঞ্চেৎ শ্রীমদ্ভাগবতীয়দশমস্কন্ধীয়—৩০ অধ্যায়-স্থৈকবিংশশ্লোক-ব্যাখ্যানে বৈষ্ণবতোষিণী দ্রষ্টব্যা। অস্মিন্ বিষয়ে শ্রীজীবচরণপ্রণীতপুস্তিকাঽপি বিদ্যতে।

নিত্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমোপাস্যত্বম্।

অথ দ্বিনবতিতমবাক্যানন্তরং* নিত্যত্ব-প্রকরণে শাস্ত্রানর্থক্যমিত্যস্যানন্তরমিদং বিবেচনীয়ম্,—"নন্বু বালাতুরাদ্যুপচ্ছন্দনবাক্যবৎ তজ্জ্ঞানমাত্রেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধির্দৃশ্যতে। ততো নার্থান্তরসদ্ভাবে তৎ স্মারকবাক্যং কারণম্। কিন্তু প্রথমতস্তদভিরুচিতে তদানীমসত্যপি বস্তুবিশেষে তদীয়হিতবস্ত্বন্তরচিত্তাবতারায় বালাদীনিব মাত্রাদিবাক্যং সগুণবিশেষে সাধকান্ প্রবর্ত্তয়তি শাস্ত্রম্। পশ্চাদ্ যথা স্বহিতে ক্রমেণ স্বয়মেব প্রবর্ত্তন্তে বালাদয়স্তথা বলবচ্ছাস্ত্রান্তরং দৃষ্ট্বা নির্গুণে বা নিত্যপ্রাকট্যবৈকুণ্ঠনাথলক্ষণসগুণে বা প্রবর্ত্স্যন্তে" ইতি তন্ন,—অনন্তগুণরূপাদিবৈভবনিত্যাস্পদত্বাৎ। তদ্রূপেণাবস্থিতির্নাসম্ভবিতেতি।† "যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইতি শ্রুতেঃ। সম্ভাবিতায়াস্তু তস্যামবতারবাক্যং চাবতারস্য প্রপঞ্চগততদীয়প্রকাশমাত্র-লক্ষণত্বাৎ।

নারায়ণাদীনাঞ্চ তত্ত্রৈবাবতারে প্রবেশমাত্রবিবক্ষাতো ন বিরুধ্যতে।

কিঞ্চোত্তরমীমাংসায়াং তত্তদুপাসনাশাস্ত্রোক্তা "যা যা মূর্ত্তিস্তদ্বত্য দেবতাঃ" ইতি সিদ্ধান্তগ্রহঃ। ততশ্চ "তং পীঠগং যে তু যজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্" [গোপালতাপনী পূঃ ভাঃ ২।৯]‡ ইত্যাদিকা গোপালতাপন্যুপনিষদপি যেনাযথার্থা মন্যতে তস্য তু মহদেব সাহসম্।

অত্র চ শাশ্বতসুখফলপ্রাপ্তিশ্রবণাৎ তৎপীঠস্য যজনং বিনা জ্ঞানমসাহসময়ম্, "জ্ঞানান্মোক্ষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অত্রৈব ধীরা ইতি বিশেষণাৎ বালাতুরবদ্ভাবস্তেষাং দূর এবোৎসারিতঃ।

"নেতরেষাম্" ইতি নির্দ্ধারণেন তদ্যজনস্য পরম্পরাহেতুত্বমপি

---

* "দ্বিনবতিতমবাক্যানন্তরম্" ইত্যেতৎ সূচয়তি মূলগ্রন্থবাক্যাঙ্কম্।

† মূলগ্রন্থে ৯২ অঙ্কচিহ্নিতবাক্যে—"তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বে সুষ্ঠু নির্দ্ধারিতে নিত্যমেব তদ্রূপত্বেনাবস্থিতিরপি স্বয়মেব সিদ্ধা" ইতি।

‡ অত্র মুদ্রিতগোপালতাপন্যাং "তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি ধীরা" ইত্যেব পাঠো দৃশ্যতে।

নিষিধ্যতে। অতএব "নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত"* ইতিবদত্রারোপোঽপি ন মন্তব্যঃ। তস্মাদারাধনবাক্যেন তস্য নিত্যত্বং সিদ্ধ্যত্যেব।

"স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ" [পাতঃ সূঃ সাধন পাঃ ৪৪ সূঃ] ইতি স্মরণঞ্চাত্রোপষ্টম্ভকমিতি। ত্রৈলোক্যসম্মোহনবচনান্তরঞ্চৈবং† ব্যাখ্যেয়ম্।

যদি বা শ্রীকৃষ্ণাদীনাং স্বয়ংভগবত্ত্বাদিকমননুসন্ধায়ৈব প্রলাপিভিরুপাসনানুসারেণান্যদাপি কশ্চিন্মূলভূত এব ভগবান্ তত্তদ্রূপেণোপাসকেভ্যো দর্শনং দদাতীতি মন্তব্যম্, তথাপি শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধানাং তত্তদুপাসনাপ্রবাহাণাং—

"স্বয়ং সমুত্তীর্য্য ভবার্ণবং দ্যুমন্!
স্বহৃস্তরং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপাদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥"

[শ্রীভাগ ১০।২।৩১]

ইত্যনুসারেণাবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ত্বেনানাদিসিদ্ধত্বাৎ, অনন্তত্বাৎ কেষাঞ্চিত্তত্তচ্চরণারবিন্দৈকসেবামাত্রপুরুষার্থানাং "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" [গীতা ৪।১১] ইতি ন্যায়েন নিত্যতদেকোপলব্ধত্বাৎ শ্রীভগবতঃ সর্ব্বদৈব তত্তদ্রূপেণাবস্থিতির্গম্যত এব। অতএব "ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায়" ইত্যুক্তম্। তদেতামপি পরিপাটীং পশ্চাদ্বিধায়াহ—

শ্রীগোপীনাং ভজন-মাহাত্ম্যম্।

"এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।

---

* ছান্দোগ্যোপনিষদি "নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে" (৭।১।৫) "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" (৩।১৪।১) ইত্যাকারকমেব শ্রুতিদ্বয়মুপলভ্যতে।

† মূলগ্রন্থশ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ চিহ্নিতবাক্যে দৃশ্যতে সম্মোহনবচনম্ যথা। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরজপপ্রসঙ্গে—

অহর্নিশং জপেদ্ যস্তু মন্ত্রং নিয়তমানসঃ।
স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্॥

এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যদজমধ্বমৃতাসবং তে ॥
তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্ ।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।১৪।৩৩-৩৪]

যত্রাবতীর্ণঃ শ্রীভগবান্ তত্রেহ শ্রীমথুরামণ্ডলে, তত্রাপি অটব্যাং শ্রীবৃন্দাবনে তত্রাপি শ্রীগোকুলে। কথম্ভূতং জন্ম “গোকুলবাসিনাং মধ্যেঽপি কতমস্য যস্য কস্যাপি অঙ্ঘ্রিরজসাভিষেকো যস্মিন্ তৎ।”—(শ্রীধরস্বামী টীকা)

“এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি ।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।১৪।৩৫]

‘রাতা’ দাতা। ‘ত্বৎ’ ত্বত্তঃ। ‘অয়ৎ’ ইতস্ততো গচ্ছৎ।

“তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥”

[শ্রীভাগ, ১০।১৪।৩৬]

“অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণব

শ্রীপরিক্ষিদুবাচ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥"

[শ্রীভাগ, ১০।২৯।৯-১৬]

ইতি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যা সমাপ্তা।
সমাপ্তেয়ং সর্ব্বসম্বাদিনী।

সর্ব্বসম্বাদিনীর বিবৃত বঙ্গানুবাদ

শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া আমি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের সর্ব্বসম্বাদিনী নাম্নী অনুব্যাখ্যা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ভগবত্তার প্রমাণ

কোটি কোটি মহাভাগবত, বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাঁহার ভগবত্তা বিনিশ্চয় করিয়াছেন, ভগবত্তাই যাঁহার নিজস্বরূপ, যে স্বয়ং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে অবলম্বন করিয়া অন্যত্র দুর্ল্লভ সহস্র সহস্র প্রেম-পীযূষময় জাহ্নবীধারা তদীয় নিজ অবতার প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে,[১] যিনি স্বকীয় সম্প্রদায়ের পরম অধিদেবতা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় শ্রীভগবান্‌কেই শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্য বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন এবং তদর্থবিশিষ্ট একটি পদ্যে তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে কলিযুগের উপাস্য-প্রসঙ্গে উক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা-কৃষ্ণং" পদ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। উহার অর্থ এইরূপ ;—

কান্তিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ; বুদ্ধিমান্ জনগণ কলিযুগে সেই গৌর-বিগ্রহেরই উপাসনা করেন। এই উপাস্য বিগ্রহের গৌরত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রমাণ-বচন দৃষ্ট হয়। গর্গাচার্য্য শ্রীনন্দকে বলিতেছেন,—যুগে যুগে তোমার পুত্র তনু গ্রহণ করেন, শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণের তনু, গত তিন যুগে প্রকাশ পাইয়াছেন। ইদানীং (দ্বাপরে) ইনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সত্যযুগে ইঁহার শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং পরিশেষ-প্রমাণে কলিযুগে এই উপাস্য দেব যে পীতবর্ণ ধারণ করেন, তাহা প্রতিপন্ন হইল। কেন না, "ইদানীং" এই পদদ্বারা দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারের কথাই বলা হইয়াছে। সত্যযুগের অবতার শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগের অবতার রক্তবর্ণ—এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। "আসন্" ক্রিয়া-পদ অতীত কাল বুঝায়। যুগের পর যুগ আসিতেছে ও

১। এ স্থলে সমাস-বদ্ধ যে দীর্ঘ পদটির অনুবাদ দেওয়া হইল, সেই পদটি ও তাহার ব্যাসবাক্যাবলী পাঠকগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

"নিজাবতার-প্রচার-প্রচারিত-স্বস্বরূপ-ভগবৎ-পাদ-কমলাবলম্বি-দুর্ল্লভ-প্রেম-পীযূষময়-গঙ্গা-প্রবাহ-সহস্রম্"। নিজস্য অবতারঃ (ষষ্ঠীতৎ), তস্য প্রচারঃ (ষষ্ঠীতৎ), তেন প্রচারিতং (তৃতীয়াতৎ), স্বস্য স্বরূপং (ষষ্ঠীতৎ), স এব ভগবান্ (কর্ম্মধা), তস্য পাদৌ (ষষ্ঠীতৎ), তাবেব কমলে (কর্ম্মধা), তে অবলম্বতে যৎ (উপপদ), দুর্ল্লভং প্রেম (কর্ম্মধা), গঙ্গায়াঃ প্রবাহেব (ষষ্ঠীতৎ), পীযূষময়ং গঙ্গাপ্রবাহসহস্রং (কর্ম্মধা), দুর্ল্লভপ্রেম এব পীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহসহস্রং (কর্ম্মধা), নিজাবতারপ্রচার-প্রচারিতং স্বস্বরূপং ভগবৎপাদকমলাবলম্বি দুর্ল্লভপ্রেমপীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহসহস্রং যেন তং (বহুব্রী)।

যাইতেছে। এ স্থলে অতীত কালের ক্রিয়াদ্বারা যে পীতবর্ণ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে অতীত কলি কালকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধে শ্যামত্ব, মহারাজত্ব ও বাসুদেবাদি চতুর্মূর্ত্তি ও তদীয় আকার-প্রকার ও পরিচয়-কথন-স্থলে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই দ্বাপরে উপাস্য। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র ও স্বকীয় আয়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি লক্ষণদ্বারা উপলক্ষিত। হে নৃপ, পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসু-ব্যক্তিগণ এই মহারাজ-লক্ষণে লক্ষিত পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের বেদতন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই বলিয়া নমস্কার করেন,—"হে ভগবন্ বাসুদেব, তোমায় নমস্কার; সঙ্কর্ষণ, তোমায় নমস্কার; প্রদ্যুম্ন, তোমায় নমস্কার; অনিরুদ্ধ, তোমায় নমস্কার।"

কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যে যুগাবতার-বচন কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই বচন-প্রমাণে জানা যায়, দ্বাপর-যুগের যুগাবতারের বর্ণ শুকপক্ষ-বর্ণ এবং কলিযুগাবতারের বর্ণ নীলঘন। ইহাও মিথ্যা নহে। যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার না হন, উহা সেই দ্বাপর-অবতারের বর্ণসূচক প্রমাণ-বচন বলিয়া মনে করিতে হইবে। অপিচ যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলিতেই শ্রীগৌর অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতার একই রস-সম্বন্ধ-সূত্রে সম্বদ্ধ। ইহাতে ইহাই জানা যায় যে, শ্রীগৌর, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণা-বতার হয়েন, সেই কলিতেই শ্রীগৌর অবতীর্ণ হয়েন, এই নিয়মে কোনও ব্যভিচার নাই।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে প্রতিকূলবৎ প্রতীয়মান একটি বচন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই যে, "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যেমন প্রত্যক্ষরূপধারী যুগাবতার আবির্ভূত হয়েন, কলিতে হরি তাদৃশ কোন প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন না। এ জন্য তাঁহাকে "ত্রিযুগ" নামে অভিহিত করা হয়। কলির অবসানে বাসুদেব ব্রহ্মবাদী কল্কিতে অনুপ্রবেশ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন।" এ প্রমাণও অমান্য নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অসীম। তাহাতেই সময়ে সময়ে এই আর্ষ বচন-প্রমাণের অতিক্রম দৃষ্ট হয়। কলিকালেও শ্রীভগবান্ আত্মদেহ প্রকট করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। কলির প্রারম্ভেও শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থিতি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে কলিযুগে তাঁহার আবির্ভাবত্বের উল্লেখ একটি শ্লোকের বাক্য-বিশেষ দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই শ্লোকটি এই;—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

এই শ্লোকে 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ আছে, ইহার বিশেষ অর্থ এই যে, যাঁহার পূর্ণ নামে 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ আছে, তাঁহাকেই কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে, "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নামে শ্রীকৃষ্ণত্ব-অভিব্যঞ্জক "কৃষ্ণ" এই বর্ণযুগল প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্রও এরূপ পদ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তদ্‌যথা—তৃতীয় স্কন্ধে "সমাহৃতা" ইত্যাদি পদ্যে দুইটি পদ আছে, যথা—"শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ।" শ্রীধরস্বামী টীকায় ইহার অর্থ করিয়াছেন,—

শ্রী—রুক্মিণী। এই রুক্মিণী পদের সমান দুইটি বর্ণ আছে যে নামে, তিনি "শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ" অর্থাঃ রুক্মি। সেইরূপ "কৃষ্ণবর্ণ" পদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের নামই সূচিত হইয়াছে।

অথবা কৃষ্ণবর্ণ পদের অপর অর্থও হইতে পারে, যথা—তিনি শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণ-জনিত উল্লাসবশতঃ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণগুণোৎকীর্ত্তন করেন এবং সর্ব্ব জীবের প্রতি পরমকরুণাবশতঃ সকল লোকের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন, এমন যে অবতারী, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ।

অপিচ স্বয়ং অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরকান্তি ধারণ করিয়া যিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেষ্টা এবং যাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি প্রকাশ পায়, এমন যে বিগ্রহ, তাঁহাকেই উক্ত পদ্যে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

কিংবা জন-সাধারণের দৃষ্টিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত হন, ভক্ত-বিশেষের দৃষ্টিতে তাঁহারই প্রকাশ-বিশেষক কান্তিতে তিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ শ্যামসুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়েন, এতাদৃশ যে বিগ্রহ, তিনি "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

ফলতঃ ইহাঁতে সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকাশ নিবন্ধন এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ—ইহাই উক্ত পদ্যের ভাবার্থ।

অতঃপরে উক্ত ভাগবতীয় পদ্যে তাঁহার ভগবত্তাও স্পষ্টতররূপে সূচিত হইয়াছে। উক্ত পদ্যে আর একটি পদ আছে,—"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।" বহু বহু মহানুভাব বহু বার তাঁহার ভগবত্তাসূচক অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-সমন্বিতরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই বুঝিয়াছেন। গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, শুহ্ম ও উৎকল দেশবাসী মহানুভাবগণের মধ্যে তাঁহার এই ভগবত্তা মহাপ্রসিদ্ধ। মনোহরত্ব নিবন্ধন—তাঁহার অঙ্গসমূহ এবং মহা-প্রভাবত্ব-নিবন্ধন তাঁহার উপাঙ্গ অর্থাৎ ভূষণসমূহই তাঁহার অস্ত্র, তাঁহার অঙ্গ উপাঙ্গসমূহ সর্ব্বদা নিত্যরূপে তাঁহার সহিত বিদ্যমান বলিয়া উঁহারাই তাঁহার পার্ষদরূপে গণ্য।

অথবা অর্থান্তরে ইহাও বলা যায় যে, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার অত্যন্ত প্রেমাস্পদ বলিয়া তাঁহারাও অঙ্গোপাঙ্গতুল্য ; সুতরাং তাঁহারাই ইঁহার পার্ষদ। ইঁহাদের সঙ্গে যিনি বর্ত্তমান, এমন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বুদ্ধিমান্ জনগণ তাঁহারই যজন করেন। তাঁহাকে কোন্ উপায়ে যজন করেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যজ্ঞসমূহ দ্বারা তাঁহারা যজন করেন। যজ্ঞ শব্দের অর্থ পূজার উপকরণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানান্তরেও যজ্ঞেশ্বরের মখা অর্থাৎ যজ্ঞরূপ মহোৎসবসমূহের উল্লেখ আছে (ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ)। এ স্থলেও মখ শব্দের পূজোপকরণাদি অর্থই গৃহীত হইয়াছে।

প্রকৃত সিদ্ধান্তে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ই "অভিধেয়" নামে অভিহিত। সেই অভিধেয় কি প্রকার, বিশেষরূপে তাহা বলা হইতেছে। সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞই কলিযুগে শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়। অনেকে একত্র মিলিত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা গান করেন, তাহারই

নাম—সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীগৌরচরণাশ্রিতদিগের মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপাসনাই পরিদৃষ্ট হয়। সঙ্কীর্ত্তনই যে কলিযুগের অভিধেয়, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এইরূপে উপাস্য ও অভিধেয়-তত্ত্ব অবধারণ করিয়া মূলগ্রন্থে পরম উৎকৃষ্ট অর্থসূচক আর একটি পদ্যে শ্রীগৌর ভগবানের বন্দনা করা হইয়াছে। সে পদ্যটি এই,—

"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্"।—ইত্যাদি[১]

পরমবিদ্বৎশিরোমণি শ্রীপাদ বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহোদয়ও শ্রীগৌরভগবানের ভগবত্তা স্বকৃত পদ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। সে পদ্যের অর্থ এই যে, "কাল-প্রভাবে স্বকীয় ভক্তিযোগের অদর্শন হইলে, যিনি সেই স্বকীয় ভক্তিযোগ প্রাদুর্ভাব করার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে চিত্ত-ভৃঙ্গ প্রগাঢ়রূপে লীন হউক।"

ঋষিবাক্য ও বিদ্বদনুভব এই উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সপ্রমাণ হইল।

তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণ শ্লোক-সমূহের টিপ্পনী

মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে "জয়তাং মথুরাভূমৌ"[২] ইত্যাদি শ্লোকে যে "জ্ঞাপকৌ" পদ আছে, তাহার অর্থ "জ্ঞাপন করার জন্য" বুঝিতে হইবে।

"কোঽপি"[৩] ইত্যাদি শ্লোকটিতে যে "বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ" পদ আছে, তৎস্থলে বৃদ্ধ বৈষ্ণবসমূহ পদের অর্থ এই,—শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি। তাঁহারা যাহা

১। তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণান্তর্গত উক্ত শ্লোকটি নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধীয়—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

এই শ্লোকের অর্থাবলম্বনে প্রাগুক্ত শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, যাঁহার বাহিরে গৌরবর্ণ, তদন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, যিনি স্বীয় অঙ্গাদির বৈভব জন-সমাজে প্রকটিত করিয়াছেন, আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করি।

২। মূল শ্লোকটি এই ;—

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীলরূপ-সনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্॥

অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-রূপ সম্পত্তিসম্পন্ন মথুরাবাসীর পূজনীয় রূপ ও সনাতনের জয় হউক। ইঁহারা সপরিকর ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাপন করাইবার জন্য আমাদ্বারা এই পুস্তিকা লিখাইয়াছেন।

৩। মূল শ্লোক ;—

কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্গ্রন্থং লিখিতাদ্বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ॥

লিখিয়াছেন, সেই সকল অভিমত পর্য্যালোচনা করিয়াই তত্ত্বসন্দর্ভ গ্রন্থ লেখা হইল। ভাবার্থ এই যে, এই প্রণালী অবলম্বনে স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনের আশঙ্কা নিরস্ত হইল।

তৎপরে "যঃ"১ ইত্যাদি শ্লোকের মধ্যে যে "এক" শব্দটি আছে, উহার অর্থ মুখ্য এবং "এতৎ" শব্দটির অর্থ—এই লিখন—অর্থাৎ এই গ্রন্থ।

তৎপরে "অথ"২ ইত্যাদি শ্লোকে যে "শ্রীভাগবতসন্দর্ভং" এই "সন্দর্ভং" পদ আছে, তাহার অর্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নামধেয় গ্রন্থ এবং "বশ্মি" অর্থ "কামনা করি"।

অর্থাৎ শ্রীপাদ রূপ সনাতনের বান্ধব কোন দাক্ষিণাত্য ভট্ট ব্রাহ্মণ, শ্রীমৎ রামানুজাদির গ্রন্থাবলম্বনে প্রথমতঃ এই সন্দর্ভ-গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় লিখিয়াছেন,—এই দাক্ষিণাত্য ভট্ট ব্রাহ্মণটি শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টের লিখিত একখানি সন্দর্ভ-গ্রন্থ ছিল। শ্রীমৎ শ্রীজীব শ্রীপাদ রূপ সনাতনের আদেশে তাহার পর্য্যালোচনা করিয়া, উহার সংশোধন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও ক্রমব্যবস্থাপনাদি করিয়া এই ষট্‌ সন্দর্ভ গ্রন্থ বিরচন করেন।

১। মূল শ্লোক ;—

যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজ-ভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ॥

ইহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনেই যাঁহার একমাত্র অভিলাষ, কেবল তিনিই এই গ্রন্থ সন্দর্শন করুন, অপর কেহ যেন এই গ্রন্থ পাঠ না করেন,—এই শপথ অর্পণ করা হইল। এই শপথের উদ্দেশ্য এই যে, এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণই যে পরম তত্ত্ব, এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহারা এ সিদ্ধান্তে অনাদর করিবে, তাহাদের অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে, সুতরাং তাদৃশ অনাদর-অমঙ্গল আমন্ত্রণ না করাই শ্রেয়,—এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্বে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই গ্রন্থ পাঠ করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া শপথ অর্পণ করিয়াছেন। ইহা শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিমত। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহোদয় কি উদ্দেশ্যে শপথ অর্পণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। তাঁহার শ্লোকের বাক্যবিন্যাসভঙ্গীতে আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনকারীদের জন্যই তিনি এই সন্দর্ভ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থ-পাঠে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এই শ্রীগ্রন্থ প্রকৃত পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণভজনের পরম সহায়। কেবল সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। মায়াবাদের কুতর্ক খণ্ডনের জন্য যে বিচারপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও তর্কপ্রণালীর গৌরব-প্রকটন গ্রন্থকারের বিন্দুমাত্রও উদ্দেশ্য নহে। বিচার-পাণ্ডিত্য-প্রকটন সন্দর্শনের জন্য যেন কেহ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন না করেন, এই উদ্দেশ্যেও সম্ভবতঃ গ্রন্থকার অপরের পক্ষে এই গ্রন্থ-পঠনের প্রতিকূলে শপথ অর্পণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যই আমাদের মতে সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

২। মূল শ্লোক ;—

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুম্॥

অর্থাৎ মন্ত্রগুরু ও ভাগবত অর্থ শিক্ষাপ্রদানকারী গুরুগণকে প্রণাম করিয়া শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নামধেয় সন্দর্ভ লিখিতে কামনা করিতেছি।

অতঃপরে সমগ্র গ্রন্থের অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করার জন্য "যস্য ব্রহ্মেতি"১ ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। (এক্ষণে ঐ শ্লোকের কোন কোন পদের অর্থ প্রকাশ করা যাইতেছে।)

"কচিৎ"—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে।

"অপি"—"ক্বচিৎ" এই শব্দের পরে যে, "অপি" শব্দ আছে, তাহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের যে কেবল জ্ঞানরূপা সত্তা—যাহা ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মকেই কোন কোন নিগম-বাক্যে মুখ্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। "অপি" শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানরূপ সত্তা-স্বরূপ ব্রহ্মই যে মুখ্য, এই কথা বলা হইয়াছে।

"অংশকৈঃ"—লীলাবতার ও গুণাবতারসমূহকেই অংশক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

১। মূল শ্লোক ;—

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞা ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্॥

ইহার বঙ্গানুবাদ এই ;—বেদান্তের কোন স্থানে যে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানমাত্র-সত্তা ব্রহ্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ—পুরুষাবতার—মায়াকে বশীভূত করিয়া স্বীয় বিবিধ অংশে আত্মপ্রকটন করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশ সেই কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষ (সঙ্কর্ষণ) প্রভৃতিকে আপন বশে রাখিয়া নিজের ঈক্ষণ-প্রভাবে উহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া উহাতে অণ্ড-সমূহের সৃষ্টি করেন, সেই সকল অণ্ডে সহস্রশীর্ষা প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়া নিজের অংশসমূহ দ্বারা মৎস্যাদি অবতাররূপে বিভব নামধেয় লীলাবতারসমূহ প্রকটন করেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ নামক এক মুখ্য রূপ অষ্ট আবরণময় প্রদেশের বাহিরে পরব্যোমে বিলাস করেন, অর্থাৎ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মুর্ত্তি, সেই অনন্যাপেক্ষিরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার পাদপদ্ম-সেবী ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম বিধান করুন।

এই মঙ্গলাচরণ পদ্যে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন যে, এক শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, তাঁহার আদ্যাবতার পুরুষ বা সঙ্কর্ষণ হইতেই অন্যান্য অবতার-গণের উৎপত্তি। অপরাপর অবতার তাঁহা হইতে উদ্ভূত—তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, কেন না, তিনি স্বয়ং ভগবান্—সর্ব্বাবতারের অবতারী; তাঁহার অংশ পুরুষাবতার হইতেই মৎস্যাদি অবতারগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্বত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, মায়াবাদী বেদান্তিগণ কেবল জ্ঞানকেই মুখ্য ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। কোন কোন আগম-বাক্যেও জ্ঞানকেই মুখ্য বলা হইয়াছে। ফলতঃ জ্ঞান স্বয়ং ভগবানের একতম সত্তা-বিশেষ। জ্ঞান ভগবত্তার অন্তর্ভুক্ত। যথা ;—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

সুতরাং প্রকৃত পক্ষে যে জ্ঞান মুখ্য ব্রহ্মরূপে কোন কোন নিগমবাক্যে কথিত হইয়াছে, তাহা মুখ্য নহেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য ;—জ্ঞান,—ভগবত্তার একতম মাত্র।

"পুমান্"—পুরুষ, সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা।

"একং"—শ্রীকৃষ্ণ বলিলে যে স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝায়, তদ্ব্যতীত অন্য একরূপ—অর্থাৎ নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণের এই নারায়ণরূপও ভগবান্ বটেন; কিন্তু তাঁহার এই রূপটিতে স্বয়ং ভগবত্তা নাই—কেবল শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীভাগবতে উহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদিতে প্রতিপাদ্য পরব্যোমনাথ মহা-বৈকুণ্ঠের অধিপতি যে শ্রীপতি, তাঁহাকেই নারায়ণ বলা হয়।

এই পদ্যে শ্রীকৃষ্ণ পদে যে "শ্রী" শব্দ আছে, তাহার অর্থ কৃষ্ণের নিত্যসহচারিণী স্বরূপ-শক্তি।

"ইহ"—এই জগতে।

"তৎপাদভাজাং"—তাঁহার চরণারবিন্দ ভজনকারিগণের।

"প্রেম"—প্রীতির আধিক্য।

"বিধত্তাম্"—বিধান করুন—প্রাদুর্ভূত করুন।

এই সকল অংশদ্বারা যিনি বিভব বিস্তার করেন অর্থাৎ লীলাবতার প্রকটন করেন, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মাখ্য পুরুষ,—যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

"একং"—শ্রীকৃষ্ণাখ্য স্বয়ং ভগবান্ রূপ ভিন্ন অন্য রূপ। অর্থাৎ তাঁহার নারায়ণাখ্য রূপ।

"যস্যেতি"—যাঁহার অর্থাৎ যে নারায়ণের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের তুল্য হইলেও নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন। শ্রীভাগবত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই নারায়ণাখ্য রূপ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে পরব্যোমাখ্য মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।*

---

* নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। শ্রীলঘুভাগবতে লিখিত হইয়াছে,—

স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ বিলাসবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের যে অন্যাকার রূপ প্রতিভাত হয়েন, সে রূপ শক্তিতে প্রায় শ্রীকৃষ্ণ তুল্য। উহাই বিলাস নামে অভিহিত। ইহার বিবৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে; যথা,—

একই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥
যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইঁহোতো দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইহ বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ॥—চৈঃ চ, ২ প।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

"স্বয়ং ভগবান্"—শ্রীমদ্ভাগবতে অবতার বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।—১।৩।২৫

রামাদি শ্রীকৃষ্ণের অংশ কলা, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এই শ্লোকে সেই শ্রীভাগবত-প্রামাণ্যই সূচিত হইয়াছে।

"শ্রী"—এ স্থলে শ্রী শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণেরই অব্যভিচারিণী স্বরূপশক্তি।

"ইহ"—জগতে।

"তৎপদভাজাম্"—তাঁহার চরণারবিন্দ ভজনকারিগণের।

"প্রেম"—প্রীতির আধিক্য।

"বিধত্তাম্"—বিধান করুন। অর্থাৎ তাঁহার প্রেম প্রাদুর্ভূত করুন।

"তত্র পুরুষস্যেতি"—মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভের এই পাঠটুকু উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার এক্ষণে প্রমাণের আলোচনা করিতেছেন।

দশ প্রকার প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা

যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা—এই দশ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-দোষবিরহিত বচনাত্মক শব্দপ্রমাণই মূল প্রমাণ। অন্যান্য প্রমাণ সম্বন্ধে প্রমাতৃপুরুষের ভ্রমাদি-দোষ-সম্ভাবনা নিবন্ধন মিথ্যা প্রতীতি ঘটিতে পারে, এই জন্য উহারা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রমাণ, কিম্বা প্রমাণাভাস, তাহা নির্ণয় করা প্রায়শঃই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে সে আশঙ্কা নাই। ভৃত্যগণ যেমন রাজার অপেক্ষাধীন, অন্যান্য প্রমাণগুলিও সেইরূপ শব্দ-প্রমাণেরই অপেক্ষাধীন। কিন্তু শব্দপ্রমাণ অন্য প্রমাণের অপেক্ষাধীন নহে, উহা স্বরাট্। স্থলবিশেষে অন্যান্য প্রমাণ শব্দপ্রমাণের যথাশক্তি সহায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দ-প্রমাণ স্বাধীন—উহা অন্যান্য প্রমাণনিচয়কে উপমর্দ্দিত করিয়া নিজেই ব্যবহার-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়। শব্দপ্রমাণ-প্রতিপাদিত বস্তুর প্রতিকূলে অন্যান্য প্রমাণ বিরোধ-উত্থাপনে অসমর্থ। অন্যান্য প্রমাণের শক্তি যে বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না, শব্দপ্রমাণ সে স্থলেও সাধকতম।

প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষ—মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকজন্য জ্ঞানবিশেষ। ইহা ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পার্শন ও মানস-ভেদে ছয় প্রকার। সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পভেদে এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ সাকল্যে আবার দ্বাদশ প্রকার। সবিকল্প মনোগ্রাহ্য, নির্ব্বিকল্প অতীন্দ্রিয়। উহার অপর দুই প্রকার বিভাগ আছে, যেমন বৈদুষ-প্রত্যক্ষ ও অবৈদুষ প্রত্যক্ষ। বৈদুষ প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্তি (বিরোধ) নাই। যেহেতু উহা ভ্রমাদিদোষরহিত, কেন না, শব্দপ্রমাণই উহার মূল। কিন্তু অবৈদুষ প্রত্যক্ষে সংশয় থাকিয়া যায়। অবৈদুষ প্রত্যক্ষজ্ঞানে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত ছিন্ন মায়ামুণ্ড দেখিয়া পরিচিত দেবদত্তের মুণ্ড বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়জন্য

জ্ঞানেও এইরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু প্রামাণিক শব্দজ্ঞান ভ্রমপ্রমাদি দোষ-বিরহিত, উহাতে সে আশঙ্কা নাই। যেমন হিমালয়ে হিম,—রত্নাকরে রত্ন, ইত্যাদি স্থলে উক্ত শব্দেই প্রামাণ্য বদ্ধমূল রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ইন্দ্রজালপ্রদর্শিত মায়ামুণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং উহা যে মিথ্যা, যাহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে—এই ভ্রান্তির ধারণাবশতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে সে স্থলে সে কোন যথার্থ ছিন্ন মুণ্ড দেখিলেও, তাহাতে তাহার বিশ্বাস জন্মে না, আকাশবাণীতেও সে যদি শুনিতে পায় যে, ইহা যথার্থ ছিন্ন মুণ্ড, তথাপি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথা ভিন্ন কোনও প্রকারে প্রকৃত তত্ত্ব-নির্ণয়ে সে সমর্থ হয় না। বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রের ইহা স্বীকার্য্য। এ স্থলে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই, কিন্তু শব্দপ্রমাণ অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়।

আবার মনে করুন, দশটি লোকের মধ্যে একজন নিজকে ছাড়িয়া দিয়া অপর নয় জনের গণনা করিয়া বলিতেছে—"আমাদের দশ জনের মধ্যে অপর ব্যক্তি কোথায়"? তখন যদি তাহাকে কেহ বলে, "তুমিই দশম", "আমিই দশম", এই শব্দ তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ মাত্রই তাহার প্রমাবিঘাতক মোহ বিনষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শব্দপ্রমাণ নিরপেক্ষ, ইহা কাহারও অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যক্ষ, আত্মশক্তির অনুরূপ স্থলবিশেষে শব্দ-প্রমাণের সাহায্য করে। যেমন অগ্নি হিম-নাশের উপায়। এ স্থলে প্রত্যক্ষ শব্দ-প্রমাণের সহায়ক মাত্র। কিন্তু এমন স্থল আছে, যেখানে প্রত্যক্ষ একবারেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। যেমন দেবকী দেবী স্থানান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"হে সুত, মথুরা নগরে তুমি আমার গর্ভরূপে অবস্থান করিয়াছিলে।" এ স্থলে প্রত্যক্ষের কোনও প্রামাণ্য নাই, বরং প্রত্যক্ষকে উপমর্দ্দন করিয়া শব্দপ্রমাণ স্বকীয় প্রামাণ্য প্রকটন করিতেছে।

আরও দেখুন, সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে ওঝা যখন বলে—"তোমার দেহে আর বিষ নাই, আমার মন্ত্রবলে তোমার দেহের বিষ নষ্ট হইয়াছে"—তৎপ্রতিপাদিত এই মন্ত্রণাদিতে প্রত্যক্ষের বিরোধ নাই। এ স্থলে প্রত্যক্ষ শব্দপ্রমাণের সহায়ক। "সুবর্ণভস্ম স্নিগ্ধ"—এই উক্তিতেও শব্দপ্রমাণই সাধকতম। শব্দপ্রমাণই প্রতীতির প্রধানতম সাধক। মানব-দেহে গ্রহগণের ক্রিয়াকলাপাদির প্রতীতিতেও শব্দপ্রমাণই মূল।

কেহ কেহ বলেন—"যাহা সর্ব্ব-প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাই সত্য।" এই সিদ্ধান্তও সমচীন নহে। কেন না, সকলের একত্র মিলন সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই পক্ষের যুক্তি সহজেই নিরস্ত হইয়া যায়।

অপিচ যাহা স্থলবিশেষে বা লৌকিক শাস্ত্রে বহু লোকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাদৃশ বস্তুরও প্রকৃত পক্ষে অন্যরূপ প্রতীতি, উপলব্ধি হয় অর্থাৎ যাহা বহু লোকে এক প্রকার সত্য বলিয়াই মনে করে, বিশেষ বিচারে তাহার অন্যরূপ প্রতীতিও ঘটিয়া থাকে। অথবা পৌরুষেয় শাস্ত্রে যাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়, অপৌরুষেয় শাস্ত্রে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। (সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা শব্দপ্রাণই বলবত্তর)।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পঞ্চাঙ্গ অনুমানেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। বিষম ব্যাপ্তি * স্থলে অনুমানের ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতেছে। ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান হয়। বৃষ্টি দ্বারা পর্ব্বতের আগুন সদ্য সদ্য নির্ব্বাপিত হইলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পর্ব্বতে অধিক পরিমাণে ধূমোদয় দৃষ্ট হয়। সেই ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিলে সে অনুমান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ফলতঃ এ স্থলে অনুমান-প্রামাণ্যের ব্যভিচারই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ কোন কোন পর্ব্বত স্বভাবতঃই ধূমায়মান দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক তাহাতে বহ্নির অভাব। এই স্থলে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিলে সে অনুমান-প্রামাণ্যের কোনও মূল্য থাকে না। এ স্থলেও ব্যভিচারের উদাহরণই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শব্দপ্রমাণে এরূপ ব্যভিচার দেখিতে পাইবে না। অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন—সূর্য্যরশ্মিযোগে সূর্য্যকান্তমণি হইতে অগ্নির উত্থান হয়, এ স্থলে শব্দেই প্রামাণ্য বদ্ধমূল।

অনুমান

অনুমান প্রমাণ অপেক্ষায় শব্দপ্রমাণ কি প্রকারে বলবত্তর হয়, তাহার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া "ওহে শীতাতুর পথিকগণ, এই পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, বৃষ্টি দ্বারা এখনই অগ্নি-নির্ব্বাণ হইয়াছে। কিন্তু ঐ যে আর একটি পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে, ওখানে বহ্নি আছে"। এ স্থলে প্রথমটি ধূমাভাস মাত্র, কিন্তু উহাতে বহ্নির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এ অনুমান নিষ্ফল। "কিন্তু ঐ পর্ব্বতে আগুন আছে" এই যে বাক্য বলা হইল, এ স্থলে এই বাক্যই অনুমান হউক, বলবত্তর প্রমাণরূপে গণ্য হউক।

যদি বল, তুমি যে অনুমানের প্রামাণ্য দুর্ব্বল করিতেছ, উহা হেতু নহে—হেত্বাভাস।

---

* অনুমান প্রমাণে ব্যাপ্তি জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয়। ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বহুল পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ-প্রয়াস প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বহুল বাগ্‌বিলাসের অবতারণা করিয়াছেন। ব্যাপ্তি একরূপ সম্বন্ধবিশেষ। এই সম্বন্ধটি কি, জনৈক নৈয়ায়িক বলেন ;—

"স চানুমিত্যৌপয়িকঃ সাধননিষ্ঠঃ সাধ্যস্য সম্বন্ধঃ"

অর্থাৎ অনুমিতির ঔপয়িক, সাধননিষ্ঠ, সাধ্যের যে সম্বন্ধ, উহাই ব্যাপ্তি। যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্—ধূমাৎ"। এ স্থলে সাধ্য—বহ্নি, সাধন—ধূম। ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান হইতেছে। সাধ্য বহ্নির সহিত, সাধন ধূমের যে সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধই ব্যাপ্তি নামে অভিহিত। যে স্থলে সাধ্য ও সাধন পর্য্যায়ক্রমে উভয়ই উভয়ের সৎ হেতু হইয়া অনুমিতি-ব্যাপার-সংঘটনে সমর্থ, সেই স্থলে উভয়ের সম্বন্ধ সমব্যাপ্তি নামে অভিহিত হয়। ইহার অন্যথা হইলে উহা বিষমব্যাপ্তি বলিয়া কথিত হয়। যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এ স্থলে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, বহ্নি ব্যাপক। হেতু ও সাধ্য সমান নহে। যে যে স্থলে অবিচ্ছিন্ন মূল ধূম থাকে, তৎতৎ স্থলে বহ্নি থাকে, কিন্তু যে যে স্থলে বহ্নি থাকে, তৎ তৎ স্থলে ধূম থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। যেমন প্রতপ্ত লৌহগোলকে বহ্নি থাকে, কিন্তু ধূম থাকে না। এইরূপ স্থলই বিষমব্যাপ্তির উদাহরণ।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত উদাহরণটি স্বরূপাসিদ্ধ হেতুর * উদাহরণ—উহাতে সদনুমানে কোনও দোষ হয় না—উহাতে সদনুমানের ব্যভিচারতাও সূচিত হয় না। কেন না, হেতু সাধ্যের সমানাধিকার স্থলেই সদনুমান ঘটে।

অনেক স্থলে এমনও ঘটিয়া থাকে যে, ধূমাভাসেও ধূমের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, যেমন বিষপর্ব্বতের বাষ্পাদিতেও ঠিক ধূমের ন্যায় নেত্রজ্বালা হয়, তজ্জন্য সেই বাষ্পেও ধূম-ভ্রম ঘটিতে পারে।

এতদুত্তরে আমরা বলি, তুমি যে সর্ব্বত্র ধূমের অসার্ব্বত্রিকত্ব, ধূমবৎ বাষ্প, তদ্বাষ্পের ধূমবৎ জ্বালা নিবন্ধন উহাতে ধূমভ্রান্তি এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও ধূমোৎপত্তির সম্ভাবনা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ধূমাভাসের আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক সদনুমানের প্রামাণ্য পোষকতা করিতেছ, তাহা নিরর্থক। ধূম থাকিলে অগ্নি থাকিবে, ধূমাভাসে অগ্নি থাকিবে না, অপর পক্ষে অগ্নি দ্বারা ধূমের অস্তিত্বাবধারণ, অগ্নির অভাবে ধূমের অভাব—এইরূপ প্রণালীতে প্রামাণ্য স্থাপনে সাধ্য সাধনের একত্রাবস্থান নিবন্ধন অন্যোন্যাশ্রয় † দোষ ঘটে।

এইরূপ প্রত্যক্ষের যথার্থ জ্ঞানে ব্যভিচার দৃষ্ট হইলে সমব্যাপ্তিতেও ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দপ্রমাণ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। যেমন "তুমিই দশম" ইত্যাদি স্থলে শব্দপ্রমাণ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই প্রমাণরূপে গণ্য হয়। তবে অনুমান-প্রমাণ আত্মশক্তি অনুসারে স্থলবিশেষে শব্দপ্রমাণের সহায় হইতে পারে মাত্র। দৃষ্টান্তরূপে আরও বলা যাইতে পারে, যাহারা হীরকের গুণ জানে না, তাহারা অনুমান করিতে পারে যে, হীরকও যখন অন্যান্য প্রস্তরের ন্যায় পার্থিব দ্রব্যবিশেষ, পার্থিব দ্রব্য যখন লৌহদ্বারা ছেদন-যোগ্য, হীরকও অবশ্যই লৌহচ্ছেদ্য না হইবে কেন? কিন্তু যাঁহারা হীরকের গুণবিশেষের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, লৌহদ্বারা হীরক ছেদন করা যায় না। এ স্থলে শব্দ-প্রমাণ অনুমান-প্রমাণের উপমর্দ্দক। অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ দ্বারা অনুমান-প্রমাণের প্রামাণ্য মর্দ্দিত হয়।

বহ্নিতপ্ত অঙ্গের জ্বালা বহ্নিতাপে প্রশমিত হয়, এই যে সত্য, ইহা অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে—অপর পক্ষে অনুমান প্রমাণে এই সত্যের প্রতিকূল কথাই মনে উদিত হয়, কিন্তু শব্দপ্রমাণই এখানে প্রকৃত সত্যের প্রকাশক।

---

* ন্যায়শাস্ত্রের হেত্বাভাস গ্রন্থে হেতু-দোষের যে সকল বিবরণ আছে, তন্মধ্যে স্বরূপাসিদ্ধ হেতুও একতম। যে হেতু পক্ষে থাকে না, উহাই স্বরূপাসিদ্ধ হেতু। যেমন "তপ্তলৌহপিণ্ডো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এ স্থলে দেখা যায়, তপ্ত লৌহপিণ্ড—পক্ষ, অর্থাৎ অগ্নির আধার। কিন্তু এই আধারে ধূম (হেতু) নাই। সুতরাং তপ্ত লৌহপিণ্ডে বহ্নির অনুমান করিতে হইলে ধূম তাহার হেতু হইতে পারে না। কেন না, পক্ষে (আধারে) ধূম থাকে না। এই জন্য ধূম এ স্থলে স্বরূপাসিদ্ধ হেতু।

† পরস্পর জ্ঞান-সাপেক্ষ জ্ঞানাশ্রয়কে অন্যোন্যাশ্রয় বলা হয়। যে স্থলে রামের কথার প্রামাণ্য শ্যামের কথার উপর নির্ভর করে, আবার শ্যামের কথার প্রামাণ্য রামের কথার উপরে নির্ভর করে, সে স্থলে উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইহাই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ।

শুণ্ঠী প্রভৃতি কটু দ্রব্য জঠরাগ্নির পাকাদিতে মধুর হইয়া থাকে, এই সত্য, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগোচর; উহা কেবল শব্দপ্রমাণ-গ্রাহ্য। কিন্তু শব্দপ্রমাণদ্বারা প্রতিপাদিত হইলে উহা অনুমানেরও বিরোধী হয় না।

অনুমানজনিত অর্থবোধক শক্তিসমূহ দ্বারা এই বাক্যের অর্থবোধ হয় না। উহার প্রকৃত অর্থবোধ অনুমানশক্তিসমূহের অস্পৃশ্য—অগোচর। শাব্দিক প্রমাণ এ স্থলে অর্থবোধ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সাধক। গ্রহাদির দৃষ্টি প্রভৃতি চেষ্টাজনিত নরনারীগণের যে শুভাশুভ ফল সংঘটন হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হয় না। তৎস্থলে শব্দ-প্রমাণই একমাত্র সহায়।

শব্দপ্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণই মুখ্য। এই দুই মুখ্য প্রমাণ শব্দপ্রমাণের তুলনায় আভাসিক মাত্র। অন্যান্য প্রমাণ সম্বন্ধে ত শব্দপ্রমাণ একবারে কোনও অপেক্ষা রাখে না। কেন না, সেই সকল প্রমাণ শব্দপ্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অনুগত।

অন্যান্য প্রমাণগুলির নামও উল্লেখ করা যাইতেছে। তদ্‌যথা,—

১। দেবতা ও ঋষিদিগের বাক্য—আর্ষ প্রমাণ।

২। গোর সদৃশ জন্তুকে গবয় বলা হয়—ইহা উপমানপ্রমাণ।

৩। যে ব্যক্তি দিবাভাগে আহার করে না, অথচ তাহার দেহের স্থূলতার হ্রাস দৃষ্ট হয় না—ইহাতে মনে করিতে হইবে যে, সে রাত্রিতে ভোজন করে। এই অর্থ ও বাক্যের কল্পনা যে প্রমাণ দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি।

৪। বস্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকটে উপস্থিত না হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন ঘট দর্শনেন্দ্রিয়ের নিকটবর্ত্তী দর্শনাতীত স্থানে থাকিলে উহার উপলব্ধি হয় না—এই অনুপলব্ধিকে অভাব প্রমাণ বলা হয়।

৫। সহস্রের মধ্যে শত আছে, এই বুদ্ধিতে যে সম্ভবন ঘটে, উহা সম্ভব প্রমাণ।

৬। কে কবে বলিয়াছেন, তাহা জানা যায় না, কিন্তু পারম্পর্য্যক্রমে যে বিষয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, উহা ঐতিহ্য-প্রমাণ।

৭। অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া দ্রব্য ও সংখ্যাদির জ্ঞান যে প্রমাণে উপজাত হয়, তাহার নাম—চেষ্টা। অপিচ পশ্বাদি জন্তুর প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান পরমার্থের প্রমাপক নয়। উহাদের প্রত্যক্ষ সূক্ষ্মভাবে দ্রব্যসমূহের ভেদ-বিনির্ণয় করিতে সমর্থ নহে। তবে ঘ্রাণাদি দ্বারা উহারা যে কোন্‌টি ইষ্ট বস্তু এবং কোন্‌টি উহাদের অবাঞ্ছিত বস্তু, তাহা যে উহারা বুঝিয়া লয় এবং বুঝিয়া লইয়া ইষ্ট বস্তুতে উহাদের প্রবৃত্তি হয় এবং অবাঞ্ছিত পদার্থে উহাদের প্রবৃত্তি হয় না—উহাদের এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের এই জ্ঞান পরমার্থ সিদ্ধির সহায় নহে।

মানবসমাজেও শিশুদিগের মাতাপিতাদের প্রমুখাৎ শব্দ শুনিয়াই উহাদের সকল প্রকারের

জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। মানব-শিশু যদি অপরের মুখে শুনিয়া শব্দজ্ঞান লাভ করিতে না পায়, তবে সে জড়মূকত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার ভাষার ব্যবহার-সিদ্ধি একবারেই অসম্ভব।

এইরূপে শব্দ-প্রমাণের যৌক্তিকতার পর্য্যবসান হইল। এখন বিবেচনীয় এই যে, যে শব্দের প্রমাণশ্রেষ্ঠতা এইরূপে প্রতিপন্ন হইল, সেই সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি "শব্দ" কাহাকে বলা হয়?

যদি বলা যায় যে, ভ্রম-প্রমাদাদি-রহিত বাক্যই শব্দ, কিন্তু এইরূপ সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ পর্য্যাপ্ত নহে। কেন না, একের পক্ষে যাহা ভ্রমাদি-রহিত বলিয়া বিবেচিত হয়, অপরের পক্ষে তাহা সেরূপ বলিয়া বিবেচিত না হইতেও পারে। সুতরাং এই সংজ্ঞা দ্বারা শব্দের প্রামাণ্য বিনির্ণীত হয় না। এইরূপে আরও দেখা যায় যে, শব্দপ্রমাণ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, উহা পরের মুখের কথা; সুতরাং অপরের অনুগত। যাহা নিজের প্রত্যক্ষানুগত নয়, যাহা অপরের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত, তাহা প্রমাণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং শব্দমাত্রই প্রমাণ নয়। কিন্তু যে শব্দ নিজ নিজ বিদ্যাবত্তা সহকারে সকলেই অভ্যাস করে, যে শব্দ অধিগত হইলে সকলের হৃদয়ে সর্ব্ববিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয়, যে শব্দজ্ঞানে পরম বিদ্যাবত্তা লাভ হইলে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানও বিশুদ্ধ হয়, অনাদিত্ব নিবন্ধন যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, নিখিল ঐতিহ্য প্রমাণের মূলস্বরূপ সেই মহাবাক্য-সমুদায়ই এ স্থলে শব্দ নামে গৃহীত হইয়াছে। এই শব্দই শাস্ত্র নামে অভিহিত এবং উহাই বেদ নামে অভিহিত। যে বেদ অনাদি-সিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত, অনাদি-সিদ্ধ, অপৌরুষেয় ঈশ্বরীয় বাক্য, তাহা অবশ্যই যে ভ্রমাদি-রহিত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই বাক্য সদোপদেশ-প্রচারের নিমিত্ত সেই সর্ব্বজনক ঈশ্বরেরই বাক্য, ইহা অবশ্যই মন্তব্য। এই বাক্যই অব্যভিচারি প্রমাণ। ঈশ্বরের কৃপায় কেহ কেহ কেবল এই শব্দপ্রমাণই গ্রহণ করেন। কুতর্ক-জনিত কর্কশ বুদ্ধিবিশিষ্ট মূঢ়গণ যদি এই শব্দপ্রমাণ গ্রহণ না করে, তাহাতে কি আসে যায়? তাদৃশ মূঢ়গণের বেদবিষয়িণী অপ্রমা বুদ্ধি কি করিয়াই বা বিনষ্ট হইবে?

বৈদ্যকাদি শাস্ত্র ঈশ্বরের অবিহিত হইলেও উহাদিগকেও শাস্ত্র বলিয়াই মানিতে হইবে। বৈদ্যকাদি শাস্ত্রও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদ বলিয়া গৃহীত না হইলেও উহারা বেদেরই অনুগত, এই নিমিত্ত ইহাদিগের শাস্ত্রত্ব ব্যবহার স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ইহাদিগকেও শাস্ত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, বুদ্ধ ত ঈশ্বরাবতার, তাঁহার বাক্যও প্রমাণরূপে গৃহীত হউক? তাহা বলিতে পার না। কেন না, যে শাস্ত্রে বুদ্ধকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি যে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন, তাহা দৈত্যগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত। সুতরাং উহা প্রমাণরূপেই গৃহীত হইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্র বলেন (শঙ্করভাষ্যের ভামতী টীকায়),—"কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন শাব্দবোধজনিত আগম প্রমাণের পূর্ব্বজাত এবং এই আগম প্রমাণ যখন প্রত্যক্ষাপেক্ষি, এ অবস্থায় আগমপ্রমাণের অপ্রামাণ্য এবং লক্ষণাশক্তি-লক্ষিত অর্থত্ব হওয়াই

যুক্তিসঙ্গত—কিন্তু এই আশঙ্কার বাস্তবিক কোন যুক্তি নাই। বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহাতে কোনও দোষের আশঙ্কা নাই। বোধকত্ব বিষয়েও বেদ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ—ইহার স্বকার্য্যে অর্থাৎ প্রমিতির উৎপাদনে বেদ অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

ইহাতে বিরোধী পক্ষ বলিতে পারেন,—"ভাল, মানিয়া লইলাম, প্রমিতি বিষয়ে বেদের অন্য প্রামাণ্যাপেক্ষা না থাকিলেও আগম-জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে অবশ্যই প্রত্যক্ষের অপেক্ষা আছে। কেন না, প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে শাব্দবোধ অসম্ভব। সেই প্রত্যক্ষের বিরোধী হইলে আগম-জ্ঞানের উৎপত্তিতেই বাধা ঘটে, সুতরাং উহার অনুৎপত্তিলক্ষণ অপ্রামাণ্য দোষ ঘটে। বিরোধী পক্ষের এই আশঙ্কারও কোন মূল নাই। যেহেতু আগমজ্ঞান, উৎপাদকের (প্রত্যক্ষের) অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আগমজ্ঞান ব্যাবহারিক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বিনষ্ট করে না। এই ব্যাবহারিক প্রত্যক্ষ কর্ম্মের উপহননেই প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ-লক্ষণ কারণের অভাবে প্রমিতি হইতে পারে না। আগমজ্ঞান প্রত্যক্ষের তাত্ত্বিক প্রামাণ্যের বাধক। কিন্তু প্রত্যক্ষের তাত্ত্বিক প্রামাণ্য ত আগম-জ্ঞানের উৎপাদক নহে। অপর পক্ষে তাত্ত্বিক প্রামাণ্যবিহীন সাংব্যবহারিক প্রমাণসমূহ হইতেও তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। যেমন ক খ প্রভৃতি অক্ষরগুলিতে হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব আদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-ধর্ম্ম সমারোপিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। যেমন নাগ বলিলে হস্তী বুঝায়, আবার নগ বলিলে বৃক্ষ বুঝায়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-ধর্ম্মারোপে যে পদসমূহ রচিত হয় এবং তৎ তৎ পদে জনসাধারণের যে শাব্দবোধ জন্মে, তাহাদের সেই বোধ বাস্তবিক ভ্রমজ্ঞান নহে। যে বাক্যের অন্য অর্থে তাৎপর্য্য অসম্ভবপর, তাহা কখনই স্বার্থে লক্ষণা হইতে পারে না। (কেন না, স্বার্থে তাৎপর্য্যের উপপত্তি না হইলেও লক্ষণা হয়। লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎ-পর্য্যানুপপত্তিতঃ)। আচার্য্যগণ বলেন—"বিধায়ক শব্দে লক্ষণার্থ হয় না"। পরস্পর অনপেক্ষিত জ্ঞানের মধ্যে যেটি পূর্ব্বজাত, তাহার জ্যেষ্ঠত্ব বাধ্যের হেতু হয়, উহা বাধকত্বের হেতু হয় না। পশ্চাৎ শুক্তিজ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বোৎপন্ন রজতজ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। পশ্চাৎ উৎপন্ন শুক্তি-জ্ঞান পূর্ব্বোৎপন্ন রজতজ্ঞানের বাধা না জন্মাইলে শুক্তিজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়াই সম্ভবপর হয় না। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাত্ত্বিক প্রমাণভাব অপেক্ষিত নহে—উহা নিরপেক্ষ। পূর্ব্বমীমাংসা সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি বলেন—যে স্থলে পূর্ব্বাপর ভাব বিদ্যমান, সেখানে পূর্ব্বটিরই দৌর্ব্বল্য ঘটে—প্রকৃতির ন্যায়।* তন্ত্রবার্ত্তিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্ট বলেন—যে স্থলে পরস্পর

---

* "প্রকৃতি" শব্দটি মীমাংসাদর্শনে পারিভাষিকরূপে ব্যবহৃত হয়। যে যাগে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ থাকে, তাহার নাম প্রকৃতি—যেমন দর্শপৌর্ণমাস্যাদি প্রধান যাগই প্রকৃতি নামে অভিহিত। সংস্কৃত ভাষায় এই পারি-ভাষিক শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপে সাধিত হয়,—"যত্র কর্ত্তব্যং সর্ব্বং প্রকর্ষেণ, কর্ম্মান্তরনৈরপেক্ষ্যেণ উপদি-শ্যতে সা প্রকৃতিঃ।" অর্থাৎ যে স্থলে কর্ত্তব্য সকল প্রকর্ষরূপে অর্থাৎ কর্ম্মান্তরের নিরপেক্ষরূপে উপদিষ্ট হয়, সেই স্থলে উক্ত কর্ম্মাদি প্রকৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। আবার অপর পক্ষে যে স্থলে শ্রুতি দ্বারা বিশেষ কোন কর্ম্ম উপ-দিষ্ট হয় এবং তৎ সম্পাদনের জন্য অন্যান্য প্রাকৃত যাগের বিধানগুলি অনুগত হইয়া সেই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহার নাম বিকৃতি।

নিরপেক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব হয়, সে স্থলে পূর্ব্বভাবি জ্ঞান অপেক্ষা পরভাবি জ্ঞানই বলবৎ হইয়া থাকে।"

ভামতীকার যে "সাংব্যবহারিক" পদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহার অর্থ এই যে, যাহার ব্যবহার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, তাহাই "সাংব্যবহারিক" নামে অভিহিত।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শব্দ-প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সার্ব্বত্রিকও নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে ব্যাঘাত ও দেখা যায়।* সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডল অতি দূরে আছে বলিয়া উহাদিগকে যে সূক্ষ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, অনুমান ও শব্দপ্রমাণ দ্বারা এই প্রত্যক্ষের অযথার্থতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। দূরস্থ বস্তু বৃহৎ হইলেও উহা সূক্ষ্ম দেখায়।

শ্রীবৈষ্ণবগণ বলেন,—প্রাকৃত প্রত্যক্ষাদি অবিদ্যাবিষয়ক। যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকে, তত দিনই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়, প্রত্যক্ষাদির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য এইরূপেই স্বীকার্য্য। কিন্তু বেদের প্রামাণ্য সেরূপ নহে, ব্যবহারে আসিলেও বেদের প্রামাণ্য নিত্য। কেন না, বেদ অপৌরুষেয়। ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ, পৌরুষ জ্ঞানেই সম্ভবপর। অপৌরুষেয় প্রামাণ্যে তাদৃশ কোনও বাধকতা নাই। মুক্তির অধিকারী জনগণ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যত দিন বর্ত্তমান থাকেন, † পরমেশ্বরের প্রসাদে পরমেশ্বরের ন্যায় সেই সকল অবিদ্যাতীত চিৎশক্তি-বিভববিশিষ্ট আত্মারাম পার্ষদগণ, ব্রহ্মানন্দের উপরিচর ভক্তিরূপ পরমানন্দে সামাদি বেদ-মন্ত্র

উল্লিখিত মীমাংসাসূত্রে এই প্রকৃতির কথাই বলা হইয়াছে। "প্রকৃতিবৎ" অর্থাৎ প্রকৃতির ন্যায়। ভাষ্যকার শবর স্বামী এই "প্রকৃতিবৎ" পদের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—প্রকৃতিবৎ বৎ হি প্রাকৃতং বৈকৃতেন বাধ্যতে, তত্রৈব এতদেব কারণম্—ন অবাধিত্বা পূর্ব্ববিজ্ঞানং বৈকৃতং সম্ভবতি ইতি। প্রাকৃতং চ পূর্ব্বং; যতো বিকৃতৌ তদপেক্ষা।" অর্থাৎ পূর্ব্বভাবি প্রাকৃত, পরভাবি বৈকৃত দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে।

* ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাঙ্খ্য-সূত্র-কারিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে,—"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনসোঽনবস্থানাৎ সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভাবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।"—৭ম সূ°। অর্থাৎ অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভাব, অন্যমনস্কতা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, তুল্য বস্তুর সহিত মিশ্রণ এবং অনুদ্ভব হেতু বস্তুর প্রত্যক্ষোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে।

† ৩।৩।৩২ ব্রহ্মসূত্রের (যাবদধিকারমবস্থিতিরধিকারিণাম্) ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—অপান্তরতমা নামক বেদাচার্য্য ঋষিপ্রবর বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া দ্বাপর ও কলির সন্ধি সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস-পুত্র বশিষ্ঠ নিমি শাপে পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার আদেশে পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস-পুত্র ভৃগু প্রভৃতিরও বরুণের যজ্ঞে পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয়। সনৎকুমার, দক্ষ ও নারদাদির পুনর্দেহ প্রাপ্তির বিবরণ শাস্ত্র পাঠে জানা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"এবমপান্তরতমঃপ্রভৃতয়োঽপি ঈশ্বরাঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেষ্বধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্দর্শনে কৈবল্যহেতৌ অবক্ষীণকর্ম্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে।"

শ্রীপাদ গোবিন্দভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"ন খলু সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদাং বিদ্যাসিদ্ধৌ সত্যাং বিমুক্তিরিতি অস্মাভিরুচ্যতে।"

উচ্চারণ করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং পরমেশ্বরও বেদের মর্য্যাদা অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি প্রবর্ত্তন করেন।

যাঁহারা বেদাদি সর্ব্বদ্বৈতবিষয়কে অজ্ঞান-কল্পিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিকট বেদাদির প্রামাণ্য স্বপ্নপ্রলাপের ন্যায় প্রমাণ বলিয়াই উপপন্ন হয় না। কেন না, যদি বেদ অপৌরুষেয় না হয়, তবে উহাতে অবশ্যই ভ্রমাদির সম্ভাবনা থাকিবে। কিন্তু ইঁহাদের এই মত অবৈদিক।

যদি বল, বেদ অপৌরুষেয় নহে, অপিচ ইহার অনাদিত্বই বা সিদ্ধ হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলা হইতেছে, "অতএব চ নিত্যত্বম্" (১।৩।২৯)। এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে ঋক্ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই বেদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সেই মন্ত্রের অর্থ এই,—পূর্ব্বসুকৃতিবলে যাজ্ঞিকগণ বেদপ্রাপ্তিযোগ্যতা লাভ করিয়া ঋষিদিগের হৃদয়নিহিত বেদবাক্য লাভ করেন।

মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,—যুগান্তে বেদাদি বিলুপ্ত হইলে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা ইতিহাসসমূহ সহ সেই সকল বেদকে পুনর্ব্বার লাভ করেন। সুতরাং ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন, বেদ নিত্যসিদ্ধ, ঋষি-হৃদয়ে বেদ প্রবিষ্ট হন, তাই তাঁহারা বেদ-মন্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রকাশকর্ত্তা—কিন্তু স্রষ্টা নহেন।

বেদে যে প্রতি কল্পে ঋষিদের নামাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও অনাদি-সিদ্ধ বেদেরই অনুরূপ।

"সমাননামরূপত্বাচ্চ অবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ" (১।১।৩০) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একটি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে বিধাতা যেমন সূর্য্য চন্দ্র প্রকল্পনা করিয়াছেন, পরবর্ত্তী কালেও সেইরূপ সৃষ্টির নিয়ম, সেইরূপ স্বরাদির নিয়ম প্রকল্পিত হইয়াছে। বিশ্ব কখনও অসদৃশ ভাবে সৃষ্ট হয় না।

সর্ব্বাগ্রে স্বয়ম্ভু বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিলেন, এই বেদময়ী বাণীর আদি নাই, অন্ত নাই, সুতরাং ইহা নিত্যা। এই বেদময়ী বাণী হইতে সমগ্র সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হইল, উহা হইতেই ঋষিদিগের নাম ও বেদে যাহা কিছু জানা যায়, তত্তাবৎ পদার্থের সৃষ্টি হইল। মহেশ্বর বেদের শব্দসমূহ হইতেই এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিলেন।

শব্দ হইতেই যে সৃষ্টি হইয়া থাকে, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।২৩।২৮) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও তৎ-সম্বন্ধে শ্রৌত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই,—

ব্রহ্মবিদ্যালব্ধ আত্মারাম ভগবৎপার্ষদগণও যে সামবেদ পারায়ণ করেন, শ্রীমন্মাধ্বভাষ্যে তাহারও শ্রৌত প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—"হানৌ তুপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তম্" ৩।৩।২৭ ব্রহ্মসূত্র। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য লিখিয়াছেন,—ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ইতি মোক্ষবাক্যশেষত্বাদিতরেষাং। তচ্চোক্তং "এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে ইত্যাদি। ব্রহ্মতর্কে চ "মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ। নিয়মানান্তরং বিপ্রাঃ কুশাত্ত্বেরপ্যধীয়তে।"

প্রজাপতি ব্রহ্মা বৈদিক মন্ত্র-বিশেষে নিহিত * "এতে" † এই সর্ব্বনাম শব্দ স্মরণ করিয়া দেবতাগণের সৃষ্টি করিলেন, "অসৃগ্র" ‡ এই শব্দ হইতে মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন, "ইন্দবঃ" এই শব্দ স্মরণ করিয়া পিতৃলোকের সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি। এইরূপ তিনি ভূ শব্দ স্মরণ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিলেন।

শ্রীপাদ রামানুজও তদীয় শারীরক ভাষ্যে একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই,—"প্রজাপতি বেদের শব্দ স্মরণ করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম জগৎসমূহকে নাম ও আকৃতি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" অতএব শব্দের সহিত অর্থের ঔৎপত্তিক¶ (নিত্য) সম্বন্ধ সমাশ্রিত হওয়ায় বেদের প্রামাণ্য নিরপেক্ষ।

---

* মন্ত্রটি এই,—"এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ বিশ্বান্যভি সৌভগাঃ"।—(ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ) এই মন্ত্রস্থ পদ স্মরণ করিয়া ব্রহ্মা দেবতাদি সৃষ্টি করেন।

† "এতে" এই পদ দেবতাগণের স্মারক।

‡ অসৃগ্ রুধিরং তৎপ্রধানে দেহে রমন্ত ইতি অসৃগ্রা মনুষ্যাঃ।—(রত্নপ্রভা)

¶ মূলে (সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে) লিখিত হইয়াছে,—"ঔৎপত্তিকে শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধে সমাশ্রিতে নিরপেক্ষমেব বেদস্য প্রামাণ্যং মতম্।" ইহার আকর শঙ্করভাষ্যে দেখিতে পাই। ১।৩।২৮ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে লিখিত আছে,—ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধমাশ্রিত্য "অনপেক্ষত্বাৎ" ইতি বেদস্য প্রামাণ্যং স্থাপিতম্।" আবার শঙ্করভাষ্যের আকর জৈমিনিসূত্র। তদ্‌যথা,—ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ" (পূর্ব্বমীমাংসা, ১।১।৫। "অনপেক্ষত্বাৎ" ১।১।২১)।

মীমাংসা-দর্শনের ১।২।৫ সূত্রের যেটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা সূত্রাংশ। উহার অর্থ এই যে, শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, উহা নিত্য সম্বন্ধ। আরও বিশদ অর্থ এই যে, উচ্চারিত শব্দের তদ্‌বোধিত অর্থের সহিত যে সম্বন্ধ, উহা নিত্য। এই সূত্রের দ্বারা শব্দের নিত্যতা সংস্থাপিত হইয়াছে। এস্থলে ঔৎপত্তিক শব্দের "নিত্য" অর্থ করা হইল কেন, তাহা জ্ঞাতব্য।

শবর বলেন—"ঔৎপত্তিকঃ ইতি নিত্যং ব্রূমঃ। উৎপত্তির্হি ভাব উচ্যতে লক্ষণয়া। অবিযুক্তঃ শব্দার্থয়োঃ ভাবঃ সম্বন্ধঃ নোৎপন্নয়োঃ পশ্চাৎ সম্বন্ধঃ।" অর্থাৎ ঔৎপত্তিক শব্দের অর্থ আমরা 'নিত্য' বলিয়াই অভিহিত করি। উৎপত্তি শব্দের অর্থ এখানে লক্ষণা দ্বারা "ভাব" বলিয়াই বুঝিতে হয়। শব্দ ও অর্থের যে অবিযুক্ত ভাব, তাহাই ঔৎপত্তিক। শব্দ ও অর্থ পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া তৎপশ্চাৎ যে তাহার সম্বন্ধ ঘটে, তাহা বিযুক্ত সম্বন্ধ—অবিযুক্ত সম্বন্ধ নহে; সুতরাং উহা ঔৎপত্তিক সম্বন্ধ নহে। শব্দোচ্চারণ হইলেই অর্থের প্রতীতি হয়। উচ্চারণের সঙ্গেই অর্থ-প্রতীতি বর্ত্তমান থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জৈমিনি নিত্যতা-বাচক কোন শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া 'ঔৎপত্তিক' পদের ব্যবহার করিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জৈমিনি দেখাইতে চাহেন, শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্রই উহার অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অর্থের সহিত শব্দের নিত্য সম্বন্ধ। অর্থ ভিন্ন শব্দের পৃথক্ সত্তা থাকিতেই পারে না।

মীমাংসা-সূত্র-ভাষ্যকার বহুল বিচার করিয়া বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বাহুল্যরূপে জানিতে হইলে শবর-প্রণীত মীমাংসা-সূত্র-ভাষ্য আলোচনীয়। শব্দার্থের নিত্যতা সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া

"শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"—(১৩২৮ ব্রহ্মসূত্র)। এই সূত্রে বেদ শব্দ সংস্মরণ করিয়া যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রোতৃগণ সহজেই বেদের নিত্যতা বুঝিতে পারেন। এই সূত্রে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আকৃতির সহিতই বৈদিক শব্দের সম্বন্ধ,—ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ নাই। ব্যক্তির উৎপত্তি ও বিনাশে শব্দের নিত্যতা নষ্ট হয় না। এই সূত্রে ইত্যাকার বহুল যুক্তি দ্বারা বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বেদাখ্য শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য।

বেদলক্ষণবিহীন ও অবৈদিক শাস্ত্র প্রমাণ নহে। যাহারা ঈশ্বর মানে না. তাহারা বেদকে ঋষিপ্রণীত ও অনিত্য বলিয়া মনে করে। অনাদি অবিচ্ছিন্ন বেদসমূহের প্রামাণ্য প্রলোপনে যাহাদের প্রবৃত্তি নিরতিশয় বলবতী, অনাদিসিদ্ধ বর্ণাশ্রমাচার লোপ করাই যাহাদের চরিত্রগত স্বভাব, তাহারা বর্ণধর্ম্মবিধিবোধিত বর্ণসমূহের অন্নাদিবিলোপ করিয়া নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে অপর বর্ণের জীবিকা-নির্ব্বাহের বৃত্তি ব্যবহারের জন্য বেদাদি শাস্ত্র যে অর্ব্বাচীন, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে। এই হেতু কেহ কেহ বেদের নিত্যত্ব ও প্রাচীনত্ব স্বীকার না করিয়া বৈদিক প্রমাণ যে আধুনিক, এই কথা বলিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদে এরূপও দেখা যায়—"প্রস্তর ভাসে, মৃত্তিকা কথা বলে; এরূপ বেদবাক্য কখনও আপ্তবাক্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। উহা অনাপ্ত বলিয়াই প্রতীত হয়।"

এই শ্রেণীর লোকের বাক্যের প্রত্যুত্তর এই যে, বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম-বিশেষের অঙ্গীভূত প্রস্তরসমূহের বীর্য্যবর্দ্ধনের জন্যই এইরূপ স্তুতি-বাক্য। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সেতু-বন্ধনেও এইরূপ স্তুতি দৃষ্ট হয়।

অপিচ "মৃত্তিকা বলিতেছেন, জল বলিতেছেন" এইরূপ স্থলে তত্তদভিমানী দেবতাগণকেই বুঝায়। এই প্রকার সর্ব্বত্রই সেই নিত্য প্রমাণমূলক বেদবাক্য স্বীকার্য্য।

কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ এই বেদ অসর্ব্বজ্ঞ জীবের বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বর-প্রভাবে যাঁহারা প্রত্যক্ষ-বিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই বেদ-বাক্যানুভবে সমর্থ হয়েন। কিন্তু শুষ্ক তার্কিকগণ কখনও সে অনুভব লাভ করিতে পারে না।

ভগবান্ জৈমিনি যে সকল হেতু-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি সূত্র প্রাগুক্ত শবরভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। যথা—"অনপেক্ষত্বাৎ" ১।১।২১।

অনপেক্ষ অর্থ অকারণ। "অনপেক্ষত্বাৎ—অকারণাৎ।" নৈবং শব্দস্য কিঞ্চিৎ কারণং অবগম্যতে যদ্-বিনাশাৎ বিনঙ্ক্ষ্যতি।" ইহাই হইতেছে শবর-ভাষ্যের তাৎপর্য্য। অর্থাৎ শব্দের এমন কোনও কারণ আছে বলিয়া জানা যায় না, যে কারণের বিনাশে শব্দের বিনাশ হইতে পারে, অতএব শব্দ নিত্য। শব্দের অর্থবোধ-সৌকর্য্যে অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক হয় না, এইজন্য শব্দ নিরপেক্ষ Absolute or Non-corelative। যাহা নিরপেক্ষ Absolute, তাহাই নিত্য। শব্দও নিরপেক্ষ, সুতরাং শব্দ নিত্য।

পুরুষোত্তমতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—শাস্ত্রার্থযুক্ত অনুভবই উত্তম প্রমাণ। অনুমানাদি তাদৃশ প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

ব্রহ্মসূত্রকারও এই কথাই বলেন,—"তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই"। "শব্দমূলত্ব হেতু শ্রুতির প্রামাণ্য" ইত্যাদি।

কঠোপনিষদ্ বলেন,—হে শ্রেষ্ঠ নাচিকেত, এই মতি তর্ক (কেবল বুদ্ধিবল) দ্বারা প্রাপণীয় নহে। কিন্তু ইহা গুরুবাক্য বা আত্মজ্ঞান দ্বারা উপদিষ্ট হইলেই সুজ্ঞানপ্রদা হইয়া থাকে।" ঋক্‌মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, "জল্পপ্রবৃত্ত তার্কিকগণ অজ্ঞানতমসাবৃত হইয়া থাকে।"

বরাহ-পুরাণ বলেন,—আগম ব্যতীত অপর সর্ব্বস্থলেই অনুমান-প্রমাণ প্রমাণরূপে কার্য্যে সমর্থ হয়। কিন্তু আগম-প্রমাণ যে স্থলে কার্য্যকর, সে স্থলে আগম ভিন্ন অনুমান, প্রকৃত পদার্থ সপ্রমাণ করিতে শক্তিমতী হয় না।

বাক্যপদীয় গ্রন্থের প্রথম কাণ্ডের যে চতুর্থ শ্লোকটি শাঙ্কর ভাষ্যের টীকা ভামতীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ এইরূপ "সুনিপুণ তার্কিকগণ বহুল প্রযত্নে যে অর্থ স্থাপিত করেন, আবার তাঁহাদের অপেক্ষা সুনিপুণতর তার্কিকগণ তাহার অন্যথা করিয়া ফেলেন।"*

ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন, "যদি বল, সকল তার্কিকগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য"—তাহা একবারেই অসম্ভব। কেন না, অতীত কালের, বর্ত্তমান কালের ও ভবিষ্যৎ কালের সকল তার্কিককে এক সময়ে এক স্থানে একত্র মিলিত করিয়া তাঁহাদের মিলিত সিদ্ধান্তের ঐক্য বিনিশ্চয় করিয়া উহাকে সম্যক্ মতিরূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। বেদ নিত্য এবং বেদই বিজ্ঞান উৎপত্তির হেতু হওয়ায় বেদে ব্যবহৃত অর্থের বিষয়ত্ব নিত্য বর্ত্তমান। একরূপে অবস্থিত অর্থই ব্যবস্থিতার্থ; উহারই অপর নাম পরমার্থ। এই বেদজনিত জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সময়ের কোনও তার্কিক এই জ্ঞানের অপহ্নব করিতে সমর্থ নহেন।"

অপিচ আগমেও যে কোন কোন স্থানে তর্কপ্রণালীতে বোধার্থ বাক্য-বিন্যাস দৃষ্ট হয়, উহা তত্তৎস্থলেই শোভনীয়। কেন না, আগমবাক্যবোধ-সৌকর্য্যের জন্য তর্কপ্রণালীতে ঐরূপ বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে মাত্র।

যদি বল, যে সকল বেদবাক্য তর্কসিদ্ধ, কেবল সেই সকল বেদবাক্যই প্রমাণরূপে

---

* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বাক্যপদীয়ের কারিকার ভাবানুগত যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ" সূত্রের ভাষ্যে উহা লিখিত আছে। তদ্‌যথা,—"তথাহি কশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈ-রাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তস্ততোঽন্যৈরাভাস্যন্তে ইতি।"

অপি চ তর্কজ্ঞানানাং অন্যোন্যবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যদ্ধি কেনচিৎ তার্কিকেন ইদমেব সম্যক্ জ্ঞানং ইতি প্রতিপাদিতং তদপরেণ ব্যুৎথাপ্যতে, তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ততোঽপরেণ ব্যুৎথাপ্যতে ইতি প্রসিদ্ধং লোকে, ইতি।

গ্রহণযোগ্য—এরূপ হইলে বেদবচনে আর কি প্রয়োজন? কেবল তর্কেরই প্রামাণ্য হউক। এই শ্রেণীর উক্তিকারীরা বেদবাক্যে বিশ্বাসী নহে—বৈদিকম্মন্য মাত্র; উহারা বাস্তব পক্ষে বেদবাহ্য। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে শৃগাল-কাশ্যপ-সংবাদের ৪৭-৪৯ শ্লোক পাঠে জানা যায়, এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা দেহত্যাগের পর শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়।

যদি বল, স্বয়ং শ্রুতি বলেন,—"শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি স্থলে মন্তব্য পদে "মনন" বুঝায়। এই মনন পদ (Reason) তর্কবোধক। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্বয়ং শ্রুতিও তর্ক অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা ইহা অযুক্ত বলিয়া মনে করি না। এ তর্ক আগমসঙ্গত তর্ক। এই তর্কের পরিস্ফুট অর্থ বোধার্থে কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,—"পূর্ব্বাপর অবিরোধে কোন্ অর্থ অভিমত হইবে, ইহার উহনই * তর্ক। কিন্তু শুষ্ক তর্ক বর্জ্জনীয়।

এই প্রকারে সর্ব্বপ্রকার বেদ-বাক্যেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ †

---

* ন্যায়সূত্রকার ভগবান্ গৌতম তদীয় ন্যায়সূত্রে বলেন,—অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থং "উহঃ" তর্কঃ।

† গ্রন্থকার এস্থলে "কেচিৎ" পদ দ্বারা এক শ্রেণীর মীমাংসকদের কথাই বলিয়াছেন। মীমাংসকদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ছিলেন, যেমন ভট্ট, প্রভাকর বা গুরু ইত্যাদি। এ স্থলে গুরুমতাবলম্বীদিগের অভিমতই গ্রন্থকারের সমালোচ্য। নব্য ন্যায়ের প্রধানতম গ্রন্থকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্গঙ্গেশ উপাধ্যায় তদীয় তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থের শব্দখণ্ডের শক্তিবাদ আলোচনায় প্রথমতঃই পূর্ব্বপক্ষরূপে এই গুরুমতটির উল্লেখ করিয়া তৎপরে উহার খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষটি "কার্য্যান্বিতশক্তিবাদঃ এই শীর্ষে খ্যাপিত হইয়াছে। উহার আরম্ভ এইরূপ,—"নম্বর্থবাদাদীনাং সিদ্ধার্থতয়া ন প্রামাণ্যম্। কার্য্যান্বিত এব পদানাং শক্ত্যবধারণাৎ বৃদ্ধব্যবহারাদেব সর্ব্বেষামাদ্যা ব্যুৎপত্তিঃ উপায়ান্তরস্য শব্দব্যুৎপত্ত্যধীনত্বাৎ" ইত্যাদি। টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমন্মথুরানাথ তর্কবাগীশ টীকায় লিখিয়াছেন, এই বাক্য গুরুসম্প্রদায়ের অভিমত। যথা,—"ঘটাদিশব্দবোধস্য কার্য্যত্বান্বিত-নিয়মেন কার্য্যত্বান্বিত-শাব্দবোধ-সামগ্রীবিরহাদেব তত্র শাব্দবোধাভাবাদিতি "গুরুমতং" পরিস্ফুর্ব্বন্তি।" সুতরাং "কার্য্যান্বিত শক্তিবাদ" যে গুরুসম্প্রদায়ের অভিমত, ইহা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল। এই গুরু-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়াই যে গ্রন্থকার "কেচিদাহুঃ" বলিয়াছেন, তাহাও সপ্রমাণ হইল। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রুদ্রী টীকায় এই অভিমতটি প্রাভাকর সম্প্রদায়োক্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীমন্মাধবাচার্য্য তদীয় জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তারে এই অভিমতটিকে স্পষ্টরূপেই গুরুমত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধিকরণের আলোচনায় তিনি লিখিয়াছেন,—

যথা জিজ্ঞাস্যবেদার্থঃ কিং মন্ত্রাদ্যববোধিতঃ।
সিদ্ধার্থোঽপ্যথ বিধ্যেকগম্যঃ কার্য্যার্থ এব বা॥
সিদ্ধেঽপি পুত্রজন্মাদৌ ব্যুৎপত্তিরুপপত্তিতঃ।
মন্ত্রাদিগম্যসিদ্ধস্য বেদার্থত্বেঽপি কা ক্ষতিঃ॥
হর্ষহেতুবহুত্বেন ব্যুৎপত্তিঃ পুত্রজন্মনি।
দুর্লভা সুলভা কার্য্যে বেদার্থোঽতঃ স এব হি॥

ততঃ সূত্রে বেদার্থো জিজ্ঞাস্যঃ ইতি প্রতিজ্ঞা কৃতা। অত্র সংশয়ঃ—কিং মন্ত্রার্থবাদপ্রতীতঃ সিদ্ধার্থোঽপি

বলেন,—"কার্য্যবিশিষ্ট অর্থেই বেদের প্রামাণ্য আছে, কিন্তু সিদ্ধার্থে নাই। যেহেতু কার্য্য-বিশিষ্ট অর্থেই শক্তি ও তাৎপর্য্যের * অবধারিত দৃষ্ট হয়।

বেদ-প্রামাণ্যে শক্তিবাদ-বিচার

ভবতি? কিংবা বিধিবাক্য-প্রতীতঃ কার্য্যার্থ এব বেদার্থ ইতি। তত্র লোকাবগতসামর্থ্যঃ শব্দঃ বেদেঽপি বোধক ইতি ন্যায়েন ব্যুৎপত্ত্যনুসারী বেদার্থো বর্ণনীয়ঃ। ব্যুৎপত্তিশ্চ সিদ্ধার্থেঽপ্যস্তি—পুত্রস্তে জাতঃ ইতি বার্ত্তাহার-ব্যবহারজন্যং শ্রোতুর্হর্ষমনুমায় বালো হর্ষহেতৌ পুত্রজন্মনি সঙ্গতিং প্রতিপদ্যতে। ততো মন্ত্রার্থবাদ-প্রতীতোঽপ্যর্থো বেদার্থ ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ পুত্রজন্মবৎ হর্ষহেতুনাং ধনলাভাদীনাং বহুত্বাদস্য বাক্যস্য পুত্রজন্মৈবার্থ ইতি নির্ণয়ো দুর্লভঃ। গামানয়েতু বাক্যে তু গবানয়নরূপাং মধ্যমবৃদ্ধপ্রবৃত্তিমবলোক্য সঙ্গতিগ্রহণং সুলভম্। তস্মাৎ কার্য্যরূপ এব বেদার্থ ইতি।

* মূলের বিশুদ্ধ পাঠ এই,—"কার্য্য এব অর্থে বেদস্য প্রামাণ্যং ন সিদ্ধে।" অর্থাৎ কার্য্য অর্থেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু সিদ্ধ অর্থে স্বীকার্য্য নহে। ইহা গুরুসম্প্রদায়ের অভিমত। জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থেও আমরা এই অভিমতের উল্লেখ ও খণ্ডন দেখিতে পাই। এই গ্রন্থের ৪র্থ আহ্নিকে (২৯১ পৃঃ, ভিজিয়ান-গ্রাম সংস্করণে) লিখিত আছে,—"নম্বেবং বিধ্যর্থবাদমন্ত্রনামধেয়ানাং কার্য্যোপয়িকত্বদর্শনাৎ কার্য্য এবার্থে বেদস্য প্রামাণ্যমিত্যুক্তং স্যাৎ। ততঃ কিং সিদ্ধেঽর্থে তস্য প্রামাণ্যং হীয়তে। ততোঽপি কিং ভূয়ান্ ভূতার্থাভিধায়ি গ্রন্থরাশিরূপমিতো ভবেৎ? সকলস্য চ বেদস্য প্রামাণ্যং প্রতিষ্ঠাপয়িতুমেতৎ প্রবৃত্তং শাস্ত্রম্। অত্র কেচিদাহুঃ,—সর্ব্বস্যৈব হি বেদস্য কার্য্যে অর্থে প্রামাণ্যম্। তথাহি—গৃহীতসম্বন্ধঃ শব্দোঽর্থমবগময়তি, সম্বন্ধ-গ্রহণং চাস্য বৃদ্ধব্যবহারাৎ। বৃদ্ধানাং চ ব্যবহারঃ,—পানীয়মানয়, গাং বধান, গ্রামং গচ্ছ ইতি কার্য্য-প্রতিপাদকৈরেব শব্দৈঃ প্রবর্ত্ততে ইতি তত্রৈব ব্যুৎপদ্যন্তে বালাঃ।"

এ স্থলে গুরুসম্প্রদায়ের এই অভিমতটি উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমত বুঝিতে হয় 'কার্য্য-অর্থ' এবং 'সিদ্ধ অর্থ' কাহাকে বলে। আখ্যাতযুক্ত কার্য্য প্রতিপাদক শব্দ দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাই কার্য্যার্থ। মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদনার্থক্যমতদর্থানাম্", ক্রিয়ার্থত্ব ব্যতীত বেদের অন্য কোন প্রকার অর্থ হয় না। ইহাই কার্য্য-অর্থ। ইহার অপর নাম ক্রিয়া-সাধ্য অর্থ। উদাহরণ দ্বারা কথাটি পরিস্ফুট করা যাইতেছে। মনে করুন, কোন পিতা তাঁহার যুবক পুত্রকে বলিলেন—"জল আন," যুবক জল আনিয়া উপস্থিত করিল। একটি শিশু পুত্র সেখানে ছিল। সে দুইটি শব্দ শুনিল,—একটি "জল", অপরটি "আন", সে এই দুইটি শব্দের অর্থ পর্য্যায়ক্রমে বুঝিয়া লইল। ইহাতে তাহার জলবুদ্ধি ও আনয়নবুদ্ধি জন্মিল। কার্য্য-বাচি লিঙ্ আদি পদের সহিত অব্যবহৃত পদের শব্দবোধ জন্মে না। কার্য্যত্বান্বিত জলত্বাদিরূপে জলের উপস্থিতি দ্বারা জলরূপ শব্দবোধ সম্ভবপর হয়। ইহাই 'কার্য্য-অর্থ'।

এখন সিদ্ধ অর্থের কথা বলা যাইতেছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমন্‌মথুরানাথ তর্কবাগীশ তদীয় রহস্য টীকায় "সিদ্ধার্থ" পদের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই,—"কার্য্যত্বোপস্থাপকলিঙাদ্যসমভিব্যাহৃতবাক্যার্থঃ"। অর্থাৎ কার্য্যত্বউপস্থাপক যে লিঙ্ আদি পদ, সেই পদের অসমভিব্যাহৃত বাক্যের অর্থই সিদ্ধ নামে অভিহিত। গুরু-সম্প্রদায়ের মতে এইরূপ বৈদিক সিদ্ধ পদ লিঙ্ আদি বিভক্ত্যন্ত পদের সহায়তা ভিন্ন প্রমাণরূপে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট অনুভবজনকরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না।

কার্য্য অর্থেই যে বেদের প্রামাণ্য এবং সিদ্ধ অর্থে যে বেদের প্রামাণ্য নাই, এতৎসম্বন্ধে গুরু-সম্প্রদায়ের যুক্তি এইরূপ,—"সর্ব্বস্যৈব বেদস্য কার্য্যেঽর্থে প্রামাণ্যম্। তথাহি গৃহীতসম্বন্ধঃ শব্দঃ অর্থং অবগময়তি,—সম্বন্ধ-গ্রহণং

নিম্নলিখিত ব্যবহারে শক্তিগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, যথা,—কোন বৃদ্ধ কোন এক যুবককে বলিল,—"গো আনয়ন কর"। একটি শিশু সেখানে ছিল। সে দেখিল, যুবক তদ্বস্তু আনয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যুবক গলকম্বলবিশিষ্ট একটি পদার্থ উপস্থাপিত করিল। ইহা দেখিয়া শিশুর এই বোধ জন্মিল যে, "গো আনয়ন" পদের অর্থ গলকম্বলবিশিষ্ট কোন বস্তু-আনয়ন। ইহার পরে "গো বন্ধন কর," "অশ্ব আনয়ন কর" ইত্যাদি বাক্যে বালক অশ্বের ব্যতিরেক দ্বারা "গো" শব্দের 'গলকম্বলত্ববিশিষ্ট প্রাণী' এই অর্থ এবং 'আনয়ন' শব্দের আহরণ অর্থ অবধারণ করে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যান্বিত বাক্য হইতেই যুবকের প্রবৃত্তি এবং তাহা হইতে শিশুর শব্দবোধে শক্তিগ্রহ ঘটিয়া থাকে এবং উহাতেই তাৎপর্য্য-বোধও জন্মে। ইহাই হইতেছে

চাস্ত বৃদ্ধব্যবহারাৎ। বৃদ্ধানাং চ ব্যবহারঃ 'পানীয়মানয়, গাং বধান, গ্রামং গচ্ছ' ইতি কার্য্যপ্রতিপাদকৈরেব শব্দৈঃ প্রবর্ত্ততে ইতি তত্রৈব ব্যুৎপদ্যন্তে বালাঃ। প্রয়োজনোদ্দেশেন হি বৃদ্ধা বাক্যানি প্রযুজ্যতে। ন চ সিদ্ধার্থাভিধায়িনা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তৌ অনুপদিশতা শব্দেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমভিনিবর্ত্ততে ইতি তস্য ন প্রযোক্তব্যম্। আখ্যাতপদেন সাধ্যরূপোঽর্থঃ উচ্যতে,—নামধেয়পদেন চ সিদ্ধঃ। ভূতভব্যসমুচ্চারণে ভূতং ভব্যায়োপদিশ্যতে ইতি বাক্যস্য সাধ্যার্থনিষ্ঠতেতি ন ভূতার্থবিষয়ং তস্য প্রামাণ্যম্। অতঃশ্চ কার্য্যেঽর্থে শব্দস্য প্রামাণ্যম্। যতশ্চ কার্য্যরূপোঽর্থঃ শব্দস্য বিষয় ইতি। ন চ শব্দঃ প্রমাণতাং সিদ্ধেঽর্থে লভতে। সিদ্ধোঽর্থঃ প্রসিদ্ধত্বাদেব প্রমাণান্তরপরিচ্ছেদযোগ্য ইতি তৎপ্রতিপাদনে তৎপ্রমাণান্তরসব্যপেক্ষঃ শব্দো ভবতি। ভতশ্চ তদ্গ্রাহিণং প্রমাণান্তরস্যৈব তত্র প্রামাণ্যং স্যাৎ—ন শব্দস্য। তস্মাৎ শব্দপ্রামাণ্যমিচ্ছতা কার্য্য এবার্থে তৎপ্রামাণ্যমঙ্গীকর্ত্তব্যম্ ইতি।"

অর্থাৎ বেদমাত্রেরই কার্য্য অর্থে প্রামাণ্য। সম্বন্ধ-গ্রহণ ব্যতিরেকে শব্দের অর্থ হয় না। বৃদ্ধ-ব্যবহার হইতেই শব্দের অর্থ গ্রহণ ঘটে। বৃদ্ধ-ব্যবহার "জল আন, গো-বন্ধন কর, গ্রামে যাও" ইত্যাদি কার্য্যপ্রতিপাদক শব্দ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপ বৃদ্ধ-ব্যবহার হইতেই শিশুদিগের শব্দ-বোধ জন্মে। বৃদ্ধগণ প্রয়োজন উদ্দেশ্য করিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন। সিদ্ধার্থাভিধায়ি শব্দ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধে কোন উপদেশ না করায় তাদৃশ শব্দ প্রয়োগে কোনও প্রয়োজন বুঝায় না। সুতরাং তাদৃশ শব্দের প্রযোক্তব্যতা দৃষ্ট হয় না। আখ্যাত পদ দ্বারা সাধ্যরূপ শব্দ বুঝায়, নামধেয় পদগুলি সিদ্ধ শব্দ। "ভূতভব্য" এই পদের উচ্চারণে ভব্যার্থে ভূতপদ উপদিষ্ট হয়। এই বাক্য সাধ্যতানিষ্ঠ, কিন্তু ভূতার্থ বিষয় ইহার প্রমাণ নহে। সুতরাং কার্য্য অর্থেই শব্দের প্রামাণ্য। কার্য্যরূপ অর্থই শব্দের বিষয়। সিদ্ধ অর্থে শব্দের প্রামাণ্য নাই। সিদ্ধ অর্থ প্রসিদ্ধতা-নিবন্ধন প্রমাণান্তর-পরিচ্ছেদযোগ্য। ইহার প্রমাণের জন্য প্রমাণান্তরাপেক্ষ শব্দের প্রয়োজন। উহার গ্রাহী প্রামাণান্তরের প্রামাণ্যই ইহার প্রামাণ্য। কিন্তু শব্দের পক্ষে সেরূপ বাধা নাই। এই নিমিত্ত যিনি শব্দ-প্রামাণ্য স্বীকার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে কার্য্য অর্থে শব্দ-প্রামাণ্য অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য।"

গুরু-সম্প্রদায়ের এই অভিমত সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা হইলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌-গঙ্গেশ উপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণি, উহার মাথুরী টীকা ও শ্রীমদ্‌গদাধর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত শক্তিবাদাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রন্থকারোক্ত "কার্য্য এব অর্থে বেদস্য প্রামাণ্যং, ন সিদ্ধে" এই অংশের আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু উহার হেতু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই। উক্ত মূল বাক্যের হেতু লিখিত হইয়াছে, "তত্রৈব শক্তিতাৎপর্য্যয়োরবধারিত্বাৎ"। জিজ্ঞাস্য এই যে, শক্তি কাহাকে বলে, তাৎপর্য্যই বা কাহাকে বলে।

কার্য্যার্থবাদী গুরু-সম্প্রদায়ের অভিমত। কিন্তু নৈয়ায়িক ও বেদান্তিগণ এ মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সিদ্ধ পদে শক্তির অভাব কোথা হইতে হয়? সিদ্ধ পদে কি সঙ্গতি-গ্রাহক ব্যবহারের অভাব? অথবা কার্য্য-সংসর্গিতা উহাতেই ধর্ত্তব্য? সিদ্ধবাক্যে যে সঙ্গতিগ্রাহক ব্যবহারের অভাব আছে, ইহা বলা যায় না; কেন না, "পুত্রস্তে জাতঃ", "তোমার পুত্র জন্মিয়াছে", এই বাক্য শ্রবণে পিত্রাদি শ্রোতৃগণের হর্ষোত্থ মুখ-বিকাশাদি দর্শনে জানা যায়, সিদ্ধ পদ-প্রয়োগ মাত্রেই শাব্দবোধ সংঘটিত হইয়াছে।

যদি বল, ইহাতে কার্য্য-সংসর্গিত্ব আছে, তাই বা কোথায়? পুত্রজন্ম-পদে কার্য্যসংসর্গি-ত্বের লেশাভাসও দৃষ্ট হয় না।

প্রথমতঃ শক্তি সম্বন্ধেই বলা যাউক। বলা বাহুল্য, এখানে বাক্যে ব্যবহৃত পদ-শক্তিই আলোচ্য বিষয়। শক্তি অর্থ সঙ্কেত, পদবৃত্তি। ইহার বিশদ অর্থ এই যে, অর্থ স্মৃতির অনুকূল পদ-পদার্থের সম্বন্ধ। "এই পদার্থ অমুক অর্থ বোধ করায়", "এই পদ হইতে অমুক অর্থ বোধ করা যায়", এই ঈশ্বরীয় সঙ্কেতকে নৈয়ায়িকগণ শক্তি বলেন। তদ্ভিন্ন আধুনিক নামেও শক্তি স্বীকার করা হয়। নব্যেরা বলেন, ঈশ্বর-ইচ্ছা শক্তি নহে, ইচ্ছাই শক্তি। কিন্তু মীমাংসকগণের অভিমত অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন, অভিধা নামক পদার্থ ব্যতীত সঙ্কেতগ্রহজন্য গ্রহবিষয়ই শক্তি।

প্রভাকর বলেন,—'সিদ্ধার্থের অনুভবকতা নাই, সুতরাং কার্য্যান্বিত ব্যক্তিত্বই শক্তি। নৈয়ায়িকগণ বলেন,—গো শব্দের গোত্বে শক্তি, উহার ব্যক্তিতে লক্ষণা। অর্থাৎ গোত্ববিশিষ্ট গোতে শক্তি।

মীমাংসকগণ শক্তির প্রকার-ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "শক্তির্দ্বিবিধা;—একা কারণতারূপা, অন্যা পদসঙ্কেতরূপা।" ইহাদের নামান্তরও আছে, কারণতারূপা শক্তির অপর নাম অনুভাবিকা শক্তি এবং পদ-সঙ্কেতরূপা শক্তি স্মারিকা শক্তি নামেও অভিহিত হয়।

ভাষা-পরিচ্ছেদের মুক্তাবলী টীকায় শক্তিগ্রহের উপায়-নির্দ্দেশসূচক একটি প্রাচীন কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই,—

শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোষাপ্তবাক্যাদ্‌ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাদ্‌বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ।

অর্থাৎ ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি এবং সিদ্ধ পদের সান্নিধ্য—এই সকল হইতে শক্তিগ্রহ হয়। ভাষা-পরিচ্ছেদের মুক্তাবলী-টীকায় ইহার প্রত্যেকের সোদাহরণ ব্যাখ্যা আছে।

এ স্থলে 'তাৎপর্য্য' পদের অর্থও জ্ঞাতব্য।

১। তত্ত্বচিন্তামণিকার বলেন,—ইতর পদের ইতর সংসর্গজ্ঞানপরত্বই তাৎপর্য্য। বক্তা যে ইচ্ছায় যে শব্দের প্রয়োগ করেন, সেই শব্দ যখন তাঁহার ইচ্ছাপ্রযুক্তভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে, তখন সেই অর্থই তাৎপর্য্যার্থ।

২। শব্দশক্তি-প্রকাশিকায় জগদীশ বলেন,—বাক্যার্থের প্রতীতিজনকতা দ্বারা যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহাই তাৎপর্য্য।

শব্দ ও পদের নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে। বহু অর্থের কল্পনা না করিয়া বক্তা যে অভিপ্রায়ে যে স্থলে যে শব্দ বা পদ প্রয়োগ করেন, সেই অর্থ পরিগ্রহ করাই—তাৎপর্য্য। সৈন্ধব পদের অর্থ ঘোটক, উহার অপর অর্থ লবণ। আহার্য্য-রসবিশেষের আস্বাদনার্থ ভোজনকালে বক্তা যদি বলেন,—"সৈন্ধবমানয়," তৎস্থলে সৈন্ধব পদের তাৎপর্য্যার্থ লবণই বুঝিতে হইবে, ঘোটক নহে।

যদি বল, এখানে "তং পশ্য" (অর্থাৎ "পুত্রস্তে জাতস্তং পশ্য") এইরূপ বাক্য কল্পনা করিয়াই অর্থবোধ হইয়াছে। তাহাও বলিতে পার না। কেন না, এইরূপ কল্পনার গ্রাহক কোথায়? কল্পক ত দেখা যায় না। লক্ষণাগ্রাহকের অভাবে কল্পনা অসিদ্ধ।—(কল্পনার অর্থ লক্ষণা)।

যদি বল, প্রাথমিক কার্য্যান্বিত শক্তিগ্রহের যে অনুপপত্তি, তাহাই এখানে কল্পিকা হউক?

তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু কার্য্যান্বিত বাক্যে শক্তিগ্রহ অসিদ্ধ। এ স্থলে কার্য্যান্বিত বাক্য হইতেছে "পুত্রস্তে জাতস্তং পশ্য"; এই কার্য্যান্বিত বাক্যে শক্তির উপলব্ধি হয় না। যেহেতু কার্য্যপদে এ স্থলে কার্য্যান্বিতত্বের অভাব। সুতরাং কার্য্যান্বিত বাক্যেরই যে অর্থ-প্রতীতি হইবে, তোমাদের এই যে নিয়ম, এ স্থলে তাহার ব্যভিচার হওয়ায় কার্য্যান্বিত বাক্যেই যে শক্তিগ্রহ হয়, ইহা অসিদ্ধ হইল। অপিচ শাব্দবোধ-সামর্থ্যজননে যে যে ক্রিয়াপদকে তুমি যোগ্য বলিয়া মনে কর, তদ্ভিন্ন পদ দ্বারা অন্বিত হইয়াও বাক্যের সঙ্গতির উপলব্ধি হওয়ায় "তং পশ্য" এই বিশেষণ ব্যর্থ হইতেছে।*

কার্য্যে কার্য্যান্তর থাকিতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না; যেহেতু কার্য্যে কার্য্যান্তরের যোগ হয় না, অপিচ সেরূপ ভাবে কার্য্যের সহিত কার্য্যের যোগ করিয়া বাক্যার্থ উপলব্ধ করিতে হইলে অনবস্থা-দোষ ঘটে—অর্থাৎ একটির পর অপরটি, উহার পরে আবার অপর একটি ক্রিয়া যোগ করিতে করিতে তাদৃশ ক্রিয়াপদ-যোগের আর বিরাম ঘটে না।

আরও দেখ, কার্য্যান্বিতত্বেই যে প্রাথমিক শক্তিগ্রহের নিয়ম, তাহাও নহে। সিদ্ধপদ-নির্দ্দেশেও বালকের শব্দার্থানুভব দৃষ্ট হয়। যেমন "এই বস্ত্র" এই উক্তি দ্বারাই বালকের বস্ত্র শব্দের অর্থ অনুভূত হয়। এইরূপ সিদ্ধ পদে শক্তি সিদ্ধ হওয়ায় এবং শ্রোতৃপ্রতীতিরও কোন বিরোধ দৃষ্ট না হওয়ায় বক্তার তাৎপর্য্যও উক্ত সিদ্ধ পদে অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধার্থবৎ নির্দ্দিষ্ট উপনিষদাদিরও স্বার্থে প্রামাণ্য আছে। কথিত আছে, মন্ত্র ও অর্থবাদের ক্রিয়াপদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বকীয় অর্থে উহাদের প্রামাণ্য আছে।†

যদি বৈদিক শব্দ স্বকীয় অর্থে নিষ্প্রতিবন্ধভাবে অবধারিতরূপে অধিগত বিষয়স্বরূপে

---

* ভাষা-পরিচ্ছেদের মুক্তাবলী টীকাতেও এইরূপে প্রাভাকর-মত খণ্ডিত হইয়াছে যথা,—"চৈত্র পুত্রস্তে জাতঃ কন্যা (অবিবাহিতা) তে গর্ভিণী ইত্যাদৌ মুখপ্রসাদ-মুখমালিন্যাভ্যাং সুখ-দুঃখে অনুমায় তৎকারণত্বেন পরি-শেষাৎ শাব্দবোধং নির্ণীয় তদ্ধেতুতয়া তং শব্দমবধারয়তি। তথাচ ব্যভিচারান্ন কার্য্যান্বিতে শক্তিঃ। ন চ তত্র তং পশ্য ইত্যাদি শব্দান্তরমধ্যাহার্য্যং মানাভাবাৎ চৈত্র পুত্রস্তে জাতো মৃতশ্চ ইত্যাদৌ তদভাবাচ্চ"।

† লোগাক্ষি ভাস্কর তদীয় অর্থসংগ্রহ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"অর্থবাদবাক্যং হি স্বার্থপ্রতিপাদনে প্রয়োজনাভাবাদ্-বিধেয়নিষেধ্যয়োঃ প্রাশস্ত্য-নিন্দিতত্বে প্রতিপাদয়তি। স্বার্থমাত্রপরত্বে আনর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ—আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ।"

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া পরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"ন চেষ্টাপত্তিঃ—স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি বিধিনা 'সকলবেদাধ্যয়নং কর্ত্তব্যম্' ইতি বোধয়তা সর্ব্ববেদস্য প্রয়োজনবদর্থপর্য্যবসায়িত্বং সূচয়তা উপাস্তত্বেন আনর্থক্যানুপপত্তেঃ।"

এইরূপ বিশিষ্ট উপলব্ধি উৎপাদনে সমর্থ হয়, এবং তদনন্তর উহার তাৎপর্য্যও উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে কি উহার প্রামাণ্য স্বীকারযোগ্য হইবে না?

বিধিবোধিত বাক্যের সহিত যখন বৈদিক ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে লিখিত পদের প্রমাণান্তর-প্রতিপাদক পদ অনুবাদরূপে এবং প্রমাণবিরোধি পদও গুণবাদরূপে * ব্যবহৃত হয়, তাহাও প্রমাণরূপেই গণ্য হয়।†

উপনিষদের পরে বেদের আর শেষ নাই, এই নিমিত্ত উহা বেদের "অনন্ত-শেষ" বিশেষণ-বিশিষ্ট (এই হেতু অপর নাম='বেদান্ত') ; সুতরাং উপনিষৎ সমস্ত অনর্থনিবৃত্তিজনক, অনন্ত আনন্দৈকরসস্বরূপ, সুদুর্ল্লভ আত্মতত্ত্বের প্রাপ্তিকারিণী। ইহাতে প্রমাণান্তরের বিরোধ থাকিলেও সেই বিরোধকে বিরোধাভাস রূপে পরিণত করিয়া উপনিষৎ স্বীয় অর্থেই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়েন।‡

---

* অনুবাদ ও গুণবাদ মীমাংসা-দর্শনের পারিভাষিক শব্দ। লৌগাক্ষি ভাস্করধৃত প্রাচীন কারিকায় এই দুই পদ নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাৎ অর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥

† এ স্থলে উত্তর-মীমাংসার ১।১।৪ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য ও উহার রত্নপ্রভা ব্যাখ্যা, ভামতী ব্যাখ্যা ও আনন্দগিরীয় ব্যাখ্যা পাঠ করা প্রয়োজনীয়। শ্রীপাদ ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিধিতচ্ছেষবেদবিভাগে নাস্তি ইতি তন্ন, ঔপনিষদস্য পুরুষস্য অনন্যশেষত্বাৎ। যো অসৌ উপনিষৎসু এব অধিগতঃ পুরুষঃ অসংসারী ব্রহ্ম উৎপাদ্যাদিচতুর্ব্বিধ-দ্রব্যবিলক্ষণঃ স্বপ্রকরণস্থঃ অনন্যশেষঃ নাসৌ নাস্তি নাধিগম্যত ইতি বা শক্যং বদিতুম্ 'স এষ নেতি' নেত্যাত্মা (বৃহ ৩।৯।২৬) ইত্যাত্মশব্দাৎ" ইত্যাদি।

এ স্থলে আমরা যে অনন্যশেষ শব্দটি পাইতেছি—রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যায় তাহার পরিস্ফুট অর্থ করা হইয়াছে। "ইদং ন ইদং ন সর্ব্বদৃশ্যনিষেধেন।" সুতরাং ঔপনিষদ পুরুষ যে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিধিশেষান্তর্ভুক্ত নহেন, ইনি অনন্যশেষ।

এই স্থলে রত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন,—"অজ্ঞাতস্য ফলস্বরূপস্য আত্মন উপনিষদেকবেদ্যস্য অকার্য্যশেষত্বাৎ কৃৎস্নবেদস্য কার্য্যপরত্বমসিদ্ধম্।"

অতঃপরে "পুত্রস্তে জাতঃ" এই উদাহরণ উল্লেখ করিয়া সিদ্ধ পদের অর্থবত্তা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভামতীকারও এ স্থলে এই প্রসিদ্ধ উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপনিষদ্‌বাক্য বিধিশেষ নয়, এই অর্থেও "অনন্যশেষ" বলিয়া অভিহিত হয়।

‡ পূজ্যপাদ সর্ব্বসংবাদিনীকার শব্দপ্রমাণসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এ স্থলে বর্ণের আশু বিনাশিত্বের যুক্ত্যাভাস উল্লেখপূর্ব্বক প্রথমতঃ স্ফোটবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপরে স্ফোটবাদ খণ্ডন করিয়া শব্দের বর্ণাত্মকতা পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই অংশের ভাষা ১।৩।২৮ ব্রহ্মসূত্রীয় শাঙ্কর-ভাষ্য অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং এই অংশের বিশদ ও বিবৃত অর্থ বুঝিতে হইলে শঙ্কর-ভাষ্যের রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যা, আনন্দগিরির ব্যাখ্যা ও ভামতী ব্যাখ্যা অবশ্যই পঠনীয়।

রত্নপ্রভাকার ১।৩।২৮ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,—"অতঃ প্রভবত্বপ্রসঙ্গাৎ শব্দস্বরূপং বক্তুং আক্ষিপতি—কিমাত্মকমিতি"। রত্নপ্রভাকার বলিতেছেন—বৈদিক শব্দের স্বরূপ নির্ণয় করার জন্যই "কিমাত্মকং" ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ "যে বৈদিক শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি, উহার স্বরূপ

এই প্রকারে সর্ব্বপ্রকার বৈদিক শব্দই স্বার্থে প্রমাণরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে কিরূপে বৈদিক শব্দ হইতে অর্থ প্রসূত হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

বর্ণসমূহ আশু বিনাশী। সুতরাং অর্থ উৎপাদনে উহাদের সামর্থ্য সম্ভাবিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অক্ষর-জন্য সংস্কারবিশিষ্ট অন্ত্যাক্ষরটি অর্থপ্রত্যায়ক হয়।

কি? এ স্থলে "কিম্" পদের অর্থ এই যে, বৈদিক শব্দ কি বর্ণরূপ, অথবা স্ফোটরূপ? বর্ণগুলি অনিত্য, সুতরাং বর্ণাত্মক শব্দ জগতের হেতু হইতে পারে না। স্ফোটেরও অস্তিত্ব না থাকায় উহাও জগতের হেতু হইতে পারে না। এই দুই বাধার সমাধান করিতে গিয়া বৈয়াকরণগণ দ্বিতীয় পক্ষেরই সমর্থন করিয়াছেন, অর্থাৎ স্ফোটবাদের সমর্থন করিয়াছেন এবং বর্ণাত্মকতার খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, বর্ণগুলি যখন আশু বিনাশশীল, সুতরাং বর্ণ কখনও অর্থ-প্রতিপত্তির হেতু হইতে পারে না। যেমন 'কলস' একটি শব্দ। ক (ক, অ) বর্ণ, ল বর্ণ এবং স বর্ণ দ্বারা এই শব্দ রচিত। ক-বর্ণের উচ্চারণের পরে যখন ল-বর্ণের উচ্চারণ করা হয়, তখন ক-বর্ণের বিনাশ হয়, এইরূপে বর্ণাত্মকতার নিত্যতা নাই। সুতরাং উহা দ্বারা অর্থ প্রতিপত্তি হইতে পারে না। শব্দ স্ফোট দ্বারাই অর্থ-প্রতিপত্তি হয়। স্ফোট শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে,—

"স্ফুট্যতে বর্ণৈর্ব্যজ্যতে ইতি স্ফোটো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ তস্য ব্যঞ্জকঃ" অর্থাৎ যাহা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাই স্ফোট। কণ্ঠতাল্বাদির অভিঘাতজনিত যে বর্ণ উৎপাদিত হয়, সেই সকল বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয় যে অর্থ, সেই অর্থ যদ্দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাই স্ফোট।

বর্ণাত্মকতা-সমর্থনের জন্য বর্ণপক্ষীয়েরা বলেন, বর্ণের বিনাশ হইলেও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অক্ষরের সংস্কার পর পর অক্ষরে সঞ্চারিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে। ("পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ণানুভবজনিত-সংস্কারসহিতোঽন্ত্যবর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি" —শাঙ্করভাষ্যে।)

এই সংস্কার দ্বিবিধ—বর্ণজনিত অপূর্ব্বাখ্য সংস্কার এবং বর্ণানুভবজনিত ভাবনাখ্য সংস্কার। ভাষ্যব্যাখ্যাকারগণ সংস্কারের এই দ্বিবিধ প্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন।

স্ফোটবাদীরা এই সংস্কারযুক্তি খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে বলেন,—"তন্ন। সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষো হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোঽর্থং প্রত্যায়য়েৎ ধূমাদিবৎ"—শাঙ্কর-ভাষ্য।

অর্থাৎ অপূর্ব্বাখ্য সংস্কারের কথা বলিতে পার না, যেহেতু ধূম যেমন স্বয়ং প্রতীত হইয়া বহ্নির অনুমানরূপ জ্ঞানের হেতু হয়, শব্দও তেমনি সম্বন্ধগ্রহণের অপেক্ষা করে, গৃহীত-সম্বন্ধ শব্দ স্বয়ং প্রতীত হইয়া অর্থবোধ করায়। সংস্কার সহিত জ্ঞাত শব্দই অর্থবোধের হেতু। সুতরাং অপূর্ব্বাখ্য-সংস্কার-সঞ্চার-প্রণালী বাধিত হইল। বর্ণানুভবজনিত ভাবনাখ্য সংস্কার দ্বারাও বর্ণপক্ষের সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না, বর্ণানুভবজনিত ভাবনাখ্য সংস্কার দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষজ্ঞাত ও কার্য্যলিঙ্গ দ্বারা জ্ঞাত। বর্ণানুভবজনিত সংস্কারের প্রত্যক্ষতা নাই,—

"ন চ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিত-সংস্কারসহিতস্যান্ত্যবর্ণস্য প্রতীতিরস্তি—অপ্রত্যক্ষাৎ সংস্কারাণাম্।"—শাঙ্করভাষ্যম্।

কার্য্যলিঙ্গজ্ঞাত সংস্কারের দ্বারাও ফলসিদ্ধির আশা নাই। "কার্য্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোঽন্ত্যো বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি চেৎ, ন। সংস্কারকার্য্যস্যাপি স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ"—ইতি শাঙ্কর-ভাষ্য।

অর্থাৎ যদি বল, কার্য্যপ্রত্যায়িত সংস্কারসমূহসমন্বিত অন্ত্য বর্ণ অর্থবোধ করাইবে? এ কথাও বলিতে পার না, যেহেতু সংস্কার-কার্য্যও স্মরণের ক্রমবর্ত্তিতাপেক্ষি। রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যায় ইহার অর্থ নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে,—

"কার্য্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ—কার্য্যং অর্থধীঃ, তস্যাং জাতায়াং সংস্কারপ্রত্যয়ঃ তস্মিন্ জাতে সা ইতি পরম্পরা-

শব্দপ্রামাণ্যে স্ফোটবাদনিরাস ও বর্ণাত্মকার্থ-স্থাপন। এই সকল সংস্কার কার্য্যমাত্র দ্বারা প্রত্যায়িত হইয়া থাকে। কেন না, সংস্কারগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাব। সংস্কারকার্য্য—স্মরণ। এই স্মরণের ক্রমবর্ত্তিত্বনিবন্ধন সমুদায় প্রত্যয়ের অভাব অবশ্যম্ভাবী। এই নিমিত্ত অন্ত্য বর্ণেরও অর্থ-প্রত্যায়কত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ বলেন,—স্ফোট দ্বারাই অর্থপ্রত্যয় হয়, বর্ণসংস্কারনিবন্ধন অর্থ-প্রত্যয় হয় না। বর্ণ যখন অনেক, এ অবস্থায় অনেক-বর্ণসমষ্টিরূপ শব্দ বা পদ দ্বারা এক প্রত্যয়ের উপপত্তি অসম্ভব। এই নিমিত্ত প্রত্যেক বর্ণবোধে—ন্যস্ত সংস্কার-বীজে অন্ত্য বর্ণের প্রত্যয়জনিত পরিপাকে স্ফোটই একপ্রত্যয়বিষয়তা-নিবন্ধন শব্দবোধকারীর গোচরে অতি

শ্রয়েণ দূষয়তি।" অর্থাৎ এখানে কার্য্য শব্দের অর্থ অর্থবোধ। অর্থবোধ হইলে, সংস্কারপ্রত্যয় জন্মে, আবার সংস্কারপ্রত্যয় জন্মিলেই অর্থবোধ হয়, ইহাই পরস্পরাশ্রয়। এই দোষ দেখাইয়া স্ফোটবাদী বর্ণপক্ষকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—

"সংস্কারকার্য্যস্যাপি স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ"।

উদ্ধৃত স্থলের "অপি" শব্দ পরস্পরাশ্রয়দ্যোতনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভাবনা-সংস্কার পক্ষ নিরস্ত করার প্রয়াস হইয়াছে। ভাবনাখ্য সংস্কারে বর্ণস্মৃতিমাত্রেরই হেতুত্ব আছে, উহাতে অর্থবোধের হেতুত্ব নাই। অন্ত্য বর্ণের সহিত পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বর্ণের সংস্কার সম্মিলিত হইলেও উহা অর্থবোধের হেতু হয় না। কেবল সংস্কার বর্ণস্মৃতিমাত্রেরই হেতু হয়। অর্থবোধের পূর্ব্বকালে ভাবনাখ্য সংস্কারের জ্ঞানাভাবে অর্থবোধহেতুত্ব থাকে না।

এইরূপ হেতু প্রদর্শন করিয়া স্ফোটবাদীরা বলেন,—স্ফোটই শব্দ, উহা বর্ণাত্মক নহে।

শব্দমাত্রই বর্ণসমষ্টি। এক এক শব্দে বহু বর্ণ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় জন্মে, এক প্রত্যয় জন্মে না। কিন্তু স্ফোটের স্বভাব এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণপ্রত্যয়ে ন্যস্ত সংস্কার-বীজ অন্ত্য বর্ণের প্রত্যয়জনিত পরিপাক, শব্দার্থবোধযোগ্য চিত্তে এক প্রত্যয় বিষয়রূপে অতি দ্রুত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আনন্দগিরি বলেন,—

"যথা নানা-দর্শন-পরিপাক-সচিবে চেতসি রত্নতত্ত্বং চকাস্তি তথা যথোক্তে চিত্তে বিনা বিচারং সহসৈব একোঽয়ং শব্দঃ ইতি ধীবিষয়তয়া ভাতীত্যাহ—'একেতি'। অন্যোন্যাশ্রয়মপাকর্ত্তুং 'ঝটিতি' ইত্যুক্তম্।"

এইরূপে স্ফোটরূপ শব্দের নিত্যত্ব প্রকল্পিত হইয়াছে। ইঁহারা বলেন, বর্ণাত্মক ধ্বনির প্রত্যভিজ্ঞা নাই, কিন্তু স্ফোটের প্রত্যভিজ্ঞা আছে।

রত্নপ্রভা-ব্যাখ্যাকার বলেন,—"'তদেব ইদং পদম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞা।" অর্থাৎ "সেই পদই এই" এই জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়।

বক্তব্য এই যে, এ স্থলে শাঙ্কর ভাষ্যের পাঠ ও সর্ব্বসংবাদিনীর পাঠে কিঞ্চিৎ ক্রম-বিপর্য্যয় আছে। ভাষ্যের পাঠ এইরূপ,—

"স চ একৈকবর্ণ-প্রত্যয়াহিত-সংস্কারবীজেঽন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়জনিতে পরিপাকে প্রত্যয়িন্যেকপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে। ন চায়মেকপ্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ। বর্ণানামেকত্বাদেকপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। তস্য চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ নিত্যত্বম্।"

সর্ব্বসংবাদিনীর পাঠে বাক্যক্রম-বিপর্য্যয় অতি সুস্পষ্ট।

সত্ত্বর অর্থ প্রকাশ করে। অতএব স্ফোটরূপেই বেদের নিত্যত্ব। কেন না, উহার প্রত্যুচ্চারণে উহার প্রত্যভিজ্ঞা বিদ্যমান থাকে।*

কিন্তু বেদান্তিগণের কথা এই যে, ভগবান্ উপবর্ষ বলেন—"বর্ণসমূহই শব্দ"। এই ন্যায় অনুসরণ করিয়া "দ্বির্গো" এই শব্দ উচ্চারিত হয়, কিন্তু "দ্বৌ গৌঃ" বলা হয় না। ইহাতে এক-বিষয়ক প্রত্যয়ত্বে সকলের প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার্য্য।

এই হেতু বর্ণাত্মক শব্দসমূহেরই নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সেই বর্ণসকল পিপীলিকা-পংক্তির ন্যায় ক্রমবিন্যস্ত হইয়া অর্থবিশেষের সহিত সম্বদ্ধ হয় এবং স্বকীয় ব্যবহারেও এক এক বর্ণ গ্রহণান্তর সমস্ত বর্ণ প্রত্যয়দর্শিনী বুদ্ধিতে তাদৃশ ভাবে প্রতিভাসমান হইয়া অব্যভিচার ভাবে সেই সেই অর্থবোধ করায়।

ইহাতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, বর্ণবাদিগণের কল্পনা লঘীয়সী। স্ফোটবাদ বর্ণ পরিহার করিয়া দৃষ্টহানি ও অদৃষ্ট-কল্পনা-দোষদুষ্ট হইয়া পড়ে। তাঁহাদের মতে বর্ণসকল ক্রমানুসারে গৃহীত হইয়া স্ফোট অভিব্যক্ত করে, আবার সেই স্ফোট হইতে অর্থ প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহাতে কল্পনার আধিক্য ঘটে। এই হেতু বর্ণরূপ বেদসমূহেরই নিত্যত্ব ও অর্থ-প্রত্যায়কত্ব স্বীকৃত হইল।†

শব্দ-বৃত্তি

শব্দের বৃত্তি ত্রিবিধ—মুখ্য, লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যা আবার রূঢ় ও যোগরূঢ়ভেদে দুই প্রকার। স্বরূপ, জাতি বা গুণের দ্বারা নির্দ্দেশযোগ্য বস্তুতে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সঙ্কেতে রূঢ়ির প্রবর্ত্তনা হইয়া থাকে। যথা,—"ডিখঃ গৌঃ শুক্লঃ।"‡

---

* "বর্ণব্যক্তয়ঃ এব হি প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। দ্বির্গোশব্দ উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তির্ন তু দ্বৌ গৌ শব্দাবিতি" শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

† ১।৩।২৮ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যের উপসংহার দ্রষ্টব্য। স্ফোটবাদস্বরূপ-নির্ণয়, উহার খণ্ডন এবং বর্ণবাদ স্থাপন সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

‡ রূঢ়ি—যে নাম যাদৃশ অর্থে সঙ্কেতিত হইয়াছে, তাহাকেই রূঢ়ি বলা হয়। স্বরূপ, জাতি ও গুণের দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ হয়; সুতরাং এই ত্রিবিধ উপায়ে বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গো-সংজ্ঞা দ্বারা যে বস্তু বুঝায়, তাহাই গো-সংজ্ঞার সংজ্ঞী। এইরূপ সঙ্কেতকেই 'সংজ্ঞাসংজ্ঞি' সঙ্কেত বলে। এই সংজ্ঞা নৈমিত্তিকী, ঔপাধিকী ও পারিভাষিকী-ভেদে ত্রিবিধরূপে কল্পিত হয়। আচার্য্য দণ্ডী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধরূপে সংজ্ঞার প্রকল্পনা করিয়াছেন। যথা—জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া। গো-গবয়াদি সংজ্ঞা—জাতিগত; পশু ও আঢ্যাদি শব্দ—লাঙ্গুল ও ধনাদি দ্রব্যগত; ধন্য, পিশুনাদি শব্দ—পুণ্য-দ্বেষাদি গুণগত এবং চলচপলাদি শব্দ—কর্ম্মগত। মূলে উদাহরণে যে "ডিখ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার দুইটি অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা,—

১। ডিখঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী ডবিখস্তন্ময়ো মৃগঃ।

—সুপদ্ম ব্যাকরণ, বিভক্তি-পাদে।

২। শ্যামরূপো যুবা বিদ্বান্ সুন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ডিখ ইত্যভিধীয়তে॥

নৈয়ায়িকপ্রবর জগদীশ-রচিত শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় লিখিত হইয়াছে,—

লক্ষণা—পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সঙ্কেত দ্বারা অভিহিতার্থসম্বন্ধিনী শব্দবৃত্তি 'লক্ষণা' নামে অভিহিত হয়।*

লক্ষণা তিন প্রকার—অজহৎস্বার্থা, জহৎস্বার্থা, জহদজহৎস্বার্থা।†

রূঢ়ং সঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্ত্যতে।
নৈমিত্তিকী পারিভাষিক্যৌপাধিক্যপি তদ্ভিদা॥

অর্থাৎ নৈমিত্তিকী, পারিভাষিকী ও ঔপাধিকী, এই তিন ভাগে রূঢ়ি বিভক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"যন্নাম যাদৃশার্থে সঙ্কেতিতমেব—নতু যৌগিকমপি তদ্রূঢ়ং।" যে নাম যে অর্থে সঙ্কেতিত হইয়াছে, তাহাই রূঢ়। যৌগিক শব্দ রূঢ় নহে; যেমন পাচক, পাঠক ইত্যাদি; ইহাদের মধ্যে কোন সঙ্কেত দৃষ্ট হয় না। পঙ্কজাদি শব্দ যোগরূঢ়।

ইতঃপূর্ব্বে দণ্ডী আচার্য্যকৃত চতুর্ব্বিধ ভেদের নাম উল্লেখ হইয়াছে এবং উহাদের দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইয়াছে। দণ্ডীর কারিকা এই,—

শব্দৈরেব প্রতীয়ন্তে জাতিদ্রব্য-গুণ-ক্রিয়াঃ।
চাতুর্ব্বিধ্যাদমীষাস্তু শব্দ উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

জগদীশ এই চাতুর্ব্বিধ্য স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন,—"তদেতৎ জড়মূকমূর্খাদীনামজ্ঞশূন্যাদীনাঞ্চ শব্দানামপরিগ্রহাপত্ত্যা পরিত্যক্তমস্মাভিঃ।" অর্থাৎ জড়, মূক ও মূর্খাদিতে জাত্যবচ্ছিন্ন শক্তি নাই, উহাদিগের অভাবাবচ্ছিন্নে শক্তি আছে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় যে বিভাগত্রয় দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ এইরূপ,—

১। পারিভাষিকী—আধুনিক সঙ্কেতশালিনী অনুগতপ্রবৃত্তিশূন্যা সংজ্ঞা। যথা—চৈত্রমৈত্রাদি এবং আকাশাদি।

২। নৈমিত্তিকী—অনাদি সঙ্কেতশালিনী এবং অনুগতপ্রবৃত্তিনিমিত্তকা সংজ্ঞা। যথা—পৃথিবী জলাদি, পশু ভূতাদি।

৩। ঔপাধিকী—যৌগিকী সংজ্ঞা। যথা পাচক-পাঠকাদি।

* লক্ষণা—১। ভাষা-পরিচ্ছেদকার বলেন,—'লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ।'

তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" (গঙ্গায় আভীরবাস) ইত্যাদি স্থলে গঙ্গা-পদে শক্যার্থে গঙ্গাপ্রবাহ বুঝায়, গঙ্গাপ্রবাহে ঘোষপদের অন্বয় উপপন্ন হয় না। এ স্থলে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হইতেছে। সুতরাং তীরই এ স্থলে গঙ্গাপদের লক্ষ্য। লক্ষণাটি শক্যসম্বন্ধরূপা। এ স্থলে প্রবাহরূপ শক্যের সম্বন্ধ তীর অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে। তীরেই প্রবাহের সম্বন্ধ হয় এবং তৎস্মরণেই শাব্দবোধ জন্মে।

২। কেহ কেহ বলেন,—"শক্যাদশক্যোপস্থিতির্লক্ষণা।"

৩। অপর কেহ বলেন,—"অশক্যে তাৎপর্য্যবিষয়ত্বং লক্ষণা।"

৪। শাব্দিকেরা বলেন,—"শক্যতাবচ্ছেদারোপো লক্ষণা।"

৫। মীমাংসকগণ বলেন,—"প্রতিপাদ্যসম্বন্ধো লক্ষণা।"

৬। আলঙ্কারিকগণ বলেন,—"শক্যতাবচ্ছেদকারোপবিষয়নিষ্ঠসংসর্গো লক্ষণা।"

৭। সাহিত্যদর্পণকার বলেন,—"মুখ্যার্থবাধে তদ্যুক্তো যথাঽন্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাঽসৌ লক্ষণা শক্তিরর্পিতা॥"

৮। কাব্যপ্রকাশকার বলেন,—"লক্ষণাঽরোপিতা ক্রিয়া।"

† লক্ষণার প্রকার-ভেদ অনেক প্রকার। প্রথমতঃ লক্ষণা দুই ভাগে বিভক্ত;—নিরূঢ়-লক্ষণা এবং স্বারসিক-লক্ষণা। প্রাচীন মতে লক্ষণা চতুর্ব্বিধ—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, জহদজহৎস্বার্থা, আর লক্ষিত-লক্ষণা। ভাষা-

শ্রীরামানুজাদি অন্যা লক্ষণা অর্থাৎ জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণাটিকে স্বীকার করেন। তদীয় গ্রন্থসমূহেই তাহা অনুসন্ধেয়। "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" অর্থাৎ "সেই এই দেবদত্ত"

পরিচ্ছেদের টীকা মুক্তাবলীতে এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণার উল্লেখ আছে। নব্য নৈয়ায়িক ত্রিবিধ লক্ষণা স্বীকার করেন। যথা—জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা, জহদজহল্লক্ষণা। তর্কদীপিকায় এই ত্রিবিধ লক্ষণার উল্লেখ আছে। শাব্দিক ও আলঙ্কারিকগণের মতে লক্ষণা পঞ্চবিধ। যথা,—

শক্যেন সহ সম্বন্ধাৎ সাদৃশ্যাৎ সমবায়তঃ।
বৈপরীত্যাৎ ক্রিয়াযোগাৎ লক্ষণা পঞ্চধা মতা॥

এই পঞ্চবিধ লক্ষণা গৌণী ও শুদ্ধা, এই দুই ভাগে পরিণত হইয়াছে। শুদ্ধা আবার দুই ভাগে লক্ষিত;—জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ জগদীশ তর্কালঙ্কার তদীয় শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় প্রকারান্তরে অনেক ভাগে লক্ষণার বিভাগ করিয়াছেন। যথা,—

জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থা নিরূঢ়াধুনিকাদিকাঃ।
লক্ষণা বিবিধাস্তাভির্লক্ষকং স্যাদনেকধা॥

ব্যঞ্জনা কিন্তু শক্তিলক্ষণান্তর্ভূতা ও শব্দশক্তিমূলা।

সাহিত্য-দর্পণকার ৮০ অশীতিপ্রকারে লক্ষণা বিভাগ করিয়াছেন। তদ্‌যথা,—

১। রূঢ়িতে সারোপা উপাদান-লক্ষণা—'অশ্বঃ শ্বেতো ধাবতি।'
২। প্রয়োজন-সারোপা উপাদান-লক্ষণা—'এতে কুন্তাঃ প্রবিশন্তি।'
৩। রূঢ়িতে সারোপা লক্ষণলক্ষণা,—'কলিঙ্গঃ পুরুষো যুদ্ধ্যতে।'
৪। প্রয়োজনে … … … 'আয়ুর্ঘৃতম্।'
৫। রূঢ়িতে সাধ্যবসায়না উপাদানলক্ষণা—'শ্বেতো ধাবতি।'
৬। প্রয়োজনে … … … 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি।'
৭। রূঢ়িতে সাধ্যবসায়না লক্ষণলক্ষণা—'কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ।'
৮। প্রয়োজনে … … … 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ।'
৯। রূঢ়িতে গৌণী সারোপা উপাদানলক্ষণা—'এতানি তৈলানি হেমন্তে সুখানি।'
১০। প্রয়োজনে … … … 'এতে রাজকুমারা গচ্ছন্তি।'
১১। রূঢ়িতে গৌণী সারোপালক্ষণলক্ষণা—'রাজা গৌড়েন্দ্রং কণ্টকং শোধয়তি।'
১২। প্রয়োজনে … … … 'গৌর্ব্বাহীকঃ।'
১৩। রূঢ়িতে সাধ্যাবসায়না উপাদান-লক্ষণা—'তৈলানি হেমন্তে সুখানি।'
১৪। প্রয়োজনে … … … 'রাজকুমারা গচ্ছন্তি।'
১৫। রূঢ়িতে গৌণী সাধ্যাবসায়ন-লক্ষণ-লক্ষণা—'রাজা কণ্টকং শোধয়তি।'
১৬। প্রয়োজনে … … … 'গৌর্জ্জল্পতি।'

এই আট প্রকার প্রয়োজনা-লক্ষণা আবার গূঢ় ও অগূঢ়-ভেদে ১৬ ষোড়শ প্রকার। এই ষোল প্রকার আবার ধর্ম্মী ও ধর্ম্মিত্ব ভেদে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার। প্রয়োজন বিভাগ ৩২ + রূঢ়ি বিভাগ = ৪০ এই চত্বারিংশৎ প্রকার। আবার পদ ও বাক্য বিভাগে এই চল্লিশ প্রকার ৮০ অশীতি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে।

সবিস্তার বিবরণ সাহিত্যদর্পণে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এ স্থলে "স" এই পদে তৎকালানুভূত বুঝায় এবং "অয়ং" পদে বর্ত্তমান-কালানুভূত, এই

এক্ষণে সর্ব্বসংবাদিনীতে প্রথমতঃ যে ত্রিবিধ লক্ষণার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে—

১। অজহৎস্বার্থা—ন জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাং সা—অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদগুলি স্বার্থত্যাগ করে না, তাহাই অজহৎস্বার্থলক্ষণা, যেমন 'কাকেভ্যো দধি রক্ষতাম্' এ স্থলে দধির উপঘাতকমাত্রেই কাকপদের লক্ষণা।

২। জহৎস্বার্থা—জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাম্ (বৈয়াকরণসার) অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদসমূহ স্বকীয় অর্থ ত্যাগ করে, উহাই জহৎস্বার্থলক্ষণা। ইহার নিয়ম এই,—

জহৎস্বার্থা চ তত্রৈব যত্র রূঢ়ির্বিরোধিনী।—ন্যায়মঞ্জরী

অর্থাৎ যে স্থলে (শক্যান্বয়-বোধে) রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি বা সমুদায় শক্তি) বিরোধিনী অর্থাৎ যোগবিরোধিনী হয়, সেই স্থলেই জহৎস্বার্থালক্ষণা। দৃষ্টান্ত—'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' বাক্যার্থে দেখা যাইতেছে যে, ক্রোশন বা চীৎকারের কর্ত্তৃত্ব মঞ্চের নাই, মঞ্চে উহার অন্বয় সম্ভব হয় না। সুতরাং মঞ্চপদে মঞ্চস্থ পুরুষকে বুঝাইতেছে। মঞ্চস্থ পুরুষই উহার লক্ষ্য। মঞ্চ ত্যাগ করিয়া পুরুষে অর্থবোধ হইল। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে— 'আয়ুর্ঘৃতম্'—এখানে আয়ুঃ শব্দে আয়ুর সাধন অর্থ বোধ করাইতেছে। এ স্থলে আয়ুঃ শব্দ স্বকীয় অর্থ ত্যাগ করিয়া সাধন অর্থ বুঝাইতেছে।

আর একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'. গঙ্গা পদের শক্যার্থ—প্রবাহরূপ। তাহাতে 'ঘোষ' অবস্থান অসম্ভব। লক্ষণা দ্বারা এ স্থলে তীর অর্থের বোধ হইল। কিন্তু এই উদাহরণটি জহৎস্বার্থা ও অজহৎস্বার্থা উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইতে পারে। গঙ্গাপদে যে স্থলে তীরমাত্র প্রতীতি জন্মায়, গঙ্গা শব্দের সর্ব্বসংশ্রব ত্যাগ করে, সেই স্থলেই উহা জহৎস্বার্থা ; কিন্তু গঙ্গাপদে যে স্থলে 'গঙ্গাতীর' বুঝায়, সে স্থলে উহা অজহৎস্বার্থলক্ষণারূপে গণ্য হয়। এতাদৃশ স্থলে গঙ্গায় শীতলত্ব ও পাবনত্বাদিই সূচিত হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িকগণ নানা প্রকার ভাষায় জহৎস্বার্থ লক্ষণার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

(ক) লক্ষ্যতাবচ্ছেদকেন লক্ষ্যমাত্রবোধপ্রযোজিকা লক্ষণা।—ন্যায়বোধ।

(খ) শক্যাবৃত্তিরূপেণ বোধকতয়া জহৎস্বার্থা ইত্যুচ্যতে।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

(গ) স্বার্থপরিত্যাগেন পরার্থ লক্ষণা।—তর্কপ্রদীপ।

শাব্দিকেরা বলেন—শক্যার্থপরিত্যাগেন ইতরার্থলক্ষণা জহৎস্বার্থা।

মায়াবাদীরা বলেন—শক্যার্থং অনভাব্য যত্রার্থান্তরস্য প্রতীতিঃ তত্র জহল্লক্ষণা—যেমন বিষং ভুঙ্ক্ষ ইত্যাদি।

বেদান্ত-প্রদীপ।

এ স্থলে পদটি স্বকীয় অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুগৃহে ভোজননিবৃত্তি বুঝাইতেছে।

৩। জহদজহৎস্বার্থা—যে লক্ষণায় বাক্যের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশের সহিত অন্বয় হয়, তাহাকে জহদজহতী লক্ষণা বলে। যথা—"সোঽয়ং দেবদত্তঃ, অয়মাত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

বাচস্পতি মিশ্র বলেন—বাচ্যার্থৈকদেশত্যাগেনৈকদেশবৃত্তিলক্ষণা।

মায়াবাদীরা বলেন—যত্র বিশিষ্টবাচকঃ শব্দঃ একদেশং বিহায় একদেশে বর্ত্ততে তত্র জহদজহল্লক্ষণা।

—বেদান্ত-প্রদীপ।

কোন কোন নৈয়ায়িক জহৎস্বার্থা লক্ষণাতেই জহদজহৎলক্ষণাকে অন্তর্ভুক্ত করেন, ইহাকে অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যায় মায়াবাদীরা এই জহদজহল্লক্ষণা দ্বারা নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করেন,—

উপলব্ধি হয়। এমত অবস্থায় উভয়ের অন্বয়ে কোনও বিরোধ নাই, তবে লক্ষণা হইবে কিরূপে? ইহাই অন্ত্যা লক্ষণা খণ্ডনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। *

গৌণী লক্ষণা—অভিহিতার্থ-লক্ষিত বা গুণযুক্তে অথবা তৎসদৃশে গৌণী লক্ষণা হয়। যথা—সিংহ-দেবদত্ত। মীমাংসা-বার্ত্তিককার বলেন, যাহা হইতে অভিধেয়ের অবিনাভূত শক্য

তৎপদে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায়, ত্বম্ পদে কিঞ্চিৎজ্ঞত্ব অন্তঃকরণাদিবিশিষ্টকে বুঝায়, সুতরাং এ স্থলে অভেদান্বয়ের উপপত্তি হয় না, এই নিমিত্ত উভয়ের বিশেষণাংশ পরিত্যাগ করা হয়।' মায়াবাদীরা জীবব্রহ্ম ঐক্য সাধনের জন্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন।

* শ্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে ইহার যে বিচার আছে, তাহা এই,—

প্রকারাদ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য। প্রকারদ্বয়পরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদসম্ভবেন সামানাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং, দ্বয়োঃ পদয়োঃ লক্ষণা চ। সোঽয়ং দেবদত্তঃ ইত্যত্রাপি ন লক্ষণা; ভূত-বর্ত্তমান-কালসম্বন্ধিতয়ৈক্যপ্রতীত্যা-বিরোধাৎ দেশভেদশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ।

অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য স্থলের নিয়ম এই যে, তাদৃশ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণের অবস্থান থাকিলেও উহারা এক বস্তুকেই বুঝায়। যদি লক্ষণা-বলে উক্ত প্রকারগুলিকে বর্জ্জন করা হয়, তবে সামানাধিকরণ্যও পরিত্যক্ত হয় এবং সকল পদেই লক্ষণা করিয়া অর্থ করিতে হয়। "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্যেও লক্ষণার প্রয়োজন নাই। কেন না, প্রতীতির বিরোধ হইলেই লক্ষণা হয়। এ স্থলে ভূতকাল ও বর্ত্তমানকাল-সম্বন্ধিতা দ্বারা ঐক্য প্রতীতির কোনও বিরোধ হয় নাই। দেশভেদের বিরোধ কাল-ভেদ দ্বারা পরিহৃত হইয়াছে।

মায়াবাদীদের মতে তৎ (সঃ) শব্দে অতীতকালীয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ বুঝায় এবং "অয়ং" শব্দে ইন্দ্রিয়-গোচর ও বর্ত্তমানকালীয় পদার্থের বোধ জন্মে। ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর—এই একই পদার্থের একই সময়ে একাধারে উপস্থিতি অসম্ভব; সুতরাং উহা সামানাধিকরণ্যের অন্তর্ভূত হইতে পারে না। এ অবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসূচক বিশেষণ পরিহার করিয়া জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা দ্বারা অর্থ করা ভিন্ন এতাদৃশ পদঘটিত বাক্যের শাব্দবোধ অসম্ভব। মায়াবাদীদের এই বাধকতা খণ্ডনের জন্যই শ্রীপাদ রামানুজ প্রাগুক্ত যুক্তি অবলম্বনে এ স্থলে লক্ষণা অস্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শ্রুতপ্রকাশিকায় ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। যথা,—"ননু পদদ্বয়লক্ষণা ন দূষণং—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যাদিষু দৃষ্টত্বাৎ—তত্র হি দেশকাল-বিশিষ্টাকারে দেশকালান্তরান্বয়-বিরোধাৎ লাক্ষণিকমেব পদদ্বয়ম্।"

শ্রুতিপ্রকাশিকাকার বলেন, এই যে বিরোধের কথা তুলিয়া লক্ষণা করা হইতেছে, সে বিরোধ কোন্ সম্বন্ধে? —"কিমেকস্য দেশদ্বয়স্য সম্বন্ধে, উত কালদ্বয়সম্বন্ধে?" ইতি বিকল্পমভিপ্রেত্যাহ—"ভূতে"তি ন বিশিষ্টাকারে বিশেষণান্তরান্বয়ং, অপি তু বিশেষ্যমাত্রে। অতঃ কালদ্বয়সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ। যদি বিরুদ্ধস্তর্হি বৌদ্ধোক্তং ক্ষণিকত্বমাপদ্যতে। অনেক-কাল-সাধ্য-ধর্ম্মবিধানং ফলপ্রাপ্তিশ্চ নোপপদ্যেয়াতাম্ ইতি ভাবঃ; দেশভেদেতি বস্তুন্যেকস্য দেশদ্বয়সম্বন্ধে বিরোধঃ তর্হি বিষ্ণুক্রমণতীর্থস্নানাদি-বিধির্নোপপদ্যতে, প্রত্যভিজ্ঞা-বিরোধশ্চ ইতি ভাবঃ। যৌগপদ্যং কথং সম্ভবতীতি চেৎ? উচ্যতে—নহি দেশদ্বয়সম্বন্ধস্য কালদ্বয়সম্বন্ধস্য বা যুগপদ্ভাবঃ, তৎ প্রতিপত্তিরেব হি যৌগপদ্যং, প্রতিপত্তিস্তু দেশদ্বয়কালসম্বন্ধং ক্রমভাবিনমেব দর্শয়তি। অতো ন বিরোধঃ, অন্যথা অতীতানাগত-বিষয়জ্ঞানেষু অতীতানাগতবিষয়য়োর্ব্বর্ত্তমানত্বং জ্ঞানস্যাতীতানাগতত্বং বা প্রসজ্যেদিতি।

সম্বন্ধের প্রতীতি জন্মে, তাহাই লক্ষণা। শব্দের যে বৃত্তি এই লক্ষ্যমান গুণসম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাকে গৌণী সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। *

রূঢ়ি ও প্রয়োজন-ভেদে লক্ষণা সাধারণতঃ দুই প্রকার। † রূঢ়ির দৃষ্টান্ত—'কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ।'‡ প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ।' এ স্থলে গঙ্গার তটস্থ শীতলতা ও পাবনতাই প্রয়োজনীয়রূপে গণ্য। কিন্তু গৌণী কেবল প্রয়োজন সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। ইহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত—'গৌর্ব্বাহীকঃ।'¶ অতিশয় অজ্ঞতা বোধই এখানে প্রয়োজন।

---

* গৌণীর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে,—সিংহদেবদত্ত। ইহাতে সাদৃশ্যাত্মক শক্য সম্বন্ধেরই প্রতীতি হইতেছে। সিংহ সদৃশ গুণযোগে দেবদত্ত বর্ত্তমান, সিংহপদে এখানে সিংহের গুণ বুঝিতে হইবে। সিংহের প্রতাপ ও সিংহের পরাক্রমাদি গুণ দেবদত্তে বিদ্যমান। এইরূপে সিংহ-দেবদত্ত পদের অর্থান্বয় করিয়া সিংহ-দেবদত্ত পদের অর্থগ্রহ করিতে হয়।

কিন্তু বৈয়াকরণগণ বলেন,—লক্ষনা দ্বিবিধা; গৌণী ও শুদ্ধা। গৌণী লক্ষণা এই—স্বনিরূপিত-সাদৃশ্যাধিকরণত্ব-সম্বন্ধেন শক্যসম্বন্ধার্থপ্রতিপাদিকা গৌণী। তদতিরিক্তসম্বন্ধেন তৎপ্রতিপাদিকা শুদ্ধা।

সাহিত্যদর্পণকারও বলেন,—

সাদৃশ্যেতরসম্বন্ধাঃ শুদ্ধাস্তাঃ সকলা অপি।
সাদৃশ্যাৎ তু মতা গৌণ্যস্তেন ষোড়শ ভেদিতাঃ॥

সাদৃশ্যসম্বন্ধহেতুকা লক্ষণাই গৌণী লক্ষণা।

বৈয়াকরণ-ভূষণসার-দর্পণে লিখিত আছে,—"লক্ষ্যোপস্থিতিনিয়ামকঃ সাদৃশ্যাত্মকঃ সম্বন্ধঃ।" তর্কপ্রকাশাদিতেও এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

মূলে গৌণীর পৃথক্ সংজ্ঞা করার জন্য মীমাংসা-বার্ত্তিকের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা কাব্য-প্রকাশেও ধৃত হইয়াছে। টীকাকার উহার নিম্নলিখিত অর্থ করিয়াছেন,—"অভিধেয়াবিনাভূতস্য শক্যসম্বন্ধস্য প্রতীতির্যতঃ সা লক্ষ্যমাণা উক্তরীত্যা লক্ষ্যার্থবিশেষণতয়া লাক্ষণিকবোধবিষয়া যে গুণাঃ (জাত্যাদয়ঃ) তৈর্যোগাৎ সম্বন্ধাৎ" ইতি।

† সাহিত্যদর্পণকার ইহাই বলেন,—

মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণাশক্তিরর্পিতা॥

‡ কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ—এই উদাহরণের কলিঙ্গ-শব্দ দেশবিশেষকে বুঝায়। দেশবিশেষই উক্ত শব্দের স্বকীয় অর্থ। সাহস চেতনার ধর্ম্ম, অচেতন পদার্থে তাহার অন্বয় অসম্ভব। এই অবস্থায় কলিঙ্গ-শব্দে কলিঙ্গ-দেশস্থ পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

¶ গৌর্ব্বাহীকঃ—বাহীক পদের অর্থ বাহীক-দেশোদ্ভব। গো শব্দের অর্থ বলীবর্দ্দ। বাহীক এবং গো অভিন্নার্থ না হওয়ায় অর্থান্বয়ের বাধ জন্মে। তৎ হেতু গো-পদে গো-সদৃশ, এই অর্থ বুঝিতে হইবে। গো-সাদৃশ্য অর্থ এই যে, গো-গত জড়তা ও মান্দ্যাদি। "জড়মন্দশ্চ বাহীকঃ", সুতরাং গৌর্ব্বাহীকঃ শব্দে গো-গত জড়ত্ব-মান্দ্যাদিগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। এখানে গো শব্দের গৌণী লক্ষণা অর্থই গৃহীত হইয়াছে, উহার স্বকীয় অর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু যোগ*-মুখ্য, লক্ষণা ও গৌণী, এই ত্রিবিধ বৃত্তি-প্রতিপাদিত পদ ও অর্থের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-যোগে যৌগিক বৃত্তির স্বীকার করা হয়;—যেমন পঙ্কজ, ঔপগব ও পাচক প্রভৃতি।

ব্যঞ্জনা বৃত্তি—ব্যঞ্জনানাম্নী আর একটি শব্দবৃত্তি আছে। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" বলিলে ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা তন্নিবাসস্বরূপ তটের শীতলত্ব ও পাবনত্বাদি বুঝায়।† সাহিত্য-দর্পণে উক্ত হইয়াছে,—"শব্দ, বুদ্ধি ও কর্ম্ম বিরত হওয়ায় ব্যাপারাভাব ‡ ঘটে", এই নীতি অবলম্বনে বলা যায় যে, অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য্য—এই তিন বৃত্তি আপন আপন অর্থ-বোধ করাইয়া যখন ইহারা অর্থবোধে উপক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন যে বৃত্তি দ্বারা অপর অর্থ-বোধ হয়, তখন শব্দের অর্থের এবং প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির সেই বৃত্তি-ব্যঞ্জন-ধ্বনন-গমন-প্রত্যায়ন ভাব ও অভিপ্রায়াদি ব্যপদেশবিষয়া ব্যঞ্জনা নামে অভিহিত হয়।

---

* যোগ, শব্দবৃত্তির প্রকারবিশেষ—ইহা দ্বারা প্রকৃতি প্রত্যয়ের নিয়মে শব্দার্থ উপলব্ধ হয়। লৌগাক্ষি-ভাস্করকৃত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীপ্রকাশে লিখিত আছে—শব্দবৃত্তি ষড়্বিধ। তদ্যথা,—

যৌগিকঃ যোগরূঢ়শ্চ শব্দঃ স্যাদৌপচারিকঃ।
মুখ্যো লাক্ষণিকো গৌণঃ শব্দঃ ষোঢ়া নিগদ্যতে॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ জগদীশ তর্কালঙ্কার শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় বলেন,—

রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব যোগরূঢ়ঞ্চ যৌগিকম্।
তচ্চতুর্দ্ধাঽপরৈ রূঢ়-যৌগিকং মন্যতেঽধিকম্॥

যৌগিকং নাম লক্ষয়তি বিভজতে চ—

যোগলভ্যার্থমাত্রস্য বোধকং নাম যৌগিকম্।
সমাসস্তদ্ধিতাক্তঞ্চ কৃদন্তঞ্চেতি তৎ ত্রিধা॥

অর্থাৎ যোগলভ্যার্থ মাত্রের যাহাতে বোধ হয়, তাহাই যৌগিক বৃত্তি। ইহা ত্রিবিধ;—সমাস, তদ্ধিত ও কৃদন্ত।

† সাহিত্য-দর্পণে ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে পদ্যকারিকাটি এই,—

বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বুধ্যতেঽপরঃ।
সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ॥

অভিধামূলা ও লক্ষণামূলা-ভেদে ব্যঞ্জনা দুই প্রকার। ইহার আরও দুই প্রকার-ভেদ আছে,—শাব্দী ব্যঞ্জনা ও আর্থী ব্যঞ্জনা। এতৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই স্থলে গঙ্গা শব্দের অভিধা অর্থে বাক্য বোধ হয় না। লক্ষণায় তটমাত্র অর্থ বোধ করায়। কিন্তু ঐ বাক্যে গঙ্গার শীতলত্ব ও পাবনত্ব অর্থ বোধ করাইতে হইলে অভিধা, লক্ষণা বা তাৎপর্য্য দ্বারা উক্ত অর্থবোধ হয় না। এ স্থলে ব্যঞ্জনা দ্বারাই উক্ত অর্থবোধ হইয়া থাকে।

‡ ব্যাপারাভাবের অর্থ এই যে, শব্দ, বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা আমাদের ঐন্দ্রিয়ক ও মানসিকাদি চেষ্টা প্রকাশ পায়, উহাই ব্যাপার। উহারাই অভিধাদিজনিত শাব্দবোধের মূল। যে স্থলে উহাদের বিরাম ঘটে, অর্থাৎ উহাদের দ্বারা অর্থপ্রতীতি হয় না, তৎস্থলে পদপদার্থ ও প্রকৃতি প্রত্যয়ের ব্যঞ্জন, ধ্বনন, গমন, প্রত্যায়ন ভাব ও অভিপ্রায় প্রভৃতির ব্যপদেশেই অর্থ প্রতীতি হয়। অভিধাশ্রয়া ব্যঞ্জনা বৃত্তির লক্ষণ নির্দ্দেশে সাহিত্যদর্পণকার ও কাব্য-প্রকাশকার একটি প্রাচীন কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে ব্যঞ্জনা-প্রতীতির বহু উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্যথা,—

এই সকল বৃত্তি পদত্ব ও বাক্যত্ব-প্রাপ্ত শব্দেই আপন আপন অর্থ বোধ করায়। বিভক্তিও অর্থসংযোগে পদের সৃষ্টি হয়। আবার পদ-সকল বাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষার্থ বোধ করায়। সাহিত্য-দর্পণকার বলেন,—"যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহই বাক্য। যোগ্যতা—পদার্থসমূহের পরস্পর বাধাভাবই যোগত্যা। "বহ্নিদ্বারা সেচন করা হইল," যোগ্যতার অভাবে এইরূপ বাক্য বাক্যার্থ-বোধের প্রতিকূল। "প্রজাপতিরাত্মনো বপা-মুদক্ষিদৎ" এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিটিতে বৈদিক বাক্যসমূহের অচিন্ত্য প্রভাবত্ব নিবন্ধন অবশ্যই যোগ্যতা আছে। *

আকাঙ্ক্ষা—প্রতীতির পর্য্যবসানের অভাবই আকাঙ্ক্ষা, এই অভাবটি শ্রোতার জিজ্ঞাসা অনুরূপ (বা স্বরূপ)। অন্যথা গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী—এইগুলিও বাক্য হইয়া পড়ে। †

সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা।
অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ।
সামর্থ্যমৌচিতীদেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ।
শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষস্মৃতিহেতবঃ॥

সবিস্তার বিবরণ সাহিত্য-দর্পণে দ্রষ্টব্য।

* নৈয়ায়িকগণ বিবিধ প্রকার বাক্যবিন্যাসে যোগ্যতার সংজ্ঞা করিয়াছেন। যথা,—

(১) একপদার্থেঽপরপদার্থপ্রকৃতসংসর্গত্বম্—ন্যায়মঞ্জরী।

(২) ইতরপদার্থসংসর্গে অপরপদার্থনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মশূন্যত্বম্—তত্ত্বচিন্তামণি।

(৩) বাধকপ্রমাণাভাবঃ।

(৪) বাধকপ্রমাবিরহশ্চ।

(৫) অর্থাবাধঃ —তর্কসংগ্রহ। যেমন জল দ্বারা স্থলসেক করা হয়। কিন্তু অগ্নি দ্বারা সেক হয় না। কেন না, সেক-নিরূপিত-কার্য্যকারণ-ভাব-লক্ষণ-সংসর্গের বিদ্যমানতা জলেই আছে, কিন্তু অনলে নাই। সুতরাং 'বহ্নিনা সিঞ্চতি' এই বাক্য অন্বয়বোধক যোগ্যতা-বিরহে প্রমাত্মক হয় না।

এতদ্ব্যতীত, (৬) অসংসর্গগ্রহপ্রতিবন্ধকঃ তদভাবযোগ্যতা, (৭) "বাধনিশ্চয়াভাবঃ যোগ্যতা" ইত্যাদি বহু প্রকার বাক্যবিন্যাসে যোগ্যতার সংজ্ঞা করিয়াছেন। আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি বিদ্যমান থাকিলেও যদি যোগ্যতার অভাব হয়, তবে উহা বাক্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

† তত্ত্বচিন্তামণিকার শ্রীমৎ গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলেন,—অভিধানাপর্য্যবসানম্—আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ অভিধানের অপর্য্যবসানই আকাঙ্ক্ষা। সাহিত্যদর্পণের উদ্ধৃতাংশে আমরা "পর্য্যবসানবিরহঃ" শব্দ পাইয়াছি। "পর্য্যবসান-বিরহঃ" এবং "অপর্য্যবসানম্" একই কথা। শ্রীমদ্‌গঙ্গেশ অপর্য্যবসান শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই,—'যস্য যেন বিনা স্বার্থান্বয়ানুভবকত্বম্' অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যাহার স্বকীয় অর্থের অনুভবকত্ব নাই, তাহাই তৎপক্ষে অপর্য্যবসান। ঠিক্ এই কথাটি অবলম্বন করিয়াই তর্ককৌমুদী বলিয়াছেন, যস্য পদস্য যেন বিনা অন্বয়-বোধজনকত্বং নাস্তি, তস্য পদস্য তেন পদেন সহ সমভিব্যাহারঃ—আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যে পদের অন্বয়-বোধজনকত্ব হয় না, সেই পদের সহিত সেই পদের সমভিব্যাহারই আকাঙ্ক্ষা। যেমন—ঘট আন ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াপদ ও কারক-পদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা।

আসত্তি—বুদ্ধির অবিচ্ছেদই আসত্তি। তদভাবে ইদানীং উচ্চারিত দেবদত্ত পদের সহিত দিনান্তরে উচ্চারিত "গচ্ছতি" পদের সঙ্গতি হয়।* আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা আত্মার্থ-ধর্ম্মত্ববিশিষ্ট হইলেও উপচারনিবন্ধন উহাদের বাক্যত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্টতাও স্বীকার্য্য। †

এই বাক্য আবার মহাবাক্যের অনুগত। বাক্য-সমুদায়কে মহাবাক্য বলা হয়।‡ মহাবাক্যের অর্থ উপক্রম উপসংহারাদি দ্বারা অবধারিত হয়। উপক্রম উপসংহারাদি সম্বন্ধে এই বলা হইয়াছে,—উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি, এই সকল শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্ণয়ের উপায়। অর্থাৎ আরম্ভ, শেষ, পৌনঃপুন্য, অনধিগতত্ব, ফল, প্রশংসা ও যুক্তিমত্ব, এই ছয় উপায়ের বিচারণায় শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হয়। এই প্রকার

"স চ শ্রোতৃজিজ্ঞাসানুরূপঃ (স্বরূপঃ)।" ইহার ব্যাখ্যা এই যে, "সমভিব্যাহৃত-পদস্মারিত-পদার্থ-জিজ্ঞাসা"। দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করা যাইতেছে, "ঘট আন" এই একটি বাক্য; ইহাতে 'ঘট' ও "আন" এই দুইটি পদ আছে। "ঘট" বলিলে শ্রোতার জিজ্ঞাসা বা জানিতে ইচ্ছা হয় যে, ঘট সম্বন্ধে কি করা হইবে? আনা হইবে, কি দেখা হইবে ইত্যাদি। তখন 'আন' বা 'দেখ' দ্বারা উহার জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি করিতে হয়। "আন" বলিলেও 'কি আনিব' এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তাই শাব্দিকেরা বলেন, এক পদার্থ-জ্ঞানে তদর্থান্বয় যোগ্যের যে জ্ঞান, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা। বেদান্তপরিভাষায় লিখিত আছে,—পদার্থানাং পরস্পরজিজ্ঞাসা বিষয়ত্বযোগ্যত্বম্ আকাঙ্ক্ষা"।

* সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার বলেন,—যৎপদার্থেন সহ যৎপদার্থস্যান্বয়োঽপেক্ষিতস্তয়োরব্যবধানেনোপস্থিতিঃ—আসত্তিঃ। অর্থাৎ যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অন্বয় অপেক্ষিত, সেই সেই পদের অব্যবহিতভাবে উপস্থিতিই আসত্তি। এ স্থলে মুক্তাবলীকার তত্ত্বচিন্তামণিকারের একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সে সংক্ষিপ্ত বাক্যটি এই,—"অব্যবধানেনান্বয়প্রতিযোগ্যোপস্থিতিঃ"। এই আসত্তির অভাবেও বাক্যার্থ বোধ হয় না। যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি বাক্যার্থবোধের সহায়।

† 'আত্মার্থধর্ম্ম' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছা; ইচ্ছা আত্মার ধর্ম্ম, বিপরীত বুদ্ধির অভাবকেই যোগ্যতা বলে, তাহাও আত্মার জ্ঞানবিশেষরূপ ধর্ম্ম। সুতরাং এই দুইটিই আত্মার বৃত্তি। স্বজন্যজনকত্বরূপ পরস্পর সম্বন্ধ নিবন্ধন আত্মার বৃত্তি, আত্মার ভাবপ্রকাশক বাক্যে উপচারিত না হইবে কেন?

‡ মহাবাক্য সম্বন্ধে বহুল অভিমত আছে; তদ্‌যথা,—

(১) শব্দশক্তিপ্রকাশিকার টীকায় লিখিত হইয়াছে,—"স্বঘটকানেকনামলভ্য-তাদৃশার্থ-বোধকং বাক্যং মহাবাক্যম্।" এরূপ স্থলে মহাবাক্যার্থ বোধের হেতু খণ্ড-বাক্যার্থজ্ঞান। নৈয়ায়িকগণের এই মহাবাক্য পঞ্চাবয়বোপেত ন্যায়বাক্য।

(২) মীমাংসকগণের মতে "পরস্পর-সম্বন্ধার্থকবাক্যসমুদায়রূপমেকবাক্যম্।" যেমন "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত", "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি প্রধান বাক্যই মহাবাক্য। এ স্থলে ভর্তৃহরি-প্রণীত বাক্য-পদীয়ের শ্লোকটিও উল্লেখযোগ্য। তদ্‌যথা,—

স্বার্থবোধসমাপ্তানাম্ অঙ্গাঙ্গিত্বব্যপেক্ষয়া।
বাক্যানামেকবাক্যত্বং পুনঃ সংহত্য জায়তে।

(৩) দানাদিতে অভিলাপ বাক্যকেই (সঙ্কল্পাঙ্গবাক্য) মহাবাক্য বলা হয়।

(৪) সাহিত্য-শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন,—"বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যম্"; যেমন রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশাদি।

অন্বয় ও ব্যতিরেক-বিচার-প্রণালী অবলম্বনে গতি-সামান্য দ্বারাও মহাবাক্যের অর্থ-বিনির্ণয় করা কর্ত্তব্য।*

উপক্রম উপসংহারাদিতে যে উপপত্তি বা যুক্তিমত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, উহা শুষ্কতর্কানুগৃহীত যুক্তিমত্ত্ব নহে, কিন্তু সেই শাস্ত্রোদিত কোনও প্রকারে তৎসম্ভাবনামাত্র-লক্ষণ-বিশিষ্ট যুক্তিমত্ত্বাই সুসঙ্গত বিচারপ্রণালীর সহায়। কেন না, শুষ্ক তর্ক দ্বারা শাস্ত্রের বিরোধার্থ-প্রসঙ্গের আশঙ্কা থাকে।

যে স্থলে শাস্ত্রবাক্যে বাক্যান্তর দ্বারা বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে বাক্যগুলির বলাবল বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই বলাবল দুই প্রকারে বিবেচিত হয়। যথা,—শাস্ত্রগত ও বচনগত। শাস্ত্রগত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার সমাধানের নিয়ম এই যে, "শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই গরীয়সী।"

বচনগত বিরোধের সমাধান-প্রণালী সম্বন্ধে মীমাংসা-সূত্রকার ভগবান্ জৈমিনি বলেন;—অর্থবিপ্রকর্ষ স্থলে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—ইহাদের সমবায় স্থলে ক্রমপর প্রমাণের দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে। এই সকল পারিভাষিক শব্দের নিরুক্তি এই,—শ্রুতি, শব্দ; লিঙ্গ, ক্ষমতা; বাক্য, পদসংহতি; প্রকরণ, করণ; সাকাঙ্ক্ষ স্থান, ক্রম; সমাখ্যা—যোগবল।†

---

* অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা গতি-সামান্য বিনির্ণয়ের প্রণালী অতীব সমীচীন। অন্বয় ও ব্যতিরেক শব্দ দুইটির নানাপ্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। এ স্থলে একরূপ ব্যাখ্যা মাত্র প্রদত্ত হইতেছে। অন্বয়—কারণাধিকারে কার্য্যস্য সত্ত্বম্—যথা যৎসত্ত্বে (কারণসত্ত্বে) যৎসত্ত্বম্ (কার্য্যসত্ত্বম্) ইত্যন্বয়ঃ।

ব্যতিরেক—কারণাভাবাধিকরণে কার্য্যাসত্ত্বম্ যথা—যদভাবে যদভাবঃ। অন্বয়ব্যতিরেকের সরল অর্থ এই যে, যাহা থাকিলে যাহা হয় এবং যাহা না থাকিলে যাহা হয় না, এইরূপ বিচারণা-প্রণালীই অন্বয়-ব্যতিরেকানুসন্ধান-প্রণালী। ইহা দ্বারা বাক্যসমূহের সমগতিত্ব নির্ণয় করাই মহাবাক্যার্থ অবধারণের উপায়রূপে কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১০ সূত্রে "গতিসামান্যাৎ" এই সূত্রটি দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বেদান্তবাক্যসমূহের ব্রহ্ম, অভিমুখেই তুল্য গতি। যেমন সকলেরই চক্ষু রূপ গ্রহণ করে, রস গ্রহণ করে না, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বেদান্ত-বাক্যও তুল্যভাবে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

† মীমাংসা-দর্শনের যে সূত্রানুবাদে উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, উহা শ্রুতি আদির পূর্ব্ব পূর্ব্ব বলীয়স্ত্ব অধিকরণভুক্ত। উহাদের দুইটি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ভাষ্যকার শবর বলেন, একার্থবৃত্তিত্বদ্বারা যুগপৎ অসম্ভবাৎ দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সম্প্রধারণা। তত্র শ্রুতিলিঙ্গয়োঃ কিং শ্রুতির্বলীয়সী? আহোস্বিল্লিঙ্গম্?" এইরূপ লিঙ্গে বাক্যে, বাক্যে প্রকরণে, প্রকরণে স্থানে এবং স্থানে সমাখ্যায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলেই পূর্ব্বটিই বলবৎ হইবে, পরেরটি দুর্ব্বল হইবে।

শাবর ভাষ্যে এই পদগুলির নিম্নলিখিতরূপ অর্থ করা হইয়াছে,—শ্রুতিঃ যদর্থস্য অভিধানং শব্দস্য শ্রবণমাত্রাৎ এব অবগম্যতে স শ্রুত্যাবগম্যতে, শ্রবণং শ্রুতিঃ।

লিঙ্গং—যৎ তাবৎ শব্দস্য অর্থ অভিধাতুম্ সামর্থ্যম্—তল্লিঙ্গম্।

বাক্যম্—সংহত্য অর্থমভিদধতি পদানি—বাক্যম্।

এই বিরোধকেও পরোক্ষবাদাদি নিবন্ধন (বেদবাদ নিবন্ধন) মনে করিয়া ইতর বাক্যকে বলবদ্‌বাক্যের অনুগত বোধ করিয়াই অর্থ করিতে হইবে। পরোক্ষবাদনিবন্ধন বিরোধিতের অচিন্ত্যত্ব যে যুক্তির অগোচর, তাহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে সকল ভাব অচিন্ত্য, তাহাদের সহিত তর্ক যোজনা চলে না, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। চিন্তাত্ত্ব সম্বন্ধেও যদি যুক্তির অবকাশ থাকে, তবে তাহা থাকুক, কিন্তু আমাদের তাহাতে আগ্রহ নাই। বেদেরই সর্ব্বপ্রকার প্রামাণ্য। শাঙ্করভাষ্যেও লিখিত আছে—আগমবলেই ব্রহ্মবাদী কারণাদিস্বরূপ নিরূপণ করেন। আগমবাদীদের পক্ষে যথাদৃষ্ট ব্যাপার অবলম্বন করিয়া কারণ-সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়ম নহে।

সুতরাং বেদ অলৌকিক শব্দ। যাহা অলৌকিক নিবন্ধন অচিন্ত্য, তাহাই বেদের পরম প্রতিপাদ্য। সেই অনুসন্ধানীয় বেদে উপক্রম উপসংহারাদি প্রণালী-সম্মত বিচারে সর্ব্বোপরি যে বস্তু উপপন্ন হয়েন, তাহাই উপাস্য ইতি।

মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে এইরূপে বেদ-প্রমাণ-নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক "তত্র চ বেদস্য" এইরূপে বাক্যারম্ভ করিয়া উত্তর করা হইয়াছে। 'সম্প্রতি' (কলিকালে) বেদের প্রচার না থাকায় এবং মানুষের মেধার হ্রাস হওয়ায় বেদ এখন দুষ্পার হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার পরে ইতিহাস পুরাণাদির বেদত্ব প্রদর্শন করিয়া মূল গ্রন্থে এ সম্বন্ধে উপসংহার করা হইয়াছে।

ব্রহ্মতত্ত্বাদি পরিজ্ঞানে পুরাণাদি স্মৃতিপ্রমাণকে বেদরূপে গ্রহণ করা যায় কি না, এই আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের পূর্ব্বপক্ষাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলা

প্রকরণম্—কর্ত্তব্যস্য ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষস্য বচনং—প্রকরণম্।

ক্রমঃ—অনেকস্য আম্নায়মানস্য সন্নিধিবিশেষাম্নানমাত্রং হি ক্রমঃ।

সমাখ্যা—লৌকিকশ্চ শব্দঃ সমাখ্যা।

অর্থসংগ্রহকার লৌগাক্ষিভাস্কর অর্থসংগ্রহ গ্রন্থে বিধিবাক্যের এই ষট্ প্রমাণের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহার মতে (১) "নিরপেক্ষরবই—শ্রুতি"। বিধাত্রী, অভিধাত্রী ও বিনিযোক্ত্রীভেদে শ্রুতি ত্রিবিধা। বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি আবার ত্রিবিধা—বিভক্তিরূপা, একাভিধানরূপা এবং একপদরূপা।

(২) "শব্দসামর্থ্যই" লিঙ্গ; "সামর্থ্যং সর্ব্বশব্দানাং লিঙ্গমিত্যভিধীয়তে" ইতি।

(৩) বাক্য—সমভিব্যাহারই বাক্য। (৪) প্রকরণ—উভয়াকাঙ্ক্ষা প্রকরণ। প্রকরণ দ্বিবিধ—মহাপ্রকরণ ও অবান্তরপ্রকরণ।

স্থান—দেশসামান্য স্থান। ইহা দ্বিবিধ—পাঠসাদেশ্য ও অনুষ্ঠান-সাদেশ্য। স্থানের অপর নাম ক্রম। শবরভাষ্যে স্থানের আলোচনায় ক্রম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সমাখ্যা—যৌগিক শব্দই সমাখ্যা। সমাখ্যা দ্বিবিধ—বৈদিকী সমাখ্যা ও লৌকিকী সমাখ্যা।

এই সকল বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা শাবর ভাষ্য, ভট্টবার্ত্তিক, শাস্ত্রপ্রদীপ ও পরবর্ত্তী মীমাংসা নিবন্ধকারগণের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। লৌগাক্ষি ভাস্করের অর্থসংগ্রহেও সবিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

হইয়াছে,—"এই বিষয়ে স্মৃতির অনবকাশ-দোষপ্রসক্তি হইতেছে", যদি এই কথা বল, তাহার উত্তর এই যে—না; সে দোষের আশঙ্কা নাই। কেন না, বেদ-মূলত্ব ভিন্ন অপর স্মৃতিরই দোষ প্রসঙ্গ করা হইয়াছে।

এই ন্যায় অনুসারে সাংখ্যস্মৃতিবৎ অন্যান্য স্মৃতিবিরোধ-দোষ এ স্থলে আপতিত হয় না।

যদি বল, "ব্রহ্মমীমাংসায় আর একটি সূত্র আছে। যথা—'ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ' অর্থাৎ স্মার্ত্ত মতটি গ্রাহ্য নহে, যেহেতু উহাতে জগৎকারণের ঈক্ষিতত্ব চেতনত্বাদি ধর্ম্ম-বিহীনতারই সমর্থন সঙ্কল্প করা হইয়াছে। এই অচেতন 'প্রধান'—স্মৃত্যুক্ত, কিন্তু শ্রুত্যুক্ত নহে—শ্রীবাদরায়ণ ইহাই প্রতিপাদন করিতে গিয়া পুরাণগুলিতে প্রাধানিক প্রক্রিয়াংশের প্রাধান্য দেখিয়া উহাদিগকেও স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।"

এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, পুরাণে প্রাধানিক প্রক্রিয়া আছে বটে; সে প্রধান স্বতন্ত্র নহে। শ্রীবাদরায়ণ যে প্রধান সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র। তিনি প্রধান প্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনকেই এতাদৃশ অপ্রমাণ স্মৃতিরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

"তদধীনত্বাৎ অর্থবৎ" অর্থাৎ তাঁহার অধীন হইয়াই প্রধান সার্থক হয় (নচেৎ স্বতন্ত্র প্রধানের সার্থকতা নাই)। এই সূত্রে প্রধানকে পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া জানা যায়, "অব্যাকৃতাদি" * উহার অপর পর্য্যায় (পরমেশ্বর অধীন প্রধান, নিজে ব্যাকৃত হইতে জানেন না, তাই তিনি অব্যাকৃত)।

স্বতন্ত্র প্রধানের বিষয় যদি চ কোন পুরাণেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা স্মৃতি-সাধারণান্তর্গত নহে। সুতরাং ইহা দ্বারা পুরাণাদিরও বেদত্ব সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইল। †

মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে একটি আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান করা হইয়াছে। আশঙ্কাটি এই যে, যদি শ্রীভগবান্ ব্যাস সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বপুরাণের অর্থ নির্ণয় করার জন্যই ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তবে তদবলোকনেই ত সর্ব্বার্থ নির্ণয় হইতে পারে? তবে অন্য সূত্রকার মুনির অনুগত জনেরা তাহা মানেন না কেন? এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত গূঢ়ার্থ, অল্পাক্ষর-বিশিষ্ট সূত্রসমূহের নানা জনে নানা প্রকার অর্থ করেন; সুতরাং এ বিষয়ের সমাধান কিরূপে হইবে? তাহা হইলেই সমাধান হয়, যদি সর্ব্ববেদ ইতিহাসে ও পুরাণার্থের সারভূত ব্রহ্ম-সূত্রোপজীব্য কোন একতম অপৌরুষেয় পুরাণ এ জগতে প্রচররূপ হয়।

এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতই তাদৃশ পুরাণ। স্কন্দপুরাণ ও মৎস্য-পুরাণে উহার প্রমাণ আছে। (প্রমাণগুলি মূল গ্রন্থে তত্ত্বসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য)।

---

* যথা শ্রীভাগবতে—"অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতঃ" ইত্যাদি। শ্রীধরস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন,—"অব্যাকৃতস্য প্রধানস্য গুণানাং ক্ষোভাৎ" ইত্যাদি।

† এ সম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ ও বিচার মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

স্কন্দপুরাণে যে সারস্বত কল্পে ভগবল্লীলার কথা অর্থাৎ "যে নরাঃ্‌মরাঃ"* ইত্যাদি শ্লোকে ভগবদ্ভক্ত দেবমনুষ্যের কল্পান্তরীয় ভগবৎকথার উল্লেখ আছে, উহা প্রায়িক। যেখানে "পাদ্মকল্পমথ শৃণু" ইত্যাদি বিশেষ বাক্য আছে, তাহাও কল্পান্তরীয় কথা বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে, অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশের পর মহাভারত প্রকাশিত হয়। উহা শ্রীভাগবত-বিরোধি এবং পুরাণবর্ণিত 'ভারতার্থবিনির্ণয়' বলিয়া যে ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তদুক্তিরও বিরুদ্ধ। মহাভারত পূর্ব্বকৃত, তৎপরে উহা জন্মেজয় প্রভৃতিতে প্রচারিত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। মূল গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভে এইরূপে প্রমাণপ্রকরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর প্রমেয়-প্রকরণান্তে "অথ নমস্কুর্ব্বন্নেব" (মূল তত্ত্বসন্দর্ভ, ২৯ অঙ্ক) ইহা সূত্রস্থানীয় আভাসবাক্য। বিষয়স্থানীয় শ্রীভাগবত-বাক্যের সমাপ্তিতে এই আভাস-বাক্যের অঙ্ক-বিন্যাস করা হইয়াছে। সুতরাং এই অঙ্কবিন্যাস মূল গ্রন্থে গৃহীত ভাগবতবাক্যের সঙ্গতি-গণনাসূচক। এই অঙ্কবিন্যাস ক্রমসন্দর্ভের অঙ্কুর। এই অঙ্কবিন্যাসবিশেষের অর্থ এই যে, যে স্থলে ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই অঙ্কবিন্যাস করা হইয়াছে।

তত্ত্বসন্দর্ভের ২৯ অঙ্কের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে, "শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্"। যে ভাগবতীয় পদ্য ব্যাখ্যার অন্তে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, সেই পদ্যটি দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক। কিন্তু এ স্থলেও শ্রীসূতই শৌনককে বলিতেছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের শৌনকের প্রশ্নে সূতই "ভক্তিযোগেন মনসি" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা শৌনককে উপদেশ করিতে আরম্ভ করেন। চূর্ণিকা-বাক্যে এই অন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপরও যেখানে তত্ত্বসন্দর্ভে "শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্" এইরূপ বাক্যাংশ দৃষ্ট হইবে, এইরূপেই তত্তৎ স্থলেও তাহার অর্থও বুঝিতে হইবে।

এই ব্যাখ্যার পরে "যর্হ্যেব যদ্যোকং" ইত্যাদি যে সকল বাক্য (৩৫ অঙ্কে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বাক্যব্যাখ্যা পরমাত্মসন্দর্ভে বিবৃত হইবে। শ্রীভাগবতের ১।৭।৫ শ্লোকে লিখিত আছে,—

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—"মায়য়া সম্মোহিতঃ স্বরূপাবরণেন বিক্ষিপ্তঃ পরোঽপি গুণত্রয়াদ্ব্যতিরিক্তোঽপি তৎকৃতং ত্রিগুণাত্মাভিমানকৃতং অনর্থং কর্ত্তৃত্বাদিকঞ্চ প্রাপ্নোতি।"

---

* সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরাঃ্‌মরাঃ।
তদ্‌বৃত্তান্তোদ্ভবং পুণ্যং পুণ্যোদয়সমন্বিতম্॥—স্কন্দ, প্রভাস, ২অ°, ৪০ শ্লো°।

তত্ত্বসন্দর্ভে এই অভিমত খণ্ডন করা হইয়াছে। পরমাত্মসন্দর্ভে ইহার সবিশেষ বিচার করা হইয়াছে। এ স্থলে সর্ব্বসম্বাদিনীকার এ সম্বন্ধে ইঙ্গিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই ;— এইরূপ ব্যাখ্যান শ্রীশুকহৃদয়বিরোধি। স্বামোক্ত ব্যাখ্যানুরূপে যদি ভগবানের অবিস্তাময় বৈভব হয়, তাহা হইলে শ্রীশুকদেব তাঁহার লীলায় আকৃষ্ট হইবেন কেন? মূলে ভগবৎ-সন্দর্ভেও ইহার সুষ্ঠু বিচার করা হইয়াছে।

অতঃপর মূলে ৬০ অঙ্কধৃত "সর্গোঽস্য" ইত্যাদি বাক্যসমূহের অবসানে লিখিত হইয়াছে,—"অতঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽর্থাঃ" অর্থাৎ যদিও প্রায়শই সকল স্কন্ধেই সকল প্রকার অর্থ গৌণ ভাবেই হউক বা মুখ্য ভাবেই হউক, নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু মুখ্যভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় স্কন্ধে সর্গ; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধে বিসর্গ; "কামাদ্‌ভিঃ জগৃহুঃ যক্ষরক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্-সমুদ্ভবাম্" ইত্যাদি বাক্যে তৃতীয় স্কন্ধেও বিসর্গ কথিত হইয়াছে। বেদাদি-প্রেরণাজনিত বাক্যদ্বারা সপ্তম ও একাদশ স্কন্ধে বর্ণাশ্রমাচার-ধর্ম্মকথনে পুরাণ-লক্ষণের "বৃত্তি" বর্ণিত হইয়াছে। অপর লক্ষণ "রক্ষা",—সকল স্কন্ধেই প্রাপ্য। অষ্টম স্কন্ধাদিতে মন্বন্তর; "বংশ" ও "বংশানুচরিত," চতুর্থ ও নবমাদিতে; 'সংস্থা'—একাদশে ও দ্বাদশে; "হেতু"— শ্রীকপিলদেবাদির বাক্যে তৃতীয় স্কন্ধে এবং তদ্ব্যতীত একাদশ স্কন্ধেও প্রাপ্য; এবং আশ্রয়, দশম স্কন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

মূলে ৬২ অঙ্কে প্রলয়-লক্ষণ বলা হইয়াছে। নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক-ভেদে প্রলয় চতুর্ব্বিধ। এই সকল প্রলয়-লক্ষণ দ্বাদশ ও চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। মন্বন্তর অন্তেই প্রলয় হয়; যথা, শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রথম কাণ্ডে বজ্র বলিলেন—হে মহাভাগ দ্বিজ, মন্বন্তর পরিক্ষীণ হইলে যে প্রকার সমাবস্থা (প্রলয়) উৎপন্ন হয়, আপনি তৎসম্বন্ধে বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—"মন্বন্তর পরিক্ষীণ হইলে নিষ্পাপ মন্বন্তরের ঈশ্বরগণ মহর্লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থান করেন। হে যদুনন্দন, ইন্দ্র সহ দেবগণ ও মনু, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম-লোক হইতে পুনরাবর্ত্তন ঘটে না। সপ্তর্ষিগণও এই স্থলেই অবস্থান করেন। কেবল ব্রহ্ম-লোকের অধিকার ব্যতীত অপরাপর সকল বিষয়েই ইঁহারা ব্রহ্মার সদৃশ হইয়া তথায় বিরাজ করেন। তখন তরঙ্গমালাশোভী একমাত্র মহাবেগ জলরূপ মহেশ্বর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থ-সমূহকে আবৃত করিয়া বিরাজিত রহেন। হে যাদব, ভূর্লোকাশ্রিত সর্ব্বপদার্থ তখন বিনষ্ট হয়। হে রাজেন্দ্র, কেবল মহেন্দ্র, মলয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলাচল এই প্রলয়ে বিনষ্ট হয় না। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ একবারে বিধ্বস্ত হয়। হে যাদব, তখন মহাদেবী নৌকারূপ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার বীজ ধারণ করেন। দেবদেব জগৎপতি সেই নৌকাখানিকে অবলীলাক্রমে স্থানে স্থানে আকর্ষণ করিয়া লয়েন। সেই নৌকাকর্ষক দেবদেব জগৎপতি অচ্যুতকে তাঁহার বিবিধ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া স্তব করেন। অমিতবিক্রম মৎস্যদেব জলবেগে তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে পরিচালিত করিয়া হিমাদ্রি-শিখরে লইয়া গিয়া তথায় বন্ধন করেন এবং তিনি স্বয়ং অদৃশ্য হয়েন। তখন ঋষি ও মনুগণ তথায় অবস্থান করেন।

যাবৎ এইরূপ প্রক্ষালন-ক্রিয়া হয়, তাবৎকাল কৃতযুগ তুল্য। হে নরাধিপ, অতঃপর জলরাশির বেগ প্রশমিত হয়, আবার পূর্ব্ববৎ অবস্থা হয়। সেই ঋষি ও মনুগণ আবার সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। হে যদুগণনাথ, মন্বন্তরান্তে জগতের যে অবস্থা হয়, আমি তোমাকে তাহা বলিলাম। অতঃপরে তোমার নিকট আর কি বলিতে হইবে, সংক্ষেপে তাহা বল।"

সকল মন্বন্তরেই এইরূপ সংহার-কার্য্য হইয়া থাকে, শ্রীহরিবংশে ও উহার টীকায় তাহা স্পষ্টরূপেই বিবৃত হইয়াছে। শ্রীভাগবতেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্বন্তরে প্রলয় বর্ণিত হইয়াছে। তদ্‌যথা,—"চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রাক্‌সৃষ্টি কাল দ্বারা বিধ্বস্ত হইলে দেবপ্রেরিত দক্ষ প্রয়োজনানুসারে প্রজা সৃষ্ট করিলেন" ইত্যাদি। অপিচ,—"চাক্ষুষমন্বন্তরের প্লাবন-সময়ে নারায়ণ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া মহীরূপ নৌকায় উত্তোলনপূর্ব্বক বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। ভারততাৎপর্য্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—"মৎস্যরূপধারী দেবদেব নারায়ণ" ইত্যাদি। শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে শৌনক-বাক্যেও এই কথা জানা যায়; যথা,—"এই বর্ত্তমান কল্পে আমাদের কুলেই ভার্গবপ্রবর জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং অধুনা নিশ্চয়ই কোন প্রকার প্রলয় ঘটে নাই।" এখানে শৌনক যে প্রলয়ের কথা অস্বীকার করিলেন, উহা কল্পান্তপ্রলয়-বিষয়ক। "কল্পান্ত-প্রলয় দ্বারা জগৎ বিধ্বস্ত হয়' শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে। মন্বন্তর-প্রলয়ে ভাবী মনু প্রভৃতি বিনাশ হয় না। ষষ্ঠ স্কন্ধে জানা যায়,—"মন্বন্তর-প্রলয়ে ত্রৈলোক্য পর্য্যন্ত মজ্জিত হয়, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য প্রলয়ও আছে।" অষ্টম স্কন্ধে মৎস্যদেব বলিতেছেন—"ত্রৈলোক্য যখন প্রলয়-সলিলে নীয়মান হইবে, তখন আমার প্রেরিত একখানি বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে।"

এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই উক্ত অধ্যায়ে শ্রীশুক বলিয়াছেন,—"যোঽসৌ অস্মিন্ মহাকল্পে"। কল্প শব্দ প্রলয়মাত্রবাচী। উহার পূর্ব্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইলে মন্বন্তরান্তর প্রলয় বুঝায়। অমরকোষে সম্বর্ত্ত, প্রলয়, কল্প, ক্ষয়, কল্পান্ত ইত্যাদি শব্দ এক পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং ত্রৈলোক্যমজ্জন নিবন্ধন দৈনন্দিন প্রলয়ের ন্যায় ব্রহ্মাও সেই সত্যযুগ-সমকাল-প্রলয়ে শ্রীনারায়ণের নাভিকমলে বিশ্রাম করেন। দৈনন্দিন প্রলয়ে নিশা যেমন বিশ্রাম-সময় বলিয়া গণ্য হয়, মন্বন্তর-প্রলয়ে ব্রহ্মার এই বিশ্রাম-সময়ও তেমনি ব্রাহ্মী নিশা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্য মজ্জনের সময়ে যে সকল দেবাসুরাদির ভোগ পরিসমাপ্ত না হয়, তাঁহারা উক্ত নৌকা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। সত্যব্রতের প্রতি শ্রীমৎস্যদেবের বাক্যই এখানে উদাহরণস্বরূপ; তদ্‌যথা,—"তুমি সেই সময়ে সর্ব্বপ্রকার ওষধি এবং উচ্চাবচ সকল প্রকার বীজ লইয়া, সর্ব্বসত্ত্বগণ দ্বারা উপবৃংহিত হইয়া এবং সপ্তর্ষিগণ-পরিবৃত হইয়া নৌকায় আরোহণ করিবে।"

তত্ত্বসন্দর্ভে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক, এই চতুর্ব্বিধ প্রলয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে এই যে মন্বন্তর-প্রলয় প্রদর্শিত হইল, ইহা উক্ত চারি প্রকার প্রলয়ের অতিরিক্ত নহে। এতদ্ব্যতীত অকস্মাৎ প্রলয়ের বিষয়ও শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর সৃষ্ট্যারম্ভে, তথা ষষ্ঠ মন্বন্তর মধ্যে প্রাচেতস দক্ষ-দৌহিত্র হিরণাক্ষ্য-বধে এই অকস্মাৎ প্রলয়ের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় স্কন্ধে* একজাতীয় লীলা বলিয়া ঐক্যরূপেই উভয়টি বলা হইয়াছে। পাদ্ম ও ব্রাহ্ম কল্পের যেমন কোন কোন স্থলে সাঙ্কর্য্য দৃষ্ট হয়, এই প্রলয়-সাঙ্কর্য্যও তদ্রূপ। শ্রীভাগবতের ২।১০।৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "হরির যোগনিদ্রার পশ্চাৎ স্বীয় উপাধি সহ জীবের যে লয়, তাহাই নিরোধ।" এই লক্ষণটি উপলক্ষণ মাত্র; কেন না, নিত্য প্রলয়ে উহার ব্যাপ্তি নাই।

এক্ষণে সন্দর্ভের উপসংহার করিয়া বলা হইয়াছে, "উদ্দিষ্টঃ সম্বন্ধঃ" (তত্ত্বসন্দর্ভ, ৩২ অঙ্ক)। ইহার অর্থ এই যে, পরমতত্ত্বই সম্বন্ধি। তৎসম্বন্ধে এই সন্দর্ভে দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইল। এই সম্বন্ধি পরমতত্ত্ব,—শাস্ত্রবাচ্য। ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা যে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়, ইতঃপূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা বিবৃতরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। এখন বিবৃত-রূপে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভই এই পরমতত্ত্বের বাচক। এ স্থলে উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য—"বেদ্যং বাস্তবম্" (ভাঃ ১।১।২ বাস্তব অর্থ বস্তু); 'সর্ব্ববেদান্তসারম্' (ভাঃ ১২ স্কন্ধে) অভ্যাস; "অত্র সর্গ" ইত্যাদি (ভাঃ ২।১০।১) অপূর্ব্বতা; "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ" (ভাঃ ১।২।১১) অন্য কোন প্রমাণের অধিগত নহে বলিয়া ইহাই হইতেছে অর্থ-বাদ। "শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" (ভাঃ ১।১।২) হইতেছে ফলশ্রুতি; (এইরূপ বাক্য আরও অনুসন্ধেয়); "দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং" (ভাঃ ২।১০।২) ইহাই হইতেছে উপপত্তি।

মূল শ্লোকের বঙ্গার্থ এইরূপ,—

১। বিভজন অর্থ—দান।

২। বিশ্বে যে সকল বৈষ্ণব রাজা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সভায় যে "সভাজন" অর্থাৎ সম্মান, সেই সম্মানের ভাজন অর্থাৎ পাত্র।

৩। অনুশাসন, আজ্ঞা বা শিক্ষা—তদ্রূপা যে ভারতী (বাক্য), তদ্‌গর্ভক অর্থাৎ তদ্‌যুক্ত।

পরিসমাপ্তি-বাক্যের অর্থ—

যিনি কলিযুগের জীবগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত আত্মভজন-সুখবিতরণার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর, বিশ্ব-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ জনসমূহের সম্মানভাজন শ্রীরূপসনাতনের উপদেশ-গর্ভ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে তত্ত্বসন্দর্ভ নামক প্রথম সন্দর্ভ।

ইতি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভানুব্যাখ্যা সর্ব্বসম্বাদিনীর তত্ত্বসন্দর্ভবঙ্গানুবাদ।

---

* তৃতীয় স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের টীকার মুখবন্ধে শ্রীধরস্বামীও এই আকস্মিক প্রলয়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

ত্রয়োদশে সিসৃক্ষায়াং মনোরাকস্মিকপ্লুতাম্।
ধরামুদ্ধর্ত্তুমুদ্ভূতাৎ ক্রোড়াদ্দৈত্যোত্রসূদনঃ॥

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

অতঃপর শ্রীভগবৎসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল।

মূল গ্রন্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভের উপক্রমণিকার প্রারম্ভে যে "তৌ" পদ আছে, উহার অর্থ—"পূর্ব্বরীত্যনুসারে প্রসিদ্ধ"।

ইহার পরে "অথৈবম্" বাগ্‌বিভাগে (প্যারাগ্রাফে) যে 'সত্ত্ব' পদ আছে, উহার অর্থ—'প্রকাশ'।

মূল গ্রন্থের ১০ম বাগ্‌বিভাগে শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'তস্মৈ স্বলোকং' (২।৯।৯) এই শ্লোক ব্যাখানে এবং 'সত্ত্বরজস্তমঃ' (শ্রীভাগ, ১২।৮।৪৫) ইত্যাদি মার্কণ্ডেয়-বাক্যে কেহ কেহ অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন; সেই ব্যাখ্যার প্রতিকূলে শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—যদি বল, ব্রহ্মা ও রুদ্রও ত আমারই মূর্ত্তি, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমার প্রতি এত অধিক আদর প্রদর্শন কর কেন? শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে মার্কণ্ডেয়-বাক্যে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—"যদিও তোমারই মায়াকৃত এই সকল লীলা এবং তুমিই এই সকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, তথাপি তোমার যে সত্ত্বময়ী মূর্ত্তি, তাঁহার উপাসনাই মোক্ষপ্রাপ্তির হেতুভূতা।"

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকার সদাচার দ্বারা এই উক্তির দৃঢ়তা প্রদর্শন করার জন্য উক্ত পদ্যের পরবর্ত্তী পদ্যে বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যতোঽভয়মুতাত্মসুখং ন চান্যৎ॥

অর্থাৎ ভজনকুশল সাত্বতগণ তোমার শ্রীনারায়ণাখ্য শুক্ল তনুর এবং তোমার ভক্তগণের নরাখ্য শুক্ল তনুর ভজন করেন। যেহেতু সাত্বতগণ কেবল ঈশ্বরের সত্ত্বরূপই মনে ধারণা করেন—রজোময় বা তমোময় রূপ তাঁহাদের গ্রাহ্য নহে। ইহার হেতু এই যে, সত্ত্বে বৈকুণ্ঠ-লোক। কিন্তু বৈকুণ্ঠ একটি 'লোক' বলিয়া অভিহিত হইলেও, এ লোকে কোন ভয় নাই, এখানে ভোগ থাকিলেও সে ভোগ সুবিমল আত্মানন্দ-সুখেই পর্য্যবসিত হয়।

প্রাকৃত সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণের অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণ স্বরূসতঃই ভগবদ্দেহের ত্যাজ্য।*

---

* ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অন্তর্গত যে মিশ্র সত্ত্বগুণের উল্লেখ আছে, সে সত্ত্বগুণ উহার স্বকীয় ভাবেই জড়ীয়, সুতরাং উহা শ্রীভগবদ্দেহের গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

শ্রীমদ্‌বীররাঘবাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ের ৪৫ শ্লোক ব্যাখ্যায় ইহার অর্থ সুস্পষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন,—ভগবদ্দেহে যে সত্ত্বগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত। যেহেতু, সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। অর্থাৎ যে স্থলে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণরূপে গৃহীত হয়, তৎস্থলোক্ত

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে ভগবদাবির্ভাব-প্রকরণ*-সমাপ্তিতে প্রাগুক্ত বাক্যের চূর্ণিকা হইতে পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বিষয়টি বিচার্য্য। অদ্বয়বাদিগণ বলেন—"স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিত জ্ঞানই পরতত্ত্ব"—শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।১১ শ্লোকটিতে এই কথাই পাওয়া যায়; যথা,—"বদন্তি তং তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌" ইত্যাদি। এ স্থলে 'অদ্বয়' পদটি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার "জ্ঞান"ই যে পরমতত্ত্ব, তাহাই উপলব্ধ হইতেছে, অর্থাৎ স্বজাতীয়-বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদ-রহিতত্বই অদ্বৈতত্ব। তাদৃশ অদ্বয়-জ্ঞানই পরম-তত্ত্ব।

ভগবদ্‌বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদীর পূর্ব্বপক্ষ কিন্তু এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইল, উহা ভাবসাধন।†

যদি ভাব-সাধনরূপেই জ্ঞান পদটিকে ধরিয়া লওয়া হয় এবং উক্ত পদের সহিত অদ্বয় পদটি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত করিয়া অর্থবোধ করিতে হয়, তবে উহার অনন্তত্ব ও সত্যত্ব অর্থই উপপন্ন হয়। অন্যথা কারকসাধনে জ্ঞেয়-জ্ঞান ও উহার সাধনসমূহজাত প্রবিভাগে, উক্ত জ্ঞানের সান্তত্বই সংঘটিত হয়। আবার সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব-সাধনে, কর্ত্তৃত্ব হেতু বিক্রিয়মাণের করণাদি সাধনে বাস্যাদির ন্যায় জ্ঞানের জড়ত্বই প্রতিপন্ন হয়, সুতরাং অসত্যত্ব ঘটে।‡

সত্ত্ব ভগবদ্দেহের গুণ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। এই প্রমাণাবলম্বনে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই,—

তৎ সত্ত্বং শ্রীভগবদ্বিগ্রহে প্রতিষিদ্ধম্‌, তথাপ্যত্র সত্ত্বমিতি যা মায়া রজস্তমশ্চেতি চ যা মায়া তাভ্যাং মায়াভ্যাং কৃতা ইতি যোজ্যম্‌। তত্র সত্ত্বশব্দেন স্বসত্ত্বাভাসকং সত্ত্বম্‌—গুণসত্ত্বাদ্বিলক্ষণম্‌ ইত্যুক্তম্‌ 'শুদ্ধসত্ত্বময়ং';—ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতিদ্রব্যবিলক্ষণং বিবক্ষিতম্‌ ইত্থং যোজনার্থমেব ইত্যাদি।

সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় সত্ত্ব অর্থে "প্রকাশ" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌-বীররাঘবের ব্যাখ্যাতেও আমরা তাহাই পাইতেছি—অর্থাৎ এই প্রকরণে সত্ত্ব শব্দের অর্থ শ্রীভগবানের স্বসত্ত্বা-ভাসক।

* দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে ভগবদাবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোক ব্যাখ্যার প্রারম্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় তত্ত্বসন্দর্ভনাম্নী ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"সার্দ্ধদশভিঃ পদ্যৈর্ভগবদা-বির্ভাবমাহ"।

† এ স্থলে "ভাব" পদের অর্থ বিচার্য্য। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীমৎগদাধর ভট্টাচার্য্য ব্যুৎপত্তিবাদে আখ্যাতার্থ-বিনির্ণয়ে লিখিয়াছেন,—"ইতরাবিশেষণতয়া ক্রিয়াবোধপরত্বম্‌"—অর্থাৎ অন্য কোন বিশেষণতা-পরিবর্জ্জিত কেবল ক্রিয়ামাত্রবোধ-পরত্বই "ভাব"। বৈয়াকরণগণ ক্রিয়াকে ভাব বলেন; যথা যাস্কনিরুক্তে—"ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্‌", "ভাবকর্ম্মণোঃ" (১।৩।১৩): এই পাণিনি-সূত্রে 'ভাব' পদের অর্থ 'ক্রিয়া'। বালমনো-রমাকার—"ভাবঃ ভাবনা ক্রিয়েতি পর্য্যায়াঃ"। এ স্থলে শ্রীমৎ গদাধর-ব্যাখ্যাত অর্থটিই মনোরম। স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-বিশেষণ-বিরহিত জ্ঞানটি এ স্থলে "ইতরাবিশেষণতয়া ক্রিয়াবোধপরত্বম্‌"।

‡ তাৎপর্য্যার্থ এই যে, জ্ঞা ধাতু হইতে 'জ্ঞান' পদ উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা—জ্ঞান মাত্রই উহার ভাব-সাধনগত অর্থ। অদ্বয় বিশেষণ সহ জ্ঞানপদ ব্যবহৃত হওয়ায় উহার অনন্তত্ব ও সত্যত্ব বোধ জন্মায়। কিন্তু কারকসাধনের প্রবিভাগে সেই অনন্তত্ব বিভাগে "সান্ত" হইয়া পড়ে। প্রবিভাগত্ব, কারকীয় ব্যাপার। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকার লিখিয়াছেন,—"পতপ্রভৃতিধাত্বর্থে পতনাদৌ পঙ্কম্যাদ্যুপস্থাপিতো বিভাগাদিঃ প্রকারীভূয় ভাসতে ইতি তত্তৎধাতূপস্থাপিত-তত্তৎক্রিয়ায়াং বিভাগাদিকং প্রকৃতেঃ কারকম্‌"।

এই জ্ঞানের অপর পর্য্যায়—জ্ঞপ্তি ও অববোধ। এই জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিবিশিষ্ট, এরূপ কল্পনাও করিতে পার না। যদি বল, আগন্তুক শক্তিবিশিষ্টতা সম্বন্ধে কল্পনা নাই বা করিলাম, কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপশক্তি আছে, এ কথা ত বলিতে পারি। মায়াবাদী তদুত্তরে বলেন,—তাহাও বলিতে পার না। তুমি যাহাকে স্বরূপ-শক্তি বলিতে চাহ, সেটি কি? সেটি জ্ঞানের

সুতরাং জ্ঞান পদটির ভাবসাধন ছাড়িয়া দিয়া যখন উহার কারকসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন এই অনন্তত্ব অর্থবোধ তিরোহিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে কারবার্য বিভাগে উহার সান্তত্ব অর্থেরই প্রতীতি হয়। আবার সেইরূপ কর্তৃকরণ সাধনে উহার স্বকীয় ভাব জ্ঞানের স্থলে জড়ত্বাদি উপনীত হয়। অতএব অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কারক-সাধনের বিষয়ীভূত নহে। মায়াবাদী অদ্বৈতীরা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদনের জন্য অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের কারকসাধনের পক্ষপাতী নহেন। সর্ব্বসংবাদিনীকার বাস্যাদির ন্যায় জড়ত্ব সম্বন্ধে যে উদাহরণ দিয়াছেন, শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামীও এই উদাহরণটি দ্বারা উক্ত বিষয়ের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্‌যথা,—"তদেব দ্বেধা দর্শয়তি—দৃশ্যানাং জড়ানাং বুদ্ধ্যাদীনাং দর্শনং স্বপ্রকাশং দ্রষ্টারং বিনা ন ঘটতে ইত্যনুপপত্তিমুখেন লক্ষণৈঃ স্বপ্রকাশান্তর্যামিলক্ষকৈঃ। তথা বুদ্ধ্যাদীনি কর্তৃপ্রয়োজ্যানি করণত্বাৎ বাস্যাদিবৎ ব্যাপ্তিমুখেনানুমাপকৈঃ"। স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা ব্যতীত জড়বুদ্ধি আদির দর্শন-ক্ষমতা ঘটে না। বুদ্ধ্যাদি কর্ত্তারই প্রয়োজ্য—ইহারা বাস্যাদিবৎ করণ মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে একটি শ্লোক আছে, সেই শ্লোকটিতে জ্ঞানতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে; তদ্‌যথা,—

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগ্‌ব্যবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণং অনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমব্যয়ম্॥

ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—"'ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন' ইত্যুক্তম্। কিং তৎ তত্ত্বমিত্যপেক্ষয়াহ বিশুদ্ধমিতি জ্ঞানং কেবলং সত্যং তত্ত্বম্। ঘটাদ্যাকারবৃত্তিজ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থং বিশেষণানি—বিশুদ্ধং বিষয়াকারশূন্যং যতঃ প্রত্যক্ সর্ব্বান্তরম্ অতএব সম্যক্ সন্দেহাদি-রহিতম্। অবস্থিতং স্থিরং যতো নির্গুণম্—গুণকার্য্যং হি গুণব্যতিকরাচ্চঞ্চলং ভবতি। যদ্যপি বৃত্তিজ্ঞানমপি স্বরূপজ্ঞানং এব ইতি ন চাঞ্চল্যাদি-দোষযুক্তং তথাপি অন্তঃকরণবৃত্তিদোষৈস্তথা তথা ভবতি ইতি ব্যবচ্ছিদ্যতে। ক্রীড়য়েব বিশেষণৈঃ সত্যত্বমপি সমর্থিতং কিঞ্চ যদ্বিকারবৎ তৎ সত্যং দৃষ্টং ন চাস্য জন্মাদয়ঃ ষড়্‌বিকারা সন্তীত্যাহ—অনাদ্যন্তং জন্মনাশরহিতম্ অতএব জন্মান্তরালিত্বলক্ষণোঽপি বিকারো নাস্তি। বৃদ্ধিবিপরিণামাপক্ষয়াশ্চ ন সন্তি যতঃ পূর্ণম্। সর্ব্বত্র হেতুঃ—নিত্যমদ্বয়ম্। নিত্যং সর্ব্বদাদ্বৈতপ্রতীতিসময়েঽপি পরমার্থতোঽদ্বয়ম্ অদ্বয়ম্।"

অর্থাৎ কেবল সত্য জ্ঞানই তত্ত্ব। ঘট জ্ঞান পট জ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তিজ্ঞানসমূহের ব্যবচ্ছেদ করিয়া তত্ত্বরূপ জ্ঞান নির্দ্দেশ করার জন্যই নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে—বিশুদ্ধ বিষয়াকারশূন্য; যেহেতু প্রত্যক্ সর্ব্বান্তর—অতএব সর্ব্ব-সন্দেহ-বিরহিত; অবস্থিত—স্থির; যেহেতু নির্গুণ; গুণকার্য্য গুণক্ষোভে চঞ্চল হইয়া থাকে। যদিও বৃত্তিজ্ঞান স্বরূপজ্ঞানই বটে, সুতরাং উহাও চাঞ্চল্যাদি দোষ-বিরহিত—তথাপি অন্তঃকরণের দোষে উহারা চঞ্চল হইয়া পড়ে। এই জন্য বৃত্তিজ্ঞান হইতে স্বরূপজ্ঞানকে ব্যবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে—এই সকল বিশেষণ দ্বারা এই জ্ঞানরূপ তত্ত্বের সত্যত্ব সমর্থিত হইয়াছে, অপিচ যাহা বিকারশীল, তাহা অসত্য বলিয়াই জানা যায়। তত্ত্বরূপ জ্ঞানের জন্মাদি ষড়্‌বিকার নাই। ইহা অনাদ্যন্ত—জন্মনাশরহিত, সুতরাং জন্মাদি-লক্ষণ-বিকাররহিত। ইহার বৃদ্ধি, বিপরিণাম ও অপক্ষয় নাই, যেহেতু পূর্ণ সর্ব্বত্রই হেতু হইতেছে—নিত্য ও অদ্বয় এই দুইটি লক্ষণ। এই জ্ঞান দ্বৈতপ্রতীতি সময়েও পরমার্থতঃ অদ্বয়।

অতিরিক্ত কিংবা অনতিরিক্ত? যদি অতিরিক্ত হয়, তবে তাহার স্বরূপত্ব থাকে না; অপর পক্ষে যদি অনতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের আবার শক্তি কি?

অতিরিক্ত ভাবে স্বরূপশক্তি স্বীকার করিয়া লইলেও যে ষড়্গুণাত্মক ভগবত্ত্ব দ্বারা তুমি এই জ্ঞানতত্ত্বকে ভগবান্ বলিতে চাহ, সেই স্বরূপশক্তির ষড়্গুণাত্মক ভগবত্ত্বই কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? জ্ঞানরূপ তত্ত্বের কেবল জ্ঞানই স্বরূপ, উহার স্বরূপশক্তি স্বীকার করিতে হইলে তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সেই শক্তিবিলাসের নানাবিধত্বই বা কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? যদিও বৃত্তিভেদে কোনও প্রকারে নানাত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু ঈশিত্বাদি ক্রিয়া-গুণত্ব সেই শক্তির পক্ষে একবারেই অসম্ভব।

অপরন্তু নীল-পীতাদি আকারত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব সেই অদ্বয় জ্ঞানের পক্ষে নিষিদ্ধ। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের বর্ণ আকার চতুর্ভুজাদি কল্পিত হইয়াছে, এই নারায়ণকে অদ্বয় জ্ঞান বলিলে, তাঁহাতে চতুর্ভুজাদি আকারাদির কল্পনা কি প্রকারে সমীচীন হইতে পারে? অপিচ তাঁহার পরিচ্ছদাদি দ্রব্যবিশেষ, তাঁহার ধাম—বৈকুণ্ঠ তো লোকবিশেষ; তথাকার জনসমূহ জীববিশেষ; এই সকলেরই বা নারায়ণ-সদৃশত্ব কি প্রকারে হয়? এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটিলে, সকলই হস্তি-স্নানের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া পড়ে। তবে যে কার্য্য দেখিয়া শক্তি স্বীকার করা হয় এবং যে শক্তি স্বীকার না করিলে কার্য্যের উপপত্তি অসম্ভব হয়, সেই শক্তিকে তাত্ত্বিকও বলা যায় না, অতাত্ত্বিকও বলা যায় না, উহা অনির্ব্বচনীয়রূপে মিথ্যা বলিয়াই প্রতিভাত হয়; কিন্তু উহা অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপভূতা নহে, এবং এই শক্তিময় যে ভগাদি লক্ষণ, তাহাও উপলক্ষণ মাত্র।* এই অদ্বয় তত্ত্বকে যে ভগবান্ বলিয়া বলা হইয়াছে, জহদজহল্লক্ষণায় অদ্বয় জ্ঞানের সহ উক্ত ভগবৎ শব্দের সামানাধিকরণ্যে উহার অর্থ করিতে হইবে।† কিন্তু শ্রীরামানুজীয়গণ বলেন, জ্ঞানরূপ পরম তত্ত্বকে ভাবস্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইলেও "গলেগৃহীত"‡ ন্যায় অনুসারে নির্ব্বিশেষ-বাদীদিগকেও অবশ্যই উক্ত তত্ত্বের স্বরূপশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। জগদাদি সৃষ্টিব্যাপারে

শ্রীরামানুজীয় মতে নির্ব্বিশেষবাদ-খণ্ডন

---

* উপলক্ষণম্—"একপদেন তদর্থান্যপদার্থকথনম্"—এক পদ দ্বারা তদর্থ অন্য পদার্থ বুঝানই উপলক্ষণ। ভগ শব্দের অভিধা অর্থ গ্রহণ না করিয়া অপর অর্থ গ্রহণই এখানে যুক্তিসঙ্গত। এই অভিপ্রায় প্রকাশের জন্যই মায়াবাদী এ স্থলে ভগ শব্দটিকে 'উপলক্ষণ মাত্র' বলিয়াছেন।

† অদ্বৈতবাদিগণের মতে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই পরম তত্ত্ব। ইঁহার সহিত যদি 'ভগবৎ' বিশেষণ থাকে, তবে তাহা জহদজহল্লক্ষণানুসারে (ইতঃপূর্ব্বে টীকায় এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) উহার স্বকীয় অর্থের কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া এবং কিয়দংশ রক্ষা করিয়া অদ্বয়নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের সহিত একার্থতা বজায় রাখিয়া সামানাধিকরণ্যের নিয়মে অর্থ করিয়া লইতে হইবে।

শাব্দিকগণ বলেন,—"পদয়োরেকার্থাভিধায়কত্বং সামানাধিকরণ্যম্"। অর্থাৎ দুই বা ততোঽধিক পদের একার্থাভিধায়িত্বই 'সামানাধিকরণ্য'।

‡ "গলে গৃহীত" ন্যায়টি "শৃঙ্গগ্রাহিকা" ন্যায়ের নামান্তর। "শৃঙ্গস্য গ্রহণং যস্যাং ক্রিয়ায়াং সা শৃঙ্গগ্রাহিকা। সংজ্ঞায়াম্ ৩।৩।১৯ ইতি সূত্রেণ ন্যূনং যত্রৈকাঙ্গলক্ষণেনৈব অঙ্গী লক্ষ্যতে তত্রায়ং প্রবর্ত্ততে। যথা—

স্বরূপশক্তি অবশ্যম্ভাবিনী, এবং স্বরূপশক্তি স্বীকার না করিলে কৈবল্য লাভ পক্ষেও দোষ পাতিত হয়। বস্তুর ধর্ম্মবিশেষই শক্তি ; এই ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কার্য্যের উপপত্তি সিদ্ধ হয় না।*

গোব্রজে কা মদীয়া গৌরিতি গোপঃ পৃষ্টঃ শৃঙ্গং গৃহীত্বা গাং প্রদর্শয়তি ইয়ন্তে গৌরিতি।" তাৎপর্য্য এই যে, একাঙ্গ লক্ষণ দ্বারা যে স্থলে অঙ্গীকে লক্ষ্য করা হয়, সেই স্থলেই এই ন্যায় প্রযুক্ত হয়। মনে করুন, গোব্রজে যাইয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার গরু কোন্‌টি ?" তখন গোরক্ষক একটি গরুর শৃঙ্গ ধরিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"এইটি।" এ স্থলে শৃঙ্গ গ্রহণে কেবল শৃঙ্গ বুঝায় না, সমগ্র গোটিই উপলব্ধির বিষয় হয়। এইরূপ এ স্থলেও ভাব-সাধনে জ্ঞানকে যাঁহারা পরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন, সেই জ্ঞান যে স্বরূপতঃ ভগবৎশক্তিসম্পন্ন, এ কথা তাঁহাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ বিশ্বব্যাপার অসিদ্ধ হয়, কৈবল্যেও দোষ পড়ে।

* শক্তিঃ—"কারণনিষ্ঠঃ কার্য্যোৎপাদনযোগ্যো ধর্ম্মবিশেষঃ ; স চ ধর্ম্মঃ প্রতিবন্ধকাভাবাদিরূপ-কারণাত্মকঃ।"

যদভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ, তেন বিনা তদভাবাৎ ; যস্তাবানুপপত্তের্ব্যতিরেকমুখেন শক্তিসিদ্ধিঃ ইতি গঙ্গেশকৃত-তত্ত্বচিন্তামণি-পরিশিষ্টে।

কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ শক্তি নামে পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করেন না। কুসুমাঞ্জলিকার কিন্তু বলেন,—"অথ শক্তিনিষেধে কিং প্রমাণম্ ? ন কিঞ্চিৎ। তৎ কিমস্ত্যেব ? বাঢ়ং নহি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোঽসৌ তর্হি ? কারণত্বম্।" অর্থাৎ শক্তিনিষেধের প্রমাণ কি ? কোনও প্রমাণ নাই। তাহা হইলে শক্তি বলিয়া কিছু আছে কি ? হাঁ, আছে বই কি ? আমাদের দর্শনে এমন কোনও কথা নাই যে, শক্তি পদার্থ নাই। তবে উহা কোন্ পদার্থ ? কারণত্বকেই আমরা শক্তি বলি।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্" অর্থাৎ কারণের যাহা আত্মভূত, তাহা শক্তি এবং শক্তির যাহা আত্মভূত, তাহাই কার্য্য।

ফলতঃ সামর্থ্যবাচী শক্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয়ে শক্তি পদটি উৎপন্ন হওয়ায়, আমরা ইহাকে কার্য্য-নিষ্পাদক কারণের আত্মভূত বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারি। শক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের আলোচনাও এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে। "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" (Natural Selection) নামক গ্রন্থপ্রণেতা A. R. Wallace তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—Matter is essentially force, and nothing but force ; that matter as popularly understood does not exist, and is in fact, philosophically inconceiveable. If we are satisfied that force or forces are all that exist in the material universe, we are next led to inqulre what is force ? We are acquainted with two radically distinct kinds of force—the first consists of primary forces of nature, such as gravitatlon, cohesion, repulsion, heat, electricity etc. ; and second is our own will force.

অর্থাৎ লোকে যাহাকে জড় পদার্থ বলে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা শক্তি,—শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। লোকেরা সাধারণতঃ যাহা জড় বলিয়া মনে করে, তাহার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব ; অন্ততঃ দার্শনিক-ভাবে বুঝিতে গেলে, উহার স্বরূপ একবারেই অনুপলভ্য। যদি আমাদের অনুসন্ধান-বৃত্তি এই সিদ্ধান্তেই পরিতুষ্ট হয় যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চে যাহা কিছু আছে, তাহার সকলই শক্তি বা শক্তি-সমষ্টি, তাহা হইলে আমাদের জানিতে প্রবৃত্তি হয়, শক্তি কাহাকে বলে ? আমরা দ্বিপ্রকার শক্তির পরিচয় পাই। এই দুই প্রকার শক্তি পরস্পর মূলতঃ বা আপাত-প্রতীতিতঃ পৃথক্। প্রথম প্রকার শক্তি—প্রাকৃতিক

এই শক্তি সর্ব্বপ্রকার উপাদান-কারণে ও নিমিত্ত-কারণে স্বরূপভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকে।* কেন না, কার্য্য-বিশেষের উৎপত্তি ব্যাপারে বস্তুবিশেষ স্বীকার করা অনর্থক।

শক্তি, যেমন মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, তাপ ও তড়িৎ ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার শক্তি—আমাদের ইচ্ছা শক্তি। ওয়ালেস অবশেষে ভগবদিচ্ছাকেই সর্ব্বশক্তির মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (While universe actually is the will of supreme intelligence).

ইহাতে আমরা শক্তির সংজ্ঞা পাইতেছি না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ Force, Power এবং Energy ইত্যাদি শব্দ শক্তি পদের পর্য্যায়রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা নিম্নে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাষায় শক্তি (Force) সম্বন্ধে কয়েকটি সংজ্ঞা দিতেছি,—

১। Force is any thing which Statistics by S. L. Long, M. A. changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of body.

২। Power is that by which the cause is able to act, it is its activity and its casaulity.—Hotman

৩। Force is that action of energy by which it produces tendency to change in such of motion of bodies.

৪। Energy is power to change the state of motion of a body—Hotman.

৫। A power is that which initiates or terminates, accelerates or retards motion in one or more particles of ponderable matter or of the etherial medium.—Grant Allen's Force and Energy.

* শক্তি,—উপাদান-কারণের ও নিমিত্ত-কারণের স্বরূপভূতা শক্তি কাহাকে বলা হয়, তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে দার্শনিকগণ কারণের যে সংজ্ঞা করিয়াছেন এবং নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণই বা কাহাকে বলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

১। ন্যায়বার্ত্তিককার বলেন, "কারণং হি তদ্ভবতি যস্মিন্ সতি যদ্ভবতি যস্মিংশ্চ অসতি যন্ন ভবতি।" অর্থাৎ যাহা থাকিলে যাহা হয় এবং যাহা না থাকিলে যাহা হয় না, তাহাই কারণ।

২। তর্কভাষাকার বলেন,—"যস্য কার্য্যাৎ পূর্ব্বভাবো নিয়তোহনন্যথাসিদ্ধশ্চ তৎ কারণম্" অর্থাৎ যাহা কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, নিয়ত ও অনন্যথাসিদ্ধ অর্থাৎ যাহা না থাকিলে অন্য কোনও প্রকার কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

৩। মেরুশাস্ত্রী তদীয় বাক্যবৃত্তি গ্রন্থে ইহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—"নিয়তান্যথা-সিদ্ধভিন্নত্বে সতি কার্য্যাব্যবহিত-পূর্ব্বক্ষণাবচ্ছিন্নকার্য্যাধিকরণদেশনিরূপিতাধেয়তাবদভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্মবৎ।"

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য Logic বলিতেছেন,—Causation implies (1) a relation of succession between two factors of which (2) the consequent is regarded as the effect, the (3) antecedent as the Cause. (4) Causation is invariable succession. The cause is thus the invariable (5) Unconditional and immediate antecedent. ন্যায়মতে সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তভেদে কারণ ত্রিবিধ। যেমন ঘটাদির প্রতি কপালাদি সমবায়ি-কারণ; কপালদ্বয়-সংযোগ অসমবায়ি কারণ এবং দণ্ডাদি—নিমিত্ত-কারণ। নিমিত্ত-কারণ সাধারণ ও অসাধারণ-ভেদে অষ্টবিধ; যথা,—ঈশ্বর, তজ্জ্ঞানেচ্ছা কৃতিসমূহ, দিক্, কাল, অদৃষ্ট, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং প্রাগভাব। প্রতিবন্ধকাভাব কিন্তু কার্য্যমাত্রেরই প্রতি সাধারণ নিমিত্ত-কারণ। অসাধারণ কারণগুলি কার্য্য-ভেদে নানা প্রকার।

মায়াবাদীরা অভাবের কারণত্ব স্বীকার করেন না। মুখ্য ও অমুখ্যভাবে প্রাভাকরগণ দুই প্রকার কারণ স্বীকার

বিবর্ত্তে* ও রজতাদি স্ফূর্ত্তিতে তৎস্ফূর্ত্তির অধিষ্ঠান তৎসাদৃশ্যবিশিষ্ট শুক্তি প্রভৃতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু বিসদৃশ স্থলে অদ্বয়বাদী উক্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠান হয় বলিয়া স্বীকার

---

* বিবর্ত্তবাদ বেদান্তদর্শনের মায়াবাদ-সম্মত সিদ্ধান্ত-বিশেষ। এই মতে কারণই কার্য্যরূপে ভাসমান হয়। কারণই সত্য, কার্য্য মিথ্যা। অসম্যক্ দৃষ্টিনিবন্ধন শুক্তি দেখিয়া মনে হয়—"ইহা রজত"। শুক্তি ত বাস্তবিক রজত নয়, উহাতে রজত-প্রতীতি বিবর্ত্তিত (superimposed) হওয়ায় তাহাতে আপাততঃ রজত-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানিলে তখন স্বতই উহার রজত-জ্ঞান নিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হইলেই জগদাদি ভেদপ্রপঞ্চ-জ্ঞানও বিনিবর্ত্তিত হয়। এই বাদটি সৎকার্য্যবাদের অন্তর্গত। সৎকার্য্যবাদ দুই ভাগে বিভক্ত;—পরিণাম-বাদ ও বিবর্ত্তবাদ।

সাংখ্যদর্শনে ও রামানুজীয় বেদান্তে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরিণামবাদ, বিকারবাদ নামেও অভিহিত হয়। পরিণামবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কোন পদার্থ যখন স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া নানা রূপে প্রতিভাসিত হয়, তখন এই ব্যাপার পরিণাম নামে অভিহিত হয়। সাংখ্যকারিকায় এই পরিণামের একটি সূত্র দৃষ্ট হয়; যথা,—'পরিণামতঃ সলিলবৎ" (সাং কাং, ১৬)। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,—বারিদ-বিমুক্ত উদক একরসবিশিষ্ট হইলেও, ভূমিবিকার প্রাপ্ত হইয়া নারিকেল, তাল, বিল্ব, চিরবিল্ব, তিন্দুক, কামল, কপিত্থ, পনস প্রভৃতি ফলরসরূপে পরিণত হওয়ায় মধুর, অম্ল, কটু, কষায় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের হেতু হইয়া উঠে; ইহার উদাহরণ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, কাষ্ঠ অগ্নিদগ্ধ হইলে তাহার পরিণাম ভস্ম, দুগ্ধের পরিণাম দধি। যে ব্যাপারে অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব্বধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহাই পরিণাম। কিন্তু বিবর্ত্ত এরূপ নহে। বিবর্ত্তে বস্তুর স্বরূপের অন্যথা হয় না, অথচ উহা বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে প্রতিভাসিত হয়। এই নিমিত্ত বিবর্ত্ত দার্শনিক ভাষায়—"অতাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবঃ" এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও যদি কোন পদার্থ রূপান্তরপ্রচারক প্রতীতির বিষয়ীভূত হয়, তবে প্রতীতির সেই ব্যাপারকে বিবর্ত্তজ্ঞান বলা যায়। বিবর্ত্তজ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রতিভাসমান বিষয়গুলি সত্য নহে; অলীক—পরব্রহ্মে জগৎ এইরূপ প্রতিভাসমান হয়। ইহা মায়াবাদের সিদ্ধান্ত। শুক্তিতে রজতপ্রতীতি এবং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি সকল বিষয়েই উদাহরণ।

করেন। আবার অন্য প্রকারে লৌকিক ও বৈদিক ভাবে দ্বিবিধ কারণত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা অন্বয়মাত্রাবগম্য, তাহাই বৈদিক এবং যাহা অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয়গম্য, তাহাই লৌকিক। ন্যায়-মতে পুনশ্চ দ্বিবিধ কারণত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—ফলোপহিতত্ব এবং স্বরূপযোগত্ব। প্রথমটি—যেমন অনুমিতির প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তি পরামর্শের কারণত্ব। ইহা উপধায়কত্ব নামেও ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যান এই যে, "অরণ্যস্থ-দণ্ডাদি-সাধারণং জনকত্বাবচ্ছেদকলক্ষণং দণ্ডত্বাদিস্বরূপকং ঘটকারণত্বম্।" ইয়োরোপীয় আদি নৈয়ায়িক চতুর্ব্বিধ ভাবে কারণের বিভাগ করিয়াছেন; তদ্‌যথা,—

"The material, the formal, the efficient and the final. The material cause is literally the matter used in any construction; marble or bronze is the material of statue. The formal cause is the form, type or pattern in the mind of the workman—as the idea or design conceived by the statuary. The efficient cause is the power acting to produce the work, the manual energy, and the skill of the workman or the mechanical prime-mover whether human power, wind water or steam. The final cause is the end or motive on whose account the work is produced—the subsistence, profit or pleasure of the artificer. ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান-কারণ material cause, এবং ব্রহ্মই যে জগতের

করেন না। এ স্থলের আলোচ্য বিষয়ও ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, অন্য কিছু নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে অবশ্যই স্বরূপ-শক্তিমত্ত্ব রহিয়াছে।

আরও বক্তব্য এই যে, জগৎরূপ বিবর্ত্ত ব্যাপারে ব্রহ্মের কোন কিছু করিবার আছে কি না? যদি ব্রহ্মের ইহাতে সেরূপ কিছু না থাকে, তবে বলিতে হয় যে, অজ্ঞান দ্বারাই জগৎ বিবর্ত্তিত হউক। অজ্ঞানাতিরিক্ত ব্রহ্ম স্বীকারের আর প্রয়োজন কি? আর যদি বল যে, এ সম্বন্ধে ব্রহ্মের কিছু কার্য্যকারিত্ব আছে, তাহা হইলে তোমার সেই শুদ্ধ জ্ঞানাশ্রয় ব্রহ্মের শক্তি স্বতঃই উপহিত হয়।

অদ্বৈত শারীরক-ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তদীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"শক্তি—কারণের কার্য্য নিয়মনের জন্য প্রকল্পিত। শক্তি কার্য্য-কারণ হইতে ভিন্ন হইলে অথবা কার্য্যের ন্যায় সত্তারহিতা হইলে, উহা দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কেন না,

---

নিমিত্ত-কারণ (efficent cause), শ্রীভাষ্য হইতে উহার শ্রোত প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—'যতো', 'যেন', 'যৎ' ইতি প্রসিদ্ধবৎ জন্মাদিকারণনির্দ্দেশেন যথাপ্রসিদ্ধি-জন্মাদিকারণমনূদ্যতে। প্রসিদ্ধিশ্চ—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্"; (উপাদানকারণপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ) তদৈক্ষত—বহু স্যাম্ প্রজায়েয়, "তত্তেজোঽসৃজত" (ছান্দো ৬।২।১-২); (নিমিত্তকারণপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ) ইত্যেকস্যৈব সচ্ছব্দস্য নিমিত্তোপাদানকারণত্বেন।" অর্থাৎ "হে সৌম্য, এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল", "তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব," "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন", সুতরাং ইহাতে একই ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা ও নিমিত্ত-কারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ইহা দ্বারা কতকটা প্রকাশিত হইল। ভিন্নাকারেও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার ও দণ্ড প্রভৃতি।

এখন মূলের কথা এই যে, সর্ব্বপ্রকার নিমিত্ত ও উপাদন-কারণেই শক্তি বর্ত্তমান থাকে। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" পদ্যের ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য; তদ্‌যথা,—"কিঞ্চ বিশ্বকার্য্যাস্যথানুপপত্ত্যা যথা পরমকারণরূপং তদভ্যুপগমাতে তথা তৎশক্তিরপি স্বাভাবিকী এব অভ্যুপগম্যতে। কার্য্যবিশেষোৎপত্তৌ কিঞ্চিৎ করণত্বেনেব কারণতয়া বস্তুবিশেষাঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চিৎ করণত্বমেব" স্বাভাবিকী শক্তিরিতি। তদেবাজ্ঞানাতিরিক্তস্বাভাবিকজ্ঞানেন স্বগতবিশেষত্বে প্রাপ্তে 'স্বাভাবিকজ্ঞানবলক্রিয়া চ' ইতি প্রতিপাদিতম্। তদেব স্বরূপশক্তিরিতি; সৈব সর্ব্বং ভগবৎতত্ত্বং সাধয়েৎ" ইতি।

ইহাই হইতেছে, শ্রীপাদ জীবকৃত স্বরূপশক্তির ব্যাখ্যা। সুবিখ্যাত প্রাচীন বৈশেষিক গ্রন্থকার শিবাদিত্য তদীয় সপ্তপদার্থী গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"শক্তির্দ্রব্যাদিস্বরূপমেব" অর্থাৎ শক্তি পদার্থের অতিরিক্ত নহে, উহা দ্রব্যাদি-স্বরূপ। কেহ কেহ বলেন যে, শক্তি দ্বারা যখন কার্য্যোৎপন্ন হয়, তখন শক্তিকে সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত বলিব না কেন? অগ্নি দাহ করে, কিন্তু মণি আদির প্রতিবন্ধকতায় তাহার দাহকতা অনুভূত হয় না, সুতরাং ইহা অবশ্যই মনে হইতে পারে যে, অগ্নির যে দাহিকা শক্তি ছিল, মণি দ্বারা তাহা তিরোহিত হইয়াছে এবং উহার তিরোধানে আবার সেই দাহিকা শক্তির উদয় হয়; সুতরাং শক্তি এক স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, শক্তি অন্য পদার্থ নহে, উহা পদার্থেরই স্বরূপ। পদার্থের স্বাভাবিক শক্তির ধর্ম্মই এই যে, প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলেই উহার কার্য্য প্রকাশ পায়।

তাহা হইলে শক্তিও কার্য্যেরই মত সত্তারহিত ও কার্য্য হইতে অনন্য হয়। এই নিমিত্ত সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তি কারণস্বরূপা এবং কার্য্যও শক্তিস্বরূপা।"*

আরও দেখ, যেখানে চৈতন্য, সেইখানেই জ্ঞান; এই নিয়ম দর্শনে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, "তাহা হইতেই তাহার সত্তা"; এই নিষ্কর্ষার্থ হইতে শক্তির স্ফোরকতা লক্ষণেই স্বরূপশক্তির উপলব্ধি হয়।

শ্রুতিতে 'ব্রহ্ম' পদের যে ব্যুৎপাদন করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, যিনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং বর্দ্ধন করেন, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে,—"বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব হেতু পণ্ডিতগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন।" এ স্থলে বিষ্ণুপুরাণ বৃহত্ত্ব পদ দ্বারা শক্তিমত্ত্বই দেখাইয়াছেন। ব্রহ্ম-সন্নিধান হেতু পূর্ণব্রহ্মত্ব না থাকিলেও অন্যান্যকেও পুরাণাদিতে ব্রহ্মন্ বলিয়া সম্বোধন করা হয়। ব্রহ্মের শক্তিত্ব ইহা হইতেও সপ্রমাণ হয়।

---

* এ স্থলে মূল গ্রন্থে বহুল লিপিকরপ্রমাদ আছে। সংস্কৃতাংশে টীপ্পনীতে যে পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই শুদ্ধ। কিন্তু সে পাঠেরও পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; তদ্‌যথা,—কোন পুস্তকে "শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যাপ্যসতী বা কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ" (Asiatic Society of Bengal Publication, 1863)। কোনও পুস্তকে "নান্যা নাপ্যসতী বা" (কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত সংস্করণ); "নান্যাঽসতী পরা" (নির্ণয়সাগর যন্ত্রে প্রকাশিত সংস্করণ) ইত্যাদি বিবিধ পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে অর্থবৈষম্য হয় না। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য অসৎকার্য্যবাদ খণ্ডন ও সৎকার্য্যবাদ সাধনের জন্য উত্তরমীমাংসার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের অষ্টাদশ সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতে উক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। শক্তি যে কারণ হইতে ভিন্ন নহে এবং শক্তির যে সত্তা আছে, উদ্ধৃত অংশ দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। কারণে কার্য্যসাধিকা শক্তি নিরন্তর বর্ত্তমান থাকে। এই শক্তি কারণেরই স্বরূপ। শক্তি, কার্য্য-কারণ হইতে ভিন্না বা কার্য্যের ন্যায় ভাবরহিতা হইলে উহা কার্য্য নিয়মন করিতে সমর্থ হইতে পারে না। তাহা হইলে যে-কোন বস্তু হইতে যে-কোন বস্তু উৎপন্ন হইত। জল হইতে ঘৃত হয় না; কেন না, ঘৃতোৎপাদিকা শক্তি জলে নাই। ইহার পূর্ব্বে ১৬শ সূত্র-ভাষ্যে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে তৎ ন তত্রোৎপদ্যতে" অর্থাৎ যাহা যেরূপে যাহাতে না থাকে, তাহা তাহাতে উৎপন্ন হয় না। এইরূপ বহু যুক্তি দ্বারা ও শব্দপ্রমাণ দ্বারা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অসৎকার্য্যবাদ খণ্ডন করিয়াছেন এবং সৎকার্য্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রসঙ্গতঃ শক্তিকে কারণস্বরূপ বলিয়াই তিনি নিরূপিত করিয়াছেন। শক্তি—কারণনিষ্ঠ, কারণ হইতে ভিন্ন নয়। এ স্থলে প্রাভাকর মতও খণ্ডিত হইয়াছে। প্রাভাকর মতাবলম্বিগণ শক্তিকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহাদের মতে "শক্তিঃ পদার্থান্তরমেব ন তু কারণস্বরূপা।" তাঁহারা বলেন,—"ইয়ং শক্তির্ন দ্রব্যাত্মিকা গুণাদিবৃত্তিত্বাৎ; অতএব ন গুণাত্মিকা কর্ম্মাত্মিকা ন চ সামান্যাদ্যন্যতমরূপা, উৎপত্তিমত্ত্বে সতি বিনাশিত্বাৎ"—(দিনকরী)। এ সম্বন্ধে ন্যায়লীলাবতীতে একটি সংগ্রহ-শ্লোকও দৃষ্ট হয়; তদ্‌যথা,—

ন দ্রব্যং গুণবৃত্তিত্বাৎ গুণকর্ম্মবহিস্কৃতা।
সামান্যাদিষু সত্ত্বেন সিদ্ধা ভাবান্তরং হি সা॥

মীমাংসকগণের এই অভিমত প্রাগুক্ত যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়া, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বলেন—শক্তি, কার্য্য-কারণ হইতে ভিন্ন নয় এবং সত্তারহিতাও নয়। সেরূপ হইলে কার্য্যোৎপত্তির নিয়ম থাকিত না।

"প্রবৃত্তেশ্চ" (২।২।২ ব্রহ্মসূত্র) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ করিয়া প্রাগুক্ত অভিমতের অনুকূল ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা,—যদি বল, তোমার দেহাদি-সংযুক্ত আত্মারও ত বিজ্ঞানরূপ মাত্র ব্যতিরেকে প্রবৃত্তির উপপত্তি হয় না; সুতরাং আত্মাই যে প্রবর্ত্তক কারণ, ইহা উপপন্ন হইল না।

পূর্ব্বপক্ষীয় এই উক্তি, যুক্তিসহ নহে। অয়স্কান্ত মণির ন্যায় এবং রূপাদির ন্যায় আত্মা স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইলেও অপরাপরের প্রবর্ত্তক।"*

যদি বল, জগৎকার্য্য দেখিয়া অজ্ঞান প্রকাশিত হয়, সুতরাং জগৎকার্য্যও অজ্ঞান, উভয়ই অসৎ (সত্তারহিত)। অতএব অসৎপ্রবর্ত্তকাদিলক্ষিতা শক্তি নিশ্চয়ই ব্রহ্মের নহে।

এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, তাহা হইলে জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার দ্বারা যে ব্রহ্ম-সত্তা লক্ষিত হয়, এই উক্তি স্বীকার করিলে সেই ব্রহ্মেরও অস্তিত্বাবধারণ করা যায় না। পরন্তু তাদৃশ ব্রহ্ম স্বীকার করিলেও অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের অতিরিক্তরূপে ব্রহ্মের স্বরূপভূতা শক্তির অস্তিত্ব একবারেই দুর্নিবার্য্য। যেহেতু তাদৃশী শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। সূর্য্যপ্রকাশ, প্রকাশ্য বস্তুর নাশে নষ্ট হয় না। প্রকাশ্য বস্তু বিনষ্ট হইলেও সূর্য্য বর্ত্তমানই থাকেন। ফলত শক্তিপক্ষের বিরোধি প্রাগুক্ত বাক্য অর্দ্ধকুক্কুটীবৎ† উপহাসজনক।

শারীরক ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নিজেও লিখিয়াছেন,—"সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন" এইরূপ দৃষ্টান্তে সূর্য্যের যেমন কর্ত্তৃত্বভাব দৃষ্ট হয়, "তদৈক্ষত" (তিনি দর্শন করিয়াছিলেন) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়া বুঝাইলেও তাঁহার কর্ত্তৃত্বভাব উপলব্ধ হয়। ইহাতে দৃষ্টান্ত বৈষম্যের আশঙ্কা নাই (ব্রহ্ম সূ° ১।১।৫)। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যকৃত সহস্রনাম ভাষ্যেও ইহার প্রমাণ আছে; যথা,—স্বরূপসামর্থ্যে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই, এখনও চ্যুত নহেন, ভবিষ্যতেও চ্যুত হইবেন না, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অচ্যুত। শ্রুতিতেও তাঁহাকে 'অচ্যুত' বলা হইয়াছে; যথা,—"শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।"

তত্ত্বদীপিকাতেও তাহাই লিখিত হইয়াছে; যথা,—"শক্তিঃ কারণনিষ্ঠঃ কার্য্যোৎপাদযোগ্যো ধর্ম্মবিশেষঃ; স চ ধর্ম্মঃ প্রতিবন্ধকাভাবাদিরূপ-কারণাত্মকঃ।"

* শাঙ্কর ভাষ্যে এই দুইটি উদাহরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তদ্‌যথা,—অয়স্কান্ত মণি যেমন স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও লৌহ আকর্ষণ করে, সুতরাং উহা যেমন লৌহাকর্ষণ ব্যাপারের প্রবর্ত্তক;—রূপাদির বিষয় যেমন স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক, প্রবৃত্তিরহিত ঈশ্বরও সেইরূপ সর্ব্বগত, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি হইয়া সকল ব্যাপারের প্রবর্ত্তক। ইহাতে সর্ব্বদা ব্রহ্মের শক্তি সমর্থিত হইল।

† অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, কোন এক ব্যক্তি যদি এইরূপ মনে করেন, একটি কুক্কুটীকে দ্বিভাগ করিয়া, এক ভাগ রন্ধনের জন্য রাখা হউক, এবং অপর ভাগ ডিম্ব প্রসবের নিমিত্ত রাখা হউক, তাঁহার এই কল্পনা যেমন কোনও কার্য্যকরই হয় না, প্রত্যুত উপহাসাস্পদ হয়, প্রস্তাবিত পূর্ব্বপক্ষীয় বাক্যও তাদৃশ উপহাসজনক।

বস্তুর শক্তি, মন্ত্রাদির ন্যায় কার্য্য ঘটনের পূর্ব্বে ও পরে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, উহা কার্য্য-কাল প্রাপ্তিমাত্রেই প্রকাশ পায়, ইহাই বিশেষ। ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এই কথা।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য নিজেও লিখিয়াছেন,—জগতের সর্ব্বত্র যে চেতনার বৃত্তি লক্ষিত হয় না, চেতনার বিষয়াভাবই তাহার কারণ—উহা চৈতন্যাভাব-জনিত নহে।

অপিচ ব্যাপারবিশেষের উৎপত্তিতে, বিনাশে ও অভ্যুপগমে শক্তির কার্য্যত্বই দৃষ্ট হয়; উহা কারণত্ব নহে। শক্তিকে কার্য্য বলিলে উহার স্বরূপত্বের হানি করা হয়।

আরও দেখ, জ্ঞানবানেই অজ্ঞান থাকা সম্ভবপর হয়; কেবল জ্ঞানে, কখনও অজ্ঞান থাকিতে পারে না। সেই অজ্ঞান দ্বারাই তাহা হইবে, পৃথক্ লক্ষণবিশিষ্ট জ্ঞান অবশ্যই উপলব্ধির বিষয় হয়। ইহাতেও ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইয়া দাঁড়ায়।

আরও দেখুন, যদি বলা যায়, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্যের অর্থ—ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই, এরূপ স্থলে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত নিখিল নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানী কে? যদি বল, অধ্যাসই এই নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানী। তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু অধ্যাসও নিষেধের বিষয়। জ্ঞানক্রিয়া অধ্যাসের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যেহেতু অধ্যাস জ্ঞান ত্রিকর্ম্মের নিবর্ত্তক; অতএব অধ্যাস এই নিখিল নিষেধ বিষয়ের জ্ঞান-কর্ত্তা নহে।

যদি বল, ব্রহ্মস্বরূপই এই জ্ঞানের জ্ঞানী, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, "ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই" এই যে নিবর্ত্তক জ্ঞান উপলব্ধ হইতেছে, ইহাতে ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব কি স্বরূপসিদ্ধ, অথবা অধ্যস্ত? যদি বল অধ্যস্ত, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও উহার মূল, অপর অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া বিদ্যমান থাকে। নিবর্ত্তিত জ্ঞানের আবার অপর নিবর্ত্তক জ্ঞানের অভ্যুপগম হওয়ায় অধ্যাসের তিন রূপ দাঁড়ায়। এইরূপে অধ্যাসকেই জ্ঞানী করিতে হইলে, জ্ঞাতৃত্বপক্ষে অধ্যাসের অনবস্থা-দোষ ঘটে।

যদি বল, ব্রহ্মস্বরূপের এই জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই এই নিখিল নিষেধ ভগবানের জ্ঞাতা, তাহা হইলে আমাদের পক্ষই পরিগৃহীত হইল।

যদি বল, সকল প্রকার স্ফূর্ত্তিতে নিত্য জ্ঞানই কারণ, এই নিত্য জ্ঞান কাহারও প্রমেয়* নহে, এই নিমিত্ত প্রমাণসমূহের বিষয়ীভূত না হইলেও প্রপঞ্চ বস্তুর অস্পর্শন হেতু মূলে উহা যে কিছুই নয়, তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত বিবেক অবস্থায় উহার

* এ স্থলে প্রমেয় পদটি ন্যায়দর্শন বা বেদান্তদর্শনের পারিভাষিক পদরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। গোতম-সূত্রের বৃত্তিকার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"প্রমেয়ং ন তু প্রমাবিষয়ত্বেন সংযোগাদীনামপি প্রমেয়ঃ শব্দো হি বাদাদিশব্দবৎ পরিভাষা-বিশেষেণ দ্বাদশসু প্রবর্ত্ততে। তত্র চ প্রকৃষ্টং মেয়ং প্রমেয়মিতি যোগার্থপ্রকর্ষশ্চ।" গোতমসূত্রানুসারে আত্মা, শরীর, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, প্রেত্যভাব প্রভৃতি দ্বাদশটি প্রমেয় পদার্থ। মায়াবাদি-মতে বিশুদ্ধ চৈতন্যই প্রমেয়। এ স্থলে 'অবধারণ বিষয়' অর্থেই প্রমেয় পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

অস্তিত্ববিষয়ে যে প্রত্যয়ন হয়, সে প্রত্যয়ন ব্যাপারটি পারিশেষ্য প্রমাণে উক্ত নিত্য জ্ঞানরূপেই নিরূপিত হইয়া থাকে। ইহাতেও ব্রহ্মের তাদৃশী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে করাও যাইতে পারে। কৈবল্যা*বস্থাতে সেই শক্তি আবরণহীনা হইবে, তখন সেই শক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপেই তো প্রতিভাত হইবে, যুক্তিদ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে। অতএব ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট বস্তুস্বরূপে উহা যে অপর বস্তুর মত স্বীয় আত্মায় ক্রিয়াবিরোধ জন্মায়, সে আশঙ্কাও করা যাইতে পারে না। কেন না, প্রকাশ-বস্তু আত্মপ্রকাশের ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়া থাকে। (উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বক্তব্য এই যে) কৈবল্যেও দোষ ঘটে। সেই দোষ প্রদর্শন করা যাইতেছে। কৈবল্যে যে আনন্দ-সত্তার কথা বলা হয়, উহা কেবল অনন্ত আনন্দ স্ফূর্ত্তি। তাহা হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কৈবল্যাবস্থাতে আপনাতে আপনার স্ফূর্ত্তি ঘটে না। সুতরাং বিষয়েন্দ্রিয় যেমন অপর উদ্বোধকের অভাবে জ্ঞানের নিমিত্ত হয় না, জড় বলিয়াই প্রতিভাত হয়, কৈবল্যাবস্থাতেও তাদৃশ জড়ত্বই পর্য্যবসিত হয়। এই প্রকার অপরের অভাব হেতু আপনাতে বা অপরে কোনও স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা না থাকায় শূন্যত্বও প্রতিভাত হইতে পারে। অতএব এরূপ পুরুষার্থ সাধনে কাহারও প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত তোমরাও (পূর্ব্বপক্ষ-বাদীরাও) স্বরূপাবস্থানকেই পুরুষার্থের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ। অতএব শ্রুতির অর্থ ঠিক রাখিতে হইলে স্বরূপশক্তি স্বীকার করিতেই হইবে।

কৈবল্যে দোষ

যদি বল, স্বপ্রকাশত্ব হইতেই উহা প্রতিভাত হইবে, শক্তি স্বীকারে কি প্রয়োজন? বাক্যজালে এরূপ পূর্ব্বপক্ষেও তুমি নিগৃহীত হইবে। স্বপ্রকাশত্ব হইতেই উহা প্রতিভাত হইবে, এ কথা বলিলে, গলে জড়িত বস্তুর ন্যায় উহার সঙ্গেও আমাদের সেই স্বরূপশক্তিই আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বপ্রকাশত্ব ছাড়া স্বপ্রকাশ নামক কোনও বস্তু নাই।

যদি বল, স্বপ্রকাশত্ব অপরের অনপেক্ষাসিদ্ধি, উহা ভিন্ন বস্তু নহে, (তাহার উত্তরে আমরা বলি) এই সিদ্ধি প্রভৃতিও স্বরূপশক্তি, তদ্ভিন্ন অপর কিছু নহে।

অপরন্তু নির্ব্বিশেষ-প্রকাশমাত্র-ব্রহ্মবাদে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রকাশ একবারেই উপপন্ন হয় না। স্বকীয় বা পরকীয় ব্যবহারযোগ্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য বস্তুবিশেষই 'প্রকাশ' নামে অভিহিত। নির্ব্বিশেষ বস্তুর স্বকীয়ত্ব ও পরকীয়ত্ব, এই উভয় রূপেরই অভাব। প্রকাশের অযোগ্যতাহেতু উহা ঘটাদিবৎ অচিৎ।

যদি বল যে, এই উভয় রূপের অভাব হইলেও উহাতে প্রকাশের ক্ষমতা আছে। তুমি

---

* মায়াবাদি-মতে 'কৈবল্য' পদের অর্থ—অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি—স্বরূপপ্রতিষ্ঠা। এই কৈবল্য পুরুষার্থশূন্য গুণসমূহের প্রতিপ্রসব মাত্র। কৈবল্যাবস্থায় ব্রহ্মশক্তি নিরাবরণা হন অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপানুভূতির কোনও আবরণরূপে শক্তির উপলব্ধি হয় না। এ স্থলে মায়াবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ-সম্মত সিদ্ধান্তই আলোচিত হইয়াছে।

তাহাও বলিতে পার না। সেই ক্ষমতার অর্থ উহার সামর্থ্য। সামর্থ্য-গুণযোগ স্বীকার করিলে নির্ব্বিশেষবাদ তৎক্ষণাৎই পরিত্যক্ত হয়।

এই প্রকারে নির্ব্বিশেষবাদে মায়াবাদীদের অঙ্গীকৃত নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।* নির্ব্বিশেষবস্তুবাদীরা এ কথা বলিতে পারেন না যে, নির্ব্বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে "এই প্রমাণ আছে"। কেন না, প্রমাণমাত্রই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক। যদি বল, নির্ব্বিশেষ বিষয়ে প্রমাণ স্বীকার করিয়া লইব। তোমাদের মতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু প্রমেয় পদার্থমাত্রই তোমাদের মতে নশ্বর। ব্রহ্ম যদি প্রমেয় হয়েন, তাহা হইলে তাহাতেও তোমাদের মতে নশ্বরত্ব দোষ ঘটে।

যদি বল, আমরা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে অপর প্রমাণ-প্রমেয় না বলিয়া স্বানুভবসিদ্ধ বলিব। এই যে তোমাদের স্বীয় সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্মপ্রতীতিজনিত সবিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারাই নিরাকৃত হইতেছে।

আরও কথা এই যে, বিবাদাস্পদীভূত ব্রহ্ম সবিশেষ, যেহেতু ইহা বস্তু—যেমন ঘটাদি। অপর পক্ষে অবিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া তোমরা যাহা বল, তাহা অসৎ; কেন না, উহা কোন প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, যেমন শশবিষাণ।

অপিচ শাস্ত্রও সবিশেষ বস্তু বুঝাইতেই সমর্থ। যেহেতু পদবাক্যরূপেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি (অর্থাৎ পদবাক্য-সংযোগেই শাস্ত্র গঠিত)। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে পদ গঠিত হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থভেদে পদের বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন অবর্জ্জনীয়। অর্থভেদ নিবন্ধনই পদভেদ হইয়া থাকে। পদসমষ্টি দ্বারা গ্রথিত বাক্যের মধ্যে অনেক পদার্থবিশেষ অভিহিত হওয়ায় উহাতে নির্ব্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদনের সামর্থ্য নাই। সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তুবিষয়ে শব্দপ্রমাণ অসিদ্ধ।

অতএব সবিশেষত্বই সিদ্ধ হইল। পরন্তু এই 'বিশেষ'ই শক্তি। শক্তিলেশ ব্যতিরেকে কোন বস্তুতত্ত্বই অবগত হওয়া যায় না, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। শ্রুতিতে কেবল-ব্রহ্মের স্বানুভব সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই প্রত্যক্ষ বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মময় ছিল। তিনি আপনাকে 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়াছিলেন।"—(বৃঃ আঃ, ১।৪।১০)

---

* শ্রীভাষ্যে লিখিত হইয়াছে,—"স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ো হ্যনেকবিশেষাঃ সন্ত্যেব তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ।" সর্ব্বসংবাদিনীর উদ্ধৃতাংশ ইহারই প্রতিধ্বনি। শ্রুতপ্রকাশিকা বলেন,—এ স্থলে যে "নিত্যত্বাদয়ঃ" পদ আছে, উক্ত পদের অন্তর্নিবিষ্ট আদি শব্দের অর্থ—স্বয়ংপ্রকাশত্ব, একত্ব ও আনন্দত্ব ইত্যাদি। বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ব-বাদ খণ্ডনের জন্য নিত্যত্ব, বৈশেষিকগণের জড়ত্ববাদ খণ্ডনের জন্য স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতি বিশেষণ মায়াবাদিগণেরও স্বীকৃত। মায়াবাদীদের আচার্য্য স্বয়ং শ্রীমৎ শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যে ব্রহ্মের এই সকল বিশেষণ স্বীকার করিয়াছেন এবং এই সকল বিশেষণ-যোগে প্রতিকূল-বাদীদের তর্ক নিরাস করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদ স্বীকার করিতে হইলে উঁহাদের স্বীকৃত নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

"তিনি অবিনাশী, এই নিমিত্ত দ্রষ্টা পুরুষের দর্শনশক্তি বিপরিলোপ হয় না। তাঁহার এমন কেহ দ্বিতীয় নাই, যিনি তাঁহা হইতে অন্য কিছু বিভক্ত দেখেন।" (বৃঃ আঃ, ৪।৩।২৩)।

শ্রীমধ্বাচার্য্যানুসৃতা ব্যাখ্যা,—১। উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ (ব্রহ্মসূত্র—৩।২।২৮), ২। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, ৩। এষ এবাত্মা পরমানন্দঃ, ৪। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের জ্ঞানাদিত্ব ও জ্ঞানমত্ব, এই উভয়ই ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। সূত্রে যে তু শব্দ রহিয়াছে, উহার অর্থ—'শ্রুতিই এ স্থলে প্রমাণ'। অতএব আপনাতে ভেদ ও অভেদ লক্ষণবিশিষ্ট উভয় ব্যপদেশহেতু সর্প-কুণ্ডলত্ব দৃষ্টান্তাস্পদ হইয়া থাকে। যেমন 'অহি' বলিলে কোনও ভেদ লক্ষিত হয় না। আবার উহার ফণা, কুণ্ডল প্রভৃতি গ্রহণ করিলে ভেদ-প্রতীতি ঘটে। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ।

প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয় উভয়েই যেমন বস্তুতঃ তেজ পদার্থ, সুতরাং এই উভয়ে ভেদ ও অভেদ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা। এই উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধেও তদনুরূপ প্রতিপাদ্য। যেমন প্রকাশ—সূর্য্যকিরণ, উহার আশ্রয়—সূর্য্য। উভয়েই তেজরূপে কোন পার্থক্য না থাকায় উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন নহে, অথচ ভেদ-ব্যপদেশবিশিষ্ট। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই ধর্তব্য।

"পূর্ব্ববৎ বা" (ব্রহ্ম সূ°, ৩।২।২৯) (এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারাও প্রাগুক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে।) (এ স্থলে 'স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ' ।২।৩।২০, এই ব্রহ্মসূত্রও প্রযুক্ত হইয়াছে।) এখানে উত্তর শব্দের স্থায় অনন্তরও ধর্তব্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকাশাশ্রয় পদের পূর্ব্বে যেমন প্রকাশ, এ স্থলেও সেইরূপ। ইহা হইতে এই প্রতিপাদন হইতেছে যে, সূর্য্যের এক প্রকাশ-রূপ হইলেও তাঁহার যেমন স্বপর প্রকাশক শক্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরও স্বপর জ্ঞানানন্দহেতুরূপ শক্তিত্ব নিত্যই বর্ত্তমান।

তিনি যখন নিজকে নিজে জানেন, তখন তাঁহার স্বার্থস্ফূর্ত্তি, কিন্তু প্রকাশবৎ পরার্থমাত্র নহে; এ স্থলে কেবল ইহাই বিবেচ্য।

উভয় ব্যপদেশ হইতে এইরূপ সাধন করিয়া অন্যান্য শ্রুতি হইতেও উক্ত সিদ্ধান্ত সাধন করা যাইতেছে,—ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি যে পৃথক্ বস্তু, ইহা বলা যায় না। ব্রহ্মসূত্রকার "প্রতিষেধাচ্চ" (৩।২।৩০) এই সূত্রদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন, ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক্ পদার্থ নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎও বলেন,—তাঁহার কার্য্য বা করণ নাই, তাঁহার সমান বা অধিকও কিছু দেখা যায় না, এই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বিবিধ শক্তির উল্লেখ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

(অনুবাদিত মন্ত্রের শেষ চরণে লিখিত আছে,—'স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ'—এই চ-কারের টিপ্পনী করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন),—চ-কার দ্বারা অজ্ঞানাদির প্রতিষেধ করিয়া স্বরূপ-জ্ঞানাদিশক্তিমত্তাই স্থাপিত হইয়াছে।

"ত্বমর্কদৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণঃ" শ্রীভাগবতের এই শ্লোকোক্ত মৎস্যদেবের স্তুতিতে শ্রীধর

স্বামীও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন; যথা,—অর্কপ্রকাশের ন্যায় স্বতঃই যাঁহার জ্ঞান, তিনি অর্কদৃক্। অতএব তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশক।

শ্রীপাদ শ্রীরামানুজও শ্রীভাষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন; যথা,—সূর্য্য ও দীপাদির প্রকাশবৎ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব-স্বরূপও যুক্তিযুক্ত।

অদ্বৈত-গুরু শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য-পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন,—পূর্ব্বপক্ষকারীদের পূর্ব্বপক্ষ এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে তো ব্রহ্মের শরীর ছিল না, সুতরাং তাঁহার ঈক্ষণ-ব্যাপার কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই পূর্ব্বপক্ষের অবতরণ হইতেই পারে না। কেন না, সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্ব নিত্য; উহাতে জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের অপেক্ষা নাই। আরও কথা এই যে, অবিদ্যাশীল সংসারী দেহীর পক্ষে শরীর-ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞান-সাধন হয়, জ্ঞানের প্রতিবন্ধশূন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে তদ্রূপ দেহাদির অপেক্ষা নাই।

"ন তস্য কার্য্যং", "অপাণিপাদঃ" এই দুই শ্রুতিতে ঈশ্বরের জ্ঞানের নিমিত্ত শরীরাদির অনপেক্ষতা ও জ্ঞানের নিরাবরণতাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

যদি বল, মানিয়া লইলাম, জ্ঞানক্রিয়া বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার স্বীকার করিব কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "এ বাধা অতি অকিঞ্চিৎকর। সূর্য্য তো একাধারে সততই উষ্ণ ও সততই প্রকাশশীল, তথাপি লোকে বলে, সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন, সূর্য্য দহন করিতেছেন। এই স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার দৃষ্টান্ত দর্শনে প্রকৃত বিষয়েরও স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই ধর্ত্তব্য।" —(শাঙ্কর ভাষ্য)।

আবার "নাভাব উপলব্ধেঃ" (২।২।২৮, ব্রহ্ম সূ°) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য ইহা স্বীকার্য্য যে, একই তত্ত্বেরই স্বরূপত্ব এবং স্বরূপত্ব অপরিত্যাগেও উহার শক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

গ্রন্থান্তরে উক্ত হইয়াছে,—'ভগবানের বিমলা চিৎশক্তিই চৈতন্য, তাঁহার নিত্যা জড়ীয় শক্তি অবিদ্যা। ভগবানের এই উভয় শক্তির পরস্পর সংযোগে জগদুৎপত্তি হইয়াছে। ভগবানের চিৎশক্তি বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীব-চিৎশক্তি উদ্রিক্ত হয়।'

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী শ্রীবিষ্ণুপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্লোকার্থ এই,—বিষ্ণু-শক্তিই পরা শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তি অপরা, ভগবানের কর্ম্মশক্তির নাম অবিদ্যা, ইহাই তৃতীয়া শক্তি। এ স্থলে 'বিষ্ণুশক্তি' পদের অর্থ এই যে, বিষ্ণুর স্বরূপভূতা (পরা) চিৎস্বরূপা শক্তি। এ স্থলে পরমপদ পরব্রহ্ম-পরতত্ত্ব-বাচি।

বিষ্ণুপুরাণের ৬ অংশে, ৭ অধ্যায়ে, ৫৩ শ্লোকাংশের অর্থ এই যে, "যাহা ভেদরহিত, কেবলমাত্র তাঁহার সত্তাস্বরূপ।" এ স্থলে প্রাগুক্ত স্বরূপ কার্য্যোন্মুখ হইলেই উহা শক্তি-শব্দে অভিহিত হয়।

এই নিমিত্তবৎ স্বরূপ কর্য্যোন্মুখ হইলে উহার শক্তি স্বীকার্য্য, কিন্তু স্বতঃ স্বরূপের শক্তিত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত।

এই নিমিত্ত বিশেষ্যরূপ স্বয়ং তত্ত্বস্ত শক্তিমৎ, তাঁহার বিশেষণরূপ কার্য্যোন্মুখত্বই শক্তি।

এই কার্য্যক্ষমত্বই জগতের মূল, সেই নিত্যা ক্ষমত্বাদি-রূপিণীই শক্তি।

স্বরূপ বস্তু হইতে অত্যন্ত ব্যতিরেক দ্বারা উহার নিরূপণ না হওয়ায় বস্তু হইতে উহাকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়াই উহাকে স্বরূপশক্তি বলা হয়।

তাহা হইলে তুমি বলিতে পার, তবে উহাকে বস্তুই কেন বল না; আবার শক্তি স্বীকারে প্রয়োজন কি? তুমি এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু উহা বেদান্তি-অভিপ্রেত নহে। (নৈয়ায়িকেরা পৃথক্ শক্তি স্বীকার করেন না) বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রাদি দ্বারা শক্তি-স্তম্ভাদি দৃষ্ট হয়, সুতরাং শক্তি স্বীকার না করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

এই হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্লোকবিশেষের অর্থাবলম্বনে যদি কেবলাভেদ স্বীকার করা যায়, তাহাতেও দোষ পড়ে। "গুরো, আপনার নিকট ঈশ্বরের চতুর্ব্বিধ রূপ অর্থাৎ পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিশ্বরূপ ও লীলামূর্ত্তি অবগত হইলাম। ত্রিবিধ শক্তি অর্থাৎ পরা শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি ও অবিদ্যা শক্তি, এই ত্রিবিধ শক্তি সম্বন্ধেও জ্ঞাত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত ত্রিবিধ ভাবনা অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাবাত্মিকা ভাবনা, কর্ম্ম-ভাবাত্মিকা ভাবনা ও উভয়াত্মিকা ভাবনা সম্বন্ধেও আমি অবগত হইয়াছি।"* ইহা মৈত্রেয়ের অনুবাদ† উক্তি। এ স্থলে চতুর্ব্বিধ রাশি বলাতেই স্বরূপতত্ত্ব

---

* বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশের অষ্টম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। মৈত্রেয়, পরাশরের নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। পরাশর, খাণ্ডিক্য-কেশিধ্বজের সংবাদ অবলম্বনে মৈত্রেয়কে এই উপদেশ প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের সপ্তম অধ্যায় পাঠ করিবেন। উহাতে কেবলাভেদের তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করা হইয়াছে। স্বরূপতত্ত্ব, তৎসন্নিবিষ্ট শক্তিতত্ত্ব ও ভাবনাত্মক সাধনতত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে। উহাতে পরমবস্তুর পরব্রহ্মরূপ, ঈশ্বররূপ, বিশ্বরূপ ও লীলারূপের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ রূপকেই চতুর্ব্বিধ রাশি বলা হইয়াছে। ত্রিবিধ শক্তি সম্বন্ধে শ্লোকটিও ঐ সপ্তম অধ্যায়ে রহিয়াছে; যথা,—

বিষ্ণোঃ শক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।

ত্রিবিধ ভাবনা সম্বন্ধে শ্লোকও তত্রৈব ; যথা,—

ত্রিবিধা ভাবনা ভূপ বিশ্বমেতন্নিবোধ মে।
ব্রহ্মাখ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোভয়াত্মিকা।

সনন্দাদি ব্রহ্ম-ভাবনায় নিরত, দেবাদি স্থাবরান্ত কর্ম্ম-ভাবনাপরায়ণ এবং হিরণ্যগর্ভাদি উভয় ভাবনা

---

† প্রাপ্তস্যানু পশ্চাৎ কথনং সপ্রয়োজনমনুবাদ ইতি সামান্যলক্ষণম্—গৌতমবৃত্তি।
অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, প্রয়োজনানুসারে তাহা পুনর্ব্বার বলা হইলে উহাকেই অনুবাদ বলা হয়।

বলা হইয়াছে। সুতরাং কেবল ভেদার্থ গ্রহণ করিলে মৈত্রেয়ের অনুবাদেও পুনরুক্তি-* দোষ হানির জন্য অসন্নিহিত-সন্নিধাপনরূপ কষ্টকল্পনার প্রসক্তি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নাগপত্নী-স্তুতিতে "জ্ঞানবিজ্ঞান-নিধয়ে" এই পদের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শ্রীধর-স্বামী নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা,—"জ্ঞান—জ্ঞপ্তি; বিজ্ঞান—চিৎশক্তি। এই উভয় দ্বারা যিনি পূর্ণ, তাঁহাকে নমস্কার। তিনি তথাবিধ কেন, ইহাই বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে,—'ব্রহ্মণে অনন্তশক্তয়ে'; ব্রহ্ম অগুণ অর্থাৎ অবিকার অনন্তশক্তি, প্রকৃতির প্রবর্ত্তক এবং অপ্রাকৃত অনন্তশক্তিযুক্ত। অগুণত্ব নিবন্ধন তাঁহার অবিকারত্ব, তিনি জ্ঞানমাত্র, এই জন্য কারণাতীত; তিনি প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক, এই নিমিত্ত অনন্তশক্তি; তিনি বিজ্ঞাননিধি, এই জন্য ঈশ্বরই কারণ। সুতরাং এই উভয়াত্মকে নমস্কার।"

শ্রীরামানুজীয়গণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করেন। তাহা হইলেও সেই শক্তি যে স্বরূপেরই অন্তরঙ্গ, সুতরাং স্বরূপেরই অন্তর্ভূত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ইহা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। অতএব সে মতের ও আমাদের মতের একই পথ। ইঁহারা কেবল বিশেষ্যকে অব্যভিচারিরূপে স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই, বিশিষ্টকেও ইঁহারা অব্যভিচারিরূপে স্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করেন। সুতরাং ইঁহাদের মতেও স্বরূপশক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এই প্রকার স্বগত-ভেদ দ্বারা শ্রীরামানুজীয়গণের অদ্বয়তা সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবিরোধাদি দোষ হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, ব্রহ্মে ষড়্ভাববিকার (জায়তে, অস্তি, বিপরিণমতে, বর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি)* নিষিদ্ধ হইলেও অস্তিত্বটি সর্ব্বথা অপরিহার্য্য। এ স্থলেও তদ্রূপ।

কোথাও তন্মাত্র বস্তুতেও স্বগতভেদ যথার্থতা পরিলক্ষিত হয়—যেমন গন্ধাত্ম পৃথিবীগুণে। কেবল গন্ধগুণমাত্র-বিশিষ্ট বস্তুতে অনুভবকারীর অনুভবগম্য, অঙ্গুলীনিক্ষেপে অনুপলভ্য যে যে বিশেষ বা যে যে ভেদ অনুভূত হয়, সেই সেই বিশেষ বা ভেদ গন্ধ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। কেন না, একমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই উহাদের অনুভব হইয়া থাকে।

করেন। ভাব শব্দের অর্থ বস্তু; ভাবনা শব্দের অর্থ জ্ঞানবিশেষজাতা বাসনা। কেহ কেহ মনে করেন, আমরা ব্রহ্ম হইব, কেহ কেহ মনে করেন—কর্ম্ম করিব, কেহ কেহ এই উভয়রূপ ভাবনা করেন। এ প্রসঙ্গে কেবলা-ভেদের কথা এই যে, মৈত্রেয় পরাশরের নিকট এই সকল তত্ত্ব জানিয়া অতঃপরে বলিয়াছেন,—

ত্বৎপ্রসাদান্ময়া জ্ঞাতং জ্ঞেয়ৈরন্যৈরলং দ্বিজ।
যথৈতদখিলং বিষ্ণোর্জগন্ন ব্যতিরিচ্যতে॥

অর্থাৎ ব্রহ্মন্, আপনার প্রসাদে আমি জানিতে পারিলাম, এই জগৎ ও জগৎস্থিত নিখিল জ্ঞেয় পদার্থ বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহে। কিন্তু অতঃপর প্রদর্শিত হইবে যে, কেবল অভেদ শ্রীবিষ্ণুপুরাণের অভিপ্রেত নহে।

* অভিহিত শব্দের বা অর্থের নিষ্প্রয়োজন পুনর্ব্বার বলাই পুনরুক্ততা।

অভেদবাদিগণের দ্বারা ব্রহ্মের লক্ষণ বিচারেও তাদৃশ ভেদবৃত্তি অপরিহার্য্যাই দেখা যায়। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—বৃহদারণ্যকের এই শ্রুতিতে বিজ্ঞান ও আনন্দ, এই দুইটি পদ আছে।

দ্বিধর্ম্মতা

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'বিজ্ঞান' ও 'আনন্দ' পদ দুইটি কি একার্থক, অথবা ভিন্নার্থক? একার্থক বলিয়া বলা যায় না। কেন না, তাহা হইলে পৌনরুক্ত্য-দোষ ঘটে। যদি ভিন্নার্থক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এক বস্তুতে তাদৃশ স্বগতভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই দুই উক্তি ত্যাগ করিয়া যদি বলা যায় যে, বিজ্ঞান,—জড়তার প্রতিযোগি এবং দুঃখ—আনন্দের প্রতিযোগি,*—এই উভয়কে পরিহার করিয়া উভয়ের প্রতিযোগী যে এক ব্রহ্মবস্তু, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য,—ইহা বলাও অযুক্ত। ব্রহ্মের এই দুই স্বরূপ বিশেষণের ব্যাবৃত্তি দ্বারা যদি কোন বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, সে বস্তু দুইকেই উপস্থাপিত করে। নচেৎ শূন্যবাদের† প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যদি শূন্যবাদ প্রসঙ্গ পরিহারের জন্য একটা কিছু উপস্থাপিত করিতে হয়, তবে তাহা কি? উহা কি বিজ্ঞান ও আনন্দের মধ্যে একটি অথবা উভয় হইতে ভিন্ন অপর কিছু? যদি এই উভয়ের মধ্যে একটি ধরিয়া লইতে হয়, তবে অপরটি ত্যাগের হেতু কি? অপিচ একটির দুই প্রতিযোগিতাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? যদি বল, কেবল আনন্দ-মাত্রেই উভয়ের প্রতিযোগিতা উপলব্ধ হয় এবং লাঘববশতঃ উহাই অবশিষ্ট স্বরূপ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, আনন্দে বিজ্ঞানত্বও বর্ত্তমান; সুতরাং আনন্দের প্রতিযোগিতা-তেই বিজ্ঞানেরও প্রতীতি জন্মে। এইরূপ যুক্তিতে "বিজ্ঞান" পদটি নিশ্চিতই পুনরুক্ত হইয়া পড়ে। পুনরুক্ত একটি দোষবিশেষ। কেন না, আনন্দ বলিলেই যখন জড়তা ও দুঃখের ব্যাবৃত্তি সাধিত হয়, তখন আবার 'বিজ্ঞান' উল্লেখের প্রয়োজন কি? যদি বল, বিজ্ঞানে ও আনন্দে অনুগতত্বানুসারে বিজ্ঞানই অব্যভিচারিরূপে বর্ত্তমান এবং উহাই অবশিষ্ট বস্তু, তাহা হইলে আনন্দতার অনঙ্গীকারে পুরুষার্থত্বেরই অভাব ঘটে।

যদি বল, অনুকূল বিজ্ঞানই আনন্দ এবং তাহা হইতে আনন্দাকার যে বিজ্ঞানের প্রতীতি হয়, তাহাই ব্রহ্ম, তাহা হইলে আনুকূল্য-রূপ ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। (তখন আনুকূল্য ধর্ম্মই স্বগতভেদ-রাহিত্যের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়)।

যদি বল, বিজ্ঞান ও আনন্দ—এই উভয়ের ব্যাবৃত্তিজনক হইতে অন্য কিছু ধরিয়া লওয়া হউক, তাহাও বলিতে পার না। কেন না, তাহা হইলে প্রতিযোগিত্ব অসিদ্ধ হয়।

এ অবস্থায় যদি বল যে, এমন একটি কিছু ধরিয়া লওয়া হউক, যাহা এই উভয়ের

---

* প্রতিযোগী পদের অর্থ বিরোধী। যেমন ঘট, ঘটাভাবের প্রতিযোগী। এ স্থলে জড়ত্ব—বিজ্ঞানের প্রতিযোগি, দুঃখ আনন্দের প্রতিযোগি। নৈয়ায়িকগণ এই পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার দ্বারা বস্তুবিচার করেন।

† শূন্যবাদ—আত্মাদি নিখিল বস্তুর অত্যন্ত অভাব বলিয়া যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত আছে, তাহাই শূন্যবাদ নামে অভিহিত।

প্রতিযোগি ব্রহ্ম বুঝায়। জড়-প্রতিযোগী বিদ্যা দ্বারা যদি ব্রহ্ম উপহিত হয়েন, তবে তাঁহাকে জ্ঞান বলা যায় এবং দুঃখপ্রতিযোগী বিদ্যা দ্বারা উপহিত হইলে তিনি আনন্দরূপে প্রতিভাত হয়েন। সুতরাং বিদ্যা দ্বারা উভয় ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই এককে একরূপ ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।

তোমার এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বক্তব্য এই যে, বিদ্যা তো ব্রহ্মানুভাববুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ। ব্রহ্মের প্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে তাহার অনুভাববুদ্ধিবৃত্তিরও প্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ঘটাদির ন্যায় সূর্য্যের তমঃপ্রতিযোগিত্ব বিনা তদনুভবজনক চক্ষুবৃত্তিমাত্রের অথবা সূর্য্যচ্ছটোদ্দীপিত দর্পণছটার তমঃপ্রতিযোগিত্ব সম্ভবপর হয় না, সুতরাং যোগ্য উপাধি-বিশেষ কোন একটি কিছুর ব্রহ্মের প্রতিযোগিত্ব নিশ্চয়ই ন্যূন হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রতিযোগিত্ব পক্ষে যথেষ্ট হয় না। স্বগতভেদবাদী দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়া থাকেন, 'নিত্যবোধ দ্বারা পরিপীড়িত জগদ্‌বিভ্রমকে শ্রুতি-বাক্যানুগৃহীত মতি বিনাশ করে। যেমন বাসুদেব দ্বারা পূর্ব্ব-নিহত কৌরব কুলকে অর্জ্জুন নিহত করেন।' সুতরাং এরূপ বিচার-ফলেও ব্রহ্মে পূর্ব্ববৎ উভয় ধর্ম্মই পরিলক্ষিত হয়।

অপিচ যদি এরূপ বল যে, ব্যবহার্য্য বস্তুতেই শব্দের প্রবৃত্তি; জাতি-গুণাদি নির্দ্দেশপূর্ব্বক অব্যবহার্য্য বস্তুতে শব্দের প্রবৃত্তি হয় না। অতএব নীল-পীতাদি আকাররূপ এবং প্রিয়দর্শন-জনিত উল্লাসরূপ অন্তঃকরণের যে দুইটি বৃত্তি, সেই দুই বৃত্তি হইতেই বিজ্ঞান ও আনন্দের প্রবর্ত্তনা হয়, ব্রহ্মতে উহাদের প্রবৃত্তি নাই। বিজ্ঞান ও আনন্দ, এই দুই শব্দ স্বতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রবেশে সমর্থ নহে। ব্রহ্ম শব্দের নিরুক্তিতে জানা যায়, ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই শ্রুতিতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম অনন্ত। জহল্লক্ষণা দ্বারা এই দুই শব্দ পরিত্যাজ্য, অপিচ উহারা জড়, দুঃখরূপ; সুতরাং ত্রিগুণময় ব্রহ্ম-সন্নিধানবশেই উহাদের দ্বারা জড়দুঃখ-প্রতিযোগি-রূপা বিজ্ঞান-আনন্দতারূপ দ্বিধর্ম্মের স্ফোরক অনির্দ্দেশ্য একাকার ব্রহ্মবস্তু উপস্থাপিত হয়েন। 'যেন চেতয়তে বিশ্বম্' অর্থাৎ যাঁহা দ্বারা বিশ্ব চেতনা প্রাপ্ত হয়, 'এষ হ্যেবানন্দয়তি' অর্থাৎ ইনিই আনন্দ দান করেন—ইহা দ্বারাও সেই অনির্দ্দেশ্য একরূপ বস্তুর বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্ফোরকতা সূচিত হইতেছে। এইরূপ বিজ্ঞান আনন্দ শব্দ দুইটিই উহাদের উপাধিত্যাগে ব্রহ্মনির্দ্দেশের জন্য বিন্যস্ত হইয়াছে, দ্বিধর্ম্মতা প্রদর্শনের জন্য নহে। উহাদের আপন আপন উপাধিতেই ভেদ-ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই শব্দদ্বয় উপহিত ব্রহ্ম-বস্তুতে ভেদব্যবহার দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহাতে দ্বিধর্ম্মতাবাদীর যুক্তি পরিহৃত হইল।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মে বিজ্ঞান ও আনন্দ নাই, তবে তাঁহার সান্নিধ্যে এই উভয়ের স্ফূর্ত্তি হয়—প্রতিবাদীর এই অভিমত মানিয়া লইলেও দেখা যায় যে, তাঁহার অভিমতেই দর্পণপ্রাঙ্গণাদিতে স্বদীপ্তি-শুভ্রতা ও জোৎস্নাসঞ্চারী চন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্মে দ্বিধর্ম্মতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। চন্দ্রে দীপ্তি ও শুভ্রতা আছে বলিয়াই দর্পণাদিতে উহারই সঞ্চারিত দীপ্তি ও শুভ্রতা উপলব্ধ হয়, দীপালোকে কিন্তু শুভ্রতা দৃষ্ট হয় না।

দৃষ্টান্তবিষয়েও নীলাদি আকার জ্ঞানে ও উল্লাস অনুভবে মানবান্তঃকরণে জড়-প্রতিযোগিত্ব ও দুঃখ-প্রতিযোগিত্বসূচক পরস্পর ভেদবৃত্তি জন্মাইয়া যে যে ভাববিশেষ উপলব্ধ হয়, সেই সেই ভাববিশেষ উক্ত জড় ও দুঃখরূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ করে; কেন না, এই উপাধিদ্বয় ত্রিগুণময় বলিয়া উহাদের স্বরূপ নহে, সেই অন্যরূপ উপাধি পরিত্যাগে, উপাধির পরিত্যাগজনিত অবশিষ্টত্ববিশিষ্টতা নিবন্ধন এবং স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধন শুদ্ধতাহেতু উহাদেরই লক্ষিতস্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় তৎ তৎ স্থলে পৃথক্‌রূপে স্বরূপ ধর্ম্ম উদিত হয় বলিয়া স্বরূপ ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার্য্য। দৃষ্টান্তস্থলে নীলাদি আকার জ্ঞানে পার্থক্য অতি পরিস্ফুট। যদি জড়-প্রতিযোগিত্বে ও দুঃখ-প্রতিযোগিত্বে ভেদ না থাকিত, তবে কেবল জড়-প্রতিযোগিত্বে সুখ উপলব্ধ হইত। কেন না, স্বনিষ্ঠ একদেশ অনঙ্গীকৃত হইলে, তাহা হইতে একদেশের উদয় সম্ভবপর হয় না। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (৩।৩।১১) এই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম-ধর্ম্মগুলি সূত্রকার ভেদরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * যদি এরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দরূপ নহেন, তিনি জড়-দুঃখ-প্রতিযোগিও নহেন, ব্রহ্ম জড় ও দুঃখের প্রতিযোগিত্ব দ্বারাও অনুভবনীয় নহেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই নির্দ্দেশ করা যায় না—সুতরাং শূন্যবাদের প্রসক্তি ঘটে।

দ্বিধর্ম্মতা সিদ্ধান্ত পক্ষ

এ সম্বন্ধে বহু কথা বলার আর প্রয়োজন কি? কেবলাদ্বৈত সম্বন্ধে পরম-প্রমাণভূত বেদের অর্থস্বারস্য থাকে না। কেন না, লক্ষণা দ্বারা সকল বাক্যেরই অন্যার্থ হইতে পারে। তাহাতে বেদবাক্যের পরম আপ্ততাজনিত প্রমাণের অভাব হয়। অতএব "বিজ্ঞান ও আনন্দ" এই দুইটি ব্রহ্মেরই স্বরূপ-লক্ষণ। উক্ত স্থলে 'বিজ্ঞান' এই বাক্য কিঞ্চিন্মাত্রও অর্থের দূরত্ব সহিতে সমর্থ নহে। উক্ত স্থলে বিজ্ঞান পদটি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই অভিধা অর্থে পর্য্যবসিত হওয়ায়, উহার অপরার্থ বোধ-সাধন কি প্রকারে উপপন্ন হইতে পারে?

'ব্রহ্ম, জাতি-গুণাদিহীন, এই নিমিত্ত তাঁহাতে শব্দের প্রবৃত্তি হইতে পারে না', এ কথা বলাও সমীচীন নহে। যেহেতু যে বাক্য স্বরূপ-শব্দবান্, স্বরূপাপেক্ষী সঙ্কেত দ্বারাই উহাতে শব্দের প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মনে হইতে পারে, ব্রহ্ম, বাক্যের অতীত, ইহাই বুঝি এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। বাস্তবিক তাহা নহে। "ব্রহ্ম এইরূপ, এই পরিমাণ" ইত্যাদি নির্দ্দেশ করা অসমীচীন, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য; যেহেতু ব্রহ্ম অলৌকিক ও অনন্ত; বাক্য দ্বারা তাঁহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

সুখ—এক বস্তু, স্ফোরক, অনির্দ্দেশ্য অব্যবহার্য্য ইত্যাদি—স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য-পাদই বিচার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তৎস্থলে তিনি নিজেই উক্ত শব্দাদির প্রবর্ত্তনাদ্বারা স্বীয় অভিপ্রেত বিষয় বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

---

* আনন্দ-রূপত্ব, বিজ্ঞান-ঘনত্ব, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, সত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। এই সকল গুণ কোন বিশেষ প্রক্রমে বলা হয় নাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই গুণগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝিতে হইবে। এই গুণগুলি সার্ব্বত্রিক।

"এতস্যৈবানন্দস্যৈতানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহেও মুখ্যবৃত্তি আনন্দ-শব্দ-প্রয়োগই দৃষ্ট হইতেছে। "অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অব্যপদেশ্য সুখ", শ্রীমৎ শঙ্করের এই বাক্যেও "সুখ" তথাবিধ হইলেও, সুখ শব্দ প্রয়োগদ্বারাই সুখের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম-মীমাংসাতেও "আনন্দময়োহভ্যাসাৎ" এই সূত্রে আনন্দ পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্ম আনন্দরূপ কি না? যদি তিনি আনন্দরূপই হয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্মের আনন্দ-সংজ্ঞা অবশ্যই পাওয়া গেল এবং তাঁহার দুঃখ-প্রতিযোগিত্বও প্রতিপন্ন হইল। অপর পক্ষে যদি বল যে, ব্রহ্ম আনন্দরূপ নহেন, তবে তাঁহাতে অপুরুষার্থত্ব দোষ ঘটে। কেন না, আনন্দ-প্রাপ্তিই সাধনার প্রয়োজন, (ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হন, তবে তাঁহাতে কোনও পুরুষার্থই থাকে না।) সুতরাং ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ, এই পক্ষই স্বীকৃত হইল। কিন্তু তিনি লোকপ্রসিদ্ধ আনন্দস্বরূপ নহেন অর্থাৎ আমরা ইহলোকে ব্যাবহারিক ভাবে যে আনন্দ উপভোগ করি, তিনি সে আনন্দরূপ নহেন। ইহা স্বীকার করিলে আমাদের পন্থাই সমীচীন হইল।

এইরূপ "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিতেও সত্যত্বাদি ধর্ম্মভেদ অবশ্যই বিবেচনীয়। এ স্থলেও ব্যাবৃত্তি প্রণালী অনুসারে অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন ব্যাবর্ত্তনে ব্রহ্মেরই পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম সূচিত হয়।

যদি বল, শৌক্লাদিতে যে কৃষ্ণবর্ণাদির ব্যাবর্ত্তন করা হয়, তাহা সেই পদার্থেরই স্বরূপ, কিন্তু ধর্ম্মান্তর নহে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তৎস্থলে অবশ্যই যে ব্যাবৃত্তি-যোগ্যতা আছে, ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। (তাহা হইলে) যোগ্যতাই ত শক্তি। ফলতঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঘাটিতেই প্রভাত* হইল।

শ্রীরামানুজীয় শারীরক-ভাষ্যেও এইরূপ লিখিত আছে; তদ্‌যথা,—"অনুভব পদার্থ সবিশেষরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে (ইহাই নিয়ম), কিন্তু কোন অসঙ্গত যুক্তি (যুক্ত্যাভাস) দ্বারা উহাকে যদি নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান করিতে হয়, তাহা হইলে উহার সত্তার অতিরিক্ত কোন স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম দ্বারাই উহাকে তদ্রূপে প্রতীয়মান করিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ নিষ্কর্ষের হেতুভূত উহার স্ব-সত্তার অতিরিক্ত,—উহার অসাধারণ ধর্ম্মবিশেষসমূহ

---

* ঘট্টকুটি-প্রভাত-ন্যায়—ইহা একটি লৌকিক ন্যায়। নদীতীরস্থ স্থানকে ঘট্ট বলে। বণিকাদির নিকট হইতে রাজকর আদায় করার জন্য নদীতীরে রাজকীয় কর্ম্মচারীদের যে ক্ষুদ্র কার্য্যালয় থাকে, উহার নাম "ঘট্টকুটি"। ঘট্ট-কুটি-প্রভাত ন্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, এই শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীদিগকে কর না দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুরভিসন্ধিশীল বণিক্ যেমন নিজের দ্রব্যাদি লইয়া রাত্রিকালে অন্যান্য পথে বিচরণ করিতে করিতে পথভ্রান্ত হইয়া প্রভাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঘট্ট-কুটিতে আসিয়াই উপস্থিত হয় এবং উক্ত কর্ম্মচারীর হাতে ধরা পড়ে, অসৎ তার্কিকদেরও সেই অবস্থা ঘটে।

দ্বারাই উহা আবার সেই সবিশেষই হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত কোন বিশেষ-বিশিষ্ট বস্তুর অন্যান্য বিশেষসমূহের নিরাস হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি কোথাও হয় না।"

শ্রীরামানুজীয় ভাষ্যের অন্যত্রও লিখিত হইয়াছে,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। কেন না, সত্যাদি গুণ-পদ এ স্থলে ব্রহ্মের সহিত সামানাধিকরণ্য ভাবে* সন্নিবিষ্ট রহি-

---

* সামানাধিকরণ্য। মূলে লিখিত আছে,—"প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদে নৈকার্থবৃত্তিত্বং হি সামানাধিকরণ্যম্।" অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পদ প্রয়োগের নিমিত্ত ভেদ হইয়া যখন উহাদের একার্থবৃত্তিত্ব প্রকাশ করে, তখন ঐ সকল পদের সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হয়। এ স্থলে "বৃত্তিত্ব" পদের অর্থ সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। সংস্কৃত দার্শনিক ভাষায় এই পদের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। তত্ত্বচিন্তামণিকার শ্রীমদ্‌গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলেন,—"শাব্দবোধহেতুপদার্থোপস্থিত্যনুকূলঃ পদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ" অর্থাৎ শাব্দ-বোধের নিমিত্ত-পদার্থ উপস্থিতির অনুকূল পদ ও পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহাই বৃত্তি নামে অভিহিত।

২। মুক্তাবলীকার বলেন,—"শক্তিলক্ষণান্যতরাত্মকঃ সম্বন্ধঃ", যেমন ঘট বলিলে "কম্বু-গ্রীবাদিমৎ" এই পদে উহার বৃত্তি। এ স্থলে এই বৃত্তি অর্থ—"শক্তি"। এই বৃত্তি, তাৎপর্য্য-নির্ব্বাহিকা। তাৎপর্য্য ত্রিবিধ,—ঔৎসর্গিক, আপবাদিক এবং নিয়ত।

৩। শাব্দিকেরা বলেন,—"শাব্দবোধপ্রয়োজকঃ তত্তদর্থনিরূপিতঃ শব্দধর্ম্মঃ।"

ন্যায়-মতে বৃত্তি দ্বিবিধা—সঙ্কেত ও লক্ষণা। প্রকারান্তরে মুখ্যা ও গৌণী-ভেদে বৃত্তি দ্বিবিধা। মুখ্যা শব্দ-শক্তি সঙ্কেত নামে অভিহিত হয়। গৌণীর অপর নাম লক্ষণা। প্রাচীনগণের মতে শব্দবৃত্তি ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা,—

যৌগিকো যোগরূঢ়শ্চ শব্দঃ স্যাদৌপচারিকঃ।
মুখ্যো লাক্ষণিকো গৌণঃ শব্দঃযোঢ়া নিগদ্যতে॥

সাহিত্যদর্পণকার বলেন,—

বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য বৃত্তয়ঃ॥

নব্য নৈয়ায়িকগণ এই পদের আরও বহুল অর্থ করিয়াছেন। যথা—সন্নিকর্ষ, জ্ঞান, আধেয়ত্ব, আধেয়-বান্ ইত্যাদি।

বৈয়াকরণগণ বলেন,—বিগ্রহার্থাভিধান বা পরার্থাভিধানই বৃত্তি। পরার্থাভিধান সম্বন্ধে বৈয়াকরণগণ সবিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্‌যথা,—"পরস্য শব্দস্যোপসর্জ্জনার্থকস্য যত্র শব্দান্তরেণ প্রধানার্থকপদেনার্থাভিধানং বিশেষণ-ত্বেন গ্রহণং সা বৃত্তিঃ। অথবা—পরার্থস্য প্রধানার্থস্য অপ্রধানপদার্থে যত্র স্বার্থবিশেষ্যত্বেন গ্রহণং সা বৃত্তিঃ।"

বৃত্তি বিষয়ে ভগবান্ পাণিনি একটি সূত্র করিয়াছেন; তদ্‌যথা,—"সমর্থঃ পদবিধিঃ"—(২।১।১) পৃথগর্থের একার্থীভাবই সামর্থ্য। সাংখ্য-মতে মহদাদি ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপারকেই বৃত্তি বলা হয়। যোগ-দর্শনে অন্তঃকরণ-পরিণামই বৃত্তি। মায়াবাদী বেদান্তীদেরও এইরূপই অভিপ্রায়। এইরূপে বৃত্তি শব্দের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

য়াছে। অনেক বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও সেই সকল বিশেষণ যখন একই পদার্থকে লক্ষ্য করে, তখনই সামানাধিকরণ্যের স্থল ঘটে। শব্দসমূহের প্রয়োগের নিমিত্ত-ভেদ হইলেও উহারা যখন একই পদার্থকে বুঝায়, তখনই সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই স্থলে সত্যত্বাদি গুণ-সকল আপন আপন মুখ্যার্থেই প্রযুক্ত হউক অথবা সেই সকল গুণের বিরোধি ভাবের প্রতিযোগিরূপেই হউক—একই অর্থে যদি পদগুলির প্রবৃত্তি হয়, তবে তাদৃশ স্থলে নিমিত্ত-ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে ইহাতে বিশেষ কথা এই যে, এক পক্ষে পদসমূহের মুখ্যার্থতা এবং অপর পক্ষে উহাদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা অর্থসিদ্ধি হয়। অজ্ঞানাদির প্রতিযোগিতাকে বস্তুস্বরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে এক পদেই অর্থাৎ বিজ্ঞানেই যখন বস্তুর স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়, তখন পদান্তর প্রয়োগের কোনও আবশ্যক থাকে না—অন্য পদ-প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যও অসিদ্ধ হয়। যেহেতু সামানাধিকরণ্যে একই বস্তু প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির নিমিত্ত-ভেদ থাকা প্রয়োজনীয়। তাহা না থাকিলে সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয় না। বিশেষণের ভেদ অনুসারে বিশিষ্টতার ভেদ ঘটে। সামানাধিকরণ্য স্থলে একার্থ প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্টতা সামানাধিকরণ্যের বিরোধী হয় না। কেন না, অনেক বিশেষণ-বিশিষ্টতা-সূচক পদ প্রয়োগে এক বস্তুকে সূচিত করাই সামানাধিকরণ্যের ধর্ম্ম। শাব্দিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্ত শব্দ-সমূহের যে এক অর্থে প্রয়োগ, উহাই সামানাধিকরণ্য" ।*

এইরূপ যুক্তি অনুসারে বলিতে হইবে যে, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই দুইটি শব্দ পৃথক্‌রূপে

শ্রীপাদ রামানুজ তদীয় ভাষ্যে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য-বিচারেও সামানাধিকরণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎস্থলে লিখিত আছে,—"প্রকারদ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য।" ফলতঃ বহু বিশেষণ নিমিত্ত-ভেদে ব্যবহৃত হইলেও যখন উহারা এক বস্তুকে বুঝায়, তখন উহাদের সামানাধিকরণ্য ঘটে। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীভাষ্যে মায়াবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত মহাপূর্ব্বপক্ষে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে যে তর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীপাদ রামানুজ এ স্থলে উহারই উত্তর দিয়াছেন।

* শ্রীপাদ রামানুজ, সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে তদীয় গ্রন্থ প্রমেয়মালায় বিশদরূপ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যাকার শ্রীমৎ সুদর্শনাচার্য্যও তদীয় ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 'ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।" এই বাক্যটি পাণিনীয় ব্যাকরণের ভগবান্ পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্যের কৈয়টকৃত টীকা হইতে উদ্ধৃত। "তৎপুরুষঃ সামানাধিকরণঃ কর্ম্মধারয়ঃ" ইত্যাদি সূত্রে সামানাধিকরণ-শব্দ-বিবরণের জন্য সামানাধিকরণ্যের এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

ইহার অর্থ এইরূপ,—'প্রবৃত্তির নিমিত্ত'—এই অর্থে 'প্রবৃত্তি-নিমিত্ত'। প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ—প্রবৃত্তিঃ। শব্দস্যার্থে বৃত্তির্নাম তদ্বোধনম্। বিশেষ্যভূত প্রধানার্থা বৃত্তিই—প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তেঃ নিমিত্তং—দ্বারম্ = প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। "একস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ"—এই কথায় যে 'এক' শব্দ আছে, তদ্দ্বারা সামান্য শব্দের সদৃশ অর্থ নিরস্ত হইয়াছে।

তিন প্রকার শব্দের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় ; যেমন বিশেষণতঃ ও বিশেষ্যতঃ একার্থবাচক, যথা—ঘট, কুম্ভ ; নীল, কৃষ্ণ। আবার অপর রূপ (২) উভয়ত ভিন্নার্থ,—গো, অশ্ব, মহিষ, নীল, শুক্ল ও পীত। আবার (৩) কোন অপর

উপলভ্যমান হইলেও তাহাতে ব্রহ্মের দ্ব্যাত্মকতা প্রতীতি হয় না। ব্রহ্ম এক; কেবল "স্বরূপপ্রকাশ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভিন্নরূপে উপলব্ধ হয়েন মাত্র।" কেহ বা তাঁহাকে জ্ঞানরূপে, কেহ বা তাঁহাকে আনন্দরূপে নিরূপিত করেন। যেমন একই চন্দ্র জ্যোৎস্নার শুক্লত্ব ও জ্যোতিস্ত্ব, এই দ্বিবিধরূপে প্রতীত হয়। সত্যত্ব ও আনন্দত্ব—এই উভয়ই ব্রহ্মের ধর্ম্ম, সুতরাং উহাদের দ্বারা ব্রহ্মের ভেদ-বিভাগেরও উপলব্ধি হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে, যেমন এই প্রচুর-প্রকাশই চন্দ্র। এ স্থলে প্রচুরত্ব দ্বারা চন্দ্রমার উপলব্ধি হয়, অতঃপর কিছুর উপলব্ধি হয় না।

অপি চ অবিদ্যা নিবৃত্তির জন্য সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে; যথা,—

১। তমের পরপারস্থিত এই আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে আমি জানি [শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩।৮]

২। তাঁহাকে জানিয়া সাধক অমৃত হয়, তাঁহাতে গমনের আর অন্য পন্থা নাই।

[শ্বেতাশ্বতর, ৩।৪]

৩। সেই দ্যুতিশীল পুরুষ হইতে নিমিষ সকল সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহার নাম মহৎ যশ, তাঁহার অপর কোন শাস্তা নাই। যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা অমৃত হয়েন।

[মহানারায়ণ উপনিষৎ, ১৮]

ব্রহ্ম-সূত্রকার-মতে আনন্দরূপে প্রকাশেও ব্রহ্মের উদয়ভেদ দৃষ্ট হয়। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।১২) এই ব্রহ্মসূত্রে ইহার উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এইরূপ ক্রমে নির্দ্দেশ করিয়া কোষসমূহের উপদেশ করা হইয়াছে। ইহার পরেই বলা হইয়াছে, আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে, অথচ তাঁহা হইতে ভিন্ন। প্রীতিই উহার শির, মোদ উহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দ উহার আত্মা এবং ব্রহ্ম উহার পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা। ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে,

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রব্যাখ্যা

এক প্রকার বিশেষণ পক্ষে ভিন্নার্থ, বিশেষ্য পক্ষে একার্থ; যেমন নীলোৎপল, দেবদত্ত, শ্যাম যুবা, লোহিতাক্ষ ইত্যাদি। এই তৃতীয় প্রকারে সামানাধিকরণ্য ঘটে।

কৈয়টের প্রাগুক্ত সামানাধিকরণ্য পদের লক্ষণ-বিচারের সার মর্ম্ম এই যে, ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দসমূহের একমাত্র অভিধেয় পদার্থে যখন অর্থাবসান হয়, তখন উহা সামানাধিকরণ্য নামে অভিহিত হয়। এখন মূলের বিচার করা যাইতেছে,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে সত্য শব্দ, জ্ঞান শব্দ ও অনন্ত শব্দ—ব্রহ্মের বিশেষণ। এই বিশেষণগুলি ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের সূচনা করিতেছে। একই বিশেষ্যে ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই নিমিত্ত এ স্থলে সামানাধিকরণ্যের নিয়মই দৃষ্ট হয়। যদি উক্ত বিশেষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম না বুঝাইয়া, একই ধর্ম্ম বুঝাইত, তবে এই বাক্যটিকে সামানাধিকরণ্যের উদাহরণে ব্যবহৃত করা যাইত না। ফলে এই বিচার দ্বারা ব্রহ্ম যে বহুধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাই প্রতিপন্ন হইল এবং নির্ব্বিশেষবাদ নিরাকৃত হইল।

এই আনন্দময় শব্দ দ্বারা কি পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে কিংবা অন্নময়াদির ন্যায় উহা ব্রহ্মেরই অর্থান্তর ?

এই স্থলে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যে ব্রহ্ম-শব্দযোগে পুচ্ছ শব্দ ব্যপদিষ্টেরই ব্রহ্মত্ব লক্ষিত হইতেছে। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ", ব্রহ্ম শব্দই এই সূত্রের অধিকার-লব্ধ ; জীব নহে। সেই ব্রহ্ম আনন্দময়। এ সূত্রে "আনন্দময়ঃ" শব্দটি শ্রুতিতে প্রথমান্ত পাঠেই বিন্যস্ত হইয়াছে। সূত্রকারও এ স্থলে সেই প্রথমান্ত পাঠই রাখিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম আনন্দময়, ইহাই এই সূত্রের বাচ্য।*

"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"—এই সূত্রে আকাশ শব্দে যেমন প্রথমান্ত পদ আছে এবং তদ্দ্বারা যেমন আকাশকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ। (এ স্থলে আকাশ শব্দের অর্থ গগন নয়—উহার অর্থ পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই অখিল কারণ)।

এই আনন্দময় শব্দ-সন্নিধানেই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (জীব সম্বন্ধে এ শ্রুতি প্রয়োজ্য হইতে পারে না)।

উহার পরে উক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও লিখিত আছে,—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি"। (ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সেই আনন্দময়) ব্রহ্মই রসস্বরূপ। তাঁহাকে পাইলেই জীব আনন্দী হয়।

এইরূপে আদিতে ও অন্তে আনন্দময়েরই উপসংক্রমণ করা হইয়াছে। চতুর্ব্বেদ-শিখাতেও লিখিত হইয়াছে,—"সঃ শিরঃ, স দক্ষিণপক্ষঃ, স উত্তরপক্ষঃ, স আত্মা, স পুচ্ছং।" আনন্দময় শব্দের এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিন্যাসে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ম। অতঃপর তৈত্তিরীয় উপনিষদে "অসন্নেব স ভবতি" যে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, উহা অর্থবাদ-মাত্র অর্থাৎ প্রশংসাবাক্যমাত্র। উহা প্রশংসাবাক্য ও শ্লোকোক্ত বাক্য-নিবন্ধন—অভ্যাস-বাক্য নহে। অর্থাৎ এই বাক্যটিকে পূর্ব্বোক্ত আনন্দময় পদের পুনঃপুনঃ উল্লেখ বলা যায় না। পুচ্ছে যে ব্রহ্ম শব্দের সংযোগ হইয়াছে, তাহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই ব্রহ্ম শব্দ সংযোগে উক্ত স্থলে আনন্দের সম্যক্ উদয় উৎকর্ষই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এই নিমিত্তই উহার প্রতিষ্ঠা। এই নিমিত্তই সকলের পরে পুচ্ছেই আনন্দের উদয় নিরূপিত হইয়াছে। আনন্দ প্রকাশের সর্ব্বাধিক আধার ব্রহ্ম পদার্থ এই জন্যই ব্রহ্মপুচ্ছরূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনি প্রীতি ও মোদাদির নিজ অবয়ববিশেষের অবয়বী হইয়া, আনন্দময় বলিয়া অভিহিত হয়েন—ইহাই উপনিষদ্বাক্যের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পুচ্ছ উহার ব্রহ্মসংজ্ঞা। এই স্থলে আনন্দময়ের নির্ব্বিশেষভাবে

---

* ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই আনন্দময় শব্দের অর্থ গৌণ ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-ভাষ্যকার উহারই প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন,—মুখ্য ব্রহ্মকে অধিকার করিয়াই এই সূত্রের অবতারণা, গৌণ ব্রহ্মকে অধিকার করিয়া নহে। ব্রহ্ম আনন্দময়, শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলা হইয়াছে। অভ্যাস শব্দের অর্থ—"অবিশেষ-পুনঃশ্রুতিঃ" অর্থাৎ অবিকল ভাবে পুনঃ পুনঃ বলার নামই—অভ্যাস।

আবির্ভাব। এই হেতু ব্রহ্ম আনন্দময়ের অবয়ববিশেষ। (ব্রহ্ম—অবয়বী নহেন—অবয়ব মাত্র)।

অপর পক্ষে আনন্দময়ে প্রীতি প্রভৃতি সবিশেষরূপে প্রকটিত হওয়ায়, আনন্দময় অবয়বী—ইহাই বিশেষ। এই নিমিত্ত এই আনন্দময় অধিকরণ দ্বারা প্রীতি প্রভৃতিতে পরব্রহ্মের শুদ্ধোদয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত অপর যাহা কিছু, তাহা অন্নময়াদিতে প্রাপ্য।

এই উপনিষদ্বাক্যে যে প্রিয়াদি বিষয়ের উপন্যাস করা হইয়াছে ("প্রিয়মেব শিরঃ মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ" ইত্যাদি) সেই প্রিয়াদিকে ইষ্ট-পুত্র-দর্শনজনিত লৌকিক আনন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত নহে। কেন না, এ স্থলে যে উপনিষদ্বাক্য বলা হইয়াছে, উহা পারমার্থিক পথে আরোহণের অনুক্রম-প্রক্রিয়ারই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সোপানস্বরূপ। অপর শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, "তস্য যজুরেব শিরঃ"।

অতএব এই আনন্দময় অলৌকিক বিশেষবান্। তজ্জন্য তাঁহার সম্বন্ধে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি মহিমাবাক্য সুসঙ্গতই হইয়াছে। এ স্থলে একমাত্র আনন্দেরই উদয়ের উপচয় ও অপচয় লক্ষ্য করিয়া প্রিয়াদি ভেদ-নিবন্ধন পৃথক্‌গুণত্ব স্বীকৃত হয়, কিন্তু বিজ্ঞানময়াদিবৎ পৃথক্ নহে।

আনন্দের এই স্বজাতীয় ভেদ প্রদর্শনের জন্যই বেদান্তসূত্রকার বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে একটি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন,—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য।" অর্থাৎ আনন্দাদি ধর্ম্মনিচয় ব্রহ্মের সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই সার্ব্বত্রিক। (আনন্দ বিজ্ঞানাদি ব্রহ্মধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে যে স্থলে ব্রহ্মের কথা আছে, সেই সেই স্থলে ঐ সকল গুণ কথিত না হইলেও কথিতের ন্যায় গণ্য হইবে।)

সুতরাং আনন্দাদি গুণসমূহের কোন এক স্থানে উল্লেখ থাকিলে, অপর স্থলে উল্লেখ না থাকিলেও, তৎস্থলে সেই সকল গুণ কথিত হইয়াছে বলিয়াই ধর্ত্তব্য। উপাসনায় সর্ব্বত্রই ঐ সকল গুণ ধ্যেয়। কিন্তু প্রিয়াদি কেবল আনন্দের হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা প্রদর্শনের জন্যই বলা হইয়াছে, উহারা অন্যত্র ধর্ত্তব্য নহে।

"প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে"*—(ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।১২) এই সূত্রানুসারে একই অন্নময়াদিক্রমোপাসকের উপাসনাভূমিকা-সোপানের ভেদ অনুসারে সেই আনন্দময় ব্রহ্মের উদয়ের হ্রাসবৃদ্ধি মাত্র বলার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" এই সূত্রের দ্বারা প্রিয়াদি অন্যত্র ধর্ত্তব্য হইবে না, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

---

* তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঠিত প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম অন্যত্র নীত হইবে না। কেন না, মোদ প্রমোদ প্রভৃতি আপেক্ষিক শব্দমাত্র; সুতরাং হ্রাস-বৃদ্ধিমান্। ভোক্তার সুখের তারতম্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় প্রিয় মোদ ও প্রমোদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, পুত্র-দর্শনজ সুখই প্রিয়—উহার কুশলাদি—মোদ, উহার গুণাধিক্যে প্রমোদ। অতএব প্রিয়াদি—সুখের তারতম্য বা অবস্থা-ভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভেদ থাকিলে তাহাতে উপচয় অপচয় অর্থাৎ তারতম্য থাকে। অভেদ ব্রহ্মে তাহাদের আবার সম্ভাবনা কি?

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, "এতমানন্দময়মুপসংক্রামতি" তৈত্তিরীয়ে এই যে শ্রুতি দৃষ্ট হয়, এই বাক্য পরব্রহ্মবিষয়ক নহে, ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্টব্য বিকারাত্ম অন্নময়াদির ধারায় পরিপঠিত হওয়ায় আনন্দময় ব্রহ্মবিষয়ক নহে।* ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এ সংশয় অমূলক। অন্নময়াদির ধারায় আনন্দময় নিপতিত হইলেও সকলের অভ্যন্তরস্থিত হওয়ায় অরুন্ধতী-দর্শনের† ন্যায় প্রতিপাদ্য-রূপত্বের অর্থাৎ ব্রহ্মত্বেরই প্রসক্তি হইতেছে। উপসংক্রমকার্থ নিবন্ধনও আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্বের হানি হয় না। কেন না, উক্ত স্থলে পরব্রহ্মের কেবল আবির্ভাব মাত্র অর্থ ই গৃহীত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে—যেমন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

উপসংক্রম‡-বাক্যে দেখা যায়, যিনি আনন্দময় আত্মাকে জানেন, তাঁহার ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং তাহার অন্যথাত্ব ঘটে না। যদি বলা যায় যে, আনন্দময়ে উপসংক্রমণ দ্বারাই পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাভূত ব্রহ্মপ্রাপ্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তাহা হইলে শ্রুতির কদর্থনা হয়। যাঁহারা পুচ্ছ-ব্রহ্ম মানিয়া চলেন, ইহাতে তাঁহাদের পুচ্ছ-ব্রহ্মেও দোষ পড়ে। কেন না, শির আদি ধারা অনুসারে পুচ্ছপ্রবাহ-পতনে ব্রহ্মও পূর্ব্ববং পুচ্ছত্বে গিয়াই পতিত হয়েন। সে স্থলে

---

* এই পূর্ব্বপক্ষটি শাঙ্করভাষ্য হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। শঙ্কর ভাষ্যে লিখিত আছে,—"এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতীতি, ন তস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্তি। বিকারাত্মনামেবান্নময়াদীনামনাত্মনামুপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহে পতিতত্বাৎ"—১।১।১৯ সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য।

† অরুন্ধতী দর্শনের বিষয় বেদান্তসূত্রীয় শাঙ্কর ভাষ্যের ১।১।১২ সূত্রের ভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে, যথা—"যথাঽরুন্ধতীনিদর্শনে বহ্বীষপি তারাস্বমুখ্যাস্বরুন্ধতী ভবতি ইত্যাদি।" বৃত্তান্ত এই যে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে অরুন্ধতী নাম্নী সূক্ষ্ম নক্ষত্রের অবস্থান। বিবাহের সময়ে নববধূকে অরুন্ধতী দেখাইতে হয়। তাহাতে সহজে দৃষ্টিপাত না হওয়ায় তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থূলের তারা প্রদর্শিত হয়, তৎপরে ক্রমে সূক্ষ্ম তারাগুলি দেখিতে দেখিতে অরুন্ধতীতে দৃষ্টি পতিত হয়। এইরূপে অরুন্ধতী দেখিতে হয়। প্রথম স্থূলে, পরে সূক্ষ্মে দৃষ্টিপাত করার স্থলে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

‡ উপসংক্রম পদের অর্থ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি ইতি কর্ম্মকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, বিজ্ঞানমাত্রত্বাৎ সংক্রমণস্য। ন জলৌকাদিবৎ সংক্রমণমিহোপদিশ্যতে; কিং তর্হি, বিজ্ঞানমাত্রং সংক্রমণশ্রুতেরর্থঃ।" অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, একই পদার্থ একই সময়ে কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারে না। তাহা হইলে শ্রুতিতে যে লিখিত আছে,—"তমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" এই শ্রুতির বৈয়র্থ্য ঘটে। তদুত্তরে বলা যায় যে, এই সংক্রমণ পদের অর্থ জলৌকার ন্যায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন নহে, উহার অর্থ—বিজ্ঞানমাত্র।

অতঃপর শ্রীমদ্ভাষ্যকার সংক্রমণ-পদের বহুল অর্থের খণ্ডন করিয়া, ইহার সারার্থ নিষ্কর্ষ করিয়াছেন যে, সংক্রমণ পদের এ স্থলে প্রকৃত অর্থ—আত্মপ্রতিপত্তি।

শ্রীমৎরাঘবেন্দ্র যতি তৈত্তিরীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন, উপসংক্রমণ অর্থ—প্রাপ্তি। শ্রীমৎশঙ্কর 'প্রাপ্তি' অর্থ স্পষ্টতঃই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—"তথা ন আনন্দময়স্য আত্মসংক্রমণমুপপদ্যতে। তস্মাৎ ন প্রাপ্তিঃ সংক্রমণম্।" বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ বহুল বিচার দ্বারা প্রাপ্তি অর্থেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

যদি বচনান্তর স্বারস্যদ্বারা অবয়বতা সিদ্ধ হয়, তবে আলোচ্য স্থলেই বা পূর্ব্বযুক্তি অনুসারে সেরূপ না ঘটিবে কেন ?

অপি চ "তস্যৈব এষ এব শরীর আত্মা" ইত্যাদি আত্মত্বরূপে উপক্রান্ত আনন্দময়ের শরীরত্ব সর্ব্বত্রই প্রতিপন্ন হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই "পৃথিবী যস্য শরীরং" ইত্যাদি মন্ত্রে অন্তর্য্যামীর শরীর স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং শরীরত্ব স্বীকার দোষজনক হইতে পারে না।

আনন্দময়ত্ব সম্বন্ধেও শ্রুতি বলিতেছেন,—"তস্যৈষ এব শারীর আত্মা"—অর্থাৎ আনন্দময়েরও এই শারীর আত্মা (তস্য আনন্দময়স্য এষ এব শরীরে আনন্দময়ে ভবঃ শারীরঃ আত্মা) এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দময়েরও অপর আত্মার কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ স্থলে আত্মান্তর নাই, এই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। শিলাপুত্রই যেমন শিলাপুত্রের শরীর, এইরূপে আনন্দময় আত্মার আনন্দময় শরীর কল্পিত হইয়াছে। অপরাপরগুলির মধ্যে অন্নময়ের প্রসিদ্ধ শারীরত্ব স্বয়ং সূত্রকারই "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" (১।১।১৭) এই সূত্রে নিষেধ করিয়াছেন।*

এই নিমিত্ত আনন্দময় শব্দে পরব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, "সোঽকাময়ত, রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি স্থলে যে পুংলিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ক্লিবলিঙ্গান্ত ইহার পুচ্ছ শব্দ লক্ষ্য নহে, পুংলিঙ্গান্ত আনন্দময় শব্দই উক্ত শ্রুতি-প্রতিপাদক পরব্রহ্মপদ-বোধক। "এতমানন্দময়ম্" এই অন্তিম বাক্যেও পরব্রহ্ম-নির্দ্দেশই পরিলক্ষিত হয়।

"তস্মাদ্‌বা এতস্মাদাত্মনঃ" এই বাক্যে যে আত্মশব্দ আছে, তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া আনন্দময় পদটির পরব্রহ্ম নির্দ্দেশ-প্রবৃত্তিই উপলব্ধ হয়, আত্মা ভিন্ন আনন্দময় পদটির অপর অর্থও এতদ্দ্বারা বাধিত হইয়াছে।

আরও বক্তব্য এই যে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি দ্বারা যে বস্তু লক্ষিত হয়, "তস্মাদ্‌বা এতস্মাদাত্মনঃ" পদের দ্বারাও সেই বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়। এই আনন্দময়ই অন্নময়াদি সকলের অভ্যন্তরস্থ আত্মা। শ্রুতিবাক্য তাহাই প্রকাশ করিয়া অপরাপর সকলকে অতিক্রম করিয়া বলিতেছেন,—"অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" এই বলিয়া আনন্দময়কে আত্মরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আত্মশব্দের আকর্ষণ দ্বারা আনন্দময়কেই মুখ্য আত্মা বলা যায়। আত্মরূপে অনির্দ্দিষ্ট পুচ্ছ মুখ্য আত্মা নহে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে,—"অন্নময়াদিতে যিনি চরম, স্থূল ও সূক্ষ্মের পর" ইত্যাদি বাক্যে "চরমঃ, যঃ" ইত্যাদি পদ পুংলিঙ্গ। অন্নময়াদির সমপ্রয়োগে ইনিই চরম, এই পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ হেতু আনন্দময়কেই পরব্রহ্ম বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

---

* অর্থাৎ আনন্দময়ই পরমাত্মা—ঈশ্বর ভিন্ন সংসারী জীব আনন্দময় নয়, কেন না, শ্রুতিতে উহার উপপত্তি নাই।

চতুর্ব্বেদশিখাতে স্পষ্টতঃই "স শিরঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে। অতএব আনন্দময় আত্মাই যে পরব্রহ্ম, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এই সূত্রের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া অপর সূত্র রচিত হইয়াছে; উহা এই,—"বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ।" অর্থাৎ বিকারবাচি ময়ট্ প্রত্যয় করিলে আনন্দময় পদটি পরমাত্মা বুঝায় না, যদি এই আশঙ্কা করা যায়, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রের অর্থ। এ স্থলে প্রাচুর্য্য অর্থেই ময়ট্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, বিকারার্থে নহে। সেই প্রাচুর্য্য এক বস্তুতেই যোজিত হয়। যেমন "প্রচুর-প্রকাশ রবি" অর্থাৎ প্রচুর আছে প্রকাশ যাহাতে—এমন রবি। এ স্থলে চন্দ্রাদির তুলনাতেই সূর্য্যের প্রকাশের প্রাচুর্য্য বিবক্ষিত হইয়াছে। এ স্থলে সূর্য্যের প্রকাশ-প্রাচুর্য্য ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা বলা যাইতে পারে;—যেমন 'প্রকাশময় রবি'।

বিকারশব্দাদিত্যাদি সূত্রব্যাখ্যা

পাণিনির একটি সূত্র এই যে,—'তৎ প্রকৃত বচনে ময়ট্' (৫।৪।২১)*। এইরূপ ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা বিশেষ্য ও বিশেষণে ভেদ-ভাব দেখায়; কিন্তু উহা "প্রতিমার শরীরে" এই বাক্যের ন্যায় আপাতঃ ভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে; যথা,—"ব্রহ্ম তেজোময়ং দিব্যম্" (হরিবংশ); "আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ" (শ্রীভাগবত)। "তৎপ্রকৃত" পদকে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া ব্যাখ্যাত করাই সুসঙ্গত।

শ্রীপাদ রামানুজস্বামী তদীয় ভাষ্যে বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন,—তৎপ্রচুরত্ব অর্থ—তৎ-প্রভূতত্ব। ইহাতে আনন্দ-প্রচুরত্ব ভিন্ন তদিতর দুঃখ-সত্তাকে আদৌ উপস্থাপিত করে না। অপিচ উহার অল্পতা বোধও নিবর্ত্তিত করিয়া দেয়।

আনন্দময়ে দুঃখের সম্ভাব বা অসম্ভাব আছে কি না, তাহা অপর প্রমাণাপেক্ষ। এ স্থলে অপর প্রমাণ দ্বারাই আনন্দময়ে দুঃখের অভাব, এই সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—তিনি অপাপবিদ্ধ। ব্রহ্মানন্দের প্রভূতত্ব অন্যান্য আনন্দের অল্পতা-বোধক। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন,—মানুষের আনন্দ পরিমিত, তাহার একটি পরিমাণ আছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, জীবানন্দাপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ নিরতিশয় দশাপ্রাপ্ত (শ্রীভাষ্য)।

অতএব আনন্দময়ের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াই শ্রুতি বলিতেছেন,—"তিনি রস-স্বরূপ। এই রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে জীব আনন্দযুক্ত হয়। যদি সেই আকাশবৎ পূর্ণ আনন্দ না থাকিতেন, তবে কেই বা জীবিত থাকিত, কেই বা প্রাণকার্য্য করিত," "এই আনন্দই জীবদিগকে আনন্দদান করেন," "সেই এই আনন্দই আনন্দের মীমাংসা অর্থাৎ তারতম্য-

---

* এই সূত্রের অর্থ এইরূপ—"প্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতং প্রকৃতং তস্য বচনং প্রতিপাদনম্। ভাবে অধিকরণে বা লুট্।" এই সূত্রে যে তৎপদ আছে, উহা প্রথমান্ত। বহুলরূপে যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই 'প্রকৃত'; সুতরাং যাহা বহুলরূপে উপস্থিতির প্রতিপাদক, তাহাই প্রকৃত বচন। বহুলতার উপস্থিতি-প্রতিপাদনে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। সুতরাং এ স্থলে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ করিয়া আনন্দময় পদটি সাধিত হইয়াছে।

বিপ্রাপ্তিস্থান", "যিনি আনন্দ-ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ভয়-বিবর্জ্জিত হয়েন, এই আনন্দময়কেই প্রাপ্ত হয়েন" ইত্যাদি শ্রুতিতে আনন্দ ও আনন্দময় শব্দ একই অর্থে বিন্যস্ত হইয়াছে এবং উহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। 'আনন্দই ব্রহ্ম', 'অন্নই ব্রহ্ম' ইত্যাদির ন্যায় উহা স্পষ্টতঃ অভ্যস্ত হইয়াছে। যেমন একই সূর্য্য-প্রকাশ প্রাতে, অস্তকালে, সায়াহ্নে ও মধ্যাহ্ন-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেই প্রকার একই আনন্দময়ে প্রিয়াদি-ভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই আনন্দময়ে যে অপর বস্তুর অভাব, তাহারই জ্ঞাপনার্থ তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন,—যখন সাধক ইহাতে অল্পমাত্র ভেদ-দৃষ্টি করে, তখন তাহার ভয়ের কারণ ঘটে। কিম্বা যখন এই সাধক এই অবিকার, অবিষয়ভূত, অশরীর, অনিরুক্ত, অনাশ্রয়, আনন্দময়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি নির্ভয় হন। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে সেই আনন্দময় ব্রহ্মেই নিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। তাঁহা হইতে চিত্ত তিরোহিত করিলেই মহদ্ভয় উপস্থিত হয়। গরুড়-পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পরাশরের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে,—যে ক্ষণে, যে মুহূর্ত্তে বাসুদেবকে চিন্তা না করা যায়, উহাই হানি, উহাই মহচ্ছিদ্র, উহাই বিভ্রম, উহাই মোহ। সুতরাং প্রভুত আনন্দই আনন্দময়; অথবা এ স্থলে প্রিয়াদিতে যে আত্মার কথা উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রিয়াদি হইতে আনন্দময় ভিন্ন এবং আনন্দময় প্রিয়াদির আত্মস্বরূপ, এই ভেদ অর্থেই আনন্দ-শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। যেমন অন্নময় যজ্ঞ।* অভেদ অর্থে আনন্দত্বের অভ্যাসই প্রযোজ্য।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন, আনন্দময় পদটিও বিকারার্থ ময়ট্প্রবাহের অন্তঃপাতী হওয়ায় উহাতে অকস্মাৎ অর্দ্ধজরতীবৎ † প্রাচুর্য্যার্থ শোভা পায় না। পূর্ব্বপক্ষীয়ের এই উক্তি সমীচীন নহে। কেন না, পূর্ব্বউদাহৃত আনন্দময় পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হেতুতে বুঝা যায় যে, বিকারার্থ ময়ট্ প্রত্যয়প্রবাহ ব্যতিরেকেও আনন্দময় পদের উত্তর ময়ট্-প্রয়োগযুক্ত আনন্দময় পদ অনেক স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রবাহে পতিত হওয়াতে যদি আনন্দময় পদে দোষ হয়, ব্রহ্মপুচ্ছও ত তাহাতে পতিত হইয়াছে; সুতরাং পুচ্ছ শব্দও ত তাহাতে দুষ্ট হইয়া যায়, আমরা এ কথা বলিতে পারি। অথবা অন্নময়াদিতেও সর্ব্বত্র বিকারার্থ দেখিতে পাওয়া

---

* 'অন্নময়ো যজ্ঞঃ' ভগবান্ পাণিনি প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট প্রত্যয়ে দুইটি পক্ষ করিয়াছেন; এক পক্ষ ভাবে—অপর পক্ষ অধিকরণে। 'অন্নময়ো যজ্ঞঃ' এই উদাহরণটি দ্বিতীয় পক্ষীয়। বালমনোরমায় ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা আছে; যথা,—"ইষ্টিষু দধ্যোদনা পশৌ তং সোম সহস্রম্" ইত্যাদি বাক্যোক্তচ্যমানানি প্রাচুর্য্যবিশিষ্টান্নানি ইত্যর্থঃ। স্বার্থিকত্বেন প্রকৃতলিঙ্গত্বাভাবাৎ বিশেষ্যনিঘ্নতা"।

† অর্দ্ধজরতীন্যায়—যে স্থলে সর্ব্বত্যাগ বা সর্ব্বগ্রহণেরই বিধান, সে স্থলে একাংশের ত্যাগ বা গ্রহণ করা হইলেই এই ন্যায় প্রযুক্ত হয়। জরতী বৃদ্ধা স্ত্রী, তাহার পতি যদি তাহার মুখ মাত্র গ্রহণ করেন এবং অন্য অবয়ব ত্যাগ করেন, তাহা যেমন যুক্তিশূন্য, এই ন্যায়ের বিষয় তদ্রূপ। কেহ কেহ বলেন, একই নারীর অর্দ্ধেক ভাগ জরাজীর্ণ এবং অপরার্দ্ধ তরুণ; ইহা যেমন অসম্ভব, প্রস্তুত বিষয়ও তদ্রূপ।

যায় না। পূর্ব্বপক্ষীয়দের মতেও প্রাণময়ে বিকারার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎস্থলে প্রাণাপান প্রভৃতিতে প্রাণবৃত্তি-নিবন্ধন প্রাচুর্য্য অর্থেই ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে।

"পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এ স্থলে পৃথিবী অভিমানী দেবতায় প্রাণবিকারের অভাব।

আমাদের স্বমতে কিন্তু অন্ন-রস-মনেরও প্রাচুর্যাতা অর্থ। অন্নের রস অন্নেরই বিকার। উহার উপলক্ষিতত্ব হেতু উহার অন্নবিকারও উপলব্ধ হইতেছে। সেই অন্নে জলাদি বিকার প্রাচুর্য্য-বিশিষ্ট। পাণিনীর সূত্র এই যে, দ্ব্যচশ্ছন্দসি (দ্ব্যচঃ প্রাতিপাদিকবিকারাবয়বয়োরর্থয়োশ্ছন্দসি ময়ট্ স্যাৎ।) অর্থাৎ দ্বিস্বরবিশিষ্ট প্রাতিপাদিকের উত্তরই বিকার ও অবয়ব অর্থে বেদে ময়ট্ প্রত্যয় হয়; কিন্তু বহু স্বরবিশিষ্ট প্রাতিপাদিকে বিকারার্থে বেদে ময়ট্ প্রত্যয় হয় না।

অপিচ আনন্দ শব্দের অর্থ শুদ্ধ ব্রহ্ম, এই যদি বিপক্ষের মত হয়, তাহা হইলে উহাতে বিকারও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং আনন্দময় পদে বিকারার্থতা ঘটে না।

এক্ষণে অন্য হেতু প্রদর্শন করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন,—"তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ" অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দের মূল, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে বলিয়া আনন্দময়-শব্দস্থ ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রচুরার্থতাই সিদ্ধ হয়—বিকারার্থ হয় না। শ্রুতিতেই ইহার আনন্দ-হেতুত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা,—"এষ হ্যেবানন্দয়তি।" যেমন প্রচুর-প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট সূর্য্যাদি অন্ধকার বিনাশ করিয়া জগৎ প্রকাশিত করে, কিন্তু তুচ্ছপ্রকাশলক্ষণ ক্ষুদ্র তারকাদির সে সামর্থ্য নাই।

তদ্ধেতু ইত্যাদি সূত্র-ব্যাখ্যা

প্রকাশ-বিকার-প্রচুর জলাদির প্রকাশন-সামর্থ্য নাই। কিন্তু সর্ব্বতঃই প্রচুর আনন্দ-বিশিষ্ট ব্রহ্মই সকলকে আনন্দিত করেন। এই হেতুর উপদেশ দ্বারা প্রাচুর্য্যের স্বরূপাতিশয়-পরত্বই প্রকাশ পায়। প্রকাশযুক্ত রত্নাদির দ্বারা যে প্রকাশন-ক্রিয়া ঘটে, রত্নস্থিত জ্যোতি দ্বারাই সে ব্যাপার সম্পন্ন হয়; রত্নের পার্থিব অংশের দ্বারা তাহা হয় না। সুতরাং আনন্দই আনন্দ দান করে। "এষ হ্যেবেতি" এই শ্রুতিতে যে 'এব'কার আছে, তদ্দ্বারা প্রাগুক্ত ভাবই ব্যঞ্জিত হয়।

আর এক পূর্ব্বপক্ষ এই যে, পুচ্ছে যখন ব্রহ্মশব্দ-সংযোগ আছে, অতএব পুচ্ছেরই ব্রহ্ম-সংজ্ঞা উপযুক্ত; আনন্দময়ের ব্রহ্মসংজ্ঞা কেন? ইহার উত্তরার্থেই অপর সূত্রের অবতারণা—"মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে" অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যে যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই এই আনন্দময় বাক্যে অভিহিত হইয়াছেন। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইহাই মন্ত্রবাক্য। 'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ' অর্থাৎ অন্নই ব্রহ্ম, শ্রুতিবাক্যে ইহা বর্ণিত হওয়ায় ব্রহ্মই অন্নময় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। 'ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন' এই শ্রুতিদ্বারা জানা যায় যে, ব্রহ্ম জীবের প্রাপ্য বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

মান্ত্রবর্ণিক ইত্যাদি সূত্রব্যাখ্যা

"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন" ইহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে প্রতিপাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া অধ্যেতৃগণ কর্ত্তৃক এই ঋগ্বাক্য কথিত হইয়াছে। "তস্য চ তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" এই শ্রুতিবাক্যে আত্মশব্দ-নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের আত্মতাৎপর্য্য আনন্দময়েই

পর্য্যবসিত হইয়াছে। কেন না, আনন্দময়ে সর্ব্বান্তরতমত্বের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। সুতরাং আনন্দময়েই ব্রহ্মের পর্য্যবসাননিবন্ধন ব্রহ্মানন্দোপলব্ধিযুত আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্ব "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র দ্বারাই সিদ্ধ হয়। আনন্দেই জ্ঞানের আকরত্ব বিদ্যমান, এই জন্য তাঁহাতে অনন্তাদি মিশ্রিত থাকিলেও, উহারাও আনন্দরূপেই প্রতিভাত হয়; সুতরাং অর্থভেদ হয় না। তাই শ্রুতি বলেন,—প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময়। পুচ্ছে আনন্দময়ের বিশেষ উপলব্ধি না থাকায় এই ব্রহ্মত্ব পুচ্ছেও প্রিয়াদি অপেক্ষা অধিক, এই কথা বুঝাইবার জন্য "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বলিয়া পুনর্ব্বার উপদেশ করা হইয়াছে। ফলতঃ উহার প্রাধান্য প্রদর্শনের জন্য নহে। অতএব শ্রুতি বলেন,—"যদি কেহ ব্রহ্ম নাই, এরূপ মনে করেন, তবে সেও অসৎ হয় অর্থাৎ আত্ম নাস্তিক হয়, (কিন্তু কেহই আত্মপ্রত্যয়হীন হইতে পারে না।) আর যিনি ব্রহ্ম আছেন বলিয়া মনে করেন, তিনি সৎ বা আত্মাস্তিক হয়েন।" সবিশেষের মুখ্যত্ব নিবন্ধন এই শ্লোক আনন্দময়ত্ব অর্থ-ব্যঞ্জক এবং সম্যক্ আত্মপ্রত্যয়সূচক বলিয়া আনন্দময়ই মুখ্য।

এই শ্লোক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদক নহে। কেন না, উহাতে সমবায়রূপে সত্তার নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষ যদি এরূপ বলেন যে, প্রকাশমাত্রই চিদাত্মার সত্তা, অন্য কিছু নহে, তাহা হইলেও উহা সবিশেষত্বেই পর্য্যবসিত হয়। অপি চ "ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্য বলিয়া "অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" অর্থাৎ অন্ন হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হয় ইত্যাদি অন্নময়াদি কোষ-তাৎপর্য্যক শ্লোকসমূহ পুচ্ছমাত্রপর নহে, অপি তু অন্নময়াদিপর, এইরূপে এই শ্লোকটি নিশ্চয়ই আনন্দময়পর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই প্রকার "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" ইত্যাদি সূত্রসকলও আনন্দময়ের জীবত্বনিষেধপর। ঐ সকল সূত্রদ্বারা আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্বই সাধিত হইয়াছে; সুতরাং এ বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য মাত্র।

শাঙ্করভাষ্য পাঠে বোধ হয়, সূত্রকার বেদব্যাস যে বেদান্তের অর্থ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন, ইহাই যেন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের নিগূঢ় অভিপ্রায়* এবং সূত্রকারের প্রমাদ মার্জ্জনা করার উদ্দেশ্যেই যেন ভাষ্যকার স্বকীয় চাতুরী-ব্যঙ্গভঙ্গী দ্বারা আনন্দময় অধিকরণের নিম্নলিখিত-রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

আনন্দময় ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মকেই প্রধান বলিয়া

---

* শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ১।১।১৯ সূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ন চানন্দময়াভ্যাসঃ শ্রূয়তে প্রাতিপাদিকার্থমাত্রমেব হি সর্ব্বত্রাভ্যস্যতে * * যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাদিত্যাদি ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রয়োগঃ ন ত্বানন্দময়াভ্যাস ইত্যবগন্তব্যম্"। অর্থাৎ আনন্দময় শুদ্ধ ব্রহ্ম নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) না করিয়া আনন্দমাত্রেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। * * এই সকল হেতুতে পরব্রহ্ম বিষয়ে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, আনন্দব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছেন—আনন্দময় অভ্যস্ত হন নাই।—ইহাই শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্যের উক্তি এবং এই উক্তির প্রতিই শ্রীপাদ শ্রীজীব কটাক্ষ করিয়াছেন।

উপদেশ করা হইয়াছে। বিকার-সূত্রে বিকার শব্দের অর্থ—'অবয়ব' এবং প্রাচুর্য্য শব্দের অর্থ 'সদৃশ' বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলেই ইহা বুঝিতে হইবে যে, সূত্রকারের শব্দজ্ঞান ছিল না—তিনি শাব্দিক ছিলেন না। কেন না, তিনি যে যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকল শব্দের সে অর্থ বেদান্তসম্মত নহে। (ইহার উত্তরে আর কি বলিব ?) ময়ট্ প্রত্যয়জনিত বিকার-প্রাচুর্য্য-বোধক অনন্তর-নির্দ্দিষ্ট শব্দ-সমূহের অন্য অর্থ হইতে পারে কি না, বালকেরও তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে অর্থাৎ ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা বিকারার্থ ও প্রাচুর্য্যার্থই হয়, এতদ্ব্যতীত বিকার ও প্রাচুর্য্য উপলক্ষ্য করিয়া অন্য অর্থের কল্পনা ভ্রমাত্মিকা।

স্কন্দ ও বায়ুপুরাণে সূত্রের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ লিখিত হইয়াছে, যে বাক্য অল্পাক্ষরে গ্রথিত হয়, যাহার অর্থ অসন্দিগ্ধ, যাহা সারবৎ, বিশ্বতোমুখ, অবাধ ও অনিন্দনীয়, তাহাই সূত্র। (সুতরাং যাহা মহর্ষি-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র বলিয়া বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা চিরদিন গৌরব পাইয়া আসিতেছে, শ্রীমৎশঙ্কর তাঁহারই শব্দবিন্যাস-ভ্রম প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা অত্যাশ্চর্য্য)।

আরও কথা এই যে, "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এই সূত্রার্থে "প্রিয়ঃ শিরঃ" ইত্যাদি যে আনন্দময়ের অবয়ব নহে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে,* বিকার শব্দের অর্থ অবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। কেন না, "প্রিয়ঃ শিরঃ" ইত্যাদি স্থলে শিরস্ত্বাদি শব্দসমূহকে লৌকিক বলিয়াই নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, বিজ্ঞানাদির ন্যায় ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। অতএব আনন্দময়কে পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলেই প্রিয় প্রভৃতি সেই পরব্রহ্মের 'বিশেষ' বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইহা দ্বারা পর-ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশের বিশিষ্টত্বই প্রতিপন্ন হইল। তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তির ন্যায় এ স্থলেও পরম তত্ত্বের স্বাংশ-বৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার্য্য; নচেৎ বস্তুতত্ত্বের স্বগত একদেশ অস্বীকারে অপর এক দেশের উদয় বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ যুক্তি দ্বারা পরম তত্ত্বের অংশ বৈশিষ্ট্য বাদ স্থাপিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকও বলেন,—এই আনন্দের অতি অল্পমাত্র গ্রহণেই অন্যান্য ভূতসমূহের আনন্দ ভোগ হয়। 'অপাণি-পাদ' প্রভৃতি শ্রুতিতে নিরবয়বতাসূচক যে সকল শব্দ আছে, সেই সকল শব্দের অর্থ 'প্রাকৃত অবয়বরহিত' বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে সেই নিরুপাধি পরমতত্ত্বের আনন্দ-প্রকাশের অনন্ততা বুঝাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশে শ্রীদত্তাত্রেয়-উক্তিতে 'সন্দোহ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; যথা—'তিনি নিরুপাধিক এবং কেবলানুভবানন্দ-সন্দোহ' (শ্রীভাগবত,

নির্ব্বিশেষ বাদ খণ্ডন

---

* "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এই সূত্রের অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"মুখ্যশ্চেদাত্মা স্যাৎ ন প্রিয়াদিসংস্পর্শঃ স্যাৎ।** যত্ত্ব্রূষে প্রিয়াদীনাং শিরস্ত্বাদিকল্পনাঽনুপপন্না মুখ্যস্যাত্মনঃ ইতি অত্রোতানন্ত-রোপাধিজনিতা সা ন স্বাভাবিকীত্যদোষঃ। শরীরত্বমপ্যানন্দময়স্যান্নময়াদিশরীরপরম্পরয়া প্রদর্শ্যমানত্বাৎ ন পুনঃ সাক্ষাদেব শরীরত্বম্।"

১১।৯।১৮)। অতএব (অবয়ববিশিষ্ট হইলেও তাঁহাকে নশ্বর বলা যায় না ; কেন না) তাঁহার অবয়ব অপ্রাকৃত ; সুতরাং অনশ্বর।

এইরূপে 'জন্মাদ্যস্য' হইতে 'শ্রুতত্বাচ্চ' সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যায় সবিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে। 'শ্রুতত্বাচ্চ' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন, স্বয়ং সূত্রকার, এই সকল শ্রুতি দ্বারা * নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ নিরস্ত করিয়াছেন।

যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য, তিনি পরমার্থতঃই মুখ্যভাবে ঈক্ষণাদি গুণ-যোগি। (ঈক্ষ্ ধাতুর মুখ্য অর্থ দেখা); সুতরাং বেদান্তে যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন, তিনি দর্শন-গুণযোগি; অতএব নির্ব্বিশেষ নহেন। "গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ" ইত্যাদি সূত্রেও সবিশেষ-বাদই স্থাপিত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ-বাদে ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব পর্য্যন্ত অপারমার্থিক হইয়া পড়ে। বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার কথা আছে (যাহা জিজ্ঞাসায় জানিতে হয়, তাহা সবিশেষ), সেই ব্রহ্ম যে চেতন, "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই সূত্র দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। চৈতন্য-গুণ-যোগই—চেতনত্ব। সুতরাং যদি বল যে, তাঁহার ঈক্ষণ-গুণ নাই—তিনি ঈক্ষণ-গুণ-বিরহিত, তাহা হইলে তিনি অচেতন, প্রধানই হইয়া পড়েন।

নির্ব্বিশেষ-বাদে কেবল দোষেরই প্রবর্ত্তনা হয়। এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন কি ? 'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি'—(ব্রহ্ম সূ, ৩।২।১১) এই অধিকরণে সকলগুলি বাক্যই সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক। উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতি-সকল সবিশেষত্বেরই বোধক। আবার অপর পক্ষে "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্রুতিসমূহ নির্ব্বিশেষত্বের বোধক। পরস্পর বিরোধ নিবন্ধন এই উভয় বোধকত্বই পরম তত্ত্বের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

উপাধিযোগে তাঁহার সবিশেষত্ব এবং স্বতঃ তাঁহার সবিশেষত্ব—এরূপ হইতে পারে না। কেন না, উপাধি-সম্বন্ধই হউক বা উপাধি-সম্বন্ধের অভাব স্থলই হউক, সর্ব্বত্রই তাঁহার সবিশেষত্ব উপলব্ধ হয়। উপাধি সম্বন্ধে উভয় প্রকারেই সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উপাধি দ্বারা তাঁহার যে স্বরূপ-শক্তি উপলব্ধ হয়, তাহা হইতেই সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হয়। যদি তাঁহাতে স্বরূপশক্তি না থাকে, তাহা হইলে সেই জড় উপাধির প্রবৃত্তি প্রভৃতিও হইতে পারে না। অপিচ সেই উপাধি—আগন্তুকও নহে।

---

* শ্রীরামানুজ-ভাষ্যের 'শ্রুতত্বাচ্চ' এই সূত্রের ভাষ্যের যে অংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে 'আভিঃ শ্রুতিভিঃ' এই প্রকার পদ আছে। "এই সকল শ্রুতি দ্বারা" উক্ত অংশেরই অনুবাদ। শ্রীপাদ রামানুজ এই সূত্র ব্যাখ্যায় ইতঃপূর্ব্বে ঐ সকল শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা.—(১) অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি—ছান্দো, ৬,প্র ৩, খ ২। (২) সন্মূলাঃ সৌম্যাঃ সর্ব্বা ইত্যাদি—তৈ আ,। (৩) ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা"—ছান্দোগ্য। (৪) যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি তৎ সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতম্"—ছা। (৫) তস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ। (৬) এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজর ইত্যাদি। (৭) ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে (শ্বেতাশ্ব)। (৮) সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ—তৈত্তীরিয় আরণ্যক। (৯) অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং—তৈ আ। (১০) বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্। (১১) পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্। (১২) যচ্চ কিঞ্চিৎ জগত্যস্মিন্ ইত্যাদি।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' এই শ্রুতিতে যে 'ইদং' শব্দ আছে, তদ্দ্বারাই অগ্রে তাদাত্ম্য ভাবে বিশেষের সত্তা কথিত হইয়াছে—এ স্থলে উপাধি-দোষ-লিপ্ততার অপবাদ সম্ভবপর নহে। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম দ্বারা উপাধি-স্পর্শ সম্ভাবনীয় নহে। কেন না, শ্রুতি তাঁহাকে অপাপবিদ্ধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এক বিজ্ঞান দ্বারা যে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাও সবিশেষত্বেরই বোধক। এইরূপ জগদুপাদানত্বাদি বাক্য এবং জগজ্জীবতাদাত্ম্য বাক্য (অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং জগৎ ও জীব তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ব্রহ্ম) নির্ব্বিশেষত্ব বিষয়ে—উপক্রম-বিরোধরূপে উপলব্ধ হয়। "সদেব সৌম্যেদম্" ইহাই উপক্রম-বাক্য। এ স্থলে 'ইদং' অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মেরই বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। 'সৎ' এবং 'ইদম্' এই উভয়ের ন্যায় প্রাগুক্ত উভয়ের অবিরোধ প্রদর্শন করার এক মাত্র উপায়—উহাদের তাদাত্ম্য-ভাবে সামানাধিকরণ্য হইতেই সম্ভবপর হয়। সবিশেষত্বেই সামানাধিকরণ্য দৃষ্ট হয়,—পরমাত্ম-সন্দর্ভ ব্যাখ্যায় তাহা সবিস্তার বলা হইবে। "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিটি নিরুপাধি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহার উপক্রমে 'সদেবেদম্' এই শ্রুতিতে যে 'ইদং' শব্দ আছে, তাহার বিরোধ ঘটে বলিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এতদ্দ্বারা উক্ত 'ইদং' শব্দের বাচ্য পদার্থের অভাব বুঝায় না। তাহা হইলে "ইদং" শব্দের অর্থ-বোধ কিরূপে হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, ইদং-শব্দ-বাচ্যও সেই ব্রহ্ম-শক্তিত্বেরই বোধ জন্মায়। "একমেবা-দ্বিতীয়ং" বলিতে যে 'একং' শব্দ রহিয়াছে, উহাতে জগদুপাদানস্বরূপ ব্রহ্মের একত্বই বুঝায়—পরমাণুবহুবাহুল্য বুঝায় না। 'অদ্বিতীয়' শব্দে ব্রহ্ম যে স্বকীয় শক্তিতে সহায়বান্, কিন্তু কুলালা-দির ন্যায় মৃত্তিকা-বস্তুর সহায়শীল নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। উক্ত শ্রুতিতে যে 'এব' পদ আছে, উহা ব্রহ্ম-শক্তির অসম্ভাবনা নিবৃত্তির জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মের তৎশক্তিত্বেও যে উপাধি-প্রত্যয় ঘটে, তাহা বহিরঙ্গত্ব হইতেই প্রতিপন্ন হয়। মায়াবাদীরা 'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে', 'যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যম্' এই সকল শ্রুতি উপাধি-প্রতিষেধক বাক্য বলিয়া উদ্ধৃত করেন। এই সকল বাক্যে প্রাকৃত হেয় গুণসমূহকে প্রতিষিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের নিত্যত্ব বিভুত্বাদি কল্যাণ-গুণ প্রতিপন্ন হয়।

'নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতম্' এবং 'নির্গুণং নিরঞ্জনম্' প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্মের প্রাকৃত হেয় গুণ-বিষয়ের নিষেধসূচক। যিনি ব্রহ্মের সকল গুণেরই নিষেধ সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার সেই প্রয়াসে স্বপক্ষ-স্বীকৃত ব্রহ্মের নিত্য গুণাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

যাঁহারা ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্রস্বরূপ স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেও এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। তৎস্থলেও তাঁহার স্বরূপত্বেও তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব রহিয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এ সকল স্থলেও তাদৃশ নির্ব্বিশেষত্ব উপপন্ন হয় না।

'আনন্দো ব্রহ্ম' এই শ্রুতিও নির্ব্বিশেষত্বের সাধক নহে। ব্রহ্ম শব্দ নিজেই স্পষ্টরূপে সবিশেষত্ব-বোধক; যেহেতু বৃংহণার্থ শব্দ হইতেই ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' এই শ্রুতিতে জানা যায়, ব্রহ্মেরই আনন্দ। সুতরাং ভেদ নির্দ্দেশ অতি স্পষ্ট।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুতি নির্ব্বিশেষত্ব-বোধক নহে, ব্রহ্মের অলৌকিকত্ব ও অনন্তত্ব বুঝাইবার জন্তই এই শ্রুতির অবতারণা। সুতরাং 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি', 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' এইরূপ শ্রুতির সহিত উক্ত শ্রুতির বিরোধ ঘটন হয় না।

নির্ব্বিশেষবাদীদের অপর শ্রৌত প্রমাণ এই যে, "যখন দ্বৈতের স্থায় জ্ঞান হয়, তখন জীব ইতর পদার্থ দর্শন করে, যখন ইহার সর্ব্বত্রই আত্মজ্ঞান্ হয়, তখন আত্মা আর কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবে?" ইত্যাদি। 'এখানে নানা কিছু নাই, যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বাচক শ্রুতিবাক্যে জীব এবং মায়া ব্রহ্মশক্তি বলিয়া এবং সমগ্র জগৎ ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া সকল পদার্থের অন্তর্য্যামীই যে ব্রহ্ম, এইরূপ তাদাত্ম্যবশতঃ উহারা ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, এই হেতু তদেকাত্মবিরোধী তদতিরিক্ত নানাত্বেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্রহ্মের যে এই সকল পদার্থ—এরূপ স্বরূপভেদ অঙ্গীকার করিয়া সর্ব্বথা নানাত্বের প্রতিষেধ করেন নাই। কেন না, 'আমি বহু হইব, জন্মিব' এই শ্রুতিতে সেই সৎস্বরূপ নির্ব্বিকার ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি-বলে কার্য্যভাব-ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণপ্রাপ্ত নানাত্ব প্রতিপন্ন করিয়া প্রতিষেধ-বাক্যদ্বারা তাহার বাধা উৎপাদন-প্রয়াস উপহাসাস্পদ। শ্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে, নির্ব্বিশেষবাদ-খণ্ডনের এইরূপ বহুল আলোচনা আছে।

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই যে, এই ব্রহ্মে যাহা কিছু আছে, তাহা স্বরূপাত্মক। এখানে নানা শব্দ বৈয়র্থ্যাত্মক।

অপিচ যথায় "অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহা ভূমা"। অপর পক্ষে "যথায় অন্ত দেখা যায়, অন্য শুনা যায় এবং অন্ত জানা যায়, তাহা অল্প।"—ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১ এবং 'যাহা অল্প, তাহা মরণ-ধর্ম্মশীল'। মূলে যে 'নান্যৎ পশ্যতি' বাক্য আছে, তাহাতে তন্মাত্র দর্শন নিবন্ধন রূপবত্ত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ "নান্যঃ শৃণোতি" পদ দ্বারা ব্রহ্মের শব্দবত্ত্বই দর্শিত হইয়াছে। এই দুইটি উপলক্ষণ-মাত্র। ইহা হইতে স্পর্শবত্ত্বও জ্ঞেয়। কেন না, শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে,—'তিনি সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস', (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৪)। এইরূপ বহিরিন্দ্রিয়সমূহেও তাঁহার স্ফূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। "নান্য-দ্বিজানাতি" বাক্যে অন্তঃকরণেও তাঁহার স্ফূর্ত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। তিনিই অনন্তরূপে স্ফুরিত হন, এই জন্ত তাঁহাতে অন্ত পদার্থের দর্শন সম্ভাবিত হইতে পারে না; শ্রুতি তাহাই নিষেধ-বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র জগৎ তাঁহারই বিভূতির অন্তর্গত; শুদ্ধচিত্তে জগৎও তাঁহারই বিভূতিরূপে যথার্থ স্ফূর্ত্তিতে দুঃখদ বলিয়া অনুভূত হয় না।* অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, "সন্তুষ্টচিত্তশীলের নিকট সর্ব্বদিক্ই সুখময়"।

---

* শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে,—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যশেষ এই যে, 'ঐ ভূমা পুরুষকে এই প্রকার দর্শন, মনন ও অনুভব করিয়া মনুষ্য আত্মরতি অর্থাৎ আত্মাতেই রতিযুক্ত, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ ও সপ্রকাশ হয়েন। তিনি সকল লোকেই স্বচ্ছন্দগতিশীল হয়েন।' সুতরাং এ স্থলেও সবিশেষ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অন্যান্য স্থলেও এইরূপ অর্থই করিতে হইবে। 'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং হি সর্ব্বত্র হি" এই সূত্র সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সুবিচার্য্য। সবিশেষ-ব্রহ্ম যে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই বক্তব্য নয়।* কেন না, সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ন ন্যায় অনুসারেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পরিগীত হইয়াছেন।† কেন না, শ্রুতিতে উপদেশ আছে যে, সকল বেদ তাঁহারই কথা বলেন।

ব্রহ্মসূত্রেও ইহার প্রতিধ্বনি আছে; যথা;—"ন ভেদাৎ ইতি চেৎ, ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" (ব্রহ্মসূঃ, ৩।২।১২) অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, ভেদবশতঃ তাহা যে যুক্তিযুক্ত নহে, ইহা বলিতে পার না; কেন না, শ্রুতিতে ভেদসূচক বাক্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং শ্রুতি বলেন, 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম' এক শ্রেণীর ঋষিগণ এই বাক্য বলিয়া থাকেন। ইহার সহিত অপর একটি ব্রহ্মসূত্রও যোজ্য—"অপি চৈবমেকে" অর্থাৎ অন্যান্য বেদ-শাখাধ্যায়িগণ পরম তত্ত্বকে অমাত্র ও অনেকমাত্র বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম অভিন্ন ও অনন্তরূপ। (অমাত্র শব্দের অর্থ স্বাংশভেদশূন্য এবং অনন্তমাত্রের অর্থ তিনি অসংখ্য স্বাংশবিশিষ্ট)।

ভেদত্রয় বিচার

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে, শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান, এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণেই প্রপঞ্চজাত পদার্থের স্থিরত্ব সিদ্ধ হয় না, এই জানিয়া নানাপ্রকার সংশয় হইতে জ্ঞানী পুরুষ দ্বৈত-প্রপঞ্চাতীত হইতে যত্নবান্ হন। এই শ্লোক-প্রমাণে জানা যায় যে, ভাগবতের ভেদমাত্রপ্রদর্শক এই বাক্য শ্রুতির অসম্মত নহে। এই শ্লোকে যে বিকল্প শব্দ আছে, উহা সংশয়ার্থমূলক। বস্তুনিষ্ঠতা উপলক্ষ করিয়াই উহাতে বিরাগের বিষয় ভাগবতে কথিত হইয়াছে।

এইরূপ স্বগতভেদ অপরিহার্য্য। কিন্তু স্বর্ণাদি-রচিত কুণ্ডল যেমন স্বর্ণ হইয়াও কুণ্ডলাকারে

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যথা যথা দৃষ্টি চলে তথা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি॥

* অনুবাদের "সুতরাং এ স্থলেও সবিশেষ-ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন" এই স্থান হইতে "অবশ্যই বক্তব্য নয়" পর্য্যন্ত অংশের অনুবাদ মূলাতিরিক্ত। মূল মুদ্রিত হওয়ার পর অপর পুথি হস্তগত হওয়ায় তাহাতে এ স্থলের যে অধিক পাঠ দৃষ্ট হইল, উহাই সুসঙ্গত। তাহা এইরূপ,—"ইতি তস্মাদত্রাপি সবিশেষমেব প্রতিপাদ্যতে। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্। তস্মাৎ সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং স্থানতোঽপীতি ন চ সবিশেষব্রহ্ম নির্ব্বিশেষব্রহ্মণো ভিন্নমিতি বক্তব্যম্"। শ্রীবৃন্দাবনে মুদ্রিত পুথিতেও এই অংশ পরিত্যক্ত হওয়ায় পাঠ বিকৃত হইয়াছে।

† সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ন ন্যায়—ইহার ফলিতার্থ এই যে, যদি ব্রহ্ম সম্বন্ধে সকল গুণের কোন গুণের কোন স্থানে উল্লেখ না থাকে, তবে অনুল্লেখ স্থলেও সেই সেই অনুক্ত গুণেরও উপসংহার করা যুক্তিযুক্ত।

উহা হইতে ভিন্ন, এ ভেদও সেই প্রকার। ইহাতে যেমন অপর বস্তুর প্রবেশ দ্বারা ভেদত্ব ঘটে না, এ স্থলেও সেইরূপ।

ব্রহ্মের স্বরূপ বস্তু হইতে যে সকল পদার্থ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই সকল বস্তু তাঁহার শক্তি বলিয়া উহাদের সহিত ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ আছে, এ কথাও বলা যায় না। অব্যক্ত-গত জাড্য দুঃখাদি দ্বারা যে বিজাতীয় ভেদ প্রতীয়মান হয়, তাহাঁও অমূলক। কেন না, এই অব্যক্ত ব্রহ্মেরই শক্তি। অথবা নৈয়ায়িকগণ যেমন জ্যোতির অভাবকেই তম বলিয়া অভিহিত করেন, সেইরূপ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, যাহা জড় ও দুঃখ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা মায়াকৃত চিদানন্দশক্তির তিরোভাব হইতেই সঞ্চার হয়। উহা অভাবানুভাব ব্যতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ নহে। অভাব নামক ভিন্ন পদার্থ দ্বারা ঐরূপ জাড্য ও দুঃখ সঞ্জাত হয় না। তাহা হইলে বিজাতীয়-ভেদই আপতিত হয়। কেবলাদ্বৈতবাদীদের পক্ষেও এইরূপ ভেদ স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

এই প্রকারে নিষেধ শ্রুতিসমূহ দ্বারা ও যুক্তিসমূহ দ্বারা ব্রহ্মে যে দ্বৈতাভাব সাধন করা হয়, তাহা অনুভূতি দ্বারাতেও অপরিহার্য্য। আবার সেই দ্বৈতাভাব দোষ দূরীকরণের জন্য যদি বল যে, আমরা ভাব-মূলেই অদ্বৈততত্ত্ব স্বীকার করি, তাহা হইলে ভাবদ্বৈতই স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। উহার তাদৃশত্ব জ্ঞানাভাবে বৈদ্যকের বিধি অনুগত তন্নিষেধক অনুভবই প্রমাণ। তাদৃশ স্থলে রসাদিরূপ হেতু বিচার কর্ত্তব্য নহে।*

(ভাব স্বীকার করিলেই অভাব স্বতঃই স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে)। সেই অভাব দ্বারা ভাবরূপ ব্রহ্মের যে দ্বৈত ঘটে, তাহা সেই ভাবরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অবিশিষ্টত্ব হেতু মিথ্যা

---

* এ স্থলে বৈদ্যক শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রভাবের কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। প্রভাব কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে,—

প্রভাবস্তু যথা ধাত্রী লকুচস্য রসাদিভিঃ।
সমাপি কুরুতে দোষত্রিতয়স্য বিনাশনম্।
কচিত্তু কেবলং দ্রব্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রভাবতঃ।
জ্বরং হন্তি শিরোবদ্ধা সহদেবী জটা যথা।

"তথা বনৌষধিযোগেষু ফলং প্রতি স্বভাব এব আশ্রয়ণীয়ো ন তু তত্র রসাদিরূপহেতুবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ।" অর্থাৎ রসাদি তুল্য হইলেও যে গুণ দ্বারা ঔষধবিশেষ ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে প্রভাব বলে। যেমন চিত্রক এবং দন্তী, ইহারা উভয়েই রস ও বীর্য্যাদিতে তুল্য। কিন্তু দন্তী বিরেচক। দন্তীর বিরেচন-গুণ প্রভাবেরই কার্য্য। দ্রাক্ষা মধুক পুষ্পের সহিত এবং ঘৃত দুগ্ধের সহিত রসাদিতে তুল্য হইলেও দ্রাক্ষা ও ঘৃত এই উভয়ই অগ্নিপ্রদীপক। আমলকী রসাদিতে লকুচ (ডহয়া) ফলের তুল্য হইয়াও ত্রিদোষনাশক। কোন কোন দ্রব্য একমাত্র প্রভাব দ্বারা ক্রিয়া সাধন করে; যেমন সহদেবীর (দণ্ডোৎপলের) মূল মস্তকে বন্ধন করিলে জ্বর নষ্ট হয়। অনেক প্রকার ঔষধ একত্র সংযুক্ত করিয়া যে পাচনাদি প্রস্তুত করা হয়, সে ঔষধের রস-বীর্য্যাদিরূপ হেতু বিচার না করিয়া তাহার স্বভাবের উপরেই নির্ভর করা কর্ত্তব্য।

প্রপঞ্চের যে অভাব, তাঁহাও মিথ্যা হইয়া পড়ে। আবার অপর পক্ষে দ্বৈতাভাবরূপী ব্রহ্মের ভাব দ্বারা প্রতিপাদনে যে অভাব অবশিষ্ট থাকে, তাহাও তদ্বৎ মিথ্যা হইয়া পড়ে।

যদি বল, অভাব, বস্তু-অতিরিক্ত নহে, এ পক্ষও সম্যক্ বুঝা যায় না। যখন ভূতলে ঘটাভাব হয়, তখন ত সেই ভূতলে ঘটের সংসর্গ থাকে না। সুতরাং (অভাব যে বস্তুর অতিরিক্ত নহে, এ কথা কিরূপে বলিবে ?) পূর্ব্বোক্ত যুক্তিনিবহ দ্বারা এইরূপে ভেদ-বৃত্তি অপরিহার্য্য হওয়ায় ব্রহ্মে স্বগতভেদ-বৃত্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য।

যদি বল, নির্ভেদ ব্রহ্মে শুক্তি-রজতের ন্যায় অনির্ব্বচনীয়তা নিবন্ধন স্বগতভেদপ্রতীতি মিথ্যা বলিয়াই গণ্য করা হউক। তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বযুক্তিসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিজ্ঞান আনন্দাদি-ভেদ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে কোনও ক্রমেই পরিহরণীয় নহে। বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নষ্ট করেন।

ব্রহ্মের এতাদৃশ স্বরূপেও অনির্ব্বচনীয়ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বত্র নাশ দৃষ্ট হয়। যেখানে যেখানে অনির্ব্বচনের অসমর্থতা, সেই সেই স্থলেই মিথ্যাত্ব, এইরূপ ব্যাপ্তিও দৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা হইলে ব্রহ্মে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 'অনিরুক্ত' এবং 'অনিলয়' বলা হইয়াছে। ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায়, পরস্পর বিরোধি-গুণধারী বলিয়া যুক্তি-অসিদ্ধ, অনির্ব্বচনীয়, এতাদৃশ এক ঔষধি দ্রব্য ত্রিদোষ হরণ করে। এ স্থলেও ব্যাপ্তির ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। অতএব মণিমন্ত্র-মহৌষধাদির প্রভাব* অচিন্ত্য। শাস্ত্রে

---

* প্রভাব শব্দের অর্থ এই যে, যে স্থলে যুক্তি অনুসারে ঔষধের গুণ কার্য্যতঃ দৃষ্ট হয় না, অথচ তাৎপর্য্য-সাধনে উহার সামর্থ্য থাকে, তৎস্থলে সেই অতর্ক্য সামর্থ্যই প্রভাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

রসাদিসাম্যে যৎ কর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজং।
দন্তী রসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনে।
মধুকস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনং।

সুশ্রুত বলেন—

অমীমাংস্যান্যচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবতঃ।
আগমে নোপযোজ্যানি ভেষজানি বিচক্ষণৈঃ।
প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ।
নৌষধীর্হেতুভির্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কদাচন।
বিরুদ্ধ-গুণ-সংযোগে ভূয়সাল্পং হি জায়তে।
রসং বিপাকং স্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তান্ ব্যপোহতি।

অর্থাৎ যে সকল ঔষধ স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ, তাহা চিন্তার বিষয় অথবা মীমাংসার উপযুক্ত নহে। অতএব বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রসিদ্ধ ঔষধ সমস্ত শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে ব্যবহার করিবেন। যে সকল ঔষধ স্বভাবতঃই প্রসিদ্ধ এবং যাহাদের ফল প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হয়, বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সেই সকল ঔষধের রসাদির বিচারপূর্ব্বক কখনও পরীক্ষা করিবেন না। কেন না, বিরুদ্ধ গুণের সংযোগে কখন দোষের বৃদ্ধি, কখনও বা দোষের হ্রাস হইতে পারে। সুতরাং রসাদি দ্বারা ফলস্থির করা সম্ভবপর নহে। যেহেতু প্রভাব—রসবীর্য্য-বিপাকের গুণকে পরাভব করে।

উক্ত হইয়াছে, যে সকল ভাব অচিন্ত্য, সেই সকল ভাবে তর্কের যোজনা করা অনুচিত। এই নিমিত্ত অচিন্ত্য ভাব বলিয়া সেই তত্ত্ব পরস্পর বিরোধী, ইহাই বলা হউক।

আলোচ্য বিষয়ে বেদানুগত বিদ্বদনুভবই প্রমাণ। পৈঙ্গী শ্রুতি বলেন—যিনি বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ, মনু অমনু, বাক্ অবাক্, ইন্দ্র অনিন্দ্র, প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি, তিনি পরমাত্মা। কঠশ্রুতি বলেন, এই মতি তর্কদ্বারা অপনেয়া নহে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন যে, সর্ব্বশক্তি-নিলয় ব্রহ্মে মানীদিগের মান নিষ্ঠা-হেতু প্রভাব পায় না। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুতত্ত্ব এক হইয়া অনেক-ভেদগ। ইহা জানিয়া মেদিনী-সকলকেও দীক্ষা দিবে, উপসন্নত-দিগের সম্বন্ধে আর কথা কি?

ব্রহ্মতত্ত্ব অতর্ক্য, সুতরাং তর্কমূলা খণ্ডনবিদ্যা এ স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

শ্রীভাগবতে হংসগুহ্য স্তবে লিখিত হইয়াছে, 'যাঁহার শক্তিসমূহ মীমাংসক ও স্বভাব-বাদিগণের বাদ-বিবাদের হেতু হইয়া মুহুর্ম্মুহু তাঁহাদের মোহ জন্মায়, সেই অনন্তগুণ ভূমা পুরুষকে নমস্কার।' পরস্পর বিরোধী শক্তিগণের একাশ্রয়ত্ব অযৌক্তিক নহে। জগতের দৃষ্ট, শ্রুত, পরস্পর-বিরোধী সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মের যুগপৎ আশ্রয়—কেবল একমাত্র ভগবান্। এ সম্বন্ধে অতঃপর বহু বিদ্বদনুভব প্রদর্শন করা হইবে।

সুতরাং ব্রহ্মে তাদৃশ শক্তিসমূহ অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই ব্রহ্মে সেই সেই শক্তিসমূহ যখন প্রচুররূপে উপলব্ধ হয়, তখন তাঁহার 'ভগবৎ-সংজ্ঞা'। সেই সকল শক্তি যখন প্রচুর-রূপে উপলব্ধ না হয়, তখন তাঁহার 'ব্রহ্ম' এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—যাঁহাতে ভেদ প্রত্যস্তমিত হইয়াছে, যাঁহা সত্তাস্বরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্মবেদ্য, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

এই স্থলে 'প্রত্যস্তমিত' পদে যে 'অস্ত' পদ আছে, উহার অর্থ—'অদর্শন'। এই হেতু দ্বৈত এবং অদ্বৈত শ্রুতিসমূহের সেই ব্রহ্মে প্রাধান্যরূপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

এইরূপে সেই শক্তিরূপ ধর্ম্ম, ধর্ম্মাতিরিক্ত ব্রহ্মে আছে, এই কথা বলিলে কি ইহাই বলা হয় যে, নির্ধর্ম্মে কি ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে? অথবা সধর্ম্মেই ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে? এই বিকল্প-কল্পনাপ্রকারসমূহও অবশ্যই নিরসন করা কর্ত্তব্য।

(গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন)—আপনাদের মতে অবিদ্যাযুক্ত ব্রহ্মে আপনারা কি অবিদ্যার বর্ত্তমানতা স্বীকার করেন? কিম্বা নিরবিদ্য ব্রহ্মেই অবিদ্যার বর্ত্তমানতা স্বীকার করেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য। আর বাগ্‌বাহুল্যে প্রয়োজন কি?

এইরূপে ঘট্টপাল পথ ছাড়িয়া দিলে যেমন সোজা পথে চলিয়া যাওয়া যায়, সেইরূপ নির্ধর্ম্মবাদ নিরস্ত হওয়ায় ভগবদ্ধর্ম্মবাদী বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের পাদপীঠ-পরিসরের অভিমুখে অবাধে রাজপথেই গমনের সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও মৈত্রেয় বলিতেছেন,—অমলাত্মা, বিশুদ্ধ, অপ্রমেয়, নির্গুণ ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্টি বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপরাশর বলিয়াছেন,—সকল ভাবেরই শক্তিসমূহ অচিন্ত্য জ্ঞান-গোচর। তদ্ধেতু অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি শক্তিসমূহও তদ্রূপ।

শ্রীধর স্বামী ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অর্থ এইরূপ,—এ জগতে সকল ভাবের—মন্ত্রসমূহের—শক্তিসমূহ, অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য—তর্কাসহ অচিন্ত্য পদের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে, যাহা ভিন্ন যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহাই এ স্থলে অচিন্ত্য জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শক্তিসমূহ সেই অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য পদের আরও এক প্রকার অর্থ করা হইয়াছে,—যে সকল শক্তি মূল বস্তু হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন বিকল্প রূপে চিন্তয়িতব্য হইবার নহে—কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞান-গোচর মাত্র, সেই সকল শক্তিই অচিন্ত্য বলিয়া অভিহিত হয়। যখন মন্ত্রাদির শক্তিসমূহই এতাদৃশ, এ অবস্থায় ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ববিষয়িণী স্বভাবসিদ্ধা শক্তিসমূহও তাদৃশী। ব্রহ্মের এই সকল শক্তি অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় স্বাভাবিক। সুতরাং অচিন্ত্যশক্তিমত্তা নিবন্ধন ব্রহ্ম গুণাদিহীন হইলেও, তাঁহাতে সৃষ্টিশক্তিসমূহ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণ এই যে, 'তাঁহার কার্য্য এবং করণ নাই, মায়াই প্রকৃতি এবং মহেশ্বর মায়া-গুণযুক্ত'।

অপিচ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যায় আর একটুকু যোজনা করা যাইতে পারে যে, সকল ভাবেই অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর শক্তি বর্ত্তমান থাকে। ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে তাঁহার শক্তিসমূহ অভিন্ন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ইহার প্রমাণ আছে। যথা—পরব্রহ্মে জ্ঞান, বল, ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ স্বাভাবিক শক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অগ্নিতে যেমন উষ্ণতা স্বাভাবিকী, ইহা যেমন মণি-মন্ত্রাদির দ্বারা বিনষ্ট হয় না—হইতে পারে না, ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তিসমূহও কিছুতেই নিহত করা যাইতে পারে না। অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য্য কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—তিনি এই সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি।

প্রাগুক্ত শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে যে 'তপতাং শ্রেষ্ঠ' সম্বোধন-বাক্য আছে, তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তপঃশক্তিও সেই ব্রহ্মেরই। অতএব ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে; ইহাতে কোনও অনুপপত্তি দৃষ্টি হয় না।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" বাক্যে যে মায়া পদ আছে, উহার অর্থ—'স্বভাব'। কেন না, মায়ার অপর পর্য্যায়—'প্রকৃতি'। অতএব মায়া শব্দের উত্তর নিত্যযোগে মতুপ্ করিয়া 'মায়ী' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, মহেশ্বরে মায়া নিত্য বর্ত্তমানা। কিন্তু মহেশ্বর বলায় তাঁহাকে 'মায়ার পর' বলা হইয়াছে (অর্থাৎ তিনি মায়ার অধীন নহেন—কিন্তু মায়ার অধীশ্বর)। শ্বেতাশ্বতর শ্লোকের পরবর্ত্তী যোজনায় মহেশ্বরকে যে মায়ী বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, মায়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই মায়া বহিরঙ্গা হইলেও ব্রহ্মই উহার আশ্রয়।

শক্তির স্বাভাবিকত্ব।

অতএব এই মায়া মহেশ্বরস্বব্যাপ্তিকা অন্যা শক্তি এবং তাঁহারই স্বরূপভূতা। শ্লোকের প্রথমে যে 'সর্গাদ্যা' পদে আদ্য শব্দ আছে, তাহাতে স্থিতি-প্রলয়ময়ী জগৎকারিণী শক্তিসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার স্বরূপ-শক্তি, ঐশ্বর্য্য-শক্তি ইত্যাদি যদিও শক্তিস্বরূপে একই, তথাপি উহাদের বৃত্তিভেদ-বিষয় বুঝাইবার জন্য শক্তিসমূহ (শক্তয়ঃ) এইরূপ বহুবচনের পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজকৃত শারীরক ভাষ্যেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে। তদ্‌যথা,—যদি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে জগদধিষ্ঠান-ভ্রান্তি-প্রতিপাদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নির্গুণ, বিশুদ্ধ ও অমলাত্ম ব্রহ্মে সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি উত্থাপনে পরে আবার লিখিত হইয়াছে যে, 'হে তাপসশ্রেষ্ঠ, জাগতিক বস্তু-নিচয়ের শক্তিসমূহ অচিন্ত্য ; সুতরাং অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিকী, তদ্রূপ ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব-শক্তিসমূহও স্বাভাবিক'—ইহা উক্ত আপত্তিরই পরিহার। যদি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইত, তবে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার পরিহার করা হইত না।

বস্তুতঃ শাস্ত্রের উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য হইলে এই প্রশ্ন হইত যে, নির্গুণ ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? উহার উত্তর এই হইত যে, ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব পারমার্থিক নহে—অপিতু ভ্রমকল্পিত। এইরূপ উত্তর হইলেই আপত্তির সমাধান হইত। (কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এরূপ উত্তর না দিয়া প্রাগুক্তরূপে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মে যে শক্তি স্বাভাবিকী, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে)।

সত্ত্বাদিগুণযুক্ত, অপরিপূর্ণ, কর্ম্মবশ্য ব্যক্তিগণকেই উৎপত্ত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়। কিন্তু তদ্ভাব-রহিত ব্রহ্মের উৎপত্ত্যাদি-কার্য্য কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তর এই যে, জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা-গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সকল সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট তাদৃশ নির্গুণাদি স্বভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেও সর্ব্বশক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না।

শ্রীভগবদ্গীতাতেও স্বাভাবিক শক্তিমত্তা সম্বন্ধে উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা,—"এক্ষণে জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।—উহা জানিলে মানুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনাদি নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়, তিনি সৎ নহেন, অসৎও নহেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত। তিনি সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়-বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ-রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ-সকল প্রকাশ করেন। তিনি আসক্তিশূন্য ও সকল বস্তুর আধার। তিনি নির্গুণ, কিন্তু সর্ব্বগুণপালক। তিনি চরাচর ও সকল ভূতের মধ্যে ও বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন, অথচ সূক্ষ্মত্ব-প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়। তিনি জ্ঞানীদিগের অতি সন্নিকৃষ্ট ও অজ্ঞানীদের দূরবর্ত্তী। ইনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। ইনি ভূতগণের ভর্ত্তা এবং প্রলয়কালে সমুদায় গ্রাস করেন ও সৃষ্টিকালে নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ইনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিঃ

এবং অন্ধকারের অতীত। ইনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য এবং সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।"

উত্তরমীমাংসায় ইহার প্রমাণসূচক একটি সূত্র আছে; তদ্‌যথা,—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।" ব্রহ্মশক্তি স্বাভাবিক ও অচিন্ত্য। এই হেতুবশতঃ এই শক্তিত্ব কখনই অজ্ঞান-কল্পিত হইতে পারে না। যে স্থলে অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত না হয়, সেইখানেই উহার অঙ্গীকার ও গৌরব কল্পনা করিতে হয়।

এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, কেহ কেহ বলেন, দ্বৈতভাব-বিরহিত কেবল মণিমন্ত্র-মহৌষধির শক্তির ন্যায় ব্রহ্মে তর্কের অগোচর শক্তিসমূহ বিদ্যমান। আবার অপর কেহ কেহ বলেন যে, তাদৃশ কেবলব্রহ্মে যে শক্তির উপলব্ধি হয়, উহা অজ্ঞান-কল্পিত।

কিন্তু জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে অজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান, আশ্রয় অবলম্বন করিয়াই বিদ্যমান রহে, অজ্ঞান কখনও স্বতন্ত্র নহে। জীবত্ব—অজ্ঞানকৃত। যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রান্তি হয়, তেমনি পরব্রহ্মে জীবভ্রান্তি ঘটে, এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয়। এখানে দেখা যায় যে, জীব স্বীয়০ অজ্ঞানদ্বারাই জীবত্ব কল্পনা করে। ইহাতে স্বাশ্রয় ও পরস্পরাশ্রয় দোষের প্রসক্তি ঘটে। যে জীব যে অজ্ঞান দ্বারা যে জীবত্ব কল্পনা করে, সেই জীব সেই অজ্ঞান ও উহার কার্য্যের অতিরিক্ত বস্তু। সেই জীবের শুদ্ধাবস্থায় উহার জ্ঞানমাত্রত্বই সূচিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে তাহার সেই অজ্ঞানটি কি বস্তু, যদ্দ্বারা সে তাহার নিজ জীবত্বের কল্পনা করে? এ এক অসম্ভব কল্পনা।

এতৎপক্ষে অনুমান-প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইতেছে—বিবাদের আস্পদীভূত অজ্ঞান, অজ্ঞানত্বনিবন্ধন কখনও জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মের আশ্রিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত—যেমন শুক্তিকাদি বিষয়ক অজ্ঞান—এই অজ্ঞান জ্ঞাতাকেই আশ্রয় করে। ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় নহেন। কেন না, ঘটাদির ন্যায় অজ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব নাই। অতএব পারিশেষ্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তর্কাগোচর শক্তিসমূহ ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, ইহাই সাধুসম্মত। ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু, এই জন্য তাঁহাতে তাদৃশ শক্তি অবশ্যই সম্ভাবিত হয়। শ্রুতি-পুরাণাদিতে ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য-শক্তিত্ব সুপ্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মের এই অতর্ক্য শক্তিবিলাসে দ্বৈতবাদ খণ্ডন-বিস্তারও এ স্থলে অবতারণার প্রয়োজনাভাব।

ব্রহ্মের ভাবশক্তি এই প্রকারে সিদ্ধ হইল। এখন তাঁহার ত্রিবিধা শক্তি আলোচ্য। অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা-ভেদে ব্রহ্মশক্তি ত্রিবিধা। মূল গ্রন্থে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ত্রিবিধ শক্তি

তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি—অন্তরঙ্গা নহে। এই দুই শক্তিতে পরমেশ্বরে লিপ্ততা নাই। তাহা না থাকিলেও এই উভয়েই তদীয় শক্তিত্ব আছে। কেন না, ইহারা নিত্যই তাঁহার আশ্রিত এবং তদ্ব্যতিরেকে স্বতঃ অসিদ্ধ এবং তাঁহারই কার্য্যোপযোগিনী। তটস্থা শক্তি সম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভে আলোচিত হইয়াছে।

পরা এবং অপরা-ভেদে বিষ্ণুপুরাণে দ্বিবিধ শক্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। যথা,—হে সর্ব্বাত্মন্, সুরেশ্বর, সর্ব্বভূতে যে তোমার অপরা গুণাশ্রয়া শক্তি বিদ্যমানা, আমি সেই শাশ্বত শক্তিকে নমস্কার করি। অপিতু মনোবাক্যের অগোচর জ্ঞানিবিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা তোমার যে পরা পারমেশ্বরী শক্তি আছেন, আমি তাঁহারও বন্দনা করি।

পরা ও অপরাশক্তির ব্যাখ্যা

এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ,—হে সুরেশ্বর-সুরাদি-পালন-শক্তি-প্রকাশক, হে সর্ব্বাত্মন্, সকলের আদি কারণত্ব নিবন্ধন তাহাদের জননাদি-শক্তি-নিধান,—তোমার 'অপরা'—পরস্বরূপ চিচ্ছক্তির ইতরা—বহিরঙ্গা—জীবমায়া—মায়া—ইত্যাদি পর্য্যায়যুক্তা যে শক্তি 'সর্ব্বভূতে'—সর্ব্ব জীবে বর্ত্তমানা, তাঁহাকে নমস্কার করি। তাঁহার নিকটে আত্মাকে মুক্ত করাই নমস্কারের উদ্দেশ্য—ইহাই ভাবার্থ। সেই শক্তি কি প্রকার?—গুণাশ্রয়া। গুণসমূহ কি?—না, স্বয়ং গুণসাম্যরূপা জড়া প্রকৃতির বৃত্তিবিশেষসমূহ। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণ আশ্রয় যাঁহার, তিনি গুণাশ্রয়া। উর্ণনাভ যেমন স্বীয় কোষ হইতে গুণজাল বিস্তার করিয়া, সেই গুণজাল আশ্রয় করিয়া তচ্চাক্‌চিক্যমুগ্ধ কীটদিগকে আত্মসাৎ করে, মায়াশক্তিও তদ্রূপ গুণসাম্যাবস্থা হইতে সত্ত্ব, রজ, তম—ত্রিগুণ প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া, ত্রিগুণমুগ্ধ জীবদিগকে আপনার আয়ত্ত করিয়া লয়। শ্লোকোক্ত 'শাশ্বত' পদের অর্থ স্বাভাবিক। অপরা শক্তির সম্বন্ধে প্রথমতঃ বলার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাদ্বারা প্রথমতঃ সেই শক্তির অনুমান করিতে হইবে। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সুতরাং 'অবিশেষণা'—দৃষ্টি-জাতিগুণাদি দ্বারা যাঁহার বিশেষ নিরূপণ করা অসম্ভব, এতাদৃশী যে শক্তি—যিনি ঈশ্বরী—ঈশ্বর যে তুমি—তোমার অঙ্গাঙ্গভূত যাঁহার অপর নাম চিচ্ছক্তি ও আত্মমায়া—যিনি 'পরা'—অপরা অর্থাৎ বহিরঙ্গার আশ্রয়ভূতা, আমি তাঁহার অনুসরণের নিমিত্ত তাঁহার বন্দনা করি—ইহাই ভাবার্থ।

এই শক্তি যে আছেন, তাহা কিরূপে জানা যায়? তজ্জন্য বলা হইয়াছে—'জ্ঞানিজ্ঞান পরিচ্ছেদ্যা'—জ্ঞানিগণের—শুদ্ধ জীবগণের জাতি-শব্দাদিবিষয়ক প্রাদেশিক জ্ঞানসমূহের পরিচ্ছেদ্যা। মহা সরোবর যেমন সর্ব্বত্র প্রসারণী নির্ঝরপ্রবাহে সর্ব্বগত হইয়া থাকে, এই পরা শক্তিও সেই প্রকার সর্ব্বগতত্বরূপেই অবগম্যা। বস্তুতঃ এই পরা শক্তিই সর্ব্বশক্তির প্রবর্ত্তক। তাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ইনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন এবং মনের মন।"

অথবা অন্য অর্থও হইতে পারে। যথা—'জ্ঞানী'—জীব, এবং জ্ঞান—এই উভয়ই 'পরিচ্ছেদ্য' ঘটাদির ন্যায় বাহ্য বা প্রকাশ্য হয় যাঁহার, এমন যে শক্তি, তিনিই "জ্ঞানিজ্ঞান-পরিচ্ছেদ্যা শক্তি"। তাই শ্রুতি বলেন—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্"।

আরও অন্য প্রকারে অর্থ হইতে পারে। যথা—'জ্ঞানিসমূহ'—আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত জীবসমূহ, তাহাদের যে জ্ঞান— সেই জ্ঞানোপলক্ষিত সর্ব্বপ্রকার বাহ্যাভ্যন্তর চেষ্টা যাঁহা দ্বারা প্রবর্ত্তিত

হয়, এমন যে শক্তি, তিনিই 'জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা শক্তি'। ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই যে, "যদি এই অখিল-ব্যাপী আনন্দ না থাকিত, তবে কেই বা জীবন ধারণ করিত, আর কেই বা প্রাণের ব্যাপার সম্পন্ন করিত।"

ইহার আরও এক প্রকার অর্থ হইতে পারে। তদ্‌যথা,—'জ্ঞানী'—শুদ্ধ জীব, ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ্যতারূপ প্রতীতি দ্বারা জীব মায়ামোহিত হইলে, তাহার ফলে যে তাহার স্বজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এই প্রতীতি দ্বারা কৈবল্যাবস্থায় এবং তাহার অভাবে স্বরূপ সুখের অস্ফূর্ত্তি-দোষ প্রসঙ্গ দ্বারা এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিপরিলুপ্ত হয় না' এই শ্রুতি দ্বারা শুদ্ধ জীবের নিজ জ্ঞান উহার স্বরূপভূত বলিয়াই লক্ষিত হয়। সেই জ্ঞান দ্বারাই পরিচ্ছেদ্যা—তথাভূত জ্ঞানোপলক্ষিতা স্বরূপশক্তি যখন শুদ্ধ জীবব্রহ্মে দৃষ্ট হয়, তদ্ধেতু পরব্রহ্মে সেই স্বরূপশক্তি নিশ্চয়ই অনন্তাত্মিকারূপে বিরাজমানা হয়েন, ইহাই সম্ভাবনীয়। যেমন সূর্য্যকিরণকণায় দৃষ্টা শক্তি সূর্য্যকিরণশালিনী বলিয়াই প্রখ্যাত হয়, পরা শক্তিও তাদৃশী। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলেন,—"যিনি আত্মার আত্মস্বরূপ হইয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন" ইত্যাদি।

অপর আরও একটি ব্যাখ্যা এইরূপ,—জ্ঞানী—সৃষ্ট্যাদি বিদ্যানিধি—পরমেশ্বর; তাঁহার যে নিজজ্ঞান, সেই জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছেদ্যা—গম্যা যে শক্তি, উহাই 'জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা শক্তি'। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি দর্শন করিয়া ব্রহ্মে যে শক্তি লক্ষিত হয়—যে শক্তি মায়াশক্তি নামে পরিগীত হয়, সেই শক্তি পরমেশ্বরের মন্ত্রবিদ্‌গণের বিদ্যাবিশেষের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কেন না, সেই মন্ত্রবিদ্‌গণের জ্ঞান-শক্তির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। (মন্ত্রবিদ্‌গণ মন্ত্রশক্তি দ্বারা বহুল কার্য্য সাধন করেন,—মন্ত্রবিদ্‌গণের উক্ত শক্তি আগন্তুক) কিন্তু পরমেশ্বরের নিজ জ্ঞান আগন্তুক নহে—স্বাভাবিক, এইমাত্র বিশেষ। অতএব সেই শক্তি যদি বিদ্যাবিশেষই হয়, বিদ্যা যদি পুরুষের নিজ জ্ঞানধৃত হয় এবং সেই নিজ জ্ঞান যদি কেবল জ্ঞানমাত্রধারকতাতেই পরিসমাপ্ত না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, মায়া-বশীকারী পরমেশ্বরের যে নিজ জ্ঞান, তাহা মায়া বা মায়িক নহে। তাহা হইলে সেই স্বরূপভূত জ্ঞান দ্বারাই তদাত্মিকা শক্তি লক্ষিত হয়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। এই জ্ঞান একই স্বরূপে যে শক্তি দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচ্ছেদ্য হয়, তিনিই শক্তি। (এই উক্তির শ্রৌত প্রমাণের জন্য) 'পূর্ব্ববৎ বা' (ব্রহ্মসূ, ২।৩।২৩) এই ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, মণির প্রকাশ যেমন মণিরই অংশ, সূর্য্যের কিরণকণা যেমন সূর্য্যেরই অংশ, জীবও তেমন ব্রহ্মেরই অংশ। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন,—সেই ভগবান্ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত? তদুত্তরে বলা হইয়াছে, তিনি স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রকারে আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। তদ্‌যথা,—জ্ঞানী—বিদ্বান্; তাঁহার 'জ্ঞান'—অনুভব দ্বারা যাহা পরিচ্ছেদ্যা—অবগম্যা, (এতাদৃশী শক্তি)। বৈকুণ্ঠাদিতে শ্রীভগবানের সেই নিজ বৈভবসমূহের শুদ্ধানন্দ-বিলাসমাত্রতা সম্বন্ধে বিদ্বদনুভব প্রমাণ দ্বারাই সেই শক্তি

প্রমেয়া। ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই যে, "সেই ধ্যান-যোগানুগত সাধকগণ স্বগুণনিগূঢ় দেবাত্ম-শক্তির সন্দর্শন করেন।" এইরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্বরূপশক্তির অপর পর্য্যায়—অন্তরঙ্গা শক্তি।

অপর শ্রুতি বলেন,—'মায়াশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি ও নিত্যা, এই জন্য সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় বলা হয়।'

চতুর্ব্বেদশিখায় মায়া শব্দের দুই বৃত্তি উক্ত হইয়াছে। সেই একই স্বরূপশক্তির বৃত্তিভেদে বহুল ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তাই শ্রুতি বলেন,—পরব্রহ্মের বহু শক্তির বিষয় শুনা যায়। এ সম্বন্ধে চতুর্ব্বেদশিখা হইতে মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতি এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এই,—সেই চিচ্ছক্তিরূপিণী শক্তি-দেবতা সর্ব্বশক্তিযুক্তা। এই চিৎশক্তি পরা, নিত্যানন্দা, নিত্যরূপা, অজরা ও শাশ্বতাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। "অশ্রুতং শ্রোতৃ অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ" ইত্যাদি শ্রুতিও অন্যত্র দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব যে স্বরূপসিদ্ধ, ব্রহ্মসাযুজ্য প্রতিপাদিকা মাধ্যন্দিন শ্রুতিও তাহা স্বীকার করেন। সেই শ্রুতির অর্থ এই যে, সেই এই ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক এই মর্ত্ত্য দেহ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্ম দ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্ম দ্বারা শ্রবণ করেন, ব্রহ্ম দ্বারাই সর্ব্ব বস্তু অনুভব করেন।

এক বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সকল মন্ত্র আছে, সেই সকল মন্ত্রও ইহারই পোষক। "যাঁহা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।" ছান্দোগ্য উপনিষদের এইরূপ শ্রুতিও প্রাগুক্ত বাক্যের প্রমাণ। সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই যখন ব্রহ্মের তাদৃশ নিজ শক্তিবৃন্দের অনুগত, এ অবস্থায় নির্ব্বিশেষ বস্তু জ্ঞানে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেরই অসম্ভব ঘটে।

ব্রহ্ম-বিদ্যাই যে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা, তৎসম্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, "তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন।" আরও শ্রুতিপ্রমাণে নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডিত হইতেছে। যথা—'ইহার যাহা এখানে আছে, যাহা এখানে নাই, তৎসমস্তই তাঁহাতে সমাহিত আছে। হে সৌম্য, এক মৃৎপিণ্ড-বিজ্ঞান দ্বারাই সর্ব্বমৃণ্ময় বস্তু জানা যায়, এই দৃষ্টান্তেও একই মৃৎপিণ্ডে ঘট-শরাবাদি বিকার-সমূহের আবির্ভাব না করিয়া, উহাতে তাহাদেরও বিজ্ঞান ঘটে। এই সম্ভাবনা এবং সৎকার্য্য-বাদাঙ্গীকার হেতু ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় মৃদ্বিকারের অসিদ্ধত্ব অবশ্যই অসিদ্ধ। বিবর্ত্তবাদও এই সকল শ্রুতিস্বারস্য-সিদ্ধ নহে।

এই সকল কারণে শ্রীপরাশর যে ব্রহ্মকে 'সর্ব্বশক্তি-নিলয়' বলিয়াছেন, তাহা ভালই বলিয়াছেন। সেই এক বস্তুরই অচিন্ত্য-জ্ঞান-গোচরতা হেতু এবং শ্রুতির একত্ব নির্দ্ধারণ হেতু নানাপ্রকার শক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি

ভগবত্তা

শক্তিনিচয় তদাত্মক এবং 'ভগ' এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট। এই ভগ-সংজ্ঞা দ্বারা সেই পরমতত্ত্ব 'ভগবান্' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। এই সকল পরব্রহ্ম-

ধর্ম্ম পরব্রহ্মেরই প্রত্যক্‌রূপত্ব হেতু স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার্য্য। ইঁহারা জড় নহেন। কেন না, জ্যোতির্ধর্ম্ম শৌক্ল্যাদির কথনও তমোরূপ হয় না। এই স্বপ্রকাশত্বের ইন্দ্রিয়রূপ করণাদি নাই। না থাকিলেও স্বরূপ দ্বারায় ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া ভগবদৈশ্বর্য্যাদি ইন্দ্রিয়াদিতে স্বীয় প্রকাশমানত্ব প্রকটন করেন। কোন কোন স্থলে ইন্দ্রিয়বিহীন অচেতনেও তাঁহার প্রকাশ-সংবাদ শ্রুত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ৩৫ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, বনে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিতটবিচরণশীল গাভীদিগকে বেণুর গানে আহ্বান করেন, তখন ভার হেতু নম্রশাখ পুষ্পফলাঢ্য তরু ও বনলতাসমূহ প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া মধুধারা বর্ষণ করে। ইহাতে তাহাদের মধ্যেও যেন বিষ্ণুর প্রকাশ বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার পরের শ্লোকটিও এই ভাবাত্মক। উহার অর্থ এইরূপ,—বনমালার মধ্যস্থিত দিব্যগন্ধা তুলসীর মধুগ্রহণে মত্ত হইয়া ভ্রমরগণ যখন অনুকূল উচ্চ গান করে, তখন তাহাদের সমাদর করার জন্যই যেন সর্ব্বসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশী গ্রহণ করেন, তখন সরোবরস্থ সমস্ত সারস ও অন্যান্য বিহঙ্গমগণ মনোহর গানে সানন্দহৃদয়ে সমাগমন করিয়া, সংযতচিত্তে নিমীলিতনয়নে নীরবে তাঁহার উপাসনা করে। ১০ম স্কন্ধের ৩৫ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকেও এই ভাব সূচিত হইয়াছে। তদ্‌যথা,—সখীগণ, গোবিন্দ, বলরাম ও গোপালগণের সহিত ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু ও পলাশ দ্বারা মল্লবেশানুকারী বেশ ধারণ করিয়া যখন গোগণকে আহ্বান করেন, তখন পবন-চালিত তদীয় পদরেণু-আকাঙ্ক্ষাকারিণী নদীসকলের গতিভঙ্গ হয়।

পরা বিদ্যার অভিব্যঞ্জকতা হেতু ভগবিশিষ্ট ভগবানের স্বপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে অতি স্পষ্ট প্রমাণ আছে। বিষ্ণুপুরাণের ৬।৫।৫৯ শ্লোকের অর্থ এই যে, যে সুখে অতিশয় আহ্লাদ নিরস্ত হইয়াছে, এতাদৃশী একান্ত আত্যন্তিকী সুখভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তিই ভবরোগের একমাত্র ঔষধ। শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এইরূপ,—নিরস্ত হইয়াছে অতিশয় আহ্লাদ—নির্বৃতি যে সুখে, উহাই নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ সুখ। তদ্ভাব—তদাত্মত্ব। তদাত্মত্বই হইয়াছে লক্ষণ যে ভগবৎপ্রাপ্তির, তাহাই নিরস্তাতিশয়সুখভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তি। উহা একান্তা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠামাত্রেই উহা অবশ্যম্ভাবিনী। ঋত্বিকাদির বৈগুণ্য দ্বারা কর্ম্মফল যেমন প্রণষ্ট হয়, উহা তদ্রূপ নহে। উহা আত্যন্তিকী অর্থাৎ নিত্যা। তদ্ধেতু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তৎপ্রাপ্তির জন্য অবশ্য যত্ন করিবেন। হে মহামুনে, তৎপ্রাপ্তির হেতু-স্বরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—যত্ন সাধনবিষয়ক। তাই মূল শ্লোকে সাধনের উপদেশ বলা হইয়াছে। সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। সেই জ্ঞান দ্বিবিধ; যথা মূলে—এই জ্ঞান আগমোত্থ ও বিবেকোত্থ। এই উভয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—শব্দব্রহ্ম আগমময় এবং পরব্রহ্ম—বিবেকজ। স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, 'আগমময়'—আগমোত্থ জ্ঞান। শব্দে অর্থাৎ শ্রুতিতে আছে,—'ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি শব্দ হইতে যে ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন, উহা শ্রবণজ জ্ঞান—সুতরাং তাহা আগমোত্থ। দেহাদিজ্ঞান হইতে

পৃথক্‌কৃত আত্মাকার চিত্তবৃত্তিতে নিদিধ্যাসন-যোগে প্রকাশমান ব্রহ্ম—বিবেকজ জ্ঞান। চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রকাশ্য ব্রহ্মের জ্ঞানই অভিধেয় অর্থাৎ প্রাপ্ত্যুপায়। এই নিমিত্ত ব্রহ্মই জ্ঞান, শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে।

যদি বল, শব্দশ্রবণ হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি ঘটে। আবার বিবেকজ জ্ঞানের প্রয়োজন কি? সেই আশঙ্কা প্রশমন-কল্পে মূল গ্রন্থে ঋষি বলিতেছেন—অজ্ঞান অন্ধতমের ন্যায়। ইন্দ্রিয়োদ্ভূত জ্ঞান দীপবৎ। হে বিপ্রর্ষে, বিবেকজ জ্ঞান সূর্য্যতুল্য। অজ্ঞান নিবিড় তমের ন্যায় ব্যাপক আবরণস্বরূপ। শব্দাদিদ্বারা জ্ঞাত জ্ঞান দীপের ন্যায়, উহা অসম্ভবনাদি-অভিভূত—সর্ব্বপ্রকারে অজ্ঞাননিবর্ত্তক নহে। বিবেকজ জ্ঞান কিন্তু সূর্য্যতুল্য; উহা সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানের নিবর্ত্তক।

জ্ঞানের এই দ্বিবিধ লক্ষণ মনুর সম্মত। যথা—বিষ্ণুপুরাণে অর্থাৎ মনু বেদার্থ স্মরণ করিয়া এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অত্র সম্বন্ধে অর্থাৎ এই সম্বন্ধে মনু বলেন,—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, এই উভয় ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। শব্দব্রহ্ম-নিষ্ণাত ব্যক্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীধর স্বামিমহোদয় ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, শ্রবণ দ্বারা শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তি বিবেকজ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। এই ব্রহ্ম প্রাপ্তির হেতু যে জ্ঞান ও কর্ম্ম, এতদ্দ্বারা ইহা বলা হইল। এ বিষয়ে শ্রুতিরও সম্মতি আছে। যথা,—আথর্ব্বণী শ্রুতি বলেন, পরা ও অপরা-ভেদে দুই বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। পরা বিদ্যাদ্বারা অক্ষয় ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়; অপরা বিদ্যা ঋগ্বেদাদিময়ী।

বিদ্যাশব্দ দ্বারা এ স্থলে উহার হেতু বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয় ভাগই বুঝায়। পরা ইত্যাদি শ্লোকের শেষ দুই চরণ দ্বারা উহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মভাগ অক্ষরপ্রতিপাদক, পরাখ্য বেদভাগ এবং কর্ম্মভাগ—ঋগ্‌বেদাদি। ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকাদি ন্যায়* অনুসারে সেই অপরা বিদ্যাও সাধনলভ্যা। মুণ্ডক শ্রুতি বলেন, 'যদ্দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরা বিদ্যা', 'যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য,' এই সকল আথর্ব্বণ শ্রুতি অক্ষরাখ্য পরতত্ত্ব-বিষয়ক। তিনটি শ্লোকে এই পরতত্ত্ব উক্ত হইয়াছেন। উহাদের অনুবাদ,—"যাঁহা অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ এবং পাণিপদাদি-সংযুত নহেন, যিনি বিভু, সর্ব্বগত, নিত্য, ভূতযোনি, অকারণ, যিনি ব্যাপি ও অব্যাপি এবং যাঁহা হইতে সমস্তই উদ্ভব হইয়াছে, পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সন্দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই পরম, তাহাই মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগের ধ্যেয়, উহাই শ্রুতিবাক্যোদিত সেই বিষ্ণুর সূক্ষ্ম পরম পদ।" (বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫—৬৫, ৬৭—৬৮)।

শ্লোকোক্ত 'বিভু' শব্দের অর্থ প্রভু; 'সর্ব্বগত'—অপরিচ্ছিন্ন; 'ব্যাপি'—সর্ব্বকার্য্যানুগত,

---

* ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-ন্যায় বিশেষ। এই লৌকিক ন্যায়ের অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণগণ ভোজন করুন, এই কথা বলিলে যেমন পরিব্রাজকেতর ব্রাহ্মণগণকেই বুঝায়, পরিব্রাজকগণ ব্রাহ্মণ হইলেও যেমন ব্রাহ্মণ পদটি এখানে তাঁহাদিগকে বুঝায় না, তদ্রূপ।

স্বয়ং কিন্তু অন্ত দ্বারা অব্যাপ্য, যাঁহা হইতে সমস্ত বস্তুই উৎপন্ন হয়, সেই পর-ব্রহ্মই স্বকীয় ইচ্ছায় যখন ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণ আবিষ্কার করেন, তখন তিনি পরমেশ্বরাখ্য ভগবৎশব্দবাচ্য হয়েন এবং দ্বাদশাক্ষরাদি পরা বিদ্যা উপাসনা দ্বারা ভক্তগণের স্থূলভদর্শনীয় হয়েন—এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে, "পরমাত্মার সেই স্বরূপ ভগবৎশব্দবাচ্য এবং ভগবৎ শব্দ সেই আদ্যক্ষরাত্মার বাচক।"—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৬৯)।

ঈদৃগ্‌বিষয়ক জ্ঞানই পরা বিদ্যা। এই নিমিত্ত মূলে বলা হইয়াছে যে, এই প্রকারে নিরূপিত অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপ। যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরমজ্ঞান—পরা বিদ্যা; কিন্তু ত্রয়ীময়ী জ্ঞান অপরা বিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মাখ্যা বিদ্যা। অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষরাদিদ্বারা উক্ত ঈশ্বরের তত্ত্বযুক্ত স্বরূপ যথাযথ ব্রহ্মরূপে যে দ্বাদশাক্ষর (ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ) দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরম জ্ঞান, তাহাই পরা বিদ্যা; এতদ্ব্যতীত অন্য জ্ঞান—কর্ম্মাখ্যা অপরা বিদ্যা।

যদি বল, ঈশ্বরই যদি ব্রহ্ম হয়েন, তাহা হইলে সেই অনির্দ্দেশ্য বস্তু কি প্রকারে ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন? এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য মূলে বলা হইয়াছে যে, "হে দ্বিজ, অশব্দ-গোচর ব্রহ্মের উপাসনার্থ ভগবচ্ছব্দ ঔপচারিক ভাবে প্রযুক্ত হয়।"—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭১)।

হে মৈত্রেয়, মহা বিভূতিস্বরূপ, সর্ব্বকারণকারণ শুদ্ধ পরব্রহ্মে ভগবৎশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। হে সত্তম, ভগবান্ এই মহাশব্দ এইরূপই বটে।—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭২)।

৭১ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিমহাশয় লিখিয়াছেন,—উপাসনার নিমিত্ত ষড়্গুণের প্রকাশ নিবন্ধন ব্রহ্মে ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেই ব্রহ্মের গুণসমূহ স্বরূপ হইতে অভিন্ন; এই নিমিত্ত উপচারবশতঃ ভেদভাব প্রদর্শনের জন্য ভগ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

এই প্রকারে শুদ্ধ ব্রহ্মে মুখ্য ভাবেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে নিহিত 'শুদ্ধ' পদের অর্থ অসঙ্গ এবং 'মহাবিভূত্যাখ্য' পদের অর্থ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য।

পরব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অপরে নহে। অপরের পূজ্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত ঔপচারিক ভাবে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগই মুখ্য। মহাবিভূত্যাখ্য ব্রহ্মই শুদ্ধ ব্রহ্ম। (এই মহা বিভূতির অংশ—কণা লাভে যাঁহারা বিভূতি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের সম্মানার্থেও ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ হয়, তত্তৎস্থলে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ ঔপচারিক—কিন্তু মুখ্য নহে। শুদ্ধ ব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে—ইহাই ফলিতার্থ।) অতঃপরে বিষ্ণুপুরাণে 'এবমেষ মহাশব্দঃ' (৭৬ শ্লোক) হইতে আরম্ভ করিয়া 'অন্যত্র হ্যুপচারতঃ' (৭৭ শ্লোক) এই সার্দ্ধদ্বয় শ্লোক দ্বারা প্রাগুক্তার্থের বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।*

---

* আমরা কলিকাতায় প্রকাশিত একখানি বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাইলাম, দুইটি মাত্র শ্লোকে উক্ত বাক্য বিন্যস্ত হইয়াছে; তদ্‌যথা—

অক্ষরার্থ-নিরুক্তিদ্বারা ভগবৎ শব্দ যে পরমেশ্বরবাচক, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৎসম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে। উহার অর্থ এই যে, 'ভগ' এই শব্দে ভ এবং গ এই দুইটি বর্ণ আছে। ভকারের অর্থ দুইটি—সম্ভর্ত্তা ও ভর্ত্তা। গকারের অর্থ তিনটি—নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। (বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৩)।

'সম্ভর্ত্তা' পদের অর্থ পোষক; 'ভর্ত্তা'—আধার। নেতা পদের অর্থ—কর্ম্মজ্ঞান-ফল-প্রাপক। নেতৃত্ব পদের অর্থ—প্রয়োজ্যগমনগর্ভ অর্থাৎ প্রয়োজ্যের পরিচালক শক্তিত্ব। গময়িতা পদের অর্থ প্রলয়ে কার্য্যসমূহের কারণ অভিমুখে পরিচালক। স্রষ্টা—পুনর্ব্বার তাহাদের উদ্গময়িতা বা সর্গকর্ত্তা, ইহাই গকারের অর্থ।

এই স্থলে স্বামিপাদ বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা শক্তির কেবল শক্তিত্বমাত্র নির্দ্ধারণ করিয়া অভেদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শুদ্ধ স্বরূপশক্তিমাত্রের কথা বলিতে হইলে উহার জ্ঞান-ভক্তিফলপ্রাপকত্বাদি অভিপ্রায়ে অর্থান্তর যোজনীয়।

ইদানীং অক্ষরাদ্বয়াত্মক ভগ পদের অর্থ বলা হইতেছে,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্যের সমষ্টিই ভগ নামে সংজ্ঞিত। ইঙ্গনা পদের অর্থ ঈরণ অর্থাৎ সংজ্ঞা। স্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এইরূপ,—ঐশ্বর্য্যের, বীর্য্যের—মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাবের, যশের—বিখ্যাত সদ্গুণত্বের, শ্রীর—সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির; জ্ঞানের—সর্ব্বজ্ঞত্বের, বৈরাগ্যের—নিখিল প্রাপঞ্চিক বস্তুর অনাসঙ্গের সমষ্টিই ভগ। 'সমগ্র' পদের উক্ত সকলের সহিতই অন্বয় হইবে।

এক্ষণে বকারার্থ বলা হইতেছে,—যে ভূতাত্ম অখিলাত্মরূপ অধিষ্ঠানক্ষেত্রে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ অবস্থান করে এবং যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন, তিনি ব। ইহাই বকারার্থ। হে সাধুশ্রেষ্ঠ, 'ভগবান্' এই মহা শব্দটি পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেবেরই বাচক। এই শব্দটি অন্যের

এবমেষ মহাশব্দো ভগবান্ ইতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ॥
তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥

টীকা—"এবমেষ শব্দো বাসুদেবস্য বাচকঃ নান্যস্যেত্যর্থঃ। ভশ্চাসৌ গশ্চ বশ্চ ভগবানিত্যক্ষরসাম্যাৎ নিরুক্তিঃ। ষাড়্গুণ্যং ভগ ইতি পক্ষে তদ্বান্ ভগবানিত্যনুগম এব। তদেবং পরমেশ্বরে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিযুক্তে মুখ্যোঽয়ং শব্দঃ। অন্যত্র তু গৌণ ইত্যাহ—তত্রেতি—পূজ্যস্য শ্রেষ্ঠস্য পদার্থস্য উক্তৌ যা পরিভাষা সঙ্কেতরূপগ্রহস্তৎসংগ্রহঃ। তৎসমন্বিতোঽয়ং শব্দঃ। অতো নোপচারেণ প্রবর্ত্ততে। অন্যত্র দেবাদাবুপচারেণ প্রবর্ত্ততে।" অর্থাৎ এই প্রকারে এই শব্দটী কেবল বাসুদেবেরই বাচক, অন্যের বাচক নহে। * * ষাড়্গুণ্যই 'ভগ' বলিয়া অভিহিত। তদ্বান্ ইতি ভগবান্ অর্থাৎ যিনি ষড়্গুণশালী, তিনি ভগবান্। নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমেশ্বরেই এই শব্দের মুখ্য প্রয়োগ—অন্যত্র গৌণ প্রয়োগ হয়, ভগবান্ এই শব্দ শ্রেষ্ঠ পদার্থকেই বুঝায়। সুতরাং বাসুদেবেই ইহার মুখ্য প্রয়োগ। অন্যান্য দেবতায় ইহার গৌণ প্রয়োগ।

প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। অক্ষর নিরুক্তি পক্ষে 'ভশ্চ গশ্চ বশ্চ' দ্বন্দ্বসমাসে 'ভগবা' এইরূপ পদ হয়। ভগবা—ইহাই নামরূপে থাকে যাঁহার, তিনিই 'ভগববান্', পৃষোদরত্বাদি নিবন্ধন বকার লুপ্ত হইয়া 'ভগবান্' এইরূপ পদ সাধিত হয়। অক্ষরসাম্য নিবন্ধন পদের একদেশেও অর্থ-শক্তি নির্দ্ধারণ করিতে হয়। এই প্রকারে নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমেশ্বরেই ভগবৎশব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে; অন্যত্র গৌণ প্রয়োগ হয়। পূজ্য পদার্থের পরিভাষাস্বরূপ এই শব্দটি বাসুদেবে উপচাররূপে ব্যবহৃত হয় না—মুখ্যরূপেই প্রযুক্ত হয়, ইহার অন্যত্র প্রয়োগ ঔপচারিক :—(বিষ্ণুপুরাণ)।

এ স্থলে স্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, ভগবৎ শব্দটি পূজ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদার্থের পরিভাষাস্বরূপ অর্থাৎ সঙ্কেতরূপে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ ঔপচারিক নহে, কিন্তু অন্যত্র দেবাদিতে ইহার অর্থ গৌণ বা ঔপচারিক।

অতঃপরে উপচারের হেতু বলা হইতেছে,—"যিনি সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি, প্রলয়, আগত, গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি 'ভগবান্' এই সংজ্ঞায় অভিহিত।"—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৮)।

ভগবৎশব্দবাচ্য যাড়্গুণ্য সম্বন্ধে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। তদ্‌যথা,—যাঁহাতে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ প্রভৃতি ছয়টি গুণ এবং যাঁহাতে ইহাদের বিপরীত অজ্ঞান, অশক্তি, অবল, অনৈশ্বর্য্য, অবীর্য্য ও অতেজস্ত্ব প্রভৃতির ঐকান্তিক অভাব, তিনি ভগবৎশব্দবাচ্য। শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—হেয়সমূহবিবর্জ্জিত অর্থাৎ প্রাকৃতগুণবিবর্জ্জিত। 'আদি' পদে উহাদের কার্য্য অর্থাৎ কর্ম্ম ও তৎসমূহবর্জ্জিত বুঝিতে হইবে। এ স্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ—অন্তঃকরণের বল, শক্তি—ইন্দ্রিয়জ বল, শরীরজ তেজ—কান্তি, অশেষতঃ শব্দের অর্থ সমগ্ররূপে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অতঃপর দ্বাদশাক্ষরান্তর্গত ভগবৎ শব্দের অর্থ বলিয়া বাসুদেব শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে। তদ্‌যথা,—"সেই পরমাত্মায় সৃষ্ট-জাত সর্ব্বপদার্থ অবস্থান করে এবং তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি বাসুদেব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন।"—(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৮০)।

বসন এবং বাসন হইতে 'বাসু' শব্দ সাধু শব্দের ন্যায় সাধিত হয়। দ্যোতন হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বাসুই দেব, এই অর্থে কর্ম্মধারয় সমাসে 'বাসুদেব' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে,—

বসনাদ্দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ।

জনক প্রভৃতি ভগবানের নামালোচননিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই প্রদর্শন করার জন্য অতঃপর খাণ্ডিক্যাদি ছয়টি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। তদ্‌যথা—পুরাকালে একদা খাণ্ডিক্য-জনকের প্রশ্নে কেশিধ্বজ খাণ্ডিক্য-জনকের নিকট তাত্ত্বিকভাবে অনন্ত বাসুদেবের নাম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 'যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং সর্ব্বভূত যাঁহাতে বাস করে এবং যিনি দেব অর্থাৎ জগতের ধাতা ও বিধাতা, সেই প্রভুই

বাসুদেব নামে অভিহিত' (বিষ্ণু পুঃ, ৬।৫।৮২)। ধাতা, বিধাতা ইত্যাদি শব্দদ্বারা তিনি সমগ্র ভূতের অন্তর্য্যামী, ইহা 'বাসু' শব্দে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দিব ধাতুর অনেকার্থ বিস্তার দ্বারায় দেব শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

"তিনি সর্ব্বভূতস্বরূপ প্রকৃতির বিকার ও গুণদোষসমূহের অতীত, সর্ব্ব আবরণের অতীত, তিনি অখিলাত্মা। ভুবনের অন্তরালে যাহা কিছু আছে, তৎসর্ব্বই তাঁহা দ্বারা আস্তৃত—ছন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্ত।"

"তিনি সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক, তাঁহার শক্তিলেশ দ্বারা সমস্ত সৃষ্ট জগৎ সমাদৃত। তিনি আপন ইচ্ছায় বহু দেহ গ্রহণ করেন এবং জগতের অশেষ হিতসাধন করেন।"

উক্ত পদ্যের "ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ" এই চরণে যে গ্রহ ধাতু আছে, উহার অর্থ প্রাদুর্ভাবন। শ্রীবৃত্তিসমূহে তাঁহার পরমা দেহশোভা-সম্পত্তিরূপ ভগান্তঃপাতিত্ব হেতু তদীয় দেহশোভাও তৎসম্বন্ধে স্বাভাবিক (অর্থাৎ শ্রী ষড়ৈশ্বর্য্যরূপ ভগেরই অন্তঃপাতি। এই শ্রী হইতেই তাঁহার দেহশ্রী প্রকটিত হয়। সুতরাং তদীয় দেহশ্রীও স্বাভাবিকী।)

অতঃপরে শারীর বলাদির সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে। তদীয় কল্যাণ-গুণসমূহও বর্ণিত হইয়াছে,—তাঁহাতে তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতি অশেষবিধ গুণ আছে। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাঁহাতে ক্লেশাদির লেশমাত্রও নাই, তিনি পরাৎপর পরমেশ্বর। তিনি ব্যষ্টি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণাদিরূপ, সমষ্টি অর্থাৎ বাসুদেবাদিরূপ ঈশ্বর। তিনি ব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্তস্বরূপ। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, পরমেশ্বর (বিষ্ণু পুঃ, ৬।৫।৮)। শ্রীধর স্বামীর টীকাতে লিখিত হইয়াছে,—ব্যষ্টি—সঙ্কর্ষণাদিরূপ ;—সমষ্টি বাসুদেবাত্মা। এ স্থলে 'প্রকটস্বরূপ' যে পদ আছে, উহার অর্থ—শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এ স্থলে মূল প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে,—সেই বাসুদেবকে যদ্দ্বারা জানা যায়, দর্শন করা যায় এবং লাভ করা যায়, তাহাই নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, পরম, একরূপ জ্ঞান; তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সকলই অজ্ঞান-পদবাচ্য (বিষ্ণু পুঃ, ৬।৫।৮৭)। শ্রীধরস্বামী মহাশয়ের টীকার অর্থ,—যাহা দ্বারা বাসুদেবকে জানিতে পারা যায় এবং পরোক্ষবৃত্তি দ্বারা সাক্ষাৎ করা যায় এবং নিঃশেষরূপে অবিদ্যা নিবৃত্তিবশতঃ যে বাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান—উহারই অপর নাম—পরা বিদ্যা। অবিদ্যার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী অপরা বিদ্যাই—অজ্ঞান ইতি।

এ স্থলে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা এই যে, সেই বাসুদেব ত এবম্বিধ ঐশ্বর্য্যাদি গুণযুক্ত; যে জ্ঞান দ্বারা সেই তত্ত্ব যে একরূপ, ইহা জানা যায়, তাহা জ্ঞান—এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি ? তাঁহার অনংশীভূত সেই সেই গুণসমূহের পরিত্যাগে ভেদ-গন্ধ-রহিত বলিয়া সেই জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে কি ? কিম্বা অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর বলিয়া সেই একই তত্ত্ব গুণগুণিরূপে অভিন্ন বলিয়া উহাঁকে জানিতে হইবে কি ?

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—জ্ঞান, শক্তি, বল ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি যে স্থলে বলা হইয়াছে, সে স্থলে হেয় গুণের মিশ্রণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অপিচ তিনি "গুণদোষের অতীত" এবং 'সমস্ত কল্যাণ-গুণাত্মক' ইহাতে তাঁহাতে গুণান্তরের নিষেধপূর্ব্বক তদীয় আত্মভূত গুণান্তর স্থাপন দ্বারা সেই সকল গুণ যে পরমেশ্বর বাসুদেবের স্বরূপ, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল গুণ কিছুতেই পরিহার্য্য নহে। এই নিমিত্ত অন্যত্র "অস্তদোষম্" এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—কিন্তু "অস্ততদ্গুণদোষম্" এরূপ লিখিত হয় নাই। তদ্ধেতু সেই সকল যথাবস্থিত গুণসমূহেরও স্বরূপত্ব যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান, ইহাই তাৎপর্য্য।

অতএব ভগ এই উপলক্ষণত্ব দ্বারা যে কেবল অদ্বয় স্বরূপ বলা হইয়াছে, এই অভিমত প্রত্যাখ্যাত হইল। ভগবৎ শব্দের দ্বারায় ভগবৎ সম্বন্ধে ভগের বাচ্যত্ব স্বীকার করা হয়। বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ এই যে, "তদেতদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ"। অপর প্রমাণ এই যে, "জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবৎশব্দবাচ্যানি" ইত্যাদি। এই প্রকারে ভগ পরমতত্ত্বের স্বরূপভূত, এই বিষয় প্রকাশের জন্য শুদ্ধস্বরূপ নিরূপণে বলা হইয়াছে—"বিভুং সর্ব্বগতং" ; এ স্থলে বিভু শব্দের দ্বারায় প্রভুতা-বাচক বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

শারীরক ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও বলেন,—জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল ও তেজ, এই গুণ আত্মার; উহাদিগকে ভগবান্ বাসুদেব বলা হয় (শাঙ্কর ভাষ্য, ব্রহ্মসূ°, ২।২।৪৫) ; এইরূপ বলিয়া তিনি পাঞ্চরাত্রিক মত উত্থাপিত করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিক সিদ্ধান্ত শ্রুতি-পুরাণাদির প্রশংসিত সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্মত। এই মতে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ ঐ সকল গুণের গুণীর সহিত ঐক্য-বৃত্তিতে দোষ দেওয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপনাগ্রহের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। সেই আগ্রহের ফলে ভাষ্যকারের কথিত (কারণের আত্মভূতা শক্তি) এই স্বীয় বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ভগবদ্-গীতায় লিখিত আছে,—"পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতং মহেশ্বরং" এ স্থলে ভূত শব্দের অর্থ পরমার্থ সত্য এবং নিজের যে পরম তত্ত্ব, তাহা মহেশ্বর-লক্ষণ-বিশিষ্ট। শ্রীধর স্বামীও ঐরূপ স্থলে ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত হইয়াছে,—এই ভগবান্ অথবা নিরুপাধি পুরুষ, এই দুই পদ অখিলাত্মা বাসুদেবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত ভগবিশিষ্ট ভগবান্ ব্রহ্মের ন্যায় পরাবিদ্যা মাত্র দ্বারায় প্রকাশ্য বলিয়া ভগবানের স্বপ্রকাশত্ব স্পষ্টই নির্ণীত হইয়াছে। এ স্থলে শ্রীমাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত একটি শ্রুতির অনুবাদ প্রদত্ত হইল, যথা—দুইটি বিদ্যা জ্ঞাতব্যা—পরা ও অপরা। অঙ্গোপাঙ্গ সহ বেদাদি অপরা বিদ্যা ; যাহা দ্বারায় হরিকে জানা যায়, তাহা পরা বিদ্যা। এই হরি অদৃশ্য, নির্গুণ, পর এবং পরমাত্মা। (মাঃ ভাঃ, ১।২।২১ ব্রহ্মসূ°)। কোটরব্য শ্রুতিতেও সেই সকল ভগবদ্গুণ যে কেবল পরাবিদ্যা-মাত্রেরই প্রকাশ্য, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রুতি বলেন,—অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অব্যপদেশ্য, সুখ, জ্ঞান, ওজ, বল ইত্যাদি। কোটরব্য শ্রুতির আর একটি প্রমাণ এই যে, "ব্রহ্মণস্তস্মাদ্ব্রহ্ম ইত্যাচক্ষতে" ইতি। অন্যত্র আর একটি প্রমাণ আছে,—জীবের জ্ঞান অন্য, পরমের জ্ঞান অন্য। পরম জ্ঞান নিত্যানন্দ, অব্যয় এবং পূর্ণ ইতি।

মাধ্বভাষ্যে প্রমাণিত অপর এক শ্রুতি স্পষ্টতই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, সেই গুণীর সহিত তাঁহার গুণসমূহের তদব্যঞ্জক শক্তির একাত্মকত্ব স্পষ্টতই সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি বলেন,—ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। ভগবান্ কি আত্মক? তদুত্তরে বলা হইয়াছে, তিনি জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক এবং শক্ত্যাত্মক (মাঃ ভাঃ, ২।২।৪১ ব্রহ্মসূ°)। "যস্য জ্ঞানময়-স্তপঃ" (মাঃ ভাঃ, ১।২।২২ ব্রহ্মসূ, মুঃ উঃ ১।১।৯)। অন্য শ্রুতিতেও লিখিত আছে, যাঁহার চিৎ-স্বরূপ ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান। চতুর্ব্বেদশিখায় লিখিত আছে,—বিষ্ণুই জ্যোতিঃ, বিষ্ণুই ব্রহ্ম, বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই বল, বিষ্ণুই আনন্দ, (মাঃ ভাঃ, ১।৩।৪০ ব্রহ্মসূ)। ভাগবত তন্ত্রে লিখিত আছে,—শক্তি ও শক্তিমানের কিছুমাত্র ভেদ নাই; শক্তিমান্ হইতে শক্তি অবিভিন্না হইলেও স্বেচ্ছাক্রমে ভেদ বিভাবনা হইয়া থাকে (মাঃ ভাঃ, ২।৩।১০ ব্রহ্মসূত্র)।

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে,—"ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, শক্তির এই ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের কোনও ভেদ নাই।" সুতরাং ভগবদ্-গুণসমূহও ভগবানেরই স্বরূপ। এ স্থলে প্রমাণস্বরূপ ভারত-তাৎপর্য্য-প্রমাণিত শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সুতরাং মায়িক সর্ব্ববস্তু নিষেধ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বরূপ বলিয়া, পরে তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক হইতে উহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্যথা,—"ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরঃ" ইত্যাদি। অতএব গুণ ও গুণীর ভেদ পক্ষেও গুণ ও গুণী একই, এই বাক্য দ্বারা গুণসমূহ গুণীরই অন্তরঙ্গ; অতএব গুণীর তুল্য ও তদাত্মক, এইরূপ ব্যাখ্যা-সঙ্গতি স্বীকার্য্য।

দহরবিদ্যাতেও * "দহর উত্তরেভ্যঃ" ১।৩।১৪ ব্রহ্মসূত্র (অর্থাৎ পরবর্ত্তী হেতুসমূহ দ্বারা জানা যায়, দহর হৃদয়াকাশই পরমেশ্বর) সূত্র-নিরূপিত দহরাখ্য ব্রহ্মের ন্যায় তাঁহার গুণ-সমূহও তাঁহার অন্তরঙ্গ বলিয়াই জিজ্ঞাস্য ও অন্বেষণীয়—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ইহাই উক্ত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যের উল্লিখিত শ্রুতির সাধারণ অর্থ এইরূপ,—এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) দহর (ক্ষুদ্র পদ্মগৃহ আছে, তন্মধ্যে যে দহরাকাশ আছে, তাহা অন্বেষণীয় ও জ্ঞাতব্য। শ্রীপাদ রামানুজ ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—এই ব্রহ্মপুর পুণ্ডরীক-গৃহে যে দহরাকাশ এবং তাঁহার যে সকল গুণ আছে, তদুভয়ই অন্বেষণীয় ও বিজিজ্ঞাস্য, শ্রুতি এই বিধান করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন,—"ইহাঁতে কামসমূহ সমাহিত রহিয়াছে"; এই শ্রুতির অর্থে জানা যায়, কামত্বনিবন্ধন কামসমূহ—অর্থাৎ কল্যাণ-গুণসমূহ সেই দহরব্রহ্মের অন্তস্থ, এই কথাই

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডে এই দহরবিদ্যার আলোচনা করা হইয়াছে। বেদান্ত-সূত্রেও "দহর উত্তরেভ্যঃ" (১।৩।১৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি সূত্র পর্য্যন্ত দহরাধিকরণ বিনির্দিষ্ট হইয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্যানুসারে জানা যায়, শ্রুতিতে দহর শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—ভূতাকাশ ও ব্রহ্মপুরী; অভিধানে হৃদ্গহ্বর, সূক্ষ্ম ইত্যাদি এ স্থানের উপযোগী অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যে ভূমা বিদ্যার পরেই দহরবিদ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। যে ব্রহ্ম ভূমা, সেই ব্রহ্মই দহর অর্থাৎ সূক্ষ্ম—যাঁনি সর্ব্বব্যাপী, তিনিই হৃৎপুণ্ডরীকস্থ, যিনি মহান্, তিনিই অণু ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রদর্শনও উপনিষদের এক প্রণালীবিশেষ।

বলা হইয়াছে। "তে চ গুণা অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরে চ সমাহিতে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার বিভূতিসমূহ এবং "অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার অপহতপাপ্মত্ব, বিজরত্ব, বিশোকত্ব, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি বহুল গুণও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাক্যকার বলিয়াছেন, এই সকল গুণ তাঁহার অন্তরস্থ। বাক্যকারের এইরূপ নির্দ্দেশের হেতু শ্রুতিতেই রহিয়াছে; শ্রুতি বলিতেছেন—'যদন্তর্' 'কামব্যপদেশঃ' ইত্যাদি।

এ স্থলে যদি দহরজ্ঞানার্থ দ্যাবাপৃথিবী অন্বেষণীয় ও জ্ঞাতব্য, ইহাই বলার তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে উহারা জ্ঞাত, এই হেতুতে পূর্ব্বে উহাদের উপদেশ করিয়া, দহর অজ্ঞাত বলিয়া পশ্চাৎ উহা উপদেশযোগ্য, ইহাই বুঝিতে হয়। সুতরাং ব্রহ্মের এই সকল বিভূতি যে তাঁহারই স্বরূপভূত, অদ্বৈতগুরু স্বয়ং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সহস্রনামভাষ্যে নিজেও তাহা বলিয়াছেন; যথা,—"সাক্ষাৎ অর্থাৎ অব্যবধানরূপে স্বরূপ-বোধরূপে যিনি সর্ব্বপদার্থ দর্শন করেন, তিনি 'সাক্ষী'। নিরুপাধিক ঐশ্বর্য্য আছে যাঁহার, তিনি "ঈশ্বর"। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—'এষ সর্ব্বেশ্বরঃ'। এ স্থলে 'সর্ব্ব' শব্দে উপাধি পরিগৃহীত হইয়াছে, ঐশ্বর্য্য যে উপাধির অতিরিক্ত, তদ্দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে।

এখন তোমার প্রশ্নের কথা পুনরায় বলা যাইতেছে। তোমার প্রশ্ন এই যে, সেই জ্ঞান-মাত্র বস্তুর যখন নীল-পীতাদিবর্ণক কোনও আকার নাই, তখন তাঁহার সেই বর্ণত্বই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? যিনি পরিচ্ছেদ-রহিত, তাঁহার চতুর্ভুজাদি আকার দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্বই বা কিরূপে সম্ভবপর হয় অথবা বৈকুণ্ঠাদিরই বা তদ্রূপত্ব কি প্রকারে সম্ভব-পর হয়?

তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, প্রমাণচক্রচক্রবর্ত্তি-বিদ্বদনুভব-সেব্যবান শব্দসমূহ দ্বারা ঐশ্বর্য্যা-দির ন্যায় স্বপ্রকাশত্ব ও বিভুত্ব দ্বারা ব্রহ্মের ঐ সকল উপাধিরহিত স্বরূপমাত্রত্বই প্রমাণীকৃত হয়, ইহা অতঃপরে প্রদর্শিত হইবে। 'ভাস্বানয়মুদয়তে' ইত্যাদি স্থলে ভা শব্দ যেমন স্বরূপাংশ-ভূত বিশেষণ মাত্র—কিন্তু উপলক্ষণ নহে, ভগ পদও এ স্থলে তদ্রূপ স্বরূপাংশভূত বিশেষণ মাত্র। ভেদবৃত্তিই প্রাধান্য-ভাগেই হউক অথবা কেবল ভেদবৃত্তির ভাবেই হউক, মত্বর্থীয় প্রত্যয় করিলে স্বরূপশক্তির বৃত্তিসমূহ অদ্বয় জ্ঞানেও অপরিহার্য্য। স্বরূপশক্তির বৃত্তিস্বরূপ ভগ পদের সহ ভগবানের সেই অদ্বয় জ্ঞানরূপে এক বস্তুত্বই সিদ্ধ হয়। ইহাতে জহদজহল্লক্ষণময়* কষ্ট কল্পনার কি প্রয়োজন? তদ্ধেতু এই প্রৌঢ়িযুক্তি উক্ত হইয়াছে যে, 'ভগবান্ই সেই অদ্বয় জ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়াছেন।' এই বিষয়ে 'তত্ত্ববিদ্গণই প্রমাণ'—ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইয়াছে যে, বিদ্বদনুভব ও শব্দই এ সম্বন্ধে প্রমাণ। এখন সর্ব্বসংবাদ (গতি সামান্য) দ্বারা মূল প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। উহার আরম্ভ এইরূপ—সেই ভগবত্তা আরোপিতা নহে

---

* জহদজহল্লক্ষণ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থলে তদ্দর্শনে বিশদ অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। বিস্তার-ভয়ে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না।

(কিন্তু স্বরূপভূতা, এই অর্থ পুনর্ব্বার বিশেষরূপে স্থাপনার জন্য অন্য প্রকরণ আরম্ভ করা গেল। ভগবৎসন্দর্ভের ১১ বাক্য দ্রষ্টব্য)। অতঃপরে শ্রীবিগ্রহের পূর্ণস্বরূপভূতত্ব স্থাপক প্রকরণারম্ভে পঞ্চবিংশ বাক্যের (প্রাগুক্ত গ্রন্থের ২৭শ বাক্য দ্রষ্টব্য) অবতারিকায় লিখিত আছে,—'সেই ষড়ৈশ্বর্য্যাদির' ইত্যাদি। এই স্থলের বেদান্ত-অভিমত বিচার করা কর্ত্তব্য।

ভগবদ্‌বিগ্রহত্ব ও তাঁহার নিত্যত্ব

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, বেদে তাঁহার অরূপত্বই বলা হইয়াছে; যেমন--"অস্থূল অনণু" ইত্যাদি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎও বলেন,—"তাঁহার পদ নাই, তিনি গমন করেন, হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, তিনি অচক্ষু অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন, তিনি বিশ্বকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। তাঁহাকে আগ্য মহা-পুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হয়।"

এতদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, তাঁহার স্বরূপভূত সর্ব্বশক্তিত্ব স্থাপনা দ্বারাই তাঁহার রূপ-সিদ্ধিও শ্রুতিসম্মত ভাবেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

আরও দেখ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছেন,—এই স্বর্গলোক হইতেও যে উৎকৃষ্ট জ্যোতি দীপ্ত হয়েন, বিশ্বের উত্তম অনুত্তম সকল লোকেই যে উৎকৃষ্ট জ্যোতি দীপ্ত হয়েন, ইনিই সেই ব্রহ্ম। তিনিই এই পুরুষের জ্যোতীরূপে বিরাজ করেন। এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম। সূত্রকার প্রকরণ-বলে এই জ্যোতির ব্রহ্মত্ব প্রদর্শন * করিয়াছেন। ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইলেই তাঁহার রূপিত্ব তৎসঙ্গেই সাধিত হয়।

"বাক্যই পুরুষের জ্যোতীরূপে গৃহীত হয়েন" (বৃ° আ° উ°, ৪।৩।৫), "যাঁহারা মনের জ্যোতি নিসেবন করেন" (তৈ° ব্রাহ্মণ) ইত্যাদি শব্দের দ্বারা জ্যোতিই যে ব্রহ্ম, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সকল স্থলে জ্যোতি শব্দের অর্থ চক্ষুর অনুগ্রাহক তেজ নহে। তাহা হইলে যাঁহার অবভাসক এই জ্যোতি, তাহা কি পদার্থ এবং যাহাতে এই জ্যোতি শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাই বা কি পদার্থ? চৈতন্য মাত্র সকলেরই প্রকাশক; সুতরাং জ্যোতিঃ শব্দ তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার জ্যোতিত্বই সত্য। যদিও তাঁহার স্বরূপ হইতেও জ্যোতি প্রকাশ পায়, তথাপি জ্যোতির প্রসিদ্ধার্থে তাঁহাকেই বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক ও কঠ শ্রুতি বলেন,—সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অগ্নির আর কথা কি? সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্‌কে অনুসরণ করিয়া সূর্য্য প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেহেতু সেই ভগবানের প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়।

---

* নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রগুলি দ্রষ্টব্য—

১। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ—১।১।২৪

২। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ—১।৩।৩২

৩। জ্যোতির্দর্শনাৎ—১।৩।৪

এ স্থলে দেখা যায় যে, তেজঃস্বভাব (বিশিষ্ট) সূর্য্যাদির সর্ব্বজ্যোতির মূলাধার ব্রহ্মের নিকট প্রকাশ-যোগ্যতা নাই, যেমন সূর্য্যপ্রকাশে চন্দ্র-তারকাদি স্বতঃই নিষ্প্রভ হয়। সুতরাং তিনিই মূল জ্যোতি। এই প্রকারে আরও বলা যায় যে, সমান স্বভাবেই অনুকার দৃষ্ট হয়। এই নিয়মে সমান স্বভাব পদার্থের একরূপত্বই প্রসিদ্ধ।

যেমন গমনকারীর পশ্চাৎ গমন করিতেছে, তদ্রূপ। অপর দৃষ্টান্ত এই যে, সুতপ্ত লৌহ দহনকারী অগ্নির অনুদহন করিতেছে, ধূলিকণা প্রবহমান বায়ুর অনুবহন করিতেছে। এই দুই স্থলে যদিও দৃষ্টান্তের অন্যথাত্ব দৃষ্ট হয়, তথাপি এখানে অগ্নি ও বায়ুর দহন-বহন ক্রিয়া বিষয়ে মুখ্যত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। জ্যোতিঃ সম্বন্ধেও ব্রহ্মেরই মুখ্যত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মই মুখ্য জ্যোতিঃ। তাঁহার প্রকাশবশতঃই যখন সর্ব্ববস্তুর প্রকাশ, সুতরাং তাঁহারই জ্যোতীরূপত্ব অবশ্যই সুসিদ্ধ। রশ্মিসমূহ যেমন সূর্য্যকে অনুসরণ করিয়া কিরণ প্রদান করে, অনুমানও তদ্বৎ সিদ্ধ। এক দীপ অন্য দীপের অনুসরণ করিয়া আলোক প্রদান করে, এই দৃষ্টান্তের ন্যায় প্রাগুক্ত দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ নহে। (কেন না, মূল দীপের বিনাশেও পরবর্ত্তী দীপের কার্য্যশক্তি নষ্ট হয় না ; সুতরাং এ দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ। এ স্থলে দৃষ্টান্ত নিরপেক্ষ। কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতি ভিন্ন সূর্য্যাদির জ্যোতি একবারেই অসিদ্ধ।)

এই সকল আলোচনায় দেখা যায় যে, শ্রুতিবাক্যসমূহে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ জ্যোতীরূপে এবং সর্ব্বপররূপে বর্ণিত হইয়াছেন ; সুতরাং প্রমাণের জন্য আর অন্যত্র গমনে কি প্রয়োজন? শ্রুতি কিন্তু শব্দমূলা ; এই ব্রহ্মসূত্র অনুসারে শব্দ-প্রমাণই বলবৎ। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদের প্রমাণ এই যে, "শ্রেষ্ঠ হিরণ্ময় কোষে নিষ্কল বিরজ ব্রহ্ম বর্ত্তমান, তিনি জ্যোতিঃসমূহের শুভ্র জ্যোতি, আত্মবিদ্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানেন।" (মুণ্ডক, ২।২।৯)।

ব্রহ্ম অন্যকে প্রকাশ করেন, তিনি অন্য দ্বারা প্রকাশিত হন না। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন,—"আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" অর্থাৎ তিনি তখন আত্মস্বরূপ জ্যোতি দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ আরও বলেন—"তিনি অগৃহ্য, কাহার দ্বারা গৃহীত হন না।" "যাহা দ্বারা সূর্য্য তাপ প্রদান করেন"। শ্রীভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে, "যে তেজ আদিত্যগত নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করেন, চন্দ্রে যাঁহার তেজ বিদ্যমান, অগ্নিতে যাঁহার তেজের প্রকাশ, সেই তেজ আমার তেজ বলিয়াই জানিও।" সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ (১।১।২৪ ব্রহ্মসূ°) এই অধিকরণে শ্রীমৎ রামানুজও এই অর্থদ্যোতক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই চতুষ্পাদ পুরুষ সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদ (ছাং উ° ৩।১২।৬ ধৃত) বলেন,—"ষড়্‌বিধ পাদবিশিষ্ট চতুষ্পদা গায়ত্রী। এই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমা অর্থাৎ বিভূতি-বিস্তার তৎপরিমিত, তাঁহা হইতেও এই পুরুষ বৃহত্তর। সমগ্র প্রাকৃত লোক ঐ ব্রহ্মের একটি পাদ। উহাঁর অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় অপ্রাকৃত লোকে বিরাজ করিতেছেন।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—"তমের অপর পারে আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে আমি জানি।" এইরূপে অভিহিত অপ্রাকৃত রূপের তেজও অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত তেজোবিশিষ্ট পুরুষ জ্যোতিঃশব্দ অভিধেয়। আরও দেখা যায়, ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, "শ্যামের অর্থাৎ তমঃপ্রায় আধিভৌতিক পুরুষের অনুগ্রহে আধিভৌতিকাদি পুরুষ-ত্রয়ের পরমাশ্রয়স্বরূপ পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি" (৮।১৩।১)। "সুবর্ণ-বিনিন্দ্য জ্যোতিঃ" (তৈং ব্রাং ৩।১০।৬)। মৈত্রেয় উপনিষৎ বলেন,—"তাঁহার চারি রূপ—শুক্ল, রক্ত, রৌক্ষ্ম ও কৃষ্ণ"। মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—"যখন বিচারনিরত সাধক হেমবর্ণ, ব্রহ্ম-যোনি, ঈশ্বর কর্তৃপুরুষকে দেখিতে পান, তখন পুণ্য-পাপ পরিহার করিয়া নিরঞ্জন হইয়া পরম শাম্য লাভ করেন।" ঐতরেয় উপনিষদে লিখিত আছে,—"তিনি দর্শন করিয়াছিলেন" (১।১।১)। মহানারায়ণ উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যুদ্বর্ণ পুরুষ হইতে নিমেষ সকল উৎপন্ন হইয়াছে" (মহাং নাং ১।৮)। "চক্ষুর দ্বারা তাঁহার রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না" (তত্রৈব) (অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ প্রাকৃত নয়নের দর্শনযোগ্য নহে)। মুণ্ডক শ্রুতি বলেন,—"যাঁহাকে ইনি বরণ করেন, ইনি তাঁহারই লভ্য হন, তাঁহাকে আত্মা আত্মদান করেন" (মুণ্ডক, ৩।২।৩)। ভগবান্ বুদ্ধিমান্, মনোবান্, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবান্—ভগবানের এই সকল দৃষ্টি করি (মাঃ ভাঃ, ব্রহ্মসূ, ২।২।৪১)। "প্রকাশবচ্চ বৈয়র্থ্যাৎ" (ব্রহ্মসূ, ৩।২।৪৫) "রূপোপন্যাসাচ্চ (ব্রহ্মসূ, ১।২।২৩)। এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যায় মাধ্বভাষ্যে যে সকল শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিবাক্য ভগবদ্বিগ্রহত্বের পোষক ও সমর্থক। এতদ্ব্যতীত 'পশ্যতে', 'বিবৃণুতে', 'লক্ষয়ামহে' ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ কথিত বিদ্বৎপ্রত্যক্ষের বিরোধ হেতু পূর্ব্বোক্ত অপাণিপাদ শ্রুতির তথাবিধ অর্থের সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না এবং উক্ত শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের অরূপত্বও প্রতিপাদিত হয় না। দর্শনাদি ক্রিয়াতে 'মনোরথ কল্পনামাত্র' অর্থ করা সুসঙ্গত নহে। অদ্বৈত শারীরক-ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—"এ স্থলে 'অভিধ্যায়তি' এই ক্রিয়াপদের অতথাভূত বস্তুও কর্ম্মপদে ব্যবহৃত হয়, মনোরথ-কল্পিত বস্তুও অভিধ্যানের কর্ম্ম হইতে পারে। ঈক্ষণের কর্ম্ম তথাভূতই হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে যাহা দেখে, তাহাই ঈক্ষণের কর্ম্ম হইয়া থাকে।* অন্যত্রও ঈক্ষণ বা দর্শনের যথার্থ অর্থের উপলব্ধিও দৃষ্ট হয়।

---

* শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য—"ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ" ১।৩।১৩ এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রাগুক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সূত্র ব্যাখ্যার প্রারম্ভে ভাষ্যকার একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন ; উহা এই,—"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়তেতি।" সূত্রের অর্থ এই যে, ওঁকারে যাঁহার ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে, তিনি পরব্রহ্ম। ইহার হেতু এই যে, উক্ত বাক্যের শেষে বলা হইয়াছে যে, উক্ত ধ্যাতব্য পুরুষ ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্ত উপাসকের ঈক্ষণীয়। এ স্থলে বাচস্পতি মিশ্র আমাদের অভিমত অর্থের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—ন চেক্ষণস্য লোকে তত্ত্ববিষয়ত্বেন প্রসিদ্ধেঃ ; তস্যৈব ব্রহ্মণস্তথাভাবাৎ ধ্যায়তেশ্চ তেন সমান-বিষয়ত্বাৎ পরব্রহ্মবিষয়মেব ধ্যানমিতি সাম্প্রতম্। সমানবিষয়ত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। পরো হি পুরুষো ধ্যানবিষয়ঃ—

যথা—মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, "আত্মায় ঈশ্বর দৃষ্ট হয়েন" (মাণ্ডুক্য উ° ২।২।৮) ইত্যাদি। (এ স্থলে এই শ্রুতিবাক্য পরব্রহ্মপর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই)। সুতরাং 'অপাণিপাদ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরব্রহ্মের রূপের বিরোধী হইতে পারে না। "ইহাঁর দেবতা সর্ব্বশক্তিযুক্ত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সর্ব্বশক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপভূত। সুতরাং ব্রহ্মে শক্তি নিত্যরূপা, এই বিশেষ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মে শক্তির নিত্যত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। 'শাশ্বতাত্মা' পদের দ্বারাও স্বরূপ-নিত্যত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাই মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন,—"বিবৃণুতে"। এখানে কল্পনা পদের প্রয়োগ হয় নাই।

এই স্থলে শ্রুতিস্মৃতিসমূহের উদাহরণের মধ্যে "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" অর্থাৎ যেখানে অন্য কিছুই দেখা যায় না, এই শ্রুতিটিও পূর্ব্বপক্ষীয়গণ দ্বারা উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্য প্রাকৃত রূপসদৃশ কোনও রূপ ব্রহ্মে নাই, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য; ব্রহ্মের রূপ নাই, ইহা তাৎপর্য্য নহে। উক্ত প্রকার ব্যাখ্যার বলে যে তর্ক উপস্থাপিত হয়, তাহা কুতর্ক। বৈলক্ষণ্য, কালাত্যয়াপদিষ্টতা এবং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্র-প্রতিপাদ্য শব্দ-প্রামাণ্য হেতু উক্ত প্রকার কুতর্কবিশেষ পরিহৃত হইল।* কেহ কেহ বলেন, যেমন অগ্নি যখন সূক্ষ্মরূপে পদার্থে লুকায়িত থাকে, তখন তাহার অব্যক্ততা হেতু অমূর্ত্ততা; আবার সেই অগ্নি যখন স্থূলরূপে ব্যক্ত হয়, তখন তাহার মূর্ত্ততা; ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রাগুক্ত যুক্তি-সমূহের বলে এই অব্যক্ততা-ব্যক্ততা-বাদও নিরস্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মে অব্যক্ততা-ব্যক্ততা-ভেদ একবারেই নিষেধযোগ্য। এই হেতু সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-ভেদে ব্রহ্মের রূপিত্ব ও অরূপিত্ব হয়, এ উক্তিও শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ। একাধিকরণত্ব হেতু ব্রহ্মে এতাদৃশ সমুচ্চয়-ব্যবস্থা (উভয় প্রকারের যুগপৎ সংযোগ ব্যবস্থা) সম্ভবপর নহে।

রূপিত্ব গ্রাহ্য, আবার অরূপিত্বও গ্রাহ্য। এইরূপ বিকল্পও সমীচীন নহে। বৈদিক ক্রিয়ায় যেমন

পরাৎপরস্য দর্শনবিষয়ঃ। ন চ তত্ত্ববিষয়মেব সর্ব্বত্র দর্শনম্। অমৃতবিষয়স্যাপি তস্য দর্শনাৎ। ন চ মননং দর্শনং তচ্চ তত্ত্ববিষয়মেবেতি সাম্প্রতম্।"—ইত্যাদি। কিন্তু যে যে স্থলে ব্রহ্মের ঈক্ষণ-ব্যাপার কথিত হইয়াছে, তত্তৎস্থলে মুখ্য ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যান মনঃকল্পিত।

* এ স্থলে কুতর্ক খণ্ডনের জন্য বৈলক্ষণ্য, কালাত্যয়াপদিষ্টত্ব, শব্দপ্রামাণ্য, এই তিনটি হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "অন্য প্রাকৃত রূপসদৃশ কোনও রূপ" ব্রহ্মে নাই। এ স্থলে বৈলক্ষণ্য যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে। কালাত্যয়াপদিষ্টতা হেতুর সবিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। "কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ" এই সূত্রটি ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের নবম সূত্র। কালাত্যয়াপদেশ হেত্বাভাস-বিশেষ। ইহাকে কালাতীত হেত্বাভাসও বলা হয়। যে স্থলে বলবৎ প্রমাণ দ্বারা সাধ্য ধর্ম্মীতে অনুমেয় ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হয়, সেখানে যে-কোন পদার্থকে হেতুরূপে ধরিয়া লইয়া, উহা সাধ্য সন্দেহের কাল অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় করিয়া প্রযুক্ত হয়, এই নিমিত্ত উহা কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণবিরুদ্ধ অনুমান স্থলে প্রযুক্ত হেতুই এই সূত্রোক্ত কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস, ন্যায়শাস্ত্রবিদ্গণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অষ্টদোষ-দুষ্টত্ব-নিবন্ধন* বিকল্প (বিবিধ কল্প) অসমীচীন, বস্তুবিষয়েও বিকল্প তদ্রূপ। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে রূপিত্ব শ্রুতিই সর্ব্বোপমর্দ্দনসমর্থা।

এরূপ হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, অরূপ শ্রুতির গতি কি হইবে? রূপপ্রতিপাদিকা এবং অরূপপ্রতিপাদিকা শ্রুতির পরস্পর সঙ্ঘটনে দুর্ব্বল অরূপ-শ্রুতিসমূহের পক্ষে সবল রূপ-শ্রুতিসমূহের অনুগমনই গতি। সেই অনুগমন কোনও দৃশ্যমান রূপের অরূপত্ব-লক্ষণ-প্রসাধকই হইবে। যে ব্রহ্মরূপের কথা বলা হইল, উহা প্রাকৃত রূপ হইতে ভিন্ন; যেমন ভগসংজ্ঞক ষড়ৈশ্বর্য্য। যখন স্বরূপ-শক্তির প্রকাশমানত্ব নিবন্ধন সেই 'রূপ' স্বপ্রকাশমাত্র হয়, তখন উহা প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত না হওয়ায় উহাকে অরূপই বলা হয়। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইল যে, উক্ত রূপ স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যক্ত অব্যক্ত পদার্থ-সকল হইতে পৃথক্ লক্ষণ-বিশিষ্ট, ইহাই বৈষ্ণব বেদান্তিগণের অভিপ্রায়।

"প্রকাশবচ্চাবৈশেষম্" (ব্রহ্মসূ°, ৩।২।২৫)। মাধ্বভাষ্যে এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে, অগ্ন্যাদি পদার্থের যেমন স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্বের বিশেষ আছে, ব্রহ্মে তাদৃশত্ব সম্ভব-পর নহে। মাণ্ডব্য শ্রুতি বলেন, ইনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, ইনি স্থূল ও সূক্ষ্মের পর। এই নিমিত্ত ইহাঁকে পরব্রহ্ম বলা হয়। গরুড়পুরাণও বলেন, "পরমেশ্বরে স্থূল-সূক্ষ্ম বিশেষ নাই, ইনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বরূপে এক প্রকার।" কৌর্ম্ম পুরাণ বলেন, "পরমেশ্বরে ব্যক্তাব্যক্ত ভাব নাই, যেহেতু এই জনার্দ্দন সর্ব্বত্রই ইহাঁর অব্যক্তরূপে বর্ত্তমান। যে হেতু ইহাঁতে ব্যক্তাব্যক্ত ভাব নাই, তদ্ধেতু ব্যক্তাব্যক্ত হইতে ইহাঁর রূপ অতিরিক্ত। শ্রীভাগবতও বলেন, "ইহাঁকে অব্যক্ত ও আদ্য বলা হয়" (১০।৩।২১)। এই সকল প্রমাণে যে অব্যক্তাখ্য পরতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছেন, সেই অব্যক্তরূপ বিগ্রহ যাঁহার, তিনিই অব্যক্তরূপ, ইহাই কৌর্ম্ম বচনের অর্থ। ইহাঁর পূর্ণ পরমতত্ত্বাকারত্ব মূল গ্রন্থে (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সপ্তচত্বারিংশ বাক্যে) বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই যে বহুব্রীহি সমাস-যোগে অব্যক্ত রূপের ব্যাখ্যা করা হইল, ঔপচারিক ভেদদ্যোতনই তাদৃশ বহুব্রীহি সমাসের অভিপ্রায়।

সুতরাং এইরূপ কেবলমাত্র পরা বিদ্যাপ্রকাশ্য স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নাই।

---

* অষ্টদোষ—মীমাংসাশাস্ত্রে বিকল্পের (বিবিধ কল্পের) যে অষ্টদোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটি কারিকা আছে, যথা,—

প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বপরিত্যাগপ্রকল্পনা।
প্রত্যুজ্জীবনহানিভ্যাং প্রত্যেকমষ্টদোষতা॥

দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিতে বিধান আছে, 'ব্রীহিভির্বা যবৈর্বা যজেত" অর্থাৎ ব্রীহিসমূহ দ্বারা বা যবসমূহ দ্বারা যজ্ঞ করিবে। এ স্থলে ব্রীহি গ্রহণে প্রতীত-যবপ্রামাণ্যের পরিত্যাগ হইল, অপ্রতীত-যবের অপ্রামাণ্য প্রকল্পনা হইল। আবার অপর পক্ষে যব গ্রহণে পরিত্যক্ত-যব-প্রামাণ্যের উজ্জীবন, স্বীকৃত-যবপ্রামাণ্যের হানি ঘটিল; যব সম্বন্ধে এই চারি দোষ, আবার ব্রীহি সম্বন্ধেও এইরূপ চারি দোষ ঘটে। বিকল্প দ্বিবিধ,—ইচ্ছাবিকল্প ও ব্যবস্থিত-বিকল্প। অষ্টদোষ-ভয়ে যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় ইচ্ছাবিকল্প পরিত্যাজ্য।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে" এই শ্রুতির ফলশ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে যে, এই রূপের দর্শনমাত্রেই অশেষ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে। এতদ্দ্বারাই এই রূপের পরব্রহ্মত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ফলশ্রুতি এই যে, এই রূপ দর্শন করিলে উপাসক পুণ্য ও পাপ পরিহার করিয়া, ব্যক্তাব্যক্ত সকল লক্ষণের অতীত হইয়া, পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" এই শ্রুতিটিতেও "যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" এই শেষ চরণে দৃশ্ ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অপর একটি শ্রুতিতেও আদিত্য পুরুষ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, সকল প্রকার পাপধ্বংসের ফলশ্রুতির উল্লেখপূর্ব্বক সেই রূপের পাপরূপ মায়িক দোষ-রাহিত্য কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'এই আত্মা পাপরহিত'। এমন কি, এই আত্মাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের পর্য্যন্ত পাপ ধ্বংস হয়, এইরূপে কৈমুত্য-ন্যায় দ্বারা সেই আত্মার রূপকে দৃঢ় করিয়া বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যের উক্ত শ্রুতিটির বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—"এই আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ আছেন, তাঁহার শ্মশ্রু হিরণ্ময়, তাঁহার কেশ হিরণ্ময়। তাঁহার নখাগ্র হইতে কেশ পর্য্যন্ত সকলই সুবর্ণ। তাঁহার পুণ্ডরীক-সদৃশ অরুণবর্ণ লোচনদ্বয়। তাঁহার নাম উৎ। তিনি সকল পাপরাশি অতিক্রম করিয়া উদিত হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাও পাপ হইতে মুক্ত হয়েন।"—(ছান্দোগ্য, ১।৬।৬-৭)।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে নাসদাসীদাখ্য * ব্রহ্মসূক্তে জানা যায় যে, ব্রহ্মের প্রাণ আছে, উহা প্রাকৃত নহে—অপ্রাকৃত। মুণ্ডক উপনিষদে যে "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" মন্ত্র আছে, উহা প্রাকৃত-বিষয়-নিষেধ-বাক্য। প্রাকৃত প্রাণের অতীত অপ্রাকৃত প্রাণ সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, তখন মৃত্যু ছিল না, রাত্রি ছিল না, দিনও ছিল না, প্রাণকর্ম্মোপাদন উৎপত্তির পূর্ব্বেও অপ্রাকৃত মায়াযুক্ত একমাত্র প্রাণবায়ু ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এই মন্ত্রে যে 'প্রকেত' পদ আছে, তাহার অর্থ প্রজ্ঞান। সায়ণাচার্য্য স্বধা পদের অর্থ করিয়াছেন,—"স্বধয়া স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়ত আশ্রিত্য বর্ত্ততে ইতি স্বধা।" আনীৎ ক্রিয়াপদ অদাদিগণীয়, প্রাণনার্থ অন ধাতুর উত্তর লুঙ্ বা লঙ্ প্রত্যয় করিয়া আনীৎ পদ সাধিত হয়। সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"তৎ সকল-বেদান্তপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মতত্ত্বমানীৎ প্রাণিতবৎ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ। শুদ্ধ ইতি তস্য প্রাণসম্বন্ধা-ভাবাৎ। তত্রাহ আনীদবাতম্। আনীদিত্যত্র ধাত্বর্থক্রিয়া তৎকর্ত্তা তস্য চ ভূতকালসম্বন্ধ ইতি ত্রয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে।"

---

* নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্
অম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥

এই মন্ত্রে যে আনীৎ পদ আছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাণকর্ম্মোপাদানের পূর্ব্বেও সৎস্বরূপ প্রাণ বর্ত্তমান ছিল। এই প্রকার বৃহদারণ্যক উপনিষদেও "মহাভূতের নিশ্বসিত" (বৃ° আ°, ২।৩।১০) এইরূপ প্রাণবায়ুর উল্লেখ আছে। অন্যান্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মের প্রাণবায়ুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঋগ্‌বেদে যে 'অবাত' পদ আছে, তদ্দ্বারা প্রাকৃত বাতের নিষেধই বুঝিতে হইবে। এইরূপ প্রাণবায়ুর উল্লেখ পাঠে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, তৎসহচারী শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁহার তাদৃশ ভাব অবশ্যই স্বীকার্য্য।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে,—অদ্বিতীয় চিন্ময় নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্মের রূপকল্পনা উপাসকগণের কার্য্যার্থই হইয়া থাকে। ইহাও পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়। উক্ত উত্তরকাণ্ডে ইহাও অতঃপরে লিখিত হইয়াছে,—"সচ্চিদানন্দরূপ শঙ্খচক্রাদিধারী শ্রীরামের বন্দনা করি।"

পৃথক্ শরীরধারিত্ব-রহিত শ্রীভগবানের (ঈশ্বরে দেহ-দেহি-ভেদ নাই, সুতরাং তাঁহার পৃথক্ শরীর নাই) যে রূপ কল্পনা করা হয়, সেই কল্পনা অষ্টবিধ প্রতিমাত্মিকা (শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী - এই অষ্টবিধ প্রতিমা)।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অনন্ত-রূপাত্মক। কিন্তু শ্রুত্যন্তরে ভগবানের রূপসমূহের এতাদৃশত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২ অধ্যায়, ৩ ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে,—"ব্রহ্মের দুইটি রূপ,—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত সাবয়ব, অমূর্ত্ত নিরবয়ব। তন্মধ্যে মূর্ত্ত রূপ—বিনাশশীল; অমূর্ত্ত—চিরস্থায়ী। মূর্ত্ত রূপ পরিচ্ছিন্ন ও উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট। অমূর্ত্ত রূপ ব্যাপক ও অনুদ্ভূত। বায়ু ও আকাশ ভিন্ন ক্ষিতি প্রভৃতি অপর ভূতত্রয় মূর্ত্ত। যাহা মূর্ত্ত—তাহা বিনাশশীল, যাহা বিনাশশীল, তাহা পরিচ্ছিন্ন, আবার যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা নির্দ্দেশযোগ্য রূপবিশিষ্ট। * * * এক্ষণে কারণাত্মক পুরুষের রূপ উক্ত হইতেছে। সেই পুরুষের অঙ্গকান্তি হরিদ্রা-রঞ্জিত বসনের ন্যায় পীত, রোমজ বসনের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ নামক কীটবিশেষের ন্যায় রক্তবর্ণ, ইত্যাদি * *। অনন্তর পুরুষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ইহা নয়, ইহা নয়, এই প্রকার করিয়া শ্রুতি ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্ব্বনিষেধের যাহা অবধি, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু কিছুই নাই বলিয়া তাঁহাকে 'নেতি' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। *

উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি উপসংহারে স্বয়ংই বলিতেছেন, কেবল যে এখান হইতেই নির্দ্দেশের পরিসমাপ্তি, তাহা নহে; ইহা হইতেও অন্য পরম রূপবৃন্দ আছে, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। এই মূর্ত্ত লক্ষণরূপ হইতে অমূর্ত্ত লক্ষণরূপ সম্ভবপর নহে। তবে কি না, ইহা হইতেও অন্য পরম রূপ আছে, ইহাই আদেশ-বাক্যের ফলিতার্থ।

"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" (৩।২।২০, ব্রহ্মসূত্রে সকল গ্রন্থে

---

* উদ্ধৃত চিহ্নিত অংশ (অর্থাৎ "ব্রহ্মের দুইটি রূপ" হইতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অংশ) বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২ অধ্যায়ের ৩ ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে এতদংশ উদ্ধৃত করা হয় নাই। কিন্তু স্পষ্টরূপে অর্থবোধের জন্য সমগ্র শ্রুত্যর্থ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

সূত্রসংখ্যা একরূপ নহে) অর্থাৎ মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপসমূহের সীমা প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের প্রকৃতাতীত অপর রূপের বিষয় উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি পুনর্ব্বার বলিয়াছেন। অর্থাৎ "নেতি নেতি" দ্বারা প্রাকৃত রূপের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, আবার 'অন্তৎ পরমস্তি' এই আদেশ-বাক্য দ্বারা অন্য পরম রূপের বিষয় বলা হইয়াছে।

এ স্থলে রূপমাত্রের নিষেধই যদি এই শ্রুতি-অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে মহারজনাদি সদৃশ, লোকাতীত রূপের বিষয় স্বয়ং উপদেশ করিয়া, আবার উহার নিষেধ করা শ্রুতির পক্ষে উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায় হইত; 'এতাবত্ত্ব' পদ প্রয়োগ দ্বারা সূত্রকার যে সংখ্যাত্মক ভাবের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও অসমীক্ষ্যকারিতারই পরিচয়স্বরূপ হইয়া পড়িত।* "এই রূপের নিষেধ করা হইল" এই বাক্যের সূচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অন্য কোন রূপের বিষয় বলা হইয়াছে বা হইবে।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের পঞ্চচত্বারিংশ বাক্যের "তমিমমহমজ"মিত্যাদি পদ্য ব্যাখ্যাতে বিচার্য্য এই যে, সেই শ্রীবিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার যে অপরিচ্ছিন্নত্ব সম্বন্ধে উক্তি শুনি যায়,

শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব

তদীয় অচিন্ত্য শক্তি নিবন্ধন এবং তদীয় সর্ব্ববিভুত্বাদি পরমশক্তি-সমূহের তিনিই একমাত্র আশ্রয়, এতন্নিবন্ধন উহা যুক্তিযুক্তই বটে। শ্রীভাগবতসন্দর্ভে ৪৬ সংখ্যক বাক্যে শ্রীভাগবতীয় একটি পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্যথা— "কেচিৎ স্বদেহান্তঃহৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্" (শ্রীভাগবত, ২।২।৮) এই পদ্যটি ভগবদ্বিগ্রহ সম্বন্ধেই উদ্গীত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দহরাকাশসংজ্ঞ পরমেশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি উক্ত হইয়াছে। তদ্যথা,—'হৃদয়-পদ্মরূপ গৃহ—এই হৃদাকাশই—দহর' (ছান্দোগ্য, ৮।১।১)। অতঃপরে বলা হইয়াছে,—"এই ভূতাকাশের যেরূপ পরিমাণ, এই হৃদয়াকাশেরও তাবৎ পরিমাণ।" (ছাং, ৮।১।৩)। এই দৃষ্টান্তটি শরের ন্যায় সরল-গতিতে ও প্রকাণ্ড ভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করে। সবিতা যেমন মহত্ত্ব নির্দ্দেশ করেন, এই দৃষ্টান্তটিও তদ্বৎ মহত্ত্ব নির্দ্দেশ করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের আরও কতকগুলি উক্তি এ স্থলে প্রযোজ্য। যথা,—"ইনি পৃথিবী হইতে মহান্, অন্তরীক্ষ হইতেও মহান্।" (ছাং, ৩।৪।৩)। "এই অন্তরাকাশেও স্বর্গ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সকলই আছে। ইহ সংসারে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই অন্তরাকাশে সমাহিত আছে।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, হৃৎপুণ্ডরীকান্তর্ব্বর্ত্তিত্বেরও যে পরিমাণ, সর্ব্বব্যাপকত্বেরও সেই পরিমাণ—অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না।

---

* শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ উক্ত সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শ্রীজীবের সর্ব্বসংবাদিনীর উক্তিরই সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—"ইহ রূপমাত্রনিষেধে শ্রুত্যভিমতে সতি মহারজনাদিসদৃশং রূপমলোকসিদ্ধং স্বয়মুপদিশ্য পুনর্নিষেধকারিণ্যাস্তস্যা উন্মত্তপ্রলাপিতাপাতঃ সূত্রকারোঽপ্যেতাবত্ত্বমিতি প্রযুঞ্জানো অসমীক্ষ্যকারিতায়ৈ কল্প্যেত এতদ্রূপং প্রতিষেধতীত্যেব সূত্রয়েৎ তস্মাদ্‌যথোক্তমেব সাধীয়ঃ।"

ঘটাকাশের যে পরিমাণ, চন্দ্র-সূর্য্যাধার আকাশের তাবৎ পরিমাণ কখনই হইতে পারে না। হৃৎপদ্মে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বত্ব নিবন্ধনও উহাতে সর্ব্বসমাবেশ সম্ভবপর নহে। পরিচ্ছিন্ন উপাধি-বিশিষ্ট পদার্থে সমগ্র ভাবে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অবশ্যই দৃষ্টতর নহে। ঘটাদিতে কখনও সমগ্র ভাবে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয় না। এই নিমিত্ত শ্রুতির এইরূপ স্থানের সুব্যাখ্যানের নিমিত্ত যোগমায়ানাম্নী অচিন্ত্যশক্তির অভ্যুপগম অবশ্যই করিতে হয়। ব্রহ্মসূত্রে শ্রুত্যুক্ত বৈশ্বানরাখ্য পরম পুরুষের বিচারে এক শ্রেণীর প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি ব্রহ্মসূত্র এই,—"সম্পত্তিবশতঃ এইরূপ ঘটে, জৈমিনীও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন" (১।২।৩২ ব্রহ্মসূ°)। এ স্থলে সম্পত্তি পদের অর্থ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য।*

ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিতেছেন,—"যিনি এই প্রদেশমাত্র অথচ অপরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন" (৫।১৮।১ ইত্যাদি)। এখানে পরিমিত হইলেও তাঁহাকে অপরিমিত বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৎপরেই উক্ত শ্রুতি বলিতেছেন,—"ঐ বৈশ্বানর আত্মার সুতেজা শির, বিশ্বরূপ চক্ষু" ইত্যাদি (ছা°, ৫।১৮।২)। ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ঐ প্রাদেশমাত্র-পরিমিত পুরুষে ত্রৈলোক্যের সমাবেশ করা হইয়াছে (ইহা অবশ্যই অচিন্ত্য তর্কৈশ্বর্য্যেরই প্রভাব)।

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সম্বন্ধে চারিটি ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া মাধ্বভাষ্যে যে আলোচনা করা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে,—

১। "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" (ব্রহ্মসূ°, ৩।২।১৪)। ইহার ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম প্রকৃতি প্রভৃতির প্রবর্ত্তক, সুতরাং তাহাদের হইতেও উত্তম (সূক্ষ্ম) ; অতএব ব্রহ্ম রূপ-বিশিষ্ট নহেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—তিনি স্থূল নহেন, অণুও নহেন (বৃ° আ° উ°, ৩।৮।৮)। মৎস্যপুরাণ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন,—ইহ জগতে এই সকল রূপ ভৌতিক, কিন্তু ব্রহ্ম ভূত-সমস্ত হইতে পৃথক্ ও সূক্ষ্ম, এই জন্য ইনি রূপবিবর্জ্জিত ; সেই অব্যক্ত হইতে ভূতগণের মধ্যে আর শ্রেষ্ঠ কি আছে।

২। "প্রকাশবচ্চ বৈয়র্থ্যাৎ" (ব্রহ্মসূ°, ৩।২।১৫)। ইহার ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" অর্থাৎ "যখন বিবেকনিরত ব্যক্তি স্বর্ণবর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করেন" (মুণ্ডক, ১।৩)। "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যেত" অর্থাৎ তমঃপ্রায় আধিভৌতিক পুরুষের অনুগ্রহে আধি-ভৌতিকাদি পুরুষত্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি" (ছা° উ°, ৮।১৩।১)। "সুবর্ণজ্যোতিঃ" (তৈ° উ°, ৩।১০।৬)। বিলক্ষণরূপ নিবন্ধন এই সকল শ্রুতির বৈয়র্থ্যাশঙ্কা নাই। চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের করণাদির প্রকাশ বিদ্যমান থাকিলেও উহাদের বৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন যেমন অপ্রকাশত্বাদি ব্যবহার ঘটে, এই সকল শ্রুতির তদ্রূপ বৈয়র্থ্যাশঙ্কা নাই, ইহাই ফলিতার্থ।

* শ্রীমৎশঙ্কর, রামানুজ, আনন্দতীর্থ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সম্পত্তি পদের "অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য" অর্থ করেন নাই। কেবল শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বিভোরপি তস্য যৎ প্রদেশমাত্রত্বং তৎ কিল সম্পত্তে-রবিচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈশ্বর্য্যাদেব ন ত্বৌপাধিকমিতি জৈমিনির্মন্যতে এব।"

৩। "আহ চ তন্মাত্রম্" (ব্রহ্মসূ°, ৩।২।১৬)। ভাষ্য—এ স্থলে বৈলক্ষণ্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্রূপ—বিজ্ঞানানন্দ মাত্র ; সুতরাং একাত্মপ্রত্যয়ের সার। (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ, তাঁহার রূপও তদ্রূপ)। শ্রুতিও বলিতেছেন,—ইনি আনন্দমাত্র, অজর, পুরাতন, এক হইয়াও বহুরূপে দৃশ্যমান এবং আত্মস্থ ; এইরূপে যে সকল ধীর তাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অপরের নহে (কঠ ও শ্বেতাশ্বতর)।

৪। "দর্শয়তি চাথোঽপি স্মর্য্যতে" (ব্রহ্মসূ°, ৩।২।১৭)। ভাষ্য—শ্রুতি আনন্দস্বরূপত্ব প্রদর্শন করেন। যথা—যিনি আনন্দরূপ ও অজর, ধীরগণ তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন (মু° উ°, ২।২।৭)।

মৎস্যপুরাণও বলেন,—যতি, শুদ্ধ, স্ফটিকসদৃশ, নিরঞ্জন বাসুদেবকেই ধ্যান করিবেন, হরির জ্ঞানরূপ ভিন্ন অন্য কিছু ধ্যান করিবেন না। এ স্থলে "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং" অর্থাৎ "ব্রহ্মের আনন্দ রূপ" বলায় প্রাগুক্ত জ্ঞানরূপের সহিত ভেদ লক্ষিত হইতেছে। মাধ্বভাষ্যে (২।২।৪১) অপর একটি শ্রুতির উল্লেখ আছে। তাহার অর্থ এই যে, সেই বিষ্ণু পরমাক্ষয় দেহবিশিষ্ট, সুখময়, সৎপরাক্রমবিশিষ্ট, জ্ঞানী ও জ্ঞানাজ্ঞানবিশিষ্ট সুখী ও মুখ্য।

"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূ°, ১।১।২০) এই সূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন,—পরব্রহ্ম নিখিল হেয়-গুণগণ-বিরোধী অনন্ত জ্ঞানানন্দস্বরূপ বলিয়া তদিতর পদার্থনিবহ হইতে তিনি ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট। তাঁহাতে স্বাভাবিক নিরতিশয় অশেষ কল্যাণ-গুণগণসমূহ বিদ্যমান। তিনি যেমন সচ্চিদানন্দ ও অপ্রাকৃত, তাঁহার স্বাভাবিক অনুরূপ অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্ভুত, নিত্য, নিরবদ্য, নিরতিশয় ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য, লাবণ্য এবং যৌবনাদি অনন্ত গুণযুক্ত দিব্য রূপও সেইরূপ স্বভাবতই অপ্রাকৃত। অপার কারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্য-ঔদার্য্য-সাগর এবং অখিল হেয়ানন্দ-বিবর্জ্জিত ও পাপবর্জ্জিত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ উপাসক-গণের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য তাঁহাদের আপন আপন প্রতিপত্তি অনুরূপ সংস্থানের বিধান করেন।

"যাঁহা হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হইয়াছে" (তৈ° উ°, ভৃগু)। "হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন" (ছা° উ°, ৬।২।১)। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক আত্মাই ছিল" (ঐতরেয় উ°, ১।১।১)। "এক মহানারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্ম বা মহেশ্বর তখন ছিলেন না" (মহোপনিষৎ, ১।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে নিখিল জগতের এক কারণরূপে জ্ঞাত পরব্রহ্মের "সত্য-জ্ঞানানন্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিনিরূপিত স্বরূপ জানা যায়। আত্মোপ-নিষৎ বলেন, ইনি নির্গুণ। শ্বেতাশ্বতর বলেন—'নিরঞ্জন'। ছান্দোগ্য বলেন—অপাপবিদ্ধ, জরামরণশোকহীন, ক্ষুৎপিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। শ্বেতাশ্বতর আরও বলেন—তাঁহার কার্য্য নাই, করণ নাই, তাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহা হইতে অধিক কেহ নাই। সেই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ শক্তি আছে বলিয়া শ্রুতিতে জানা যায়। তিনি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, দেবতাদের পরমদেবতা বলিয়া তাঁহাকে আমরা জানি

(শ্বেতাশ্ব, ৬।৭)। "তিনি কারণ, কারণসমূহের অধিপতিরও অধিপতি, তাঁহাকে জানে, এমন কেহ নাই, তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই ; ধীর ব্যক্তি তাঁহার সকল রূপ চিন্তা করিয়া, সকল নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব অভিব্যক্ত করেন" (যজু অঃ, ৩।১২)।

"তমের পরপারে আদিত্যবর্ণ এই মহাপুরুষকে আমি জানি" (যজু মাঃ, ৩।১২)। "এই বিদ্যুৎ-পুরুষ হইতে নিমেষ-সকলের উদ্ভব হইয়াছে" (তৈং নারায়ণ, ১) এই সকল শ্রুতিবাক্যে পর-ব্রহ্মের প্রাকৃত হেয় গুণসমূহ—হেয় দেহ-সম্বন্ধ এবং তন্মূল কর্ম্মবশ্যতা-সম্বন্ধ প্রতিষেধ করিয়া, তাঁহার কল্যাণগুণ ও কল্যাণরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। পরমকারুণিক ভগবান্ উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহ নিবন্ধন তাহাদের বোধের উপযোগী দেব-মনুষ্যাদি রূপে তাঁহার স্বাভাবিক রূপ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রকটন করেন। তাই পুরুষসূক্ত বলেন, "তিনি অজায়মান হইলেও বহুভাবে দেব, মনুষ্য ও তির্য্যগাদিরূপে অবতীর্ণ হয়েন।" গীতা বলেন—"সেই অব্যয় আত্মা, ভূতগণের ঈশ্বর, অজ হইয়াও জন্ম পরিগ্রহ করেন।" সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েন। এ স্থলে সাধু শব্দের অর্থ—উপাসক। তাঁহাদের পরিত্রাণই তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য। দুষ্কৃতিগণের বিনাশ আনুষঙ্গিক মাত্র—কেন না, সঙ্কল্পমাত্রই তাহাদের বিনাশ সম্ভব-পর হয়। "আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া অবতীর্ণ হই" (গীতা)। এ স্থলে প্রকৃতি অর্থ—স্বভাব ; আমি স্বীয় স্বভাব অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হই, কিন্তু সংসারী স্বভাব অবলম্বন করিয়া নহে, ইহাই ভাবার্থ। "আত্মমায়য়া" (গীতা)। আত্মমায়া পদের অর্থ স্বসঙ্কল্প-রূপ জ্ঞান—মায়া শব্দের অর্থ বয়ুন ও জ্ঞান (বেদ-নির্ঘণ্টে ধর্ম্মবর্গের ২২ শ্লোক দেখ)। নির্ঘণ্টুকারগণ বলেন, মায়া শব্দের অর্থ জ্ঞান। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবান্ পরাশরের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে,—"যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ পদার্থে বিততরূপে বর্ত্তমান, সেই শক্তিসমূহের অভিব্যঞ্জক এই বিশ্বরূপ হরির বৈরূপ্য মাত্র, তাঁহার স্বকীয় রূপ এই বিশ্বরূপ হইতে ভিন্ন। দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি তাঁহারই শক্তিরূপ, তিনিই স্বীয় লীলায় এই সকল শক্তিরূপ, জগতের উপকারের জন্য প্রকটন করেন। তাঁহার লীলা—মনুষ্যের কার্য্যের ন্যায় কর্ম্মজা নহে।" (বিষ্ণু পুঃ, ৬।৭।৭০)।

মহাভারতেও অবতার-রূপের অপ্রাকৃতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। উদ্যোগপর্ব্বে লিখিত আছে,—পরমাত্মার দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে। শ্রীভাষ্যে লিখিত হইয়াছে,—"অতএব পরব্রহ্মের এইরূপ রূপবত্তাদি তাঁহারই ধর্ম্ম।" (শ্রীভাষ্য ১।১।২০)।

ভগবান্ পরাশরের প্রাগুক্ত নির্দ্দেশে জানা গিয়াছে যে, শ্রীহরির স্বয়ংরূপ বিশ্বরূপ হইতে ভিন্ন, উহা ভগবানের স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্ম্ম। স্বরূপ—ধর্ম্মী ; স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্ম্মগুলি স্বরূপের অবয়ব। উপপন্ন হইল যে, স্বরূপ—অবয়বী, সুতরাং দেহ। (মূল ভগবৎসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে, স্বরূপ ও মূর্ত্তি—একই) শ্রীভগবৎস্বরূপই সমস্ত শক্তি প্রাদুর্ভাবের কর্ত্তা। এই কর্তৃত্ব দ্বারা স্বরূপত্ব ও পূর্ণত্ব স্বীকৃত হইল। এই শক্তি-সকল আবার নিজেচ্ছাত্মক শক্তিময়ী, এই নিমিত্ত ইহারা স্বরূপশক্তি নামে অভিহিত হয়।

ভগবৎস্বরূপের যে কর্তৃত্বের কথা বলা হইল, উহার অর্থ প্রাদুর্ভাবয়িতৃত্ব—কল্পয়িতৃত্ব নহে; (কেন না, ঐ শক্তিসকল ভগবৎস্বরূপনিষ্ঠ—আগন্তুক নহে)। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—এই পুরুষ মনোময়, প্রাণশরীর, তেজোরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশস্বরূপ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাক্যরহিত ও অনপেক্ষ (ছা° উ°, ৩।১৪।২)।

'মনোময়' বলার তাৎপর্য্য এই যে, এই পুরুষ পরিশুদ্ধ মন দ্বারা গ্রাহ্য। প্রাণশরীর বলার উদ্দেশ্য এই যে, ইনি এই জগতে সকলের প্রাণধারক। "ভারূপ" অর্থ ভাস্বরূপ, অর্থাৎ অপ্রাকৃত স্বীয় অসাধারণ নিরতিশয় কল্যাণদ্যোতনশীল রূপবিশিষ্ট বলিয়া ইনি নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত। 'আকাশাত্মা'—আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম স্বচ্ছরূপ অথবা অন্যান্য কারণ-সকলের আত্মভূত বলিয়াই ইহাঁকে আকাশাত্মা বলা হইয়াছে। অথবা যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন এবং অপরকেও প্রকাশ করেন, তিনি আকাশাত্মা। ইনি "সর্ব্বকর্ম্মা"—যাহা করা হয়, তাহাই কর্ম্ম; সকল জগৎ ইহাঁর কর্ম্ম বা সকল ক্রিয়াই যাঁহার—এই অর্থে ইনি সর্ব্বকর্ম্মা। "সর্ব্বকাম"—যাহা কামনা করা যায়, তাহাই কাম—ভোগ্যাভোগ্য উপকরণ-নিবহ। পরিশুদ্ধ সর্ব্ববিধ কামনাসমূহ তাঁহাতে বর্ত্তমান—তাই তিনি সর্ব্বকাম। তিনি সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বরস,—"অশব্দ অস্পার্শ" ইত্যাদি শ্রুতিতে গন্ধাদির যে নিষেধ করা হইয়াছে, সে নিষেধ প্রাকৃত গন্ধাদি সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁহাতে প্রাকৃত গন্ধাদি নাই। (তবে কিরূপ গন্ধ আছে, এ স্থলে তাহারই ব্যাখ্যা করা হইতেছে) সেই শ্রীভগবানে অসাধারণ, অনিন্দ্য, নিরতিশয় কল্যাণাস্পদ, স্বভোগ্যার্হ সর্ব্ববিধ গন্ধরস বিদ্যমান, (তাই তিনি সর্ব্বগন্ধ—সর্ব্বরস)। অতঃপরে শ্রুতির উপসংহারে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বমিদমভ্যাত্তম্" অর্থাৎ এই সকল কল্যাণকর গুণসমূহ শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। "ভুক্তব্রাহ্মণ" এ স্থলে ভুক্ত পদটি যেমন কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে (ইহার অর্থ—যে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়াছেন, তিনি ভুক্ত-ব্রাহ্মণ) এ স্থলে 'অভ্যাত্ত' পদটিও সেইরূপ কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়সিদ্ধ।

অপি চ 'ইনি অবাকী'—বাক্ শব্দের অর্থ উক্তি। যাঁহার বাক্য নাই, তিনি অবাকী, অর্থাৎ যাঁহার বৃথা জল্প নাই। তিনি 'অনাদর'—সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু প্রাপ্তিনিবন্ধন যাঁহার আদর্ত্তব্য কিছুই নাই, তিনি অনাদর; সুতরাং তিনি অবাকী—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জল্পনা-রহিত। ইনি 'প্রাণশরীর'—প্রাণ যেমন পরম প্রেষ্ঠ, ইনিও উপাসকদিগের সেইরূপ প্রাণবৎ পরমপ্রেষ্ঠ; এই নিমিত্ত ইহাঁকে 'প্রাণশরীর' বলা হইয়াছে। অথবা যাহা সকলকে অনুপ্রাণিত করে, তাহাই প্রাণ; সুতরাং পরব্রহ্মই প্রাণ। এই প্রাণরূপ পরব্রহ্ম যাঁহার শরীর, তিনিই প্রাণ-শরীর।*

শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ৭৫ বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধান্তর্গত বৃত্রবধোপাখ্যানে দেবগণকৃত শ্রীহরিস্তোত্র হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদবলম্বনে শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে

* এ স্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের যে শ্রুতিটি ব্যাখ্যাত হইল, সেই শ্রুতিটি ভগবৎসন্দর্ভের তেহাত্তর সংখ্যক বাক্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে উহারই এতাদৃশ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বিন্যস্ত "গ্রাহাৎ প্রপন্নম্" (শ্রীভাঃ, ১১।৪।১৮) এই শ্লোকের বোপদেব-রচিত মুক্তাফল ব্যাখ্যানুসৃত তাৎপর্য্যানুসারে মন্বন্তরাবতার হরিও যে পরমেশ্বর, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব "অথৈবমীড়িতো রাজন্ ভগবান্ ত্রিদশৈর্হরিঃ" অর্থাৎ "হে রাজন্, অনন্তর এইরূপে ভগবান্ হরি দেবগণ দ্বারা সাদরে পূজিত হইলেন" (শ্রীভাঃ, ৬।৯।৪৬) ; এ স্থলেও হরি শব্দ পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে।

অতঃপরে শ্রীভগবৎসন্দর্ভের ৯৬ সংখ্যায় শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধীয় ষোড়শাধ্যায়স্থ ৩৭ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, "পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, জল, জ্যোতিঃ, বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত, রজ, সত্ত্ব, তম এবং ব্রহ্ম—এ সকলই আমি।" অতঃপর মূল শ্রীভগবৎসন্দর্ভ "যদন্তমন্তান্তরগোচরঞ্চ" ইত্যাদি বালমন্দার-স্তোত্রের এই পদ্যটি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের বিভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, স্থাবরাস্থাবরাদি যত কিছু ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান, তাহা তোমার বিভূতি ; গুণ, পুরুষ, প্রধান, পরাৎপর ও ব্রহ্ম—এই সকলই তোমার বিভূতি।

যদিও শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, সবিশেষব্রহ্ম স্বীকার করেন, কিন্তু তথাপি বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্মও তাঁহাদের স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্ম বিশেষাতিরিক্ত

বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-শব্দার্থে প্রকাশিত বিশিষ্ট ব্রহ্মের গুণভূত বস্তু। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈ° উ°, ২।১।১) অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্রহ্ম সহ তিনি সর্ব্বকাম সম্ভোগ করেন। এ স্থলে সহ শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজাচার্য্যকেও বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্ম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এ বিষয়ে অতঃপরে মূল গ্রন্থে (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে) বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। মূলে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মরূপে ভগবানের বিশিষ্টতা উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মতত্ত্ব যে ভগবত্তত্ত্বেরই অন্তর্গত, শাস্ত্রকারগণ তাহারও উপদেশ করিয়াছেন। এই উক্তি সপ্রমাণ করার জন্য শ্রীভাগবতের "রূপং যৎ তৎ প্রাহুঃ" ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, উহার অর্থ করা হইয়াছে,—"ব্রহ্মই যাঁহার প্রভা, তথাভূতরূপ শ্রীবিগ্রহ"। অতঃপরে ব্রহ্মসংহিতাদি হইতেও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিশেষাতিরিক্ত পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অনিসন্ধিৎসু পাঠকগণ মূল ভগবৎসন্দর্ভ পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন।

অতঃপরে ৯৮ বাক্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীভাগবতসন্দর্ভে "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় (২।১।১) শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে সেই শ্রুতিটির সবিস্তার

অন্নময়াদি পুরুষদ্যোতক তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্যাখ্যা

উল্লেখ করিয়া উহার বিবৃত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,—এই অন্নরসময় কোষই দেহরূপ পুরুষ। এই পুরুষের যথাবস্থিত এই শিরই শির—এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম বাহুই বাম পক্ষ, এই মধ্যম দেহভাগই আত্মা, এই নাভির অধোভাগই পুচ্ছ ও আশ্রয়। এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অথচ ইহাঁর অন্তর্বর্ত্তী ইহাঁরই আত্মস্বরূপ প্রাণময় কোষ, তদ্দ্বারাই ইনি পূর্ণ। এই প্রাণময় কোষও পুরুষতুল্য।

অন্নময় পুরুষের আকারের অনুরূপই তদন্তর্বর্ত্তী প্রাণময় পুরুষের আকার। প্রাণময় পুরুষের প্রাণই শির, ব্যান দক্ষিণ পক্ষ, অপান উত্তর পক্ষ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ ও আশ্রয়। ইনিই পূর্ব্বোক্ত অন্নময় পুরুষের শারীর আত্মা। আবার এই প্রাণময় পুরুষ হইতে ভিন্ন, প্রাণময়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং উত্তর আত্মস্বরূপ মনোময় পুরুষ আছেন। এই মনোময় দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ থাকেন। মনোময়ও পুরুষাকারবিশিষ্ট, যজুই ইহাঁর শির, ঋক্ দক্ষিণ পক্ষ, সাম উত্তর পক্ষ, আদেশ আত্মা, সর্ব্বাঙ্গিরস পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা। ইনি প্রাণময়ের শারীর আত্মা। সেই মনোময় হইতে অন্যতর বিজ্ঞানময়। ইনি মনোময়ের আত্মা। তদ্দ্বারা মনোময় পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময়ও পুরুষবিধ, শ্রদ্ধাই ইহাঁর শির, ঋত ইহাঁর দক্ষিণ পক্ষ, সত্য উত্তর পক্ষ, যোগ ইহাঁর আত্মা, মহঃ ইহাঁর পুচ্ছ ও আশ্রয়। ইনি পূর্ব্বোক্ত মনোময়ের শারীর আত্মা। এই বিজ্ঞান হইতে অন্য, ইহাঁর অন্তর্বর্ত্তী আত্মা আনন্দময়, এই আনন্দময়ের দ্বারা বিজ্ঞানময় পূর্ণ; এই আনন্দময়ও পুরুষ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রীতি অনুসারে প্রিয়ই আনন্দময়ের শির, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দময় আত্মা, ব্রহ্ম ইহাঁর পুচ্ছ ও আধার (তৈ° উ°, ২।১।১)।

(গ্রন্থকার এক্ষণে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। যথা—) ইহার অর্থ এই যে, প্রসিদ্ধে বা নিশ্চয়ে "সঃ বা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই মৃজ্জলাগ্নিপিণ্ড পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসপ্রাচুর্য্যবান্ অথবা অন্নরস শব্দের অর্থ অন্নবিকার; এই হেতু দেহের ত্বগাদি সকলই অন্নবিকার বলিয়াই গৃহীত হয়। উহাতে জলবিকারাদির ঈষৎ মিশ্রণ থাকিলেও উহা অন্নরস-প্রচুর। কিন্তু অন্নরসপ্রচুর হইলেও দেহ কেবল অন্নরসের বিকার নহে, অন্নরসের অংশমাত্র—কিন্তু অংশী অন্নরস বিকারার্হ নহে, প্রাণময় কোষে অন্নবিকারই নাই, উহাতে কেবল শুদ্ধ বায়ু। সেই বায়ুবৃত্তিসমূহের কোন প্রকার রূপান্তর দেখা যায় না। পৃথিবী-অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদি-লক্ষণ-বিশিষ্ট পুচ্ছাদিরও বিকারত্বাভাব, 'বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ' অর্থাৎ যদি বল, আনন্দ-ময় পদটি এখানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে না, কেন না, বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়; তদনুসারে জীবাত্মাই আনন্দময় পদের লক্ষ্য। তাহা বলিতে পার না. যেহেতু প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হয়। বিকার স্বীকার করিতে হইলে এ সূত্রেরও স্বারস্য-ভঙ্গ হয়। অপিতু বেদে দ্বিস্বরবিশিষ্ট পদের অন্তেই বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। তদধিক স্বরবিশিষ্ট পদের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয় না। সুতরাং অংশীতে বিকার সম্ভাবিত হয় না। অন্নময় কোষের পরে অন্যান্য কোষ সম্বন্ধে পুরুষের উল্লেখ করিয়া যেমন তাহার শির কল্পনা করা হইয়াছে, অন্নময় পুরুষ সম্বন্ধে সেরূপ কল্পনা করা হয় নাই। এখানে আমাদের প্রসিদ্ধ শিরকেই শির বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষাদি সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে হইবে। পক্ষ অর্থ বাহু। উত্তর অর্থ বাম। অঙ্গসমূহের মধ্যম দেহভাগই আত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যেই আত্মা। নাভির অধোভাগে যে অঙ্গ, তাহা পুচ্ছের ন্যায় বলিয়া পুচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে। উহা অধোভাগের আধারসদৃশ বলিয়া উহাকে পুচ্ছ বলা

হইয়াছে। যাহাতে কোন কিছু প্রকর্ষরূপে অবস্থান করে, তাহাই প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ আশ্রয়। যেমন বৃক্ষান্তরালের মধ্য দিয়া চন্দ্র প্রদর্শন করিতে হইলে, পর পর শাখাদির উল্লেখ করিয়া, উহাদের অন্তরতমত্ব প্রদর্শনচ্ছলে চন্দ্র লক্ষ্য করাইতে হয়; * অন্তরতমত্ব জ্ঞানার্থ লোকপ্রসিদ্ধ আত্মার কথা প্রথমতঃ না বলিয়া পারম্পারিক শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সাধনক্রমে অন্নময় প্রাণময়াদি পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। মনের ধারণার নিমিত্ত উহার আধার প্রাণময় আত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখন প্রাণময় পুরুষের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। অন্নরসময়ের অন্তর প্রাণময়। বায়ুদ্বারা যেমন লোহকারদের চর্ম্ম-পুষক পরিপূর্ণ হয়, এই প্রাণবিহীন অন্নরসময় কোষও তদ্রূপ প্রাণময় দ্বারা পূর্ণ হয়। এই প্রাণময়—পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষাকার। ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী অন্নরসময়ের পুরুষাকারত্ব লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ভাবে বুঝাইবার জন্য রূপক-কল্পিত শির ও বাহু প্রভৃতির রূপক কল্পনা দ্বারা এই পুরুষাকার কেন বর্ণিত হইয়াছে, সেই রূপকের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,– সেই প্রাণময়ের প্রাণ হৃদিস্থ বায়ুর ন্যায় প্রথম ধার্য্য; এই নিমিত্ত সেই প্রাণকে শিরোরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ সাধনক্রমে দক্ষিণ-পক্ষত্বাদির উল্লেখও বুঝিতে হইবে। "আকাশ আত্মা" আকাশ শব্দের অর্থ এ স্থলে আকাশের বৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ সমান নামক বায়ু। কেন না, উহা প্রাণ-বৃত্তিরই অধিকার-ভুক্ত। সমানাখ্য বায়ু মধ্যস্থ হেতু প্রাণবায়ুর অন্যান্য বৃত্তির তুলনায় সমান বায়ু আত্মা অর্থাৎ অধ্যক্ষ। পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর অভিমানি-দেবতা আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারয়িত্রী। কেন না, পৃথিবী আধ্যাত্মিক প্রাণের স্থিতি-হেতু। শ্রুত্যন্তরে (প্রশ্ন উপনিষদে) কথিত হইয়াছে,— "পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্য অপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ" (৩।৮) অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি পুরুষের অপান বায়ুকে বল দিয়া সাহায্য করেন।

"সেই প্রাণময়ের এই আত্মা—সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে"—এইরূপ বলিয়া, পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, এই আত্মা শারীর আত্মা। এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, এই আত্মা শরীরান্তর্য্যামী। ইহা কিরূপে হইতে পারে, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে যেমন বলা হইয়াছে, যিনি অন্নময়ের শারীর আত্মা, এই প্রকারে যিনি প্রাণময়ের শারীর আত্মা ইত্যাদিরূপে "পৃথিবী যাঁহার শরীর, জল যাঁহার শরীর, তেজ যাঁহার শরীর, বায়ু যাঁহার শরীর" (বৃঃ আঃ উঃ, ৩।৭।৯) ইত্যাদি অন্তর্য্যামি শ্রুতি-অনুসারে তাঁহাকে এই সকলের শারীর আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আনন্দময় কোষের দ্যোতক শ্রুতিতেও যে শারীর আত্মার উল্লেখ আছে, উহা কেবল ঔপ-

---

* শাখাচন্দ্র ন্যায়ের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে করা হইয়াছে। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই স্থলের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—"শাখাচন্দ্রনিদর্শনবদন্তঃপ্রবেশয়ন্নাহ ইত্যাদি।"

চারিক ভেদ প্রদর্শনের জন্যই বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা আনন্দময় হইতে বাস্তবিক ভিন্ন নহে। বিজ্ঞানময় হইতে যেমন অন্য ভিন্ন আত্মা শ্রুতিতে পরিপঠিত হইয়াছে, আনন্দময় সম্বন্ধে তদ্রূপ প্রসঙ্গ করা হয় নাই। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষের অন্তরে উহাদের হইতে পৃথক্ অপর আত্মার উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত "আনন্দময় ব্রহ্মের তাৎপর্য্যে অবসান হয়, এমন বিবেক যাঁহার শারীর আত্মা" এইরূপ উক্তিও এ স্থলে যোজনীয়। (তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, 'তদ্‌যদন্তঃকরণং তপসা তমোঘ্নেন বিদ্যয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ নির্ম্মলত্বমাপদ্যতে যাবৎ তাবৎ 'বিবিক্তে' প্রসন্নে অন্তঃকরণে আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্যতে বিপুলীভবতি।)"

এই প্রকার প্রাণধারণা দ্বারা মন বশীভূত করিয়া, সেই মনকে বৈদিক নিষ্কাম কর্ম্মাচরণে স্থির করিতে হইবে, এই আশায় মনোময় কোষের আলোচনা করা হইয়াছে। মন—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ। অনিয়তাক্ষরপাদ মন্ত্রবিশেষই যজু, তজ্জাতীয় মন্ত্রগুলিই যজু। (অর্থাৎ পদ্য ও গানাদি রচনা করিতে হইলে তাহাতে অক্ষরের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রাখা বিহিত। ঋক্ ও সামমন্ত্রে সেরূপ অক্ষর-নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু যজুর্ম্মন্ত্রে সেরূপ কোন নিয়ম নাই। এ সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখ জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় দ্রষ্টব্য।) যজুর্ম্মন্ত্রেই যজ্ঞে হবির্দ্দান করিতে হয়, যজ্ঞকার্য্যে যজুই প্রথম—এই নিমিত্ত যজুকেই শির বলা হইয়াছে।* এইরূপ ঋক্ ও সাম-মন্ত্রেরও বিশিষ্টতা জ্ঞেয়। আদেশ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ (বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ)—যজ্ঞীয় বিধানের আদেষ্টব্য বিশেষগুলি নির্দ্দেশ করে বলিয়া ইহাকে আদেশ বলা হয়; মন্ত্রাদেশ মনের আত্মত্ব-প্রবর্ত্তক বলিয়াই আদেশকে আত্মা বলা হইয়াছে।

অথর্ব্বাঙ্গিরস-দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ ও ব্রাহ্মণভাগ শান্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার হেতু কর্ম্মপ্রধান বলিয়া উহাকে পুচ্ছ ও তদাধার বলা হইয়াছে। মনোবৃত্তির আবির্ভাব নিবন্ধন মানসিক ব্যাপারের প্রাচুর্য্য হেতু ইহাদের মনোময়ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্‌যজু প্রভৃতি যদি মনোময় অর্থাৎ বিকারার্থক ময়ট্ প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে বেদসমূহ (অপৌরুষেয় না হইয়া) পৌরুষেয়ই হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাদের পারমার্থিকত্বই যখন প্রকৃত, সুতরাং ব্যবহারিক সঙ্কল্পাদ্যাত্মক মনোময়ত্ব এ স্থলে প্রয়োজ্য নহে। প্রাণধারণার পূর্ব্বেই তাদৃশ মনোময়ত্ব পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে। অতঃপরে বিজ্ঞানময়াদির সম্বন্ধেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

---

* সর্ব্বসংবাদিনীকার মূলে "মনঃ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকং" ইত্যাদি হইতে "আদেশো ব্রাহ্মণং" পর্য্যন্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্‌যথা,—"মন ইতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণম্ তন্ময়ো মনোময়ঃ; সোঽয়ং প্রাণময়স্যাভ্যন্তরে আত্মা। তস্য যজুরেব শিরঃ। যজুরিতি অনিয়তাক্ষরপাদাবসানো মন্ত্রবিশেষঃ। তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশব্দঃ তস্য শিরস্ত্বম্, প্রাধান্যাৎ। প্রাধান্যঞ্চ—যাগাদৌ সংনিমিত্তোপকারকত্বাৎ যজুষা হি হবির্দীয়তে স্বাহাকারাদিনা। আদেশঃ অত্র ব্রাহ্মণম্—আদিষ্টব্যবিশেষান্ আদিশতীতি। অথর্ব্বনাঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা ব্রাহ্মণঞ্চ শান্তিপৌষ্টিকাদি প্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্ম-প্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

এখন বিজ্ঞানময়ের সম্বন্ধে বলা হইতেছে—শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ অধ্যাত্মশাস্ত্রে যথার্থ প্রতীতি। ঋক্ শব্দের অর্থ—শাস্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধি। সত্য অর্থ শাস্ত্রার্থানুভব-প্রযত্ন এবং যোগ অর্থ যুক্তি—অর্থাৎ সমাধানই ইহার আত্মা। শ্রদ্ধাদি এই যোগেরই অঙ্গ। (শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও তদীয় তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"যোগো যুক্তিঃ সমাধানম্ আত্মৈব আত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্য সমাধানবতঃ অঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমানি ভবন্তি তস্মাৎ সমাধানং যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়স্য।")

মহঃ—ঋত, সত্য ও যোগাদির প্রকাশ-হেতু বলিয়া মহঃও উত্তমতর শুদ্ধ জীব নামে ব্যাখ্যাত। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানত্ব বলিয়াই এই পুরুষ বিজ্ঞানময় পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জীবান্তর্য্যামী "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরোঽয়ং" ইত্যাদি শ্রুতি এ স্থলে প্রমাণ-রূপে গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন অথচ বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত, বিজ্ঞানই যাঁহার শরীর (বৃঃ আঃ উঃ, ৫।৭।৩), এই মহঃই প্রতিষ্ঠা। এ স্থলে "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি অপর শ্রুতি হেতু মহঃ প্রতিষ্ঠারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু ঋত ও সত্য প্রভৃতি বিজ্ঞানাঙ্গ-সমূহের মহঃই আশ্রয়।

বিজ্ঞানময় পুরুষ পর্য্যন্ত শুদ্ধ জীবত্ব নির্দ্দেশ করিয়া এবং তৎসমূহের অন্তরতমগণের মুখ্য আত্মা প্রদর্শন করার জন্য শ্রুতি আনন্দময়ের উপদেশ করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বব্যাখ্যায় শাস্ত্রীয় পরমার্থপ্রক্রিয়া, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ঐ সকল উক্তি যে ব্যবহারিকী নহে—ইহাও বলা হইয়াছে। সেইরূপ এ স্থলেও ইষ্ট-পুত্র-দর্শনজ আনন্দাদি প্রিয় শব্দাদির অর্থ নহে,* কিন্তু একমাত্র পরমানন্দ ব্রহ্মেরই পর-পর সমুদিত উৎকর্ষের তার-তম্য-ভেদেই প্রিয় মোদ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রিয়াদিতে আনন্দের সামান্য প্রাপ্তির পর্য্যালোচনায় তৎসমূহে আনন্দের আত্মরূপত্ব;—কিন্তু ব্রহ্মেই আনন্দের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম উদয় হয় বলিয়া ব্রহ্মকেই পুচ্ছ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রিয়াদিও আনন্দেরই প্রকাশবিশেষ। ইহাদের তুলনায় ব্রহ্মেই আনন্দের সর্ব্বোৎকর্ষ। এই ব্রহ্মই অন্নময়াদিরও আশ্রয়স্বরূপ। এই ব্রহ্মই প্রিয়াদি আত্মভাব-প্রকাশবান্।

এ স্থলে প্রিয়-মোদ প্রভৃতি শব্দদ্বারা আনন্দের যে নামভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উপলক্ষণ মাত্র,—যিনি ব্রহ্মানন্দ প্রকাশের তাদৃশ অশেষ শক্তিসম্পন্ন, তিনি আনন্দ-ময় আত্মা। তিনিই অখণ্ড পরব্রহ্ম—এই নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।"

এই আনন্দময় আত্মা প্রিয়াদিরূপ বহু প্রকার বিশেষবান্ হইয়াও পরম অখণ্ড। এই

---

* শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ভাষ্যে প্রিয়াদির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তস্য আনন্দময়স্যাত্মনঃ ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃপ্রাধান্যাৎ। মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষঃ। স এব প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ ইত্যাদি।" এ স্থলে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এই ব্যাখ্যারই খণ্ডন করিয়াছেন।

নিমিত্ত শ্রীভগবদ্গীতায় আনন্দময় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়"। এ স্থলে এই গীতার্থও যে শ্রুতিসমূহের হৃদয়গত, ইহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবানের পূর্ণতত্ত্বাকারত্ব

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের শ্রীভগবানের পূর্ণতত্ত্বাকারত্ব-প্রকরণে শততম সংখ্যক বাক্যের পূর্ব্বাংশে যে মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম-বচন * গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরেই শ্রীমাধ্বভাষ্য হইতে গৃহীত নিম্নলিখিত ভাবাত্মক বচন-প্রমাণগুলি আলোচ্য। মাধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতিটি এই,—"যমন্তঃসমুদ্রে কবয়োঽবয়ন্তি তদক্ষরে পরমে প্রজাঃ যতঃ প্রসূতাঃ জগতঃ প্রসূতীয়েন। জীবান্ ব্যসসর্জ্জ ভূম্যামিতি।" ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যাঁহাকে সমুদ্রের অন্তঃস্থ বলিয়া জানেন, যে পরম অক্ষরে সকলেই প্রজা (অর্থাৎ অধীন), যাঁহা হইতে জগৎপ্রসূতি লক্ষ্মীর উদ্ভব, যিনি এই পৃথিবীতে জল দ্বারা জীবদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন।†

অপিচ "তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্" শ্রুতির এই অংশও উল্লিখিত অংশের সহিত যোজ্য। অতঃপরে একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এইরূপ,—"যে পুরুষকে আমি কামনা করি, সেই পুরুষকে আমি উগ্র করি, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বড় করি, সেই পুরুষকে স্রষ্টা করি, তাঁহাকে অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী করি।" (ঋক্ ১০।১২৫।৫।) ইহার পরেই বলা হইয়াছে, সমুদ্রস্থ অন্তঃ (বিষ্ণুই) আমার উদ্ভবস্থান। (ঋক্ ১০।১২৫।৭) এই দুই মন্ত্র শক্তি-বচনাত্মক।‡

"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূ°, ১।১।২০) এই ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে অন্তঃ শব্দের অর্থ বিষ্ণু বলিয়াই কথিত হইয়াছে। তিনি বলেন, শ্রুতিতে বিষ্ণুকেই অন্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাষ্যকার এ স্থলে একটি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন,—যিনি সমুদ্র-জলে যথেষ্ট বিচরণশীল। যিনি দশেন্দ্রিয়ের বিবিধহোতৃস্বরূপ, যিনি জীবগণের আশ্রয়, প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মাণ্ডকোষ যাঁহার বীর্য্য, তিনি প্রলয়-সমুদ্রশায়ী§ অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্রশায়ী। এই সকল উক্তি দ্বারা বিষ্ণুধর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে।

---

* মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারায়ণীয়োপাখ্যান হইতে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই,— "তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্ব্বতোমুখৈঃ।
তত্ত্বমেকো মহাযোগী হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥"

† উক্ত শ্রুতির ভাষ্য শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি তদীয় তত্ত্বপ্রকাশিকা-ভাবদীপিকা গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে লিখিয়াছেন,—"কবয়ঃ জ্ঞানিনঃ; অবয়ন্তি—জানন্তি; যৎ যস্মিন্; অক্ষরে অবিনাশিনি; পরমে প্রজাঃ অধীনাঃ; জগতঃ প্রসূতিঃ প্রসূতির্জননী লক্ষ্মীঃ; যচ্চ বস্তু তোয়েন তৎ কর্ম্মণা, স্ববীর্য্যেণ বা—তোয়োপলক্ষিতৈঃ ভূতৈর্ব্বা ভূম্যাং পৃথিব্যাদিলোকেষু; জীবান্ বিবিধান্ সসর্জ্জ।" দ্রষ্টব্যাত্র তত্ত্বনির্ণয়টীকা চ।

‡ প্রাগুক্ত ঋক্মন্ত্রাংশদ্বয় ঋক্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত হইতে গৃহীত। সায়ণ তদীয় ঋগ্ভাষ্যে লিখিয়াছেন, এই সূক্তটি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্নাম্নী দেবীর উক্তি। কিন্তু শ্রীমাধ্বভাষ্যের টীকা তত্ত্বপ্রকাশিকা-ভাবদীপিকাকার লিখিয়াছেন, "অস্য সূক্তস্যাম্ভৃণীবাক্যত্বাদম্ভৃণ্যাশ্চ 'শ্রীভূর্দুর্গাম্ভৃণী হ্রীশ্চ। মহালক্ষ্মীশ্চ দক্ষিণা' ইতি বৃহদ্ভাষ্যোক্তশ্রুত্যা লক্ষ্মীমূর্ত্তিত্বাদিতাবঃ।" সুতরাং ইহা "শক্তিবচনাত্মক"।

§ শ্রীমাধ্বভাষ্যে লিখিত আছে, "স হি ক্ষীরসমুদ্রশায়ী"। তত্ত্বপ্রকাশিকায় "প্রলয়সমুদ্রশায়ী" লিখিত আছে।

ব্যাস-স্মৃতি (মনুতেও) উক্ত হইয়াছে যে, "তিনি মনে মনে সঙ্কল্পপূর্ব্বক বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া, সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপরে সেই জলসমূহে বীজ ক্ষেপণ করিলেন। তাহাতে সূর্য্যকরোজ্জ্বল হিরণ্য অণ্ডের উৎপত্তি হইল। তাহা হইতে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। জল 'নারা' নামে অভিহিত, জল—নরসন্ততি ; এই জলসমূহই পূর্ব্বে বিষ্ণুর অয়নস্বরূপ হইয়াছিল—এই জন্য ইনি নারায়ণ নামে অভিহিত।"

অতঃপরে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ১০৭ অঙ্কে লিখিত হইয়াছে, "এই পরমদেব সকল বেদেরই জিজ্ঞাস্য"। (ইহাই অষ্টোত্তরশততম বাক্যের প্রতিপাদ্য। তৎস্থলে বহু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা এই প্রতিপাদ্য বিষয় স্থাপিত হইয়াছে)।

শ্রীভগবানেই যে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়, তৎসম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে ; যথা,—বেদ

শ্রীভগবানেই সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় দ্বিবিধ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে মন্ত্র আবার দ্বিবিধ— ভগবন্নিষ্ঠ ও দেবতান্তরনিষ্ঠ। ভগবন্নিষ্ঠ মন্ত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবৎপরতা ; দেবতান্তরনিষ্ঠ মন্ত্র – কর্ম্ম ও উপাসনার অঙ্গ, তদনুসারেই এই শ্রেণীর মন্ত্রের গতি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ,—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-ভেদে তিন প্রকার। কর্ম্ম জড়, সুতরাং অস্বতন্ত্র ; ফলদাতা ভগবান্, সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডও ভগবদপেক্ষ। দেবতান্তরনিষ্ঠাই উপাসনা-কাণ্ডের প্রতিপাদ্য। ভগবন্নিষ্ঠা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভূত। অন্যান্য দেবতাগণও যখন তদীয় অর্থাৎ ভগবদপেক্ষ, তখন কাজে কাজেই উপাসনাকাণ্ডও ভগবদপেক্ষ।

জ্ঞানকাণ্ড—ব্রহ্মপ্রতিপাদক ও ভগবৎপ্রতিপাদক, এই দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এই উভয়েই এক চিৎপদার্থানুগত। এ স্থলে জ্ঞান শব্দে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই ধর্ত্তব্য। ধৃতরাষ্ট্র-বংশীয়গণেই যেমন প্রধানতঃ 'কুরু' শব্দের প্রবৃত্তি, সেইরূপ জ্ঞানেই জ্ঞান শব্দের প্রধানতঃ বৃত্তি। ভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবৎপর। জ্ঞান—সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সামান্যাকারে স্বরূপ নির্দ্দেশ করে বলিয়া চিন্মাত্রব্রহ্মপর।

বেদনির্ব্বিশেষ বেদাঙ্গ শাস্ত্রসমূহও ভগবদুপাসনার সাধক, সুতরাং শ্রীভগবানেই উহাদেরও সমন্বয় লক্ষিত হয়। যথা—ভগবৎসূক্তাদির কর-স্বর জ্ঞানের নিমিত্তই "শিক্ষা" নামক বেদাঙ্গের প্রয়োজন। উপাসনার কোন্ কার্য্য অগ্রে কর্ত্তব্য, কোন্ কার্য্য পরে কর্ত্তব্য, এই আনুপূর্ব্ব-বিষয়ক জ্ঞানের নিমিত্ত 'কল্প' নামক বেদাঙ্গের আবশ্যক। পদ-পদার্থের সাধুত্ব জ্ঞানের নিমিত্তই ব্যাকরণ ; পদের অর্থ-জ্ঞানের নিমিত্ত—"নিরুক্তি" ; শ্রীবিষ্ণুর পর্ব্ব-মহোৎসবাদির সময় নির্দ্ধারণের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং মন্ত্রাদি ছন্দোবদ্ধভাবে পাঠের জন্যই ছন্দঃশাস্ত্র প্রয়োজনীয়।

উক্ত হেতুবশতঃ বেদের অনুগত অপরাপর শাস্ত্রেরও ভগবানেই সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। যথা—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অবধারণের নিমিত্ত পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা ; ঈশ্বরের অস্তিত্বানুসন্ধান এবং চিদচিৎ বস্তুসমূহের অববোধের নিমিত্ত গোতম, কণাদ ও কপিল-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র ; ঈশ্বরের উপাসনার্থ পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র প্রয়োজনীয়। স্মৃতি প্রভৃতি

অপরাপর শাস্ত্রসমূহ পূর্ব্বযুক্তি অনুসারে কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডেরই অনুসরণ করে। কাব্য, অলঙ্কার, কামতন্ত্র, গান্ধর্ব্ব কলা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীভগবানের তত্তৎ-বিষয়ক চরিত-মাধুর্য্যের অনুভব-জ্ঞান সিদ্ধ হয়। নীতি ও শিল্প দ্বারা তাঁহার সেবা-চাতুরী বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। আয়ুর্ব্বেদ ও ধনুর্ব্বেদ দ্বারা তাঁহার উপাসনার প্রতিবন্ধকতা নিবারণের সামর্থ্য ঘটে। এইরূপ অভিপ্রায় মনে করিয়াই শ্রীমৎপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—"ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ, (ঈক্ষা) আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী (কর্ম্মবিদ্যা), নয় (তর্কবিদ্যা), দম (দণ্ডনীতি) ও বিবিধ বার্ত্তা (জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ বিদ্যা), এই সকল বিষয় যদি স্বসুহৃৎ (স্বান্তর্য্যামী) পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সাধক হয়, তাহা হইলেই এই সকল বিষয়কে সত্য বলিয়া মনে করি, নচেৎ ইহারা অসৎ।"—(শ্রীভাগবত, ৭।৬।২৬)। সুতরাং শ্রীভগবানের উপাসনার অনুকূল-ভাবে গ্রহণ করিয়া সকল বিদ্যাই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং সকল বিদ্যারই তাহাতে সমন্বয়-জ্ঞান করিতে হইবে। শ্রীভগবৎসন্দর্ভের ১০৯ অঙ্কে শ্রীভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শ্লোকটি এই,—

পরমব্রহ্মের বাচ্যত্ব দুর্নির্ব্বাচ্য

"ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথঞ্চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥"

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্ম নির্গুণ—সত্ত্বাদি গুণাতীত, তজ্জন্য অনির্দ্দেশ্য এবং স্থূল-সূক্ষ্মেরও অতীত। এমন পদার্থে গুণবৃত্তিশীল শ্রুতিসমূহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইতে পারে?

এই স্থলে কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে। ব্রহ্ম যদি অবচনীয় হয়েন, তবে অবচনীয় পদেই তিনি বাক্যের বিষয়ীভূত হয়েন। সুতরাং তিনি যে শব্দবাচ্য, ইহা প্রতিপন্ন হইল। যদি অবচনীয় পদের দ্বারাই তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে বস্তুতঃ তিনি তদ্বৎই লক্ষ্য হয়েন। লক্ষ্য-প্রতিপাদকর গঙ্গা শব্দের ন্যায় তাঁহারও অবচনীয়ত্বাভাবে বচনীয়ত্বই সিদ্ধ হয়। আর যদি বল, তাঁহাতে বচনীয়ত্ব অবচনীয়ত্ব, এই উভয়েরই অভাব, তাহা হইলে অনির্ব্বচনীয়ত্ব-দোষসম্পাত ঘটে, তাহা হইলে তিনি একেবারেই মিথ্যা হইয়া পড়েন। এখানে আবার সেই "ঘট্টকুটী-তেই প্রভাত!" অর্থাৎ যে ঘাটকরগ্রাহীর ভয়ে প্রবঞ্চনপ্রিয় বণিক্ রাত্রিতে বিপথে পলাইতে চায়, দিক্‌হারা হইয়া নিশাবসানে আবার তাঁহার সম্মুখেই পড়িয়া তাহাকে যেমন অপ্রতিভ হইতে হয়, এরূপ যুক্ত্যাভাস অনুসরণকারীরও তাদৃশী বিড়ম্বনা ঘটে। এইরূপ লক্ষ্য শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে বাক্যের বিষয়ীভূত করিলেই তাঁহার সম্বন্ধে বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম যে বাক্যের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হয়। যাহা লক্ষিত হয়, তাহার লক্ষ্যত্ব থাকে না; যাহা গঙ্গা-শব্দ-লক্ষ্য, তাহা যেমন লক্ষ্যত্বহীন, লক্ষ্যপ্রতিপাদক শব্দ লক্ষ্য বস্তুও আর পুনর্ব্বার সেইরূপ লক্ষ্য হইতে পারে না। (যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই কথা বলিলে গঙ্গা শব্দ যেমন তটকেই লক্ষ্য করে, এই তট শব্দ যখন লক্ষিত হয়, তখন আর উহার লক্ষ্যত্ব থাকে না, অন্যান্য বিষয়েও সেইরূপ। কোন শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম যখন লক্ষিত হয়েন, তখন আর উহার লক্ষ্যত্ব থাকে না।) যদি বল, দ্বিতীয় বার এই ব্রহ্ম

শব্দ দ্বারাও কোন অনির্দ্দেশ্য শব্দবস্তুকেই লক্ষ্য করা হউক। তাহা হইলেও নিস্তার নাই। প্রথমতঃ ইহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। অর্থাৎ লক্ষপ্রতিপাদক শব্দের লক্ষ্য বস্তুকে আবার যদি লক্ষ্য-প্রতিপাদক শব্দরূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে এইরূপে লক্ষ্যপ্রতিপাদক শব্দের ও লক্ষ্যের যে ধারা চলিবে, কখনও তাহার বিরাম হইবে না। ইহা অনবস্থা-দোষ। কিন্তু অনবস্থা-দোষ স্বীকার করিয়া লইলেও লক্ষ্যপদবাচ্যত্বের অতিক্রম হইবে না। যাহাই লক্ষ্য-লক্ষিত হইবে, তাহাই লক্ষ্য-প্রতিপাদক বাক্যের বাচ্য হইয়া পড়িবে।

এই প্রকারে 'নির্ব্বিশেষ', 'স্বপ্রকাশ', 'পরমার্থ-সৎ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম উক্ত হইলেই ব্রহ্ম যে বাচ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাদের দ্বারা ব্রহ্ম লক্ষিত হন না। কারণ, ঐ সকল শব্দের মুখ্যার্থই ব্রহ্ম, উহারা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝায় না। আবার যদি বল, নির্ব্বি-শেষাদি শব্দের প্রতিপাদ্য বিশেষাভাববিশিষ্ট বা তদুপলক্ষিত ব্রহ্ম, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম ঐ সকল শব্দের বাচ্য—ইহা দুর্নিবার্য্য।

যদি বল, নির্গুণ ও স্বপ্রকাশ ইত্যাদি শব্দবাচ্য বস্তু ব্রহ্ম নহেন, যাহা কিছু ব্রহ্ম বলিয়া ইষ্ট, তাহাই ব্রহ্ম; তাহা আমাদেরও অনভিমত নহে, উহা সাধু-সমর্থিত ব্রহ্মবাদ। কিন্তু তোমরাই ব্রহ্মকে পরিস্ফুটরূপে অশব্দ ইত্যাদি শব্দবাচ্য বল, আবার "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া তোমরাই আবার শব্দ-বাচ্যত্বের নিষেধ কর। ইহাতে তোমাদের পক্ষেই স্বব্যাঘাত-দোষ ঘটে অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নিজের উক্তিতে নিজেই ব্যাঘাত দাও। "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম" ইতি "তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই ব্রহ্ম ও পরংব্রহ্ম উক্তির বা বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত হইয়াছে, "তিনি 'পরাত্মা' বলিয়া 'উক্ত' হইয়াছেন।" এতদ্ব্যতীত গীতাতেও লিখিত আছে, তিনি "বচসাং বাচ্যমুত্তমম্" অর্থাৎ তিনি বাক্যসমূহের উত্তম বাচ্য। ইত্যাদি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ গীতাদি বেদান্ত-শাস্ত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই "বাচ্যত্ব" স্বীকৃত হইয়াছে। এ স্থলে নৈয়ায়িকগণের রীত্যনুযায়ী অনুমান-প্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে। তদ্‌যথা,—

(১)

১ম প্রতিজ্ঞা—বেদান্ততাৎপর্য্যবিষয় ব্রহ্ম—বাচ্য।

২য় হেতু—বস্তুত্বনিবন্ধন ও লক্ষ্যত্ব নিবন্ধন।

৩য় উদাহরণ—যেমন—ঘট।

(২)

১। প্রতিজ্ঞা—পরমার্থপদাদি পদ কাহারও বাচক।

২। হেতু—যে হেতু উহারা পদ।

৩। উদাহরণ—ঘট-পদ-বৎ।

(৩)

১। প্রতিজ্ঞা—সত্যজ্ঞানাদি বাক্য বাচ্যার্থবিশিষ্ট।

২। হেতু—যেহেতু উহারা বাক্য।

৩। উদাহরণ—অগ্নিহোত্রাদি-বাক্যবৎ।

বিপক্ষে নির্ব্বিশেষবাদীর পক্ষে লক্ষ্যত্ব স্বীকার যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কেন না, যে শব্দদ্বারা লক্ষণা প্রকাশ পায়, সেই লাক্ষণিক শব্দ নিজে অর্থবোধক হয় না। কেন না, সেই শব্দে অর্থ-বোধ-শক্তি থাকে না। সেই শব্দের সাধারণতঃ যে অর্থবোধ হয়, সেই অর্থে বক্তার বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় না অর্থাৎ তাহার উপপত্তি হয় না; কাজেই সে অর্থ ত্যাগ করিতে হয়। তাহা ত্যাগ করিয়া, বক্তার বাচ্যার্থের সহিত যে শব্দের সম্বন্ধ, সেই শব্দার্থই পরিগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং উক্ত শব্দ অন্য অর্থের বোধক হয়। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"* এই স্থলে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপেই লক্ষণা সিদ্ধ হয়, এরূপ স্থল না হইলে লক্ষণার লক্ষণ অসিদ্ধ হয়।

(নির্ব্বিশেষবাদীদের মতে ভগবত্তাজ্ঞাপক পদগুলি কেন যে লক্ষণাদ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না, গ্রন্থকার তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।) নির্ব্বিশেষবাদীদের মতে ব্রহ্ম লক্ষতা ও বাচ্যার্থ-সম্বন্ধিতায় জ্ঞেয় নহেন। কেন না, বাক্য দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না;—তাঁহারা কোন কোন শ্রুতির এইরূপ প্রতিষেধ অর্থ গ্রহণ করেন। বেদৈকগম্য বস্তু শব্দের জ্ঞেয় নহেন। তিনি স্বপ্রকাশরূপে নিত্য-সিদ্ধ বস্তু। তিনি শব্দের প্রকাশ্য নহেন, তাঁহার প্রকাশত্ব শব্দের সাধ্য নহে; সুতরাং শব্দপ্রয়োগ বৃথা। তিনি শব্দের অবাচ্য;—তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে, কেবল লক্ষক শব্দেই বক্তব্য। কিন্তু এই লক্ষক শব্দের বক্তব্যতা স্বীকার করিলেই বা ফল কি? ইহাঁদের মতে বাচ্য-সম্বন্ধিত্ব দ্বারা তদ্‌জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করিতে গেলেই অনবস্থা-দোষ ঘটে। সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদীদের তর্ক-যুক্তিতে নির্ব্বিশেষ বস্তু অবচনীয় হয়েন। অবচনীয়ে কিপ্রকার লক্ষণা সিদ্ধ হইতে পারে? (সুতরাং লক্ষণা অবলম্বন করিয়া ভগবত্ত্বদ্যোতক বাক্যসমূহের কদর্থ করা একবারেই বিচার-সহ নহে)।

ইতি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্ব্বসম্বাদিনীর ভগবৎসন্দর্ভ নামক দ্বিতীয় সন্দর্ভ সমাপ্ত।

---

* লক্ষণাদি সম্বন্ধে তত্ত্বসন্দর্ভে বিস্তৃতরূপে আলোচনা হইয়াছে। অতএব এ স্থলে এতৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই স্থানের অর্থবোধের জন্য এইমাত্র বক্তব্য যে, গঙ্গায় ঘোষপল্লী বর্ত্তমান, এরূপ বাক্যে বক্তার বাক্যের তাৎপর্য্য কেবল গঙ্গা শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে না। কেন না, গঙ্গা-স্রোতে একটি পল্লী থাকা অসম্ভব। সুতরাং তাৎপর্য্যের উপপত্তি হইল না। তাৎপর্য্যের উপপত্তি না হওয়ায় বাচ্যার্থের অর্থবোধক সম্বন্ধ যাহার সহিত দৃষ্ট হইবে, এ স্থলে তাহাই এই 'গঙ্গা' শব্দের অর্থবোধক। সুতরাং গঙ্গা শব্দ এখানে গঙ্গা-তটের বোধক। গঙ্গা শব্দের লক্ষ্য গঙ্গা-তট। গঙ্গা শব্দ লক্ষক—তট উহার লক্ষ্য।

পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

পরমাত্মসন্দর্ভের জীব-প্রকরণে একবিংশতি বাক্যের পর "জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদীরা মনে করেন, দেহাদিতে আত্মশব্দ' এবং প্রত্যয় গৌণ নহে। সবিশেষ বস্তু অবলম্বন করিয়াই গৌণী বৃত্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। শব্দের গৌণ-বৃত্তির একটি দৃষ্টান্ত এই, "সিংহো দেবদত্তঃ" অর্থাৎ দেবদত্ত সিংহবৎ গুণযুক্ত। এ স্থানে সিংহ শৌর্য্যাদিগুণ-বিশেষযুক্ত বলিয়া, সেই সকল গুণ দেবদত্তে উপচারিত করিয়া, "সিংহো দেবদত্তঃ" এইরূপ বাক্য রচিত হয়। কিন্তু আত্মবিশেষরহিত দেহাদিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ ও তৎপ্রত্যয় ভ্রান্তিবশতঃই হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে আমরা ইহাই বলি যে, নির্ব্বিকল্প প্রত্যয়েও ত ভ্রমের অভাব। সুতরাং ভ্রান্তিটা সবিশেষেই প্রবর্ত্তিত হয়। শুক্তিতে যে রজত-ভ্রম জন্মে, তাহার হেতু এই, উভয়েই শুক্লাদি সমান বিশেষণসমূহ বর্ত্তমান। নীল নভ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগে সূর্য্যাদির অংশও নভ বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ প্রতীত হওয়ার কারণ এই যে, সূর্য্যাদির কিরণমালা আকাশের প্রত্যক্ষের কোন প্রতিরোধ করে না এবং উহারা সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আকাশের সমানাকার-বিশেষবিশিষ্ট বলিয়াই, সূর্য্যাদির অংশ আকাশ হইতে ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে আকাশ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আকাশের নীলাদি প্রতিভাসও আকাশ বলিয়াই আরোপিত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভ্রান্তিজ্ঞানটি সবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই বিঘটিত হইয়া থাকে। (প্রকৃত প্রস্তাবে জীবে ও দেহে যে ভ্রান্তি জন্মে, তাহার কারণ, উভয়ের একটি সমান বিশেষণ আছে; সেই বিশেষণটি হইতেছে—সৎ অর্থাৎ সত্তা।) সুতরাং আত্মা কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন—উহাও বিশেষণ-বিশিষ্ট।

আরও কথা এই যে, উপলব্ধিই অনুভূতি। অনুভূতিত্ব কাহাকে বলে, দুই প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে,—বর্ত্তমান দশায় স্বকীয় সত্তা দ্বারাই স্বীয় আশ্রয়স্বরূপ আত্মার প্রতি যে প্রকাশমানত্ব, উহাই অনুভূতিত্ব অথবা স্বসত্তা দ্বারা স্বীয় বিষয়—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শাদির যে অস্তিত্ব-জ্ঞাপকত্ব, তাহাই অনুভূতিত্ব।* এই দুই প্রকারের যে কোন প্রকারেই অনুভূতিত্ব

---

* শ্রীপাদ রামানুজ অনুভূতিত্ব সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ স্থলে শ্রীপাদ শ্রীজীব তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীপাদ রামানুজের উক্ত ব্যাখ্যানের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা সহজ নহে। অনুভূতিত্ব ব্যাপারটি কি, তিনি এ স্থলে তাহারই দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, অনুভূতির বর্ত্তমান দশায় অর্থাৎ যখন অনুভূতির কার্য্য হইতে থাকে, সেই সময়ে উহা নিজের সত্তামাত্র দ্বারা নিজের আশ্রয়স্বরূপ আত্মার নিকট প্রকাশমান হয় অর্থাৎ তখন আত্মা স্বীয় অনুভূতি দ্বারা কেবলমাত্র নিজকে জানেন। পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রানুসারে এই অবস্থাকে Self-Consciousness বা Internal Perception বলা যায়। By the word

গৃহীত হউক না কেন, যিনি কেবল তন্মাত্র গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদের সমর্থন করিতে চাহেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, অনুভূতি দ্বারা তন্মাত্রত্ব গৃহীত হয় না; উহাতে শক্তিমত্তাই আপতিত হয়। অর্থাৎ অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইলেই, উপলভ্য বস্তুর শক্তি বা "বিশেষই" অনুভূতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়।

আরও বক্তব্য এই যে, অনুভূতির প্রকৃতি এই যে, উহা রূপ-রস-গন্ধাদির জ্ঞান জন্মায়। ইহা হইতেই সংবিদেরও স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিত হয়। সংবিদের বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব না থাকিলে, উহার স্বয়ংপ্রকাশত্ব অসিদ্ধ হয়; এই নিমিত্ত সংবিৎ অতি তুচ্ছ হইয়া পড়ে, অপরন্তু অনুভূতির অনুভবান্তরের অননুভাব্যত্ব দোষ ঘটে; এই দুই হেতুতে সংবিৎ তুচ্ছ হইয়া পড়ে।*

নিদ্রা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি হইতে জাগরণের পরে লোকে বলিয়া থাকে, আমি সুখে ঘুমাইতেছিলাম। ইত্যাদি অনুভব দ্বারা আত্মার শক্তিমত্তাই সপ্রমাণ হয়।

বিপক্ষবাদিগণের আরও আপত্তি এই যে, "এই জ্ঞানস্বরূপ অনুভূতির দর্শনযোগ্য কোনও ধর্ম্ম নাই। যদি বল, নিত্যত্ব ও দৃশ্যত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিই তাহার দৃশ্য; তাহাও বলিতে পার না।

---

self-Consciousness is meant the self's awareness of itself as the one abiding subject which has the successive states and processes of consciousness. It is a fact of experience that, in thinking, willing and feeling we are conscious of ourselves as thinking, feeling and willing, we are conscious of the successive states as our own. এই অবস্থায় অনুভূতি, স্বীয় আশ্রয় আত্মার নিকট নিজে প্রকাশমান হয়। অনুভূতির আর এক অবস্থায় আত্মা ব্যতীত নিখিল পদার্থের অনুভব হয়। ইহাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ External perception বলেন। এই উভয় প্রকারের কোন প্রকার অনুভূতি স্বীকার করিলেই আত্মা "জ্ঞানমাত্রাত্মক" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেন না, অনুভূতি স্বীকার করিলেই শক্তি স্বীকার করিতে হয়। অনুভূতির ব্যাপারটিই শক্তির পরিচায়ক। যে অনুভূতিরূপ জ্ঞান দ্বারা আত্মার স্বপ্রতীতি জন্মে, অথবা যাহা দ্বারা আত্মা জাগতিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করেন, সেই অনুভূতি শক্তিবিশেষ। অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীভাষ্যে সবিস্তার আলোচনা দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার জানিতে পারিবেন।

* পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে অনুভূতি শব্দ কিয়ৎ পরিমাণে Perception শব্দের অর্থপ্রকাশক এবং সংবিৎ পদের ইংরাজী অনুবাদে আমরা Consciousness পদটির প্রয়োগ করিতে পারি। সং+বিদ্=সম্বিৎ। বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা। এ দিকে Cdnscionsness পদটির ব্যুৎপত্তিও ঐরূপ। Con+Scio to know, ল্যাটিন ভাষায় Conscentia শব্দটি প্রথমতঃ সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেকার্টেশ Descartes সংবিৎ অর্থে ব্যবহার করেন। Hamilton তদীয় metaphysics গ্রন্থে এই শব্দটির বিস্তৃত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামানুজ সংবিদের স্বয়ংপ্রকাশত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সমর্থন করার জন্য তিনি লিখিয়াছেন,—"সম্বিদো বিষয়প্রকাশনতয়া স্বভাববিরহে সতি স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ" ইত্যাদি। সুতরাং সম্বিদের স্বয়ংপ্রকাশত্ব (self-lumenousness) অবশ্যই স্বীকার্য্য। সংবিদের স্বয়ংপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে Hamilton বলেন:—Consciousness is compared to an internal light by means of which and which alone, what passes in the mind is rendered visible. (প্রকাশমান) সংবিৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

উহারা দৃশ্য হইলে জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে পারে না।" বিপক্ষীয়দের এই উভয় যুক্তিই তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রমাণ-যোগ্য নহে। অনুভূতির নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি গুণ-প্রমাণ-সিদ্ধ ও বিপক্ষবাদীদেরও সম্মত।

যদি বল যে, সংবিদের সম্বন্ধে নিত্যতা ও স্বয়ংপ্রকাশতা প্রভৃতি গুণগুলি নিত্যতা ও জড়তার অভাব তাৎপর্য্যাত্মক অর্থাৎ উহারা ভাবরূপে সংবিদের ধর্ম্ম নহে। ভাবরূপে স্বীকৃত না হইলেও উহারা যে সংবিদেরই ধর্ম্মপ্রকাশক, তদ্বিষয়ে অস্বীকার করার উপায় নাই। যদি বল, সম্বিদে যে জড়ত্বাদি-বিরোধিত্ব দৃষ্ট হয়, সে সকল উহার স্বরূপের অতিরিক্ত, সুতরাং ঐ সকল উহার ধর্ম্ম নহে। তাহা হইলে ঐ সকল শব্দ দ্বারা অভাবরূপ বা ভাবরূপ কোনও ধর্ম্ম যদি সংবিদে আপতিত না হয়, তাহা হইলে তত্তন্নিষেধ-প্রতিপাদিকা উক্তিরও কোন তাৎপর্য্য থাকে না। অর্থাৎ অজড়, অবিনাশী প্রভৃতি শব্দগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। (সুতরাং স্বয়ং-প্রকাশমানতা প্রভৃতি সংবিদেরই ধর্ম্ম)।

অতঃপরে আরও বলা হইয়াছে (শ্রীভাষ্যে), সংবিৎ প্রমাণ-সাধ্য কি না? যদি প্রমাণ-সাধ্য হয়, তবে নিশ্চিতই উহা সধর্ম্মক ; যদি তাহা না হয়, তবে উহা গগন-কুসুমাদিবৎ তুচ্ছ। যদি বল, সংবিৎ নিজেই প্রমাণ (সিদ্ধ), তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, উহা (প্রমাণ) কাহার এবং কাহার সম্বন্ধি? যদি ইহা কাহারও না হয় এবং কোনও বিষয়-সম্বন্ধি না হয়, তাহা হইলে উহাকে প্রমাণই বলা যায় না। ফলতঃ সিদ্ধি বা প্রমাণ-ব্যাপারটি পুত্রত্ব সম্বন্ধের ন্যায়। 'পুত্র' বলিলেই যেমন কাহার পুত্র এবং কাহারও সম্বন্ধে পুত্র বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সিদ্ধি বা প্রমাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ সাপেক্ষত্বের প্রয়োজন।

যদি বল, সংবিৎ আত্মারই প্রমাণ, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই আত্মা কে? যদি বল, সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞানই আত্মা। তাহা হইলে সংবিৎ ও সিদ্ধি (প্রমাণ), এই উভয়ের ভেদ-নিবন্ধন সম্বিৎ আত্মার শক্তিরূপেই লক্ষিত হয়, কিন্তু উহাকে আত্মার স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

তাহা হইলেই জ্ঞানমাত্রস্বরূপেও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব-নিত্যত্বাদি ধর্ম্মবত্তা আসিয়া পড়ে। "পরাভিধানাৎ"—(ব্রহ্মসূ°, ৩।২।৫) এই ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যেও জ্ঞানমাত্রস্বরূপ জীবেরও শক্তিমত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ঈশ্বর-সমান-ধর্ম্মত্বাদি সম্বন্ধে অতঃপরে আলোচনা করা হইবে।

এখন সর্ব্বসংবাদিনীকার, তদীয় পরমাত্মসন্দর্ভে পঞ্চবিংশতিতম বাক্যের ব্যাখ্যান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তত্রিংশ বাক্যাবধি বাক্যের অনুব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছেন,—

জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা যখন সপ্রমাণ হইল, তখন চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা কেবল জ্ঞানমাত্রাত্মক নহে, (জামাতৃমুনিবাক্য) ইহা অতি স্পষ্ট।

বিজ্ঞানময় প্রকরণে সুষুপ্তি সম্বন্ধে শ্রৌত বাক্য এই যে, "অসুপ্তঃ সুপ্তান্ অভিচাকশীতি" অর্থাৎ পরমাত্মা স্বয়ং অলুপ্তবোধসম্পন্ন হইয়া, লুপ্তবোধ জীবদিগকে প্রকাশিত করেন।

(বৃঃ আঃ উঃ, ৪।৩।১১), সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হন (বৃঃ আঃ উঃ, ৬।৫।১৩), জ্ঞাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না—(বৃঃ আঃ উঃ, ৪।৩।৩০)।

পরমাত্মসন্দর্ভে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডস্থ জামাতৃমুনির বচনাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে,—"একরূপস্বরূপভাক্"। এতৎসম্বন্ধে শ্রৌত প্রমাণের মর্ম্ম এই যে, সৈন্ধব লবণখণ্ড যেমন ভিতরে বাহিরে কেবলই লবণ, সেইরূপ এই আত্মা অন্তর ও বাহ্যরহিত—সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ (বৃঃ আঃ উঃ, ৬।৫।১৩), "একরূপস্বরূপভাক্" বাক্যের ইহাই অর্থ। কেবল-জ্ঞানরূপ আত্মার সুখস্বরূপত্ব নাই। জ্ঞানমাত্রত্বেও আত্মার যে জ্ঞাতৃত্ব অবস্থা থাকে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অহংপ্রত্যয়

অহংভাব ব্যতীত জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অহং পদার্থ অহংপ্রতীতি-সিদ্ধ। অপর পক্ষে যুষ্মৎ পদার্থ যুষ্মৎপ্রতীতির বিষয়। অতএব আমি জানি, এই অহংপ্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যুষ্মৎপ্রতীতিগম্য বলাও যাহা, আর "আমার মাতা বন্ধ্যা" এ কথা বলাও তাহা;—উভয়ই পরস্পরার্থবিরোধী।—(শ্রীভাষ্য)।

"ইনি আপনার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করেন" এই বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা জড় হইতে পৃথক্ বস্তু। কেবল-জ্ঞান যে সুখ, তাহা তদতিরিক্ত অহংরূপ জ্ঞাতার নিকটেও প্রকাশিত হয়। যেমন আমি জ্ঞানী, আমি সুখী ইত্যাদি। সুতরাং স্বীয় সত্তাদ্বারা বিদ্যমান অহংপদবাচ্য যে জ্ঞানময় বস্তু, তাহাই আত্মা।—(শ্রীভাষ্য)।

এই প্রকারে যদি বল, "অহমর্থরূপ নিরুপাধিক সে জ্ঞানে আমি জানিতেছি, এই যে পৃথক্ জ্ঞানের প্রতীতি হয়, দীপ-প্রভা যেমন দীপ ভিন্ন অপরের দ্যোতিকা নহে, উহাও সেইরূপ আত্মানতিরিক্ত অহমর্থদ্যোতক। জ্ঞানমাত্র আত্মায় "অহং" অর্থের অধ্যাস হয় মাত্র"—এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, জ্ঞানমাত্র আত্মায় অধ্যাসকের অভাব। (জ্ঞানমাত্র আত্মায় আমি জানিতেছি—রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় এ স্থলে কোনও অধ্যাসক দৃষ্ট হয় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।)

অনহঙ্কার জ্ঞানের পক্ষে জড় অহঙ্কারের কর্তৃত্ব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সেই অহঙ্কারে জ্ঞানচ্ছায়াপাত অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিবিম্বও প্রতিফলিত হইতে পারে না। কেন না, অহঙ্কার ও জ্ঞান, উভয়ই অচাক্ষুষ পদার্থ। লৌহপিণ্ড স্বয়ং উষ্ণ না হইলেও অগ্নি-সম্পর্কে উহার যেমন উষ্ণতা ঘটে, তদ্বৎ জ্ঞানমাত্রের সম্পর্ক হেতু সেই অহঙ্কারে জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়—উদাহরণ-বলে এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, বহ্নির যেমন উষ্ণতা-ধর্ম্ম আছে, তোমার নিরুপাধিক জ্ঞানের ত সেরূপ কোনও ধর্ম্ম নাই।

অপিচ যদি বল, এই অহঙ্কার আত্মাতে অনুস্যূত জ্ঞানকে অভিব্যঞ্জিত করিয়া জ্ঞাতৃত্বভাব প্রাপ্ত হয়।- তোমার এই সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন। কেন না, জ্ঞানমাত্র আত্মার পক্ষে অহঙ্কারাদি ধর্ম্মীর ধর্ম্মত্ব অসম্ভব। স্বয়ংজ্যোতি আত্মা কখনই অন্যের অভিব্যঙ্গ্য নহে। (অর্থাৎ স্বয়ং-

জ্যোতি আত্মা কখনও জড়স্বরূপ অহঙ্কারের প্রকাশ্য হইতে পারেন না।) যদি বল, ইহা অহঙ্কারের প্রকাশ্য—তাহা হইলে উহাতে আত্মায় তোমাদেরই সিদ্ধান্তিত অননুভূতিত্বের প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। (তোমাদের সিদ্ধান্ত এই যে,—

"ব্যঙ্‌ক্তৃব্যঙ্গ্যত্বমন্যোন্যং ন চ স্যাৎ প্রাতিকূল্যতঃ।
ব্যঙ্গ্যত্বেঽননুভূতিত্বমাত্মনি স্যাদ্‌যথা ঘটে॥"

অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রাতিকূল্যবশতঃ অহঙ্কার ও অনুভূতিতে বৈলক্ষণ্য পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবে হইতে পারে না। ব্যঙ্গ্য হইলে, ঘটাদির ন্যায় আত্মাতেও অননুভূতির প্রসঙ্গ হয়। শ্রীভাষ্যে দ্রষ্টব্য)। অহঙ্কার আত্মারই আয়ত্ত ও প্রকাশ্য। সেই অহঙ্কার দ্বারা আত্মার প্রকাশ্যত্ব অসম্ভব। হস্ত, সূর্য্যকর-প্রকাশ্য—তদ্দ্বারা কখনও সূর্য্যকর প্রকাশিত হয় না। তবে যে সৌরকিরণস্পৃষ্ট হস্তে রবিকর পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে, সূর্য্যকিরণরাশি হস্তে প্রতিফলিত হইয়া আধিক্য প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্যই উহারা স্ফুটতর-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং স্বতঃই জ্ঞাতৃরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া "অহং" অর্থই প্রত্যগাত্ম-রূপে অভিহিত হয়—উহা জ্ঞানমাত্র নহে। (সুতরাং আত্মা—জ্ঞাতা—জ্ঞানমাত্র নহে)।

এইরূপে 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম' ইত্যাদি স্থলেও নিদ্রান্তে আত্মার অহমর্থতা, সুখিতা ও জ্ঞাতৃতা প্রভৃতিই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

নিদ্রাকালে জীব তমোগুণে অভিভূত হইয়া পড়েন। তখন স্ফুট জ্ঞানের অভাব হয়। "এই কাল পর্য্যন্ত আমি কিছু জানিতে পারি নাই" ইহা পশ্চাদ্বিষয়ক প্রতিষেধ। অজ্ঞান-সাক্ষী অহঙ্কারের অনুবৃত্তি হেতুই বেদ্য বা জ্ঞেয়, জ্ঞান-প্রতিষেধ উপলব্ধ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ 'আমি জানি নাই' এই কথায় জ্ঞাতা অহং পদার্থ বলিয়াই সূচিত হইতেছেন। সুতরাং উক্তিপ্রতিষেধ কেবল জ্ঞেয়বিষয়ক—সর্ব্ববিষয়ক নহে)। যদি বল, সুষুপ্তি-সময়ে 'আমি আমাকে জানিতে পারি নাই'—এমত স্থলে অহঙ্কারের ত প্রতীতি হয় না। এ কথাও বলিতে পার না। এক অহং অংশ স্বীয় অজ্ঞান-বিষয় বলিয়া প্রতীত হয়; অপর অংশ উহার সাক্ষিরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। "আমি আমাকে জানিতে পারি নাই" এতাদৃশ অনুভবে অহংশব্দবাচ্য আত্মার দুইটি রূপ দৃষ্ট হয়;—একটি অংশ "মহত্তত্ত্বজাত দেহবিশিষ্ট আমি" ইত্যাকার অভিমানবিশিষ্ট, সুষুপ্তিতে বিলীন অহং অংশকে তাৎকালিক অনুভবসিদ্ধ সাক্ষিস্বরূপ অপর পরম অংশ শুদ্ধাত্মা জানিতে পারেন না, এইরূপ বুঝিতে হইবে। জাগ্রৎ-সুষুপ্তিভেদে এই অহঙ্কারযুগলের পৃথক্ প্রতীতি হইলেও, ইহারা পৃথক্ নহে। কেন না, এই পৃথক্‌প্রতীতিদ্যোতক বস্তু একাত্মক। পরাকৃরূপ অহঙ্কারই ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি প্রত্যয় করিয়া এই অহঙ্কার পদ উৎপন্ন হইয়াছে। *

---

* শ্রীভগবদ্‌গীতায় যে অহঙ্কারকে ক্ষেত্র বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে, উহা পৃথক্ বস্তু—"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ"—শ্রীপাদ রামানুজ এই অহঙ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, অব্যক্ত পরিণাম-

সুতরাং এই অহঙ্কার ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন, ইনি আত্মা ; সুষুপ্তি অবস্থায় ইনি সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীরামানুজ মায়াবাদি-পক্ষ নিরসনার্থ বলিতেছেন,—

"তোমরা বল, সুষুপ্তি-সময়ে আত্মা অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন" ; কিন্তু সাক্ষিত্ব অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব। যে জানে না, তাহার সাক্ষিত্ব হইতে পারে না। লোক-ব্যবহারে বা বেদে সর্ব্বস্থলেই জ্ঞাতা সাক্ষিরূপে অভিহিত হয়—কিন্তু জ্ঞানমাত্রকে কেহ কখনও সাক্ষী বলে না। "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" এই সূত্রে ভগবান্ পাণিনি সাক্ষাৎ দ্রষ্টাতেই সাক্ষিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সাক্ষী "আমি জানি" এইরূপ প্রতীতিবাচ্য অস্মৎ-পদার্থ আত্মা ব্যতীত অপর কোন পদার্থ নহে ; সুতরাং সুষুপ্তি-কালে অহংপদার্থবাচ্য আত্মার প্রতীতি না হইবে কেন ?

যদি বল, মোক্ষদশায় ত অহমর্থের প্রতীতি হয় না,—এ কথা বলাও ভাল নয়। কেন না, তাহা হইলে আত্মনাশকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই অবস্থায় যে-কোন জ্ঞান মোক্ষদশায় অনুবর্ত্তন করিবে, তাহা আত্মস্বরূপ অভিমানের অভাববশতঃ মোক্ষপ্রস্তাব হইতে অপসৃত হইবে। যে আত্মবিনাশ মোক্ষের চরম ফল, তাহা কাহারও প্রার্থয়িতব্য হয় না ; সুতরাং মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

অপি চ এই আত্মা মুক্তি-দশাতেও অহংভাবেই প্রকাশিত হয়েন। কেন না, তখন তিনি স্বতঃই স্বীয় গোচরীভূত হয়েন। যে যে পদার্থ স্বার্থে প্রকাশমান হয়েন, সেই সেই পদার্থ "অহং"রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত সংসারী আত্মা। আত্মা যে সংসার-দশায় অহংরূপে প্রকাশমান হয়েন, ইহা উভয় পক্ষেরই সম্মত। অপর পক্ষে যাহা অহংভাবে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনও স্বয়ং গোচরীভূত হইতে পারে না ;—যেমন ঘটাদি।

সুতরাং দেহাদিব্যতিরিক্ত অহংই আত্মার স্বরূপ। তাদৃশ জ্ঞান কখনও অজ্ঞত্ব উৎপাদন করিতে পারে না ; পরন্তু দেহাদিতে অহংভাবের বিরোধিত্ব হেতু উহা মোক্ষ সাধনেই সমর্থ।

লব্ধবিজ্ঞান জনগণের সম্বন্ধেও শ্রুতিতে অহম্ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,—"বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব দর্শন করিয়া, এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন,—'আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম', 'বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালেও আমি থাকিব।'"

অপরাপর সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞান-বিরোধী সৎশব্দ-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও ব্যবহার এইরূপ। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—"আমি তেজ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতাত্রয়কে নাম ও রূপে প্রকাশ করিব।" "আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব।" "তিনি দেখিয়াছিলেন, লোকসমূহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" গীতায় লিখিত আছে,—"আমি ক্ষরের (সর্ব্বভূতের) অতীত।" এইরূপ বহুতর প্রমাণ আছে। সুতরাং অহম্ অর্থ আত্মা—প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন।

ভেদশীল অহঙ্কারই এ স্থলে ধর্ত্তব্য, উহাই ক্ষেত্রান্তঃপাতী। অনাত্মদেহে আত্মজ্ঞান—যাহা অহং নহে, তাহাতে অহংজ্ঞান করা হয়, এই অর্থে অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি প্রত্যয় করিয়া এই অহঙ্কার পদ সিদ্ধ হয়।

কেহ কেহ কিন্তু দ্বিবিধ ভাবে প্রতিক্ষেত্রে আত্মা অভেদ বলিয়া বর্ণন করেন। ইহাঁরা বলেন,—উপাধিপার্থক্য নিবন্ধন ব্যবহারে সেই সেই উপাধির পার্থক্য কল্পিত হইলেও বস্তুতঃ জীব অভিন্ন। আবার অপর কেহ কেহ বলেন, ব্যবহারেও এক-জীবাভিমান স্বপ্নের ন্যায় বহু কল্পিত হয় এবং একাভিমান-বিবর্জ্জিত হইয়া বহুবৎ প্রতিভাত হয়। কি প্রকারে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাকারে প্রতীত হয়েন, ইহার নিরূপণ করা অসম্ভব; সুতরাং তদ্ধেতু এই মতই নিরস্ত হইয়া পড়ে।

একজীববাদ খণ্ডন।

এইরূপে পরিচ্ছেদবাদ, আভাসবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ দ্বারা একজীববাদ স্থাপনের প্রয়াসও মূলেই খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং একজীববাদ কোনক্রমেই বুদ্ধিগোচর হইতে পারে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে "একো দেবঃ" ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহা জীববিষয়ক নহে—পরমাত্মবিষয়ক। "পরমাত্মা এক"—পরমাত্মাকে এক বিশেষণে বিশিষ্ট করায় জীবের বহুত্ব সূচিত হইয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

জীবের ও পরমাত্মার যে এক স্বরূপ নহে, তাহা মূল গ্রন্থে অতঃপরে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে অভেদবাদ স্বতঃই পরাহত হইয়াছে।

অদ্বৈত-গুরুগণ সকলের প্রতিই বলিয়া থাকেন, "তুমিই সেই এক জীব"। স্থাণুকে যেমন পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মকেই বহু জীবরূপে কল্পনা করা হয় ইত্যাদি। তাঁহা-দের এইরূপ উক্তি কেবল বঞ্চনা করা মাত্র। নিজের যেমন চেতনাভিমানসত্তার উপলব্ধি হয়, অন্যও সেইরূপ সচেতন—ইহাতে অপর জীবের অস্তিত্ব-সম্ভব প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে—অন্যান্য প্রাণীতেও নিজের ন্যায় ধর্ম্মবত্তা আছে, এই উপলব্ধি হেতু বহুজীববাদ অনুমান প্রমাণসিদ্ধও বটে। স্বপ্নের উদাহরণ দ্বারা যে একজীববাদ স্থাপিত হইয়াছে, তন্নিরসনের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—বাণকন্যা ঊষা অনিরুদ্ধকে যখন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট অনিরুদ্ধ কাল্পনিক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ-দর্শনে অনিরুদ্ধ তাঁহার নিকট বাস্তবরূপে প্রতিভাত হয়েন। ব্রহ্মসূত্রকারও বলেন,—"বৈধর্ম্ম্য হেতু স্বপ্নাদির ন্যায় নহে" অর্থাৎ স্বপ্নে ও জাগরণে বৈধর্ম্ম্য আছে। সুতরাং স্বপ্ন-দৃষ্টান্ত সুকল্পনা নহে। শ্রুতি, পুরাণ, আগম, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে সহস্র প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ সুখ-দুঃখাভিমানী জীব-সমূহের অনন্ততাপ্রতিপাদক বাক্যসমূহের সহস্র কদর্থনা ঘটে। এ বিষয়ে শ্রৌত প্রমাণ এই যে, "যাঁহারা এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন।" (কৌষীতকী উঃ, ১।২)।

অনাদি অবিদ্যাযুক্ত জীবের স্বতঃ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। স্বীয় তর্কেরও প্রতিষ্ঠা নাই; বেদ ও গুরুর উপদেশ সেই অজ্ঞানমাত্র বলিয়াই কল্পিত হয় এবং সেই উপদেশাবলীও স্বীয় তর্কেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ায় মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। (কেন না, এক অজ্ঞান-প্রসূত জীবের উপদেশ দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়?)

একজীববাদ স্বীকার করিলে এই সকল দোষ ঘটে। সুতরাং প্রতি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন জীবের অধিষ্ঠান সাধুসম্মত। শ্রীভাগবতে শ্রীমৎউদ্ধবকে শ্রীভগবান্ এই উপদেশ করিয়াছেন,—"অনাদি অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের স্বতঃ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। এই নিমিত্ত অপর তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদ গুরু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"—(শ্রীভাগ, ১১।২২।১০)। যম নচিকেতাকে বলিতেছেন,—"হে প্রিয়তম, এই পরতত্ত্বগ্রহণার্হা মতি শুষ্ক তর্কে ঘটে না, বেদজ্ঞ গুরু দ্বারা উপদিষ্ট হইলে ইহা দ্বারা পরতত্ত্বানুভব সম্পন্ন হয়।"

(জামাতৃমুনির বাক্য অবলম্বনেই জীবলক্ষণ আলোচিত হইতেছে। উক্ত বচনে জীবকে অণু বলা হইয়াছে। এ স্থলে গ্রন্থকার তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন।) জীব স্বয়ং নিরবয়ব। ব্রহ্মসূত্রকার বলেন,—জীবের উৎক্রমণ গতি-আগতি আছে অর্থাৎ জীব দেহের বাহিরে যায়, আবার পুনরায় অপর দেহে প্রবেশ করে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, জীব বিভু নহে—অণু। উৎক্রান্তি-শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, "জীব যখন এই শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত নির্গত হয়।" গতি-শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, "যে কেহ এ লোক হইতে গমন করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে।" আগতি-শ্রুতির মর্ম্ম এইরূপ,—"কর্ম্ম করিবার জন্য চন্দ্রলোক হইতে তাহারা পুনর্ব্বার এই লোকে আগমন করে।" পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সম্বন্ধেই এই সকল ব্যাপার সম্ভাবিত হয়—জীব যদি দেহপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে উহাতে বিকারতা-দোষ ঘটে, এই জন্য জীব অণু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

জীবের অণুত্ব।

স্থলবিশেষে বিনা চলনে (বিভুত্বাবস্থাতেও) উৎক্রান্তি দৃষ্ট হয়। যেমন গ্রামস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলে উহা উৎক্রান্তি শব্দে অভিহিত হয়, সেইরূপ দেহস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলেও তাহা উৎক্রান্তি শব্দে অভিহিত হইতে পারে। গতি ও আগতি, এই দুইটি বিনা চলনে হয় না। যেহেতু এই উভয়ের সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধ আছে। গমনক্রিয়ামাত্রই কর্ত্তৃনিষ্ঠ। গম ধাতুর যথার্থতা স্বীকারে জীবের গমনে তৎসহ প্রাণাদিরও গমন হয়, শ্রুতিবাক্যে যখন ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে, তখন উৎক্রান্তি পদের অন্য অর্থ কোনও ক্রমেই প্রকল্পিত হইতে পারে না; সেরূপ কল্পনা শ্রুতিবিরুদ্ধাও বটে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন,—জীবাত্মা চক্ষু, মস্তক বা শরীরের অন্য কোন প্রদেশ দিয়া বহির্নির্গত হইয়া থাকে। পক্ষী যেমন নীড় হইতে আকাশে উড়িয়া যায়, সেইরূপ আত্মা দেহের স্থানবিশেষ হইতে উদ্গত হয়; এই জন্যই উৎক্রান্তি বলা হইয়াছে। শ্রুতি প্রভৃতিতে (বৃহদারণ্যক ও শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে) জলোকার দৃষ্টান্তও এই নিমিত্ত দৃষ্ট হয়। যদি বল, বৃহদারণ্যক উপনিষদে "স বা এষ মহানজ আত্মা," "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু," তৈত্তিরীয় উপনিষদে—"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আত্মার ব্যাপ্তি বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। (সুতরাং জীব অণু নহে)।

এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু এই সকল শ্রুতিতে অরুন্ধতীদর্শনবৎ জীবাত্মার কথা বলিতে গিয়া ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ সকল শ্রুতি পরমাত্মাধিকারভুক্ত। এই

নিমিত্ত 'সর্ব্বগত' এইরূপ বলার পরেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বলিয়া পরমাত্মার লক্ষণই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপরে 'মহৎ' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইবে। কোন কোন স্থলে 'ব্যাপ্তাত্মসমূহ' এইরূপ বহুবচনের নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু তাহাতেও ঐ সকল শ্রুতিতাৎপর্য্য জীবাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে না; যেহেতু উহারা পরমাত্মাধিকারস্থ;—যেহেতু "সেই আত্মা এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন" ইত্যাদি এই প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। আবির্ভাবাস্পদ ভেদ প্রদর্শনের নিমিত্তই বহুত্ব উক্ত হইয়াছে (বহুত্বং তু আবির্ভাবাস্পদভেদবিবক্ষয়া)। অপিচ জীব যে অণু, এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ শ্রৌত প্রমাণও দৃষ্ট হয়। যথা,—এই আত্মা অণু—চেতঃ দ্বারা ইহা জ্ঞাতব্য—ইহাতে পঞ্চবিধ প্রাণ প্রবেশ করে।—(মুণ্ডক, ৩।১।৯)। জীবাত্মার সূক্ষ্ম পরিমাণের উল্লেখ আছে। যথা, কেশের সূক্ষ্মাগ্রভাগকে শতধা বিভাগ করিয়া, আবার উহার এক এক ভাগকে শত ভাগে বিভাগ করিলে যে পরিমাণ হয়, জীবের পরিমাণ তাদৃশ। *—(শ্বেতাশ্বতর, ৫।৯)। "ইনি অবর হইলেও আরাগ্র (আরা—তোত্রপ্রথিত অতি সূক্ষ্ম লৌহশলাকা) পরিমাণে দৃষ্ট হন।"—(শ্বেতাশ্ব, ৫।৮)।

যদি বল, আত্মা যদি অণু হন, তখন তিনি শরীরের একদেশে অবস্থান করেন; তাহা হইলে যুগপৎ সমুদায় দেহে উপলব্ধি হয় কি প্রকারে? ইহাতে বিরোধ নাই। হরিচন্দনবিন্দু দেহের কোন স্থানে স্থাপিত হইলে সর্ব্বশরীরব্যাপী আহ্লাদ জন্মে।

পুনশ্চ যদি বল, হরিচন্দনবিন্দু দেহের কোন এক স্থানে স্থাপিত হইলে যে সমগ্র দেহের আহ্লাদ জন্মায়, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইলাম, কিন্তু আত্মার অণুত্ব এ দৃষ্টান্তে মানিতে পারি না। যেহেতু আত্মার অণুত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। (তদুত্তরে বক্তব্য এই যে) শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—"এই আত্মা হৃদিতে আছেন", "যিনি প্রাণসমূহে বিজ্ঞানময় এবং হৃদয়ে যিনি অন্তর্জ্যোতি পুরুষ।" ইত্যাদি বলবৎ শব্দপ্রমাণোপদেশে জীবাত্মারও প্রত্যক্ষত্বই সিদ্ধ হয়। জীবের অণুত্ব সিদ্ধ হইলে, তাঁহার সমগ্র দেহব্যাপ্তিতেও কোন বিরোধের আশঙ্কা নাই। জীব চিদ্রূপ। চেতয়িতৃলক্ষণবিশিষ্ট চিদ্‌গুণের ব্যাপকতা সর্ব্বস্বীকৃত। চিন্ময় অণুরও নিখিল-দেহব্যাপ্তি ঘটে। ইহলোকে দেখা যায়, দীপাদির প্রকাশ একদেশস্থ হইলেও স্বকীয় প্রকাশাকার গুণ দ্বারা সমগ্র গৃহকে আলোকিত করে। অণুপরিমাণ আত্মাও তদ্রূপ দেহের একদেশস্থ হইয়া সমগ্র দেহকে সচেতন করেন।

দীপপ্রভা দীপবিশীর্ণ পরমাণু নহে। উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ বস্ত্রসমূহ ও মহাহীরকাদির রক্তবর্ণ উহাদের নিকটস্থ ভূমিকেও রঞ্জিত করিয়া তোলে। এ স্থলে গুণী ও গুণের পৃথক্ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভূমি রঞ্জনের জন্য দুকূলাদি হইতে যে পরমাণু ক্ষয় হয়, এ কথা বলা যায় না। কেন না, এই ব্যাপারে ত দুকূলাদির নাশ হয় না। হীরকের পরমাণু ক্ষরণ অত্যন্ত অসম্ভব।

---

* উন্মান—ভামতী টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলেন,—"উদ্ধৃত্য মানম্—উন্মানম্। বালাগ্রাদুদ্ধৃতঃ শততমো ভাগস্তস্মাদপি উদ্ধৃতঃ শততমাদুদ্ধৃতঃ শততমো ভাগ ইতি তদিদমুন্মানম্।"

পরমাণু ক্ষরণ হইলে প্রতিকূল বায়ুতে মণিপ্রভার প্রতিকূল দিকে বিসরণ হইত না এবং অনুকূল দিকে বহুলভাবে প্রভা বিসৃত হইত। সুতরাং মণিপ্রভা দ্রব্য নহে—গুণ। এইরূপ দীপাদির প্রভাও দ্রব্য নহে—গুণ। দীপ দ্রব্য পদার্থ, উহা বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু গুণ অদ্রব্য নিবন্ধন বায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।

শ্রীগীতা-উপনিষদেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। যথা,—হে ভারত, যেমন সূর্য্য এই কৃৎস্ন জগৎকে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী জীবাত্মা এই সমগ্র দেহ-ক্ষেত্রকে সচেতন করেন।—(গীতা, ১৩।৩৩)।

অণুসমূহেরও এইরূপ ব্যাপনশীলতা দৃষ্ট হয়। মন আদি ইন্দ্রিয়সমূহ ন্যায়সিদ্ধ অণু বলিয়াই গৃহীত। ইহাদেরও ব্যাপনশীল প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। যেমন উক্ত আছে, মন দ্বারা মেরুতে গমন করিতেছে। ইন্দ্রিয়-সহায় মনের দূর-শ্রবণদর্শনাদি সিদ্ধির কথাও শুনা যায়। ঋক্‌শ্রুতি বলেন, "স্বর্গে চক্ষু বিস্তৃত রহিয়াছে।" অণুসমূহের ব্যাপনশীলতা এইরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। মাধ্বভাষ্যে উদাহৃত শাণ্ডিল্য-শ্রুতিতেও ইহার প্রমাণ আছে (মাধ্বভাষ্য, ২।৪।৮)।

অণুর কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন গুণের কথাই বলা যাইতেছে। গুণ যে গুণীর নিকট স্থলে ব্যাপ্ত হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন পুষ্পাদিতে গন্ধ। গন্ধ ফুলের গুণ। ইহা ফুল ছাড়িয়া উহার নিকটবর্ত্তী স্থানেও বিসর্পিত হয়। যদি বল, ফুলের সূক্ষ্ম অংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া গন্ধ বিসর্পিত হয়। এ কথা বলা যায় না। যেহেতু উহাতে মূল দ্রব্যের উন্মান (সূক্ষ্মতম অংশের) হানি স্বীকার করিতে হয়। (অর্থাৎ তাহাতে গন্ধবিশ্লেষ সহ সেই দ্রব্যের হানি সম্ভাবনা হয়। বস্তুতঃ গন্ধবিসর্পণে দ্রব্যহানি হয় না।)

যদি বল, পরমাণুসমূহের বিশ্লেষণে অল্পকালে বস্তুর পরিমাণ হ্রাস দৃষ্ট হয় না। এ কথাও বলিতে পার না। যেহেতু পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় পরমাণুগুলি গন্ধগুণ বহন করিতে অসমর্থ। কস্তূরি প্রভৃতিতে স্ফুট গন্ধ বিদ্যমান। (উহা অনবচ্ছিন্ন ভাবে সুদীর্ঘ কাল গন্ধ প্রদান করিলেও উহার পরিমাণের অল্পতা দৃষ্ট হয় না।) *

কায়ব্যূহেও এইরূপ গন্ধ-দৃষ্টান্ত জ্ঞেয়। গন্ধ-গুণ পৃথিবীর। গন্ধ পৃথিবী ব্যতিরিক্ত জলাদিতেও যেমন উপলব্ধ হয়, সেইরূপ দেহান্তরসমূহে জীবগুণের ব্যাপ্তি সম্ভবপর হয়। (মন্ত্রাদি দ্বারা দেহান্তরে জীবন্যাস হইয়া থাকে।) প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে গন্ধের নেতা বায়ু—দার্ষ্টান্তিকে জীবের নেতা ঈশ্বর। এ বিষয়ে মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত শাণ্ডিল্য-শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, জীবও গন্ধের ন্যায় ব্যাপনশীল হয়, উহা এক হয়, বহু হয়, উহাকে ঈশ্বর যেমন করেন, তেমনি হয়। (জীব ঈশ্বরাধীন) কিন্তু ঈশ্বর পরম অচিন্ত্য ও গরায়ান্ (মাধ্বভাষ্য, ২।৩।২৭)। এই নিমিত্ত জীব স্বগুণ দ্বারা ব্যাপনশীল হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ জীবের হৃদয়ায়তনত্ব ও অণুপরিমাণত্বের উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "লোমসমূহ হইতে, নখসমূহ হইতে" সর্ব্বত্রই ইহার প্রসার। এইরূপে চেতনা-গুণবলে সর্ব্বশরীরে জীবের ব্যাপিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

* ইউরোপীয় বিজ্ঞানে এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই।

কৌষীতকী উপনিষৎ বলেন,—"জীব প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরে আরোহণ করেন"—(কৌ, ৩।৬)। এ স্থলে আত্মা ও প্রজ্ঞার কর্তৃকরণ-ভাব (অর্থাৎ আত্মা কর্ত্তা, প্রজ্ঞা উহার করণ), এই উভয়ের পৃথক্ উপদেশ সূচিত হইয়াছে। সুতরাং গুণ দ্বারাই জীবের সর্ব্বশরীরব্যাপিত্ব এ স্থলেও স্বীকৃত হইয়াছে। (ইহা শাঙ্কর ভাষ্যেরও অভিমত—২।৩—২৭-২৮ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

এ স্থলে প্রজ্ঞা শব্দের বুদ্ধি অর্থও করা যায়। তাহা হইলে ইহার অণুত্ব অর্থ অভ্যুপগত হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা শরীরব্যাপ্তি সম্ভবপর হয় না। যদি বল, "প্রজ্ঞারূপ জীবে প্রজ্ঞা দ্বারা" এইরূপ বাক্যে যে ভেদ উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা "শিলাপুত্রশরীর" এই বাক্যের ন্যায় ভেদমাত্র (শিলা-পুত্র=নোড়া—নোড়া হইতে নোড়ার পৃথক্ শরীর নাই, শাঙ্কর ভাষ্য, ২।৩।২৯); এইরূপ অর্থ করিলে শ্রুতির অর্থ ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সেই একমাত্রই শক্তি স্থাপনা হইয়াছে; তাহা পুনঃ পুনঃ দর্শিত হইয়াছে। জীব যে বিভু নহে—অণু, এ কথা বলিয়া প্রান্তে পুনরায় তাহার বহু হেতু শ্রুতিবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বলিতে পার যে, উৎক্রান্তি প্রভৃতি শব্দ উপাধির উৎক্রান্তি ইত্যাদি বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা বলিতে পার না। উৎক্রম-বাক্যে "সহ এব এতৈঃ" ইত্যাদি স্থলে সহ শব্দের প্রয়োগ আছে; উক্ত শব্দ প্রধান অপ্রধান সমান ক্রিয়াকেই বোধ করাইতেছে। গতি ও আগতি সম্বন্ধেও সেই কথা। অচলন সম্বন্ধে প্রমাণান্তরাভাববশতঃ এবং উৎক্রান্তি সম্বন্ধে প্রমাণ থাকায় জীবাত্মাকে ঘটাকাশবৎ অবুধদৃষ্ট্যভিপ্রায় বলা যাইতে পারে না (অর্থাৎ অবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, সেইরূপ অজ্ঞগণ দেহাবচ্ছিন্ন জীবকেও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে—এরূপ কথা বলে চলে না। কেন না, উৎক্রান্তি বিষয়ে স্পষ্টতঃ প্রমাণ আছে—অচলন সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই।) বিশেষতঃ গীতা-উপনিষৎ দৃষ্টান্তবিশেষ দ্বারা এবং গ্রহিধাত্বর্থরূপ উপাদানপ্রক্রিয়ায় জীবের চলনাগ্রণীত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—ঈশ্বর (জীবাত্মা) শরীর প্রাপ্ত হয়েন এবং বায়ু যেমন গন্ধ লইয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ উৎক্রামণের সময়ে ইনি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় লইয়া দেহ হইতে নির্গত হয়েন।—(গীতা, ৩।১।১)।

এই সম্বন্ধেও ব্রহ্মসূত্র আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, "জীব যখন এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহে গমন করেন, তখন তিনি দেহবীজভূত সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ সহ গমন করেন, শ্রুত্যুক্ত প্রশ্ন নিরূপণ দ্বারা তাহা জানা যায়।"—(ব্রহ্মসূ, ৩।১।১)। প্রাণ তাঁহার রথস্থানীয়। প্রশ্নউপনিষদে লিখিত আছে, "আমি কোথা থাকিয়া উৎক্রান্ত হইব, কোথা গিয়া থাকিব?"—(প্রশ্ন উঃ, ৬।৩)।

জীবাত্মা স্বয়ং পূর্ব্বদেহে থাকিয়া তৃণ-জলৌকার ন্যায় অপর দেহে গমন করেন। কিন্তু পক্ষীর ন্যায় অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া নহে। তাই বৃহদারণ্যকে "লেলায়তীব" (যেন ক্রীড়া করেন) 'ইব' শব্দযুক্ত ক্রিয়া পদটির উল্লেখ হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, জীব এ স্থলে রথীবৎ

অগ্রণী। শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে, জীবাত্মার উৎক্রমণকালে প্রধান প্রাণ তাঁহার অনুসরণ করেন, অতঃপর অন্যান্য প্রাণগণ সকলেই তাঁহার অনুসরণ করে।—(বৃঃ আঃ উ, ৪।৪।২)।

যদি বল, "এষ অণুরাত্মা" ইত্যাদি বাক্য পরমাত্মপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। আত্মাকে যে অণু বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ 'দুর্জ্ঞেয়' বলিয়া বুঝিতে হইবে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সে অর্থ হইতে পারে না। প্রাণ সহ যখন আত্মা উৎক্রান্ত হয়েন, তখন এই আত্মাকে পরমাত্মা বলা যাইতে পারে না। ইহাতে প্রকরণ-বাধা পরিলক্ষিত হইতেছে।

মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত মীমাংসাদর্শনের একটি সূত্রের মর্ম্ম এই যে, অর্থ-বিপ্রকর্ষ হেতু শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, স্থান, প্রকরণ ও সমাখ্যার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পরটি দুর্ব্বল হইয়া থাকে (মীমাংসা-দর্শন, ৩।৪।২ ।* গোপবন-শ্রুতিতেও ইহা স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, "এই আত্মা অণু, ইহাতে পাপ-পুণ্যাদি আবদ্ধ থাকে।"—(মাধ্বভাষ্য, ২।৩।১৯ সূত্রভাষ্যধৃত)।

যদি বল, 'বালাগ্রশতভাগস্ত' এই প্রমাণ-বচনের অন্তে লিখিত আছে, 'আনন্ত্যায় কল্পতে'; এখানে যে আনন্ত্য পদ আছে, তাহা পারমার্থিক অর্থে বিভুত্ব বুঝায়। আদিতে যে অণু আছে, উহা ঔপাধিক মাত্র। এ কথা বলিতে পার না—'আনন্ত্য' রূঢ়ার্থে 'মোক্ষ' বুঝায়; অন্ত – মরণ, তদ্‌রাহিত্যই আনন্ত্য। ব্রহ্মপ্রবিষ্ট আত্মা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হেতু বিশ্বব্যাপি, তচ্ছক্তি স্পর্শ-হেতু উহাতে আনন্ত্য ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সালোক্য মুক্তিতেও তাঁহারই অনুগ্রহে তৎস্পর্শ হেতু 'আনন্ত্য' সম্ভবপর হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীমদুদ্ধবকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"জীব, দেহসম্ভূত গুণসমূহ ও জীবভাবসমূহ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ আমা দ্বারা পূর্ণ হয়; সুতরাং তাঁহার তখন আর অন্তর্বহির্বিচরণ ব্যাপার থাকে না।"—(শ্রীভাগ, ১১।২৫।৩৬)।

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—সূক্ষ্মস্বরূপ উপাধি গুণ; তদ্রূপ স্বগুণ প্রভৃতি দ্বারা জীব অণু বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।

যদি বল, অণুপরিমিত জীবের সর্ব্বদেহ-ব্যাপকতা সম্বন্ধে যে চন্দনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহা অযোগ্য। যেহেতু চন্দনের সূক্ষ্মাবয়ব-বিসর্পণ নিমিত্তই উহাতে সকল দেহ আহ্লাদিত হয়। আত্মার স্থলে সেরূপ কল্পনা হয় না—সেরূপ কল্পনা প্রত্যক্ষাধীন নহে – উহা অদৃষ্ট কল্পনা-মাত্র। এ স্থলে সে দৃষ্টান্তের সার্থকতা কি প্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, মণিমন্ত্র-মহৌষধি প্রভৃতির প্রভাব যে অচিন্ত্য, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। জতুসমাবৃত মহৌষধি-বিশেষ হস্তে ধারণ করিলে দেহ পুষ্ট হইয়া থাকে; ঔষধাদির এমন প্রভাবও ত দেখা যায়। স্পর্শমণির দ্বারা লৌহ স্পৃষ্ট হইলে উহা সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—

* ইহার ব্যাখ্যা তত্ত্ব-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যার অনুবাদে বিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

হরিচন্দনবিন্দু যেমন শরীরের কোন স্থলে স্পৃষ্ট হইলে সমগ্র শরীরের আহ্লাদ জন্মায়, সেইরূপ এই জীব অণুমাত্র হইলেও সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। এ স্থলে প্রভাবের আতিশয্য বুঝাইবার জন্যই হরিচন্দন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

যদি বল, 'চেতনাগুণ-ব্যাপ্তি-সিদ্ধান্তে যে স্থলে গুণী আছে, সেই স্থল পর্য্যন্তই গুণের ব্যাপ্তি; গুণীর আশ্রয় না পাইলে গুণত্বহীন হয়' (শাঙ্কর ভাষ্য, ২।৩।২৯)। এ কথাও বলিতে পার না। ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, রক্তরঞ্জিত বস্ত্রাদির রক্তবর্ণে তন্নিকটস্থ ভূভাগও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়। তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, গুণীকে আশ্রয় করিয়া গুণ অবস্থান করিলেও তদতিরিক্ত স্থলেও তাহার ব্যবস্থিতি দেখা যায়। গন্ধও স্বকীয় আশ্রয়কে পরিত্যাগ না করিয়াই দূরে বিসর্পিত হইয়া থাকে। ইহা প্রভাবেরই কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতে এ সম্বন্ধে একটি পদ্য বিন্যাস করিয়াছেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ,—অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জলে গন্ধ উপলব্ধি করিয়া মনে করে, উহা বুঝি জলেরই গুণ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, গন্ধ জলের গুণ নহে—পৃথিবীর। পৃথিবীর গন্ধই জল ও বায়ুকে আশ্রয় করে। (শাঙ্কর ভাঃ ধৃত, ২।৩।২৯)। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, জীব অণুই বটে,—ইনি চেতনাগুণদ্বারা স্বীয় শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করেন।

এ স্থলে একটি আশঙ্কা হইতে পারে। বৃহদারণ্যকে একটি শ্রুতি আছে, উহা এই,—"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি (৪।৪।২২)। এ স্থলে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় জীবাত্মার অণুত্ব সম্ভাবিত হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, জীবাত্মাকে বহু স্থলে যুক্তিবলে অণু বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। মহৎ শব্দের বিভুত্ব অর্থ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং উহার অর্থান্তর উপস্থিতকালে এই বলা যায়, উৎকর্ষগুণে সারত্ব নিবন্ধনই এ স্থলে মহান্ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং মহান্ শব্দের অর্থ উৎকর্ষ-গুণে সারত্ববিশিষ্ট বস্তু;—যেমন মহারত্ন ইত্যাদি।

প্রাজ্ঞ পরমাত্মা, বিভু হইয়াও দুর্জ্ঞেয়ত্ব নিবন্ধন অণু হইতেও অণু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এ স্থলেও "তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" এই ব্রহ্মসূত্রের দ্বারাই জীবাত্মাতে প্রযুক্ত মহৎ শব্দের ব্যাখ্যা হইতে পারে। কেহ কেহ এমনও বলেন, আত্মার সচেতনতাগুণ মহৌষধির ন্যায় অচিন্ত্য-প্রভাববিশিষ্ট। এই গুণটি জীবাত্মার পক্ষে প্রধান (সার) গুণ। এ গুণের কোনও ব্যভিচার নাই। সুতরাং আত্মার এই গুণের পক্ষে সর্ব্বশরীরব্যাপিত্ব সম্ভবপর। যেমন প্রাজ্ঞ সম্বন্ধীয় শ্রুতিতে পরমাত্মার অচিন্ত্য শক্তি লক্ষিত হয় (অর্থাৎ তিনি মহান্ হইতে মহত্তর এবং অণু হইতেও অণু), জীবাত্মার সম্বন্ধেও মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইলে ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝিতে হইবে, মহৎ শব্দ কেবল উৎকৃষ্টতামাত্রকেই এ স্থলে বুঝাইতেছে।

হরিচন্দন দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত সূত্রে তাদৃশ অর্থ অভিব্যক্ত না হওয়াতেই "তদ্গুণসারত্বাদেব" ইত্যাদি সূত্র করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় এই সকল জীবগুণ অনাদি অনন্ত কাল হইতেই জীবাত্মায় চলিয়া

আসিতেছে; অতএব উহাদের ব্যভিচারাশঙ্কা নাই। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়; উহার মর্ম্ম এই,—বিজ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বগুণের কখনও বিপরিলোপ হয় না। (বৃঃ আঃ, ৪।৩।৩০)।

যৌবনে যেমন স্ত্রী ও পুরুষনির্ণায়ক চিহ্নসমূহের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, মোক্ষ অবস্থায় সেই প্রকার আত্মার গুণসমূহের অভিব্যক্তি হয়। শ্রীমৎশঙ্করের শারীরক ভাষ্যেও ইহা উক্ত হইয়াছে,—"পুংস্ত্বাদিবৎ তস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ।"—২।৩।২৯ এই সূত্রব্যাখ্যা।

জীবাবস্থায় (মোহপ্রাবল্যে) জীবের ঈশ্বর-সমানধর্ম্ম গুণসমূহ তিরোহিত হয়। কিন্তু চক্ষু-চিকিৎসকের ঔষধের প্রভাবে চক্ষুর তিমির তিরস্কৃত হইয়া আবার যেমন দৃষ্টিশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ ধ্যানমননশীল সাধকের ভগবৎপ্রসাদাৎ আবার সেই সকল ঈশ্বর-সমান-ধর্ম্মের উদয় হইয়া থাকে।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—শ্রীভগবান্‌কে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ তাঁহাকে জানিলে দেহগেহাদির মমতাপাশের হানি হয়। ক্লেশ ক্ষীণ হইলে জন্মমৃত্যুরও প্রণাশ হয় অর্থাৎ জন্মমৃত্যুকৃত ক্লেশাভাব হইলে আর জন্মমৃত্যু হয় না। সেই দেবের অভিধ্যান করিতে করিতে দেহক্ষয়ে আপ্তকাম সিদ্ধ পুরুষ দেবজ্ঞ, অমায়িক, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, ভাগবত পদ প্রাপ্ত হয়েন। "বল, আনন্দ, ওজ, সহ ও অনাকুল জ্ঞান জীবের গুণ," এই সকল স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে প্রকাশ পায়।—(মাধ্বভাষ্যধৃত প্রমাণ-বচন)। মাধ্বভাষ্যে এইরূপ গোপবন-শ্রুতি দৃষ্ট হয়।

জীবে যদি এই সকল গুণের অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তি ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে হয় ত নিত্যই উহাদের উপলব্ধি হয় অথবা নিত্যই উপলব্ধির অভাব হয়। এরূপ হওয়া একটি দোষবিশেষ। প্রাকৃত দেহাদির ঐ সকল গুণবিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যেহেতু প্রাকৃত দেহাদি বস্তু জড়। জীবের স্বরূপ গুণাবলীর স্বীকার না করিলে প্রবৃত্তির হেতুরও অভাব ঘটে। এই সকল কারণে অণুস্বরূপ জীব নিজেই নিজগুণ দ্বারা নিজদেহব্যাপী হইয়া থাকেন, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

এ সম্বন্ধে শ্রীরামানুজীয়গণ বলেন,—যেমন একই তেজোময় পদার্থ প্রভা ও প্রভাবিশিষ্ট-রূপে অবস্থান করে, সেই আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও সেইরূপ চৈতন্যগুণশীল ভাবে অবস্থান করেন। যদিও প্রভাধর্ম্মটি প্রভাশীল পদার্থের ধর্ম্ম বা গুণ, তথাপি উহা তেজঃপদার্থ ভিন্ন শুক্লাদিবৎ গুণ-পদার্থ নহে। উক্ত প্রভা স্বীয় আশ্রয় দীপাদি হইতে দূরে প্রসর্পিত হয়, উহার নিজেরও রূপ আছে, শুক্লত্বাদি গুণের সহিত উহার ধর্ম্ম-পার্থক্য আছে, উহার প্রকাশবত্ত্ব ধর্ম্ম আছে—এই সকল হেতুবশতঃ উহা তেজঃপদার্থ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। যাহা নিজের স্বরূপের এবং অপরের প্রকাশক, তাহাতেই প্রকাশবত্ত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান। প্রভাকে গুণ বলিয়া স্বীকার করা হয়; তাহার হেতু এই যে, প্রভা সর্ব্বদাই তেজঃপদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং উহারই অধীন রহে। এই নিমিত্ত উহার গুণত্ব-ব্যবহার স্বীকৃত হইয়া থাকে।

তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশি যখন বিশীর্ণ হইয়া বিচরণ করে, তখন তাহারাই প্রভা নামে খ্যাত, এ কথা বলিতে পার না। তাহা হইলে মণি ও সূর্য্যাদির তেজ-অবয়বসমূহ বিশীর্ণ হওয়ায়, উহাদের বিনাশ সম্ভাবিত হইত। এই হেতু অব্যভিচারী প্রভাগুণের বিদ্যমানতায় দীপাদি যেমন গুণী, জীবাত্মাও তেমনই চেতনাগুণাদিযুক্ত হইয়া গুণী। অতএব জীবাত্মা স্বয়ং অণু হইয়াও চেতনাগুণে বিভু। এই চৈতন্য-গুণবিশিষ্ট আত্মা স্বয়ং অবিচ্ছিন্ন হইয়াও অবিন্ত্যা-কর্ম্মাখ্য শক্তি দ্বারা সঙ্কোচ ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়েন।

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, জীব (পরমাত্মার) প্রতিবিম্ব, পরিচ্ছেদ বা আভাস মাত্র। এই তিন রকম স্বীকার করিলেও জীবকে বিভু বলা যায় না। (পরমাত্মা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই জীবরূপে কল্পিত হয়েন—সুতরাং বুদ্ধি একটা উপাধি—ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত।) এই বুদ্ধি-উপাধিটি বিভু নহে—সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম বলিতে আমরা বুঝি, যেমন সূচিরন্ধ্রবর্ত্তী আকাশ (ইহা পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত)। বালুকা-কণা-প্রতিফলিত সূর্য্যতেজ প্রতিবিম্বেরই উদাহরণ—ইহাও সূক্ষ্ম। প্রতিবিম্বযোগে অন্য বস্তুতে যে চাকচিক্য দৃষ্ট হয়, তাহাই আভাস; এই আভাসও বিভু নহে—সূক্ষ্ম। যেখানে যেখানে উপাধির প্রভাব, তত্তৎস্থলমাত্রেই উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া তদ্‌গত বস্তুর বিভুত্ব-ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

এই প্রকারে অদ্বৈতবাদিগণের আচার্য্য স্বয়ং শ্রীমৎশঙ্কর ইন্দ্রিয়সমূহের বিভুত্ববাদে দোষার্পণ করিয়াছেন। যথা—শঙ্করভাষ্যে "অণবশ্চ" (ব্রহ্মসূ, ২।৪।৭) এই সূত্র-ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, যদি বল, সর্ব্বগত ইন্দ্রিয়সমূহেরও শরীরদেশে বৃত্তিলাভ হয় (সাঙ্খ্য-মতে); তাহা বলিতে পার না। যেহেতু বৃত্তিমাত্রেরই করণত্ব যুক্তিযুক্ত। যাহা উপলব্ধির সাধন, তাহাকে বৃত্তি বা অন্য যে-কোন নামে অভিহিত করিতে পার, আমাদের মতে কিন্তু তাহাই করণ (অর্থাৎ জ্ঞানাদি ক্রিয়োৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ)। ফলতঃ তাহাতে কেবল নামমাত্রেই বিবাদ—বস্তুগত নহে। সুতরাং করণের ব্যাপিত্ব-কল্পনা নিরর্থিকা।* (সুতরাং প্রাণসমূহ সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন)।

(জীব যে বিভু শব্দের প্রতিপাদ্য নহেন, শ্রীমৎশঙ্করও প্রকারান্তরে তদীয় ভাষ্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।) মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত আছে,—'যাহাতে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ বিদ্যমান' (মুণ্ডক, ২।২।৫)। ইহা হইতে একটি ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে। যথা,—"দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ" (১।৩।১) অর্থাৎ দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষাদি-সমন্বিত জগতের আয়তন পরব্রহ্ম। শ্রুতিতে এ স্থলে আত্মা বা ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়াই

* এই অংশ ২।৪।৭ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত। মূল গ্রন্থে শেষ পংক্তিতে "তেন করণানাং ব্যাপিত্বকল্পনা নিরর্থিকেত্যনেন" এইরূপ পাঠ হইবে। কোন কোন গ্রন্থে 'তেন' স্থলে 'ইতি' দৃষ্ট হয়। ভামতীটীকায় বিশেষ দ্রষ্টব্য। উহাতে দেখা যায়, ভাষ্যকার সাঙ্খ্যমত খণ্ডনের জন্যই প্রাগুক্ত যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্‌যথা,—"অত্র সাঙ্খ্যানামহঙ্কারিকত্বাৎ ইন্দ্রিয়াণামহঙ্কারস্য চ জগন্মণ্ডলব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বগতাঃ প্রাণাঃ বৃত্তিস্তেষাং শরীরদেশতয়া প্রাদেশিকী তন্নিবন্ধনা চ গত্যাগতিশ্রুতিরিতি চ মন্যন্তে তান্ প্রতি আহ" ইত্যাদি।

পরব্রহ্মই যে এই নিখিল জগতের আয়তন, তাহা স্বীকার্য্য। অতঃপরে "প্রাণভৃচ্চ" (১।৩।৪) এই সূত্রভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বলেন,—(প্রাণধারী বিজ্ঞানাত্মার আত্মত্ব ও চেতনত্ব থাকিলেও উহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। জীব উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন জীবের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সম্ভবপর নহে। এই কারণে তাদৃশ জীব উক্ত আয়তন শব্দের বোধ্য হইতে পারে না)। উপাধি-পরিচ্ছিন্ন অবিভু প্রাণধারী জীবের পক্ষে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ প্রভৃতির আয়তন সম্যক্রূপেই সম্ভাবিত নহে। ভাষ্যকার স্বয়ংই এই কথা লিখিয়াছেন। ইহার অন্যথা করিলে তদীয় সিদ্ধান্তের হানি হয়।

আবার "অসন্ততশ্চাব্যতিকরঃ" (২।৩।৪৯) এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন, উপাধির অসন্তান অর্থাৎ অন্য দেহের সহিত সম্বন্ধাভাবনিবন্ধন অন্য দেহে জীবের সহিতও তৎতৎ কর্ম্মের সম্বন্ধাভাব, এই নিমিত্ত উভয়বাদীর মতেই জীব অবিভু অর্থাৎ অণু। মাধ্বভাষ্যে 'পৃথগুপদেশাৎ' (২।৩।২৮) সূত্রভাষ্যে সযৌক্তিক একটি কৌষিক শ্রুতির উল্লেখ হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে, জীবসমূহ হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন এবং অচিন্ত্য। পরমেশ্বর পূর্ণ, জীবসঙ্ঘ অপূর্ণ। পরমেশ্বর নিত্য-মুক্ত, জীবের বন্ধ-মোক্ষ রহিয়াছে। অতএব সপ্রমাণ হইল যে, জীব বিভু নহে—অণু।

(অতঃপরে পূর্ব্বোল্লিখিত জামাতৃমুনিবাক্যে জীবের জ্ঞাতৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।) পূর্ব্বযুক্তি দ্বারা জ্ঞাতৃত্বাদিই যে জীবের ধর্ম্ম, তাহা বলা হইয়াছে। "নাত্মাশ্রুতেঃ নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১৭) এই ব্রহ্মসূত্রে আত্মার নিত্যত্ব সবিশেষরূপেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতিতে তাঁহাকে জ্ঞান বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে তাঁহাকে জ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। জ্ঞান শব্দের স্বাভাবিক অর্থ জ্ঞানাশ্রয়ত্ব। শ্রুতিতে জ্ঞাতৃত্ব সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ আছে।

জীবের জ্ঞাতৃত্ব।

যথা,—"কি প্রকারে বিজ্ঞাতাকে জানা যাইতে পারে" (বৃঃ আঃ, ২।৪।১৪), "বিজ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বের বিপরিলোপ হয় না" (বৃঃ আঃ, ৪।৩।৩০), "এই পুরুষ জানেন", "যিনি দেখেন, তাঁহার মৃত্যু নাই, রোগ নাই, দুঃখ নাই, সেই উত্তম পুরুষ উপজন বা এই দেহকে স্মরণ করেন না।" "এই প্রকারে পরিদ্রষ্টার পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই প্রবেশ করে" (প্রঃ উঃ, ৬।৫) ইত্যাদি। এই প্রকারে জীবের স্বাভাবিক জ্ঞাতৃত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। অবিদ্যা দ্বারা দেহাদিতে যে 'এই দেহই আমি' ইত্যাকার জ্ঞান হয়, সে জ্ঞাতৃত্বও জীবেরই বটে। কিন্তু অবিদ্যা-সম্বন্ধ হেতু জীবের সেই জ্ঞান স্বাভাবিক নহে—উহা বিষয়াত্মক। ইহা বিবেচনা করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন,—জীব যেন ধ্যান করিতেছেন, যেন আস্বাদন করিতেছেন। জীবের উহা স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়াই 'ইব' (যেন) শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। জীবের দেহাদি উপাধির স্বাস্থ্য তারতম্যানুসারে জীবের জ্ঞাতৃত্বেরও প্রকাশ-তারতম্য ঘটে। শুদ্ধ জীবের জ্ঞাতৃত্ব মূল গ্রন্থে উদাহৃত হইয়াছে।

জীবের জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধি স্বীকৃত হইলে তদ্রূপ তাহার কর্ত্তৃত্বও স্বীকার্য্য। অচেতনের স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব নাই। চৈতন্যের সহিত একই অধিকরণে জীবত্বের প্রতীতি ঘটে। সুতরাং চৈতন্য জীবেরই ধর্ম্ম। স্থল-বিশেষে অচেতনেরও কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, উহাতেও জীবভাব আছে, বিশেষতঃ সর্ব্বত্রই অন্তর্য্যামীর সম্বন্ধ আছে। সুতরাং অচেতনেও চেতনার প্রতীতি অসম্ভব নহে, যেমন স্তন্য ক্ষরণাদি। শ্রুতিতেও এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। যথা,—হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে এই সকল পর্ব্বত হইতে প্রাচ্য নদীসকল ও প্রতীচ্য নদীসকল ভিন্ন ভিন্ন দেশাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।"—(বৃঃ আঃ, ৩।৮।৯)। "তোমা ভিন্ন কাহারও ক্রিয়া হয় না" ইত্যাদি। সুতরাং চৈতন্যরূপ জীবের একটি ধর্ম্ম—কর্ত্তৃত্ব।

জীবের কর্ত্তৃত্ব।

"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৩৩) হইতে "সমাধ্যভাবাৎ" (২।৩।৩৯) পর্য্যন্ত এই সাতটি ব্রহ্মসূত্রে সূত্রকার স্বয়ং জীবের কর্ত্তৃত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বহুল শ্রৌত প্রমাণও দৃষ্ট হয়। যথা,—"বিজ্ঞানাত্মা যজ্ঞ বিস্তার করেন, কর্ম্ম বিস্তার করেন", (তৈঃ উঃ, ২।৫।১)। এখানে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বুদ্ধি নহে—বিজ্ঞান শব্দের অর্থ এ স্থলে জীব। "এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ দ্রষ্টা, শ্রোতা ও মন্তা" (প্রশ্ন উঃ), "যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করিয়া" (বৃঃ আঃ), এই অন্তর্য্যামী শ্রুতিতে তাঁহাকে বিজ্ঞানাত্মা বলিয়াই জানা যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আরও লিখিত আছে,—"প্রাণসমূহ গ্রহণ করিয়া", "বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া।" এ স্থলে প্রাণ গ্রহণ ও বিজ্ঞান গ্রহণ ব্যাপারে লোহাকর্ষক মণির ন্যায় কেবল জীবেরই কর্ত্তৃত্ব সূচিত হয়। অন্য বস্তু গ্রহণাদি ব্যাপারে প্রাণাদি করণস্বরূপ, কিন্তু প্রাণাদি গ্রহণে জীবাত্মা ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তা নাই।

শুদ্ধ জীবেরও যে কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম আছে, তাহা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান্ সূত্রকার অপর সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। উহা এই,—"তথা চ তক্ষোভয়থা" (২।৩।৪০) এই সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তক্ষা (ছুতার) যেমন বাস্যাদি হস্তে লইয়া যখন পরিশ্রম করে, তখন দুঃখ ভোগ করে, যখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম করে, তখন যেমন সুখী হয়, জীবও সেইরূপ স্বপ্ন-জাগরণে দুঃখী হয়, সুষুপ্তিতে সুখী হয় এবং বিমুক্তাবস্থায় সুখস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব করণযোগে স্বশক্তিবলে কর্ত্তা হয়। ছুতার যেমন তদীয় কার্য্যে বাস্যাদি করণ ধারণ করিয়া স্বশক্তি দ্বারা উভয় প্রকারে কর্ত্তা হয়, জীবও তেমনি স্বশক্তি ও করণযোগে উভয় প্রকারে কর্ত্তা হয়েন, ইহাই সূত্রার্থ।

এ সম্বন্ধে আরও একটি সূত্র আছে,—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৩৩)। (জীবই কর্ত্তা, জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়াই শাস্ত্রসাফল্য অক্ষুণ্ন থাকে।) প্রত্যেক কর্ম্মেরই পশ্চাতে ইনি বর্ত্তমান থাকেন বলিয়াই কর্ত্তা। জড়াত্মক শরীরেন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সকল কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব সেই শুদ্ধ পুরুষ হইতে প্রবর্ত্তমান হইলেও প্রকৃতিবৃত্তিপ্রাচুর্য্য হেতু সেই সকল শরীর, ইন্দ্রিয়াদি-প্রাধান্যবশতঃ জীবের করণরূপেই গৃহীত হয়। তজ্জন্য বলা হইয়াছে,

প্রাণগ্রহণাদি উৎক্রান্ত্যাদি ব্যাপারে জীবের নিজের কারণত্বই পরিস্ফুট। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইহার উদাহরণ দৃষ্ট হয়,—"প্রাণ তত্তৎস্থলে জীবেরই পশ্চাদনুসরণ করিয়া থাকে।"—(শ্রীভাগবত, ১১।৩।৪০)। ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যে (৪।৪।২১) একটি শ্রুতি আছে। তাহার ভাবার্থ এই যে, 'মুক্ত জীব সাম গান করেন।' ছান্দোগ্য উপনিষদেও 'জক্ষৎ ক্রীড়ন্' (৮।১২।৩) ইত্যাদি পদপ্রয়োগে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মুক্ত জীবেরাও বিহারাদি করিয়া থাকেন। সুতরাং জীব যে কেবল দুঃখই ভোগ করে, তাহা নহে। কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে কর্তৃত্বেই জীবের দুঃখ ঘটে। কিন্তু শুদ্ধ জীবপ্রবর্ত্তিত কর্তৃত্ব চিৎশক্তির প্রাধান্য হেতু সেই শুদ্ধ জীবকে মলিন করিতে পারে না।

এই শুদ্ধ জীবের ঔদাসীন্য নিবন্ধন কচিৎ কচিৎ ইহার অকর্তৃত্বাদির কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। "শুদ্ধ জীবও অবিশুদ্ধের ন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়" ইত্যাদি প্রমাণ শ্রীভাগবতাদি পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

আরও একটি প্রমাণ শ্রীভাগবত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে, গুণ কর্ম্ম-সমূহের উৎপাদন করে, গুণ হইতেই গুণের সৃষ্টি হয়, জীব গুণসংযুক্ত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণ-সমূহ ভোগ করে (১১।১০।৩১) ইত্যাদি।

শুদ্ধ জীবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরও কথা এই যে, শুদ্ধ জীবের মধ্যে ব্রহ্মে যাহার লয় হয়, ব্রহ্মানন্দ দ্বারা আবরণ নিবন্ধন এবং তাহার কর্ম্মসংযোগের অসংযোগ নিবন্ধন তদীয় কর্তৃত্ব-শক্তি তাঁহাতে অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

অপর যে শুদ্ধ জীবের ভগবদ্‌ভক্তিরূপ চিৎশক্তি দ্বারা বিশিষ্টতা জন্মে অথবা চিৎশক্তির বৃত্তিবিশেষ পার্ষদদেহ-প্রাপ্তি ঘটে, তাঁহার ভগবৎসেবাকর্তৃতা দৃষ্ট হয়। জড়প্রকৃতিপ্রধান পুরুষের ভগবৎসেবাকর্তৃতা দৃষ্ট হয় না। কৈবল্যেও শুদ্ধ জীবের কর্তৃত্ব-সুখ দৃষ্ট হয়। গুণা-তীতের কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্য সন্দর্ভকার পরমাত্মার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎস্থলের অনু-ব্যাখ্যা এই যে, অন্য কথা আর কি বক্তব্য, ব্রহ্মানন্দ অতিক্রম করিয়াও তাদৃশ কর্তৃত্ব-সুখ দৃষ্ট হয়। শ্রীভাগবতে 'যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং' (৪।৯।১০) এই পদ্যে উহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। প্রকৃতির অতীত বিশুদ্ধ জীবেরও এই কর্তৃত্ব এবং ক্লেশহানিপূর্ব্বক সুখ তক্ষ-দৃষ্টান্ত (ছুতারের দৃষ্টান্ত) দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

ছুতার বাস্যাদি ধারণ না করিয়া গৃহে ভোজন-পানাদি করিয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে শুদ্ধ জীবও ক্লেশহানিপূর্ব্বক নিবৃত্তি-সুখ ভোগ করেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা শুদ্ধ-জীবেরও ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। (ভোক্তৃত্ব ব্যাপারটি শুদ্ধ পুরুষের পক্ষেই স্বীকার্য্য।) প্রকৃতির গুণ-সঙ্গ থাকিলেও বর্ত্তমানের জ্ঞান জড়াত্মক প্রকৃতির বিরোধী, সুতরাং এই জ্ঞান বা সম্বেদনের ভোক্তৃত্ব ব্যাপার গুণপ্রাধান্য হইতে উদ্ভূত হয় না; চিদাত্মক পুরুষেরই এই ভোক্তৃত্ব,—প্রকৃতির গুণসমূহের নহে। মূল সন্দর্ভে "অথ" এই বাক্যারম্ভ দ্বারা এই বিষয়

বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং স্বরূপসুখাদিতেই যে ভোক্তৃত্বের প্রাধান্য, ইহা স্থিরীকৃত হইল। আত্মা নিজের নিকটেই নিজে প্রকাশমান হয়েন—এই হেতু স্বরূপসম্বেদন-সুখেই জীবের মুখ্য ভোক্তৃত্ব। এই নিমিত্ত তাঁহাকে "স্বদৃক্" বলিয়া শ্রুতি অভিহিত করিয়াছেন। *

এইরূপে জ্ঞাতৃত্বাদিত্রয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রৌত প্রমাণ এই যে, "যিনি জানেন. যিনি আঘ্রাণ করেন, তিনি আত্মা" (ছাঃ উঃ, ৮।১২।৪) ইত্যাদি। "ইনি দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা, ঘ্রাতা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ" (প্রঃ উঃ, ৪।৯)।

(জীবলক্ষণে জামাতৃমুনিবচনে লিখিত আছে, "পরমাত্মৈকশেষস্বভাবঃ"। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা পরমাত্মসন্দর্ভে ৩৭ বাক্যে দ্রষ্টব্য। শ্রীপাদ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"একঃ পরমাত্মনোঽংশঃ শেষোঽংশঃ স চাসৌ স চ একশেষঃ, পরমাত্মন একশেষঃ—পরমাত্মৈকশেষঃ তস্য ভাবস্তত্ত্বং তদেব স্বভাবঃ প্রকৃতির্যস্য স পরমাত্মৈক-শেষত্বস্বভাবঃ।" ইহার মর্ম্ম এই—পরমাত্মার অংশবিশেষত্বই স্বভাব বা প্রকৃতি যাঁহার, তিনিই জীব। মোক্ষদশায় জীব এবম্ভূত স্বভাববিশিষ্ট হয়েন। জীবের এতাদৃশত্ব স্বীয় স্বরূপেই

জীবের পরমাত্মত্ব।

---

* সর্ব্বসংবাদিনীকার "যথা চ তক্ষোভয়থা" এই বেদান্তসূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিজস্ব। এ স্থলে শ্রীভাষ্য হইতে কোনও সাহায্য গৃহীত হয় নাই। গ্রন্থকার এইরূপে বেদান্তদর্শনের বহু সূত্রের স্বরচিত ব্যাখ্যা সর্ব্বসংবাদিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দভাষ্যকার তদীয় ব্রহ্মসূত্রে সেই সকল বাক্য কোথাও অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, কোথাও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীপাদ জীবকৃত সর্ব্বসংবাদিনীর উক্ত ব্যাখ্যাবলম্বনে "যথা চ তক্ষোভয়থা"—এই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—"তক্ষা যথা তক্ষণে বাস্যাদিনা কর্ত্তা বাস্যাদিধারণে তু স্বশক্ত্যৈবেত্যুভয়থাপি কর্ত্তা ভবেদেবং জীবোঽপ্যস্য গ্রহণাদৌ প্রাণাদিনা কর্ত্তা প্রাণাদিগ্রহণে তু স্বশক্ত্যৈবেত্যর্থঃ। ইত্থং প্রাকৃতদেহাদিনা যৎ কর্ত্তৃত্বং তৎ কিল শুদ্ধাদেব পুরুষাৎ প্রবৃত্তমপি গুণবৃত্তিপ্রাচুর্য্যাৎ তদ্ধেতুকমিত্যুপচর্য্যতে। "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মস্বি"তি তত্রৈবোক্তেঃ। এতেন গুণকর্ত্তৃত্ববচাংসি ব্যাখ্যাতানি। মৌঢ্যাদ্ব্যক্তিস্তু পঞ্চাপেক্ষেঽপি স্বৈকাপেক্ষত্বমননাৎ। ন চৈষামাপাতবিভাতোঽর্থঃ শক্যো নেতুং তত্রত্যমোক্ষসাধনোক্তিবিরোধাৎ। "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" ইত্যাদিবাক্যন্তু হন্তি ফলমেব ছেদং প্রতিষেধতি নিত্যস্যাত্মনস্তদযোগাৎ, নতু কর্ত্তৃত্বমপি তস্য পূর্ব্বং সিদ্ধেঃ। এবঞ্চ ভাগবতানাং যদিহামুত্র চ তদর্চ্চনাদিকর্ত্তৃত্বং তন্নির্গুণমেব পূর্ব্বত্র গুণান্ বিমর্দ্দ্য চিচ্ছক্তিবৃত্তের্ভক্তেঃ প্রাধান্যাৎ পরত্র কৈবল্যাৎ, এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীভগবতা—সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয় ইতি। ভোক্তৃত্বং তু শুদ্ধস্য পুংসঃ। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যত ইত্যাদি স্মৃতেঃ। গুণসঙ্গেনাপি ভবতস্তস্য সংবেদনরূপত্বাৎ চিদ্রূপ-পুংপ্রাধান্যং ন তু গুণপ্রাধান্যং তত্ত্বেন তদ্বি-রোধিত্বাৎ। স্বরূপসংবেদনসুখাদৌ তু সুসিদ্ধং তৎ। স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশত্বাদিতি। তস্মাৎ তদুভয়ং জীবস্যৈব মন্তব্যম্, এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতেত্যাদি শ্রুতেশ্চ। তক্ষদৃষ্টান্তেন কর্ত্তৃত্বং সাত্তত্যঞ্চ নিরস্তম্।"

পাঠক মহোদয়গণ এই অংশের সহিত সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থের মূলাংশ পাঠ করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। মূলে ১১৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তিতে "তস্য তৎ সেবাকর্ত্তৃত্বং" ইত্যাদি স্থলে পাঠান্তর আছে। উহা এইরূপ—"তস্য তু তৎ সেবাকর্ত্তৃত্বেন প্রকৃতিপ্রাধান্যং পূর্ব্বত্র তামুপমর্দ্দ্য চিচ্ছক্তেঃ প্রাধান্যাৎ অপরত্র কৈবল্যাচ্চ।"

ঘটে, কিন্তু পরিচ্ছেদাদি দ্বারা নহে।) সিদ্ধান্তবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে,—বাস্তব উপাধি-পরিচ্ছেদপক্ষে উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ড অণু—জীব নহেন। কেন না, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য ও অখণ্ড্য। অপিচ সেরূপ ব্রহ্মখণ্ড স্বীকার করিলে জীব অনাদি না হইয়া আদিযুক্ত হইয়া পড়েন (অর্থাৎ জীবের অনাদিত্ব-সিদ্ধান্ত ব্যাঘাত হয়)। এক বস্তুকে দুই ভাগে বিভক্ত করাই ছেদন শব্দের অর্থ। (পরিচ্ছেদ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে খণ্ড করা বুঝায়)।

যদি বল, ছেদনের কথা বা পরিচ্ছেদের কথা না হয় নাই বা বলিলাম; অচ্ছিন্ন, অণুরূপ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষকেই জীব বলিব। তাহাও বলিতে পার না। গমনশীল উপাধি এক স্থান হইতে যখন অন্য স্থানে গমন করে, তখন স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। ব্রহ্মের সেই প্রদেশ তখন মুক্তি লাভ করে। আবার যে প্রদেশ উপাধিসংযুক্ত হইয়া পড়ে, সেই প্রদেশের বন্ধ হয়। এইরূপে ব্রহ্মপ্রদেশের অনুক্ষণই বন্ধ ও মোক্ষদশা উপস্থিত হয় (ইহা অযৌক্তিক)।

যদি বল যে, আমরা উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপকেই জীব বলি। তাহাও বলা যায় না। যেহেতু তাহা হইলে জীবাতিরিক্ত অনুপহিত ব্রহ্মের স্বরূপেরই অভাব হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বদেহেই এক জীব, এই সিদ্ধান্ত ঘটে। তাহা হইলে একের সুখ-দুঃখে অপরের সুখদুঃখানুভব সিদ্ধ হয়—কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। ইহাতে "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ হয়। "শব্দবিশেষাৎ" (১।২।৫) এই ব্রহ্মসূত্রেরও তাৎপর্য্যবিরোধ ঘটে। (এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, বোধক শব্দের পার্থক্যবশতঃ জীব মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপাস্য নহে, হিরণ্ময় পরমাত্মা পুরুষই উপাস্য)।

যদি বল, 'ব্রহ্মাধিষ্ঠান-উপাধিই জীব'। এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, তাহা হইলে মুক্তিদশায় জীবত্বনাশ ঘটে। সুতরাং এ পক্ষও স্বীকার্য্য নহে। তবে যদি বল, অবিদ্যা-কল্পিত উপাধিপরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে কোনও দোষ কল্পনা হয় না। তোমাদের এ বাক্যও যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু জীবভাব-কল্পনার হেতু হইতেছে মূল অবিদ্যা। জীব কখনও উহার আশ্রয় হইতে পারে না। কেন না, উহাতে স্বাশ্রয়াদি-দোষ ঘটে। ঐশ্বর্য্যও অবিদ্যারই কল্পিত। সুতরাং জীব ঈশ্বরও নহেন। তাহা হইলে কেবল শুদ্ধ চৈতন্যই জীব, এই অভিমত অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে ঘটে? মনে কর, দেবদত্ত নামক জীব শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ। তাঁহাতে অজ্ঞান আসিবে কি প্রকারে? যাহাতে অজ্ঞান দৃষ্ট হয়, তিনি স্বয়ংই জ্ঞানাশ্রয়। শুদ্ধ চৈতন্যেও যদি অজ্ঞান সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে মোক্ষই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

আরও কথা এই যে, ঈশ্বর অবস্থাতে এই অজ্ঞান থাকে না। মায়াবাদি-গুরু স্বয়ংই "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে লিখিয়াছেন, জীব—জ্ঞানপ্রতিবন্ধবিশিষ্ট (অর্থাৎ জীবের সর্ব্বজ্ঞতা নাই)। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও প্রতিবন্ধ নাই। শ্রুতিও বলেন,—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

তাহা হইলে আবার সেই পূর্ব্ববৎ বলিতে হয় যে, অজ্ঞান-কল্পিত উপাধিতে জীব হয় ত প্রতিবিম্বরূপ অথবা আভাসস্বরূপ।

মায়াবাদিগণের মতত্রয় সম্বন্ধে এখানে আর কিছুও আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম মতে—জীবের আশ্রয়স্বরূপিণী অবিদ্যা। জীবের নানাত্বহেতু অবিদ্যাও নানাপ্রকার। তাহা হইলে অবিদ্যা, তদাত্মসম্বদ্ধ জীব এবং উহাদের বিভাগাদির অনাদিত্ব নিবন্ধন অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্ম, শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, তদ্রূপ জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। (ইহাতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে হয়)।

অপর দুই মতের অভিপ্রায় এই যে, অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মই ঈশ্বর। ইহাতে অন্তর্য্যামি-শ্রুতির বিরোধ ঘটে। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র অবস্থান করিয়া জীব ও জগৎ-কার্য্য বিধান করেন, ইহাই অন্তর্য্যামি-শ্রুতির তাৎপর্য্য।

যাহা অজ্ঞানকৃত, তাহা অজ্ঞানরূপেই গৃহীত হয় (যদজ্ঞানকৃতং তত্তেনৈব গৃহীতম্, ইহাই প্রকৃত পাঠ)। অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মই যদি জগৎরূপে কল্পিত হয়েন, তাহা হইলে জীবের নানাত্বনিবন্ধন জগতেরও নানাত্ব কল্পনার আশঙ্কা হইতে পারে। ইহা দুরধিগম্য।

মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ঈশ্বর, এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, ঈশ্বরের আশ্রয়ই মায়া। মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ঈশ্বর, এ কথা বলিলে তাঁহার অন্তর্য্যামিত্বে দ্বিগুণবৃত্তিবিরোধ-দোষ উপস্থাপিত হয়।

'জীবত্ব অবিদ্যাকৃত', ইহা স্বীকার করিলে, অবিদ্যাদি অনাদি হইলেও, অবিদ্যায় জীবের আশ্রয়ত্ব ঘটে না। রজ্জু ও সর্পাদিতে অজ্ঞান থাকে না, অজ্ঞান থাকে সেই জীবে, যে জীব রজ্জুতে সর্পভ্রম করে। বীজাঙ্কুরবৎ অজ্ঞানপরম্পরা দ্বারা জীবত্বপরম্পরার প্রসক্তি হয়। জন্মে জীবের উৎপত্তি, মরণে উহার অন্ত এবং প্রতি জন্মেই উহার পার্থক্য-প্রসিদ্ধি ঘটে। (ইহাতে জীবাত্মা যে অজ, নিত্য ও মোক্ষার্হ, এ শ্রৌত বাক্য মিথ্যা হয়)।

দ্বিতীয় মতে চৈতন্যের অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব ঈশ্বর—চৈতন্যের আভাসই জীব, ইহা মিথ্যা। এ স্থলে যে পদসমূহের সামানাধিকরণ্য আছে, উহা "রজ্জু-সর্প" এইরূপ বাধায় সামানাধিকরণ্য মাত্র। (অর্থাৎ রজ্জু যেমন সর্প নহে, সেইরূপ অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব চৈতন্যও ঈশ্বর নহেন। চৈতন্যাভাসও জীব নহে।) জীব-ব্রহ্মের অভেদ-নিষেধিকা শ্রুতি-সমূহই শুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন, সুতরাং উহাদেরই মহাবাক্যত্ব স্বীকার্য্য।

সুষুপ্তিতে সকলেরই লয় হয়, উত্থিত জীব পুনরায় সম্যক্‌প্রকার প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। ইহাতে কোনও অজ্ঞাত সত্তার অঙ্গীকার করা হয় না। এই অভিমত ঈশ্বর-প্রতিপাদন পক্ষেও অবিরুদ্ধ হয়। যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞাত সংস্কারই পরেও বর্ত্তমান থাকে।

অপর দুই মত বলেন,—জীবনাশের মোক্ষত্বভয়দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে অপেক্ষিত হয় না। ইহাতে এই দোষ ঘটে যে, চেতৃসম্বন্ধিনী অবিদ্যার আশ্রয় নিরূপণ সম্ভাবনা না থাকাই

এ স্থলে নিত্যত্ব হইয়া উঠে এবং উহা ঐ নিত্যত্ব ও নিরূপণাশক্যত্বদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। অপিতু বেদান্তের ঈশ্বরকর্তৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাদিবাদও প্রলাপবৎ হইয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে অতঃপরে সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে।

তৃতীয় মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই অবিদ্যা কার্য্যলাঘবার্থ আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে অবিদ্যা ও মায়া নামে অভিহিত হয়। আবরণ-শক্তিতে চৈতন্য-প্রতিবিম্ব হইলে উহা জীব নামে উক্ত হয়েন এবং বিক্ষেপ-শক্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। (অর্থাৎ অবিদ্যোপহিত চৈতন্য জীব এবং মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর)।

উপাধিনিষ্ঠরূপে বিশ্বের অভিন্নভাবে প্রতীয়মান বিম্বই প্রতিবিম্ব। 'আমি ঈশ্বর, এই জগতের শ্রষ্টা, আমি জীব, আমি কিছু জানি না,' এইরূপ জ্ঞান উপাধিনিষ্ঠ চিৎপ্রতিবিম্বেরই অধ্যবসায় মাত্র। (অর্থাৎ ঈশ্বরকর্তৃত্ব ও জীবের অজ্ঞতা কেবল উপাধিরই বিলাসবিশেষ)। তোমাদের মতে শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অবিদ্যা-সম্বন্ধের বিরোধ নাই। বিরোধ না থাকুক। অবিদ্যার আর কোন আশ্রয় নাই, যেহেতু উহার আর অপর নাশক নাই। দিবা দুই প্রহরে সর্ব্বত্রই আলোক, কেবল উলূকই অন্ধকার দর্শন করে, উলূকের নিকট অন্ধকার, অপর সকলের নিকটই আলোক—সুতরাং নির্ব্বিরোধ। সেইরূপ সাক্ষী চৈতন্যের আলোক নাই, প্রত্যুত উহা প্রকাশ, তজ্জন্য প্রমাণ-বৃত্তির দ্যোতক। এই হেতু ঈশ্বরাধীন অবিদ্যা অনাদি জীবের অদৃষ্টবশতঃ সত্ত্ব, রজ ও তমের প্রত্যেকের আধিক্যে সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়কার্য্য সম্পন্ন করেন।* অন্যান্য ব্যক্তিরা বলেন,—ইহা অযুক্ত। অনাদি সময় হইতেই এই অনন্যাশ্রয়া অবিদ্যা দ্বারা জীবাদির দ্বৈতত্ব প্রকল্পিত হইয়া আসিতেছে; এই দ্বৈত কল্পনার অন্য কল্পক নাই। জীবাদি দ্বৈতকল্পনা অবিদ্যারই স্বভাব। অগ্নির যেমন উষ্ণতা নিত্যধর্ম্ম, সেরূপ শক্তিমত্তাভাবে অথবা তাহা হইতে অপর কোন বস্তুর ভাবে শক্তিমদ্ভিন্ন যেমন শক্তি থাকিতে পারে না, সেরূপভাবে ব্রহ্মের সহিত এই অবিদ্যার সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ স্বাভাবিকত্ব, আরোপিত্ব বা তটস্থত্ব, এই সকল ভাবের কোনও ভাবে ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতাত চক্ষু-কর্ণাদির ন্যায় যেমন ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একান্ত অভাব, এই অবিদ্যারও তেমনই একান্ত অভাব। নিত্য, শুদ্ধ, অদ্বৈত চৈতন্যের প্রতিবিম্বত্ব স্বীকার করিলে এই দোষ ঘটে যে, একতঃ

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহার টীকা করিয়া লিখিয়াছেন,—"সত্যসঙ্কল্পেন প্রকৃত্যধ্যক্ষেণ ময়া সর্বেশ্বরেণ জীবপূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মগুণতয়া বীক্ষিতা প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে জনয়তি বিষমগুণা সতী। অনেন জীবপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণেন মদ্বীক্ষণেন হেতুনা তজ্জগৎ বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনঃ উদ্ভবতি।" ইত্যাদি।

প্রতিবিম্বের কল্পনা-কর্ত্তৃত্বাদি অভাব—ইহার উপর যদিও তাদৃশ কল্পনা কর, তাহাও নিস্ফল। জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্বপাত হয়, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের ব্যবহিত কিরণচ্ছটা কাহার উপরে সম্পতিত হইবে? সুতরাং প্রতিবিম্বত্ব সংঘটন একেবারেই অসম্ভব।* অতএব ব্রহ্মে অবিদ্যা-সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলে পর, অবিদ্যার ব্রহ্মপ্রতিবিম্বস্বরূপই জীব, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে। আবার এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে জীব সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মে জীবকল্পিত অবিদ্যা-সম্বন্ধ স্থির হইতে পারে; সুতরাং ইহাতে পরস্পরাশ্রয়-প্রসঙ্গ বা অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ ঘটে।

ব্রহ্মে অবিদ্যা-সম্বন্ধ কল্পিত হইলে তাহার ফল এইরূপ ঘটে। উলূক যেমন দিবা দুই প্রহরে প্রখর সূর্য্য-জ্যোতিতে অবস্থান করিয়াও অন্ধকার দেখে, ব্রহ্মস্বরূপ জীবও তদ্রূপ অবিদ্যার অন্ধকারে অবস্থান করে। সেই অবিদ্যা-সম্বন্ধ দ্বারাই অবিদ্যা, জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরত্ব, এই ভ্রমজ্ঞানের উদ্ভব হয়। আবার তাহা হইতেই জীবাদি লক্ষণ-প্রতিবিম্ব-প্রাপক অপর উপাধির কল্পনা করা হয়। এইরূপ কল্পনার কোনও অর্থ থাকে না † (এইরূপ কল্পনার ব্যর্থতা সহজেই প্রতীয়মান হয়)। জ্ঞানবানে অজ্ঞান দেখা যায়, তাহা সম্ভাবিতও হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানমাত্রবস্তুতে কখনই উহার সম্ভাবনা হয় না। কেন না, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ।

যদি বল, মরীচিকায় যেমন জলের কল্পনা হয়, তদ্রূপ স্বীকার্য্য না হইবে কেন? তাহা বলিতে পার না। যেহেতু কল্পনাময় উপাধি সম্বন্ধে প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই।

যদি বল, মানিলাম, সমগ্র আকাশের অবয়ব নাই। কিন্তু এক হস্ত-পরিমিত অত্যল্পাংশ আকাশের একদেশবিশিষ্ট অবয়ব স্বীকারপূর্ব্বক উহাতে যে সূর্য্যরশ্মি আপতিত হইয়া, সেই আকাশের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়, উহার অব্যবহিত সৃষ্টির প্রতিবিম্বের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্মেরও ক্ষুদ্রতম অংশের প্রতিবিম্বাভাস স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? উহা অবশ্যই অতি-সম্বন্ধ-দোষ-দুষ্ট হয় না।

তোমার এ উক্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, যাহার রূপ আছে, তাহারই প্রতিবিম্ব হয়, নীরূপে প্রতিবিম্ব-সম্ভাবনা কোথায়? উপাধিরও কোন রূপ নাই, সুতরাং উপাধিরও প্রতিবিম্বত্বের অত্যন্ত অসম্ভব। দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্ত চৈতন্যেরও দেহপ্রতিবিম্বত্ব কাহারও উপলব্ধির বিষয় নহে।

---

* সর্ব্বসম্বাদিনীকার ষটসন্দর্ভ গ্রন্থের তত্ত্বসন্দর্ভে সংক্ষেপ সূত্রাকারে এই বাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,—নির্ধর্ম্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোপি উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ বিম্বপ্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নকোশস্থজ্যোতিরংশস্যেব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে। ন তু আকাশস্য দৃশ্যত্বাভাবাদেব। শ্রীমদ্-বলদেব বিদ্যাভূষণ টীকায় লিখিয়াছেন,—রূপাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্য পরিচ্ছিন্নস্য সাবয়বস্য চ সূর্য্যাদেস্তদ্বিদূরে জলাদ্যুপাধৌ প্রতিবিম্বো দৃষ্টঃ। তদ্বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন শক্যো বক্তুম্।

† তত্ত্বসন্দর্ভেও গ্রন্থকার এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যথা,—ব্রহ্মচিন্মাত্রত্বেনাবিদ্যাযোগস্যাত্যন্তাভাবাস্পদত্বাৎ শুদ্ধং তদেব তদ্‌যোগাদশুদ্ধ্যা জীবঃ পুনস্তদেব জীবাবিদ্যাকল্পিতমায়াশ্রয়ত্বাদীশ্বরস্তদেব চ তন্মায়াবিষয়ত্বাজ্জীব ইতি বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ।

আবার দেখ, মুখাদির দৃশ্য-প্রতিবিম্বের দ্রষ্টা মুখ নহে—অপর ব্যক্তি। এ স্থলে জীবেশ্বর-রূপ প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বতাপ্রাপ্ত ব্রহ্মের দ্রষ্টা কে হইবে? অপি চ দৃশ্যত্বেই বা জড়ত্ব না হইবে কেন? এই সকল অনুপপত্তিবশতঃ প্রতিবিম্ববাদ অতি তুচ্ছ হইয়া পড়ে।

প্রতিবিম্বে নিজোপাধির কল্পনা ও বিনাশের নিমিত্ত তুচ্ছভাব প্রদর্শন না করিলে এই দোষ ঘটে যে, জীবের প্রামাণ্যজ্ঞান দ্বারাও সেই উপাধিরূপ অবিদ্যা নাশের সম্ভাবনা থাকে না। প্রতিবিম্বিত বস্তুর উপাধিনাশের কথা দূরে থাকুক, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব পৃথক্ অধিষ্ঠানে অবস্থিত বলিয়া প্রত্যক্ষই ভেদোপলব্ধি ঘটে। তাহাতে দেখা যায়, প্রতিবিম্বসঞ্চালনেও বিম্বসঞ্চলন দৃষ্ট হয় না। বিম্বের বিপরীত দিকে প্রতিবিম্বের উদয় হয়—সূর্য্যের উদয়াস্ত দর্শন না করিলে স্বচ্ছ পদার্থে কেবল ঐ আভাস-জ্যোতিই দৃষ্ট হইয়া থাকে—কেবল স্বচ্ছ বস্তুতে সংযুক্ত দৃষ্টিবশতঃ তদুদ্গত প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ স্থলে দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত প্রকৃত বিম্ববস্তুর যোগ ঘটে না। এই সকল অবস্থায় প্রতিবিম্বের বিম্বত্বাভাবে বিম্বনাশেই আভাসনাশের ন্যায় মোক্ষতার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ বিম্বনাশ হইলে যেমন তদাভাস প্রতিবিম্বের নাশ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম নাশ হইলেই অবিদ্যোপাধিক জীবত্বনাশ-জনিত মোক্ষত্বের প্রসঙ্গ হয়। এইরূপেও প্রতিবিম্ববাদ দুষ্ট হইয়া পড়ে)।

অপি চ ঈশ্বর নিত্য-বিদ্যাময়; জীব অনাদি কাল হইতেই "আমি জানি না" এই ভাবে অবিদ্যোপহিত। ব্রহ্মে বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাংশ-সম্বন্ধ কল্পনায় যুক্তি না থাকায় ঈশ্বরাকার প্রতিবিম্ব কোনও প্রকারে উপপন্ন হয় না। এ অবস্থায় যদি জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ উপাধি স্বীকার করা যায়, তাহাতেও দোষ ঘটে। দোষ এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সর্ব্বান্তর্য্যামি সম্বন্ধীয় শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির বিরোধ ঘটে। দুগ্ধজলবৎ পরস্পর মিশ্রিত উপাধিদ্বয়ে প্রতিবিম্বের একত্বই সম্ভাবিত হয়। এই দোষ পরিহারের জন্য ঈশ্বরকে যদি অবিদ্যার প্রতিবিম্ব না বলিয়া, মায়া-প্রতিবিম্ব বলা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বশক্তি ও মায়াবশীকরণত্ব গুণের অভাবে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অসিদ্ধি হয়। প্রত্যুত জলে চন্দ্র-প্রতিবিম্ব যেমন জলের ক্ষোভে ক্ষুব্ধ ও জলের স্থৈর্য্যে স্থির হয়, ঈশ্বরকেও সেইরূপ উপাধির বশ্যতায় তচ্চেষ্টানুগত হইতে হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর মায়াধীশ না হইয়া, মায়ার বশীভূতই হইয়া পড়েন। আর অধিক কথা কি, শ্রুতি-পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরস্বরূপের মায়িতামাত্র স্বীকারে তাঁহার নিন্দাজনিত দুর্ব্বার অনির্ব্বচনীয় কোটি কোটি মহাপাতক-প্রসঙ্গ ঘটিয়া উঠে। শাঙ্কর শারীরক ভাষ্যেও এই নিমিত্ত "অম্বুবদগ্রহণাৎ ন তথাত্বং" এই সূত্রের ভাষ্যস্থলে প্রতিবিম্বত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হইলেও তৎপরসূত্রের ভাষ্যে প্রতিবিম্বসাদৃশ্যই স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে প্রতিবিম্বত্বকে আভাসরূপে স্থাপিত করা হইয়াছে। এ স্থলে আভাসকেও প্রতিবিম্ব-তুল্যই বলিতে হইবে। প্রতিবিম্বের আভাস কিন্তু প্রতিবিম্ব-তুল্য; বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব নহে।

এই সকল যুক্তিবলে পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্ব ও আভাস যুক্তিযুক্ত না হওয়ায়, ব্রহ্ম হইতে জীবচৈতন্যসমূহ ভিন্ন বলিয়াই স্থিরীকৃত হইল।

স্থতরাং "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" (ব্রহ্মসূ, ১।১।১৬) এবং "ভেদব্যপদেশাৎ চ" (ব্রহ্মসূ, ১।১।১) এই দুই সূত্রের কল্পনাময় ব্যাখ্যার সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না।

ব্রহ্ম হইতে জীবচৈতন্যসমূহের ভেদ।

বাস্তব ভেদে "সোঽকাময়ত", "স তপোঽতপ্যত", "স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ", "রসো বৈ সঃ", "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি" ইত্যাদি বাক্যের পীড়ন হয় না (অর্থাৎ এই সকল শ্রৌত বাক্যের স্বারস্য সংরক্ষণপূর্ব্বকই বাস্তব ভেদার্থ প্রতীত হয়)।

"তাঁহা হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই", বৃহদারণ্যকে ইত্যাদি ভাবাত্মক যে সকল শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, উহারা পূর্ব্ববৎ সম্ভাবিত, ইহা অপেক্ষা যে অন্য কোন দ্রষ্টা আছে, তাহারই নিষেধ করিতেছেন।

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—"ইনি মূল কারণ। কারণসমূহের অধিপতিগণেরও ইনি অধিপতি। ইহাঁর কোন জনিতা নাই, কোনও অধীশ্বর নাই।" এই শ্রুত্যর্থের অভিধেয় এই যে, ঈশ্বর হইতে অপর কেহ প্রকৃতির সৃষ্টি নিমিত্ত ঈক্ষণকর্ত্তা নাই। শঙ্করভাষ্যেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। যথা,—জল ও তেজাদির যে ঈক্ষণ-শ্রবণের কথা শুনা যায়, তাহা পরমেশ্বরের আবেশবশতই হইয়া থাকে। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কেহ যে দ্রষ্টা আছেন, তাহার প্রতিষেধ করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎও বলেন,—'তদৈক্ষত', ইহাতে প্রাকৃত দ্রষ্টা স্বীকৃত হয় নাই; নিত্য, স্বতন্ত্র, চিৎস্বরূপ দ্রষ্টাই উপনিষদের প্রতিপাদ্য। "বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ" (ব্রহ্মসূ, ১।২।২) এবং "অনুপপত্তেস্তু ন শরীরঃ" (ব্রহ্মসূ, ১।২।৩) এই সূত্রানুসারে জীবাতিরিক্ত, জীব হইতে অধিক, পারমার্থিক গুণসমূহ যে পরমেশ্বরে আছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আরও কথা এই যে, মায়াবাদীরা কল্পনা করেন, জীব নিজের অজ্ঞানের দ্বারা নিজের আত্মায় জগৎ কল্পনা করে। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন অপরের দ্বারা জগৎ রচনা হয় না। ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন তৎকল্পিত অপর কাহাতেও এই সকল গুণ উপপন্ন হয় না—নির্গুণ ব্রহ্মেও গুণের কল্পনা অযৌক্তিক। "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ" (ব্রহ্মসূ, ১।২।৮) এই সূত্রের অর্থও পূর্ব্ববৎ। সম্বাদাদির ন্যায় সম্ভোগ শব্দের অর্থও "সহভোগ", ইহার অপর কোন অর্থ উপপন্ন হয় না (উক্ত সূত্রের অর্থ এই যে, পরমাত্মার বৈশেষ্যপ্রযুক্ত জীবের সহিত সমান ভোগ হইতে পারে না)। এ স্থলে সহার্থ দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য এই সূত্র প্রদর্শিত হয় নাই। মূল সূত্রে 'বৈশেষ্যাৎ' এই শব্দ দ্বারা জীব ও পরমাত্মার বিশিষ্টতাই স্বীকৃত হইয়াছে—একই আত্মার অবস্থাভেদে ভেদ স্বীকার করা এই সূত্রের অভিপ্রেত নহে।

অপর একটি সূত্র এই যে, "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ" (ব্রহ্মসূ, ১।২।১১) (অর্থাৎ হৃদয়-গুহায় দুই আত্মা আছেন—জীব ও পরম। শ্রুতিতে ইহাই দৃষ্ট হয়)। 'তাহার

সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন', এই তাৎপর্য্যের শ্রুতি ও উক্ত বাক্যের প্রতিপাদক এই শ্রুতিতে ইহাই বুঝা যায়, জীবাত্মরূপেই ইনি দেহে প্রবেশ করেন, পরমাত্মা উপাধিরূপে শরীরে প্রবেশ করেন এবং উপাধিরূপে প্রবিষ্ট পরমাত্মার এই শরীর, এরূপ অর্থ অসঙ্গত ; যেহেতু এ স্থলে উভয়রূপেই প্রবেশাঙ্গীকার দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ শ্রৌত প্রমাণও আছে ; উহাদের মর্ম্ম এইরূপ,—সুকৃতিলব্ধ শরীরে হৃদ্গুহাতে অবস্থিত দুই বস্তু অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করেন। তাঁহারা ছায়া ও জ্যোতির ন্যায় পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মশীল—ইহা জ্ঞানিগণ, কর্ম্মিগণ ও ত্রিনাচিকেতগণ (নাচিকেতার বাক্যার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) বলিয়া থাকেন।—(কঠ উ, ৩।১)।

"পরমেশ্বর ও জীব, এই দুইটি পক্ষী একত্র সমানভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তন্মধ্যে জীব-পক্ষী সুখ-দুঃখরূপ বিবিধ কর্ম্মফল ভোগ করেন। ঈশ্বরস্বরূপ পক্ষী ফলভুক্ না হইয়া প্রোজ্জ্বল ভাবেই অবস্থান করেন।"—(শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৩, মুণ্ডক, ৩।১।১)।

পরবর্ত্তী শ্রুতির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,— "সত্ত্বং অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকৃশতি।" এই স্থলে "অনশ্নন্ যোঽভিপশ্যতি" অর্থাৎ না খাইয়া যিনি দর্শন করেন, তিনি জ্ঞ। সুতরাং এই দুই বস্তু সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই অর্থ বুঝায়। ইহার বিশদ অর্থ—অন্তঃকরণ ও জীব। উক্ত স্থলে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই-রূপ,—যাহা দ্বারা স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা সত্ত্ব; যিনি এই শরীরের উপদ্রষ্টা, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণের এই ব্যাখ্যায় যে সত্ত্ব পদ আছে, তাহার অর্থ অন্তঃকরণ নহে; উক্ত স্থলের সত্ত্ব শব্দের অর্থ জীব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ পরমাত্মা, ইহাই সঙ্গতার্থ। "স্বাদ্বত্তি" অর্থাৎ 'ভোগ করে' এই ক্রিয়া চেতনধর্ম্ম বস্তুকে বুঝায়; (সুতরাং উহা অন্তঃকরণ হইতে পারে না)। ক্ষেত্রজ্ঞসমূহে কর্ম্মফলের অনশন অসম্ভব। এ স্থলে সত্ত্বাদি শব্দ দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই উভয় অর্থ দ্যোতিত হইয়াছে। জীবকে যে সত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, এই জীবই সত্ত্ব—সত্ত্বের অধিষ্ঠান বলিয়াই জীবকে সত্ত্ব বলা হইয়াছে। পৃথিবী ইহার শরীর, ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা শরীর অন্তর্য্যামী করিয়া পরমা-ত্মাকে 'শারীর' বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, "যোঽয়ং শারীরঃ" (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।১০)। পরমাত্মা সম্বন্ধেই 'উপদ্রষ্টা' শব্দও প্রসিদ্ধ। গীতাতে লিখিত আছে,—ইনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর।—(গীতা, ১৩।২২)।

'স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ' (ব্রহ্মসূ, ১।৩।৬) এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন, এক বৃক্ষে (দেহে) দুই পক্ষী (আত্মা) আছেন। এই উভয়ে উভয়ের সখা। ইহার পরেই বলা হইয়াছে, এই উভয়ের একের স্থিতি (ঔদাসীন্য), অপরের (ভোগ) এই দ্বৈত বিবেচন বিরুদ্ধ।

ইহার পরে "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৪৫), 'স্মরন্তি চ' (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৪৬)

ইত্যাদির ব্যাখ্যায় "তয়োরন্যঃ পিপ্পলম্" এই শ্রুতিবলে শ্রীমৎ শঙ্করও জীবের কর্ম্মফল প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং 'এই জীব আত্মা দ্বারা দেহে প্রবেশ করিয়া' ইতি তাৎপর্য্যাত্মক শ্রৌত বাক্যে যে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ আছে, উহা 'সহার্থ'-নির্ণায়ক। শারীরের আত্মত্বপ্রসিদ্ধি আছে বলিয়াই আত্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দ্রষ্টব্য। যথা,—"ক্ষরাত্মনা বীশতে দেব একঃ।" এখানেও ভেদ প্রদর্শনের জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে। অথবা এ স্থলে আত্মা শব্দ দ্বারা আত্মার অংশই কথিত হইয়াছে।

"শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে" (ব্রহ্মসূ, ১।২।২০) এই ব্রহ্মসূত্রও পূর্ব্ববদ্-ভেদদ্যোতক। 'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্, যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় শ্রুতিতে মাধ্যন্দিনগণ পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠানস্বরূপ পরমাত্মাকে ভেদরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেও দৃষ্ট হয়। নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রগুলি ভেদদ্যোতক,—১। বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ (১।১।২২)। ২। জগদ্বাচিত্বাৎ (ব্রহ্মসূ, ১।৪।১৬)। ৩। পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ (ব্রহ্মসূ, ৩।২।৫)। এতদ্ব্যতীত ভেদদ্যোতক আরও বহুল ব্রহ্মসূত্র আছে। যথা,—"শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" (ব্রহ্মসূ, ১।১।৩০) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় একটি শ্রুতি আছে; তাহার মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্র বলিতেছেন, আমি প্রাণ, আমি পুরুষ। ইন্দ্র নিজেকে পরমেশ্বররূপে অভিমান করিতেছেন। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি অভেদপ্রতিপাদক শাস্ত্রতাৎপর্য্যে এইরূপ প্রয়োগ সম্ভাবিত হয়। এই জীবে ও পরমাত্মায় এইরূপ ঐক্যপ্রতিপাদক শ্রুতি উভয়ের চিদাকারসমানত্ব অবলম্বনেই স্বীকৃত হয়—কোথাও বা অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতার একশব্দোপলব্ধিতে, কোথাও বা এক শরীর ও শরীরীর তাদৃশ একশব্দোপলব্ধিতে এইরূপ প্রয়োগ হয়। যেমন বামদেব বলিয়াছিলেন, আমি মনু ছিলাম—আমিই সূর্য্য ছিলাম।—(বৃঃ আঃ, ১।৪।১০)।

"উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু" (ব্রহ্মসূ, ১।৩।১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে ভেদবাদ স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে 'দহর'-বাক্যে দহর শব্দের অর্থ পরমেশ্বর, এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। 'জীব' অর্থ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার পরে 'অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি ধর্ম্মকথন দ্বারা জীবেও এই সকল ধর্ম্ম শ্রুত হয়। এই সূত্রানুসারে বুঝা যায়, এই আবির্ভূতস্বরূপই জীব। মুক্তাবস্থায় ভগবৎপ্রসাদে জীব ভগবদ্গুণ প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"জীব পরমসাম্য লাভ করেন।"—(মুণ্ডক, ৩।১।৩)।

সন্দেহ হইতে পারে যে, দহর-বাক্যে দহর শব্দে জীবকে বুঝায়, কি ঈশ্বরকে বুঝায়? উভয়কে বুঝাইলে বাক্য-ভেদ-দোষ ঘটে। এই শঙ্কা নিবারণার্থ অপর সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে,—"অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" (ব্রহ্মসূ, ১।৩।২০)। পরমেশ্বর-স্বরূপ প্রদর্শনার্থ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ জীবস্বরূপই বলা হইয়াছে। স্থানবিশেষে জীবব্রহ্মের ঐক্য-বাক্যও দৃষ্ট হয়। উহা সাধর্ম্ম্যাংশ-মাত্রদ্যোতক। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—"মুক্ত জীব যথেচ্ছ ভ্রমণ, ভক্ষণ, বিহার ও রমণ করেন" (ছা, ৮।১২।৩)। ইহার পূর্ব্বেই জীবের ও পরমাত্মার ভেদ কথিত হইয়াছে।

যথা,—"এইরূপ এই সুষুপ্ত, সম্যক্ প্রসন্ন আত্মাও এই শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া পরম জ্যোতী-রূপ প্রাপ্ত হয়েন। সেই সময়ে ইনি উত্তম পুরুষ হয়েন।"—(ছাঃ, উঃ, ৮।১২।৩)।

সূত্রস্থ "আবির্ভূতস্বরূপ" এই পদ বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন হইয়া জীবরূপেই অভিহিত হইয়া থাকেন। (আবির্ভূত হইয়াছে শরীর ইহার, এই অর্থে আবির্ভূতস্বরূপ—জীব।—শাঙ্কর ভাষ্য।) এ স্থলে "পরমাত্মার্থ" করা কষ্টকল্পনাজনক।

মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে, আত্মকামনাতেই সকল প্রিয় হয়। সেই এই আত্মা দ্রষ্টব্য। ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবই দ্রষ্টব্য, এই নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পরে জীবেরই পরমাত্মত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই সাধারণতঃ প্রতীত হয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থ তাহা নহে। কেন না, জীবাত্মা পরমপুরুষের আবির্ভূতিবিশেষ। ইহার যথার্থ স্বরূপ পরমপুরুষ। আত্মাকে জানিতে হইলে পরমপুরুষকে জানিতে হয়। সুতরাং অগ্রে পরম-পুরুষের জ্ঞানোপযোগী জীবাত্মার উপদেশ করিয়া, পুনর্ব্বার "আত্মা বৈ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরমাত্মাকে অমৃতরূপে জানিতে হইবে, এই উপদেশ করা হইয়াছে। "সেই মহাভূতের নিশ্বসিত এই ঋগ্‌বেদাদি" ইত্যাদি শ্রুতি পরমাত্মপ্রতিপাদক।

এই অভিপ্রায়ানুসারেই স্বয়ং শুকদেব লিখিয়াছেন,—"এই হেতু স্বীয় আত্মা প্রিয়তম।" (শ্রীভাগবত, ১০ ১৪।৫২)। এই কথা বলিয়া পরে লিখিয়াছেন,—"এই শ্রীকৃষ্ণকে নিখিল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিও।"—(শ্রীভাগবত, ১০।১৪।৫৩)। শ্রীভগবান্ অখিলের আত্মা। সেই হেতু স্বীয় আত্মাও প্রিয়তম। সুতরাং জীবাত্মা পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে ভিন্ন।

যদি বল, পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে আত্মা ভিন্ন, তাহা হইলে একটি ব্রহ্মসূত্রের বৈয়র্থ্য কল্পনা হয়। "যাবৎ বিকারাত্তু বিভাগো লোকবৎ" (ব্রহ্মসূ, ২।৩।৭) ভিন্নত্ব স্বীকার করিলে আত্মার বিকারত্বপ্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। (ব্রহ্মসূত্রটির অর্থ এই যে, লৌকিক বিকারের ন্যায় শ্রুতিতেও বিকার পর্য্যন্তই বিভাগ করিয়াছেন। বিভাগ শব্দের অর্থ উৎপত্তি।) যাহা উৎপন্ন, তাহা বিকারী। আত্মাকে জন্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাকেও বিকারপ্রাপ্তির অধীন হইতে হয়। সুতরাং আত্মাকে যদি একমাত্র নিত্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা যায়, তবে ইহা বিকারী না হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আত্মা বিকারশীল পদার্থের সমধর্ম্মক নহে। বিকারশীল জড়াদি বস্তু হইতে আত্মার যে বৈধর্ম্ম্য আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তজ্জন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নাই।

আত্মা প্রমাণাদি বিকার-ব্যবহারের আশ্রয়স্বরূপ। আত্মপ্রত্যয় না হইলে কোনও প্রমাণাদি বিকার ব্যবহার হয় না। আত্মপ্রত্যয় তৎপূর্ব্বেই সিদ্ধ হয়। সুতরাং বিভাগযুক্তি-লব্ধ ন্যায়ের অবতরণ এখানে হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদের এমন নিত্যত্ব শ্রুতি আছে, যাহাতে বৈকুণ্ঠাদি বস্তুরও নিত্যত্ব সম্বন্ধে উপদিষ্ট হয়। আত্মা যে উৎপন্ন নহেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে বিকারিত্ব প্রভৃতি দোষের আশঙ্কা নাই, এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ ব্রহ্মসূত্রে এই যে, "নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (ব্রহ্মসূ, ২।৩।১৭) অর্থাৎ আত্মা উৎপন্ন নহেন—শ্রুতিতে ও

স্মৃতিতে আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ আছে। এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসূত্রের আশঙ্কা অপসৃত হয়। সুতরাং এই জাতীয় শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রানুসারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন।

যদি বল, ঈশাবাস্য উপনিষদেও ত জীব ও পরমাত্মাকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন "যিনি উভয়কে এক বলিয়া দেখেন, তাঁহার মোহ কোথায়, শোকই বা কোথায়?" এইরূপ শ্রুতিসমূহ জীবের পরমাত্মার সহিত ঐক্যাপেক্ষক। অর্থাৎ যাঁহারা পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য মুক্তি-লাভে প্রয়াসী, এই জাতীয় শ্রুতি তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যদ্যোতক মাত্র।

মহাভারতেও লিখিত আছে,—"সাঙ্খ্যযোগ বিচারণ ব্যাপারে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না।" এ সকল পরমত। উক্ত মহাভারতে আবার স্বমতও দৃষ্ট হয়। সে স্থলে পারস্পরিক জীবভেদ প্রদর্শন করিয়া, সাক্ষিরূপে পরমাত্মার বিন্যাস করা হইয়াছে এবং পরমাত্মা যে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন, সে বিষয়ে স্বমতের আতিশয্যও মহাভারতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্‌যথা,—"যেমন বহু পুরুষের এক উৎপত্তিস্থল বলা হইয়াছে, সেইরূপ আমি সেই গুণাধিক পুরুষকে বিশ্ব বলিয়া অভিহিত করি।"—(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৫০ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)। এই উপক্রম করিয়া পরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ এইরূপ,—"আমার তোমার অন্তরাত্মা এবং অন্যান্যের দেহি-সংজ্ঞিত যে সকল বস্তু আছেন, এই পরমাত্মা সকলেরই সাক্ষিস্বরূপ। ইহাঁকে কেহ কখনও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ইনি বিশ্বমূর্দ্ধা, বিশ্বভুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বচক্ষু, বিশ্বনাসিক। ইনি স্বাধীন ভাবে সর্ব্বভূতে বিচরণশীল, স্বৈরাচারী, একমাত্র পরমাত্মা।"—(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৫১ অঃ, ৪-৫-শ্লোক)।

ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্; সুতরাং ভেদবাদে সর্ব্বজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার কোনও হানি হয় না। সুতরাং জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় ভেদ স্বীকার্য্য। ভেদজ্ঞানেও মুক্তির কোন ব্যাঘাত নাই। যথা শ্রুতি,—"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" (শ্বেতাশ্ব, ১।৬)। মুক্তিতেও ভেদ উপলব্ধ হয়,—"ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৩)। ইহার মাধ্বভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মসমূহ, বিজ্ঞানময় আত্মা, ইহাঁরা সকলেই অব্যয় পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া এক হন। মুক্ত জীব যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ। (ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতি—ইহাও এতদ্বিষয়ক একটি প্রমাণ)। সুতরাং এই উভয়ের বিভাগ নাই। "ইতঃপূর্ব্বে যিনি ছিলেন, মুক্তাবস্থাতেও তিনি আছেন। এক কখনও অন্য হয় না।" যদি এই কথা বল, তাহা বলিতে পার না। ইহা একটা লৌকিক দৃষ্টান্তের ন্যায়। সে দৃষ্টান্তটি এই যে, এক জলের সহিত অপর জল মিশ্রিত করিলে, উহা একাকার হইলেও ভিন্ন বস্তুনিবন্ধন উহা অন্তর্ভূত বলিয়াই মনে করিতে হইবে; কিন্তু এক পদার্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে না। মুক্তাবস্থায় আত্মা যখন পরমাত্মার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন, তখনকার অবস্থাও এইরূপ। ভিন্ন বস্তু ভিন্ন বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত হইল, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধ

জল শুদ্ধ জলে মিশিয়া যেমন তাহার অন্তর্ভূত হয়, হে গোতম, তত্ত্বজ্ঞ মুনির আত্মাও সেইরূপ ব্রহ্মে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করে (কঠ উ, ৪।১৫)। তথাহি স্কন্দপুরাণে—'জলে যেমন জল মিশিয়া যায়, সেইরূপ বুদ্ধির বর্দ্ধয়িতা জীবাত্মাও পরমাত্মায় সাযুজ্য লাভ করেন। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যাদি বিশেষণে জীবের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই (জীব পরমেশ্বরের অধীন), ব্রহ্ম ঈশানাদি দেবগণও হরির অধীন, তাঁহারাও কৈবল্য (স্বাতন্ত্র্য) লাভ করিতে পারেন না। কেবল হরিই স্বতন্ত্র।

শ্রীরামানুজ-ভাষ্যেও লিখিত হইয়াছে, সাধন অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা-নির্ম্মুক্ত পুরুষের পক্ষেও পরব্রহ্মের সহ স্বরূপৈক্য লাভ অসম্ভব। অবিদ্যার আশ্রয়োপযোগী জীবের তদ্‌যোগ্যতা লাভ অসম্ভব। এ বিষয়ে যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। মুক্তের তদ্ধর্ম্মমাত্র লাভ হয়। যথা ভগবদ্গীতায়,—"এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টি-কালেও আর জন্ম গ্রহণ করেন না, প্রলয়েও তাঁহাদিগকে ব্যথিত হইতে হয় না" (১১।২)। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এ সম্বন্ধে যে প্রমাণ আছে, তাহা এই,—

তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥—(বিষ্ণুপু, ৬।৭।৯৫)।

অর্থাৎ এই জীব মুক্তাবস্থায় পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া তদ্‌ভাবাপন্নস্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া অভেদ হয়েন। ভেদ জীবের অজ্ঞানকৃত।

শ্রীভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন; যথা,—মুক্তের স্বরূপ বলা হইতেছে। 'তদ্ভাব' পদের অর্থ ব্রহ্মের ভাব, স্বভাব মাত্র; কিন্তু স্বরূপৈক্য নহে। 'তদ্ভাবভাবমাপন্ন' এই সমস্ত পদের দ্বিতীয় ভাব শব্দ অন্বয়বিহীন। পরমাত্মার ভাব—অপাপবিদ্ধতাদি; ইহাই হয় স্বভাব যাঁহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন পদটির অর্থ—ব্রহ্মস্বভাবকত্ব জীব এই প্রকার স্বভাব দ্বারা পরমাত্মার সহ অভেদী অর্থাৎ তুল্য হয়, এ বাক্যের ইহাই অভিপ্রায়। পরমাত্মস্বভাববিরোধী দোষযুক্তাদি ভেদ জীবের অজ্ঞানকৃত।

জীবাত্মা যে আবির্ভূতস্বরূপ, ছান্দোগ্যের একটি শ্রুতি পাঠেও তাহা জানা যায়। সে শ্রুতি-টির তাৎপর্য্য এইরূপ,—"এইরূপ এই সুষুপ্ত, সম্যক্ প্রসন্ন আত্মাও এই শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া অভিব্যক্ত হয়েন। অভিব্যক্তিকালে ইঁহার একটি নিজ রূপ লাভ হইয়া থাকে।"—(ছাঃ উঃ, ৮।১২)। এ সম্বন্ধে একটি মুণ্ডক-শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, সেই সময়ে বিদ্বান্ পুণ্য-পাপ ত্যাগ করিয়া নিরঞ্জনরূপে পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।—(মুণ্ডক,৩।১।৩)। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত হইয়াছে যে, "চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে টানিয়া লয়, সেইরূপ ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে বিকার্য্য ব্রহ্মানুধ্যায়ী উপাসককে আপনাতে আকর্ষণ করিয়া লয়েন।"—(বিষ্ণুপু, ৬।৭।৩০)। এ স্থলে ভেদপ্রদর্শনই অভিপ্রেত হইয়াছে। এ স্থলে কেহ কেহ এই শ্লোকের আকর্ষক শব্দের অর্থ করেন—অগ্নি। তাঁহাদের ব্যাখ্যা এই যে,আকর্ষক অগ্নি যেরূপ স্বীয় শক্তিদ্বারা বিকার্য্য (অন্তরূপে বিকারযোগ্য) লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, সেইরূপে ব্রহ্মও স্বীয় শক্তিপ্রভাবে উপাসকগণকে অগ্নিভাব—আত্মস্বভাব প্রাপ্ত করান। শ্রীধরস্বামী কিন্তু এ স্থলে

আকর্ষককে অগ্নি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি আকর্ষক শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অয়স্কান্ত মণি। শ্রীপাদ জীব, আকর্ষক শব্দের অর্থ চুম্বক বলিয়াই নির্দ্ধারিত করিয়া লিখিয়াছেন—আত্ম-ভাব শব্দের অর্থ আত্মার অস্তিত্ব অর্থাৎ সংযোগ। ব্রহ্ম, ব্রহ্মধ্যায়ীকে আপনাতে আপন শক্তি-বলে সংযুক্ত করেন, ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

এই প্রকারেই আকর্ষকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ঐক্যার্থে নহে। এইরূপ সযুক্তি বাক্যের অবিরুদ্ধ বহু বহু শ্রৌত সান্ত ভেদবাক্য থাকিলেও 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হয়েন' এইরূপ (মুণ্ডক, ৩।২।৯) বাক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ বাক্যে ব্রহ্মতাদাত্ম্যই বুঝায়—ব্রহ্মের অভেদত্ব বুঝায় না। জীব, ব্রহ্মের স্বভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্ম হন না।

(মুণ্ডক-শ্রুতিতে 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হয়েন' এইরূপ উক্তি আছে)। তৎস্থলেও জীবগণের আকা-শত্বাদি-প্রাপ্তিসূচকসমূহে তদর্থের অনুপপত্তি হইলেও জীবে আকাশধর্ম্ম ও সেই সকল ধর্ম্মের অত্যন্ত সংযোগপ্রাপ্তিই বুঝায়; কিন্তু জীব যে আকাশ হইয়া গেলেন, এরূপ অর্থ বুঝায় না। (অর্থাৎ জীব আকাশের ন্যায় অসঙ্গ, উদার ও মুক্ত, ইত্যাদি আকাশধর্ম্ম তখন মুক্ত জীবে আরোপিত হয় মাত্র।)

"মুক্তোপসৃপ্তব্যপদেশাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এই যে, ব্রহ্ম, মুক্ত সাধুগণের উপসৃপ্ত অর্থাৎ গতি। এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হয়। মাধ্বভাষ্যে ঐ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, 'মুক্তানাং পরমা গতিঃ'। তৈত্তিরীয় উপনিষদে মুক্তাবস্থায় জীব-ব্রহ্মের ভেদই প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—তিনি রসস্বরূপ; এই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়। (তৈঃ আঃ, ৭।২)। সুতরাং জীব ও পরমে ভেদই স্বীকার্য্য। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, ইহা হইতে মায়ী এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, সেই বিশ্বে মায়াদ্বারা অপর (জীব) সন্নিরুদ্ধ হয়।—(৪।৯)। ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে,—উভয়েই অজ; কিন্তু একজন জ্ঞ, অপর জন অজ্ঞ; একজন ঈশ্বর, অপর জন অনীশ্বর।—(১।৯)। "যিনি ঈশ্বর, তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনসমূহের মধ্যে চেতন, বহুর মধ্যে এক। ইনি কামসকলের বিধান করেন" (তত্রৈব ৬।১৩)। "এই উভয়ের অন্যটি কর্ম্মফল ভোগ করেন"—(মুণ্ডক, ৩।১।১)। "একটি অজ (জীব) কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপর অজ ভুক্তভোগ ত্যাগ করেন"—(শ্বেতাশ্ব, ৪।৫)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এ সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ-বচন আছে। উহাদের ভাবার্থ এইরূপ,—ভূমি, জল, ইত্যাদি করিয়া আমার অষ্ট প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি এবং জীবপ্রকৃতিকে আমার পরা প্রকৃতি বলিয়া জানিও। মহৎরূপ ব্রহ্ম আমার যোনি, তাহাতেই আমি গর্ভ রচনা করি। হে অর্জ্জুন! সকলের হৃদ্দেশেই ঈশ্বর বিরাজ করেন। ইত্যাদি।

"বিশেষণাচ্চ" (ব্রহ্মসূ, ১।২।১২) এই সূত্রের মাধ্বভাষ্যেও এ সম্বন্ধে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত প্রমাণ দৃষ্ট হয়। উহাদের ভাবার্থ এইরূপ,—"আত্মা সত্য, জীব সত্য" ইত্যাদি পৈঙ্গী শ্রুতি।

আত্মা পরমস্বতন্ত্র ও বহুল-কল্যাণ-গুণময়; জীব অল্পশক্তি, অস্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র (ভাল্লবেয় শ্রুতি)।

মহাভারতে লিখিত আছে,—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যেমন সত্যরূপে দৃঢ় নিশ্চয় করা হইয়াছে, আমার বাক্যকেও সেইরূপ সত্য করুন।

তবে যে অভেদবাক্য-সকল আছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জীব ও পরমাত্মা চিৎসম্বন্ধে একরূপ, ইহাই বুঝাইবার জন্য উপাসনাবিশেষের নিমিত্ত ঐরূপ অভেদাকারে বলা হইয়াছে। ফলতঃ উভয় বস্তু এক নহে। এই প্রকারে অভেদ নির্দ্দেশের হেতু বলিয়া প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

অতঃপরে মূল গ্রন্থে পরমাত্ম-সন্দর্ভে (সপ্তত্রিংশ বাক্যে) লিখিত আছে,—তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্‌ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্তাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদনির্দ্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈশিষ্ট্যদর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশাচ্চ নাসমঞ্জসঃ। (অর্থাৎ এই প্রকারে ভগবৎশক্তিত্ববাদ স্থাপিত হইলে শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশ-নিবন্ধন শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তিরও ব্যতিরেক নিবন্ধন জীব ও পরমের চিৎরূপের অবিশেষ হেতু একই বস্তুতে কখনও অভেদ নির্দ্দেশ, কখনও বা শক্তির বিবিধতা দর্শনে ভেদ নির্দ্দেশে অসামঞ্জস্য-দোষ হয় না।) এই বাক্যের আভাস লইয়া ও দিয়াই অন্য প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে।

অপর কেহ কেহ বলেন, যেমন যমুনা-নির্ঝরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, 'তুমি কৃষ্ণপত্নী', যমুনা কৃষ্ণপত্নী; আবার সূর্য্যমণ্ডলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, 'হে সূর্য্য, তুমি ছায়ার পতি', সূর্য্য ছায়ার পতি, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠেয়ের অভিমানিসূচক এইরূপ সহস্র সহস্র প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে একই শব্দ ও শব্দার্থ-প্রতীতিতে উক্ত পদার্থের অভিমানী অধিষ্ঠাতাকেই বুঝায়। অর্থাৎ 'যমুনা' বলিলে যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই বুঝায়। 'তত্ত্বমসি' বাক্যেরও এইরূপেই অর্থ করিতে হইবে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে জীব ও পৃথিবী প্রভৃতি ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে,—'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্', 'যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। সুতরাং অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় এক বস্তু নহে, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

শ্রীরামানুজীয়গণ বলেন, তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে যে সামানাধিকরণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা নির্ব্বিশেষ বস্তুজ্ঞাপক নহে। তৎ পদ ও ত্বং পদ সবিশেষ ব্রহ্মেরই অভিধায়ক। সামানাধিকরণ্য স্থলে এক বস্তুরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দ্যোতক পদের বিন্যাস থাকা প্রয়োজনীয়। তৎ ও ত্বং প্রকারদ্বয় পরিত্যাগে পদ ব্যবহারের কারণভেদ না থাকিলেই সামানাধিকরণ্যই পরিত্যক্ত হয়। অপিচ তৎ ও ত্বং এই পদেরই লক্ষণায় অর্থ পরিগ্রহ করিতে হয়। মুখ্যার্থের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও লক্ষণায় অর্থগ্রহ দোষজনক। 'সেই এই দেবদত্ত', এ স্থলে লক্ষণা অর্থগ্রহ করার কোনও হেতু দেখা যায় না। কেন না, অতীত সময়ে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, এখনও তাহাকেই দেখিতেছি; সুতরাং দেবদত্ত সম্বন্ধে ঐক্যপ্রতীতির কোনও বিরোধ নাই। (তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি বা বিরোধ হইলেই মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণার্থ গ্রহণ করিতে হয়।

পূর্ব্বে কোন স্থানে দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহাকে এখানে দেখিতেছি। এ স্থলে দেশভেদ-বিরোধ কালভেদে পরিহৃত হইল। এ স্থলে দেবদত্ত একই ব্যক্তি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে দেখা গিয়াছে। ইহাতে মুখ্যার্থের কোনও হানি হয় না।) *

তৎ ত্বমসি স্থলে লক্ষণা অর্থ করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বুঝাইতে গেলে "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" এই শ্রুতির উপক্রম-বিরোধ ঘটে। অপি চ ছান্দোগ্য উপনিষদে এক বিজ্ঞানে যে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভের প্রতিজ্ঞা আছে, তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে জ্ঞানস্বরূপ, নিখিলদোষ-বিহীন, সর্ব্বজ্ঞ, সমস্ত-কল্যাণ গুণাধার পরব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-কার্য্যজনিত অনন্ত অপুরুষার্থ-দোষাশ্রয়ত্ব ঘটে। অপর পক্ষে যদি বাধার্থ স্বীকার কর অর্থাৎ তৎ ও ত্বং পদে যে সামানাধিকরণ্য আছে, উহা ঐক্যার্থক নহে—বাধার্থক, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যস্থিত উক্ত পদদ্বয়ের অধিষ্ঠান-লক্ষণা ও নিবৃত্তি-লক্ষণা প্রভৃতি দোষ ঘটে (অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য ভাব অসঙ্গত বা বাধিত হইলে তৎ পদের অধিষ্ঠান চৈতন্য পরব্রহ্মে একটি লক্ষণা করিতে হয় এবং জীবের জীবত্বনিবৃত্তিদ্যোতক ত্বং পদে আর একটি লক্ষণা করিতে হয়। এইরূপ লক্ষণার ফলে জীবের জীবত্বনিবৃত্তিতেই উহা স্বীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র তুরীয় বা ব্রহ্ম-চৈতন্যের সহিত এক হয়। এইরূপে দুই পদে লক্ষণায় উপক্রম-বিরোধ-দোষ এবং শ্রুতিবিরোধ প্রভৃতি বহুল দোষ ঘটে।) বাধার্থ ধরিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষের কোন হানি হয় না। অপরন্তু আরও বিশেষ দুইটি দোষ এই যে, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়। কিন্তু ভ্রম যখন তিরোহিত হয়, তখন বলা হয়, ইহা রজত নহে। এ স্থলে রজতজ্ঞানের বাধ মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তত্ত্বমস্যাদি স্থলে তাদৃশ কোন বাধ প্রতিপন্ন হয় না। অথবা এ স্থলে কেবল স্বসিদ্ধান্ত সংরক্ষণার্থই অগত্যা বাধ কল্পনা করিতে হয়, ইহাও একটি দোষ। অপর দোষ এই যে, তৎপদের অধিষ্ঠান চৈতন্য ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্ম বুঝায় না, সুতরাং এ স্থলে কোনও বাধারই উপপত্তি হয় না। (অর্থাৎ "শুক্তিই রজত" এ কথায় কেহই শুক্তিকে রজত বলিয়া স্বীকার করে না—শুক্তি কখনই রজত নহে, এই জ্ঞান বলবৎ হইয়া শুক্তিত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম উপস্থাপিত হয়; সুতরাং উহা অভেদজ্ঞানের বাধক হয়। তৎ ত্বমসি বাক্যেও যদি সেইরূপ জীবভাবের বাধ বা মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যায়, তাহাতেও পূর্ব্বপ্রদর্শিত উপক্রম-বিরোধ ও দুই পদের লক্ষণাদি দোষের কোনও হানি হয় না। এই বাধ কল্পনায় আরও দুইটি দোষ উপস্থাপিত হয়। সেই দুইটি দোষ কি, তাহাই বলা হইয়াছে)।

---

* মায়াবাদীরা "সোহয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্যের লক্ষণার্থ গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন, 'সঃ' বলায় পূর্ব্বদৃষ্ট অতীতকালীয় ব্যক্তিকে বুঝায়, অয়ং শব্দে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষগোচর ব্যক্তিকে বুঝায়। অতীতদৃষ্ট ও বর্ত্তমানদৃষ্ট বস্তু সামানাধিকরণ্যে উপস্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু দৃষ্ট বস্তু একই পদার্থ। এই নিমিত্ত পূর্ব্বদৃষ্টতা ও পর-দৃষ্টতা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা এ স্থলে কেবল দেবদত্তমাত্রেরই অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তৎ ত্বম্ অসি বাক্যের প্রকারদ্বয়ের মুখ্য অর্থ বিরুদ্ধ হয় বলিয়া মায়াবাদীরা ইহার লক্ষণা অর্থে নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্র গ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজ তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন।

যদি বল, অধিষ্ঠান-চৈতন্যটি পূর্ব্বে অবিদ্যায় তিরোহিতবৎ প্রতিভাত হয়েন, পরে তৎপদ দ্বারা তাহার অতিরোহিত স্বরূপ উপস্থাপিত হয়। এ কথাও বলিতে পার না। যেহেতু বাধের পূর্ব্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকিলে তদাশ্রয় ভ্রম ও বাধের সম্ভবই হইতে পারে না। অপরন্তু যদি এমন বলা যায় যে, ভ্রমের আশ্রয় অধিষ্ঠান আবৃত থাকে না, এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, অধিষ্ঠানের স্বরূপ যখন ভ্রমবিরোধী, এ অবস্থায় অধিষ্ঠানের স্বরূপ প্রকাশমান না থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম বা বাধ, ইহার কোনটিরই উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং এ স্থলে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম স্বীকৃত না হইলে এবং উহার ধর্ম্মের আবরণ স্বীকৃত না হইলে ভ্রান্তি ও বাধ উপপন্ন হইতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ কোন এক পুরুষে যখন কেবল পুরুষগত আকার-জ্ঞান থাকে, কিন্তু তদতিরিক্ত তাহার রাজপুরুষাদির ভাবদ্যোতক কোন লক্ষণ বা ভাব তাহাতে না থাকে, বনের মধ্যে এমন কোন অস্ত্রধারী পুরুষকে দেখিলে তাহাকে ব্যাধ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। যদি কেহ বলিয়া দেয় যে, ইনি এই রাজা, তবে তখন ব্যাধত্ব ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে। কেবল আকারমাত্রে ব্যাধত্বভ্রম নিবারিত হয় না। কেন না, উহাঁর পুরুষাকারের ভ্রমাধিষ্ঠান তাহার দেহেই প্রকাশমান থাকে, তাহাতে তাঁহার রাজত্বের উপদেশযোগ্য কিছুই থাকে না এবং তাহাতে ভ্রমেরও উপমর্দ্দন হয় না।—(শ্রীভাষ্য)।

সুতরাং অভেদবাদের সঙ্গতি নাই। (ঔপচারিক) ভেদাভেদবাদ-মতে ব্রহ্মেই যখন উপাধি-সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় এবং এই উপাধি-সম্বন্ধ নিমিত্তই যখন জীবের জীবত্ব স্বীকৃত হয়, এ অবস্থায় জীবগত দোষাদি ব্রহ্মেই প্রাদুর্ভূত হইয়া পড়ে, ইহা অতি দূষণীয় বিরোধ। এই নিমিত্ত নিখিল-দোষ-বিরহিত, অশেষ-কল্যাণগুণাত্মক ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ উপদেশ অবশ্যই পরিত্যাগার্হ।

স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদেও ব্রহ্মের স্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হওয়ায় গুণবৎ জীবের দোষগুলিও ব্রহ্মের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত সদোষ জীবের ব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশ অতি বিরুদ্ধ।

শুদ্ধ ভেদবাদিগণের মতে ব্রহ্ম ও জীব অত্যন্ত ভিন্ন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপদেশ অত্যন্ত অসম্ভব। সুতরাং "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ স্বীকার করিলে সর্ব্ববেদান্ত পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে।

অপর পক্ষে যাঁহারা (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা) সমস্ত উপনিষৎপ্রসিদ্ধ সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মশরীর বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যাত ব্রহ্মাত্মবোধক উপদেশসমূহ সম্যক্‌রূপেই উপপন্ন হইয়া থাকে। জাতি ও গুণ-পদার্থের ন্যায় দ্রব্য-পদার্থও শরীরভাবে পরব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। পুরুষ কর্ম্মদ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছেন, ইত্যাদি সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট প্রমাণসমূহ লোকব্যবহারে ও বৈদিক প্রয়োগে সর্ব্বদাই মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়। ষণ্ড গো, শুক্ল বস্ত্র ইত্যাদি স্থলে 'ষণ্ডত্ব' জাতি ও 'শুক্লত্ব' গুণ দ্রব্য-পদার্থ গো

ও বস্ত্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। সামানাধিকরণ্যই এরূপ হওয়ার কারণ। মনুষ্যত্বাদি প্রকারক দেহপিণ্ডগুলি আত্মারই প্রকারত্বদ্যোতক বিশেষণ। আত্মা পুরুষ, ষণ্ড ও স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলেও সামানাধিকরণ্য সর্ব্বানুগত। সামানাধিকরণ্য নিমিত্তই পুরুষ-ষণ্ডাদি আত্মার প্রকারত্ব বা বিশেষণদ্যোতক। কিন্তু পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি পদার্থ-সকল উহার কারণ নহে। স্বনিষ্ঠ দ্রব্যসমূহ কখন কখন কোনও স্থলে দ্রব্যের বিশেষণরূপে মত্বর্থীয় প্রত্যয়যোগে প্রযুক্ত হয়—যেমন 'দণ্ডী', 'কুণ্ডলী' ইত্যাদি। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতীত হওয়ার যোগ্য না হইলে মত্বর্থীয় প্রত্যয়যোগে বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইবে না। ইহাদের বিশেষণত্ব কেবল সামানাধিকরণ্য নিবন্ধনই ব্যবস্থিত হয়। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি শরীরকে কেহ কখনও আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে উপলব্ধ করেন না। অতএব 'মনুষ্যই আত্মা' এইরূপ যে সামানাধিকরণ্য দৃষ্ট হয়, উহা লাক্ষণিক।

এরূপ সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ। জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি শরীরও আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনবিশিষ্ট আত্মারই প্রকারদ্যোতক অর্থাৎ আত্মারই বিশেষণবৎ। মনুষ্যাদি শরীর যে আত্মাশ্রিত, ইহা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়। কেন না, দেহ হইতে আত্মা বিশ্লিষ্ট হইলেই দেহ-নাশ ঘটে। আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগার্থই দেহের উদ্ভব। আত্মাই দেবতা ও মনুষ্য হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রভৃতি আত্মারই বিশেষণ—আত্মারই প্রকারদ্যোতক। জীবাদি শব্দে যে কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তি পর্য্যন্ত বুঝায়, আত্মৈকাশ্রয়ত্বই উহার হেতু। দণ্ড-কুণ্ডলাদিতে আত্মার প্রকারত্ব না থাকাতেই উহারা মত্বর্থীয় প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া বিশেষণের আকার ধারণ করে।—(শ্রীভাষ্য)।

যদি বল, জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ চক্ষুর্গ্রাহ্য, অতএব সততই উহার একত্ব-প্রতীতি হয়; কিন্তু আত্মা ত চক্ষুর গ্রাহ্য নহে। এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, জাত্যাদির ন্যায় একমাত্র আত্মার আশ্রয়ে থাকায় অর্থাৎ আত্মার প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত থাকায় শরীরও আত্মারই প্রকারত্বদ্যোতক অর্থাৎ বিশেষণ।

যেমন গন্ধাদি গুণ পৃথিব্যাদির স্বাভাবিক গুণ হইলেও চক্ষুদ্বারা পৃথিব্যাদি দর্শনের সময় উহাদের গন্ধাদি স্বাভাবিক গুণ দৃষ্ট হয় না, আত্মার সম্বন্ধেও সেই কথা। এই প্রকারে প্রতিপন্ন হয় যে, শরীরের ও আত্মার প্রকারত্ব-(বিশেষণ) দ্যোতক স্বভাবের অভাব নাই। অর্থাৎ শরীরও আত্মার বিশেষণই বটে।

যদি বল, শব্দ ব্যবহারেও দেখা যায় যে, শরীর শব্দ কেবল দেহমাত্রকেই বুঝায়, শরীর শব্দে আত্মা বুঝায় না। এ কথা বলিতে পার না। কেন না, শরীর আত্মারই বিশেষণ। আত্মার বিশেষণভাবেই শরীরের পদার্থ-সংজ্ঞা। শরীর শব্দটি আত্মারই পরিচায়ক। গোত্ব ও শুক্লত্ব, আকৃতি ও গুণকে বুঝায়, শরীরও সেইরূপ আত্মাকে বুঝায়। অতএব গবাদি শব্দের ন্যায় দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মা পর্য্যন্ত বুঝায়। এইরূপ দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-সকল

পরমাত্মার শরীর বলিয়া পরমাত্মারই বিশেষণ, তদ্ধেতু জীবাত্মবাচক শব্দগুলির অর্থব্যাপ্তি পরমাত্মা পর্য্যন্ত। অর্থাৎ উহারা পরমাত্মার বিশেষণ বলিয়া পরমাত্মাকে বুঝায়।

ব্রহ্মের চিদচিৎ বস্তুই শরীর। এ সম্বন্ধে বহুল শ্রৌত প্রমাণ আছে; যথা,—"পৃথিবী যস্য শরীরম্", "যস্য আত্মা শরীরম্", এই সকল শ্রুতিতে ইহা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের শরীর থাকিলেও অবিদ্যাময় শরীর হেতু পরমাত্মায় উহার ধর্ম্ম স্পর্শ করে না। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের অর্থসঙ্গতি করিতে হইলে 'জীবই যাঁহার শরীর, যিনি জগতের কারণ, তিনিই ব্রহ্ম', এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে হয় এবং তাহা হইলে তৎ ও ত্বম্, এই পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সুসঙ্গত হয়। তৎ ও ত্বম্, এই দুইটি পদ স্বতন্ত্রপ্রকার হইয়া যদি একই ব্রহ্মের বোধক হয়, তবেই সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হয়।

এ স্থলে সামানাধিকরণ্যের আরও একটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। উহা জ্যোতিষ্টোম মন্ত্র হইতে গৃহীত। যথা,—"অরুণয়া একহায়ন্যা পিঙ্গাক্ষ্যা গবা সোমং ক্রীণাতি" * অর্থাৎ অরুণবর্ণা, একবৎসরবয়স্কা, পিঙ্গাক্ষী গো দ্বারা সোম ক্রয় করিতে হইবে। এ স্থলে অরুণবর্ণ, একহায়নী ও পিঙ্গাক্ষী, এই বিশেষণবিশিষ্টতা দ্বারা সোম ক্রয়ের গো বুঝাইতেছে। এই বিশেষণগুলি গোর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারবোধক হওয়ায় এ স্থলেও সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। "নীলোৎপল আনয়ন কর", এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও সামানাধিকরণ্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এই প্রকারে নিখিলদোষ-বিবর্জ্জিত, অশেষকল্যাণ-গুণময় ব্রহ্মের জীবান্তর্যামিত্বও অপর ঐশ্বর্য্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত প্রকরণের উপক্রমটিও সুসঙ্গত হয়, এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয়। সূক্ষ্ম চিদচিৎ বস্তুনিচয় যেমন ব্রহ্মের শরীর, স্থূল চিদচিৎ বস্তুনিচয়ও তাঁহারই শরীর; যেহেতু ঐ সকল তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন।

কার্য্য ও কারণের একত্বনিবন্ধন স্থূল চিদ্বস্তু আধ্যাত্মিক অবস্থাপ্রাপ্ত জীব। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে "ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, এই ব্রহ্মের বিবিধ পরা শক্তির কথা শুনা যায়, ইনি অপাপবিদ্ধ, সত্যকাম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কোন বিরোধ থাকে না।

যদি বল, এরূপ হইলে তৎ ত্বম্ আদি উদ্দেশ্য বিষয়ে বিভাগ কি প্রকারে জানা সম্ভবপর হয় অর্থাৎ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে জানা যাইবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এখানে কোন বস্তুকে উদ্দেশ করিয়া তৎপক্ষে যে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে, সেরূপ মনে করিও না। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ভাব এখানে লক্ষিত হয় না। যেহেতু উক্ত প্রকরণের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, "এই সমস্ত জগৎই এত (ব্রহ্ম) দাত্মক। উদ্দেশ্য বিধেয়ভাব উহাতেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তৎপ্রতিপাদনই শাস্ত্রের প্রয়োজন। ঐ প্রকরণে "ইদং সর্ব্বং" বলা হইয়াছে। উহাতে জীব ও জগৎ নির্দ্দিষ্ট

---

* অত্র চ অরুণশব্দো গুণং অরুণিমায়াং অভিধত্তে। ন বা গোসামানাধিকরণ্যাদস্য দ্রব্যবোধকত্বং "তাবতাপি নাগৃহীতবিশেষণা বুদ্ধিঃ" ইতি ন্যায়াৎ অন্যগুণবোধকত্বাৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং গুণমাত্রে তৎ-পদশক্তিনিশ্চয়াচ্চ তস্য বা আরুণ্যস্য তৃতীয়য়া সোমক্রয়সাধনত্বং গম্যতে তচ্চ নোপপদ্যতে তস্য অমূর্ত্ততয়া বাসোহিরণ্যাদিবৎ সোমক্রয়ত্বাসম্ভবাৎ। ইত্যাদি।

হইয়াছে। তাহার পরেই ঐতদাত্মক বাক্যে ব্রহ্মই উহাদের আত্মা, তাহা বলা হইয়াছে। এ স্থলে হেতুও বলা হইয়াছে ; যথা,—সৎ ব্রহ্ম এই সকল জায়মান পদার্থের মূল আশ্রয় ও বিলয়-স্থান। তৎপরে বলা হইয়াছে, এই সকলই ব্রহ্মস্বরূপ, এই সকলই তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন, তাঁহাতে স্থিত ও তাঁহাতে বিলীন হয় ; অতএব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।—(ছান্দোগ্য)।

অপরাপর শ্রুতিসমূহও ব্রহ্মাতিরিক্ত চিৎ জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবরূপ অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তদ্‌যথা,—"সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনসমূহের শাসন করেন, যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্ অথচ পৃথিবী যাঁহার শরীর" ইত্যাদি। আত্মায় থাকেন, আত্মা যাঁহার শরীর ইত্যাদি (বৃহঃ আঃ) ; ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না।' 'ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, অপাপবিদ্ধ, অলৌকিক, অদ্বিতীয়, দেব নারায়ণ।'—(সুবালোপনিষৎ) তিনি ভূতসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং কার্য্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন। ব্রহ্মসূত্রকারও বলেন, 'সেই ঈশ্বর আত্মরূপেই উপাস্য, কেবল তত্ত্বজ্ঞগণ তাঁহাকে আত্মরূপেই প্রাপ্ত হয়েন এবং শিষ্যদিগকেও সেই ভাবে উপদেশ করেন (ব্রহ্মসূ, ৪।১।৩)। বাক্যকারও বলেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়াই গ্রহণ করিবে। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন, ইনি জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপে সমস্ত ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাত্মক জীবরূপে অনু-প্রবেশ দ্বারাই সকল পদার্থেরই বস্তুত্ব ও শব্দবাচ্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যে জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মাত্মক। কেন না, ব্রহ্মই চিৎ ও জড়ে অনুপ্রবেশ করেন। সুতরাং ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বাস্তবরূপে অভিহিত, এ অবস্থায় তৎপ্রতিপাদক শব্দসকল ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করে। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থপ্রতিপাদক শব্দসমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। সুতরাং ইহাও স্বীকার্য্য যে, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, শ্রুতিতে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, 'তত্ত্বমসি' বাক্যে সামানাধিকরণ্যে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা হইয়াছে। মধ্যম পুরুষ যুষ্মৎ শব্দযোগেই হইয়া থাকে।

এখন মূল গ্রন্থ পরমাত্মসন্দর্ভের ৫৭ বাক্য ব্যাখ্যার পরে যে স্থলে "পূর্ব্বং মায়াসৃষ্টেঃ" এইরূপ লিখিত আছে, সেই সৃষ্টিপ্রকরণ স্থলে নিম্নলিখিত বিচার যোজনীয়।

বিবর্ত্তবাদীরা বলেন, স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক এই জগৎ অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত। কেন না, অনাদিসিদ্ধ অবিদ্যাদিদ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা জীববিষয়ীভূত ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতীয়মান হয়েন। শুক্তিতে যেমন রজতভ্রম হয়, সেইরূপ অবিকৃত সৎস্বরূপ ব্রহ্মও অবিদ্যা দ্বারা জগৎরূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই বিবর্ত্ত।* অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান অবিদ্যারই অপর নাম।

বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন।

* অতাত্ত্বিক অন্যথাভাবই বিবর্ত্ত। অর্থাৎ পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগে রূপান্তরপ্রতীতিবিষয়কত্বই বিবর্ত্ত। যেমন শুক্তিতে রজতপ্রতীতি—যেমন রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি। এ স্থলে শুক্তি বা রজ্জু আপন আপন রূপ পরিত্যাগ করে না। অথচ উহাতে রজত ও সর্পভ্রম হয়, ইহাই বিবর্ত্ত।

ইহাতে কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মের রূপান্তরপ্রাপ্তি হইতে পারে না। কেন না, স্বয়ং ব্রহ্মবস্তুর কোনও রূপ নাই, কিন্তু রূপান্তরের স্মরণমাত্র হয়। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—"এই অধ্যাসটি কি? পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের আভাস পরে যখন স্মৃতিরূপে চিত্তে উদিত হয়, উহাই অধ্যাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।"

তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, যে জগৎ দৃশ্যমান হয়, স্মরণের সময়েও উহা দৃশ্যমান জগতের সহিত অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। এবম্বিধ জগতের ব্রহ্মই উপাদান, তদন্য আর কিছু নহে, ইহাই প্রতীতির বিষয় হয় অথবা অপর কিছু বলিয়া প্রতীত হয়। ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকা অসম্ভব হয়, তবে তাঁহা হইতে পৃথক্ দ্বৈতভাব কাহা দ্বারা কল্পিত হয়? যদি জীবত্বাদি কল্পনা-নিমিত্ত অজ্ঞান,—ব্রহ্মাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে দেবদত্তের ন্যায় অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসমূহদ্বারা ব্রহ্মকেই পীড়িত হইতে হয়; তাহা হইলে 'ব্রহ্ম যে অপাপবিদ্ধ', এই শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

অপি চ অজ্ঞান অর্থ অন্যথা জ্ঞান, উহা সবিশেষ জ্ঞানান্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া নিজেও সবিশেষ হইয়া থাকে। (শুক্তি-রজত দৃষ্টান্তে উভয়েই শুক্লত্বগুণ থাকা নিবন্ধন) শুক্লত্বাদি বিষয়ে বুদ্ধি অধিরূঢ় হইলে রজতভান ঘটে।

সবিশেষ জ্ঞানে কখনই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হন না, ইহা ইতঃপূর্ব্বেও সুসিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সুতরাং অজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে জগৎভ্রম (বিবর্ত্ত) কি প্রকারে হইবে? সর্প-গন্ধের ন্যায় কেতকী-গন্ধ; ইহাতে উগ্রতা ও শৈত্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দ্বারা উভয়ের সমত্বমাত্রই সম্ভাবিত হইতে পারে।

অপি চ এই যে 'অন্যথা জ্ঞানের' কথা বলা হয়, ইহা কি অন্য বস্তুর সদ্ভাবে বা অসদ্ভাবে স্বীকৃত হয়? যদি অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অন্যথা জ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে দ্বৈতই স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে। আর যদি অন্য কিছু না থাকা সত্ত্বেও অন্যথা-জ্ঞান স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহা "দধিতে আকাশ-কুসুমবৎ" অনর্থক অলীক কল্পনামাত্র হইয়া পড়ে।

অপরন্তু অজ্ঞান ও জগৎ পরম্পরা নিয়মে অনাদিসিদ্ধ, ইহাতে পূর্ব্বপূর্ব্ব জগৎ উহাদের পর পর আগত অজ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সংস্কারজন্য ভ্রম পূর্ব্বপ্রতীতি না থাকিলে হয় না। প্রতীতি থাকা সত্ত্বে ভ্রমের ব্যতিরেক হয় না। (কিন্তু যে স্থলে পূর্ব্বপ্রতীতির অভাব, সে স্থলে ভ্রমের সদ্ভাব সম্ভবপর হয় না—এ স্থলে ইহাই অভিপ্রায়।) সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত নহে। অপি চ অজ্ঞানদ্বারা জগদ্বুদ্ধি, আবার জগদ্বুদ্ধিতে অজ্ঞানের কল্পনা—ইহাও পরস্পরাশ্রয়-দোষদুষ্ট; এই হেতু এ সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত নহে।

যদি বল, অনাদিত্ব জন্য সে দোষ হয় না। তাহাও বলিতে পার না। কেন না, যিনি কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বর মতের উপর দোষ দিয়াছেন (৩।৩।১৬ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য) সেই

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যই ইহা অন্যত্র (১।১।৪ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে) বলিয়াছেন। (শরীর ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় না, আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতীত শরীর হয় না, এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ ঘটে। এই অন্যোন্যাশ্রয় ও অনাদিত্ব কল্পনা অন্ধকল্পিত অর্থাৎ উহার কিছুমাত্র উপজীবক প্রমাণ নাই।)

বর্ত্তমান কার্য্যের ন্যায় অতীত কার্য্যেও ইতরেতরাশ্রয়রূপ দোষবিশেষ হেতু অন্ধপরম্পরা-ন্যায় প্রদর্শিত দোষ ঘটে অর্থাৎ এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পরিচালিত করিলে যেমন উভয়েরই অনিষ্টের আশঙ্কা হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ। ভ্রম বিষয়ে দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকিলে উহা কোথাও দেখা যায় না। রজত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। রজতের বাস্তবতা স্বীকারেই অন্যে উহার ভান হয় এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানের অনুমান হয়। (রজতের বাস্তবতা পূর্ব্বে উপলব্ধ না হইলে শুক্তিতে উহার ভান হয় না) পূর্ব্বোক্ত মতবিরুদ্ধ জগৎপরম্পরা ভ্রমসিদ্ধ নহে। যদি বল, অনাদি কাল হইতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রমাবভাসিত ভ্রমমাত্রের আরোপ দ্বারাই জগৎভ্রান্তি অঙ্গীকৃত হইতে পারে। এ কথা বলিতে পার না। কেন না, প্রসিদ্ধ ভ্রমসিদ্ধ শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত হইতে ব্রহ্মে জগদ্‌বিবর্ত্ত সিদ্ধান্ত অতি পৃথক্।

(এক্ষণে অনুমানপ্রমাণে বিবর্ত্তবাদ খণ্ডিত হইতেছে ; যথা,—) যাহা নয়, তাহা নয়; দৃষ্টান্ত—যেমন রজ্জু-সর্পাদি। এই ব্যতিরেক অনুমিতিতে কেবল উপাধিমাত্রই থাকিয়া যায়। অপি চ এই জগৎ যদি কোনও স্থলে স্বতঃসিদ্ধ কোন জগতের আরোপে ব্রহ্মে স্ফুরিত হইবে, উহা অবশ্যই ভ্রমজন্য বলিয়া স্বীকার করা যায়। "যাহা তাহাই", যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম। "তুষাতু" ন্যায় দ্বারা (অর্থাৎ এই কথা মানিয়া লইলেও, এইরূপ ন্যায়ে) উক্ত প্রকার ভ্রম স্বীকার করিতে হইলে যদি অপর একটি জগৎ যে সত্য সত্যই, ইহা মানিয়া লইলে, সেই জগৎজ্ঞান যখন অপর জগতে অধ্যস্ত হয়, তখন উহার যথার্থের অভাবে এই জগৎই সত্যরূপে সম্ভাবিত হয়। অর্থাৎ শুক্তি ও রজত, উভয়েই বস্তু। উহাদের একের জ্ঞান অপরে আরোপিত হইলেও উহাদের বস্তুসত্তার অপলাপ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মে জগদ্‌বিবর্ত্ত-জ্ঞান সেরূপ নহে, উহা একবারেই অমূল ও শুক্তি-রজত-দৃষ্টান্ত-বহির্ভূত। আরও বক্তব্য এই যে, স্বপ্নানুভবের ন্যায় রজতের অনুভব পরেও বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলেও যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় জাগর অবস্থাতেও অনুভূত হয়, শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া মনে করিলেও তাহাতে যে রজত ভ্রম হইয়াছিল, সে জ্ঞান পরেও থাকিয়া যায়। দুইটি জ্ঞানের এইরূপ সহচারিত্ব হেতু কখনও অদ্বৈতপ্রতীতি সম্ভবপর হইতে পারে না। কামনা-দোষদুষ্ট চক্ষু শুভ্র শঙ্খকে পীতবর্ণ বলিয়া দেখে, পীতবর্ণে রঞ্জিত কাচের মধ্য দিয়া নিরীক্ষণ করিলেও শুভ্র শঙ্খ পীতবৎ দৃষ্ট হয়; এই দোষ ভ্রমকল্পিত নয়, উহা অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকৃত। জাগ্রৎসৃষ্টি যেমন ঈশ্বরের কৃত—জীবের অজ্ঞান-কল্পিত নহে, স্বপ্নসৃষ্টিও তেমনই ঈশ্বরেতেই সম্পন্ন হয়, ইহাই ঈশ্বরবাদি-গণের অনুমান। এ সম্বন্ধে দুইটি ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে,—"সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ" (ব্রহ্মসূ, ৩।২।১) অর্থাৎ সন্ধ্য শব্দের অর্থ স্বপ্ন—ইহা জাগর ও সুষুপ্তি, এই উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান প্রযুক্ত ইহাকে 'সন্ধ্য' বলা হয়। এই অবস্থায় যে রথাদির সৃষ্টি দৃষ্ট হয়, তাহা ঈশ্বরকর্ত্তৃক।

ইহার পরের সূত্রটি এই,—"নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ" (ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২)। ইহার অর্থ এই যে, কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মাই কাম ও পুত্রাদির নির্ম্মাতা। এই দুই সূত্রের মর্ম্মে জানা যায়, জগতের ন্যায় স্বপ্নও পারমেশ্বরী সৃষ্টি।

ইহার পরেই তত্রত্য তৃতীয় সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা,—"মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ" অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অনভিব্যক্তরূপ মায়াই উক্ত সৃষ্টির উপকরণ অর্থাৎ স্বাপ্নিকী সৃষ্টির একমাত্র উপকরণ মায়া। দেশ-কালাদি নিমিত্তসমূহের কোথাও কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা থাকিলেও মায়াই স্বাপ্নিকী সৃষ্টির উপকরণ। এই সকল ব্রহ্মসূত্র দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, পরমাত্মার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া শক্তির বিলাসেই স্বাপ্নিকী সৃষ্টি হইয়া থাকে।

অতঃপরে তত্রত্য চতুর্থ সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা,—"সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ" অর্থাৎ স্বপ্ন শুভাশুভের সূচক বলিয়া এবং শ্রৌত প্রমাণেও উহার সত্যতার উল্লেখ আছে বলিয়া স্বপ্নকে সত্যই বলিতে হইবে। এই সূত্রে জানা যায় যে, স্বপ্ন ভাবি সত্যসূচক; কখন কখন স্বপ্নে ঔষধ ও মন্ত্রাদিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেও ইহার সত্যসূচকতা সপ্রমাণ করে। একটি শ্রুতির মর্ম্ম এই যে, "যদি কেহ স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত পুরুষ নিরীক্ষণ করে, তবে সেই পুরুষ দ্বারা সে নিহত হয়।" সাক্ষাৎ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি দ্বারা হত্যা ঘটে, ইহাও শ্রুতিপাঠে জানা যায়।

অতঃপরে পঞ্চম সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্‌যথা,—"পরাভিধ্যানাৎ তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" অর্থাৎ স্বাপ্নিক রথাদির তিরোভাব পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত। যেহেতু পরমেশ্বরই জীবের বন্ধমোক্ষের কর্ত্তা। এই সূত্রদ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবের কোনও সামর্থ্য নাই; জীবের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে যে শ্রুতি আছে, তাহা গৌণী। স্বপ্নসৃষ্টিও জাগরবৎ পারমেশ্বরী সত্য। এই অভিমত অদ্বৈতবাদীদেরও সম্মত শ্রৌত মত।

শ্রীমৎরামানুজ স্বামী বলেন,—স্বপ্নকালে শ্রীভগবান্ প্রাণিগণের পুণ্য-পাপানুসারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপযোগী বিষয়সমূহ ও তৎসময়োচিত সংস্কারসমূহের সৃষ্টি করেন। স্বপ্নাবস্থাপ্রকাশিকা শ্রুতি বলেন,—সেখানে (স্বপ্নাবস্থায়) রথ, রথের উপযোগী ঘোটক, কিম্বা তদুপযুক্ত পথ থাকে না। কিন্তু তথায় এই সকল পদার্থেরই সৃষ্টি হয়। সেখানে আনন্দ, মুৎ বা প্রমুৎ নাই, কিন্তু ইহারা সেখানে সৃষ্ট হয়। (সাধারণ ভোগ্য দ্রব্য দেখিলে যে প্রীতি জন্মে, তাহার নাম মুৎ অথবা বিশিষ্ট প্রিয় বস্তুতে যে প্রীতি, তাহাই মুৎ। বিশিষ্ট ভোগ্যে যে প্রীতি, তাহা প্রমুৎ অথবা তাদৃশ বস্তুকে নিজ ব্যবহারযোগ্য করার ইচ্ছা হইলে তাহাতে যে প্রীতি হয়, তাহাই প্রমুৎ। ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারে যে প্রীতি, তাহাই আনন্দ – এই ব্যাখ্যা শ্রুতপ্রকাশিকা-সম্মত।) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয় বা নদ্যাদি নাই, কিন্তু ইহারা নির্ম্মিত হয়। তিনিই স্বপ্নাবস্থায় সকল পদার্থের নির্ম্মাতা। যদিও সকল পুরুষের অনুভবযোগ্য পদার্থ-সকল সেখানে বিদ্যমান থাকে না, তথাপি পরমেশ্বর সর্ব্বজন-ভোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করেন। যেহেতু তিনিই একমাত্র কর্ত্তা, ইনি সত্যসঙ্কল্প এবং অদ্ভুতশক্তি-সম্পন্ন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সর্ব্ববিধ কর্ত্তৃত্বই সম্ভবপর।

মানুষ নিদ্রিত হইলে এই পুরুষ জাগিয়া থাকেন এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ্য বস্তু নির্ম্মাণ করেন। ইনি শুদ্ধ, ইনি ব্রহ্ম এবং ইনিই অমৃত। নিখিল লোক ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।—(কঠউঃ, ২।৫।৮)। ব্রহ্মসূত্রকারও "মায়ামাত্রন্তু" ইত্যাদি (৩।২।৩) সূত্রদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, জীব অনভিব্যক্তস্বরূপ, জীবের সম্যক্ অভিব্যক্তির সামর্থ্য নাই। স্বাপ্নিক বস্তুসকল সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরের সত্য-সঙ্কল্পশক্তিবিলাস মাত্র। শ্রুতি বলেন, "সকল লোকই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।" গৃহাভ্যন্তরে (অপবরকালাদিষু) নিদ্রিত ব্যক্তিও যে স্বপ্নাবস্থায় স্বশরীরে দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে, ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সেই সময়ে পাপপুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অনুরূপ অপর দেহ সৃষ্ট হয় এবং তৎশরীর দ্বারা তৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয়।—(শ্রীভাষ্যানুবাদ)।

পরমাত্মার এইরূপ স্বপ্নসৃষ্টি যুক্তিযুক্তই বটে। জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সৃষ্টিভেদে এই নিখিল বিশ্ব-প্রপঞ্চের জন্মাদিকর্তৃত্ব দ্বারা পরমাত্মারই সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় স্বকীয় সঙ্কল্পপ্রসূত, বেদান্তসূত্রকার এই মতের অভ্যুপগমে এক সূত্র করিয়াছেন; তাহার মর্ম্ম এই যে, স্বপ্ন হইতে জাগর জ্ঞান পৃথক্। কেন না, জাগর জ্ঞান স্বপ্ন-জ্ঞানের বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্ট। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, জাগরণে তাহা উপলব্ধ হয় না। কিন্তু জাগরণে যে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, স্বপ্নের দৃষ্টান্তের ন্যায় তাহাদের অন্যথাভাব হয় না। এই সূত্রে ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু স্বপ্ন যে স্বপ্নদ্রষ্টার নিজের সৃষ্টি বা নিজের সঙ্কল্পজাত, এ অভিমত স্বীয় পক্ষের অভিমত নহে। কেন না, অতঃপরে "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ" সূত্রদ্বারা স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে যে, স্বপ্নও পরমেশ্বরেরই সৃষ্টি।

"নৈকস্মিন্ন সম্ভবাৎ" (২।২।৩৩) এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এক ধর্ম্মীতে যুগপৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, এই বিরুদ্ধ দুই ধর্ম্মের সমাবেশ হয় না। ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, এই জগৎও সত্তা ও অসত্ত্ব, এই উভয়ের দ্বারা অনির্ব্বচনীয় নহে। এই সূত্র দ্বারা জগতেরও অনির্ব্বচনীয়ত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি নিখিল দ্বৈতজাত পদার্থই জীবের অজ্ঞানকল্পিত হয় এবং জীবের স্বরূপ যদি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু না হয়, তাহা হইলে বাস্তব পক্ষে সর্ব্বজ্ঞাদি-অভিমানী অন্য কোনও ঈশ্বর আছেন, এমন বলা যায় না। তাহা হইলে স্থাণুতে যেরূপ পুরুষ কল্পিত হয়, সেইরূপ জীবের স্বস্বরূপই ঈশ্বর বলিয়া কল্পিত হয়েন, ইহাই বুঝিতে হইবে। মানুষ যেমন স্বপ্নে আপনাকে রাজা বলিয়া মনে করে, এই ঈশ্বর-কল্পনাও তাদৃশ হইয়া পড়ে। যথার্থ জ্ঞানোদয়ে স্থাণুতে (মুড়া গাছ) যেমন পুরুষ-কল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞান-বিনাশকালে জীবের ঈশ্বর অভিমানেরও অভাব হয়। এই অবস্থায় অজ্ঞান-কল্পমান ঈশ্বরেরও অভাব হওয়ায় অনুমানসিদ্ধ, সম্প্রতিপন্ন, শাস্ত্রোদিত 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদি যে জগৎ-কর্তৃত্বদ্যোতক সূত্র ও তদ্বিষয়ক শাস্ত্রবাক্য আছে, তৎসকলই প্রলাপবাক্যবৎ হইয়া পড়ে। তত্তৎস্থলে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব বিহনে জীব ও প্রধানের এই বিচিত্র জগৎকর্তৃত্বাদি এক-

বারেই সম্ভবপর হয় না। অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত এই যুক্তিগুলিও উপহাসাস্পদ হইয়া পড়ে। যদি বল যে, জীবের অজ্ঞাননিবন্ধনই ভেদোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে "ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ" (ব্রহ্মসূ, ২।১।২১) (অর্থাৎ জীবের জগৎকর্তৃত্ব স্বীকারে তাহাতে হিতাকরণাদি দোষের প্রসক্তি হয়)। এই সূত্রের প্রতিপাদ্য জীবকর্তৃক সৃষ্টিতে যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহাও ব্যর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মসূত্র ২।১।২২, ২।৪।১৭ এবং ১।৪।১১ ইত্যাদি সূত্রেও জীবের জগদকর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে। এ সকল সূত্রের অর্থও ব্যর্থ হইয়া যায়।

বৃহদারণ্যকে একটি শ্রুতি আছে, তাহার মর্ম্ম এই,—"ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সমুদয় লোকের বিধায়ক হেতুস্বরূপ" (৪।৪।২২)। শ্রীভগবদ্গীতায় লিখিত আছে, "হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন।" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিতে জানা যায় যে, যিনি জীবের অজ্ঞান-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই যজ্ঞেশ্বরে জীবাজ্ঞান কল্পিত হইতে পারে না।

ভেদমাত্রই যদি স্বীয় অজ্ঞান-কল্পিত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রগুলিও অজ্ঞান-কল্পিত হয়, স্বপ্নজ স্বপ্নের ন্যায় সেই শাস্ত্র হইতেই বা যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? আর কেই বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তৎপ্রণোদিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে? এ অবস্থায় এই স্বপ্নপ্রলাপে বিশ্বাস অপেক্ষা স্বকীয় উৎপ্রেক্ষা-জনিত তর্কে বিশ্বাস করাই ভাল—এইরূপ যুক্তি হইতেই বেদোচ্ছেদ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় অর্থাৎ বেদের প্রতি লোকের অনাস্থা ঘটে এবং অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গ-দোষ উপস্থিত হয়, যেহেতু তর্কের ত প্রতিষ্ঠা নাই। অর্থাৎ আগমবিরুদ্ধ শুষ্ক তর্ক দ্বারা মোক্ষলাভের বাধা ঘটে।

এই প্রকার যুক্তি-বিচারে বিবর্ত্তবাদের অবকাশ না থাকায় পরিণামবাদই ধর্ত্তব্য। পরিণাম-বাদের লক্ষণ—তত্ত্বতঃ অন্যথাভাব। (পরিণামবাদের স্থূল ও সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিচিত্র শক্তিযোগে ক্ষীরাদির ন্যায় জীব ও জগৎরূপে পরিণত হয়েন।) এ সম্বন্ধে বেদান্তসূত্র আছে; যথা,—"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" (ব্রহ্মসূ, ২।১।২৪) অর্থাৎ দুগ্ধ ও জল যেমন বাহ্য সাধন অপেক্ষা করে না, অথচ দধি ও হিমানীরূপে পরিণত হয়, তেমনি সাধনান্তর সংগ্রহ ব্যতীতও অদ্বিতীয়, বিচিত্র-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মেরও জীব ও জগদাকারে বিচিত্র পরিণাম উৎপন্ন হয়। আরও একটি সূত্র এই,—"দেবাদি-বদপি লোকে" (২।১।২৫) অর্থাৎ চেতন-ব্রহ্ম এক বা অসহায় হইলেও দেবতাদির দৃষ্টান্তে বিনা সাধনে সৃষ্টি সাধন করিতে পারেন।

পরিণামবাদ

এই সকল সূত্রে পরিণামবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতঃপরে ইহার পরের সূত্রে (২।১।২৬) স্থূণাবর্ত্তভাবে (জলস্থ মৃত্তিকায় একটি খুঁটি প্রোথিত করিতে হইলে যেমন উহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রোথিত করার প্রয়াস দৃষ্ট হয়, তদ্রূপে) পরিণামবাদ চালাইয়া অতঃপরে "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদ স্থাপিত করা হইয়াছে। শ্রুতিতে 'ভগবান্' পদও দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে ২।১।২৬ সূত্র অর্থাৎ "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা" এই সূত্রের কিঞ্চিৎ

অর্থ করা যাইতেছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। ইহাতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের অবয়ব নাই। ব্রহ্মের যখন অংশ নাই, সুতরাং তাঁহার আংশিক পরিণামও সম্ভবপর নহে। এ অবস্থাতে মানিতেই হয় যে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে মূলোচ্ছেদ-প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বিনষ্ট হইয়া তিনি জগৎ হইয়াছেন, এই দোষ ঘটে। যদি মূলেরই অভাব হয়, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে উপদেশ আছে, 'ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে', এই সকল উপদেশ ব্যর্থ হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজর, অমর ইত্যাদি যে শব্দ আছে, সেই সকল শব্দও নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহাকে সাবয়ব বলিয়া মনে করিলে, শ্রুতিতে যে তাঁহার সম্বন্ধে নিরবয়ব প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সে সকল শব্দেরও ব্যাঘাত হয়। এই প্রকারে নিত্য, শাশ্বত, ব্রহ্ম অনিত্য হইয়া পড়েন। ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মসূত্রকার উত্তরপক্ষ বলিতেছেন,—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ'। এ স্থলে যে 'তু' শব্দ আছে, তাহা পূর্ব্বপক্ষ পরিহারের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, সেই সকল আপত্তি পরিহারার্থই এ স্থলে 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের পক্ষে (বেদান্তীদের পক্ষে) উক্ত দোষ-সকলের কোনও দোষের আশঙ্কা নাই। (উদ্ধৃত ব্যাখ্যাংশ শাঙ্কর ভাষ্য হইতে গৃহীত)। আমরা শ্রুতিসিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। শ্রুতিসমূহ স্বকীয় শব্দে যাহা বলিবেন, তাহাই মূল অর্থাৎ তাহাই প্রকৃতার্থ। কিন্তু নিরর্থক তর্ক দ্বারা যাহা উপস্থাপিত করা হইবে, তাহা শ্রৌত তাৎপর্য্য বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইবে না। শ্রুতি অপৌরুষেয় অর্থাৎ ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের উৎপ্রেক্ষাজনিত কোন কথা বলা হয় নাই; সুতরাং শ্রুতি পরমপ্রমাণ। অপিচ শ্রুতি পরম অলৌকিক পদার্থেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাতে লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক তর্কের প্রবেশাধিকার নাই। পৌরাণিকেরা বলেন, যে সকল বিষয় অচিন্ত্য অর্থাৎ মানবীয় জ্ঞানের অগোচর, সে সকল বিষয়কে তর্কের সহিত সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য নয়। অচিন্ত্য সম্বন্ধে লক্ষণ এই যে, যাহা প্রকৃতিসমূহ অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় প্রাকৃত পদার্থনিবহের জ্ঞানাতীত, তাহাই অচিন্ত্য।

এ সম্বন্ধে শ্রৌত প্রমাণ এই যে, "ঈশ্বর অনায় বস্তু ও বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহকে বিস্তৃত করেন এবং বাহ্য বিষয়-সকল দর্শন করেন"—(কঠ)। "চক্ষু, শ্রোত্র, তর্ক, স্মৃতি বা বেদ, কেহই ইহাঁকে জানিতে পারে নাই।" "ইনি উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষ" ইত্যাদি। তত্ত্বসন্দর্ভে এই বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিলেও কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষ (ব্রহ্মের সর্ব্বাংশে জগৎপরিণতি-দোষ) ঘটে না। ব্রহ্ম হইতেই জগদুৎপত্তি ঘটে, এ সম্বন্ধে যেমন শ্রুতি আছে, বিকার ব্যতীতও ব্রহ্মের অবস্থান সম্বন্ধে তেমনই শ্রুতি আছে। "তিনি অজ হইলেও বহুবিধ আকারে জন্মগ্রহণ করেন" ইত্যাদি।

মন্ত্র ইতিহাসে, অর্থবাদে ও পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবাদি কোনপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়েন না, অথচ ঐশ্বর্য্যযোগবিশেষে বহুপ্রকার, নানাস্থানস্থিত শরীর, প্রাসাদ, রথ প্রভৃতি

তাঁহাদের হইতে সৃষ্টি হয়। এই সকল বিষয়ের সৃষ্টিতে তাঁহারা কোনও উপাদান গ্রহণ করেন না। দৃষ্ট ও সন্নিহিত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া, অদৃষ্ট ও অসন্নিহিত কল্পনায় কল্পনা-বাহুল্য-দোষ ঘটে, এই নিমিত্ত সূত্রকার এই বিষয় প্রতিপাদন করার জন্য "দেবাদিবদপি লোকে" (ব্রহ্মসূ, ২।১।২৫) এই সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ শরীর অচেতন, কিন্তু শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য বলেন, দেবাদির শরীর মহাপ্রভাবসম্পন্ন। সুতরাং তাঁহাদের সৃষ্ট দ্রব্যাদি মায়িক নহে। তাঁহারা স্বকীয় বিহারার্থ প্রাসাদাদি দ্রব্য-সকল নির্ম্মাণ করেন। ঐন্দ্রজালিকগণ ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবলে যাহা রচনা করেন, তাহা মিথ্যা। কিন্তু এ পক্ষে তাদৃশী সৃষ্টি অযুক্ত।

"আত্মনি চৈবম্" (ব্রহ্মসূ, ২।১।২৮) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য "দেবাদি ও মায়াবাদিগণ" এইরূপ লিখিয়া, ইন্দ্রজালিক হইতে দেবাদিকে পৃথক্ করিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং দেবাদির ন্যায় অচিন্ত্য শক্তিবলে ব্রহ্ম বিকাররহিত হইয়াও জীব ও জগৎ-রূপে পরিণমিত হইয়াছেন। লোকে ও শাস্ত্রে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়াও নানা দ্রব্য সৃষ্টি করে।

এই প্রকার কথায় এক প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, ব্রহ্ম কোন্ রূপ দ্বারা পরিণত হয়েন, কোন্ রূপ দ্বারা স্বীয় রূপ সংরক্ষণ করিয়া অবস্থান করেন? ইহাতে রূপভেদ কল্পনানিবন্ধন ব্রহ্মের সাবয়বত্বের প্রসক্তিদোষ ঘটে অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অবয়ব আছে, এই সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ হয়। ইহার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, তা হউক, (তাহাতে দোষ কি?) "শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাৎ" এই সূত্রানুসারে প্রতিপন্ন হইয়াছে, সাবয়ব ও নিরবয়ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। এই উভয় প্রকার শ্রুতিই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অচিন্ত্য-স্বভাব, তাঁহাতে এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাশ্রয় অসঙ্গত নহে। শ্রুতিতে যেমন নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত, ইত্যাদি বাক্য আছে, তেমনই তিনি 'চতুষ্পাদ, অষ্টাদশকল, ষোড়শকল' ইত্যাদি বাক্যও আছে।—(ছান্দোগ্য, ১৩।১৮।২ দ্রষ্টব্য)। সূত্রকার নিজেও "বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্" (ব্রহ্মসূ, ২।১।৩১) এই সূত্রে করণবিহীন ব্রহ্মের সর্ব্বসামর্থ্যযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। (ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন, পরব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবলমাত্র শ্রুতিগম্য, তর্কগম্য নহেন, অপিচ এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দেখা যায়, অন্য ব্যক্তিতেও অবিকল সেই শক্তি অবস্থান করিবে, এমন কোন নিয়ম নাই, এইরূপে পরব্রহ্মে সর্ব্বশক্তিযোগ অসম্ভব নহে)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন, 'তাঁহার কার্য্য ও করণ নাই।' ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, তাঁহার করণরহিত স্বাভাবিক জ্ঞানাদি বর্ত্তমান। এইরূপ পৈঙ্গী শ্রুতিতে প্রকাশ আছে যে, 'ইনি বিরুদ্ধ, অথচ অবিরুদ্ধ' ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, ইনি সর্ব্বশক্তিনিলয় অর্থাৎ ইনি পরস্পরবিরুদ্ধ সর্ব্বশক্তির সমাশ্রয়।

এই প্রকার সাবয়বত্বে অনিত্যের আশঙ্কা নাই। কেন না, অনিত্যতাদ্যোতক প্রাকৃত সাবয়ব বস্তু হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ বস্তু, ইনি সর্ব্বকারণ, ইনি শ্রুতিপ্রমাণমূলক নিত্য পাদার্থ। মাধ্বভাষ্যে "সম্বন্ধানুপপত্তেঃ" (২।২।৩৮) এই সূত্র ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু সম্বন্ধে

শ্রুতি সর্ব্ববিরোধ পরিহার করিয়াছেন। আরও বলা হইয়াছে, ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। 'আমরা ভগবানের বুদ্ধিমত্তা লক্ষ করিতেছি' ইত্যাদি—তিনি 'সন্দেহ ও সদান্ধ' (ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার প্রাকৃত দেহাদি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যাবয়ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।) সুতরাং অচিন্ত্য ব্রাহ্মী শক্তিযোগে পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও সাবয়ব এবং পরিণামমান হইয়াও নির্ব্বিকাররূপেই বর্ত্তমান থাকেন, ইহা শ্রৌত সিদ্ধান্ত-সম্মত।

এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে, তত্ত্বতঃ অন্যথাভাবই পরিণাম, ইহাই পরিণামের লক্ষণ অর্থাৎ দুগ্ধ দধি হইলে, উহা যেমন তত্ত্বতঃই অন্যপ্রকার হয় (রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ঔপাধিক অন্য-প্রকার নহে), ব্রহ্মও তেমন অচিন্ত্য শক্তিবলে নির্ব্বিকার থাকিয়াও জীব ও জগৎরূপে পরিণত হয়েন। সুতরাং তত্ত্বতঃই অন্যথাভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু তত্ত্বের অন্যথা হয় না। মণিমন্ত্র-মহৌষধির এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তিত্ব দৃষ্ট হয়, শাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ আছে, কিন্তু তর্ক দ্বারা সেই অচিন্ত্য শক্তির বিনির্ণয় হয় না। সুতরাং ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিত্ব অসম্ভাবনীয় নহে। এই জগতে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন যত বস্তু আছে, সেই সকলের মূল কারণস্বরূপ পরব্রহ্মের অবিচিন্ত্য-শক্তিত্ব যখন প্রতিপন্ন হইল, তখন শ্রুতিদৃষ্ট যুগপৎ বিকার ও অবিকা-রাদি ব্যাপার ব্যাখ্যার জন্য তাদৃশ শক্তিহীন শুক্তি-রজতাদির ভ্রম-জ্ঞানের ন্যায় বিবর্ত্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্তই অযুক্ত।

"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (২।২।৩৭) এই অধিকরণে ২।২।৩৮ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করও বলিয়াছেন,—অপিচ ব্রহ্মবাদী শাস্ত্রানুসারে কারণাদির স্বরূপ অবধারণ করেন, সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমানে যাহা যাহা দেখি, শুনি ও বুঝি, তৎসমস্তই যে তেমন তেমন ভাবেই মানিতে হইবে, তাহা ব্রহ্মবাদীদের অভিপ্রেত নহে।

"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ" (২।১।২৮) এই ব্রহ্মসূত্রে সর্ব্বত্রই যে তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তিত্ব আছে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একটি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার অর্থ এই যে, "সেই পুরাণ পুরুষ বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন। তাঁহার শক্তির ন্যায় আর কাহারও শক্তি নাই। তিনি এক, স্বতন্ত্র এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা—সকল দেবতা তাঁহাতেই অনুপ্রবিষ্টরূপে বর্ত্তমান।" ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মব্যাপারাদি এক-মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানলভ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া, শুক্তিরজতবৎ পুরুষদৃষ্ট উদাহরণসাধ্য বিবর্ত্তবাদ বা ভ্রমজ্ঞান নিরাকরণপূর্ব্বক বেদান্তপ্রকরণ-সিদ্ধ পরিণামবাদকেই দৃঢ় করিয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদে ঊর্ণনাভির সৃষ্টি সম্বন্ধে (১।১।৭) যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাদৃশ লৌকিক দৃষ্টিতেও পরিণাম-প্রক্রিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপং ঈয়তে" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে যে মায়া শব্দ আছে, তাহা শক্তিমাত্রবাচ্য (অর্থাৎ মায়া অর্থ ইন্দ্রজাল নহে—উহা শক্তিবিশেষ); সুতরাং তাহাতেও এ সিদ্ধান্তে দোষারোপের আশঙ্কা হইতে পারে না। পরিণাম প্রতিপাদনে যে কোনও ফল নাই,

এ কথাও বলা উচিত নহে। পরমাত্মার তাদৃশ মহিমা জানিয়া যে ভক্তির উদ্রেক হয়, সেই ভক্তি দ্বারা পরমপুরুষার্থতাপত্তি হইয়া থাকে। নৃসিংহতাপনী শ্রুতি বলেন, 'দেবগণ, মুমুক্ষুগণ ও ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে প্রণাম করেন' ইত্যাদি।

মূল গ্রন্থে (পরমাত্মসন্দর্ভে) 'তত্র' ইত্যাদি শব্দদ্বারা 'পরমাত্মার পরিণামই যে শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত' ইহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিণামবাদে যুক্তি সহ শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়; উহার ভাবার্থ এই যে, 'মৃত্তিকাই সত্য, আর সকল কেবল উহার বাক্যাবলম্বন বিকারমাত্র।'—(ছাঃ উ, ৬।১।৪)।

"বাচারম্ভণম্"—বাক্যদ্বারা আরম্ভ যাহার, তাহাই উক্ত পদের অর্থ। অথবা বাক্যদ্বারা যাহা আরব্ধ হয়, তাহা। 'বাচারম্ভণ' পদের অর্থ বাচ্য; যাহা কিছু বাচ্য, তৎসকল পদার্থ ই এ স্থলে বক্তব্য। দণ্ডাদি অন্যত্র সিদ্ধ।

"বিকারো নামধেয়ম্"—বিকারই নাম, এই অর্থে বিকার 'নামধেয়', স্বার্থে ধেয়ট্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। ঘটাদি বিকার মৃত্তিকাই অর্থাৎ মৃত্তিকাভিন্ন অপর কিছুই নহে। মৃত্তিকাদিই দণ্ডাদি নিমিত্ত-কারণযোগে আকারবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া, ঘটাদি ব্যবহার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটাদি নামে ও রূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই সত্য। কিন্তু শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয়, ইহা তদ্রূপ ভ্রান্তিজ্ঞান বা বিবর্ত্ত নহে—ইহা সত্য। তাহা না হইলে শুক্তিসকাশে শুক্তি হইতে ভিন্ন স্বতঃসিদ্ধ অন্যত্রাবস্থিত রজতের ন্যায় বিকার পদার্থ ভিন্ন হইয়া পড়ে। (সুতরাং বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত ও বিবর্ত্তজ্ঞান সাধক নহে)। ছান্দোগ্যের উদ্ধৃত বাক্যান্তে যে 'ইতি' শব্দ আছে, সমুদয় বাক্যের সহিতই উহার অন্বয় হইবে। "অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ পদার্থ উৎপন্ন হইবে" ইত্যাদি। এ স্থলে এই শ্রুতি দ্বারাই বিবর্ত্তবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। মূল শ্রুতিতে 'ইতি' শব্দ প্রয়োগেরও এইরূপ সার্থকথা দৃষ্ট হয়। ("মৃত্তিকেত্যেব" বাক্যে 'মৃত্তিকা' ইতি বলায়ই মৃত্তিকার সত্যত্ব দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে)।

কিন্তু "মৃত্তিকা ইব তু সত্যং" অর্থাৎ মৃণ্ময় বস্তুনিচয় মৃত্তিকাবৎ বা মৃত্তিকাতুল্য সত্য, এরূপ ব্যাখ্যান যুক্তিযুক্ত নহে। ঘটাদি মৃত্তিকার বিকার। এই বাক্যের বিধেয়ত্বে, বিকারত্বে ও কারণত্বে অভিন্নত্ব আছে। কিন্তু তাহার বাক্যভেদ হয় নাই। অর্থাৎ আলোচ্য শ্রুতির বিধেয় স্থলে যদি বিকারত্ব ও কারণের অভিন্নত্ব রহিয়াছে, তথাপি বাক্যভেদ-দোষ হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, ঘটাদি মৃত্তিকারই বিকার এবং ঘটকারণ মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন। এই দুই পদের বৃত্তি ভিন্ন হইলেও এ স্থলে বাক্যভেদ-দোষ ঘটে নাই। গ্রন্থকার তাহার কারণ বলিতেছেন; যথা,—প্রথম বাক্যের অনুবাদেই (ব্যাখ্যানস্বরূপেই) অর্থাৎ বিকারত্ব শব্দের ব্যাখ্যান স্বরূপেই দ্বিতীয় বাক্য—'কারণাভিন্নত্ব' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং এই অনুবাদ দ্বারাই সিদ্ধ বস্তু মৃত্তিকা এবং বিধেয় ঘটাদিবিকার, এই দুই বস্তুই অবধারিত হওয়ায় এই উভয়েই অর্থপ্রতিপত্তি মুখ্যা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুতরাং এ স্থলে মৃত্তিকা ও তাহার বিকার ঘটাদি, এই উভয়ের জ্ঞানই মুখ্য, শুক্তিতে রজত-জ্ঞানের ন্যায় ভ্রমজ্ঞান নহে।

এ স্থলে 'মৃত্তিকা' শব্দে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধ না হয় অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বা "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা" এইরূপ জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে কার্য্যকারণ-পরম্পরা বিচারানুসারে মৃণ্ময় ঘটাদি যে মৃত্তিকার বিকার, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকারও যে মৃত্তিকা, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং মৃত্তিকা ও মৃত্তিকার বিকার দুই রূপে আমাদের জ্ঞানের সমীপে উপস্থিত হইলেও উহারা যে এক ও অভিন্ন বস্তু, ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার্য্য। কিন্তু এই বিকার বস্তুসমূহ বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি-জ্ঞানসম্ভূত নহে ; সেইরূপ মৃদাদি সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে এই সকলই যে ব্রহ্মময় ছিলেন, ইহা অনুমেয়। মৃত্তিকাদি নিখিলপ্রকার বস্তুনিচয়ের একমাত্র কারক ব্রহ্মকেও এইরূপে সত্য বলিয়া জানা যায়।

এ স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই যখন বিকারাদি শব্দ আছে, এ অবস্থায় বিকার শব্দের বিবর্ত্ত অর্থে তাৎপর্য্য কষ্টকল্পনা মাত্র বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সূক্ষ্ম চিদচিৎ বস্তুরূপ শুদ্ধ জীবের অব্যক্ত শক্তিকে জগৎকারণস্বরূপে নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "সৎ এব সৌম্য ইদং অগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিবাক্যে যে 'ইদং' শব্দ (জগদ্‌বোধক) আছে, সেই শব্দ দ্বারাই তত্তৎশক্তিমত্ত্ব স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয়। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বেও এই বিশ্ব তৎস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। সেই পূর্ব্বাস্তিত্ব দ্বারাতেই নির্দ্দিষ্ট কারণত্ব প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীভগবান্‌ই জগতের উপাদান, ইহা স্বীকৃত হইলেও সঙ্ঘাত উপাদানত্ব (চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ভগবান্‌ই জগতের উপাদান, এই অভিমত) স্বীকারে চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ভগবানের স্বভাবে সাঙ্কর্য্য-দোষ ঘটে না। যদিও চিত্র বস্ত্রে বহুপ্রকার বর্ণের সূত্র থাকে, বহুবর্ণবিশিষ্ট সূত্র-সঙ্ঘাতে চিত্র বস্ত্র প্রস্তুত হইলেও উহার শুক্ল সূত্রসমূহের শুক্লত্ব স্পষ্টতঃই যেমন শুক্ল তন্তু-সমূহে পরিলক্ষিত হয়, কার্য্যাবস্থাতেও অর্থাৎ বস্ত্র প্রস্তুত হইলেও যেমন উহাদের বর্ণসাঙ্কর্য্য-দোষ ঘটে না, সেইরূপ চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ভগবান্ এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্তৎপদার্থ-সংঘাতাত্মক উপাদান হইলেও, কার্য্যাবস্থাতে অর্থাৎ জগৎরচনাবস্থাতেও ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব, নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যত্বাদি সম্বন্ধে সাঙ্কর্য্য-দোষ ঘটে না অর্থাৎ এ অবস্থাতেও চিদচিদ্‌ভাবের ও ভগবদ্ভাবের বিভাগ নিরন্তরই বর্ত্তমান থাকে—কখনও তাহার অন্যথা হয় না। সুতরাং "এই সকলই ব্রহ্ম", "তাঁহা হইতেই বিশ্বের জন্ম, তাঁহাতেই লয় এবং তাঁহাতেই স্থিতি" ইতি-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট শ্রুত্যাদির বিরোধ নাই।

তাই বেদান্তসূত্রকার শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নও ২।১।১৩ সূত্রে বলিয়াছেন, ভোক্তা ও ভোগ্য-বিভাগ, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। সুতরাং এক পরমপুরুষই কার্য্যাবস্থ, কারণাবস্থ এবং স্থূল-সূক্ষ্ম, চিদচিদ্‌বস্তুশক্তিবিশিষ্ট। কেন না, কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন। 'বাচারম্ভণা'দি শ্রুতির অর্থেই এই অনন্যতা প্রতিপন্ন হয়। অপি চ এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার দৃষ্টান্তার্থে বলা হইয়াছে, 'হে সৌম্য, এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান দ্বারাই সর্ব্বমৃণ্ময় দ্রব্য জ্ঞাত হয়, 'বাচারম্ভণমিত্যাদি'।—(ছাঃ উঃ, ৪।১।৫)।

একই বস্তুর সঙ্কোচ অবস্থায় কারণত্ব এবং বিকাশাবস্থায় কার্য্যত্ব। মৃত্তিকার বিকারও মৃত্তিকাই—তদ্ভিন্ন অপর কিছু নহে। সুতরাং কারণ-বিজ্ঞান দ্বারাই কার্য্যবিজ্ঞান উহার অন্তর্বিভাবিত হয়। পরমকারণ পরমাত্মা সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব "এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক'—(ছাঃ উঃ, ৬।৮।৭) ইত্যাদি বাক্যে আরম্ভণ শব্দলব্ধ অনন্যত্বই প্রতিপন্ন হয়। "মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়"—(বৃঃ আঃ, ৪।৪।১৯) ইত্যাদি বাক্যও সুসঙ্গত। এইরূপে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কার্য্যত্ব কারণেরই ধর্ম্মবিশেষ, এতদ্ব্যতীত কার্য্যের পৃথক্ সত্তা নাই। কেন না, কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কখনও কার্য্য থাকিতে পারে না। ছান্দোগ্য-শ্রুতি আবার ইহা প্রদর্শনের জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই,—এই প্রকার রূপত্রয়ের মিশ্রণে এখন যেটিকে অগ্নি বলিয়া মনে করা হয়, তাহার আর অগ্নিত্ব নাই অর্থাৎ উহা বাস্তবিক পক্ষে অগ্নির রূপ নহে। ইদানীং অগ্নি নামরূপাত্মক বাগ্ব্যবহার মাত্র—উহা বিকার; প্রকৃতপক্ষে লোহিতাদি তিনটি রূপই সত্য—(ছাঃ উঃ, ৬।৪।১)।

এই রূপত্রয় সূক্ষ্ম তেজের ন্যায় কোনও লক্ষণ দ্বারা ব্যক্ত হয় না, এই নিমিত্ত অগ্নির স্বতন্ত্র অগ্নিত্ব নিরূপণীয় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে অসত্যও বলা যায় না। কেন না, কার্য্যের নিত্য সত্তা অবশ্যই স্বীকার্য্য, সর্ব্বকারণস্বরূপ পরমাত্মার অভাব কখনই সম্ভবপর নহে। (কারণ যে স্থলে সৎ, কার্য্যও কাজেই সৎ; কেন না, কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন)। এই হেতু সেই পরমাত্মায় স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে নিত্যই বিশ্বের রূপত্ব বর্ত্তমান। শ্রুতিও বলেন, "যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, যাহা হইবে, তৎসকলই নিত্য সৎরূপ ব্রহ্ম।"

"সত্ত্বাৎ চাবরস্য" (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৬) অবরকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তাদাত্ম্যভাবে উপাদানে সত্তা। সুতরাং উপাদান, উপাদেয় হইতে ভিন্ন নহে। অনন্যত্ব সম্বন্ধে এটি একটি উপসূত্র। অতএব যখন কারণ থাকে, তখন তৎসহ কার্য্যও বিদ্যমান থাকে। এই প্রকারে "ভাবে চোপলব্ধেঃ" (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৫), (ঘট-মুকুটাদি উপাদেয় ভাবে মৃৎসুবর্ণাদি উপাদানেরও উপলব্ধি হয়) এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই সূত্র ব্যাখ্যায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কারণ ভাবেই কার্য্যভাবের উপলব্ধি হয়। কিন্তু বিবর্ত্তবাদিগণের ব্যাখ্যানে এই দাঁড়ায় যে, মৃত্তিকায় যেমন ঘটের উপব্ধি হয়, সেই প্রকার শুক্তিতে রজতের উপলব্ধি হয়—এ বিষয়টি চিন্তয়িতব্য (মৃত্তিকা ঘটের কারণ, ঘট মৃত্তিকার কার্য্য—কিন্তু শুক্তি ও রজতে সে সম্বন্ধ নাই। মৃত্তিকা না থাকিলে ঘট হইতে পারে না;) কিন্তু শুক্তি না থাকিলেও রজত-বণিকের বীথিতে রজত দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি বল যে, কারণ বিনা কার্য্য নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু তন্তুসমূহ ব্যতীতও বস্ত্র নিরূপিত হয়—এ কথা সত্য। কিন্তু বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই উহার আতান-বিতানের বৈশিষ্ট্য (টানা-পৈরান) উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহাতেই তন্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। এই বিশিষ্টতা উপলব্ধ হইলেই তাহার ফলে বস্ত্র হইতে সূত্রসমূহকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানা যায়

এবং তখন ইহাও বুঝা যায় যে, এই সূত্রসমূহই বস্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছে; সুতরাং কার্য্য কারণ হইতে অনন্য—কিন্তু কারণাবস্থমাত্র নহে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়।

কার্য্য যে কারণ হইতে অনন্য, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। এই নিমিত্ত "ভাবে চোপলব্ধেঃ" এই সূত্রস্থানে কেহ কেহ "ভাবাৎ চোপলব্ধেঃ" এইরূপ পাঠ করেন অর্থাৎ উপলব্ধির বিদ্যমানতা হেতু অনন্যত্ব প্রত্যক্ষ।

সুতরাং কার্য্য সত্য—মিথ্যা নহে। আত্মা ও পরমাত্মার যে অধ্যাস কল্পনা করা হয়, উহাই মিথ্যা। সাধারণ জ্ঞানেও শুক্তিতে যে রজতের অধ্যাস হয়, উহাকে মিথ্যাই বলে। স্বয়ং রজতের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই উহার অধ্যাস মিথ্যা। কিন্তু যাহা নাই, তাহার অধ্যাসত্বও নাই—যেমন আকাশ-কুসুম। যদি বল, ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে, "সেই পরম কারণই সত্য, তিনি আত্মা।" ইহাতে কারণেরই সত্যত্ব অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু বিকারমাত্রই মিথ্যা। এ কথা বলিতে পার না। কেন না, এ স্থলে অবধারক কোনও পদ নাই। প্রত্যুত সেই একের সত্যত্বের উল্লেখ করিয়া, তাঁহা হইতে জাত সকল পদার্থেরই সত্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। রজত ত শুক্তজাত নহে, তবে যে স্থলে শুক্তিকে রজত বলিয়া মনে করা হয়, উহা মিথ্যা; কেন না, উহা প্রকৃত নহে—অধ্যাসজনিত মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। এইরূপ বিবর্ত্তবাদ পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে।

অতএব বস্তুর কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা, উভয়ই সত্য। বস্তুমাত্রেই দ্বিঅবস্থাত্মক। সুতরাং কার্য্য কারণ হইতে অনন্য। সূত্রকার তাই বলিয়াছেন,—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রহ্মসূ, ২।১।১৪)। এ স্থলে তদনন্যত্বই বলা হইয়াছে, কিন্তু 'তন্মাত্র সত্য' এরূপ বলা হয় নাই। কার্য্য-কারণের অনন্য কিন্তু তন্মাত্র নহে। কার্য্যের অসত্যত্ব মূল গ্রন্থের মত নহে, সর্ব্বসম্বাদক্রমে কার্য্যের সত্যত্ব প্রদর্শনের জন্য মূল গ্রন্থে কারণ হইতে কার্য্যের অন্যত্ব প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। 'শক্তিমৎ ব্যতিরেকে শক্তির অবস্থান নাই' এই বলিয়া পরমাত্মসন্দর্ভের ষষ্টিতম বাক্য আরম্ভ হইয়াছে। (মূল গ্রন্থ পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে—শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ নহে, এই জন্য অনন্যত্বই স্বীকার্য্য। কিন্তু এ স্থলে গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের "ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতর" ইত্যাদি শ্লোক ও উহার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া অন্যত্ব-প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী টীকায় লিখিয়াছেন,—"ইদং বিশ্বং ভগবানিব ভগবতোঽন্যদিত্যর্থঃ।" স্বয়ং গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে (পরমাত্মসন্দর্ভে) খণ্ডনপ্রণালী অনুসারে বিবর্ত্তবাদত্ব ও অনন্যবাদত্ব ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীধরস্বামিকৃত টীকাদর্শিত মত খণ্ডনের জন্য মূল গ্রন্থের দ্বিষষ্টিতম বাক্যাদির আভাসে বলিতেছেন, অনন্যত্ব সম্বন্ধে পাঁচটি শ্লোক দ্বারা যুক্তি বিবৃত করা যাইতেছে। মূল গ্রন্থ পরমাত্ম-সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য, এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। অতঃপর মূল গ্রন্থের চতুরশীতিতম বাক্য ব্যাখ্যার পরে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনায়, এইরূপে পরিণামবাদ অঙ্গীকারে বিশ্বের সত্যত্ব সাধিত হইয়াছে। তাহাতে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। বিবর্ত্তবাদ নিরাকরণে অভেদবাদও খণ্ডিত হইয়াছে।

এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, একই বস্তুর অবস্থাভেদে কারণত্ব, আবার অবস্থাভেদে কার্য্যত্ব। সুতরাং অবস্থাভেদে ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইলে সকল বস্তুরই এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য্য। সর্ব্বত্রই কারণাত্মকতা ও জাত্যেকত্ব দ্বারা অভেদ এবং কার্য্যাত্মকতা ও প্রকাশাত্মকতা দ্বারা ভেদ। যেমন ঘটের কারণ মাটি, সুতরাং মাটি ও ঘট একই। এ স্থলে কারণাত্মকত্ব দ্বারা অভেদ। কিন্তু কার্য্যরূপে ও ঘটাকারজনিত প্রকাশরূপে মৃত্তিকা হইতে ঘট ভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ষাঁড় ও গরু এ দৃষ্টান্তে জাতিতে অভেদ, কিন্তু আকার-প্রকাশে ভেদ দৃষ্ট হয়।

এই ভেদ ঔপচারিক ভেদ; ইহার বিশেষ যুক্তি ভাস্করমতে সবিশেষ দ্রষ্টব্য। ভাস্কর-ভাষ্য ভেদাভেদবাদের সমর্থক হইলেও, ইহাতে ঔপচারিক ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়াছে; শ্রীমন্নিম্বার্ক-ভাষ্যের ন্যায় বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকৃত হয় নাই। অপর কেহ কেহ বলেন, কার্য্যকারণের ভেদাভেদ নাই; আকারবিশেষরূপ অবস্থায়ই কার্য্যত্ব, কিন্তু মৃত্তিকার ত কার্য্যত্ব নাই; মৃত্তিকা পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু। আকারবিশেষবিশিষ্টা হইলেও মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, ঘটই কার্য্য। কিন্তু স্বয়ং মৃত্তিকাকে তজ্জন্য কার্য্য বলিতে পার না। আকারবিশিষ্ট অবস্থা-তেই ঘটকার্য্যকর ঘটপ্রতীতিত্ব এবং ঘট শব্দ প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে—মৃত্তিকায় নহে। অতএব কম্বুগ্রীবাদিযোগে ঘট যে কার্য্যবিশেষ, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হয়। ঘটত্ব ব্যাপারটিও কার্য্যের—কারণের নহে; ঘটত্ব কার্য্য সাধ্য। কার্য্যত্বাবস্থাতেই কার্য্যত্ব পরিলক্ষিত হয়, কারণ-ত্বাবস্থাতে কারণত্ব হয়। সুতরাং কার্য্য ও কারণ এবং তদ্দ্বয়াশ্রয় বস্তু অবশ্যই ভিন্ন—এক নহে। কার্য্যকারণের যে অনন্যত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা ঘটাদির ন্যায় বিশিষ্ট বস্তুগত, কিন্তু সকল প্রকার বস্তুগত নহে। পরস্পর কার্য্যসমূহেরও ভিন্নাভিন্নত্ব প্রতীত হয় না; কেন না, প্রত্যেকেই বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। জাতিগত অভেদ ও ব্যক্তিগত ভেদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও অযৌক্তিক। কেন না, এক বস্তুর দ্ব্যাত্মকতা অসম্ভব। যদি বল, দুই আকার আশ্রয় করিয়া আর একটি বস্তু স্বীকার করিলেই ত দ্ব্যাত্মকতাদোষ খণ্ডিত হইতে পারে। তাহাও বলিতে পার না। কেন না, আবার একটি তৃতীয় বস্তুর অভ্যুপগম স্বীকার করাও দোষাবহ। কেন না, তাহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। সুতরাং ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। "তত্ত্বমসি" বাক্যের অভেদ নির্দ্দেশ যে অযৌক্তিক, তাহা ত ব্যাখ্যাতই আছে। ন্যায়দর্শনাদিতে ভেদসিদ্ধান্তের বহুল যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। সে সকল যুক্তি ন্যায়দর্শনে দ্রষ্টব্য। অতএব বিশিষ্ট বস্তু অঙ্গীকারে ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ পদার্থের অনুসন্ধানরাহিত্যবশতঃ অভেদবাদ প্রবর্ত্তিত হউক।

অপর এক সম্প্রদায় বেদান্তীরা বলেন, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১১) ভেদেও এবং অভেদেও নিখিল দোষসমূহ দর্শনে ভিন্নতারূপে চিন্তা করা অসম্ভব। এই জন্য যেমন ভেদসাধন করা দুষ্কর, তেমনি অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া অভেদ সাধন করাও দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন করিতে যাইয়া ইহাঁরা ভেদাভেদসাধনে চিন্তার অসমর্থতা উপলব্ধিতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-

অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

বাদ স্বীকার করেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ; মায়াবাদিগণের মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র। গোতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ, শ্রীরামানুজমতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যমতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তিময় বলিয়া স্বীয় মতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

অতঃপরে মূল গ্রন্থে পরমাত্মতত্ত্ব-সন্দর্ভের ১০৪ বাক্যের পরে যে চতুর্ব্যূহ-বিচার আছে, তৎসম্বন্ধে এই অনুব্যাখ্যায় ইহাই বলা যাইতেছে, ভগবান্ ও বাসুদেব এক। পুরুষের নিরুপাধি অবস্থাই বাসুদেব। তিনিই পরমাত্মা, ইহা পাঞ্চরাত্রিকদিগের অভিপ্রায়। এই বাসুদেব কোনও সময়ে রক্তবর্ণ, কোনও সময়ে শ্যামবর্ণ, কোনও সময়ে বা গৌরবর্ণ; আবার কখন কখন চিত্তের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনাবিশেষে ইহাঁর নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। পুরুষের সঙ্কর্ষণাদি ভেদ আছে।

চতুর্ব্যূহবিচার

সঙ্কর্ষণ সৃষ্ট্যাদির জন্য মহাসমষ্টি জীবের ও প্রকৃতির নিয়মন করেন। ইনি সংহারার্থ রুদ্র, অধর্ম্ম, যম, সর্প ও দৈত্যাদিরূপে অংশাবতার গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হয়েন। ইনি শুক্লবর্ণ। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনাবিশেষে ইহাঁর নির্দ্দেশ পরিলক্ষিত হয়। শেষাবিষ্ট ইহাঁরই অংশ।

অতঃপরে প্রদ্যুম্ন। ইনি স্থূল কার্য্যের উৎপত্তি নিমিত্ত সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মন-কার্য্য করেন। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, স্মর ও কামরূপী সৃষ্টিকার্য্যার্থ ইহাঁরই অংশরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ইনি কোনও সময়ে গৌরবর্ণ, আবার কোনও সময়ে শ্যামবর্ণ ধারণ করেন। ইনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাস্য। কামাবিষ্ট ইহাঁরই অংশ।

অনিরুদ্ধ। ব্রহ্মাদির আবির্ভাবন ও সুখসৃষ্টি প্রভৃতির জন্য ইনি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড নিয়মন করেন। ধর্ম্ম, মনু, দেব ও নৃপতিগণ ইহাঁর অংশে জগৎস্থিতির জন্য আবির্ভূত হয়েন। ইনি শ্যামবর্ণ, মনের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাস্য। মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে, মনের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন এবং অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ। ইহা পাঞ্চরাত্রিক মত। পদ্ম-পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহাঁরা পরমবৈকুণ্ঠের আবরণস্থ।—(পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডে ৯১ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। প্রপঞ্চে ইহাঁরা জলাবৃতিস্থ বেদবতীপুরে ও দ্বারকা প্রভৃতিতে বিরাজ করেন।

পঞ্চরাত্রাদিতে সঙ্কর্ষণাদিকে জীব-মন ও অহঙ্কার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রকৃত জীবাদি নহেন, কিন্তু উহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবরূপে উপাস্য, এই অভিপ্রায়েই লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইহাঁদিগকে বাসুদেবতুল্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এক দীপ হইতে যেমন বহু দীপের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সকল দীপই তুল্য; ইহাঁদের সম্বন্ধেও সেই কথা। উৎপত্তি শব্দ এখানে আবির্ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলই তুল্য হইলেও বাসুদেবেই আধিক্য। কেন না, বাসুদেব হইতেই এ সকলের উৎপত্তি। বাসুদেবে আধিক্য স্বীকারেও কোন দোষ হয় না, যেহেতু অংশ ও অংশীর একতাবোধার্থেই সকলকে তুল্য বলা হইয়াছে। যথা,— আকাশকে আশ্রয় করিয়া মেঘ যেমন সর্ব্বত্র জল বর্ষণ করে, সেইরূপ বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া অচ্যুত এবং তাঁহার তেজ স্বীয় স্বরূপ বিস্তার করেন।

ব্যূহ অনন্ত। কেবল মুখ্যত্ব হিসাবে ব্যূহচতুষ্টয়ের কথাই এ স্থলে আলোচিত হইল। এই পঞ্চরাত্রিকা প্রক্রিয়া বিশুদ্ধা। শাঙ্করভাষ্য হইতে পাঞ্চরাত্র মতের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষ উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্‌যথা,—পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে গুণগুণিভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দৃষ্ট হয়। একই বস্তু নিজেই গুণ, আবার নিজেই গুণী—ইহা বিরুদ্ধ। ইঁহারা বলেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজ, এ সকল গুণ আত্মসমূহ এবং ইহারা ভগবান্ বাসুদেব। ইহাতে বেদ-নিন্দা আছে; তদ্‌যথা,—"শাণ্ডিল্য চারি বেদে পরম শ্রেয় না পাইয়া অবশেষে এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। প্রত্যুত্তরে বলা যাইতেছে, ভাষ্যকারের এই সকল উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, এই বিষয়ে যুক্তি ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমান্ এক বস্তু; সুতরাং ভাষ্যকারের প্রথম তর্ক ইহাতেই নিরস্ত হইল। শক্তি ও শক্তিমান্ ভিন্ন, ইহা স্বীকার করিলেও শক্তিবিশিষ্টই ভগবৎস্বরূপ, ইহাতে কোনও দোষ থাকে না।

পঞ্চ-রাত্রমত সমর্থন

বেদ-নিন্দার কথার উত্তরে এই বক্তব্য যে, পঞ্চরাত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বেদ-নিন্দা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বেদ সম্বন্ধে বলেন, "বেদ কি বিধান করেন, কি বলেন, ইত্যাদি আমি ভিন্ন কেহ জানে না।" ইহাতে বেদের দুর্ব্বোধত্বই প্রতিপন্ন হয়। পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে সংক্ষেপে বেদের পরিস্ফুট সার অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় বেদার্থ সুবোধ হইয়াছে, ভগবান্ শাণ্ডিল্যের ইহাই অভিপ্রায়, ইহাতে বেদ-নিন্দা হয় নাই। স্মৃতি-পুরাণাদিরও এইরূপ গুণ পরিপঠিত হইয়াছে; যথা স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে,—"বেদে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, বেদ ও স্মৃতি, এই উভয়ে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহাও পুরাণে প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যিনি সাঙ্গ উপনিষৎ সহ চারি বেদ জানেন, কিন্তু পুরাণশাস্ত্র জানেন না, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলা যায় না।" নারদীয় পুরাণ বলেন,—বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থ অধিকতর বলিয়া মনে করি।

যদি বল যে, "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (ব্রহ্মসূ, ২।২।৪২), (ভাগবত মতাবলম্বীরা বলেন যে, বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সজ্ঞক জীবের উৎপত্তি। কিন্তু তাহা অসম্ভব; সেই হেতু উক্ত মতও অযুক্ত—ইহা শঙ্করভাষ্যের অভিপ্রায়—এই ব্যাখ্যান নিরাকরণের জন্যই শ্রীপাদ সর্ব্বসম্বাদিনীকার বলিতেছেন),—ইত্যাদি সূত্রানুসারে পাঞ্চরাত্রিক মতের দোষ-সকল সূচিত হয়। এ কথা বলিতে পার না। কেন না, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ঐ সকল সূত্র শাক্ত মত দূষণার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপি চ ভগবান্ বাদরায়ণ, পুরাণাদিতেও এই পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাসুদেবাদি ব্যূহ সম্বন্ধেও পুরাণাদিতে শত শত স্থানে উল্লেখ ও আলোচনা দৃষ্ট হয়। শ্রুতিরও শত শত স্থানে এই সকল প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এক বস্তুরই গুণগুণিত্বরূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও অঙ্গীকৃত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন, "অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ, এই সকল ভগবৎশব্দবাচ্য"; এই নিমিত্ত পাঞ্চরাত্রিকী প্রক্রিয়া নিন্দনীয়া হইতে পারে না। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—'সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত মত, এই সকলই প্রমাণ। শাস্ত্রবিরোধী তর্ক দ্বারা এই সকলের প্রমাণ

নষ্ট করার প্রয়াস অকর্ত্তব্য।' কৌর্ম্ম পুরাণে কূর্ম্মদেবও বলিতেছেন,—হে বৃষধ্বজ! বেদবাহ্য পাপিগণের রক্ষণার্থ ও মোহনার্থ আপনি শাস্ত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিবেন। এইরূপে রুদ্রদেব মোহন শাস্ত্র রচনা করিলেন এবং শিব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া (শিবেরিতঃ ইতি পাঠঃ) কেশবও এইরূপ শাস্ত্র করিলেন। এইরূপে কাপাল, নাকুল, বামাচার (বাম পাঠ সঙ্গত), ভৈরব (পত্বৈখ পাঠও আছে, কিন্তু ইহার অর্থ বুঝা গেল না), পাঞ্চরাত্র ও পাশুপত প্রভৃতি বিবিধ মত পূর্ব্বপশ্চিম দেশে প্রচারিত হইল। (পূর্ব্বপশ্চিম পদটি যেরূপ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে উহার অর্থ নিষ্কর্ষ দুষ্কর।) কূর্ম্মপুরাণের এই বচন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রসমূহ যদি ভগবানে পর্য্যবসিত হয়, তবেই উহাদের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু উহাদের স্বয়ং-প্রামাণ্য নাই। কিন্তু পঞ্চরাত্র স্বয়ংই ভগবদভিধায়ক, তন্নিমিত্ত ইহা স্বতঃপ্রমাণ। কিন্তু পশুপতি-অভিধায়ক শাস্ত্রাদি স্বতঃপ্রমাণ নহে। সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রের ভগবদর্থ ব্যতিরেকে অন্য কোন অর্থে পর্য্যবসান হইতে পারে না, মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে।

মহাভারতে পাঞ্চরাত্রবিদ্‌গণের সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। উহা যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবদভিধায়ক, তাহাই বলা হইয়াছে। যে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীবাসুদেব ব্যতীত অন্য দেবের পরমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র বলিয়া গৃহীতব্য নহে। তাদৃশ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রেরই নিন্দার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারত বলেন—'সাঙ্খ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত, এই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানদ শাস্ত্র বলিয়া জানিবে।'—(মহাভারতে শান্তি মোক্ষ, ৩৫০।৬৮।) ।

মহাভারতে আরও উক্ত হইয়াছে, সাঙ্খ্যশাস্ত্রের বক্তা কপিল। এই উপক্রম করিয়া তৎপরে বলা হইয়াছে, 'সমগ্র পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বেত্তা স্বয়ং ভগবান্'। এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ পদ দ্বারা পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের মহিমাধিক্যই সূচিত হইয়াছে।

এই মহিমাধিক্য সূচনার পরেই বলা হইয়াছে, এই সকল শাস্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে জানা যায় যে, একমাত্র প্রভু নারায়ণই সর্ব্বশাস্ত্রের নিষ্ঠাস্বরূপ অর্থাৎ সকল শাস্ত্রেই নারায়ণ প্রতিষ্ঠিতরূপে বর্ত্তমান, নারায়ণই সর্ব্বশাস্ত্রের বাচ্য।

পঞ্চরাত্র-অভিধেয় নারায়ণেই সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া, তৎপরে উক্ত স্থলে (মহাভারতে) বলা হইয়াছে,—হে নৃপ, যাঁহারা পঞ্চরাত্র শাস্ত্র জানেন এবং ক্রমযোগপরায়ণ, তাঁহারা একান্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিতে প্রবেশ লাভ করেন। এইরূপে পাঞ্চরাত্র-প্রতিপাদ্য পরমফলত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

ভাল্লবেয় শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে,—বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই একমাত্র নারায়ণই উপাস্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; তিনি অশেষ কল্যাণগুণময় ইত্যাদি। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, মহাভারত পঞ্চরাত্র, মূল

রামায়ণ, ইহাদিগকে বেদ বলা যায়। বৈষ্ণব পুরাণমাত্রই স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া জানিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতেও পাঞ্চরাত্র মতের প্রশংসা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা,—তৃতীয় অবতার ঋষি অবতার, এই অবতারে ইনি সাত্বত তন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। এই সাত্বত তন্ত্রে নৈষ্কর্ম্মোর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।—(শ্রীভাগবত, ১।৩।৮) ইত্যাদি। সুতরাং পাঞ্চরাত্রিক মত অতি শ্রেষ্ঠ, ইহাই সিদ্ধ হইল।

ইতি ভাগবতসন্দর্ভে পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্ব্বসম্বাদিনীর পরমাত্মসন্দর্ভ নামধেয় তৃতীয় সন্দর্ভ

অথ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

'অথ'—(মূলে) বহুর মধ্যে একের নির্দ্ধারণার্থ 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'এতৎ' (মূলের ৫চিহ্নিত বাক্যে) 'এতন্নানাবতারাণাং' ইত্যাদি শ্রীভাগবতের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার উপসংহারে লিখিত আছে,—'যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ" এই অর্দ্ধ শ্লোকে যে 'অংশাংশ' পদ আছে, সর্ব্বসম্বাদিনীকার উহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, প্রকৃতি ও শুদ্ধসমষ্টি জীব যাঁহার অংশ। এই অংশদ্বয়ের বৃত্তিদ্বয় হইতে দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যগাদির সৃষ্টি হইয়াছে। যথা শ্রীভাগবতের শ্রুত্যধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে—প্রকৃতি হইতে জীবের জন্ম হয় না, পুরুষ হইতেও জীবের জন্ম হয় না—অজ প্রকৃতি-পুরুষ উভয় হইতেই জল বুদ্‌বুদের ন্যায় জীবের উদ্ভব হইয়া থাকে। জলবুদ্‌বুদ যেমন কেবল জল হইতে উদ্ভূত হয় না—কেবল বায়ু হইতেও উদ্ভূত হয় না—এই উভয়ের সংযোগেই যেমন জলবুদ্‌বুদের উদ্ভব হয়, প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগ হইতে সেইরূপে জীবের উদ্ভব হইয়া থাকে। 'দ্বিতীয়ম্'—মূল গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের ৭ বাক্য হইতে গৃহীত। এ স্থলে উহারই অনুব্যাখ্যান করা হইতেছে। পৃথিবীর উদ্ধারণ-ব্যাপার দুইবার হয়। কিন্তু সমানজাতীয় লীলা বলিয়া এক লীলার মতই বর্ণিত হইয়াছে। একবার স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে পৃথিবী মজ্জিত হইয়াছিলেন; তৎসময়ে বরাহদেব একবার পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন। পুনশ্চ ষষ্ঠ মন্বন্তরে তন্মন্বন্তরজাত প্রচেতার ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে জাত হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। শিবপুরাণে দেখা যায়, ব্রহ্মার নাসিকারন্ধ্র হইতেও বরাহদেব একবার উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (শিবপুঃ, ৯।৩।২৩)।

লঘুভাগবতামৃতে আছে, বরাহদেব কখনও বা চতুষ্পদ, কখনও বা নরবরাহমূর্ত্তি, কখনও বা ইহাঁর বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল, আবার কখনও বা চন্দ্রের মত শুভ্র।

শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে চাক্ষুষ মন্বন্তরের প্রলয়ের উল্লেখ আছে, দেবাদি সৃষ্টির প্রসঙ্গও আছে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে পূর্ব্বসৃষ্টি প্রলীন হইলে দেবপ্রেরিত ভূপ অভীপ্সিত প্রজা সৃষ্টি করিলেন (শ্রীভাগ, ৪।৩০।৩৯)। 'তৃতীয়ম্' (মূল ৮) 'সাত্বত' অর্থ বৈষ্ণব। তন্ত্র অর্থ এখানে পঞ্চরাত্র আগম। "কর্ম্মণাং" পদের অর্থ কর্ম্মের আকারে সাধুদিগের যে ভগবদ্ধর্ম্ম। ভাগবত ধর্ম্মরূপ কর্ম্মসমূহই এ স্থলে কর্ম্ম শব্দের অর্থ। 'নৈষ্কর্ম্ম্য' পদের অর্থ—যে সকল কর্ম্ম জীবদিগকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মোচন করে, সেই সকল কর্ম্মের ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে নির্গতত্ব, কর্ম্মসমূহ হইতে ভিন্নত্ব—ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। 'তুর্য্যে' (মূল ৯) তুর্য্যে অর্থাৎ চতুর্থে নরনারায়ণ ঋষির অবতরণ। মূল শ্লোকের অর্থ এই যে, ধর্ম্মের কলার প্রাদুর্ভাবে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মোপশমসম্বলিত দুশ্চর তপস্যা করেন। মূল শ্লোকে যে 'ধর্ম্ম' শব্দ আছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—'ভাগবতমুখ্য' অর্থাৎ ধর্ম্ম, ভাগবতগণের প্রধান। তাঁহার কলা (কলা অর্থ অংশ, কিন্তু এখানে উহার অর্থ পত্নী ; কেন না, শ্রুতিতে আছে—ভার্য্যা পুরুষের অংশ) ধর্ম্মের কলা,—শ্রদ্ধা ও পুষ্টি প্রভৃতি সহ পঠিতা শ্রীভগবানের শক্তিলক্ষণা মূর্ত্তিদেবী। সেই মূর্ত্তিদেবীর 'সর্গে' অর্থাৎ প্রাদুর্ভাবে। নরনারায়ণ ঋষি দুই হইলেও হরি-কৃষ্ণ এই দুই সোদর সহ ইহাঁদের এক অবতারত্বই ধর্ত্তব্য। লঘুভাগবতামৃতে লিখিত আছে,—নরনারায়ণের হরি ও কৃষ্ণ নামে দুই সহোদর ছিলেন ; যথা,—"শাস্ত্রেঽন্যৌ হরিকৃষ্ণাখ্যাবনয়োঃ সোদরৌ স্মৃতৌ। এভিরেকোঽবতারঃ স্যাৎ চতুর্ভিঃ সনকাদিবৎ॥"

'পঞ্চম' মূল (১০) পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, বাসুদেবাখ্য কপিল সাঙ্খ্যতত্ত্বের প্রবক্তা। ইনি ব্রহ্মাদির নিকট, দেবগণের নিকট, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের নিকট এবং আসুরির নিকট সাঙ্খ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। এই সাংখ্যতত্ত্ব বেদার্থ-সমন্বিত। কিন্তু অপর এক কপিল অন্য এক আসুরিকে কুতর্ক-পরিবৃংহিত, সর্ব্ববেদবিরুদ্ধ, সাঙ্খ্যতত্ত্বোপদেশ করেন। (মৎকৃত সর্ব্বসম্বাদিনীর সংস্কৃত টীকায় এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার দ্রষ্টব্য)।

ততঃ (মূল ১১) যজ্ঞ অবতারের কথা বলা হইয়াছে। ইহাঁর মাতামহ স্বায়ম্ভুব মুনি ইহাঁকে 'হরি' নামে অভিহিত করিতেন। কেন ইহাঁর হরি নাম রাখিয়াছিলেন, লঘুভাগবতামৃতে সে কারণও উল্লিখিত হইয়াছে,—ইনি ত্রিলোকের মহার্ত্তি হরণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই ইনি হরি নামে অভিহিত হন।

'অষ্টমে' (মূল ১৩) ঋষভদেবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'কেহ কেহ ইহাঁকে আবেশাবতার বলেন।'

'রূপম্' (মূল ১৫) মৎস্যাবতার। ইনি বরাহাবতারের ন্যায় দুই কল্পে আবির্ভূত হয়েন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে এবং দ্বিতীয় বার চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে ইহাঁর আবির্ভাব হয়। এই উভয় আবির্ভাবই একত্বে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।১২) লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মা বলিতেছেন, যুগান্তকালে পৃথিবীর আশ্রয়স্বরূপ এবং নিখিল-জীবনিবাসস্বরূপ

মৎস্যদেব, মনুরাজ সত্যব্রত দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছিলেন এবং আমার মুখস্খলিত বেদমার্গ গ্রহণ করিয়া সমুদ্র-সলিলে বিহার করিয়াছিলেন।

স্বায়ম্ভবীয় মন্বন্তরে ইনি হয় (হয়গ্রীব) নামক দৈত্যকে নিহত করিয়া, বেদসমূহ আনয়ন করেন এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে সত্যব্রতকে কৃপা করেন। 'সুরা' (মূল ১৬) কচ্ছপাবতার। ইনি দেবতাদের প্রার্থনানুসারে পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন। অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইনি কল্পের আদিতে পৃথিবী ধারণার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

'ধান্বন্তরম্' (মূল ১৭) ধন্বন্তরি। ইহাঁরও দুই বার আবির্ভাব। ইনি ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্র-মন্থনকালে একবার উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। 'পঞ্চ' (মূল ১৯)। বামনদেবের আবির্ভাবও তিনবার। ব্রাহ্ম কল্পে স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে ইনি প্রথমতঃ বাস্কলির যজ্ঞে আগমন করেন। দ্বিতীয় বার বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুন্ধুর যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন। বৈবস্বতীয় সপ্তম যুগে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বারেই ইহাঁর ত্রিবিক্রমলীলা প্রকটিত হয়। অবতার (মূল ২০) পরশুরাম। ইনি সপ্তদশ চতুর্যুগে প্রাদুর্ভূত হয়েন। কেহ কেহ বলেন, দ্বাবিংশ চতুর্যুগে ইহাঁর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ইনি আবেশাবতার।

ততঃ (মূল ২১)। ইনি পূর্ব্বজন্মে অপান্তরতম ঋষি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি আবেশাবতার। ইনি বিষ্ণুসাযুজ্য হেতু বিষ্ণুরই সাক্ষাৎ অংশ। 'নরদেব' (মূল ২২) শ্রীরাঘবেন্দ্র—ইনি ত্রেতাযুগে চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগে আবির্ভূত হয়েন।

'ততঃ' (মূল ২৪) বুদ্ধাবতার। কলির দুই সহস্র বর্ষ গত হইলে ইহাঁর আবির্ভাব। ইহাঁর দেহ পাটল (শ্বেতরক্ত বর্ণ); ইনি দ্বিভুজ ও শিখাবর্জিত।

'অথ' (মূল ২৫) কল্কি। কল্কি ও বুদ্ধ প্রভৃতি কলিযুগেই আবির্ভূত হয়েন, কেহ কেহ এইরূপ বলেন। বিষ্ণুধর্ম্মমতে এই দুই অবতার আবেশাবতার। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, কলিকালে প্রত্যক্ষরূপধারী হরি আবির্ভূত হন না। অপর তিন যুগে সেরূপ আবির্ভাব দৃষ্ট হয়; এই জন্য ইনি 'ত্রিযুগ' নামে পরিপঠিত। কলির অন্তে বাসুদেব, ব্রহ্মবাদী কল্কিতে অনুপ্রবেশ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন। কলিযুগে প্রভু বাসুদেব পূর্ব্বোৎপন্ন মানবগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্ম-অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করেন।

'অবতারাঃ' (মূল ২৬) এই স্থলে (বিষ্ণুধর্ম্ম, ১০৪ অধ্যায়) এই জন্য ইহাই বলা হইয়াছে। ভগবান্ ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশিত হয়েন। যথা,—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশরূপ। যে রূপ অপরকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, তাহাই 'স্বয়ংরূপ'। যে রূপ স্বয়ংরূপের অভেদ হইয়াও স্বয়ংএর অপেক্ষা না করিয়া প্রকটিত হন না, তাহাই তদেকাত্মরূপ। ভগবৎশক্তি যখন জীববিশেষে প্রবেশ করিয়া প্রকাশ পান, তখন সেই রূপ 'আবেশরূপ' নামে খ্যাত।

তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ,—তৎসমস্ত ও তদংশ। আবেশও দ্বিবিধ,—জ্ঞানপ্রধান ও ক্রিয়া-

প্রধান। স্বয়ংরূপের লক্ষণ ব্রহ্মসংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা,—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। ইনি অনাদি, আদি, গোবিন্দ ও সর্ব্বকারণসমূহের কারণ।—(ব্রহ্মসং, ৫।১)।

তাঁহার সমান যেমন গোবিন্দের বিলাস পরমব্যোমনাথ নারায়ণ এবং পরমব্যোমনাথের বিলাস বাসুদেব। 'অংশ'—তাঁহার আবরণস্থ সঙ্কর্ষণাদি ও মৎস্যাদি। 'আবেশ'—যেমন বৈকুণ্ঠে শেষ, চতুঃসন ও নারদাদি। সেই স্বয়ংরূপাদি যদি বিশ্বকার্য্যার্থ অপূর্ব্বের ন্যায় প্রকটিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবতার বলা হয়। তাঁহারা কখন কখন স্বয়ংই অবতার করেন, আবার কখনও দ্বারান্তর দ্বারাও আবিভূর্ত হয়েন। দ্বারান্তর দ্বিবিধ—তদেকাত্মরূপ ও ভক্তরূপ। স্বয়ংরূপ এবং তৎসম (বিলাস), ইহাঁরা পরাবস্থ; অংশের তারতম্যক্রমে প্রাভবরূপ ও বৈভবরূপ দৃষ্ট হয়েন। আবেশাবতার আবেশ শব্দপ্রতিপাদ্য অর্থদ্যোতক; পদ্মপুরাণে ইহার লক্ষণ লিখিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ—শ্রীনৃসিংহ ও রামই শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রায়। বরাহ ও হয়গ্রীব—বৈভবরূপ। অপরাপর অবতার-সকল প্রাভবপ্রায়। সেই সকল অবতার কার্য্যভেদে ত্রিবিধ; যথা,—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতার ও গুণাবতার সম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভে আলোচনা করা হইয়াছে। "স এব প্রথমং দেবঃ" (শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।৬) এই বলিয়া লীলাবতার বর্ণনের উপক্রম করা হইয়াছে। লীলাবতারসমূহ পাঁচ প্রকার; তদ্‌যথা,—দ্বিপরার্দ্ধাবতার, কল্পাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, স্বেচ্ছাময় সময়াবতার। ইহাঁরা প্রাগুক্ত অধিকারলীলা নিমিত্ত পূর্ব্বানুক্রমে পুরুষাদি ক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতি যজ্ঞাদি, শুক্লাদি এবং শ্রীরামকৃষ্ণাদিরূপে অবতার করেন। ইহাঁদের মধ্যে যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধাম, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু,—এই চতুর্দ্দশটি মন্বন্তরাবতার। মন্বন্তরাবতার ঋষভদেব আয়ুষ্মানের পুত্র। নাভিপুত্র ঋষভ মন্বন্তরাবতার নহেন। ইহাঁদের মধ্যে যজ্ঞকে আবেশাবতার বলিলেই হয়। কেন না, ইনি পৃথুর পাদগ্রহণ করেন, এরূপ বর্ণনা আছে। হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত ও বামন, ইহাঁরা পরাবস্থাতুল্য বৈভবাবতার বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছেন; কেন না, বৈভবাবতারের ন্যায়ই ইহাঁরা বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যান্য অবতারগণের সম্বন্ধে তাদৃশ আধিক্য বর্ণনা না থাকায় তাঁহাদিগকে প্রাভবাবস্থই বলা যাইতে পারে।

যুগাবতার—শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, কৃষ্ণ, ইহাঁরা যুগাবতার।

ব্রাহ্ম কল্প প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি পুরুষাবতারগণের আবির্ভাব-সময়। চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়শীর্ষ, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভদেব ও পৃথু, ইহাঁদের আবির্ভাবকাল স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে। বরাহ ও মৎস্য পুনশ্চ চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবিভূর্ত হয়েন। নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনীর আবির্ভাব-কাল চাক্ষুষ মন্বন্তরে। কল্পের আদিতে কূর্ম্মদেবের আবির্ভাব। ধন্বন্তরি একবার বৈবস্বত মন্বন্তরেও আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। বামন, ভার্গব, রাঘবেন্দ্র, দ্বৈপায়ন, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব-কাল বৈবস্বত মন্বন্তরে।

মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতারগণের আবির্ভাব-কাল মন্বন্তর ও যুগের নামেই জ্ঞাতব্য। "কিং বিধত্তে" (মূল ২৯) শ্রীভাগবতের এই শ্লোকের (১১।২১।৪২) চূর্ণিকায় "কেশ" শব্দের ব্যাখ্যায় হরিবংশের যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের ভাবার্থ এই যে, বিষ্ণু তখন দেবতাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া নিজে ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর দিকে গমন করিলেন। সেখানে পার্ব্বতী নামে এক গুহা আছে—সেই গুহা দেবতাগণেরও দুর্গম। বিষ্ণুর পরাক্রমশালী তিন জন পুরুষ দ্বারা পর্ব্বে পর্ব্বে সেই গুহা পূজিতা হন। উদারবুদ্ধি হরি, সেই গুহায় নিজের পুরাতন দেহ রাখিয়া বসুদেব-গৃহে আত্মযোজন করিলেন।—(হরিবংশ, ৫৬।৪৯-৫১)।

শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব খণ্ডন

শ্রীভাগবতে (১০।১২।৪০) লিখিত আছে, সূত বলিতেছেন,—হে দ্বিজগণ, এই প্রকারে যাদবদেব শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে জীবিত রাজা পরীক্ষিৎ নিজের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য ও পবিত্র চরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় ব্যাসনন্দন শুকদেবকে সেই পুণ্য চরিত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের পুণ্য চরিত শ্রবণ করিতে করিতেই তাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছিল। অপিচ তত্রৈব,—"যে যে অবতার দ্বারা প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান্ হরি কর্ণরমণীয় ও মনোজ্ঞ কর্ম্মসমূহ করিয়াছিলেন (শ্রীভাগ, ১০।১।১), (সেই সকল আমাদিগকে বলুন)।

অপিচ—"হরিলীলা শ্রবণ করিলে মনের গ্লানি ও তম্মূলীভূতা বিবিধ তৃষ্ণা দূরীভূত হয় এবং চিত্তশুদ্ধি, হরিভক্তি এবং হরিদাসগণের সহিত সখ্য হয়। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ থাকিলে আবার সেই মনোরম হরিচরিত বলুন" (১০।৭।২)।

"হে রাজর্ষিসত্তম, আপনার বুদ্ধি নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিতা। কেন না, শ্রীবাসুদেব-কথাতে আপনার নৈষ্ঠিকী রতি উপজাত হইয়াছে"—(তত্রৈব, ১০।১।১৫)। 'তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বাসুদেব, তোমার ধ্যান করি ও নমস্কার করি। তুমি প্রদ্যুম্ন, তুমি অনিরুদ্ধ, তুমি সঙ্কর্ষণ, তোমার ধ্যান করি ও তোমায় নমস্কার করি।" যে ব্যক্তি এইরূপ মূর্ত্তির অভিধান সহ প্রাকৃত মূর্ত্তিরহিত অথচ মন্ত্রমূর্ত্তি, যজ্ঞপুরুষ, নারায়ণের উপাসনা করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী পুরুষ' (শ্রীভাগ, ১।৫।৩৭—৩৮)। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৬১ চিহ্নিত বাক্যে উদ্ধৃত)।

'সাত্বতাম্' (মূল ৬২) মূল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৬২ চিহ্নিত বাক্যে যে স্থলে 'সাত্বতাম্' এই পদের উল্লেখ আছে, উহার পরেই গতিসামান্য প্রকরণ আছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রেই একরূপ অবগতি দৃষ্ট হয়, উক্ত প্রকরণে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্যে "সহস্রনাম্নাং" ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় বচন-প্রমাণ আছে। তৎপরেই নিম্নলিখিত ব্যাখ্যান বিনিযোজ্য—সর্ব্বার্থশক্তিযুক্ত দেবদেব চক্রপাণির নিজাভীষ্ট যে নামই হউক, তাহাই সর্ব্বার্থেই বিনিযোক্তব্য। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এই বাক্যে ভগবানের নামমাত্রেরই অসীম ও অবাধ মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদনুসারে একই শব্দের যেমন নাদজনিত সংস্কারবিশেষ সংযোগনিবন্ধন নানাপ্রকার অর্থ অভি-

ব্যক্তি হয়, সমাহৃত শব্দসমূহেরও সেইরূপ নাদজনিত সংস্কারবিশেষ সংযোগে নানাপ্রকার অর্থ হইয়া থাকে।* এই ন্যায়টি নামকৌমুদীকারও অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রকার সমাহৃত সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফলপ্রাপ্যণযোগ্য শক্তি লাভ হয়, কৃষ্ণনাম একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেই তাহা হইতে অধিক ফল হইয়া থাকে।

প্রাগুক্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের প্রমাণ-বচনের সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন,—"দেবদেব চক্রপাণির নিজের যে 'অভিরুচিত' অর্থাৎ প্রিয় নাম, সেই নামটিকে সর্ব্বার্থ বিনিয়োগ করিবে। তাঁহারা এই ব্যাখ্যার সম্পোষণের জন্য একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করেন; তাহার অর্থ এই,—'হরির প্রিয় গোবিন্দ নামে সদ্য সদ্য পাপসমূহ বিনষ্ট হয়।'

যদি বল, শ্রীপদ্মপুরাণে দেখা যায় যে, পার্ব্বতী দেবী প্রতিদিন সহস্র নাম পাঠ করিতেন। মহাদেব তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'বরাননে, এক রামনামই সহস্র নাম তুল্য অর্থাৎ একবার রামনাম গ্রহণ করিলেই সহস্র নাম পাঠের ফল হয়' (পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৩৬ অধ্যায়)। ইহা দ্বারা মহাদেব বুঝাইতেছেন যে, সহস্রনামের মধ্যে যে সকল কৃষ্ণনাম আছে, তদুচ্চারণ বাহুল্যমাত্র। তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত বচন অবিরুদ্ধ হয় কি প্রকারে?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাগুক্ত বৃহৎ সহস্রনাম একবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, এক বার রামনাম গ্রহণ করিলে সেই ফল হয়, এই প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কৃষ্ণনামে দ্বিগু সমাস অসম্ভব। অর্থাৎ বহু নামের সমাহারে কৃষ্ণনাম হয় না। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

এ স্থলে সহস্রনাম পদটি বহুবচনান্ত; উঁহার অভিপ্রায় এই যে, বহু বহু বৃহৎ সহস্রনাম তিন বার পাঠ করিলে যে ফল হয়, এক কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলেই তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং রামনাম হইতেও কৃষ্ণনামে মহামহিমত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে যে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশত নাম আছে, তাহার ফলশ্রুতি এই যে, এই স্তোত্র সমস্ত জপযজ্ঞের ফল প্রদান করে এবং পাপ নাশ করে। এই উক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, বেদাদি-উক্ত অন্যান্য জপাদির ফল এই অষ্টোত্তরশত নামের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, মাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধির আধিক্যবশতঃ রামনাম অপেক্ষা কৃষ্ণনামমহিমা বলবত্তর হইলেও রামনামের মহিমা উহাঁর অবিরুদ্ধ।

এইরূপে আরও দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার নামও পূর্ণশক্তিত্ব নিবন্ধন অপরাপর

* এ সম্বন্ধে সবিস্তার ব্যাখ্যা তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্ব্বসংবাদিনীতে স্ফোটবাদবিচারে, শ্রীভাষ্যে স্ফোটবাদবিচারে এবং শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শ্রুতপ্রকাশিকায় দ্রষ্টব্য।

ভগবন্নামসকলের অবয়বী, তথাপি অপরাপর নামসমূহের মধ্যে অবয়বসাধারণের ন্যায় উহাঁর ব্যবহার অসঙ্গত। কেন না, ঐরূপ সাধারণ অবয়বরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণে তাদৃশ ফলের প্রতিবন্ধক হয়। উহাতে নামান্তর-সাধারণ ফলই হইয়া থাকে অর্থাৎ সহস্রনামাদি স্তোত্রে অন্যান্য সাধারণ যে সকল নাম আছেন, সেই সকল নামের যেমন ফল হয়, তন্মধ্যে অবয়বরূপে প্রযুক্ত কৃষ্ণনামেরও তাদৃশ সাধারণ ফলই হইয়া থাকে।

ইহার উদাহরণ এই যে, শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা সাক্ষাৎ মুক্তিফলদায়িনী হইলেও যখন যজ্ঞের অঙ্গরূপে যজ্ঞেশ্বর অর্চ্চিত হয়েন, তখন তিনি কেবল স্বর্গফলমাত্রই প্রদান করেন। বেদজপকারী যখন বেদ জপকালে তদন্তর্গত ভগবন্মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন সেই ভগবন্নামে ব্রহ্মলোকের অধিক ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। রামনাম ও সহস্রনাম উচ্চারণ স্থলেও সেইরূপ কেবল একবার রামনাম গ্রহণ করিলেই বৃহৎসহস্রনামস্তোত্র পাঠের ফল ঘটে। বৃহৎসহস্রনামের অন্তর্ভূত যে রামনাম আছেন, তাহা বৃহৎসহস্রনামের অবয়ব, উহার সহিত আরও একোনসহস্র নাম সহ যে সম্পূর্ণ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্র আছে, তাহা পাঠ করিলে বৃহৎ-সহস্রনাম পাঠেরই ফল লাভ হয়। কিন্তু অপর একোনসহস্র নাম পাঠ-ফল উহার উপরে অধিক হয় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলাদিরূপে কেশবাদি তাঁহার যে সকল সাধারণ নাম আছেন, সেই সকল নামের ফলও ভিন্ন ভিন্ন অবতার-নামের সাধারণ ফল বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

নামকৌমুদীতে লিখিত হইয়াছে, সর্ব্ব অনর্থক্ষয়ে নামের যে শক্তি আছে, তাহাতে জ্ঞানতঃ নামগ্রহণ বা অজ্ঞানতঃ নামগ্রহণের ভেদ বিচার নাই। কিন্তু প্রেমাদি ফল-তারতম্যে অবশ্যই বিশেষ আছে—তাহাতে বিশেষ বিধান নিষিদ্ধ নহে। সহস্রনামের অন্তর্গত যে কৃষ্ণ-নাম আছেন, সহস্রনামের সঙ্গে যখন উহাঁর অবয়বরূপ সেই কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়েন, তখন উহাঁ সাধারণ ফলপ্রদ। এইরূপ বিবেচনায় পৃথক্‌রূপে "রাম"নাম গ্রহণ যে সহস্রনামতুল্য ফলপ্রদ, ইহা যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ সর্ব্বাবতারসমূহের অবতারীর নামবৃন্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামই সর্ব্বাধিক ফলপ্রদ; কেন না, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

যদি বল যে, "দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগের অঙ্গভূত পূর্ণাহুতি দ্বারা সর্ব্বকামনা লাভ হয়" এই বাক্য যেমন কেবল অর্থবাদমাত্র অর্থাৎ তদ্‌যাগে রোচনার্থ প্রশংসাময়ী ফলশ্রুতি মাত্র; রামনাম-মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণনামমাহাত্ম্যও সেইরূপ অর্থবাদ বলিয়া ব্যাখ্যাত হউক না কেন? এ কথা বলিতে পার না। কেন না, এই দুই নামমাহাত্ম্য সেরূপ নয়। পার্ব্বতী দেবী প্রতিদিন সহস্রনামস্তোত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিতেন। এক দিবস সহস্রনাম পাঠ করিয়া—যখন দেবী ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন মহাদেব বলিলেন,—'দেবি, আপনি একবার রামনাম করিয়া, কৃতকৃত্য হইয়া আমার সহিত ভোজন করুন।' এই উপদেশ করিয়া মহাদেব দেবীকে সাক্ষাৎ ভোজনে প্রবৃত্ত করেন। সুতরাং রামনামমাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ। আবার রামনাম হইতেও কৃষ্ণনামের

মাহাত্ম্য অধিকতর প্রসিদ্ধ। সুতরাং কৃষ্ণনামে অর্থবাদ কল্পনা সহজেই দূরোৎসারিত হইল।

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮২ অঙ্কধৃত বাক্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং' এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয়টি শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন ঐ স্থলের অনুব্যাখ্যা করা হইতেছে। 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিখিল পদার্থ ঈশ্বর" এই ভাবে যে ভজন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে জ্ঞানাংশ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'মন্মনা ভব' ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যায় শুদ্ধা ভক্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে—ইহাই হইতেছে শ্রীভগবানের সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ। সুতরাং ভজনে জ্ঞানাংশস্পর্শ গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে।

আবার কেহ এরূপও বলিতে পারেন যে, পূর্ব্ববাক্য দ্বারা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া, পরবাক্যে তাঁহাকেই প্রত্যক্ষভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বার্থ সঙ্গত নহে। "হে অর্জ্জুন, তুমি আমাতে সর্ব্বদা মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসনা কর, আমায় নমস্কার কর, তুমি মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে আত্মা যুক্ত করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" ইত্যাদি দ্বারা শুদ্ধ ভজনের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। অতঃপরে গীতার অপর শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। উহার অর্থ এই যে, 'হে দেহধারিশ্রেষ্ঠ! আমি এই সকল দেহে অধিযজ্ঞস্বরূপ' (৮।৪)। ইহাতে শ্রীভগবান্ ইহাই বলিতেছেন যে, 'আমি অন্তর্য্যামী'। কিন্তু ইহাতে গুহ্যতমত্বও গুহ্যতরত্ব সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া গেল না। অপর পক্ষে ইহাতে ইহাই বুঝা গেল যে, পূর্ব্বে যাহা সামান্যাকারে বলা হইয়াছে (অর্থাৎ 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি'), অন্তে তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, গুহ্যতমত্ব ও গুহ্যতরত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ভজন সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; জ্ঞানাংশে ভজন অনভিপ্রেত বলিয়া ভক্তিরই গুহ্যতমত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ স্থলে ভজনীয় তারতম্যের সম্ভাবনা থাকায় গৌণমুখ্য ভাবে ভজনীয় অর্থই প্রতীত হইতেছে। "ফলমত উপপত্তেঃ"—(৩।২।৩৯) এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা তাঁহার মুখ্যত্ব বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রটির তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয়; কেন না, তিনি নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, মহোদার ও সর্ব্বফলদাতা। বিশেষতঃ তৎশব্দ দ্বারা তিনি যে স্বয়ং তদ্রূপ, তাহা প্রকাশ পায় না এবং মৎশব্দ দ্বারা স্বয়ংই যে এতদ্রূপ (অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণরূপ), ইহাই প্রকাশ পায়। এই উভয় কথায় ভেদ দৃষ্ট হয়। এই উপদেশদ্বয়ে নিজ ঔদাসীন্য ও আবেশ থাকায় অপূর্ণত্বই উপলব্ধ হইতেছে।

ফলভেদের উপদেশে এবং "এবকার" দ্বারা পূর্ব্বকথিত অর্থেরই পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এই জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভজনীয় তারতম্য উপলব্ধ হইতেছে। অর্থাৎ "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ভগবদ্গীতার এই বাক্যে যে অধিযজ্ঞ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ-যজ্ঞপ্রবর্ত্তক ও তৎফলদ। ভগবান্ বলিতেছেন, আমিই যজ্ঞপ্রবর্ত্তক ও তৎফলদাতা। 'অহং এব' এই পদে যে 'এব'

আছে, তাহার অর্থ 'তস্মাৎ স্বস্ত ভেদো নিরাকৃতঃ'; অভিপ্রায় এই যে, যিনি অধিযজ্ঞ, তিনিও আমি, ইহাতে কোনও ভেদ নাই।

অতঃপরে দেখা যায়, ১৮ অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে একটি পদ আছে 'সর্ব্বভাবেন'—উহার অর্থ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবণতা দ্বারা'। গৌণ-মুখ্য ন্যায় দৃষ্টিতে জানা যায়, জ্ঞানমিশ্র ভজনের পক্ষে সর্ব্বাত্মতাভাবনারূপ ভজন অসম্ভব। (হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা—ইহাই সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবণতা দ্বারা ভগবদ্ভজন-ইহাই সর্ব্বাত্মতারূপ ভজন—জ্ঞানমিশ্র ভক্তিদ্বারা এই মুখ্য ভজন অসম্ভব)।

অতঃপরেই উক্ত শ্লোকের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে,—'নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে'; ইহাতে লোকবিশেষ বা ধামবিশেষপ্রাপ্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব এ স্থলে ভজনাবৃত্তির তারতম্য বিচার করা হয় নাই। অথবা ভজনীয় বস্তুর প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষের নির্দ্দেশ-তারতম্যও এ স্থলে বিচারিত হয় নাই। এ স্থলে যে অর্থসঙ্কোচ করা হইল, তজ্জন্য প্রাচীন ও আধুনিক আমাদিগের প্রদর্শিত অর্থাবগতিপ্রক্রিয়া অনুসারে এই সঙ্কোচবৃত্তি কল্পনীয়।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে অন্তর্য্যামিত্ব শ্রুতির সমীপে উহার পরাবস্থার কথা শুনা যায় না বটে, কিন্তু অন্তর্য্যামিত্বত্বের পরেও পরতত্ত্ব আছেন, তাহার পরে আরও পরম তত্ত্ব আছেন, ইহা সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা হইতেও ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে; তদ্‌যথা,—শ্রীভগবদ্গীতার প্রমাণ এই যে,—"সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ" (৭।৩০) ইহাতে ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। 'সহ যুক্তেঽপ্রধানে' এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে দেখা যায় যে, এ স্থলের "সাধিযজ্ঞ" পদে সহার্থে তৃতীয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। (অর্থাৎ যিনি অধিযজ্ঞের সহ বর্ত্তমান, তিনিই সাধিযজ্ঞ)। এ স্থলে অধিযজ্ঞ পদটি অপ্রধানরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, যিনি প্রধান, তিনিই সাধিযজ্ঞ-পদবাচ্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই প্রধানত্ব বা পরত্ব এতদ্দ্বারা ব্যক্ত হইল। 'অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র' অর্থাৎ আমিই অধিযজ্ঞ, এ স্থলেও শ্রীকৃষ্ণই যে অন্তর্য্যামীর পরতত্ত্ব, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,—"সেই ভগবান্ দ্রোণ এখনও পুত্ররূপে বর্ত্তমান।" ইহাতেও উক্ত তথ্যই সূচিত হইতেছে। সুতরাং ভজনীয় তারতম্য প্রদর্শনার্থই উপদেশ-তারতম্য সাধিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তাহার ভাবার্থ এই যে, যিনি সর্ব্বপ্রতিপাদ্যভূত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া সকল বাদীকে অতিক্রম করিয়া বলেন, তিনিই সকলকে অতিক্রম করিয়া বলেন।" (ছাঃ উঃ, ৬।১৬।১)। নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর ভূতময় উপদিষ্ট সকল বস্তু অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাতিশয়িতা প্রদর্শনার্থ ছান্দোগ্যে ব্রহ্মই যে সর্ব্বপর, তাহাই এই প্রক্রিয়াবলে সাধিত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্‌-গীতাতেও সেইরূপ উপদেশাধিক্যেই প্রতিপাদ্যাধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্তেও শ্রীকৃষ্ণেরই আধিক্য বা সর্ব্বপরতমত্ব উক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮২ অঙ্কচিহ্নিত বাক্যে "অবতারে কথঞ্চন" এই পত্তাংশের অস্তে যে পদ আছে, তৎপরে চরণচিহ্নপ্রতিপাদক নিম্নলিখিত বাক্যগুলি যোজিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদতলে মধ্যমা ও পার্ষ্ণি পর্য্যন্ত সমদেশমধ্যে ধ্বজা, পাদাগ্রে ত্রিঅঙ্গুল-পরিমিত দেশ পরিত্যাগান্তে পদ্ম, (স্কন্দপুরাণানুসারে জানা যায় যে, পদ্মের অধোভাগেই সর্ব্ব-অনর্থক্ষয়কর ধ্বজের সংস্থান।) তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে বজ্র, বজ্রের সম্মুখে অঙ্কুশ, অঙ্গুষ্ঠমূলে যব, স্বস্তিক-চিহ্ন যে-কোন স্থানে থাকিতে পারে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগ হইতে চরণার্দ্ধবিস্তৃত ঊর্দ্ধরেখা, ইহা পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে অষ্টাঙ্গুলি-পরিমাণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অষ্টকোণ চিহ্নের সমাবেশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মুনিগণ এইরূপে দক্ষিণ পদতলের চিহ্ন বর্ণন করিয়াছেন। অতঃপরে হে বৈষ্ণব! বাম পদের চিহ্নসমূহ বলা যাইতেছে। অঙ্গুলীগুলির সমীপ হইতে চারি অঙ্গুলী-পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রচাপের সমাবেশ হইবে, অন্য কোথাও হইবে না। নিম্নভাগেই ত্রিকোণ, উহার নিম্নেই অর্দ্ধচন্দ্রসমাকার অর্দ্ধচন্দ্র; অঙ্গুলীসমূহের সমীপ হইতে অষ্ট অঙ্গুলী-পরিমিত স্থান নিম্নেই অর্দ্ধচন্দ্রের সমাবেশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কলস-চিহ্ন যে-কোন স্থানে থাকিতে পারে। চরণের অগ্রভাগে অঙ্গুলীসমীপে বিন্দু এবং অন্তে অর্থাৎ পার্ষ্ণিদেশে মৎস্যচিহ্ন; অঙ্গুলীর মূল হইতে আষ্টঙ্গুলী-পরিমিত স্থান ত্যাগ করিয়া, এই সকল স্থানের মধ্যে গোষ্পদ-চিহ্নের সমাবেশ হইবে।* হে দেবর্ষিসত্তম! শ্রীকৃষ্ণের উভয় পদেই ষোড়শ চিহ্ন আছে। আর একটি চিহ্ন জম্বুফলাকার—এইটিই ষোড়শ।

শ্রীচরণচিহ্নসমূহ

মূলে যে প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে 'বৈষ্ণবোত্তম' ইত্যাদি সম্বোধনের লক্ষ্য—শ্রীনারদ। (শ্রীপাদ সর্ব্বসম্বাদিনীকার অতঃপরে শ্রীচরণচিহ্নের সংস্থান সম্বন্ধে তদীয় উদ্ধৃতাংশের যে সংক্ষিপ্ত টীকা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য উপরে লিখিত অনুবাদেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।) দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে চক্র এবং বাম অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে দর চিহ্নের সমাবেশ স্কন্দ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণের পাদচিহ্নের মধ্যে এই দুই চিহ্নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা আদিবরাহে ব্রজমাহাত্ম্যে,—"যে শুভ ব্রহ্মময় স্থানে চক্রাঙ্কিতপদ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ানুষ্ঠান হইয়াছিল।"

শ্রীগোপালতাপনীতেও উক্ত হইয়াছে,—"শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয় শঙ্খ, ধ্বজ ও আতপত্র-চিহ্নে চিহ্নিত।" চক্রের নিম্নেই আতপত্রের (ছত্র) স্থান। দক্ষিণ চরণের প্রাধান্য নিমিত্ত তৎস্থলেই স্থান সমাবেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের দৈর্ঘ্য চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী ও বিস্তারে ছয় অঙ্গুলী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

---

* এ স্থলে পাঠভেদ আছে। সর্ব্বসম্বাদিনীর পাঠ,—"গোষ্পদং তেষু বিজ্ঞেয়মাষ্টঙ্গুলপ্রমাণতঃ।" কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকার পাঠ,—"গোষ্পদং ত্রিধুরং জ্ঞেয়মাষ্টাষ্টঙ্গুলমানতঃ।" শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদের টীকায় দেখা যায়, সকল চিহ্নের অধোভাগে গোষ্পদের স্থান।

মুল গ্রন্থের দ্বিনবতি বাক্যের পরে যে নিত্যত্ব প্রকরণ আছে, উহাতে "শাস্ত্রানর্থক্যম্" এই বাক্য দৃষ্ট হয়। উহার পরেই নিম্নলিখিত বিচার যোজ্য,—যদি বল যে, বালক ও আতুরাদিকে ছলবাক্যে বুঝাইবার জন্য যে অসার ও অলীক বাক্য বলা হয়, ঐ সকল উপাসনা-বাক্য তদ্রূপ। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। অর্থান্তরের বিদ্যমানতায় কেবল উহার স্মারক বাক্য পুরুষার্থ-সাধনের কারণ নহে। বালকেরা যাহা চায়, তাহা তখন না থাকিলেও বা অদেয় হইলেও তাহাদের তাদৃশ বস্তুতে আসক্ত চিত্তকে প্রথমতঃ ভুলাইয়া অন্য দিকে লওয়ার জন্য মাতা প্রভৃতি যেরূপ বাক্‌ছল অবলম্বন করেন, শাস্ত্রও তেমনি প্রাথমিক উপাসকগণকে সগুণ উপাস্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করেন। বালকগণ পরে যেমন স্বতঃই স্বহিতকর বিষয়ে ক্রমেই প্রবর্ত্তিত হয়, বলবৎ অপরাপর শাস্ত্র দর্শন করিয়া সাধকও তেমনি নিগু'ণ ব্রহ্ম অথবা অনিত্য প্রকটতাবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠনাথস্বরূপ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।"

শ্রীকৃষ্ণই পরম উপাস্য

এরূপ উক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কেন না, শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ—অনন্তগুণরূপ বৈভবাদির নিত্য আস্পদ। তাঁহার নিত্যরূপে অবস্থিতি অসম্ভাবিত নহে। শ্রুতি বলেন, সেই ব্রহ্ম পদার্থ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালস্থায়ী। তাদৃশ অবস্থিতি সম্ভবপর হয় বলিয়াই শাস্ত্রে অবতারবাক্য দৃষ্ট হয়। কেন না, ভগবানের প্রপঞ্চে প্রকাশই অবতারের লক্ষণ। (অর্থাৎ ভগবান্ যখন প্রপঞ্চে প্রকটিত হয়েন, সেই ব্যাপারের নামই অবতার। নারায়ণাদির যখন অবতারের কথা উল্লেখ আছে, তখন তাঁহাদেরও প্রপঞ্চে প্রবেশই সেই বাক্যের অভিপ্রায়। সুতরাং ইহাতে কোনও বিরোধ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণের উপাসনা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, যেমন—"যেমন মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, দেবতারাও সেই মূর্ত্তিবিশিষ্ট।" উত্তরমীমাংসাতেও এ সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ দৃষ্ট হয়।

গোপালতাপনীতেও উক্ত হইয়াছে, "যে সকল ধীর সেই পীঠগ দেবের উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ—অপরের নহে।" এই গোপালতাপনীয় উপনিষৎও যাহা দ্বারা অমান্যা হয়েন, তাহার সাহস অতি মহৎ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এই পীঠগের উপাসনায় যখন শাশ্বত সুখপ্রাপ্তি হয়, তখন ইহার উপাসনা না করিলে জ্ঞান অসাহসময় হইয়া পড়ে। যেহেতু শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, জ্ঞান হইতে মোক্ষ। এতদ্ব্যতীত গোপালতাপনী শ্রুতিতে এতাদৃশ উপাসকদিগকে ধীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাঁদের বালাতুর ভাব খ্যাপন করার প্রয়াস একবারেই সুদূরপ্রস্থিত।

'নেতরেষাম্' অর্থাৎ 'অপরের সুখ নাই' এইরূপ নির্দ্ধারণ করায় তাদৃশ আরাধনার পরম্পরা হেতুত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ এই উপাসনা দ্বারা উচ্চতর উপাসনা-সোপানে আরোহণ করা যাইবে, এরূপ হেতুপরম্পরা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন নামব্রহ্মের উপাসনা কর, মনোব্রহ্মের উপাসনা কর, এইরূপ উপাসনাপরম্পরা দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মোপাসনার জন্য অধিকারী করার বিধান আছে, এ স্থলে সে আরোপেরও আশঙ্কা নাই। সুতরাং শাস্ত্রীয় আরাধনা-বাক্য দ্বারা তাঁহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়।

"স্বাধ্যায়াৎ ইষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ" (পাত° সূ° সাধনপদ, ৪৪সূ°) অর্থাৎ অভিপ্রেত মন্ত্রজপাদি লক্ষণবিশিষ্ট স্বাধ্যায়ে অভীষ্ট দেবতা প্রত্যক্ষ হয়েন। এই সূত্রটিও উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ চিহ্নিত বাক্যে ত্রৈলোক্যসম্মোহন সম্বন্ধীয় বচন দৃষ্ট হয়। (ত্রৈলোক্য-সম্মোহন তন্ত্রোল্লিখিত শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপের ফলশ্রুতি এই যে,

অহর্নিশং জপেদ্‌যস্তু মন্ত্রং নিয়তমানসঃ।
স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্॥

অর্থাৎ নিয়তচিত্তে যিনি অহর্নিশ এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি অবশ্যই গোপবেশধর হরির দর্শন লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যে স্থলে উক্ত বচন আছে, তাহার পরে নিম্নলিখিত অনুব্যাখ্যা যোজ্য; তদ্‌যথা,—"শ্রীকৃষ্ণাদির স্বয়ংভগবত্ত্বাদি অনুসন্ধান না করিয়াও কোন কোন স্থলে সাধকবিশেষ যে যে রূপের ভাবনা করিয়া উপাসনা করেন, কোনও মূলভূত ভগবান্ সেই সেই রূপেই তাঁহাদিগকে দর্শন দান করেন। শ্রীকৃষ্ণভগবত্তাজ্ঞানবিহীন অসম্বদ্ধভাবীরা যদিও এইরূপ মন্তব্য করিতে পারে, কিন্তু শ্রুতি প্রভৃতি-প্রসিদ্ধ সেই উপাসনা-প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গণের অনাদিসিদ্ধত্ব ও অনন্তত্ব হেতু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টরূপে শ্রীভগবানের নিত্যবিগ্রহত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। অবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ত্বের প্রমাণ শ্রীভাগবতের একটি বচন। উহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই ভবপারের তরণী—এই তরণী অবলম্বনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধক-গণ ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুগণ এই তরণী অবলম্বনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, স্বীকার করিলাম; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের সাধকগণের গতি কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে, হে প্রকাশশীল, সর্ব্বভূতে প্রীতিযুক্ত মহাপুরুষগণ ভয়ানক সুদুস্তর ভবার্ণব নিজেরা তোমার শ্রীচরণসরোজরূপ তরণী আশ্রয় করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া, অপরাপরের উত্তরণের জন্য উহা এখানে রাখিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ ভক্তিসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। আপনি চিরদিনই সাধুদিগের অনুগ্রাহক।—(শ্রীভাগ, ১০।২।৩১)।

অপিচ শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন, আমায় যে, যে ভাবে ভজনা করে, আমি সেই ভাবে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। গীতার এই বাক্যানুসারে একমাত্র তাঁহার চরণারবিন্দৈকসেবাপর ব্যক্তিগণের নিকট তিনি নিত্য এক ভাবেই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তত্তৎরূপে তাঁহার নিত্য অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার্য্য অর্থাৎ তাঁহার চিদানন্দময় বিগ্রহ অনিত্য নহে—নিত্য। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, হে ভগবন্, মহোদার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণ আপনার পাদপদ্মরূপ তরণী পরবর্ত্তিগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তিসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। (ইহাতে ভগবদারাধনা সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক অনাদিসিদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইল এবং স্বকপোলকল্পিত মত নিরস্ত হইল।)

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নিত্যত্ব এবং তদারাধনার সাম্প্রদায়িক অনাদিসিদ্ধত্ব ও অনন্তত্ব-পারিপাট্য বিধান করিয়া, মূল গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অতঃপরে ১৩৯ ও ১৪০

অন্বধৃত বাক্যে এস্বাস্ত ভাগ্য মহিতা (শ্রীভাগবত, ১০।১৪। ৩১-৩২-৩৩ এবং ৩৪ পদ্য)* উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সর্ব্বসংবাদিনীতেও এই পদ্যগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের ভাবার্থ এইরূপ, "হে অচ্যুত, তোমার প্রেমপরমানন্দ উপভোগকারী এই ব্রজজনের ভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক, কে তাহার বর্ণনা করিতে সমর্থ ? মহাদেব প্রভৃতি আমরা একাদশ দেবতা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা আপনার শ্রীচরণসরোজমধু পুনঃ পুনঃ পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।" —(১০।১৪।৩১)।

শ্রীবৃন্দাবন-জন-মাহাত্ম্য

অতএব এই স্থলে (শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান মথুরামণ্ডলে), তাহার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে, তাহার মধ্যে আবার গোকুলে যে কোনও জন্ম হউক না কেন, উহা মহৎ ভাগ্যের পরিচায়ক। যে হেতু এইরূপ জন্মলাভে গোকুলবাসী যে-কোন ব্যক্তির পদরজে অভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গোকুলবাসীরা অতি ধন্য। কেন না, যে মুকুন্দের পদরজ অদ্যাপি শ্রুতিগণ অনুসন্ধান করিতেছে, সেই ভগবান্ মুকুন্দই তাহাদের নিখিল জীবনস্বরূপ।—(১০।১৪।৩২)।

"হে দেব, যে ব্রজবাসীদের প্রেম-ভক্তিতে আপনি স্বয়ং নিখিলফলদ হইয়াও ঋণী, তাহাদিগকে আপনি স্বতঃশ্রেষ্ঠ কি ফল প্রদান করিবেন, তাহাই ভাবিয়া আমাদের চিত্ত মোহিত হইতেছে। কেন না, গোকুলবাসিনী রমণীর বেশ-পরিহিতা হইয়াই রাক্ষসী পূতনা যখন স্বয়ং আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এ অবস্থায় যাঁহারা দেহ-গেহ, অর্থ-সুহৃৎ, আত্মা, পুত্রাদি ও প্রাণাশয় প্রভৃতি সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোনও ফল দিতে হইলে আপনার নিজ হইতেও শ্রেষ্ঠ ফল দেওয়া কর্ত্তব্য। সে ফল যে কি, তাহা ভাবিয়া আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে।"—(১০।১৪।৩৩)।

"হে কৃষ্ণ, তত দিনই রাগাদি তস্করস্বরূপ, গৃহাদি কারাগৃহস্বরূপ এবং মোহও তত দিন পর্য্যন্তই চরণ-শৃঙ্খল হইয়া থাকে, যত দিন মনুষ্য তোমার চরণে আত্মসমর্পণ না করে।" (১০।১৪।৩৪)।

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১৪৫ অঙ্কে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীরাসলীলার "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" (১০।২৯।৮) ইত্যাদি পদ্য হইতে উক্ত অধ্যায়ের পঞ্চদশ পদ্য পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কেবল শ্রীভাগবতীয় উক্ত শ্লোকসকলই উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। সেই সকল শ্লোকের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এইরূপ,—"যে সকল গোপী গৃহে অবরুদ্ধা ছিলেন, বহির্নির্গমন লাভ করিতে পারিলেন না, শ্রীকৃষ্ণভাবনাযুক্ত সেই সকল গোপী চক্ষু নিমীলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।"—(১০।২৯।৮)।

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহতাপে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনপ্রতিবন্ধি অশুভ বিনষ্ট হইল এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনরূপ আনন্দদ্বারা তাঁহাদের প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব্বপ্রকার

* পৃথক্ পৃথক্ স্থানে মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যসংখ্যা বিভিন্ন আছে। তন্মধ্যে পাঠক মহোদয়গণ আপন আপন গ্রন্থের নির্দিষ্ট অধ্যায়ে পদ্যগুলি দেখিতে পাইবেন। পদসংখ্যার সামঞ্জস্য নাই।

মঙ্গলও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।”—(১০।২৯।৯)। “তাঁহারা সত্তই বন্ধনমুক্ত হইয়া, গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া, উপপতি-বুদ্ধিতেই সেই পরমাত্মার সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন।”—(১০।২৯।১০)।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে, ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না। এই গুণবুদ্ধিবিশিষ্টা গোপীদের গুণপ্রবাহের উপরম কি প্রকারে হইল? (১০।২৯।১১)। ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—হে রাজন্, শিশুপাল হৃষীকেশকে বিদ্বেষ করিয়াও কি প্রকারে সাযুজ্য সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমাগণ যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে আর সংশয় কি? মানুষ্যদের নিঃশ্রেয়সার্থই অব্যয়, অপ্রমেয়, গুণাত্ম এবং নির্গুণ ভগবানের এই প্রপঞ্চে প্রকাশ। যাঁহারা ভগবানে নিত্যই কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য অথবা সুহৃদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তাঁহারা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ অজ, ভগবান্, যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর; তাঁহা হইতেই নিখিল জীবের মুক্তি সাধিত হয়; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এ নিমিত্ত বিস্ময়ের কিছুই নাই।—(১০।২৯।১২—১৫)।

ইতি শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয়-শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

পরমেশ্বর, ঋষি ও আচার্য্যাদির নাম-সূচী

অচ্যুত ১৫০।১৬৯

অজ ১৭০

অজিত ১৫৮

অখিলাত্মা ৭৩

অঙ্গিরস ৯৩

অদ্বৈতাচার্য্য ৪

অধোক্ষজ ১৭০।৩১২

অনাদর ৩৮

অনিরুদ্ধ ২।১০৫।১৪৯।১৫০

অর্জ্জুন ১৪০

অবাকী [illegible]

অরুন্ধতী ৪৫।১০৬

উ

উদ্ধব ৩

ঋ

ঋষভ ১৫৮

ক

কল্কি ৩।১৫৭

কৃষ্ণ ১।২।৩।৫।১৫৫।১৫৮।১৬০।
১৬১।১৬২।১৬৪।১৬৬।১৬৮
১৬৯।১৭০।

কৃষ্ণচৈতন্য ৩।৪

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ১১১

কৃষ্ণপত্নী ১৩২

কৈয়ট ৪২

গ

গোবিন্দ ১৫৮

গৌর ১।২।৩

চ

চতুঃসন ১৫৮

চৈতন্য ৩০।৩৫।৩৬।৪৪

জ

জনমেজয় ২৩

জনার্দ্দন ৮১

জামাতৃমুনি ৯৮।১০৫

জৈমিনি ৮৪।১৪৯।১৮৮

ত

ত্রিণাচিকেত ১২৭

দ

দত্তাত্রেয় ৫২

দক্ষ ২৬।২৭।১৫৫

ধ

ধনঞ্জয় ৩৯

ন

নারদ ১৫৮।১৬৪।১৬৬

নারায়ণ ৫।২৬।২৮।৮৬।৯৫।১৫২।১৬৭।
১৭৬।২৮৬

নরবরাহ ১৫৪

নৃসিংহ ১৫৮

প

পরাশর ৭৮।৫৮।৬৫।৮৭

পাণিনি ১০৩

পৃথু ১৫৮

প্রজাপতি ১২।১৩।২০।১৪৯।

প্রদ্যুম্ন ২।১৪।১৭৭
প্রহ্লাদ ৯৬
প্রাচেতস ২৭

ভ

ভাস্কর ১৪৮।১৪৯
ভৃগু ১৫৫

ম

মধ্বাচার্য্য ১২।২৫।৩৫।৬৪।৭৫।৭৯।৮৫।৮৬।৯৪।১০৮।১১২।১১৬।১২৬।১৪৩।১৫১।১৫৫।১৮৬।২৮৬
মনু ২৪।১২৬।১৫৬
মহেশ্বর ১২।২৫।৫৮।৫৯।৭৩।১২৪।১৩৪
মৎস্য ২৫।২৬।৩৫।১৫৬
মরীচি ৯৪।১২০
মহাদেব ১৬১।১৬২
মহাদেবী ২৫।১৬২
মহালক্ষ্মী ২৮৬
মাধব ১৫১
মুকুন্দ ১৬৭
মৈত্রেয় ৩৭।৫৮

য

যজ্ঞ ১৫৮
যদুনন্দন ২৪
যোগেশ্বর ১৫৮।১৭০

র

রবি ২৩।১০৭
রাম ৮২
রামানুজ ৪।১২।১৯।৩৫।৩৭।৪১।৪৭।৫২।৫৯।৭৪।৮৬।৯০।১১২।১২৯।১৩২।১৩৯।১৪৯।
রুদ্র ১৪৯

ল

লোগাক্ষিভাস্কর ১৯৪

ব

বরাহ ১৫৪।১৫৬
বাদরায়ন ২২
বামদেব ১২৫
বামন ১৫৮
বাসুদেব ২।৩।৩৯।৪৮।৭২।৭৩।৮৬।১৪৯।১৫০।১৫১।১৫৫।১৬০।১৬৩
বিভু ৫৪।৭২।৭৪।৮৪।১০৪।১১১।১৫৮
বিবস্বান্ ১০৫
বিষ্ণু ৭৩।৮৬।১৬২
বিষ্ণুশক্তি ৩৬
বৃহদ্ভানু ১৫৮
বৃষধ্বজ ১৫১
বৈশ্বানর ৮৪
ব্রহ্ম ২৬। ২৭। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।৩৪।৩৫। ৩৭। ৪৩৮। ৩৯। ৪৩। ৪৫।৮৬।৯৭। ১১৩।১২০।১৩৭।১৪৯

শ

শক্র ২৪
শুক ২৩।২৪।২৬
শেষ ১৫৮
শৌনক ২৩।২৬
শ্রী ৩
শ্রীধরস্বামী ৪।৩৫।৩৬।৩৮।৬৫।৭৩
শ্রীপতি ৫
শ্রীমচ্ছঙ্কর ১০৬

স

সঙ্কর্ষণ ২।১৪৯
সর্ব্বান্তর্যামী ৫
সম্বর্ত্ত ২৫

সপ্তর্ষি ২৭
সবিতা ৩৪
সুরেশ্বর ৬০
সূর্য্য ৪৯।৭৭।৭৯।৮৪।১১৬
স্বায়ম্ভুব ২৭।১৫৪

হ

হরি ২।৮৭।৮৮।১৫৫।১৫৬।১৫৮।১৬০
১৫১।১৬২।১৬৮।১৭০।২৮৬
হিরণ্যাক্ষ ২৬।১৫২

দেশের নাম।

উ

উৎকল ৩

ক

কলিঙ্গ ১৯

গ

গোকুল ১৯৮
গৌড় ৩

ম

মথুরা ১৬৯

ব

বঙ্গ ৩
বরেন্দ্র ৩
বৃন্দাবন ১৬৯
বৈকুণ্ঠ ১৫৮
ব্রহ্মলোক ২৪

স

সুহ্ম ৩

দ্রব্যের নাম।

অ

অয়স্কান্ত ৩১

ম

মহারজন ৮৩
মহাহীরক ১০৭

শ

শুণ্ঠী ৮

হ

হরিচন্দন ১১১
হীরক ৭।১০৭

দার্শনিক, পারিভাষিক ও সাধারণ শব্দ।

অ

অজহৎস্বার্থ ১৮।২৯।৭৬।১৯৯।২০১।২০২
অর্থবিপ্রকর্ষ ২১
অর্থবাদ ২১।২৭।৪৪
অপূর্ব্বতা ২১।২৭
অভ্যাস ২১।২৭
অধ্যাস ১০৭
অনুশাসন ২৭
অয়স্কান্ত ৩১
অদ্বয় ২৮।১২০
অর্দ্ধকুক্কুটী ৩১
অর্দ্ধজরতী ৪৫।১০৬
অহিকুণ্ডল ৩৪
অথর্ব্বণ ৯৩
অধ্যাত্ম ৯৩
অনুভূতি ৯৮
অভিধেয় ৫
অভিধা ২৩৫
অনুমান ৫।৭।১৩।৫৫
অনুমিতি ১৮০
অর্থাপত্তি ৫।৮
অভাব ৫।৮।১৬
অবৈদুষ ৬

অনুবাদ ১৭।১৯৬

অবিধ ৭।২০

অপৌরুষেয় ৯।১১

অনুৎপত্তি ১০

অনুভব ১৪

অবিদ্যা ১১।৩৫।৩৬

অদ্বৈত ১২।২৭।৫৭।৮০

অনাদি ১৩।১০৫।১৫৮

অবাক্ ১৩

অর্ব্বাচীন ১৩

আ

আর্ষ ৫।১২২

আগম ১০।১৪।২২।৬৬

আম্নায় ১০।১৯৪

আত্মারাম ১১

আবাপ ১৬

আপ ২৫

উ।

উদ্ধব ৩

উপমান প্রমাণ ৫।৮

উপমর্দ্দী ৬।৮।১১।১৩৩

উপনয় ৭

উদাহরণ ৭

উপচরিত ১০

উদ্বাপ ১৬

উপপত্তি ২১।২৭।১৬৩

উপক্রম ২১।২৭

উপসংহার ২১।২৭।১৪১

উপাদান ২৯

উপাদন লক্ষণা ২০১

উপলক্ষণ ২১৭

ঋ

ঋষি ২৫

ঋত ১২৪

ঐ

ঐতদাত্ম্য ১৩৫

ঐতিহ্য প্রমাণ ৫।৮।৫৫

ঔ

ঔপগব ২০

ক

কল্প্য ১৬

করণাপাটব ৫

কলি ১৩

কান্ত ১৭০

কাপিল ১৪৯।১৫২।১৫৫।[illegible]

কুণ্ডল ৩৪

কৌরব ৯৫

ক্রম ২০৮

ক্রমসন্দর্ভ ২৩

গ

গুণবাদ ১৭।১৯৫

গোপবন শ্রুতি ১১০।১১২

গৌ ১৮।২০।১৬৩॥১৬৪

গৌণ ১৯।৫২।৯৮।২০২।২০৩

গ্রহচেষ্টা ৮

গ্রাবান ১৩

ঘ

ঘটকুড্য ৪১

চ

চন্দ্র ৭৭।৮৪

চিচ্ছক্তি ৩৬।৩৭

চিন্মুক্তৈকবিভব ১১

চেষ্টাপ্রমাণ ৮

জ

জগৎ ৩।৫।২৯।৩০।৩১।৩৩।৩৬।৩৮
৩৯। ৫৪। ৫৫।৮৮। ১৩৭। ১৪০
৩১২

জহৎস্বার্থ ১৮।২৯। ৩৯।৭৬।৮৮।৯৪।১৯৯
২২০।২০১

জঙ্গম ২৫

জহদজহৎস্বার্থা ১৮।১৯৯।২০০।২০১

জড় ৪০

জঠর ৮

জাগ্রৎ ১০২।১৪০

জাতি ৯৩

জ্ঞপ্তি ১৯।৩৭

জ্ঞান ১০। ২৮। ২৯। ৩০।৩১।৩৪।৩৫।৩৭
৫৯।৬৬।৭৩।৯৫।৯৮।১৫০

জ্যোতি ১০৫

ড

ডিত্থ ১৮

ত

তত্ত্ব ১০

তত্ত্বজ্ঞ ১০৫

তত্ত্বমসি ১২৫।১৩২।১৩৫।১৩৬।২২১

তন্থা ৩০৯

তারকা ৭৭

তাক্ষণ ৩০৯

তাদাত্ম্য ১২৯

তাত্ত্বিক ১০

ত্রিদশ ৮৮

তেজ ৩৪।৪৭।৭৭।৭৮।১৫০

দ

দহর ৭৪।৭৫।৮৪। ১২৬।২৬৭

দণ্ডী ১৩৪

দাতা ১৬৯

দ্বিজ ২৪

দেব ১২।২৪।৮৭

দেবতা ৯৫।১০৩

দ্বৈত ১১।৫৭।৬০

দোষ ৫।২৯।৫২

ধ

ধর্ম্মসেতু ১৫৮

ধার্ত্তরাষ্ট্র ৯৫

ন

নক্ষত্র ৮৪

নরদেব ১৫৭

নরাধিপ ২৫

নারায়ণ ৫।২৬।২৮।৮৬।৯৫।১৫২।১৬৭।
১৭৬।২৮৬

নারদ ১৫৮।১৬৪।১৬৬

নির্ব্বিকল্পক ৬।৯৮

নিগমন ৭

নিবৃত্তি ৮।১৯৫

নিত্য ১২।১২৫।১৭০

নিধন ১২

নিমিত্ত ২৯।৪২

নিরঞ্জন ৫৪।৮১।৮৬।১৩০

নির্গুণ ৫৪।৯৭

নির্ব্বিশেষবাদী ৯৮

নিরূঢ়লক্ষণা ১৯৯

নিরূঢ় ২০২

নৃপ ১৭০

নৈমিত্তিক ২৪।২৭

প

পরমব্যোম ৫

পক্ষ ৬
পরমার্থ ৮
পরমেশ্বর ১১।৩৬।৮১।১২২।১২৬
পঙ্কজ ২০
পরোক্ষ ২১
পরমাত্মা ১২৫।১৪০।১৪৯
পারিশেষ্য প্রমাণ ২
পার্ষদ ৪।১১
পারমর্ষ সূত্র ১০
পাচক ২০
পারদৌর্ব্বল্য ২১
পাশুপত ১৫১
পিপ্পল ১২৪।১২৫
পিতৃ ১২।১৩৫
পুরুষ ৫।২০।২৮।৪৩।৫৭।৫৮।৭৬।৮৩।৮৬।৮৭।৯০।৯১।১০০।১০৪।১০৫।১১৪।১১৫।১২৫।১২৬।১২৭।১৩৩।১৩৯।১৪৪।১৪৯
প্রমাণ ৫
প্রত্যক্ষ ৫।৬।১০।১৩।১৭।৫৫।১৪৭।১৫২
প্রমাদ ৫
প্রমা ৬।৭
প্রভু ১৫২।২৮৬
প্রতিজ্ঞা ৭
প্রবৃত্তি ৮।১২।১৬।১৯।২০।২৮।৩১।৪২।৫৭।১৯৫
প্রতিপত্তি ১০
প্রলাপন ১৩
প্রভাব ১৩।১৪।১১০।১১৩।১৫২
প্রকৃতি ২০।৩৩।৫৮।৫৯।৮৭।১১৬।১১৭।১৩১।১৪৯।১৫৪।৩১২
প্রত্যয় ২০।৩৩
প্রত্যায়ন ২০
প্রকরণ ২১।২০৮
প্রতিপাদ্য ২১
প্রক্রিয়া ২১।২২।১০৩
প্রতিপাদক ২২
প্রায়িক ২৩
প্রমেয় ২৩।৩৩।২২৪
প্রলয় ২৪।২৬।২৭।২৮।৯৪।১৫৪
প্রত্যগাত্মা ১৭৩
প্রভা ১১৩
প্রাচেতস ২৭

ভ

ভগবান্ ৫।২৯।৩৬।৭২।৭৩।৭৭।১৫২।১৬০।১৬৩।১৬৯।২৪৩
ভগ ২৯।৭২।৭৬।১৭৬
ভাব ২০
ভাগবত ২৩
ভারত ২৩
ভার্গব ২৬
ভারূপ ৮৮
ভূ ১৩
ভূমি ১৩
ভূয়িষ্ঠ ১৩
ভূর্লোক ২৫
ভূমিপাল ২৫
ভূমা ৫৪।৫৫
ভূতার্থবাদ ১৯৫
ভেদবাদী ১৩৪
ভৌতিক ৮৩
ভ্রম ৫।৫৯।৯৮।১৩৩
ভ্রান্তি ৯৮

ম

মনোময় ৮৮
মহাবাক্য ২১।১২০।২০৬
মন্বন্তর ২৪।২৫।২৭।১৫৪

মহাবেগ ২৫
ময়ট ৪৭।৪৮।৪৯।৫১।২৪৩
মায়া ৫৮।৫৯
মুক্তাফল ৮৯
মুখ্য ১৮।১৬৩।১৬৪।২৩৫
মেরু ১০৮

য

যাদব ২৫
যোগ ২০
যোগ্যতা ২০।২১
যোগরূঢ় ২০৪
যৌগিক ২০৪

র

রূঢ়ি ১৮।১৯।১৯৯।২০০।২০১

ল

লক্ষণা ১৮।১৯।১৯৯।২০০।২০৪।২৩৫
লাক্ষণিক ৯৭।১৩৪
লিঙ্গ ২১।২৭।২৮।৫৮।২০৭
লীলা ২৮।১৫৪

ব

বর্ণবাদী ১৮
বয়ুন ৮৬
বস্তু ৬।১৮।২৭।৩৩।৩৬।৩৯।৪২।৪৮।৫৬।৮০।১২০।১৩৫।১৩৬।১৪৮।
বহ্নি ৭
বাগাত্মা ৮৮
বাধ্য ১০
বাধক ১০
বাক্য ১০।২০।২১।২০৭
বিধি ১০
বিজ্ঞান ৩১।৩৮।৪০।৮৬।৯৩।১১৫
বিমলা ৬৬
বিধায়ক ১০
বিদ্যা ১২।৬৬
বিসর্গ ২৪
বিদ্যুৎ ৭৭।৮৪
বিক্ষেপ ১০৬
বিবর্ত্ত ২৭।৩৫।১৩৭
বিপ্রলিপ্সা ৫
বিশ্ব ১২।৪০।৭৬।৮৭।১২৮।১৩১।১৪৮।১৬৯
বিপ্রতিপত্তি ৬
বৃত্তি ১৩।১৮।১৯।২০।২৪।৪০।৪২
বৃহদ্ভানু ১৫৮
বৃন্দাবন ১৬৯
বেদ ৯।১২।১৪
বৈকুণ্ঠ ১৫৮
বৈদুষ ৬
বৈশ্বানর ৮৪
বৈভব ২৪
ব্যাপ্তি ৩
ব্যঞ্জনা ২।২০৪।২৩৫
ব্রহ্মবাদী ৩
ব্রহ্মলোক ২৪
ব্রহ্ম ২৬।২৭।৩০।৩১। ৩২। ৩৩।৩৪।৩৫।৩৭।৩৮।৩৯।৪৩।৪৫।৮৬।৯৭।১১৩।১২০।১৩৭।১৪৯
ব্রহ্মাধ্যায়ী ১৩০
ব্রাহ্মী ২৭

শ

শব্দ ৫।৬।৯।১৩।১৮।২১।৩৩।৩৯।৪০।৪১।৪২
শক্তি ৬।১৪।১৬।১৭।২০।২৭।২৯।৩০।৩১।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৫৮।৫৯।৬০।৬১।৭১।৭৪।৯৪।১৪৪।১৪৭।১৫০।১৫৫
শম ২৫

শশবিষাণ ৬৩

শাঙ্করভাষ্য ১১।২২

শৃঙ্গগ্রাহিকা ২১৭

শৌকর ১৫৪

শ্রুতি ২১।৩৩।৫৪।২০৭

স

সঙ্কেত ১৬।১৮

সঙ্কীর্ত্তন ৪

সম্ভব ৫।৮

সংশয় ৬

সবিকল্পক ৬

সন্নিকর্ষ ৮

সম্বন্ধ ১৩।২৭

সংস্থা ২৪

সর্গ ২৪।৫৯

সমবায় ২১

সমাখ্যা ২০৮

সমাখ্যান ২১

সংজ্ঞী ১৮

সংজ্ঞা ১৮

সংস্কার ১৭

সন্দর্ভ ২৭

সংগান ১৭।২০

সঙ্গতি ১৬

সমানাধিকরণ ৪২

সমন্বয় ৯৫

সবিশেষ ৯৮

সম্বিৎ ৯৮।১০৩

সর্ব্বকাম ৮৮

সর্ব্বরস ৮৮

সর্ব্বগন্ধ ৮৮

সর্ব্বকর্ম্মা ৮৮

সার্ব্বভৌম ৪।১৫৮

সারসিক লক্ষণা ১৯৯

সাবিত্র ৩৪

সামানাধিকরণ্য ২৯।৪২
১০৬। ২০২। ১৩৩। ১৩৪। ২১৭
২৩৪

সাচিব্যকরণ ৬।৭

সাংব্যবহারিক ১০।১৮

সিদ্ধি ৮

সুপর্ণ ১২৪।১২৫

সুধাম ১৫৮

সুমেধস্ ১

সুষুপ্তি ১০৩।১২০

সৃষ্টি ২৭।৬৩

স্কন্ধ ২৩

স্থান ২১।২৫

স্থাণু ১০৪।১৪০

স্থিতি ৬৩

স্ফোটবাদী ১৯৬।১৯৭

স্মৃতি ২১

স্বায়ম্ভুব ২৭।১৫৪

স্বার্থ ১০।১৭

হ

হেতু ৭

অশুদ্ধি-সংশোধন

প্রুফসংশোধকগণের অসাবধানতাবশতঃ বর্ণাশুদ্ধি ও অন্যান্য প্রকারের ভ্রমাদি এই গ্রন্থে পরিলক্ষিত হইবে। তন্মধ্যে এ স্থলে সংস্কৃতাংশের কতিপয় গুরুতর অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল।

১৩ পৃষ্ঠার পার্শ্বসূচীতে যে "স্ফোটবাদ" আছে, উহা ভুল। ১৭ পৃষ্ঠায় স্ফোটবাদ দ্রষ্টব্য।

১৫ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তিতে "শৃগালত্বমেব গতিরিত্যুক্তম্" এই স্থানের টিপ্পনী ১৬ পৃষ্ঠে ২ টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য, "যথা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি" ইত্যাদি এই স্থলে পঠিতব্য। ১৬ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় টিপ্পনী স্থলে "প্রাভাকরাঃ" এই পদ যোজ্য।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	২	প্রামাণ্যেন সিদ্ধিঃ	প্রামাণ্যম্, ন সিদ্ধে
„	১১	সিদ্ধেরভাবাৎ	সিদ্ধেঃভাবাৎ
২৮	৮	স্তয়ৈব	স্বয়ৈব
২৯	১৮	লক্ষণৈব	লক্ষণয়ৈব
৩০	৫	অন্যাসতী	নান্যাঽপ্যসতী
„	৭	তত্রৈবাজ্ঞানমিতি	তত্রৈব জ্ঞানমিতি
„	৮	তৎ	তত
„	১০	অথ কস্মাদুচ্যতে "ব্রহ্ম	"অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম
„	১১	যদ্বহ্ম	যদ্‌ব্রহ্ম
৩১	১	"প্রবৃত্তেশ্চেত্যত্র	"প্রবৃত্তেশ্চ" (২।২।২ ব্রহ্মসূ০
„	১২	দর্শনাদেব সত্যপি	দর্শনাদেব। সত্যপি
„	২৩	জ্ঞানবদাশ্রয়জ্ঞানং	জ্ঞানবদাশ্রয়াজ্ঞানং
৩২	৪	ন তস্য	ন; তস্য
„	১৮	তস্য	স্বস্য
৩৩	৮	স্বাভ্যুপগমা	স্বাভ্যুপগতা
„	২৭	তদাত্মানমবেদহং	তদাত্মানমেবাবেদহং
„	২৭	৬	১
৩৬	২১	তস্য	তস্যা
৩৭	৩	কেবলা ভেদে	কেবলাভেদে
„	৪	চতুর্ব্বিধা	চতুর্ব্বিধো
„	১৫	প্রকৃতিঃ	প্রকৃতি-

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭	২১	বিশিষ্ট	বিশেষ্য
৩৭	২২	প্রতিপাস্থন্তে	প্রতিপত্তন্তে
৩৮	১২	অত্র পক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রং	(অধিকঃ পাঠোঽয়ং)
৩৯	১	অথৈ ক	অথৈক
„	২৪	বস্ত পস্থাপ্যতে	বস্তূপস্থাপ্যতে
৪০	৮	দীপপ্রভাবাদৌ	দীপপ্রভাদৌ
„	১৭	একাদশোদয়	একদেশোদয়
„	২৬	বৃত্ত্যুপহে	বৃত্ত্যপোহে
৪৩	২০	ব্রহ্মণোঽর্থান্তরগিতি ?	ব্রহ্মণোঽর্থান্তরমিতি ? (শাঙ্করভাষ্যম্)
৪৪	১০	ব্রহ্ম, শব্দযোগস্ত	ব্রহ্ম-শব্দ-সংযোগস্ত
„	১১	পুচ্ছত্বোপরি	পুচ্ছত্বমপি
„	১৮	-মুচতম্	-মুচিতম্
৪৫	৪	প্রিয়শিরস্থাস্তপ্রাপ্তিরূপচয়াচয়ৌ ভেদে	"প্রিয়শিরস্ত্বাস্তপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ ভেদে" (ব্রহ্মসূ, ৩।৩।১২)
৪৫	৫	উপাসনা ভূমিকা	উপাসনাভূমিকা
„	৬	স্তস্যৈব। আনন্দময়স্ত	স্তস্যৈব আনন্দময়স্য
„	৮	নম্বেত······মতী	নমু "এতমানন্দময়মুপসংক্রা-মতি"—তৈঃ উপনিষৎ) ইতি।
„	৯	নস্তি	নাস্তি
„	„	অন্নয়াদীনাম্	"বিকারাত্মনামন্নময়াদীনাম্ ···প্রবাহপতিতত্বাৎ (শা° ভা°)
„	১৪	বিদুষা	বিদুষো
„	২৪	তেষামব্রহ্ম	তেষামপি ব্রহ্ম
৪৬	১	শরীর	শারীর
„	৯	শব্দাকর্ষেণ	ইত্যস্মাদাত্মশব্দাকর্ষেণ
„	১২	এতস্মাদ্বা	০
৪৭	১৭	প্রস্তুত ইতীতি।	প্রস্তুত (শ্রীভাষ্যম্) ইতীতি।
৪৮	৩	এতস্মিন্ন দৃশ্যে	এতস্মিন্নদৃশ্যে
„	১২	ময়যোগ্য	ময়ো যজ্ঞ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	১৩	অভেদবিবক্ষয়া।	অভেদবিবক্ষয়া ত্বানন্দত্বেনাভ্যাসোঽপীতি।
৪৯	৩	অন্নো রসো	অন্নরসো
৪৯	৫	ন; "দ্ব্যচশ্ছন্দসি"	"ন দ্ব্যচশ্ছন্দসি"
,,	১৩	ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্র
৫১	১০	প্রসজেৎ	প্রসজ্জেৎ
৫৫	১২	স্বস্বরাড্	স স্বরাড্
৫৫	১৩	সবিশেষব্রহ্মণো	সবিশেষমেব প্রতিপদ্যতে এবমন্যত্রাপি উন্নেয়ং। তস্মাৎ সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং "স্থানতোঽপীতি" ন চ সবিশেষং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষব্রহ্মণো
৫৫	১৬	"ভেদাদিতি	"ন ভেদাদিতি
,,	,,	৩।১।১২	৩।২।১২
,,	১৯	৩।১।১২	৩।২।১৩
৫৬	১৬	পক্ষেঽপি	পক্ষোঽপি
,,	১৭	যদি চ	যদাচ
,,	২১	স্বরূপপাদ	স্বরূপাদপ-
,,	২৫	ত্রিদোষঘ্নে কব্যুক্তৌ	ত্রিদোষঘ্নৈকব্যক্তৌ
৬২	১	কর্ত্তমিতি	কর্ত্তুমিতি
,,	৩	শক্তিস্ত র্ণনাভি	শক্তিস্তূর্ণনাভি
,,	৯	দর্দ্ধাঙ্গিভূতাং	দর্দ্ধাঙ্গীভূতাং
৬৩	৮	মিব'	মিব
,,	১৮	শ্রীভগবস্তত্ত্বম্নিজ্ঞ	শ্রীভগবতস্তত্ত্বম্নিজ্ঞ
৬৫	৯	বনলতাতরব	বনলতাস্তরব
,,	১১	ভগ্নানাং	ভগানাং
৬৬	১৬	যদেতচ্ছ্র য়তামত্র	যদেতৎ শ্রূয়তামত্র
৬৭	২৬	ত্যন্থ	ত্যত্র
৬৮	১৯	এব চাত্র	হ্যুপচারত
৬৯	২৭	৫।৬।৫।৭৭	৬।৫।৭৪

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭১	১৮	ভঙ্গান্তঃ	র্ভগান্তঃ-
৭২	৩	সংজ্ঞায়তে	স জ্ঞায়তে
,,	১০	বিজ্ঞান	জ্ঞান-
,,	১৪	মিশ্রতা নিষেধা	মিশ্রতানিষেধা
৭৭	৮	মনূভাতি	মনুভাতি
,,	১৩	অনুদহতি১	অনুদহতি
,,	১৪	তত্রাপি	তত্রাপি১
৭৮	২	আত্মনৈব	আত্মনৈবায়ং
,,	৮	১।৬।২৪	১।১।২৪
,,	১৩	১০।৯	১০।৯০
৮০	২১	কা শ্বিৎ	কাশ্বিৎ
৮১	২৪	তথা পরাপি	তথাপরাপি
৮২	৭	১।৬।৬	১।৬।৬৭
৮২	৮	নাসদাসীয়াখ্যে	নাসদাসীদাখ্যে
,,	৯	বাক্যম্।	বাক্যম্,—
,,	১৩	প্রকেত	প্রকেতঃ
৮৩	৪	৪।৩।১	২।৩।১
,,	৬	৪।৩।৬	২।৩।৬
,,	৭	প্রকৃত	প্রাকৃত-
৮৪	১	প্রপঞ্চ	পঞ্চ
,,	,,	বিচার্য্যম্।	বিচার্য্যম্,—
,,	,,	যৎ যস্ত	যৎ
,,	৬	অস্মিন্নন্তরা আকাশ	অস্মিন্নন্তরাকাশে
,,	,,	ইত্যুক্তে,াচ্যতে।	ইত্যুক্তে,াচ্যতে,—
,,	১২	৭।১২।১	৮।১।৩
,,	১৬	তাবত্যেব	তাবদেব
,,	২৫	"রূপং" যৎ "তদিত্যাদৌ"	তমহমজমিত্যাদিপত্তব্যাখ্যাস্তে
৮৫	৪	৫।১৮।১	৫।১৮।২
৮৬	১৮	২।১	৬।২।১
,,	২৪	বিজ্ঞিষৎ সো-	বিজ্ঞিষৎসো
৮৭	৪	দৈবতং	দৈবতম্" (শ্বেতা ৬।৭)

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭	৫	স	"স
,,	৬	৬।৭	৬।৯
৮৯	২৩	লঘুভাগত	লঘুভাগবত
৯০	১	মীরিতো	মীড়িতো
৯০	২২	স্কন্দীয়	স্কন্ধীয়
৯১	১৩	লক্ষণঃ	লক্ষণতৎ
৯২	৫	সৈষাং	সৈষা
,,	১৫	বদন্ত্যা—প্রস্তাবাৎ	বদন্ত্যাপ্রস্তাবাৎ
৯৩	৪	ব্রাহ্মণঃ	ব্রাহ্মণং
৯৪	১২	প্রসূতীতো	প্রসূতী
,,	১৩	যেন	তোয়েন
,,	১৭	১০ম ১২৫ সূঃ	১০ম ১২৫ সূ৫
,,	১৮	যোনিরপ্স্বন্তঃ	যোনিরপস্বন্ত ঋক্ ১০।১২৫।৭
,,	২৫	সূক্ষ্মমাহুঃ	শুষ্মমাহুঃ
,,	২৬	সহি	স হি
,,	,,	বিশ্বমণ্ডকোশঃ	বীর্য্যমণ্ডকোশঃ
৯৮	২	চ	চ †
৯৯	১৪	ন বা	ন বা ?
,,	১৮	পৃ ৩	পৃ ৩৪
১০০	৪	অসুপ্ত	অসুপ্তঃ
,,	১২	অয়মর্থঃ ইতি—	অয়মর্থঃ।
১০৪	২	তৎ, কল্পিত	তৎকল্পিত
১০৫	৪	স্বপ্নাদৃষ্টানামপি	স্বপ্নদৃষ্টানামপি
১০৬	২২	বহুত্বান্তাবির্ভাবাস্পদ	বহুত্বন্তর্ভাবাস্পদ
১০৭	৬	হ্রপয়ো	হ্রবয়ো
,,	২০	রক্ষণে	ক্ষরণে
,,	২৩	বাস্তা	বাধা
১০৮	৯	কালেন	কালে ন
১১০	২	বা পুণ্যম্	বাপুণ্যম্
১১১	৩	প্রভাতিশয়	প্রভাবাতিশয়

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১২	৯	প্রহানিঃ	প্রহাণিঃ
,,	১০	তস্যাভিধানাৎ	তস্যাভিধ্যানাৎ
,,	১১	আপ্তকামঃ	মাপ্তকামঃ
,,	২৪	প্রভাপ্রভাবা	প্রভাপ্রভবা
,,	২৬	পুংস্ত্বাদিবৎত্বস্য	পুংস্ত্বাদিবৎ তস্য
১১৩	১৮	সর্ব্বগত	"সর্ব্বগত
,,	২০	ন সংজ্ঞামাত্রে	তেন সংজ্ঞামাত্রে
,,	,,	নিরর্থিকেত্যনেন	নিরর্থিকা" ইত্যনেন
১১৪	৬	একমেব	এবমেব
১১৬	৮	তৎকারণক-	তৎকরণক-
১১৭	২	তস্য তৎসেবাকর্ত্তৃতেতি	তস্য তু তৎসেবাকর্ত্তৃতেতি—(অত্রাপরোঽপি পাঠো যোজ্যঃ। তদ্যথা—"তস্য তু তৎসেবাকর্ত্তৃত্বে ন প্রকৃতিপ্রাধান্যম্ পূর্ব্বত্র তামুপমর্দ্দ্য চিচ্ছক্তেঃ প্রাধান্যাৎ অপরত্র কৈবল্যাচ্চ।"
১১৯	১৯	যত্তত্তৈনৈব	তত্তেনৈব
,,	২৪	রজতসর্পাদে-	রজ্জুসর্পাদে-
,,	২৫	জীববৃক্ষাদি	বীজবৃক্ষাদি
,,	২৭	চৈতন্যসাবিদ্যা	চৈতন্যস্যাবিদ্যা
১২০	১	স চ	সচ সচ
১২০	৮	শক্যত্বং	শক্যত্বাৎ
,,	,,	সার্ব্বজ্ঞাদি	সার্ব্বজ্ঞ্যাদি
১২১	৮	বৈয়র্থ্যাৎ	বৈয়র্থ্যাৎ।
,,	,,	জ্ঞানবর্ত্ত্যেব	জ্ঞানবত্যেব
,,	২৩	উদয়ন্তম	উদয়াস্তম্
১২২	৬	ঐশ্বর্য্যস্যাস্যাপি	ঐশ্বর্য্যস্যাপি
,,	৯	৩।২।২৯	৩।২।১৯

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২২	১৭	সঙ্গচ্ছেতে	সঙ্গচ্ছেতে।	১৩৯	২৫	অপরকালাদিষু	অপবরকাদিষু
১২৩	৪	ইতীক্ষিত্রন্তর	ইতীক্ষীত্রন্তর	১৪০	৪	স্বপ্নাদিব	স্বপ্নাদিবৎ
১২৫	৮	এব	একঃ	,,	,,	২।২।২৮	২।২।২৯
১২৬	২৫	স্বরূপযাথাত্ম্য	স্বরূপযাথার্থ্য—	১৪১	১২	স্থূলাবর্ত্তমেব	স্থূণাবর্ত্তমেব
১২৭	২	দ্ধ ষ্টব্য	দ্রষ্টব্য	,,	১৭	প্রসজ্যেত"	প্রসজ্যেত
,,	১০	স্বরূপাভিন্ন	স্বরূপাদ্ভিন্ন	,,	২০	কশ্চিদ্দোষঃ	কশ্চিদ্দোষঃ"
১২৮	১৯	কর্ম্মণি	কর্ম্মাণি	১৪৩	১	ফলং	কলং
,,	১৮	২।১।১৩	২।১।১৪	,,	২৫	ব্রহ্মসূত্র	ব্রহ্মসূত্রম্
১৩০	৩	৮।১২।২	৮।১২।৩	১৪৫	৫	বাক্যভেদঃ।	বাক্যভেদঃ
১৩১	৩	ময়া	মায়য়া	,,	৬	বিধানাৎ	বিধানাৎ।
১৩৩	১২	বাধত্বভ্রমঃ	ব্যাধত্বভ্রমঃ	১৪৬	৮	মনস্ত্বমেব।	মননত্বমেব—
১৩৫	১১	"তত্ত্বদ্বিশেষণ·	তত্ত্বদ্বিশেষণ·	১৪৭	৩	কারণবস্থ	কারণাবস্থা
,,	১২	পিঙ্গাখ্যো	পিঙ্গাক্ষ্যা	১৫০	১৩	বহুবিধো	"বহুবিবোধ
,,	,,	দাবকৃতম্·	দাবঙ্গীকৃতম্	,,	১৪	হনু	গুণ
,,	১৪	শ্বর্য্যপরং	শ্বর্য্যমপরং	,,	১৭	দর্শনাদিতি	দর্শনাদিতি"
১৩৬	২০	প্রতিজ্ঞার্থস্য	প্রতিজ্ঞাতার্থস্য	১৬০	১৭	৬২	৮১
১৩৭	৪	বিদ্যায়া	বিদ্যয়া	১৬৪	৭	প্রাচীনয়া	প্রাচীনয়ার্ব্বাচীনয়া
,,	২৫	দর্শনাৎ।	দর্শনাৎ	১৬৫	৪	ত্বঙ্গুল	ত্র্যঙ্গুল
১৩৮	২	দূষয়তোক্তম্—	দূষয়তোক্তম্।	,,	১৯	মাত্রাঙ্গুল	মাত্রঙ্গুল
,,	৩	দোষা বিশেষাদ	দোষাবিশেষাদ্	১৬৬	১৭	চক্রাঙ্কিতং পদা	চক্রাঙ্কিতপদা
,,	৭	শক্যত্বেন	শক্যতে ; ন	,,	২২	আঙ্গুল	অঙ্গুলি
,,	১৭	স্বপ্নদৃষ্টি	স্বপ্নসৃষ্টি	১৬৭	৮	বা নিত্য	বানিত্য
১৩৯	২৩	কার্ৎস্ন্যোনাভিব্যক্ত	কার্ৎস্ন্যোনানভিব্যক্ত	১৬৮	২০	মহিমা	মহিতা